অর্জ্জুন উবাচ

সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ॥ ১ ॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ,—হে কৃষ্ণ ! কর্ম্মণাং সন্ন্যাসং পুনঃ চ যোগং শংসসি ; এতয়োঃ যৎ শ্রেয়ঃ সুনিশ্চিতং তদেকং মে ব্রূহি অর্থাৎ অর্জ্জুন কহিলেন,—হে কৃষ্ণ ! কর্ম্মসন্ন্যাসের উপদেশাদি প্রদান করিতেছ আবার কর্ম্মযোগের উপদেশও দিতেছ। এতদুভয়ের মধ্যে যাহা শ্রেয়, সেই একটি নিশ্চয় করিয়া আমাকে বল ॥১

অধ্যায়াভ্যাং কৃতো দ্বাভ্যাং নির্ণয়ঃ কর্ম্মবোধয়োঃ। কর্ম্মতত্ত্যাগয়োর্দ্বাভ্যাং নির্ণয়ঃ ক্রিয়তেঽধুনা ॥১ তৃতীয়েঽধ্যায়ে "জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে" ইত্যাদিনার্জ্জুনেন পৃষ্টো ভগবান্ জ্ঞানকর্ম্মণোর্ব্বিকল্পসমুচ্চয়াসম্ভবেনাধিকারিভেদব্যবস্থয়া "লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়া" ইত্যাদিনা নির্ণয়ং কৃতবান্।২ তথাচাজ্ঞাধিকারিকং কর্ম্ম ন জ্ঞানেন সহ সমুচ্চীয়তে তেজস্তিমিরয়োরিব যুগপদসম্ভবাৎ কর্ম্মাধিকারহেতুভেদবুদ্ধ্যপনোদকত্বেন জ্ঞানস্য তদ্বিরোধিত্বাৎ। নাপি বিকল্প্যতে একার্থত্বাভাবাৎ, জ্ঞানকার্য্যস্যাজ্ঞাননাশস্য কর্ম্মণা কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" (শ্বেতাঃ উঃ ৩।৮)

পূর্ব্বে দুইটী অধ্যায়ে কর্ম্ম এবং জ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয় করা হইয়াছে। এক্ষণে পরবর্ত্তী দুইটী অধ্যায়ে কর্ম্ম এবং কর্ম্ম সন্ন্যাসের অধিকারিনিরূপণ করা হইতেছে। তৃতীয় অধ্যায়ে "জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে" ইত্যাদি সন্দর্ভে অর্জ্জুন ভগবান্‌কে প্রশ্ন করিলে ভগবান্ "লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ" অর্থাৎ "হে নিষ্পাপ অর্জ্জুন, এই লোকে দুই প্রকারের নিষ্ঠা আছে তাহা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি" ইত্যাদি সন্দর্ভে এইরূপ নিরূপণ করিয়াছেন যে জ্ঞান ও কর্ম্মের বিকল্প কিংবা সমুচ্চয় সম্ভব হয় না বলিয়া অধিকারিভেদে ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের অনুষ্ঠান করিতে হয়।২ কর্ম্মের অধিকারী অজ্ঞ ব্যক্তি ; সেই কর্ম্ম কখনও জ্ঞানের সহিত সমুচ্চিত (মিলিত) হইতে পারেনা, যেহেতু অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় তাহারা অত্যন্ত বিরুদ্ধ বলিয়া তাহাদের মিলন অসম্ভব। আরও কর্ম্মাধিকারের হেতু ভেদবুদ্ধি ; জ্ঞান সেই ভেদবুদ্ধিকে দূরীভূত করিয়া দেয় বলিয়া উহা কর্ম্মের বিরোধী ; (কাজেই জ্ঞান ও কর্ম্ম যে মিলিতভাবে অনুষ্ঠিত হইবে তাহা হইতে পারে না) ; আর, কর্ম্ম ও জ্ঞানের যে বিকল্প হইবে অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারা অথবা জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষরূপ একই প্রয়োজন সাধিত হইবে তাহাও হইতে পারে না ; কেননা তাহাদের একার্থতা নাই অর্থাৎ কর্ম্ম ও জ্ঞান একই প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিতে পারে না। এরূপ হইবার কারণ এই যে জ্ঞানের কার্য্য হইতেছে অজ্ঞান নাশ করা : কর্ম্ম তাহা কখনই

ইতি শ্রুতেঃ। জ্ঞানে জাতে তু কর্ম্মকার্য্যং নাপেক্ষ্যত এবেত্যুক্তং "যাবানর্থ উদপানে" ইত্যত্র।৩ তথাচ জ্ঞানিনঃ কর্ম্মানধিকারে নিশ্চিতে প্রারব্ধকর্ম্মবশাদ্বৃথাচেষ্টারূপেণ তদনুষ্ঠানং বা সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসো বেতি নির্ব্বিবাদং চতুর্থে নির্ণীতম্।৪ অজ্ঞেন ত্বন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানোৎপত্তয়ে কর্ম্মাণ্যনুষ্ঠেয়ানি "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন" (বৃহদাঃ উঃ ৪।৪।২২) ইতিশ্রুতেঃ। "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে" ইতি ভগবদ্বচনাচ্চ।৫ এবং সর্ব্বকর্ম্মাণি জ্ঞানার্থানি। তথা সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসোঽপি জ্ঞানার্থঃ শ্রূয়তে,"এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি,(বৃহদাঃ উঃ ৪।৪।২২) "শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ (বৃহদাঃ উঃ ৪।৪।২৩), "ত্যজতৈব হি তজ্‌জ্ঞেয়ং ত্যক্তুঃ প্রত্যক্ পরং পদম্। "সত্যানৃতে সুখদুঃখে বেদানিমং লোকমমুঞ্চ পরিত্যজ্যাত্মানমন্বিচ্ছেৎ" ইত্যাদৌ। তত্র কর্ম্মতত্ত্যাগয়োরারাদুপকারকসন্নিপত্যোপকারকয়োঃ প্রযাজাবঘাতযোরিব ন সমুচ্চয়ঃ সম্ভবতি বিরুদ্ধত্বেন যৌগপদ্যাভাবাৎ।৬ নাপি কর্ম্মতত্ত্যাগয়োরাত্মজ্ঞানমাত্রফলত্বেনৈকার্থত্বাদতিরাত্রয়োঃ

করিতে পারে না। এ বিষয়ে "কেবলমাত্র সেই আত্মতত্ত্ব জানিয়াই লোকে অতিমৃত্যু (মুক্তি) লাভ করিতে পারে, মোক্ষলাভের আর অন্য কোন পথ নাই" এই শ্রুতি বাক্যই প্রমাণ অর্থাৎ এই শ্রুতিবাক্যে "বিদিত্বা" পদের দ্বারা বেদন অর্থাৎ জ্ঞানকেই মুক্তির কারণ বলা হইয়াছে। জ্ঞান উৎপন্ন হইলে আর করণীয় ধর্ম্মের অপেক্ষা মোটেই থাকেনা—ইহা "যাবানর্থ উদপানে" ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে।৩ অতএব জ্ঞানী ব্যক্তির কর্ম্মে অধিকার নাই—ইহা যখন অবধারিত হইল তখন তিনি প্রারব্ধ কর্ম্মের প্রভাবে বৃথাচেষ্টারূপে কর্ম্মানুষ্ঠান করুন অথবা কর্ম্মসন্ন্যাস করুন অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠান একেবারে পরিত্যাগ করুন সকলই তাঁহার পক্ষে খাটিবে—ইহা চতুর্থ অধ্যায়ে নির্ব্বিবাদে নিরূপিত হইয়াছে।৪ কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে অন্তঃকরণশুদ্ধিপূর্ব্বক জ্ঞানোদয়ের জন্য কর্ম্ম অবশ্য অনুষ্ঠেয়। কারণ শ্রুতি বলিতেছেন—"ব্রাহ্মণগণ এই আত্মতত্ত্বকে বেদাধ্যয়নের দ্বারা, যজ্ঞের দ্বারা, দানের দ্বারা এবং অনশনপূর্ব্বক তপস্যার দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন" এবং ভগবানও বলিয়াছেন—"হে পার্থ সমস্ত কর্ম্ম নিরবশেষভাবে জ্ঞানেই পরিসমাপ্ত হইয়া যায়।" ৫ এইরূপে জানা যায় যে, সমস্ত কর্ম্মই জ্ঞানের জন্য অর্থাৎ যাহাতে তত্ত্বজ্ঞানলাভ হইতে পারে তজ্জন্যই নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করা হয়। আবার সমস্ত কর্ম্মের যে সন্ন্যাস অর্থাৎ পরিত্যাগ তাহাও জ্ঞানেরই জন্য; ইহা—"প্রব্রাজিগণ অর্থাৎ (সন্ন্যাসিগণ) এই আত্মলোক ইচ্ছা করিয়াই প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) অবলম্বন করেন; "শম দম, উপরতি, ও তিতিক্ষাযুক্ত হইয়া এবং সমাধি অবলম্বন করিয়া নিজমধ্যেই আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিবে; "কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াই ত্যাগকর্ত্তা নিজের সেই পরম পদনীয় (প্রাপ্য) প্রত্যক্ বস্তু বিদিত হইতে পারেন; এবং "সত্য ও মিথ্যা, সুখ ও দুঃখ, বেদোক্ত কর্ম্ম, এবং ইহলোক ও পরলোক সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আত্মতত্ত্ব অন্বেষণ করা উচিত"—ইত্যাদি শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে প্রযাজ ও অবঘাতের ন্যায়—যথাক্রমে আরাদুপকারক ও সন্নিপত্যোপকারক যে কর্ম্ম এবং কর্ম্মত্যাগ তাহাদের সমুচ্চয় হইতে পারে না, কারণ তাহারা পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া তাহাদের যৌগপদ্য

ষোড়শিগ্রহণাগ্রহণয়োরিব বিকল্পঃ স্যাৎ, দ্বারভেদেনৈকার্থত্বাভাবাৎ। কর্ম্মণো হি পাপক্ষয়-রূপমদৃষ্টমেব দ্বারং, সন্ন্যাসস্য তু সর্ব্ববিক্ষেপাভাবেন বিচারাবসরদানরূপং দৃষ্টমেব দ্বারম্,

(এককালীনতা) নাই।৬ [তাৎপর্য্য ঃ—শ্রুতিতে দর্শপূর্ণমাসনামক একটী যজ্ঞের কর্ত্তব্যতা উল্লিখিত আছে। সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইলে প্রযাজ আদি নামে প্রসিদ্ধ কতকগুলি অঙ্গকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। ইহাদিগকে আরাদুপকারক অথবা প্রধান কর্ম্ম কিংবা অর্থকর্ম্ম বলা হয়। ব্রীহি প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্যাদির দ্বারা আবার সেই অঙ্গকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। সেই ব্রীহি প্রভৃতি দ্রব্যাদির জন্য প্রোক্ষণ, অববাত প্রভৃতি কতকগুলি অনুষ্ঠান বিহিত আছে। সেই সমস্ত অনুষ্ঠানকে সন্নিপত্যোপ-কারক বলা হয়। ইহাদেরই অপর নাম গুণকর্ম্ম, অথবা সংস্কার কর্ম্ম বা আশ্রয়িকর্ম্ম। সুতরাং যে সমস্ত কর্ম্ম প্রধানরূপে বিধীয়মান হয় তাহাদের নাম আরাদুপকারক, যেমন প্রযাজ প্রভৃতি। আর সেই প্রধান কর্ম্মের নিষ্পাদক যে দ্রব্যাদি সেই দ্রব্যাদির উদ্দেশে যে সমস্ত কর্ম্ম বিধীয়মান হয় তাহারা সন্নিপত্যোপকারক, যেমন প্রোক্ষণ অবঘাত ইত্যাদি। এই প্রযাজ এবং প্রোক্ষণ বিভিন্নকালে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহাদের যেমন সমুচ্চয় অর্থাৎ মিলিতভাবে অনুষ্ঠান হইতে পারেনা সেইরূপ কর্ম্ম জ্ঞানোৎপত্তির পক্ষে আরাদুপকারক আর কর্ম্মত্যাগ তদ্বিষয়ে সন্নিপত্যোপকারক হইতেছে। এইজন্য ইহাদের উভয়ের সমুচ্চয় হইতে পারেনা, কারণ উহারা পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়ায় উহাদের এককালীনতা নাই। আর যাহাদের এককালীনতা নাই তাহাদের মিলনও অসম্ভব, যেহেতু মিলিত হইতে হইলে উভয়ের এককালে অবস্থান আবশ্যক।৬] আর এ কথাও বলা চলেনা যে আত্মজ্ঞানোৎপত্তিসম্পাদন করাই যখন কর্ম্ম ও কর্ম্মত্যাগ ইহাদের উভয়েরই একমাত্র ফল বা প্রয়োজন তখন অতিরাত্র নামক যজ্ঞ নিষ্পাদন করিবার জন্য যেমন ষোড়শী নামক যজ্ঞপাত্র গ্রহণ করা অথবা তাহা গ্রহণ না করার বিকল্প আছে—এস্থলেও সেইরূপ বিকল্প হউক, যেহেতু ইহাদের মধ্যে দ্বার ভেদ থাকায় একার্থকতা নাই অর্থাৎ উভয়ের দ্বারা একই প্রয়োজন নির্ব্বাহিত হয়না। [তাৎপর্য্য—জ্যোতিষ্টোম যাগের সংস্থা বিশেষে ষোড়শী গ্রহণের বিধি আছে এবং তাহার নিষেধও আছে। আর ষোড়শী নামক যজ্ঞপাত্র গ্রহণের উদ্দেশ্য অতিরাত্র নামক যজ্ঞ সম্পাদন করা আবার ষোড়শী গ্রহণ না করারও উদ্দেশ্য উক্ত যজ্ঞ সম্পাদন করা ;—সুতরাং স্থল বিশেষে ষোড়শী গ্রহণ করিয়া আবার স্থলবিশেষে ষোড়শী গ্রহণ না করিয়াই উক্ত যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হয়। অথচ উক্ত দুইটী নিয়ম পরস্পর বিরোধী হওয়ায় উহাদের মিলন অসম্ভব। এ কারণ যে কোন একটীর দ্বারাই উক্ত যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হয়—ইহাই মীমাংসকগণের সিদ্ধান্ত। সুতরাং ষোড়শীর গ্রহণ বা অগ্রহণ উভয়ের দ্বারাই একই প্রয়োজন সাধিত হয়। এস্থলেও সেইরূপ অত্যন্ত বিরুদ্ধ কর্ম্ম ও কর্ম্মত্যাগের যে কোন একটীর দ্বারাই আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হউক, এইপ্রকার শঙ্কা করা যায় না ; কারণ কর্ম্ম ও কর্ম্মত্যাগ—উভয়েরই আত্মজ্ঞান সম্পাদন প্রয়োজন হইলেও পরস্পরের দ্বার বিভিন্ন। অর্থাৎ কর্ম্ম পরম্পরা সম্বন্ধে আত্মজ্ঞানের উপযোগী ; কারণ চিত্তের পাপরূপ মলিনতা দূর করিয়া চিত্তকে জ্ঞানের যোগ্য করিয়া দেওয়া কর্ম্মের প্রয়োজন। এইভাবে চিত্তগত মলিনতা দূর করাই কর্ম্মের সাক্ষাৎ ফল। পক্ষান্তরে সন্ন্যাস সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞানের উপযোগী। একারণে উভয়ের ঠিক একার্থতা হইল না অর্থাৎ কর্ম্ম ও কর্ম্মত্যাগের আত্মজ্ঞানোৎপাদন বিষয়ে দ্বার বিভিন্ন হওয়ায় উভয়ের একার্থতা নাই]।

নিয়মাপূর্ব্বন্তু দৃষ্টসমবায়িত্বাদবঘাতাদাবিব ন প্রয়োজকং।৭ তথাচাদৃষ্টার্থদৃষ্টার্থয়োরারাদুপ-কারকসন্নিপত্যোপকারকয়োরেক প্রধানার্থত্বেঽপি বিকল্পো নাস্ত্যেব প্রযাজাবঘাতাদীনামপি তৎপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ ক্রমেণোভয়মপ্যনুষ্ঠেয়ং।৮ তত্রাপি সন্ন্যাসানন্তরং কর্ম্মানুষ্ঠানং চেৎ তদা পরিত্যক্তপূর্ব্বাশ্রমস্বীকারেণারূঢ়পতিতত্বাৎ কর্ম্মানধিকারিত্বং প্রাক্তনসন্ন্যাসবৈয়র্থ্যঞ্চ তস্যাদৃষ্টার্থত্বাভাবাৎ। প্রথমকৃতসন্ন্যাসেনৈব জ্ঞানাধিকারলাভে তদুত্তরকালে কর্ম্মানুষ্ঠান-বৈয়র্থ্যঞ্চ।৯ তস্মাদাদৌ ভগবদর্পণবুদ্ধ্যা নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠানাদন্তঃকরণশুদ্ধৌ তীব্রেণ

কারণ পাপক্ষয়রূপ অদৃষ্টই হইতেছে কর্ম্মের দ্বার; আর সন্ন্যাসের পক্ষে সকল প্রকার বিক্ষেপাভাব নিবন্ধন বিচারাবসরদানরূপ দ্বার দৃষ্ট ফল। অর্থাৎ তাহা অদৃষ্ট বা চিত্তগত নহে। আর এস্থলে যে 'নিয়মাপূর্ব্ব' স্বীকার করা হইবে তাহাও সম্ভব নহে; ব্রীহিপ্রভৃতিতে যে অবঘাত (অবহনন বা মুষলদ্বারা কণ্ডন) করা হয় তথায় সেই নিয়মবিধির ফলে 'অপূর্ব্ব' বা অদৃষ্ট জন্মিলেও সেই অপূর্ব্ব ঐ অবহননের দৃষ্ট ফল যে তুষবিবেচন তৎসহকারে জন্মিয়া থাকে; কিন্তু এখানে তাদৃশ কোন দৃষ্ট ফল নাই; একারণে এস্থলে নিয়মাপূর্ব্ব কর্ম্মের প্রয়োজক হইতে পারে না অর্থাৎ কর্ম্ম নিয়মাপূর্ব্বপ্রযুক্ত হইয়া জ্ঞানের কারণ হইতে পারে না।৭ [**তাৎপর্য্য** – কর্ম্মের ফলে পাপক্ষয় হইয়া থাকে, আর তাহা জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ হইয়া থাকে; সেই যে কর্ম্মজন্য পাপক্ষয় তাহা অদৃষ্ট। কিন্তু সন্ন্যাসের ফলে চিত্তের বিক্ষেপসম্ভাবনা থাকে না বলিয়া তাহার ফলে সন্ন্যাসী ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন; এইরূপে বিচারে প্রবৃত্তিই সন্ন্যাসের ফল এবং তাহা জ্ঞানের দৃষ্টদ্বার স্বরূপ। আর অবঘাতাদি স্থলে যেমন নিয়মাপূর্ব্ব প্রয়োজক এস্থলে তাহা সেরূপ প্রয়োজক নহে, যেহেতু ইহা দৃষ্টসমবায়ী হইতেছে অর্থাৎ অবঘাতাদি স্থলে নখবিদলনাদি নিবৃত্তির জন্য "ব্রীহীন্ অবহন্তি" এই বিধিবাক্যে যে নিয়মাপূর্ব্ব স্বীকার করা হয় তাহার তাৎপর্য্য এই যে অবহননের দ্বারা তুষবিমোক্ষ হইলেই একটী 'অপূর্ব্ব' উৎপন্ন হইবে, অন্যথা নহে; আর তাহা অদৃষ্টরূপে যাগের সহায় হইবে। কিন্তু এখানে সন্ন্যাসের ফলে চিত্তবিক্ষেপহীনতাপূর্ব্বক বেদান্ত বিচারে যে প্রবৃত্তি হয় তাহা অদৃষ্টস্বরূপ নহে, কিন্তু দৃষ্টদ্বারস্বরূপ। এই কারণে এস্থলে নিয়মাপূর্ব্ব হইতে পারে না। সুতরাং কর্ম্ম এবং সন্ন্যাস উভয়ের দ্বার অর্থাৎ কারকতা বিভিন্ন বলিয়া উভয়ের একার্থকতা থাকিতে পারে না। অতএব উভয়ের বিকল্পও হইতে পারে না।]৭ সুতরাং অদৃষ্টপ্রয়োজন আরাদুপকারক কর্ম্ম এবং দৃষ্টপ্রয়োজন সন্নিপত্যোপকারক কর্ম্মত্যাগ ইহারা দুইটী জ্ঞানোৎপাদনরূপ একই প্রধানের নিমিত্ত হইলেও ইহাদের মধ্যে বিকল্প হইতেই পারে না, তাহা যদি হইত তাহা হইলে প্রযাজ ও অবঘাতাদিরও বিকল্প হইতে পারিত। অতএব কর্ম্ম এবং কর্ম্মত্যাগ উভয়ই ক্রমিকভাবে অনুষ্ঠেয়।৮ উহাদের অনুষ্ঠান ক্রমিক হইলেও কিন্তু, যদি সন্ন্যাসের পরবর্ত্তী কালে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয় তাহা হইলে সন্ন্যাস করার জন্য প্রথমে যে আশ্রম পরিত্যক্ত হইয়াছিল সেই আশ্রম পুনরায় স্বীকার করিতে হয় (কেন না গৃহস্থাশ্রমেই কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়); আর এরূপ হইলে আরূঢ়পতিত হওয়ায়, কর্ম্মেরও আর অধিকার থাকে না এবং পূর্ব্বে যে সন্ন্যাস অবলম্বন করা হইয়াছিল তাহাও ব্যর্থ হইয়া পড়ে, কারণ তাহার অদৃষ্টার্থকতা নাই অর্থাৎ সেই সন্ন্যাস হইতে কোন অদৃষ্ট প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। আর প্রথমে যে সন্ন্যাস গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহা দ্বারাই যদি জ্ঞানের অধিকার লাভ করা

বৈরাগ্যেণ বিবিদিষায়াং দৃঢ়ায়াং সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসঃ শ্রবণমননাদিরূপবেদান্তবাক্যবিচারায় কর্ত্তব্য ইতি ভগবতো মতম্।১০ তথাচোক্তং "ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে" ইতি। বক্ষ্যতে চ, "আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে। যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥" ইতি। যোগোঽত্র তীব্রবৈরাগ্যপূর্ব্বিকা বিবিদিষা। তদুক্তং বার্ত্তিককারৈঃ, "প্রত্যগ্‌বিবিদিষাসিদ্ধ্যৈ বেদানুবচনাদয়ঃ। ব্রহ্মাবাপ্ত্যৈ তু তত্ত্যাগ ঈপ্সন্তীতি শ্রুতের্ব্বলাৎ॥" (বৃহদাঃ বাঃ সম্বঃ ১২) ইতি। স্মৃতিশ্চ, "কষায়পঙ্‌ক্তিঃ কর্ম্মভ্যো জ্ঞানন্তু পরমা গতিঃ। কষায়ে কর্ম্মভিঃ পক্বে ততো জ্ঞানং প্রবর্ত্ততে॥" ইতি। মোক্ষধর্ম্মে চ, "কষায়ং পাচয়িত্বা চ শ্রেণী স্থানেষু চ ত্রিষু। প্রব্রজেচ্চ পরং স্থানং পারিব্রাজ্যমনুত্তমম্॥ ভাবিতৈঃ কারণৈশ্চায়ং বহুসংসারযোনিষু। আসাদয়তি শুদ্ধাত্মা

যায় তাহা হইলে তাহার পরবর্ত্তী কালে কর্ম্মানুষ্ঠান করাও বিফল হইবে।৯ সুতরাং প্রথমতঃ ভগবদর্পণবুদ্ধিতে নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তাহার ফলে অন্তঃকরণের শুদ্ধি জন্মিলে, পরে কঠোর বৈরাগ্যবশতঃ বিবিদিষা অর্থাৎ আত্মজিজ্ঞাসা দৃঢ় হইলে শ্রবণ, মননাদিরূপ বেদান্ত বাক্য বিচারের নিমিত্ত সকল কর্ম্মের সন্ন্যাস করা উচিত,—ইহাই ভগবানের অভিমত অর্থাৎ অভিপ্রায়।১০ শাস্ত্রে এইরূপ কথিতও হইয়াছে যথা, "কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিনা লোকে নৈষ্কর্ম্ম্যলাভ করিতে পারে না।" পরেও ভগবান্ বলিবেন,—"যিনি অন্তঃকরণশুদ্ধিরূপ যোগ অর্থাৎ বিবিদিষা প্রাপ্ত হইবেন তাদৃশভাবী মুনির পক্ষে কর্ম্মই কারণ অর্থাৎ সেই বিবিদিষা হেতু অনুষ্ঠেয় বলিয়া কথিত হয়। আবার তিনিই যখন উক্তরূপ যোগ অর্থাৎ বিবিদিষা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তখন তাঁহার পক্ষে শম অর্থাৎ কর্ম্মসন্ন্যাসই কারণ অর্থাৎ করণীয় বলিয়া কথিত হয়।" এস্থলে 'যোগ' বলিতে উৎকট বৈরাগ্যমূলিকা আত্মজিজ্ঞাসা বুঝিতে হইবে। বৃহদারণ্যক বার্ত্তিককার পূজ্যপাদ সুরেশ্বর আচার্য্য তাহাই বলিয়াছেন যথা—বেদানুবচনাদি কর্ম্মকলাপ প্রত্যগাত্মবিবিদিষা সিদ্ধির নিমিত্তই বিহিত হইয়াছে, অর্থাৎ বেদানুবচনাদি কর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠান করিবার যে বিধি আছে তাহার ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য যে ইহার দ্বারা আত্মবিবিদিষা উৎপন্ন হইবে। কিন্তু ব্রহ্মলাভ করিতে হইলে মনীষিগণ সেই কর্ম্মের ত্যাগই ইচ্ছা করিয়া থাকেন, ইহা 'ঈপ্সন্তি' ইত্যাদি শ্রুতিবচন বলেই সিদ্ধ হয়।" স্মৃতিও এইরূপই বলিতেছে যথা—"কর্ম্মনিচয় হইতে কষায়ের (রাগাদি) পাক অর্থাৎ ক্ষীণতা হইয়া থাকে; কিন্তু জ্ঞানই পরমা গতি। কর্ম্মকলাপের দ্বারা রাগাদি ক্ষীণ হইলে সেই কারণে অর্থাৎ রাগাদির ক্ষয় হইয়াছে বলিয়া জ্ঞানের প্রবৃত্তি হয় অর্থাৎ জ্ঞান স্থান লাভ করিয়া থাকে।" মোক্ষ ধর্ম্মেও এইরূপ কথিত হইয়াছে যথা—"শ্রেণী স্থানীয় তিনটী আশ্রমে কষায়কে পরিপক্ব (ক্ষীণ) করিয়া লইয়া অনন্তর পারিব্রাজ্য (সন্ন্যাস) রূপ অত্যুত্তম স্থানে গমন করা উচিত অর্থাৎ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা উচিত। আর সংসার মধ্যে বহু যোনিতে গমনাগমন করিয়া যাঁহার ইন্দ্রিয়গ্রাম শুদ্ধ হইয়াছে তাদৃশ কোনও ব্যক্তি অর্থাৎ অতি অল্প মনুষ্যই, (কারণ এতাদৃশ পুরুষ খুবই বিরল), প্রথমাশ্রমেই অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেই মোক্ষ অর্থাৎ বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সেই বৈরাগ্য লাভ হওয়ায় যিনি বিরক্ত হইয়াছেন এবং তাহাতে (সেই বৈরাগ্যে মুক্তিরূপ) প্রয়োজনও দেখিতে পাইয়াছেন পরম

মোক্ষং বৈ প্রথমাশ্রমে॥ তমাসাদ্য তু মুক্তস্য দৃষ্টার্থস্য বিপশ্চিতঃ। ত্রিষ্বাশ্রমেষু কোঽন্বর্থো ভবেৎ পরমভীপ্সিতঃ॥" ইতি। মোক্ষং বৈরাগ্যং।১১ এতেন ক্রমাক্রমসন্ন্যাসৌ দ্বাবপি দর্শিতৌ। তথাচ শ্রুতিঃ "ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহীভবেদ্ গৃহাদ্বনীভূত্বা প্রব্রজেদ্‌যদিবেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেদ্‌গৃহাদ্বা বনাদ্বা যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" (জাবালঃ উঃ ৪) ইতি।১২ তস্মাদজ্ঞস্যাবিরক্ততাদশায়াং কর্ম্মানুষ্ঠানমেব ; তস্যৈব বিরক্ততাদশায়াং সন্ন্যাসঃ শ্রবণাদ্যবসরদানেন জ্ঞানার্থ ইতি দশাভেদেনাজ্ঞমধিকৃত্যৈব কর্ম্মতত্ত্যাগৌ ব্যাখ্যাতুং পঞ্চমষষ্ঠ্যাবধ্যায়াবারভ্যেতে। বিদ্বৎসন্ন্যাসস্তু জ্ঞানবলাদর্থসিদ্ধ এবেতি সন্দেহাভাবাৎ নাত্র বিচার্য্যতে।১৩ তত্রৈকমেব জিজ্ঞাসুমজ্ঞং প্রতি জ্ঞানার্থত্বেন কর্ম্মতত্ত্যাগয়োর্ব্বিধানাৎ তয়োশ্চ বিরুদ্ধয়োর্যুগপদনুষ্ঠানাসম্ভবাদ্ময়া জিজ্ঞাসুনা কিমিদানীমনুষ্ঠেয়মিতি সন্দিহানঃ অর্জ্জুন উবাচ সন্ন্যাসমিতি।১৪ "হে কৃষ্ণ" সচ্চিদানন্দরূপ! ভক্তদুঃখকর্ষণেতি বা, "কর্ম্মণাং" যাবজ্জীবাদিশ্রুতিবিহিতানাং নিত্যানাং

পুরুষার্থাভিলাষী তাদৃশ জ্ঞানী ব্যক্তির আর পূর্ব্ববর্ত্তী আশ্রমত্রয়ে কোন্ প্রয়োজন সাধিত হইবে?" এস্থলে মোক্ষ শব্দের অর্থ বৈরাগ্য।১১ ইহার দ্বারা ক্রম সন্ন্যাস এবং অক্রম সন্ন্যাস উভয় প্রকার সন্ন্যাসই প্রদর্শিত হইল অর্থাৎ মোক্ষ ধর্ম্মের বচনে ইহাই প্রতিপাদিত হইল যে ক্রমিক ভাবে ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমত্রয় শেষ করিয়া পরে বৈরাগ্য অবলম্বন করা যায়; ইহাই ক্রম সন্ন্যাস। আর পূর্ব্ব জন্মের সুকৃত বশে যাঁহার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে তিনি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতেই কিংবা গৃহস্থাশ্রম হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন;—ইহাই অক্রম সন্ন্যাস। শ্রুতিও এইরূপই বলিয়াছেন, যথা—"ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া গৃহী হইবে, গৃহস্থাশ্রম হইতে বনী অর্থাৎ বানপ্রস্থাশ্রমী হইয়া পরে প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) অবলম্বন করিবে, যদি অন্যরূপ হয় অর্থাৎ যদি তৎ পূর্ব্বেই চিত্তশুদ্ধি জন্মে তাহা হইলে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতেই, কিংবা গৃহস্থাশ্রম হইতেই অথবা বানপ্রস্থাশ্রম হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, (ফল কথা) যে সময়ে বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাস অবলম্বন করা উচিত।"১২ অতএব যাবৎ বৈরাগ্যোদয় না হয় অজ্ঞের পক্ষে তাবৎকাল কর্ম্মানুষ্ঠানই বিহিত। আবার যখন বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে তখন তাহার শ্রবণাদিরূপ বেদান্ত বাক্যবিচার পূর্ব্বক জ্ঞানোৎপত্তির নিমিত্ত সন্ন্যাস অবলম্বনীয়। এইরূপে একই অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মানুষ্ঠান এবং কর্ম্মসন্ন্যাস উভয়ই অবস্থাভেদে বিহিত হইয়াছে। ইহারই বিবৃতি করিবার জন্য পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায় আরব্ধ হইতেছে। আর যে বিদ্বৎসন্ন্যাস আছে তাহা জ্ঞানপ্রভাবে অর্থতঃ সিদ্ধ হয় বলিয়া তদ্বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না; এই কারণে তাহা আর এস্থলে বিচারিত হইবে না।১৩ এরূপ হইলে পর একই জিজ্ঞাসু অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে যখন জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে কর্ম্ম এবং কর্ম্মসন্ন্যাস উভয়েরই বিধান করা হইয়াছে, আর তাহারা পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া যখন একই কালে তাহাদের উভয়ের অনুষ্ঠান অসম্ভব তখন জিজ্ঞাসু আমার (অর্জ্জুনের) পক্ষে এক্ষণে কোন্‌টী অনুষ্ঠেয়?—এইরূপে সন্দেহাক্রান্ত হইয়া অর্জ্জুন প্রশ্ন করিলেন **সন্ন্যাসম্** ইত্যাদি—।১৪ হে কৃষ্ণ! অর্থাৎ সদানন্দস্বরূপ পুরুষ! অথবা 'কৃষ্ণ' অর্থ ভক্তের দুঃখহারিন্! তুমি জিজ্ঞাসু অজ্ঞ ব্যক্তিকে **কর্ম্মণাং** অর্থাৎ "যাবজ্জীবম্

শ্রীভগবানুবাচ

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ।—সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ, উভৌ নিঃশ্রেয়সকরৌ ; তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগঃ বিশিষ্যতে অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কহিলেন—সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ই মোক্ষ সাধক। পরন্তু এতদুভয়ের মধ্যে কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগই অধিকতর প্রশংসনীয় ॥২

নৈমিত্তিকানাঞ্চ "সন্ন্যাসং" ত্যাগং জিজ্ঞাসুমজ্ঞং প্রতি কথয়সি বেদমুখেন, পুনস্তদ্বিরুদ্ধং "যোগঞ্চ" কর্ম্মানুষ্ঠানরূপং "শংসসি" "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি, তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন" (বৃহদাঃ উঃ ৪।৪।২২) ইত্যাদিনা বাক্যদ্বয়েন "নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ। শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥" "ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত।"—ইতি গীতাবাক্যদ্বয়েন বা।১৫ তত্রৈকমজ্ঞং প্রতি কর্ম্মতত্ত্যাগয়োর্ব্বিধানাদ্যুগপদুভয়ানুষ্ঠানাসম্ভবাৎ, "এতয়োঃ" কর্ম্মতত্ত্যাগয়োর্মধ্যে "যদেকং শ্রেয়ঃ" প্রশস্যতরং মন্যসে কর্ম্ম বা তত্ত্যাগং বা "তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতং" তব মতমনুষ্ঠানায় ॥ ১৬—১ ॥

অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ" ইত্যাদি শ্রুতিবিহিত নিত্যকর্ম্ম সকলের এবং নৈমিত্তিক কর্ম্ম সকলের **সন্ন্যাসম্** অর্থাৎ ত্যাগ করিবার কথা **শংসসি** = বেদমুখে বলিতেছ অর্থাৎ বেদ তোমারই অনুশাসন, সেই বেদেই কথিত হইয়াছে কর্ম্ম ত্যাগই করিবে। আবার **যোগম্** অর্থাৎ সেই সন্ন্যাসের বিরুদ্ধ যে কর্ম্মযোগ অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠান তাহার কথাও সেই বেদমুখেই বলিতেছ ; যথা, "প্রব্রাজিগণ (সন্ন্যাসিগণ) এই আত্মলোক ইচ্ছা করিয়াই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন" ; "ব্রাহ্মণগণ বেদানুবচনের দ্বারা, যজ্ঞের দ্বারা এই আত্মতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করেন" ইত্যাদি দুইটী বেদ বচনের দ্বারা অথবা "নিষ্কাম, সংযত চিত্ত ও সংযতেন্দ্রিয়দেহ হইয়া এবং সকল প্রকার পরিগ্রহ ত্যাগ করতঃ শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজন কর্ম্ম কেবল ভাবে করিলে কিল্বিষ কর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মমূল অনিষ্ট সংসার পাইতে হয়," "হে ভরতকুলতিলক এই প্রকার সংশয় ছিন্ন করিয়া তুমি কর্ম্মযোগ অবলম্বন কর—এক্ষণে যুদ্ধার্থে উত্থিত হও"—ইত্যাদি গীতার দুইটী বাক্যের দ্বারা যথাক্রমে প্রথম বচনদ্বয়ে কর্ম্মত্যাগ এবং দ্বিতীয় বচন দ্বিতয়ে উক্ত কর্ম্ম সন্ন্যাসের বিরুদ্ধ কর্ম্মযোগের বিষয় অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠানের বিষয় বলিতেছ।১৫—এরূপ স্থলে একই অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে যখন কর্ম্ম এবং কর্ম্মত্যাগ বিহিত হইয়াছে অথচ যুগপৎ উভয়েরই অনুষ্ঠান করা যখন অসম্ভব অর্থাৎ একই সময়ে ঐ দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ বিষয় যখন অনুষ্ঠিত হইতে পারে না তখন **এতয়োঃ** = কর্ম্ম এবং কর্ম্মত্যাগ এই দুইটীর মধ্যে **যৎ** = যে কোন একটী—কর্ম্মই হউক অথবা কর্ম্মত্যাগই হউক যেটাকে তুমি শ্রেয়ঃ অর্থাৎ অধিক প্রশস্ত বলিয়া মনে কর **তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্** = তাহা তুমি আমাকে সুনিশ্চিত করিয়া বল,—কোন্‌টী তোমার অভিপ্রেত তাহা আমায় বল, যাহাতে আমি তাহার অনুষ্ঠান করিতে পারি।১৬—১॥

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥
সাঙ্খ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্ব্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪ ॥

যঃ ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি সঃ নিত্যসন্ন্যাসী জ্ঞেয়ঃ। হি হে মহাবাহো! নির্দ্দ্বন্দ্বঃ সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে অর্থাৎ হে মহাবাহো! যাহার দ্বেষ নাই অকাঙ্ক্ষাও নাই, তাঁহাকে নিত্যসন্ন্যাসী জানিবে; যেহেতু হে মহাবাহো, রাগদ্বেষাদি-শূন্য ব্যক্তি অনায়াসেই সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন ॥ ৩

বালাঃ সাঙ্খ্যযোগৌ পৃথক্ প্রবদন্তি, ন (তু) পণ্ডিতাঃ; একম্ অপি সম্যক্ আস্থিতঃ উভয়োঃ ফলং বিন্দতে অর্থাৎ অজ্ঞেরাই কর্ম্ম-সন্ন্যাস ও কর্ম্ম-যোগকে পৃথক্ বলিয়া থাকে; পরন্তু পণ্ডিতেরা তাহা বলেন না; সম্যক্‌রূপে একটির অনুষ্ঠানেই উভয়ের ফল লাভকরা যায় ॥ ৪

এবমর্জ্জুনস্য প্রশ্নে তদুত্তরং শ্রীভগবানুবাচ সন্ন্যাস ইতি। "নিঃশ্রেয়সকরৌ" জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বেন মোক্ষোপযোগিনৌ। তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাদনধিকারিত্বাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে শ্রেয়ান্ অধিকারসম্পাদকত্বেন ॥ ২ ॥

তমেব কর্ম্মযোগং স্তৌতি জ্ঞেয় ইতি ত্রিভিঃ। "স" কর্ম্মণি প্রবৃত্তোঽপি নিত্যং সন্ন্যাসীতি জ্ঞেয়ঃ। কোঽসৌ? "যো ন দ্বেষ্টি" ভগবদর্পণবুদ্ধ্যা ক্রিয়মাণং কর্ম্ম নিষ্ফল-শঙ্কয়া। "ন কাঙ্ক্ষতি" স্বর্গাদিকং, হি যস্মাৎ "নির্দ্বন্দ্বো" রাগদ্বেষাদিরহিতস্তস্মাৎ "সুখম" নায়াসেন"বন্ধাদ" ন্তঃকরণাশুদ্ধিরূপাৎ জ্ঞানপ্রতিবন্ধাৎ "প্রমুচ্যতে" নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেকাদি-প্রকর্ষেণ মুক্তো ভবতি হে মহাবাহো! ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—অর্জ্জুন এইরূপ প্রশ্ন করিলে শ্রীভগবান্ তাহার উত্তর বলিতেছেন **সন্ন্যাসঃ** ইত্যাদি—। সন্ন্যাস এবং কর্ম্মযোগ—দুইটীই নিঃশ্রেয়সকর বলিয়া অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তির হেতু বলিয়া মোক্ষের উপ-যোগী। কিন্তু এই দুইটীর মধ্যে কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা অর্থাৎ যে সন্ন্যাসের অধিকারী নহে তাদৃশ অনধিকারী ব্যক্তি কর্ত্তৃক যে কর্ম্মসন্ন্যাস অনুষ্ঠিত হয় তাহা অপেক্ষা কর্ম্মযোগকেই বিশিষ্ট অর্থাৎ অধিক প্রশস্ত বলা হয়, কারণ, তাহা সন্ন্যাসের অধিকার সম্পাদন করিয়া থাকে। অর্থাৎ সেই কর্ম্মযোগের ফলে কর্ম্মযোগী ব্যক্তি সন্ন্যাসের অধিকাব লাভের যোগ্য হয় ।২॥

অনুবাদ—এক্ষণে "তিনটী শ্লোকে উক্ত কর্ম্মযোগেরই প্রশংসা করিতেছেন—। সেই ব্যক্তি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও তাঁহাকে নিত্যসন্ন্যাসী বলিয়া জানা উচিত। সেই ব্যক্তিটী কে? (উত্তর)—**যো ন দ্বেষ্টি**= যিনি দ্বেষ প্রকাশ করেন না অর্থাৎ যে কর্ম্ম ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কৃত হয় তাহার নিষ্ফলতা আশঙ্কা করিয়া (ইহা যখন নিষ্ফল তখন ইহা করিয়া কি হইবে?—এইরূপে) তাহাতে যিনি দ্বেষ প্রকাশ করেন না—। **ন কাঙ্ক্ষতি**=যিনি স্বর্গাদি কামনা করেন না এবং যিনি নির্দ্বন্দ্ব অর্থাৎ রাগদ্বেষ বিহীন। **হি**=যেহেতু **সুখম্** অনায়াসে হে মহাবাহো! এতাদৃশ ব্যক্তি **বন্ধাৎ**=বন্ধ হইতে অর্থাৎ অন্তঃকরণের অশুদ্ধিরূপ যে জ্ঞানপ্রতিবন্ধ তাহা হইতে **প্রমুচ্যতে**=প্রমুক্ত হন অর্থাৎ নিত্যানিত্য বস্তুর বিবেক (পার্থক্য জ্ঞান) প্রভৃতি রূপ প্রকর্ষের সহিত লাভ করিয়া মুক্ত হইয়া থাকেন ।৩

যৎ সাঙ্খ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাঙ্খ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫ ॥

সাঙ্খ্যৈঃ যৎ স্থানং প্রাপ্যতে, যোগৈঃ অপি তৎ গম্যতে ; যঃ সাঙ্খ্যং যোগং চ একং পশ্যতি: সঃ পশ্যতি অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ যে স্থান লাভ করেন, কর্ম্মযোগিগণও তাহাই প্রাপ্ত হন। যিনি সাঙ্খ্য ও কর্ম্মযোগকে অভিন্ন দর্শন করেন তিনিই সম্যগ্দর্শী ॥৫

নমু যঃ কর্ম্মণি প্রবৃত্তঃ স কথং সন্ন্যাসীতি জ্ঞেয়ঃ কর্ম্মতত্ত্যাগয়োঃ স্বরূপতো বিরোধাৎ ; ফলৈক্যাৎ তথেতি চেৎ, ন, স্বরূপতো বিরুদ্ধয়োঃ ফলেঽপি বিরোধস্যৌচিত্যাৎ তথাচ নিঃশ্রেয়সকরাবুভাবিত্যনুপপন্নমিত্যাশঙ্ক্যাহ সাঙ্খ্যযোগাবিতি।১ সঙ্খ্যা সম্যগাত্ম-বুদ্ধিস্তাং বহতীতি জ্ঞানান্তরঙ্গসাধনতয়া সাঙ্খ্যঃ সন্ন্যাসঃ, যোগঃ পূর্ব্বোক্তঃ কর্ম্মযোগঃ তৌ 'পৃথক্" বিরুদ্ধফলৌ "বালাঃ" বালিশাঃ শাস্ত্রার্থবিবেকজ্ঞানশূন্যাঃ প্রবদন্তি, ন পণ্ডিতাঃ।২ কিং তর্হি পণ্ডিতানাং মতম্? উচ্যতে, "একমপি" সন্ন্যাসকর্ম্মণোর্ম্মধ্যে "সম্যগাস্থিতঃ" স্বাধিকারানুরূপেণ সম্যক্ যথাশাস্ত্রং কৃতবান্ সন্নুভয়োঃ ফলং বিন্দতে জ্ঞানোৎপত্তিদ্বারেণ নিঃশ্রেয়সমেকমেব ॥ ৩—৪ ॥

অনুবাদ—আচ্ছা, যে ব্যক্তি কর্ম্মে প্রবৃত্ত রহিয়াছে তাহাকে কিরূপে সন্ন্যাসী বলিয়া জানা যাইতে পারে, কারণ কর্ম্ম এবং কর্ম্মত্যাগ ইহাদের স্বরূপতঃ বিরোধই রহিয়াছে? আর উভয়েরই যখন ফল এক তখন কর্ম্মীকে সন্ন্যাসীও বলা হউক, এরূপও বলা যায় না, কারণ যাহারা পরস্পর স্বরূপতঃ বিরুদ্ধ তাহাদের ফলেরও বিরোধ থাকাই উচিত। সুতরাং "নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ" অর্থাৎ সন্ন্যাস এবং কর্ম্মযোগ দুইটীই নিঃশ্রেয়সকর"—এইরূপ যে বলা হইয়াছে তাহা অসঙ্গত হইয়া পড়ে—। এই প্রকার শঙ্কা করিয়া তদুত্তরে বলিতেছেন **সাংখ্যযোগৌ** ইত্যাদি—।১ **সংখ্যা = সম্যক্ আত্ম বুদ্ধি** ; যাহা সেই সংখ্যাকে জ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধনরূপে বহন করে অর্থাৎ আনয়ন করে তাহার নাম সাংখ্য ; সুতরাং **সাংখ্য পদের অর্থ সন্ন্যাস** (কেননা তাহাই জ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধন)। যোগ বলিতে এখানে, পূর্ব্বে যে কর্ম্মযোগের কথা বলা হইয়াছে, তাহাই বুঝিতে হইবে। **বালাঃ** = যাহারা বালক অর্থাৎ শাস্ত্রার্থ বিবেচনাজ্ঞানবিহীন ;—তাহারাই সেই সাংখ্য ও কর্ম্মযোগকে **পৃথক্** অর্থাৎ বিরুদ্ধফল (সাংখ্য এবং যোগের ফল পরস্পর বিরুদ্ধ) বলিয়া নির্দ্দেশ করে ; যাঁহারা পণ্ডিত তাঁহারা কিন্তু এরূপ বলেন না।২ পণ্ডিগণের তবে মত কি? (উত্তর)—তাহা বলা যাইতেছে ;— **একমপি** = সন্ন্যাস এবং কর্ম্মযোগ ইহাদের মধ্যে যে কোন একটীকেই **সম্যক্ আস্থিতঃ** = যিনি সম্যক্‌রূপে অবলম্বন করিয়াছেন অর্থাৎ নিজ অধিকার অনুসারে সম্যক্‌ভাবে অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত বিধি মতে যিনি একটীরও অনুষ্ঠান করিয়াছেন তিনি **উভয়োর্বিন্দতে ফলম্** = উভয়েরই ফললাভ করিয়া থাকেন অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তিকে দ্বার করিয়া নিঃশ্রেয়স রূপ একই ফল প্রাপ্ত হন। অভিপ্রায় এই যে সন্ন্যাস হইতে যেমন নিঃশ্রেয়স লাভ করা যায় সেইরূপ কর্ম্মযোগও যথাবৎ অনুষ্ঠিত হইলে তাহা জ্ঞানোৎপত্তি পূর্ব্বক নিঃশ্রেয়স প্রদান করে অর্থাৎ তাহার ফলে জ্ঞান এবং জ্ঞানের ফলে মুক্তি হয় বলিয়া তাহা হইতেও সেই নিঃশ্রেয়স রূপ একই ফল লব্ধ হইয়া থাকে।৩—৪ ॥

একস্যানুষ্ঠানাৎ কথমুভয়োঃ ফলং বিন্দতে তত্রাহ যদিতি—। "সাঙ্খ্যৈ"র্জ্ঞাননিষ্ঠৈঃ সন্ন্যাসিভিরৈহিককর্ম্মানুষ্ঠানশূন্যত্বেঽপি প্রাগ্ভবীয়কর্ম্মভিরেব সংস্কৃতান্তঃকরণৈঃ শ্রবণাদিপূর্ব্বিকয়া জ্ঞাননিষ্ঠয়া "যৎ" প্রসিদ্ধং স্থানং—তিষ্ঠত্যেবাস্মিন্ ন তু কদাচিদপি চ্যবতে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা—মোক্ষাখ্যং "প্রাপ্যতে" আবরণাভাবমাত্রেণ লভ্যত ইব নিত্যপ্রাপ্তত্বাৎ—।১ "যোগৈরপি" ভগবদর্পণবুদ্ধ্যা ফলাভিসন্ধিরাহিত্যেন কৃতানি কর্ম্মাণি শাস্ত্রীয়াণি যোগাস্তে যেষাং সন্তি তেঽপি যোগাঃ অর্শ আদিত্বান্মত্বর্থীয়োঽচ্ প্রত্যয়ঃ, তৈর্যোগিভিরপি সত্ত্বশুদ্ধ্যা সন্ন্যাসপূর্ব্বকশ্রবণাদি-পুরঃসরয়া জ্ঞাননিষ্ঠয়া বর্ত্তমানে ভবিষ্যতি বা জন্মনি সম্পৎস্যমানয়া তৎ স্থানং "গম্যতে" ।২ অত একফলত্বাৎ "একং সাঙ্খ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি" স এব সম্যক্ পশ্যতি, নান্যঃ।৩ অয়ম্ভাবঃ, যেষাং সন্ন্যাসপূর্ব্বিকা জ্ঞাননিষ্ঠা দৃশ্যতে তেষাং তয়ৈব লিঙ্গেন প্রাগ্জন্মসু ভগবদর্পিতকর্ম্মনিষ্ঠানুমীয়তে, কারণমন্তরেণ কার্য্যোৎপত্ত্যযোগাৎ।

অনুবাদ—কর্ম্মযোগ ও সন্ন্যাস ইহাদের মধ্যে যে কোন একটীর অনুষ্ঠান করিলে কিরূপে উভয়ের ফল পাওয়া যায়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—। **সাংখ্যৈঃ**=সাংখ্যগণ কর্ত্তৃক অর্থাৎ ঐহিক কর্ম্মানুষ্ঠান না থাকিলেও পূর্ব্ব জন্মানুষ্ঠিত কর্ম্মকলাপের দ্বারা যাহাদের অন্তঃকরণ সংস্কৃত হইয়াছে এতাদৃশ জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ কর্ত্তৃক শ্রবণাদি পূর্ব্বক জ্ঞান নিষ্ঠা প্রভাবে—আত্মতত্ত্ব শ্রবণ, আত্মতত্ত্ব মনন এবং আত্মতত্ত্ব নিদিধ্যাসন রূপ জ্ঞাননিষ্ঠা প্রভাবে **যৎ স্থানং**=মোক্ষ নামক যে প্রসিদ্ধ স্থান **প্রাপ্যতে** প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ উহা নিত্য প্রাপ্ত (নিত্যসিদ্ধ) বলিয়া কেবলমাত্র তাহাদের অবিদ্যা রূপ আবরণটী নষ্ট হইয়া যায়—ইহাকেই প্রাপ্তি বা লাভ বলা হইয়াছে—। যাহাতে কেবল অবস্থানই করিতে হয় কিন্তু যাহা হইতে বিচ্যুত হইতে হয় না এই প্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে এস্থলে **স্থান** পদের অর্থ **মোক্ষ**-।১ **যোগৈঃ অপি**—যোগিগণ কর্ত্তৃকও,—ফলাভিসন্ধিবিহীনভাবে ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে যে সমস্ত শাস্ত্রীয় কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহার নাম যোগ; সেই যোগ যাহাদের আছে তাহাদেরও যোগ বলা হয়। এস্থলে "অর্শআদিভ্যঃ অচ্" এই পাণিনীয় নিয়মানুসারে অর্শ আদিগণীয় যোগ শব্দের উত্তর মত্বর্থীয় অর্থাৎ মতুপ্ প্রত্যয়ের অর্থে (অস্তি অর্থে) অচ্ প্রত্যয় হইয়াছে। সেই যোগিগণ কর্ত্তৃকও সত্ত্বশুদ্ধি সহকারে সন্ন্যাসানন্তর আত্মতত্ত্ব শ্রবণাদি হইতে বর্ত্তমান জন্মে অথবা ভবিষ্যৎ জন্মে যাহা জন্মিবে সেই যে জ্ঞাননিষ্ঠা তৎপ্রভাবে **তৎ**=সেই স্থান অর্থাৎ মোক্ষ **গম্যতে**=প্রাপ্ত হয়। (অভিপ্রায় এই যে কর্ম্মযোগের অধিকারী ব্যক্তি যদি যথাবিধি নিষ্কামভাবে ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন তাহা হইলে তাহার দ্বারা তাহার অন্তঃকরণের বিষয়াসক্তিরূপ মল দূরীভূত হইবে। তদনন্তর তিনি স্বতঃই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন এবং তাহার পর তিনি শ্রবণ মননাদি পূর্ব্বক বেদান্তবাক্য বিচার করিবেন। এইরূপ করিতে করিতে বর্ত্তমান জন্মেই হউক অথবা ভবিষ্যৎ জন্মেই হউক তাঁহার জ্ঞানোদয় হইবে। আর জ্ঞানোদয় হইলেই তিনি মুক্তি লাভ করিবেন)।২ অতএব কর্ম্মযোগের এবং সন্ন্যাসের ফল যখন এক তখন সাংখ্য অর্থাৎ সন্ন্যাস এবং যোগ অর্থাৎ কর্ম্মযোগ—এই দুইটীকে যিনি একরূপে দেখেন তিনিই যথার্থ দর্শন করেন, এতদ্ভিন্ন অন্য

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম নচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥

হে মহাবাহো! অযোগতঃ সন্ন্যাসঃ দুঃখং আপ্তুম্ (এব); যোগযুক্তঃ মুনিঃ ন চিরেণ ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি অর্থাৎ হে মহাবাহো! কর্ম্মযোগ ব্যতীত যে সন্ন্যাস তাহা কেবল দুঃখ প্রাপ্তির জন্যই হইয়া থাকে; পরন্তু যোগযুক্ত মুনি শীঘ্রই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করেন ॥৬

তদুক্তং "যান্যতোঽন্যানি জন্মানি তেষু নূনং কৃতং ভবেৎ। সৎ কৃত্যং পুরুষেণেহ নান্যথা ব্রহ্মণি স্থিতিঃ॥" ইতি।৪ এবং যেষাং ভগবদর্পিতকর্ম্মনিষ্ঠা দৃশ্যতে তেষাং তয়ৈব লিঙ্গেন ভাবিনী সন্ন্যাসপূর্ব্বকজ্ঞাননিষ্ঠানুমীয়তে সামগ্র্যাঃ কার্য্যাব্যভিচারিত্বাৎ।৫ তস্মাদজ্ঞেন মুমুক্ষুণান্তঃকরণশুদ্ধয়ে প্রথমং কর্ম্মযোগোঽনুষ্ঠেয়ো ন তু সন্ন্যাসঃ স তু বৈরাগ্যতীব্রতায়াং স্বয়মেব ভবিষ্যতীতি ॥ ৬—৫ ॥

অশুদ্ধান্তঃকরণেনাপি সন্ন্যাস এব প্রথমং কুতো ন ক্রিয়তে, জ্ঞাননিষ্ঠাহেতুত্বেন তস্যাবশ্যকত্বাদিতি চেৎ তত্রাহ সন্ন্যাসস্ত্বিতি—। "অযোগতঃ" যোগমন্তঃকরণশোধকং শাস্ত্রীয়ং কর্ম্মান্তরেণ হঠাদেব যঃ কৃতঃ সন্ন্যাসঃ স তু "দুঃখমাপ্তুমেব" ভবতি, অশুদ্ধান্তঃকরণত্বেন তৎফলস্য জ্ঞাননিষ্ঠায়া অসম্ভবাৎ। শোধকত্বে চ কর্ম্মণ্যনধিকারাৎ কর্ম্মব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টত্বেন পরমসঙ্কটাপত্তেঃ, কর্ম্মযোগযুক্তস্তু শুদ্ধান্তঃকরণত্বাৎ"মুনিঃ"মননশীলঃ সন্ন্যাসী ভূত্বা "ব্রহ্ম"সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণমাত্মানং

কেহ যথার্থদর্শন করে না।৩ এস্থলের ভাবার্থ এইরূপ,—যাঁহাদের সন্ন্যাসপূর্ব্বিকা জ্ঞাননিষ্ঠা অর্থাৎ প্রথমে কর্ম্ম সন্ন্যাস এবং তদনন্তর জ্ঞাননিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহাদের সেই জ্ঞাননিষ্ঠারূপ লিঙ্গের (হেতুর) দ্বারা পূর্ব্বজন্মে তাঁহাদের যে ভগবদর্পিত কর্ম্মনিষ্ঠা ছিল তাহা অনুমিত হয়, যেহেতু কারণ বিনা কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। এইরূপ কথিতও আছে, যথা—"বর্ত্তমান জন্ম ছাড়া তাঁহার অন্য যে সমস্ত জন্ম হইয়াছিল নিশ্চয় সেই সমস্ত জন্মে সেই জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ত্তৃক সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা না হইলে তাঁহার ব্রহ্মে অবস্থিতি হইতে পারে না।"৪ এইরূপ, যাঁহাদের ঈশ্বরার্পিত কর্ম্মনিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহাদেরও সেই কর্ম্মনিষ্ঠারূপ হেতুর দ্বারাই অনুমিত হয় যে ভবিষ্যতে তাঁহাদের সন্ন্যাসপূর্ব্বক জ্ঞাননিষ্ঠা জন্মিবে। এপ্রকার অনুমান করিবার হেতু এই যে সামগ্রী কার্য্যের ব্যভিচারী হয় না অর্থাৎ যে সমস্ত কারণসমষ্টি থাকিলে কার্য্য জন্মিবার কথা সেইগুলি যদি বিনা প্রতিবন্ধকে বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে সেগুলি হইতে যে কার্য্য উৎপন্ন হইবার নিয়ম তাহা অবশ্যই জন্মিবে, ইহার ব্যতিক্রম হয় না।৫ সুতরাং অজ্ঞ মুমুক্ষু ব্যক্তির অন্তঃকরণশুদ্ধির নিমিত্ত প্রথমে কর্ম্মযোগেরই অনুষ্ঠান করা উচিত, কিন্তু প্রথমেই তাঁহাদের সন্ন্যাস অবলম্বন করা উচিত নহে। বৈরাগ্য যখন তীব্র হইবে তখন তাহারই প্রভাবে তাঁহাদের স্বতঃই সেই সন্ন্যাস জন্মিবে।৬—৫॥

অনুবাদ—আচ্ছা, সন্ন্যাস যখন জ্ঞাননিষ্ঠার হেতু বলিয়া আবশ্যক অর্থাৎ অবশ্যকর্ত্তব্য তখন অজ্ঞ মুমুক্ষু ব্যক্তির অন্তঃকরণ শুদ্ধ না হইলেও সে প্রথমেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে না কেন? ইহারই

"নচিরেণ" শীঘ্রমেব"অধিগচ্ছতি" সাক্ষাৎকরোতি প্রতিবন্ধকাভাবাৎ। এতচ্চোক্তং প্রাগেব "ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে। ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥" ইতি।২ অত একফলত্বেঽপি কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ইতি যৎ প্রাগুক্তং তদুপপন্নম্॥ ৩—৬॥

উত্তরে বলিতেছেন—। **অযোগতঃ**=যোগ বিনা অর্থাৎ অন্তঃকরণের শুদ্ধতা সম্পাদক শাস্ত্রীয় কর্ম্ম ব্যতীতই হঠকারিতা নিবন্ধন যে সন্ন্যাস অবলম্বিত হয় তাহা কেবল **দুঃখম্ আপ্তুম্**=দুঃখভোগ করিবার জন্যই হইয়া থাকে। কারণ যে ব্যক্তি ঐ ভাবে সন্ন্যাস অবলম্বন করে তাহার অন্তঃকরণ অশুদ্ধ থাকায় সন্ন্যাসের ফল যে জ্ঞাননিষ্ঠা তাহা তাহার হয় না। আর (সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া) তখন চিত্তের শুদ্ধতা সম্পাদক কর্ম্মেও তাহার অধিকার নাই। একারণে সে কর্ম্ম এবং ব্রহ্ম (জ্ঞান) উভয় হইতেই ভ্রষ্ট হইয়া পরম সঙ্কটে পতিত হয়।১ পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কর্ম্মযোগযুক্ত তাঁহার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হওয়ায় তিনি **মুনিঃ**=আত্মতত্ত্বমননশীল সন্ন্যাসী হইয়া **ব্রহ্ম**=সত্যজ্ঞান আদি যাঁহার লক্ষণ সেই আত্মাকে **নচিরেণ**=অচিরেই অর্থাৎ শীঘ্রই **অধিগচ্ছতি**=লাভ করেন অর্থাৎ তাঁহার অজ্ঞানরূপ প্রতিবন্ধকের অভাব হওয়ায় অর্থাৎ অজ্ঞানরূপ প্রতিবন্ধক না থাকায় তিনি আত্ম-সাক্ষাৎকার করিতে পারেন। ইহা পূর্ব্বেই "ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে। ন চ সন্ন্যসনা-দেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি" (৩।৪) অর্থাৎ লোক কর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠান না করিলে নৈষ্কর্ম্ম্যলাভ করিতে পারেনা; আর সন্ন্যাস করিলেই যে সিদ্ধিলাভ করিবে তাহাও হয়না" ইত্যাদি সন্দর্ভে বলা হইয়াছে।২ অতএব উভয়েরই ফল এক হইলেও পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে "তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে" (৫।২) অর্থাৎ "কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগই বিশিষ্ট হয়" তাহা সঙ্গতই হইয়াছে।৩—৬॥

ভাবপ্রকাশ—মোক্ষপ্রাপ্তির নিমিত্ত কর্ম্মত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করা ভাল, না নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়া কর্ম্ম করা ভাল, ইহাই অর্জ্জুনের প্রশ্ন। ভগবান্ উত্তর দিলেন—কর্ম্মসন্ন্যাস এবং কর্ম্মযোগ উভয়ই নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত করাইতে সমর্থ; তবে দুইয়ের মধ্যে তারতম্য বিবেচনা করিলে কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগই প্রশস্ত। কারণ, যিনি কর্ম্মযোগী তিনি রাগ-দ্বেষ-রহিত এবং দ্বন্দ্বাতীত; (দ্বন্দ্বের উপরে না উঠিতে পারিলে যোগী হওয়া যায় না)। এইরূপ দ্বন্দ্বাতীত যোগী প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বদাই সন্ন্যাসী। দ্বন্দ্বের মোহই বন্ধন, যিনি দ্বন্দ্বাতীত তিনি অনায়াসে বন্ধনমুক্ত হন। সুতরাং দ্বন্দ্বাতীত কর্ম্মযোগী সন্ন্যাসের মুখ্যফল যে মুক্তি তাহার কিঞ্চিদাভাস সর্ব্বদাই অনুভব করেন, তাই তিনি এক হিসাবে নিত্য সন্ন্যাসী:—আবার প্রকৃত যোগীর চরম সন্ন্যাস বা মুক্তির জন্যও প্রয়াস করিতে হয় না, আপনিই অচিরে তাঁহার সন্ন্যাস আসিয়া যায়। অপরপক্ষে কিন্তু, যিনি দ্বন্দ্বাতীত হইতে পারেন নাই, যিনি যোগী নহেন, তিনি কর্ম্ম বাহ্যতঃ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর লিঙ্গ ধারণ করিলেও কখনও প্রকৃত সন্ন্যাসী হইতে পারেন না—ইহাই সন্ন্যাস অপেক্ষা যোগের উৎকর্ষ। অর্থাৎ যোগীর সন্ন্যাসী হইতে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হয় না, স্বাভাবিক পরিণতি বশতঃই কর্ম্মযোগ কর্ম্মসন্ন্যাসে উপনীত হয়। আবার কর্ম্মযোগী রাগ-দ্বেষরূপ দ্বন্দ্বের অতীত বলিয়া একদিক দিয়া নিত্যসন্ন্যাসীই বটে। অথচ কেবলমাত্র কর্ম্মসন্ন্যাসী যোগ বিনা কিছুতেই মোক্ষ পাইতে

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে॥ ৭॥

যোগযুক্তঃ বিশুদ্ধাত্মা, বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ কুর্ব্বন্ অপি ন লিপ্যতে অর্থাৎ যিনি কর্ম্মযোগে যুক্ত, বিশুদ্ধচিত্ত, সংযতদেহ, জিতেন্দ্রিয় এবং যাঁহার আত্মা সর্ব্বভূতের আত্মভূত ঈদৃশ ব্যক্তি কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মবন্ধন প্রাপ্ত হন না॥৭

নন্ম কর্ম্মণো বন্ধহেতুত্বাৎ যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্মাধিগচ্ছতীত্যনুপপন্নমিত্যত আহ যোগযুক্ত ইতি—।১ ভগবদর্পণফলাভিসন্ধিরাহিত্যাদিগুণযুক্তং শাস্ত্রীয়ং কর্ম্ম যোগ ইত্যুচ্যতে; তেন যোগেন যুক্তঃ পুরুষঃ প্রথমং "বিশুদ্ধাত্মা" বিশুদ্ধো রজস্তমোভ্যাম-কলুষিত আত্মান্তঃকরণরূপং সত্ত্বং যস্য সঃ তথা, নির্ম্মলান্তঃকরণঃ সন্ "বিজিতাত্মা" স্ববশীকৃতদেহঃ ততো "জিতেন্দ্রিয়ঃ" স্ববশীকৃতসর্ব্ববাহ্যেন্দ্রিয়ঃ, এতেন মনূক্তস্ত্রিদণ্ডী কথিতঃ, "বাগদণ্ডোঽথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈব চ। যস্যৈতে নিয়তা দণ্ডাঃ স ত্রিদণ্ডীতে কথ্যতে॥" ইতি, বাগিতি বাহ্যেন্দ্রিয়োপলক্ষণং —।২ এতাদৃশস্য তত্ত্বজ্ঞানমবশ্যম্ভবতীত্যাহ "সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা" সর্ব্বভূত আত্মভূতশ্চাত্মা স্বরূপং যস্য স

পারেন না। প্রকৃত কর্ম্মযোগ এবং যথার্থ সন্ন্যাস ভিন্ন নহে। যথার্থ সন্ন্যাস যোগেরই স্বাভাবিক পরিণতি; এবং প্রকৃত যোগ এক হিসাবে সন্ন্যাসই বটে; তাই যাহারা অজ্ঞ, যাহারা যোগ এবং সন্ন্যাসের যথার্থ পরিচয় জানে না, তাহারাই যোগ ও সন্ন্যাসকে পৃথক্ মনে করিয়া ইহাদের মধ্যে কোন্‌টী ভাল এই প্রশ্ন করে। যোগ অবলম্বন করিলে সন্ন্যাসী হইতে হয়ই, আবার সন্ন্যাসী হইতে হইলে যোগী হওয়া চাইই। তাই যে যোগী সেই সন্ন্যাসী, যে সন্ন্যাসী সেই যোগী। শুদ্ধচিত্ত হইয়া যোগী কর্ম্ম করিলেও তিনি সন্ন্যাসী, অশুদ্ধচিত্ত থাকিয়া কর্ম্মত্যাগ করিলেও ঐ সন্ন্যাসী প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসীও নহেন, যোগীও নহেন।১—৬

অনুবাদ—আচ্ছা, কর্ম্ম যখন বন্ধের কারণ তখন "কর্ম্মযোগযুক্ত ব্যক্তি মননশীল হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন" এই প্রকার যে বলা হইয়াছে তাহাও ত অসঙ্গত হইয়া পড়ে? ইহারই উত্তরে বলিতেছেন **যোগযুক্তঃ** ইত্যাদি। ফলাভিসন্ধিহীনতা এবং ঈশ্বরার্পণ প্রভৃতি গুণযুক্ত যে শাস্ত্রীয় কর্ম্ম তাহা যোগ নামে অভিহিত হয়। সেই যোগযুক্ত ব্যক্তি প্রথমে **বিশুদ্ধাত্মা**=বিশুদ্ধ অর্থাৎ রজঃ এবং তমের দ্বারা অকলুষিত (দুষিত হয় নাই) আত্মা অর্থাৎ **অন্তঃকরণরূপ সত্ত্ব** যাঁহার তিনি বিশুদ্ধাত্মা; সেইরূপ হইয়া অর্থাৎ নির্ম্মলচিত্ত হইয়া বিজিতাত্মা অর্থাৎ নিজবশীকৃতদেহ হইয়া, তাহার পর জিতেন্দ্রিয় হয়েন অর্থাৎ সমস্ত বহিরিন্দ্রিয়কে তিনি নিজ বশে রাখিয়া থাকেন।১ ইহার দ্বারা মনু যে ত্রিদণ্ডীর কথা বলিয়াছেন তাহারই নির্দ্দেশ করা হইল। ত্রিদণ্ডীর সম্বন্ধে মনু এইরূপ বলিয়াছেন, যথা,—"বাগ্‌দণ্ড; মনোদণ্ড এবং কায়দণ্ড—এই কয়টী দণ্ড যাঁহার নিয়ত অর্থাৎ আয়ত্ত হইয়াছে তাঁহাকে ত্রিদণ্ডী বলা হয়।" বাগ্‌দণ্ড এই স্থলে যে 'বাক্' শব্দটী আছে তাহা বহিরিন্দ্রিয়ের উপলক্ষণ অর্থাৎ বাগ্‌দণ্ড বলিতে বহিরিন্দ্রিয়সংযম সূচিত হইয়াছে।২ এতাদৃশ ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান অবশ্যই হইয়া থাকে; তাহাই বলিতেছেন **সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা**;—যাঁহার আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ সর্ব্বভূত অর্থাৎ সর্ব্বময় এবং আত্মভূত অর্থাৎ

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥ ৮ ॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯ ॥

যুক্তঃ তত্ত্ববিৎ পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্ অশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্ উন্মিষন্ নিমিষন্ অপি—ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেষু (বিষয়েষু) বর্ত্তন্তে ইতি ধারয়ন্ কিঞ্চিৎ নৈব করোমি ইতি মন্যেত অর্থাৎ কর্ম্মযোগে যুক্ত ব্যক্তি ক্রমশঃ তত্ত্ববিৎ হইয়া দর্শন, শ্রবণ স্পর্শন, ঘ্রাণ, আহার, শয়ন, নিশ্বাসগ্রহণ, কথন ত্যাগ, গ্রহণ, উন্মেষ ও নিমেষ করিয়াও ইন্দ্রিয়গণই স্ব স্ব বিষয়ে প্রবর্ত্তিত আছে, আমি কিছুই করি না ইহাই মনে করিয়া থাকেন ॥৮-৯

তথা, জড়াজড়াত্মকং সর্ব্বমাত্মমাত্রং পশ্যতীত্যর্থঃ।৩ সর্ব্বেষাং ভূতানামাত্মভূত আত্মা যস্যেতি ব্যাখ্যানে তু সর্ব্বভূতাত্মেত্যনেনৈবার্থলাভাদাত্মভূতেত্যধিকং স্যাৎ সর্ব্বাত্মপদয়োর্জড়াজড়পরত্বে তু সমঞ্জসম্।৪ এতাদৃশঃ পরমার্থদর্শী "কুর্ব্বন্নপি" কর্ম্মাণি পরদৃষ্ট্যা "ন লিপ্যতে" তৈঃ কর্ম্মভিঃ, স্বদৃষ্ট্যা তদভাবাদিত্যর্থঃ ॥ ৫—৭ ॥

এতদেব বিবৃণোতি নৈবেতি দ্বাভ্যাম্—। চক্ষুরাদিজ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ, বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ, প্রাণাদিবায়ুভেদৈরন্তঃকরণচতুষ্টয়েন চ তত্তৎচেষ্টাসু ক্রিয়মাণাসু "ইন্দ্রিয়াণি" ইন্দ্রিয়াদীন্যেব

আত্মময় হইয়াছে তিনি **সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা**। অর্থাৎ তিনি জড়াজড়াত্মক সমস্ত জগৎকে কেবল আত্মা বলিয়াই দেখেন।৩ কেহ কেহ ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করেন—যাঁহার আত্মা সমস্ত ভূতের (জীবের) আত্মভূত তিনি সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা। এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে যে অর্থ হয় তাহা "সর্ব্বভূতাত্মা" মাত্র এইটুকু হইতেই পাওয়া যায় বলিয়া এরূপ ব্যাখ্যায় "আত্মভূত" এই অংশটী অধিক হইয়া নিরর্থক হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রথমে যেরূপ বলা হইয়াছে সেই ভাবে 'সর্ব্ব' পদের অর্থ জড় এবং 'আত্ম' পদটীর অর্থ অজড় বলিলে সমঞ্জস অর্থাৎ সমীচীন হয়।৪ এতাদৃশ যে পরমার্থদর্শী ব্যক্তি তিনি **কুর্ব্বন্ অপি**=পরের দৃষ্টি অনুসারে কর্ম্ম করিলেও **ন লিপ্যতে**=সেই সমস্ত কর্ম্মের দ্বারা লিপ্ত অর্থাৎ বদ্ধ হন না, কারণ তাঁহার নিজ পরমার্থ দৃষ্টিতে কর্ম্ম নাই।৫—৭।

ভাবপ্রকাশ—যোগযুক্ত হইলেই অন্তঃকরণ নির্ম্মল হয় এবং দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি বশীকৃত হয়। দেহেন্দ্রিয়াদি বশীকৃত হইলে এবং অন্তঃকরণ কলুষশূন্য হইলে সর্ব্বভূতের সহিত আত্মার অভেদ অনুভূত হয়। দেহ, ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণগত অশুদ্ধিই ভেদদর্শনের হেতু। ইহারা জিত হইলে অর্থাৎ নির্ম্মল হইলে অভেদদর্শন দেখা দেয়। এই অভেদদর্শনই মুক্তি। এইরূপ অভেদদর্শীর কর্ম্ম কোনও লেপ দেয় না, সুতরাং কর্ম্মত্যাগ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই।৭

অনুবাদ—উক্ত অর্থটীকেই বিস্তারিত করিয়া বলিতেছেন **"নৈব"** ইত্যাদি—চক্ষুঃ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা, বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রাণাদিভেদে ভিন্ন বায়ুগণ দ্বারা এবং অন্তঃকরণ চতুষ্টয়ের দ্বারা সেই সেই চেষ্টা অর্থাৎ ক্রিয়া কৃত হইতে থাকিলেও **ইন্দ্রিয়াণি**=ইন্দ্রিয়গণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি-গুলিই **ইন্দ্রিয়ার্থেষু** অর্থাৎ নিজ নিজ বিষয়ে **বর্ত্তন্তে**=প্রবৃত্ত হইতেছে, আমি কিন্তু তাহাতে প্রবৃত্ত

"ইন্দ্রিয়ার্থেষু" স্বস্ববিষয়েষু বর্ত্তন্তে প্রবর্ত্তন্তে নত্বহমিতি "ধারয়ন্" অবধারয়ন্ "নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি মন্যেত" মন্যতে, "তত্ত্ববিৎ" পরমার্থদর্শী "যুক্তঃ" সমাহিতচিত্তঃ।১ অথবা আদৌ যুক্তঃ কর্ম্মযোগেন (তত্ত্ববিৎ) পশ্চাদন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারেণ তত্ত্ববিদ্‌ভূত্বা নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি মন্যতে ইতি সম্বন্ধঃ।২ তত্র দর্শনশ্রবণস্পর্শনঘ্রাণাশনানি চক্ষুঃশ্রোত্রত্বগ্‌ঘ্রাণরসনানাং পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং ব্যাপারাঃ পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্ অশ্নন্ ইত্যুক্তাঃ। গতিঃ পাদয়োঃ, প্রলাপো বাচঃ, বিসর্গঃ পায়ূপস্থয়োঃ, গ্রহণং হস্তয়োরিতি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং ব্যাপারাঃ গচ্ছন্ প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্নিত্যুক্তাঃ—শ্বসন্নিতি প্রাণাদিপঞ্চকস্য চ ব্যাপারোপলক্ষণম্—উন্মিষন্নিমিষন্নিতি নাগকূর্ম্মাদিপঞ্চকস্য চ, স্বপন্নিত্যন্তঃকরণচতুষ্টয়স্য। অর্থক্রমবশাৎ পাঠক্রমং ভঙ্‌ক্ত্বা ব্যাখ্যাতাবিমৌ শ্লোকৌ।৩ যস্মাৎ সর্ব্বব্যাপারেষ্বপ্যাত্মনোঽকর্ত্তৃত্বমেব পশ্যতি, অতঃ "কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে" ইতি যুক্তমেবোক্তমিতি ভাবঃ॥ ৪—৮,৯॥

হইতেছি না **ইতি ধারয়ন্**=এই প্রকার ধারণা করিয়া অর্থাৎ নিশ্চয় করিয়া **তত্ত্ববিৎ**=পরমার্থদর্শী ব্যক্তি **যুক্তঃ**=যুক্ত অর্থাৎ সমাহিত হইয়া **মন্যেত**=মনে করেন যে আমি কিছুই করিতেছি না।১ অথবা ইহার (শ্লোকস্থ পদগুলির) সম্বন্ধ এইরূপ, যথা,—**যুক্তঃ**=প্রথমে যুক্ত হইয়া অর্থ কর্ম্মযোগে যুক্ত হইয়া, পশ্চাৎ অন্তঃকরণ-শুদ্ধিকে দ্বার করিয়া অর্থাৎ অন্তঃকরণশুদ্ধি লাভ করিয়া **তত্ত্ববিৎ** হইয়া 'আমি কিছুই করিতেছি না' এইরূপ মনে করেন। অভিপ্রায় এই যে নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিবার ফলে যখন চিত্তশুদ্ধিপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান উদিত হয় তখন নিশ্চিত ধারণা হয় যে আমি কিছুই করিতেছি না।২ উহাদের মধ্যে "পশ্যন্" "শৃণ্বন্" "স্পৃশন্," "জিঘ্রন্" ও "অশ্নন্" এই কথাগুলির দ্বারা চক্ষু, কর্ণ, ত্বক্, নাসিকা এবং জিহ্বা এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য যে দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন ঘ্রাণ এবং অশন অর্থাৎ ভোজন—তাহা কথিত হইল। "গচ্ছন্" "প্রলপন্," "বিসৃজন্" এবং "গৃহ্নন্" এইগুলির দ্বারা পদদ্বয়ের কার্য্য গতি, বাগিন্দ্রিয়ের কার্য্য প্রলাপ, পায়ু ও উপস্থের কার্য্য বিসর্গ (মলমূত্র ত্যাগ) এবং হস্তের কার্য্য গ্রহণ, এই প্রকারে পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপার কথিত হইল। "শ্বসন্" এই পদটী প্রাণাদি বায়ু পঞ্চকের উপলক্ষণ অর্থাৎ "শ্বসন্" বলায় প্রাণাদি পাঁচটী বায়ুর কার্য্যই উক্ত হইল। "উন্মিষন্" এবং "নিমিষন্" বলায় নাগ, কূর্ম্ম, প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ পাঁচটী বায়ুর কার্য্যের নির্দ্দেশ করা হইল। আর "স্বপন্" এই কথার দ্বারা অন্তঃকরণ চতুষ্টয়ের অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই চারিটী অন্তঃকরণের ক্রিয়া সূচিত হইল। এই প্রকারে অর্থক্রমের অনুরোধে পাঠক্রম ভঙ্গ করিয়া এই শ্লোক দুইটীর ব্যাখ্যা করা হইল। অর্থাৎ পাঠক্রম অপেক্ষা অর্থক্রম বলবান্ এই নিয়মানুসারে অর্থানুরোধে শ্লোক দুইটী যে ক্রমে পঠিত আছে তাহার ব্যত্যয় করিয়া ব্যাখ্যা করা হইল।৩ যেহেতু এই ব্যক্তি সমস্ত ব্যাপারেই আত্মার অকর্ত্তৃত্বই দেখেন সেই হেতু **কর্ম্ম কুর্ব্বন্ অপি ন লিপ্যতে** অর্থাৎ "কর্ম্ম করিলেও তিনি লিপ্ত হন না" এইরূপ যে বলা হইয়াছে তাহা সঙ্গতই হইয়াছে ইহাই ভাবার্থ।৪—৮, ৯॥

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ ১০॥
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥ ১১॥

ব্রহ্মণি আধায় সঙ্গং ত্যক্ত্বা যঃ কর্ম্মাণি করোতি, সঃ পাপেন ন লিপ্যতে অম্ভসা পদ্মপত্রমিব অর্থাৎ ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া ফলকামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক যিনি কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় তিনি কর্ম্মে লিপ্ত হয়েন না॥১০

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি যোগিনঃ সঙ্গং ত্যক্ত্বা আত্মশুদ্ধয়ে কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি অর্থাৎ কর্ম্মযোগিগণ কর্ম্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত শরীর দ্বারা, বুদ্ধি দ্বারা এবং আসক্তিবিহীন ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা কর্ম্ম করিয়া থাকেন॥১১

তর্হ্যবিদ্বান্ কর্তৃত্বাভিমানাৎ লিপ্যেতৈব, তথাচ কথং তস্য সন্ন্যাসপূর্ব্বিকা জ্ঞাননিষ্ঠা স্যাদিতি তত্রাহ ব্রহ্মণীতি—। "ব্রহ্মণি" পরমেশ্বরে "আধায়" সমর্প্য "সঙ্গং" ফলাভিলাষং ত্যক্ত্বা ঈশ্বরার্থং ভৃত্য ইব স্বামার্থ্যং স্বফলনিরপেক্ষতয়া করোমীত্যভিপ্রায়েণ "কর্ম্মাণি" লৌকিকানি বৈদিকানি চ "করোতি যঃ" "লিপ্যতে ন স পাপেন" পাপপুণ্যাত্মকেন কর্ম্মণেতি যাবৎ, যথা পদ্মপত্রমুপরি প্রক্ষিপ্তেনাম্ভসা ন লিপ্যতে, তদ্বৎভগবদর্পণবুদ্ধ্যা। অনুষ্ঠিতং কর্ম্ম বুদ্ধিশুদ্ধিফলমেব স্যাৎ॥ ২—১০॥

তদেব বিবৃণোতি কায়েনেতি—। "কায়েন" "মনসা" "বুদ্ধ্যেন্দ্রিয়ৈরপি যোগিনঃ" কর্ম্মিণঃ ফলসঙ্গং ত্যক্ত্বা "কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি",—কায়াদীনাং সর্ব্বেষাং বিশেষণং কেবলৈ

ভাবপ্রকাশ—যুক্ত অবস্থার অনুভূতির বর্ণনা এই দুইটী শ্লোকে পাওয়া যায়। যুক্তযোগী সংসারের সকল কাজ করেন কিন্তু অভিমানশূন্য হওয়ায় তাঁহার অনুভব হয় যে তিনি কিছুই করিতেছেন না। ইন্দ্রিয়গণ যেন আপন আপন কর্ম্মে নিজেরাই সংযুক্ত হইতেছে। কর্তৃত্বাভিমান-শূন্যতাই যুক্ত অবস্থার প্রধান লক্ষণ।৮—৯

অনুবাদ—(আচ্ছা বিদ্বান্ ব্যক্তি কর্ম্মে লিপ্ত না হইলেও) অবিদ্বান্ পুরুষ তাহা হইলে কর্ম্ম করিতে থাকিয়া অবশ্যই তাহাতে লিপ্ত হইয়াই পড়িবে; আর তাহা হইলে (কর্ম্মানুষ্ঠান করিবার পর) কিরূপে তাহার সন্ন্যাস পূর্ব্বক জ্ঞাননিষ্ঠা হইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন **"ব্রহ্মণি"** ইত্যাদি।১ **ব্রহ্মণি**=ব্রহ্মে অর্থাৎ পরমেশ্বরে **আধায়**=সমর্পণ করিয়া এবং **সঙ্গম্**=অর্থাৎ ফলাভিলাষ **ত্যক্ত্বা**=ত্যাগ করিয়া—ভৃত্য যেমন প্রভুর নিমিত্ত কর্ম্ম করে সেইরূপ নিজ ফলে নিরপেক্ষ অর্থাৎ অপেক্ষা (অভিলাষ) বিহীন হইয়া, কেবল, 'করিতেছি' এইরূপ অভিপ্রায়ে যে ব্যক্তি লৌকিক এবং বৈদিক কর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠান করেন তিনি **পাপেন** অর্থাৎ পাপপুণ্যাত্মক কর্ম্মে **ন লিপ্যতে**=লিপ্ত হন না। ইহার দৃষ্টান্ত পদ্ম পত্র যেমন উপরে নিক্ষিপ্ত জলের দ্বারা লিপ্ত হয় না। যে কর্ম্ম ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হয় তাহা কেবল বুদ্ধিশুদ্ধিরূপ ফলই দান করে অর্থাৎ সেই কর্ম্মে লোকের চিত্ত আসক্তিযুক্ত হয় না প্রত্যুত তাহা বুদ্ধির শুদ্ধি অর্থাৎ পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া থাকে।২—১০॥

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২ ॥

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা নৈষ্ঠিকীং শান্তিং আপ্নোতি ; অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তঃ নিবধ্যতে অর্থাৎ পরমেশ্বরে একান্ত নিষ্ঠাবান্ কর্ম্মযোগী ফল পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে আত্যন্তিকী শান্তি অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন ; কিন্তু অযুক্ত ব্যক্তি কামনা বশতঃ ফলে আসক্ত হইয়া বন্ধন প্রাপ্ত হয় ॥১২

রিতি। ঈশ্বরায়ৈব করোমি ন মম ফলায়েতি মমতাশূন্যৈরিত্যর্থঃ। "আত্মশুদ্ধয়ে" চিত্ত(সত্ত্ব)শুদ্ধ্যর্থম্ ॥ ১১ ॥

কর্তৃত্বাভিমানসাম্যেঽপি তেনৈব কর্ম্মণা কশ্চিন্মুচ্যতে কশ্চিত্তু বধ্যতে ইতি বৈষম্যে কো হেতুরিতি তত্রাহ যুক্ত ইতি—।১ "যুক্তঃ" ঈশ্বরায়ৈবৈতানি কর্ম্মাণি ন মম ফলায়েত্যেবমভিপ্রায়বান্ "কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা" কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ "শান্তিং" মোক্ষাখ্যামাপ্নোতি "নৈষ্ঠিকীং" সত্ত্বশুদ্ধিনিত্যানিত্যবস্তুবিবেকসন্ন্যাসজ্ঞাননিষ্ঠাক্রমেণ জাতামিতি

অনুবাদ—উক্ত অর্থটীকেই বিস্তারিত করিয়া বলিতেছেন "**কায়েন**" ইত্যাদি। **যোগিনঃ**= যোগিগণ অর্থাৎ কর্ম্মযোগী কর্ম্মিগণ ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র শরীরের দ্বারা, মনের দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা এবং ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা কর্ম্ম করিয়া থাকেন। '**কেবলৈঃ**' এই পদটী কায়াদি পদগুলির বিশেষণ। সুতরাং ইহার অর্থ, আমি একমাত্র ঈশ্বরের জন্যই কর্ম্ম করিতেছি, কিন্তু আমার নিজের কোনপ্রকার ফলের জন্য কর্ম্ম করিতেছি না, এইপ্রকারে মমতাবিহীন শরীরাদি দ্বারা তিনি কর্ম্ম করেন। আর কর্ম্ম যে করেন তাহা **আত্মশুদ্ধয়ে**=আত্মশুদ্ধির জন্য অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধির নিমিত্তই করিয়া থাকেন।১১॥

ভাবপ্রকাশ—যুক্ত অবস্থায় কোনও কর্ম্ম ত লেপ দিতেই পারে না ; এমন কি, যুক্ত অবস্থা লাভ করিবার পূর্ব্বে যুঞ্জান যোগীরা কর্ম্মের ফল পরমেশ্বরে সমর্পণ পূর্ব্বক আসক্তি রহিত হইয়া যে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন তাহার দ্বারা তাঁহাদের শুদ্ধিলাভ ঘটে এবং এই সব কর্ম্ম কোনও প্রকার বন্ধনের হেতু হয় না।১০—১১

অনুবাদ—আচ্ছা, কামনাবান্ ব্যক্তি এবং নিষ্কাম ব্যক্তি উভয়ের কর্তৃত্বাদি যখন সমান তখন একই কর্ম্মের প্রভাবে কেহ অর্থাৎ নিষ্কাম ব্যক্তি মুক্ত হয় আর কেহ অর্থাৎ সকাম ব্যক্তি যে বদ্ধ হয় এরূপ হইবার হেতু কি ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—।১ **যুক্তঃ**=যুক্ত হইয়া অর্থাৎ এই সমস্ত কর্ম্ম কেবল ঈশ্বরের উদ্দেশেই অনুষ্ঠিত হইতেছে, কিন্তু আমার নিজের কোন ফলের জন্য নহে এই-প্রকার অভিপ্রায়যুক্ত হইয়া এবং **কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা**=কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন তিনি **শান্তিং**=মোক্ষ নামক শান্তি **আপ্নোতি**=প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (সেই মোক্ষনামক শান্তিটী কিরূপ, তাহাই বলিতেছেন) **নৈষ্ঠিকীম্**=তাহা সত্ত্বশুদ্ধি, নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক, সন্ন্যাস এবং জ্ঞাননিষ্ঠা এইরূপ ক্রমে উৎপন্ন। (অভিপ্রায় এই যে নিষ্কাম কর্ম্মযোগীর প্রথমে চিত্তশুদ্ধি, তাহার পর নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, তদনন্তর সন্ন্যাস এবং শেষে জ্ঞাননিষ্ঠা জন্মিয়া

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্ ॥ ১৩ ॥

বশী দেহী মনসা সর্ব্বকর্ম্মাণি সন্ন্যস্য নবদ্বারে পুরে নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্ সুখং আস্তে অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় দেহী বিবেকযুক্ত মনদ্বারা সমুদয় কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সুখে নবদ্বারবিশিষ্ট পুরবৎ দেহে স্বয়ং কোন কার্য্য না করিয়া এবং না করাইয়া অবস্থান করেন ॥১৩

যাবৎ।২ যস্তু পুন"রযুক্তঃ" ঈশ্বরায়ৈবৈতানি কর্ম্মাণি ন মম ফলায়েত্যভিপ্রায়শূন্যঃ স "কামকারেণ" কামতঃ প্রবৃত্ত্যা মম ফলায়ৈবেদং কর্ম্ম করোমীতি "ফলে সক্তো নিবধ্যতে" কর্ম্মভির্নিতরাং সংসারবন্ধং প্রাপ্নোতি।৩ যস্মাদেবং তস্মাৎ ত্বমপি যুক্তঃ সন্ কর্ম্মাণি কুর্ব্বিতি বাক্যশেষঃ ॥ ৪—১২ ॥

অশুদ্ধচিত্তস্য কেবলাৎ সন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগঃ শ্রেয়ানিতি পূর্ব্বোক্তং প্রপঞ্চ্য অধুনা শুদ্ধচিত্তস্য সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস এব শ্রেয়ানিত্যাহ সর্ব্বেতি—১। "সর্ব্বকর্ম্মাণি" নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং প্রতিষিদ্ধঞ্চেতি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি "মনসা" "কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ" ইত্যত্রোক্তেনাকর্ত্ত্রাত্মস্বরূপসম্যগ্দর্শনেন "সন্ন্যস্য" পরিত্যজ্য প্রারব্ধকর্ম্ম-

থাকে ; এইরূপে জ্ঞাননিষ্ঠা হইতে তিনি মুক্তিলাভ করেন, ইহাকেই **নৈষ্ঠিকী শান্তি** বলা হইয়াছে)।২ পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অযুক্ত অর্থাৎ 'এই সমস্ত কর্ম্ম ঈশ্বরের উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হইতেছে আমার নিজের ফলের জন্য নহে' এইপ্রকার অভিপ্রায় যাহার নাই সেই ব্যক্তি **কামকারেণ**=কামকারনিবন্ধন অর্থাৎ কামনাসহকারে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া, 'আমি এই সমস্ত কর্ম্ম আমারই ফলের জন্য করিতেছি' এইপ্রকারে **ফলে সক্তঃ**=ফলে আসক্ত হইয়া **নিবধ্যতে**=নিবদ্ধ হয় অর্থাৎ কর্ম্মহেতু অত্যধিক সংসারবন্ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে।৩ ইহাই যখন তত্ত্ব হইতেছে তখন তুমিও 'যুক্ত' হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান কর, ইহাই বাক্যের (পূরণীয়) অবশিষ্ট অংশ।৪—১২॥

ভাবপ্রকাশ—ফলাভিলাষই বন্ধনের হেতু ;—যে ব্যক্তি সমাহিতচিত্ত হইয়া ফলাভিসন্ধি ত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্ম করেন তিনি শাশ্বতী শান্তিলাভ করেন ; কিন্তু কামনার বশে ফলের আকাঙ্ক্ষায় কর্ম্ম করিলে ঐ কর্ম্ম বন্ধন ঘটায়। কর্ম্ম করিলে বন্ধন হয়, কর্ম্ম না করিলে মুক্তি হয়—এই ধারণা ভ্রান্ত। ফলাভিলাষযুক্ত কর্ম্ম বন্ধনের হেতু, ফলাভিলাষশূন্য কর্ম্ম মুক্তির জনক হয়।১২

অনুবাদ—'অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির সন্ন্যাস অপেক্ষা অর্থাৎ বৈরাগ্যবিহীন শুষ্ক সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ শ্রেয়ান্'—পূর্ব্বে এইপ্রকার যাহা বলা হইয়াছিল তাহা বিবৃত করিয়া এক্ষণে বলিতেছেন যে শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মসন্ন্যাস অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্মের সম্যক্‌রূপে ত্যাগই প্রশস্ত—।১ **সর্ব্বকর্ম্মাণি**=নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য এবং প্রতিষিদ্ধ এই সকল প্রকারের কর্ম্ম **মনসা**=মনের দ্বারা অর্থাৎ "কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ"=যে ব্যক্তি কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখেন ইত্যাদি শ্লোকে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে সেই অকর্ত্তা আত্মার স্বরূপবিষয়ক সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা **সন্ন্যস্য**=পরিত্যাগ করিয়া

বশাদা"স্তে" তিষ্ঠত্যেব।২ কিং দুঃখেনেত্যাহ "সুখং" অনায়াসেন আয়াসহেতুকায়বাঙ্মনোব্যাপারশূন্যত্বাৎ।৩ কায়বাঙ্মনাংসি স্বচ্ছন্দানি কুতো ন ব্যাপ্রিয়ন্তে?— তত্রাহ "বশী" স্ববশীকৃতকার্য্যকরণসংঘাতঃ।৪ ক্বাস্তে?৫ "নবদ্বারে পুরে" দ্বে শ্রোত্রে দ্বে চক্ষুষী দ্বে নাসিকে বাগেকেতি শিরসি সপ্ত, দ্বে পায়ূপস্থাখ্যে অধ ইতি নবদ্বারবিশিষ্টে দেহে "দেহী" দেহভিন্নাত্মদর্শী প্রবাসীব পরগেহে তৎপূজাপরিভবাদিভিরপ্রহৃষ্যন্নবিষীদন্নহংকারমমকারশূন্যস্তিষ্ঠতি।৬ অজ্ঞো হি দেহতাদাত্ম্যাভিমানাৎ দেহ এব ন তু দেহী। স চ দেহাধিকরণমেবাত্মনোঽধিকরণং মন্যমানো গৃহে ভূমাবাসনে বা অহমাসে ইত্যভিমন্যতে ন তু দেহেঽহমাস ইতি প্রতিপদ্যতে। অতএব দেহাদিব্যাপারাণামবিদ্যয়াত্মন্যবিক্রিয়ে

আস্তে=প্রারব্ধ কর্ম্মের প্রভাবে কেবল অবস্থান করিয়াই থাকেন।২ তিনি কি দুঃখিতভাবে অবস্থান করেন? (উত্তর—) না; সেইজন্যই বলিতেছেন "**সুখং**"=তিনি সুখে অর্থাৎ অনায়াসে (বিনা ক্লেশে) অবস্থান করেন; কারণ আয়াসের হেতু যে কায়, বাক্ এবং মনের ব্যাপার তাহা তাঁহাতে নাই অর্থাৎ কায়, বাক্ ও মনের ক্রিয়ার জন্যই ক্লেশ হইয়া থাকে; তাঁহার ঐগুলির কোনটীরই ব্যাপার না থাকায় তিনি সুখে অবস্থিতি করেন।৩ আচ্ছা, কায়, বাক্ ও মন ইহারা স্বচ্ছন্দে অর্থাৎ স্বাধীনভাবে স্ব স্ব ব্যাপারে নিবিষ্ট হয় না কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন "**বশী**"; যেহেতু তিনি বশী অর্থাৎ কার্য্য ও করণরূপ সঙ্ঘাত অর্থাৎ শরীরেন্দ্রিয়াদি তাঁহার নিজের দ্বারা বশীকৃত; (সুতরাং তাহারা আর স্বাধীন নহে, কাজেই তাহারা স্বচ্ছন্দে ব্যাপৃত হইতে পারে না)।৪ তিনি কোথায় অবস্থিতি করেন?৫ (উত্তর—) **নবদ্বারে পুরে** অর্থাৎ নবদ্বার দেহে;—দুইটী কর্ণ, দুইটী চক্ষুঃ, দুইটী নাসিকা, এবং একটী বাগিন্দ্রিয় (মুখ) এইরূপে মস্তকে সাতটী এবং নিম্নভাগে পায়ূ ও উপস্থ এই —মোট নয়টী দ্বার; এই নয়টী দ্বার বিশিষ্ট শরীর মধ্যে তিনি **দেহী** অর্থাৎ আত্মাকে দেহ হইতে ভিন্নরূপে দেখিতে থাকিয়া বাস করেন অর্থাৎ প্রবাসী ব্যক্তি যেমন পরের গৃহে থাকিয়া সেই গৃহস্বামী যদি পূজিত হয় তাহা হইলে হৃষ্ট হয় না আবার সে যদি পরাভূত হয় তাহা হইলেও বিষণ্ণ হয়না, সেইরূপ হৃষ্ট অথবা বিষণ্ণ না হইয়া এই দেহের উপর অহঙ্কার মমকার বিহীন হইয়া অর্থাৎ 'আমি এবং আমার' এইরূপ অভিমান পরিত্যাগ করিয়া তিনি অবস্থান করেন।৬। যে ব্যক্তি অজ্ঞ অর্থাৎ আত্মজ্ঞানবর্জ্জিত, দেহের সহিত তাহার তাদাত্ম্যাধ্যাস থাকে বলিয়া অর্থাৎ অজ্ঞানবশতঃ দেহকেই আত্মা বলিয়া ধারণা থাকে বলিয়া সে ব্যক্তি দেহ; তাহাকে দেহী বলা যায়না। দেহের যাহা অধিকরণ অর্থাৎ আধার বা আশ্রয় তাহাকেই সে আত্মারও আধার মনে করিয়া 'আমি গৃহমধ্যে ভূমিতে অথবা আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছি' এই প্রকার অভিমান (মিথ্যাজ্ঞান) করে; কিন্তু তাহার এরূপ বোধ হয় না যে 'আমি দেহে রহিয়াছি'। এরূপ না হইবার হেতু এই যে তাহার দেহ ও আত্মার ভেদ দৃষ্টি অর্থাৎ পার্থক্যবোধ নাই অর্থাৎ সে দেহকেই আত্মা ভাবিয়া থাকে কিন্তু আত্মা যে দেহ হইতে ভিন্ন তাহা বুঝে না। পক্ষান্তরে যিনি আত্মাকে দেহাদিরূপ সংঘাত হইতে ব্যতিরিক্তরূপে দেখেন তাদৃশ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসী ব্যক্তি এইরূপ বুঝেন যে 'আমি দেহে রহিয়াছি'; এবং ইহার কারণ এই যে তাঁহার দেহ ও আত্মার ভেদ দর্শন (ভেদজ্ঞান) আছে অর্থাৎ আত্মা যে দেহ হইতে পৃথক্ এ জ্ঞান তাঁহার আছে। এই কারণেই অক্রিয়

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥ ১৪ ॥

প্রভুঃ লোকস্য কর্ত্তৃত্বং ন সৃজতি কর্ম্মাণি ন, কর্ম্মফলসংযোগং ন; স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে অর্থাৎ প্রভু (আত্মা) জীবগণের কর্ত্তৃত্ব বা কর্ম্ম সৃষ্টি করেন না, অথবা কর্ম্মফলসংযোগও করিয়া দেন না; পরন্তু স্বভাবই কর্ত্তৃত্বাদিরূপে প্রবৃত্ত হইয়া জীবকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়া থাকে ॥১৪

সমারোপিতানাং বিদ্যয়া বাধ এব সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস ইত্যুচ্যতে। এতস্মাদেবাজ্ঞ-বৈলক্ষণ্যাদ্ যুক্তং বিশেষণং "নবদ্বারে পুরে আস্তে" ইতি।৭ নন্বু দেহাদিব্যাপারাণামাত্মন্যারোপিতানাং নৌব্যাপারাণাং তীরস্থবৃক্ষ ইব বিদ্যয়া বাধেঽপি স্বব্যাপারেষু আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বং দেহাদিব্যাপারেষু কারয়িতৃত্বঞ্চ স্যাদিতি নেত্যাহ—"নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্", আস্তে ইতি সম্বন্ধঃ ॥ ৮—১৩ ॥

দেবদত্তস্য স্বগতৈব গতির্যথা স্থিতৌ সত্যাং ন ভবতি এবমাত্মনোঽপি কর্ত্তৃত্বং কারয়িতৃত্বঞ্চ স্বগতমেব সৎ সন্ন্যাসে সতি ন ভবতি, অথবা নভসি তলমলিন-

(ক্রিয়ারহিত) আত্মার উপর যেগুলি অবিদ্যাপ্রভাবে সমারোপিত (কল্পিত) সেই সমস্ত দেহ প্রভৃতির ব্যাপারগুলি বিদ্যা দ্বারা যে বাধিত হয় তাহাই সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস বলিয়া অভিহিত হয়। সুতরাং অজ্ঞ ব্যক্তি হইতে তাঁহার এই প্রকার বৈলক্ষণ্য (বিভিন্নতা) থাকায় "নবদ্বারপুরে আস্তে" = নবদ্বারপুর মধ্যে অবস্থিতি করেন" এইরূপ যে বলা হইয়াছে তাহা সঙ্গতই হইয়াছে।৭ আচ্ছা, দ্রুত গমন করিতে থাকিলে নৌকার গতিরূপ ক্রিয়া যেমন তটস্থ বৃক্ষে আরোপিত হয় (যাহার জন্য তীরস্থ বৃক্ষগুলি যেন চলিতেছে বলিয়া বোধ হয়) সেইরূপ দেহাদির যে ক্রিয়াগুলি আত্মার উপর আরোপিত হয় তাহা না হয় বিদ্যার প্রভাবে বাধিত হইল, তথাপি আত্মার নিজের ক্রিয়ার উপর নিজের কর্ত্তৃত্ব এবং দেহাদির ব্যাপারের উপর তাহার কারয়িতৃত্ব ত থাকিতে পারে, অর্থাৎ আত্মসমবেত যে ইচ্ছাজ্ঞানাদি ক্রিয়া তাহা আত্মা নিজে সম্পন্ন করেন বলিয়া তিনি তাহার কর্ত্তা, এবং দেহাদির ক্রিয়া দেহাদির দ্বারা সম্পাদিত করান অর্থাৎ দেহসমবেত যে গমনাদানাদি ক্রিয়া তাহা দেহের দ্বারা করান বলিয়া তিনি তাহার কারয়িতা—এরূপও ত হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলা হয়, না, এরূপ হইতে পারে না। তাহাই বলিতেছেন "নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্"—তিনি স্বয়ং কিছু না করিয়া এবং কাহারও দ্বারা কিছু না করাইয়াই অবস্থিতি করেন। এস্থলে 'নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্' এই অংশটী পূর্ব্বোক্ত 'আস্তে' এই পদের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত বুঝিতে হইবে। ৮—১৩ ॥

ভাবপ্রকাশ—শুদ্ধচিত্ত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি বিবেকযুক্ত মনের দ্বারা সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস করেন। তিনি আত্মার যথার্থস্বরূপ অনুভব করেন, তাই তিনি দেখেন যে আত্মা অকর্ত্তা—আত্মা কর্ম্ম করেন না, এমন কি কর্ম্মপ্রেরণাও দান করেন না। কর্ম্ম যে দেহের ধর্ম্ম এবং দেহী আত্মা যে অকর্ত্তা ইহা অনুভব করিয়া তিনি পরমানন্দে নিমগ্ন থাকেন। আত্মার অকর্ত্তৃত্বদর্শনই সন্ন্যাসের প্রকৃত অর্থ। এই শ্লোকে 'মনসা' পদটীর উপর লক্ষ্য দেওয়া প্রয়োজন।১৩

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তব ॥ ১৫ ॥

বিভুঃ কস্যচিৎ পাপং ন আদত্তে, সুকৃতং চ নৈব ; অজ্ঞানেন জ্ঞানং আবৃতম্ তেন জন্তবঃ মুহ্যন্তি অর্থাৎ বিভু আত্মা কানও কর্ম্মের পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না ; অজ্ঞানে জ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়াছে ; এই জন্য জীবগণ মোহপ্রাপ্ত হয় ॥১৫

তাদিবদ্বস্তুবৃত্ত্যা তত্র নাস্ত্যেবেতি সন্দেহাপোহায়াহ নাদত্ত ইতি—১। "লোকস্য" দেহাদেঃ "কর্তৃত্বং" প্রভুরাত্মা স্বামী "ন সৃজতি" ত্বং কুর্ব্বিতি নিয়োগেন তস্য কারয়িতা ন ভবতীত্যর্থঃ। নাপি লোকস্য "কর্ম্মাণি" ঈপ্সিততমানি ঘটাদীনি স্বয়ং সৃজতি—কর্ত্তা ন ভবতীত্যর্থঃ। নাপি লোকস্য কর্ম্ম কৃতবতস্তৎফলসম্বন্ধং সৃজতি –ভোজয়িতাপি ভোক্তাপি ন ভবতীত্যর্থঃ।২ "সমানঃ সন্ উভৌ লোকৌ অনুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব সধীঃ" (বৃহদাঃ ৪।৩।৭) ইত্যাদিশ্রুতেঃ। অত্রাপি "শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে" ইত্যুক্তেঃ।৩ যদি কিঞ্চিদপি স্বতো ন কারয়তি ন করোতি চাত্মা কস্তর্হি কারয়ন্ কুর্ব্বংশ্চ প্রবর্ত্তত ইতি তত্রাহ— স্বভাবস্তু অজ্ঞানাত্মিকা দৈবী মায়া প্রকৃতিঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৪—১৪ ॥

অনুবাদ—দেবদত্তের নিজেরই গতিক্রিয়া যেমন তাহার স্থিতি কালে থাকে না সেইরূপ কি আত্মারও কর্তৃত্ব এবং কায়য়িতৃত্ব নিজের হইলেও অর্থাৎ স্বাভাবিক হইলেও সন্ন্যাস হইলে তাহা আর থাকে না ? অথবা আকাশে যেমন তল-মলিনতা বস্তুগত্যাই নাই অর্থাৎ আকাশ যেমন বাস্তবিকপক্ষে একটী কটাহপৃষ্ঠস্বরূপ নহে কিংবা মলিন নীলবর্ণও নহে সেইরূপই কি কর্তৃত্ব এবং কারয়িতৃত্ব বাস্তবিকপক্ষে আত্মায় কোনকালেও নাই ? এইপ্রকার সন্দেহ হইলে তাহার অপোহের নিমিত্ত অর্থাৎ তাহা দূর করিবার জন্য বলিতেছেন **"ন কর্তৃত্বম্"** ইত্যাদি।১ **প্রভুঃ**=স্বামী আত্মা **লোকস্য**=লোকের অর্থাৎ দেহাদির **কর্তৃত্বং ন সৃজতি**=কর্তৃত্ব সৃষ্টি করেন না, অর্থাৎ তুমি ইহা কর' এইরূপে নিয়োগের দ্বারা অর্থাৎ আজ্ঞা করিয়া তাহাদের কারয়িতা হন না, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।২ আর তিনি লোকের **কর্ম্মাণি**=কর্ত্তার ঈপ্সিততম ঘটাদিরূপ কর্ম্ম **ন সৃজতি**=স্বয়ং সৃষ্টিও করেন না ; তিনি কর্ত্তাও হন না, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। আর যে সমস্ত লোক কর্ম্ম করিয়াছে তাহাদের **কর্ম্মফলসংযোগং**=ফলসম্বন্ধও সৃজন করেন না—তিনি ভোক্তাও হন না কিংবা ভোজয়িতাও হন না, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।২ তাই শ্রুতি বলিতেছেন "তিনি বুদ্ধিসারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া উভয় লোকে গমনাগমন করেন ; (বুদ্ধি সাহচর্য্যে আত্মাকে মনে হয়) যেন তিনি ধ্যান করিতেছেন, যেন তিনি অত্যধিক চলনক্রিয়া করিতেছেন"। এই গীতামধ্যেই ভগবান্ বলিবেন—"হে কুন্তীনন্দন ! তিনি শরীর মধ্যবর্ত্তী হইলেও কিছু করেন না এবং কিছুতে লিপ্তও হন না"।৩ আত্মা যদি নিজে কিছু না করেন এবং না করান তাহা হইলে কে করিয়া থাকে এবং কেই বা করাইয়া থাকে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—**স্বভাবস্তু**=স্বভাব অর্থাৎ অজ্ঞানাত্মিকা দৈবী (পরমেশ্বরের) মায়া নামে প্রসিদ্ধ প্রকৃতিই কিন্তু **প্রবর্ত্ততে**=প্রবৃত্ত হয়। অভিপ্রায় এই যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া বা প্রবৃত্ত করা দুইই প্রকৃতির কাজ।৪—১৪॥

নম্বীশ্বরঃ কারয়িতা জীবঃ কর্ত্তা, তথাচ শ্রুতিঃ, “এষ উহ্যেব সাধুকর্ম্ম কারয়তি তং যমুন্নিনীষতে এব উবাহসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে” ইত্যাদিঃ। স্মৃতিশ্চ “অজ্ঞো জন্তুরনীশোঽয়মাত্মনঃ সুখদুঃখয়োঃ। ঈশ্বরপ্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং বা শ্বভ্রমেব বা॥” ইতি। তথাচ জীবেশ্বরয়োঃ কর্ত্তৃত্বকারয়িতৃত্বাভ্যাং ভোক্তৃত্বভোজয়িতৃত্বাভ্যাঞ্চ পাপপুণ্যলেপসম্ভবাৎ কথমুক্তং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্তত ইতি তত্রাহ নাদত্ত ইতি।১ পরমার্থতঃ “বিভুঃ” পরমেশ্বরঃ “কস্যচিৎ” জীবস্য “পাপং সুকৃতঞ্চ” নৈবাদত্তে পরমার্থতো জীবস্য কর্ত্তৃত্বাভাবাৎ, পরমেশ্বরস্য চ কারয়িতৃত্বাভাবাৎ।২ কথং তর্হি শ্রুতিঃ স্মৃতির্লোকব্যবহারশ্চ তত্রাহ—অজ্ঞানেনাবরণবিক্ষেপশক্তিমতা মায়াখ্যেনানৃতেন তমসা আবৃতমাচ্ছাদিতং “জ্ঞানং” জীবেশ্বরজগদ্ভেদভ্রমাধিষ্ঠানভূতং নিত্যং স্বপ্রকাশং সচ্চিদানন্দরূপমদ্বিতীয়ং পরমার্থসত্যং, তেন স্বরূপাবরণেন মুহ্যন্তি প্রমাতৃপ্রমেয়প্রমাণকর্ত্তৃকর্ম্মকরণভোক্তৃভোগ্যভোগাখ্যনববিধসংসাররূপং মোহমতস্মিং-স্তদবভাসরূপং বিক্ষেপং গচ্ছন্তি “জন্তবো” জননশীলাঃ সংসারিণো বস্তুস্বরূপাদর্শিনঃ।৩

অনুবাদ—আচ্ছা, ঈশ্বরই ত কারয়িতা এবং জীবই ত কর্ত্তা? শ্রুতিও তাহাই বলিতেছেন, যথা—“এই পরমাত্মাই যাহাকে উন্নীত করিতে ইচ্ছা করেন তাহার দ্বারা সাধু কর্ম্ম করাইয়া থাকেন” ইত্যাদি। স্মৃতিও তাহাই জানাইয়া দিতেছে, যথা—“অজ্ঞ জীব নিজ সুখ দুঃখ সম্বন্ধে স্বাতন্ত্র্যবিহীন; ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই সে স্বর্গে অথবা পাতালে গমন করে”। অতএব জীব ও ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব এবং কারয়িতৃত্ব, ভোক্তৃত্ব এবং ভোজয়িতৃত্ব রহিয়াছে বলিয়া যখন তাঁহাদের পাপ ও পুণ্যের সংসর্গও সম্ভব তখন কিরূপে “স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে”=স্বভাবই কিন্তু প্রবৃত্ত হয়, এই কথা বলা হইল? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—।১ **বিভুঃ**=পরমেশ্বর পারমার্থিকভাবে **কস্যচিৎ**=কোন জীবেরও **পাপং সুকৃতংচ**=পাপ অথবা পুণ্য **নৈব আদত্তে**=গ্রহণ করেনই না। কারণ পারমার্থিকপক্ষে জীবের কর্ত্তৃত্ব নাই এবং পরমেশ্বরেরও কারয়িতৃত্ব নাই।২ তাহা হইলে শ্রুতি, স্মৃতি এবং লোকের অর্থাৎ বৃদ্ধ (মহাজন) গণের উক্তরূপ ব্যবহার অর্থাৎ জীব কর্ত্তা এবং ঈশ্বর কারয়িতা—এইপ্রকার ব্যবহার কিরূপে সঙ্গত হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—**অজ্ঞানেন**=অজ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ আবরণ ও বিক্ষেপ এই উভয় প্রকারের শক্তিবিশিষ্ট মায়ানামে প্রসিদ্ধ যে অনৃত (অনির্ব্বচনীয় বা মিথ্যা) অজ্ঞান আছে তাহার দ্বারা, **জ্ঞানম্**=জ্ঞান অর্থাৎ জীব, ঈশ্বর ও জগতের ভেদরূপ যে ভ্রম সেই ভ্রমের অধিষ্ঠান স্বরূপ যে নিত্য, স্বয়ং প্রকাশ, সৎ, এবং আনন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় অর্থাৎ সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদশূন্য পরমার্থ সত্য পদার্থ তাহা **আবৃতম্**=আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। **তেন**=সেই স্বরূপাবরণ জন্যই অর্থাৎ জ্ঞানের স্বরূপ আবৃত হইয়া রহিয়াছে বলিয়াই **জন্তবঃ**=জন্তুগণ অর্থাৎ যাহারা বস্তুর স্বরূপ দেখিতে অক্ষম তাদৃশ জননশীল সংসারিগণ **মুহ্যন্তি**=মুগ্ধ হয় অর্থাৎ প্রমাতা, প্রমেয় ও প্রমাণ, কর্ত্তা, কর্ম্ম ও করণ, এবং ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ নামে প্রসিদ্ধ—এই নয় প্রকার সংসার রূপ যে মোহ—অর্থাৎ যাহা যেরূপ নহে তাহাকে সেইরূপে গ্রহণ করা—এইরূপ যে বিক্ষেপ তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।৩ মূঢ় ব্যক্তিগণ অকর্ত্তা, অভোক্তা,

অকর্তৃভোক্তৃপরমানন্দাদ্বিতীয়াত্মস্বরূপাদর্শননিবন্ধনোঽয়ং জীবেশ্বরজগদ্ভেদভ্রমঃ প্রতীয়মানো বর্ত্ততে মূঢ়ানাম্। তস্যাঞ্চাবস্থায়াং মূঢ়প্রত্যয়ানুবাদিন্যাবেতে শ্রুতিস্মৃতী বাস্তবাদ্বৈতবোধিবাক্যশেষভূতে ইতি ন দোষঃ॥ ৪—১৫॥

পরমানন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় আত্মার স্বরূপ দর্শন করিতে পারে না বলিয়া তন্নিবন্ধন তাহাদের নিকট জীব, ঈশ্বর এবং জগতের ভেদরূপ ভ্রম প্রতীয়মান হইতে থাকে। সুতরাং পূর্ব্বে জীব এবং ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব ও কারয়িতৃত্ববোধক যে শ্রুতিস্মৃতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা সেই মূঢ়াবস্থায় জীবের যেরূপ প্রত্যয় অর্থাৎ প্রতীতি হয় তাহারই অনুবাদী। সুতরাং উহারা বাস্তবিক অদ্বৈততত্ত্ববোধক শ্রুতি স্মৃতি বাক্যের শেষস্বরূপ অর্থাৎ গুণীভূত, এই কারণে ইহাতে কোন দোষের সম্ভাবনা নাই।৪—১৫॥

তাৎপর্য্য—মীমাংসাদর্শনের "অর্থে অনুপলব্ধে তৎ প্রমাণং" (১।১।৫ সূত্র) এবং "অপ্রাপ্তে শাস্ত্রমর্থবৎ" (৬।২।১৯ সূত্র) অনুসারে জানা যায় যে অজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বহেতুই শাস্ত্রের প্রামাণ্য। যাহা প্রমাণান্তর সাহায্যে অবগত হওয়া যায় তাহার জন্য কেহ শাস্ত্রমুখাপেক্ষী হয় না। এ কারণে শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিৎগণের সিদ্ধান্ত এই যে প্রমাণান্তরাবগত বিষয় শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য হইলে সেই শাস্ত্রটিকে তদ্বিষয়ে (স্বার্থে) প্রমাণ বলা যায় না, যেহেতু যাহা অসন্দিগ্ধ, অবিপর্য্যস্ত ও অনধিগত বিষয়ক তাহাকেই প্রমাণ বলা হয়। যে বিষয় অন্য প্রমাণের সাহায্যে অবগত হওয়া যায় তাহা জানিবার জন্য শাস্ত্রের অপেক্ষা থাকে না বলিয়া, তাদৃশ শাস্ত্র অনধিগতবিষয়ক নহে বলিয়া তাহাকে প্রমাণ বলা চলে না। এই কারণে "অগ্নির্হিমস্য ভেষজং" "অর্থাৎ অগ্নি শীতের প্রতিরোধক" ইত্যাদি প্রকার যে সমস্ত বিষয় লোকসিদ্ধ অর্থাৎ প্রমাণান্তরগম্য অথচ শাস্ত্রেও তাহার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাদৃশ স্থলে শাস্ত্রকে অনুবাদী বলা হয়। আর যাহা অনুবাদী তাহা প্রমাণ নহে বলিয়া তাদৃশ স্থলে শাস্ত্রের প্রামাণ্য নাই অর্থাৎ তন্মাত্র প্রতিপাদন করা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে, কিন্তু অন্য কোন প্রধান বিষয়ের অঙ্গরূপে তাহার উল্লেখ করাই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। এই কারণে আত্মার কর্ত্তৃত্ব আপামর সাধারণ সিদ্ধ বলিয়া তাহা প্রতিপাদন করা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে। আর অনুবাদ ভ্রমপ্রমাসাধারণ সকল বিষয়েরই হইতে পারে বলিয়া স্বরূপে তাহা তাৎপর্য্যশূন্য। পক্ষান্তরে অদ্বৈত আত্মতত্ত্ব কোন প্রমাণের সাহায্যে অবগত হওয়া যায় না। এই কারণে তদ্বোধক শাস্ত্র অজ্ঞাতার্থজ্ঞাপক বলিয়া এবং উপক্রমোপসংহারাদি ষড়্বিধ তাৎপর্য্যনির্ণায়ক লিঙ্গের দ্বারা তাহা স্বার্থে পরিসমাপ্ত বলিয়া উহাকে প্রমাণ বলিতেই হয় এবং তাহা কাহারও অঙ্গ নহে বলিয়া তাহাকে প্রধানই বলিতে হয়। আর স্বরূপে তাৎপর্য্যশূন্য কর্ত্তৃত্বাদিবোধক শ্রুতিবাক্য ব্যবহারসিদ্ধ বিষয়ের অনুবাদক বলিয়া স্বরূপে তাৎপর্য্যবিহীন হওয়ায় অঙ্গ বা গুণীভূতই হইয়া থাকে। আর অনুবাদ হইলেও যে কর্ত্তৃত্বাদি তাত্ত্বিক হইবে তাহা বলা যায় না। কারণ ঐ যে কর্ত্তৃত্বাদি উহা অপরীক্ষিত লৌকিক প্রমাণের দ্বারা বোধিত। যুক্তি অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে ঐ লৌকিক প্রমাণ দোষযুক্ত। আর আত্মার কর্ত্তৃত্বাদি দোষযুক্ত প্রমাণের দ্বারা জ্ঞাপিত বলিয়া তাহা নির্দ্দোষ, তাত্ত্বিক নহে কিন্তু তাৎপর্য্যবতী শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা বোধিত অসঙ্গতত্ত্ব অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বহীনতাই তাত্ত্বিক। আত্মার কর্ত্তৃত্বাদিবোধক শাস্ত্র অনুবাদী বলিয়া তাহা অকর্ত্তৃত্বাদিবোধক শাস্ত্র অপেক্ষা দুর্ব্বল।

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্‌ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্‌ ॥ ১৬ ॥

আত্মনঃ জ্ঞানেন যেষাং তৎ অজ্ঞানং নাশিতং, তৎ জ্ঞানং তেষাং পরম্‌ আদিত্যবৎ প্রকাশয়তি অর্থাৎ জ্ঞানদ্বারা যাঁহাদের সেই অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, সূর্য্য যেমন সমস্ত বস্তু প্রকাশিত করেন, সেইরূপ সেই জ্ঞান পরব্রহ্মকে তাঁহার সমক্ষে প্রকাশিত করে ॥১৬

তর্হি সর্ব্বেষামনাদ্যজ্ঞানাবৃতত্বাৎ কথং সংসারনিবৃত্তিঃ স্যাদত আহ জ্ঞানেনেতি। তদাবরণবিক্ষেপশক্তিমদনাদ্যনির্ব্বাচ্যমনৃতমনর্থব্রাতমূলমজ্ঞানমাত্মাশ্রয়বিষয়মবিদ্যামায়াদি-শব্দবাচ্যং অাত্মনো "জ্ঞানেন" গুরূপদিষ্টবেদান্তমহাবাক্যজন্যেন শ্রবণমননিদিধ্যাসন-পরিপাকনির্ম্মলান্তঃকরণবৃত্তিরূপেণ নির্ব্বিকল্পকসাক্ষাৎকারেণ শোধিততত্ত্বম্পদার্থা-ভেদরূপশুদ্ধসচ্চিদানন্দাখণ্ডৈকরসবস্তুমাত্রবিষয়েণ "নাশিতং" বাধিতং কালত্রয়েঽপ্য-সদেবাসত্ত্বয়া জ্ঞাতমধিষ্ঠানচৈতন্যমাত্রতাং প্রাপিতং শুক্তাবিব রজতং শুক্তিজ্ঞানেন "যেষাং" শ্রবণমননাদিসাধনসম্পন্নানাং ভগবদনুগৃহীতানাং মুমুক্ষূণাং "তেষাং"

কাজেই প্রধানীভূত অদ্বৈতবোধক শ্রুতির সহিত উহাদের বিরোধ হইলেও তাহা দ্বারা অদ্বৈতের হানি হয় না; কারণ উহারা স্বরূপে তৎপর্য্যশূন্য অর্থাৎ ঐরূপ অর্থে যদি উহাদের তাৎপর্য্য হইত তাহা হইলে বিরোধ বশতঃ প্রমাণ হইতে পারিত। তাহা যখন নহে তখন আপাততঃ বিরোধ প্রতীয়মান হইলেও তাহাতে অদ্বৈত শ্রুতিরই প্রামাণ্য থাকে।।৪॥

ভাবপ্রকাশ—আত্মা কর্ত্তা নহেন, কারয়িতা নহেন, কর্ম্মফলভোক্তা নহেন। কর্ম্মজনিত পাপ বা পুণ্য তাঁহাকে একেবারেই স্পর্শ করে না। অজ্ঞানাত্মিকা প্রকৃতি হইতেই সমস্ত কর্ম্ম উদ্ভূত হয়। মায়া হইতেই কর্ম্মের উদ্ভব, মায়ার রাজ্যের মধ্যেই পাপ পুণ্য। প্রভু বা বিভু আত্মা মায়ার পারে অবস্থিত; মায়ার রাজ্যের পাপপুণ্য প্রভৃতি দ্বৈতভাব তাই আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। অজ্ঞানই কর্ম্মের প্রেরক, অজ্ঞানাবৃত জীবই কর্ম্মফলভোক্তা। জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞান দূর হইলে বুঝা যায় যে আত্মা অজ্ঞানাধ্যাসবশতঃই কর্ত্তা বলিয়া প্রতীয়মান হন মাত্র—প্রকৃতপক্ষে তিনি কর্ত্তা বা কারয়িতা বা ভোক্তা কিছুই নহেন।১৪—১৫

অনুবাদ—যদি সকলই অনাদি অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হইয়া রহিল তাহা হইলে কিরূপে সংসারের নিবৃত্তি হইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—**যেষাং**=যাঁহাদের অর্থাৎ শ্রবণ মননাদি সাধন সম্পত্তিশালী ভগবদনুগ্রহভাজন যে সমস্ত মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের **তৎ**=আবরণ ও বিক্ষেপশক্তিবিশিষ্ট, (অজ্ঞানের আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি নামক দুইপ্রকার শক্তি আছে) অনাদি ও অনির্ব্বচনীয় (যাহাকে সৎও বলা যায় না এবং অসৎও বলা চলে না), স্বরূপতঃ মিথ্যা, অনর্থজালের মূলীভূত সেই যে অজ্ঞান যাহা আত্মাশ্রয়বিষয় অর্থাৎ যাহা আত্মাকে আশ্রয় করিয়া আত্মাকেই নিজের বিষয় করে (অজ্ঞান আত্মার উপরে থাকিয়াই আত্মার স্বরূপ আবৃত করে) এবং যাহা অবিদ্যা, মায়া প্রভৃতি শব্দের দ্বারা অভিহিত হয়, তাদৃশ অজ্ঞান **আত্মনঃ জ্ঞানেন**=আত্মজ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ গুরুকর্ত্তৃক

তজ্জ্ঞানং কর্তৃ "আদিত্যবৎ" যথাদিত্যঃ স্বোদয়মাত্রেণৈব তমো নিরবশেষং নিবর্ত্তয়তি নতু কঞ্চিৎ সহায়মপেক্ষতে, তথা ব্রহ্মজ্ঞানমপি শুদ্ধসত্ত্বপরিণামত্বাদ্ব্যাপকপ্রকাশরূপং স্বোৎপত্তিমাত্রেণৈব সহকার্য্যান্তরনিরপেক্ষতয়া সকার্য্যমজ্ঞানং নিবর্ত্তয়ৎ "পরং" সত্যজ্ঞানানন্তানন্দরূপমেকমেবাদ্বিতীয়ং পরমাত্মতত্ত্বং "প্রকাশয়তি" প্রতিচ্ছায়াগ্রহণমাত্রেণৈব কর্ম্মতামন্তরেণাভিব্যনক্তি।১ অত্রাজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানেন নাশিতমিত্যজ্ঞানস্যা-

বেদান্তের তত্ত্বমস্যাদি যে মহাবাক্য উপদিষ্ট হয় তাহা হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসনের পরিপক্কতায় নির্ম্মল অন্তঃকরণে যাহা বৃত্তিরূপে প্রকাশ পায়, এবং শোধিত তৎ ও ত্বং পদার্থের অভেদরূপ শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ অখণ্ড একরস বস্তুই মাত্র যাহার বিষয় হয় সেইরূপ নির্বিকল্প সাক্ষাৎকার দ্বারা—**নাশিতম্**=বাধিত হয়—সেই অজ্ঞান কালত্রয়েই অসৎ * তাহাকে যখন অসৎরূপেই বুঝিতে পারা যায়,—(শুক্তিরজতভ্রমস্থলে) শুক্তিকার স্বরূপজ্ঞান হইলে যেমন রজত স্বীয় অধিষ্ঠানীভূত শুক্তিকার স্বরূপেই পর্য্যবসিত হয় সেইরূপ সেই অজ্ঞানও যখন কেবল অধিষ্ঠান চৈতন্যের স্বরূপেই পর্য্যবসিতকৃত হয়—**তেষাং**=তাহাদের **তৎ জ্ঞানম্**=সেই জ্ঞান,—জ্ঞানপদটী এস্থলে কর্তৃকারক, ('প্রকাশিত' ক্রিয়ার কর্ত্তা) **আদিত্যবৎ**=আদিত্যের ন্যায় অর্থাৎ আদিত্য যেমন নিজ উদয়মাত্রেই নিঃশেষভাবে অন্ধকার দুর করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার জন্য আর অন্য কোন সহায়ের অপেক্ষা রাখে না সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানও শুদ্ধসত্ত্বের পরিণাম স্বরূপ হওয়ায় ব্যাপক প্রকাশ স্বরূপ বলিয়া অর্থাৎ ত্রিবিধ পরিচ্ছেদশূন্য অখণ্ড প্রকাশস্বরূপ বলিয়া কোনও সহকারীর অপেক্ষা না রাখিয়াই কেবলমাত্র নিজ উৎপত্তির দ্বারাই অজ্ঞানের কার্য্যের সহিত অজ্ঞানকে নিবৃত্ত করিয়া **পরম্**=যাহা সত্য, জ্ঞান, অনন্ত আনন্দ স্বরূপ এবং যাহা এক ও অদ্বিতীয় সেই পরমাত্মতত্ত্বকে **প্রকাশয়তি**=প্রকাশিত করে অর্থাৎ কোনরূপ কর্ম্মতা সম্পাদন করা বিনাই কেবলমাত্র তাহারই প্রতিচ্ছায়া গ্রহণ করিয়া তাহাকে অভিব্যক্ত করিয়া থাকে, অর্থাৎ বাস্তবিকপক্ষে তাহার দ্বারা পরমাত্মা প্রকাশিত বা অভিব্যক্ত হয় না বলিয়া পরমাত্মা তাহার কর্ম্ম হইতে পারে না, যেহেতু তিনি স্বয়ম্প্রকাশ এবং অপ্রমেয়—প্রমাণফলের বহির্ভূত। কাজেই সেই বৃত্তিজ্ঞান যে শুদ্ধ পরমাত্মার প্রতিচ্ছায়া গ্রহণ করে অর্থাৎ মাত্র তদাকারাকারিত হয়—ইহাই এখানে প্রকাশ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।১ এস্থলে

* বেদান্তিগণ বলেন রজ্জুতে যে সর্পের জ্ঞান হয় সেই সর্প সৎ নহে, যেহেতু তাহার নাশ হইয়া থাকে; আবার তাহা যে অসৎ তাহাও নহে যেহেতু তাহার প্রতীতি হইয়া থাকে, কিন্তু অসতের প্রতীতি হয়না। তাহা যে সর্পস্মরণ তাহাও নহে—যেহেতু ভ্রান্তব্যক্তি সম্মুখেই সর্প দেখিয়া থাকে, কিন্তু স্মর্য্যমাণ বস্তু পুরোভাগে দৃশ্যমান হয় না। এই কারণে ইহা সৎও নহে, অসৎও নহে—কিন্তু সদসদ্ভিন্ন অনির্ব্বচনীয়। অনির্ব্বচনীয় বস্তুর নাশ হয় বলিতে তাহা স্বীয় অধিষ্ঠানের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। অধিষ্ঠানের সত্তা বশতঃই তাহা সদ্বৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অধিষ্ঠানটীকে সরাইয়া লইলে আর তাহার প্রতীয়মানতাও থাকেনা। এই কারণে আরোপিত বস্তুর অধিষ্ঠানসত্তাতিরিক্ত সত্তা নাই। সুতরাং রজ্জুতে যে সর্প প্রতীত হয় তাহার স্বতন্ত্র সত্তা না থাকায় তাহা পূর্ব্বে ছিলনা, প্রতীতিকালেও নাই এবং পরেও থাকেনা। অবিদ্যাও সেইরূপ পূর্ব্বে ছিল না, মধ্যেও নাই এবং পরেও থাকে না। এই জন্যই আচার্য্যগণ বলিয়াছেন—"অবিদ্যা সহকার্য্যেণ নাসীদস্তি ভবিষ্যতি' অর্থাৎ অবিদ্যা এবং তাহার কার্য্য পরমার্থতঃ পূর্ব্বে ছিলনা, বর্ত্তমানক্ষণেও নাই এবং পরেও থাকিবে না। তবে যে তাহার প্রতীতি হয় এইটাই তাহার বিচিত্রতা—অনির্ব্বচনীয়ত্ব।

বরণত্বজ্ঞাননাশ্যত্বাভ্যং জ্ঞানাভাবরূপত্বং ব্যাবর্ত্তিতম্। নহ্যভাবঃ কিঞ্চিদাবৃণোতি ন বা জ্ঞানাভাবো জ্ঞানেন নাশ্যতে স্বভাবতোনাশরূপত্বাৎ তস্য। তস্মাদহমজ্ঞো মামন্যঞ্চ ন জানামীত্যাদি সাক্ষিপ্রত্যক্ষসিদ্ধং ভাবরূপমেবাজ্ঞানমিতি ভগবতো মতম্। বিস্তরস্ত্বদ্বৈতসিদ্ধৌ দ্রষ্টব্যঃ।২ যেষামিতি বহুবচনেনানিয়মো দর্শিতঃ। তথাচ শ্রুতিঃ "তদ্‌যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবৎ তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণাং তদিদমপ্যে-তর্হি য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্ব্বং ভবতি" (বৃহদাঃ উঃ ১।৪।১০) ইত্যাদিঃ যদ্বিষয়ং যদাশ্রয়মজ্ঞানং তদ্বিষয়তদাশ্রয়প্রমাণজ্ঞানাৎ তন্নিবৃত্তিঃ ইতি ন্যায়-প্রাপ্তমনিয়মং দর্শয়তি।৩ তত্রাজ্ঞানগতমাবরণং দ্বিবিধম্, একং সতোঽপ্যসত্ত্বাপাদকং, অন্যত্তু ভাতোঽপ্যভানাপাদকম্ তত্রাদ্যং পরোক্ষাপরোক্ষসাধারণজ্ঞানমাত্রান্নিবর্ত্ততে।

"অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত" এবং "জ্ঞানের দ্বারা নাশিত" এরূপ বলায় অজ্ঞানের আবরণত্ব ও জ্ঞাননাশ্যত্ব জ্ঞাপিত করিয়া তাহার জ্ঞানাভাবরূপতার ব্যাবৃত্তি (নিষেধ) করিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ অজ্ঞান জ্ঞানের অভাবস্বরূপ নহে, কারণ অজ্ঞান জ্ঞানকে আবৃত করিতে পারে আবার তাহা জ্ঞানের দ্বারাই নাশিত হয়। পক্ষান্তরে অভাব কোন কিছুকে আবৃত করিতে পারে না আর সেই জ্ঞানাভাব যে জ্ঞানের দ্বারা নাশিত হইবে তাহাও হইতে পারে না, কারণ সেই অভাব স্বভাবতঃই নাশস্বরূপ। অতএব 'আমি অজ্ঞ হইয়াছি, আমি আমাকে এবং অন্য কাহাকেও জানিতেছি না'—এই প্রকার সাক্ষিপ্রত্যক্ষ সিদ্ধ * যে ভাবরূপ অজ্ঞান তাহাই এস্থলে ভগবানের অভিপ্রেত। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ অদ্বৈতসিদ্ধি নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।২ "যেষাম্" এ স্থলে বহুবচন থাকায় অনিয়ম দর্শিত হইল অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান কাহার যে কখন হইবে তদ্বিষয়ে কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই, ইহাই দেখান হইল। এইজন্য "দেবগণের মধ্যে যিনি যিনি সেই তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন তিনি সেই ব্রহ্ম হইয়া গিয়াছেন, এইরূপ ঋষিগণের ও মনুষ্যগণের মধ্যেও হইয়াছে। আর ইহা এক্ষণে বর্ত্তমান কালেও হইতেছে যিনিই 'আমি ব্রহ্ম হইতেছি' এইরূপ তত্ত্ব জানিয়াছেন তিনিই এই সর্ব্বস্বরূপ (ব্রহ্ম) হইয়াছেন"—ইত্যাদি শ্রুতি ন্যায়প্রাপ্ত এইরূপ অনিয়ম দেখাইতেছেন যে অজ্ঞানের যাহা আশ্রয় এবং বিষয় তদ্বিষয়ে প্রমাণজ্ঞান হইলেই অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়।৩ এস্থলে অজ্ঞানগত আবরণ দ্বিবিধ। একপ্রকার আবরণ হইতেছে যাহা সতেরও অসত্ত্ব আপাদন করায় অর্থাৎ সৎকেও অসৎ বলিয়া প্রতীত করায় এবং আর এক প্রকার আবরণ হইতেছে যাহা প্রকাশমান পদার্থেরও অপ্রকাশমানতা সম্পাদন করে। তন্মধ্যে প্রথমটী অর্থাৎ সতেরও যাহা অসত্ত্বাপাদন করে তাদৃশ আবরণ, পরোক্ষ হউক অথবা অপরোক্ষ হউক সাধারণভাবে যে কোন প্রমাণ হইতেই অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে অথবা অনুমানাদি প্রমাণ হইতে নিবৃত্ত হইয়া যায়। কারণ বহ্নি অনুমিত হইলেও 'পর্ব্বতাদিতে বহ্নি নাই'

* সাক্ষিচৈতন্যই অজ্ঞানের সাধক, তাহা তাহার বাধক নহে ; বৃত্তিচৈতন্য বা বৃত্তিজ্ঞানই অজ্ঞানের বিরোধী—বৃত্তিজ্ঞানের দ্বারাই অজ্ঞাননাশ সাধিত হয়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই অবস্থাত্রিতয়ানুগত কূটস্থ নির্বিকার, জীবের সর্ব্বকার্য্যের দ্রষ্টা সাক্ষিস্বরূপ যে চৈতন্য তাহাকেই সাক্ষিচৈতন্য বলা হয়। এই সাক্ষিচৈতন্যের প্রভাবেই—সুষুপ্তি কালীন সুখ, দুঃখ জ্ঞানাদির প্রত্যক্ষ হয় এবং জাগ্রৎকালে তাহারই স্মরণ হইয়া থাকে।

তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূত-কল্মষাঃ॥ ১৭॥

তদ্‌বুদ্ধয়ঃ তদাত্মানঃ তন্নিষ্ঠাঃ তৎপরায়ণাঃ জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ (সন্তঃ) অপুনরাবৃত্তিং গচ্ছন্তি অর্থাৎ যাঁহাদের বুদ্ধি তাঁহাতেই দৃঢ়সংলগ্ন, তাঁহাতেই যাঁহারা প্রযত্নবিশিষ্ট, তাঁহাতেই যাঁহারা নিষ্ঠাবান্, তিনিই যাঁহাদের পরমগতি, তাঁহারা জ্ঞান দ্বারা পাপমুক্ত হইয়া মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন॥১৭

অনুমিতেঽপি বহ্ন্যাদৌ পর্ব্বতে বহ্নির্নাস্তীত্যাদি ভ্রমাদর্শনাৎ।৪ তথা "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মাস্তি" ইতি বাক্যাৎ পরোক্ষনিশ্চয়েঽপি ব্রহ্ম নাস্তীতি ভ্রমো নিবর্ত্ততএব।৫ অস্ত্যেব ব্রহ্ম কিন্তু মম ন ভাতীত্যেকং ভ্রমজনকং দ্বিতীয়মভানাবরণং সাক্ষাৎকারাদেব নিবর্ত্ততে। স চ সাক্ষাৎকারো বেদান্তবাক্যেনৈব জন্যতে নির্ব্বিকল্পক ইত্যাদ্যদ্বৈতসিদ্ধাবনুসন্ধেয়ম্॥ ৬—১৬॥

জ্ঞানেন পরমাত্মতত্ত্বপ্রকাশে সতি—তস্মিন্ জ্ঞানপ্রকাশিতে পরমাত্মতত্ত্বে সচ্চিদানন্দঘন এব বাহ্যসর্ব্ববিষয়পরিত্যাগেন সাধনপরিপাকাৎ পর্য্যবসিতা বুদ্ধিরন্তঃ-করণবৃত্তিঃ সাক্ষাৎকারলক্ষণা যেষাং তে তদ্‌বুদ্ধয়ঃ সর্ব্বদা নির্বীজসমাধিভাজ ইত্যর্থঃ।১

এইপ্রকার ভ্রম আর থাকিতে দেখা যায় না। আর রজ্জু প্রভৃতিতে যে সর্পাদি ভ্রম হয় তাহা রজ্জু প্রত্যক্ষের দ্বারা নিবৃত্ত হয়; ইহা অপরোক্ষ প্রমাজ্ঞানের দ্বারাই হইয়া থাকে। আর পরোক্ষ জ্ঞানের দ্বারাও অসত্ত্বাপাদক ভ্রমের নিবৃত্তি হয়। যেমন পর্ব্বতে বহ্নি নাই এই প্রকার ভ্রমস্থলে কোনরূপে যদি 'পর্ব্বত বহ্নিমান্' এইরূপ অদুষ্ট অনুমিতি হয় তাহা হইলে সেই অনুমিত্যাত্মক বহ্নিজ্ঞান পরোক্ষ হইলেও তাহা 'পর্ব্বতে বহ্নি নাই' এইপ্রকার ভ্রমের বাধক হইয়া থাকে। সুতরাং অসত্ত্বাপাদক আবরণ পরোক্ষ ও অপরোক্ষ উভয় প্রকার জ্ঞান হইতেই নিবৃত্ত হয়, এইরূপ যে বলা হইয়াছে তাহাতে কোন অসামঞ্জস্য হইতে পারে না।৪ সেইরূপ "সত্য জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম আছেন" এই বাক্য হইতে যে শব্দজন্য নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হয় তাহা পরোক্ষ হইলেও তাহা হইতে 'ব্রহ্ম নাই' ইত্যাকার ভ্রম অবশ্যই নিবৃত্ত হইয়া থাকে।৫ আর 'ব্রহ্ম অবশ্যই আছেন কিন্তু আমার মধ্যে তিনি প্রকাশিত হইতেছেন না'—এই প্রকারের অভানাত্মক ভ্রম যাহা হইতে জন্মায় সেই অভানতা (অপ্রকাশতা) সম্পাদক যে দ্বিতীয়প্রকার আবরণ তাহা কেবলমাত্র ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইতেই নিবৃত্ত হয়। আর সেই যে সাক্ষাৎকার তাহা কেবলমাত্র বেদান্তবাক্য হইতেই নির্ব্বিকল্পকভাবে সঞ্জাত হইয়া থাকে। এই সকল বিষয় অদ্বৈতসিদ্ধি নামক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে; তথায় অনুসন্ধান করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে।৬—১৬॥

অনুবাদ—জ্ঞানপ্রভাবে পরমাত্মতত্ত্বের প্রকাশ হইলে পর,—**তৎবুদ্ধয়ঃ**=জ্ঞাননিবন্ধন প্রকাশিত সচ্চিদানন্দস্বরূপ সেই পরমাত্মতত্ত্বেই কেবল, বাহ্য সমস্ত বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধনার পরিপক্বতায় যাঁহাদের বুদ্ধি অর্থাৎ সাক্ষাৎকাররূপা অন্তঃকরণবৃত্তি পর্য্যবসিত হইয়াছে তাঁহারা তদ্‌বুদ্ধি। সুতরাং "তদ্‌বুদ্ধয়ঃ" অর্থ নির্বীজ সমাধিভাক্ ব্যক্তিগণ—।১ তবে কি জীবগণ বোদ্ধা অর্থাৎ জ্ঞানকর্ত্তা

তৎ কিং বোদ্ধারো জীবাঃ বোদ্ধব্যং ব্রহ্মতত্ত্বমিতি বোদ্ধৃবোদ্ধব্যলক্ষণভেদোঽস্তি নেত্যাহ "তদাত্মানঃ" তদেব পরং ব্রহ্মাত্মা যেষাং তে তথা। বোদ্ধৃবোদ্ধব্যভেদো হি মায়াবিজৃম্ভিতো ন বাস্তবাভেদবিরোধীতিভাবঃ।২ নমু তদাত্মান ইতি বিশেষণং ব্যর্থং, অবিদ্বদ্ব্যাবৃত্তয়ে হি বিদ্বদ্বিশেষণম্, অজ্ঞা অপি হি বস্তুগত্যা তদাত্মান ইতি কথং তদ্ব্যাবৃত্তিরিতি চেৎ, ন, ইতরাত্মত্বব্যাবৃত্তৌ তাৎপর্য্যাৎ। অজ্ঞা হি অনাত্মভূতে দেহাদাবাত্মাভিমানিন ইতি ন তদাত্মান ইতি ব্যপদিশ্যন্তে। বিজ্ঞাস্তু নিবৃত্তদেহাদ্যভিমানা ইতি বিরোধিনিবৃত্ত্যা তদাত্মান ইতি ব্যপদিশ্যন্ত ইতি যুক্তং বিশেষণম্।৩ নমু কর্ম্মানুষ্ঠানবিক্ষেপে সতি কথং দেহাদ্যভিমাননিবৃত্তিরিতি তত্রাহ "তন্নিষ্ঠাঃ" তস্মিন্নেব ব্রহ্মণি সর্ব্বকর্ম্মানুষ্ঠানবিক্ষেপনিবৃত্ত্যা নিষ্ঠা স্থিতির্যেষাং তে তন্নিষ্ঠাঃ, সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসেন তদেকবিচারপরা ইত্যর্থঃ।৪ ফলরাগে সতি কথং তৎসাধনভূতকর্ম্মত্যাগ ইতি তত্রাহ "তৎপরায়ণাঃ" তদেব পরময়নং প্রাপ্তব্যং যেষাং তে তৎপরায়ণাঃ, সর্ব্বতো বিরক্তা ইত্যর্থঃ।৫ অত্র তদ্বুদ্ধয় ইত্যনেন সাক্ষাৎকার উক্তঃ, তদাত্মান ইত্যনাত্মাভিমানরূপবিপ-

এবং ব্রহ্মতত্ত্ব বোদ্ধব্য ?—এইপ্রকারের বোদ্ধা ও বোদ্ধব্যরূপভেদ আছে না কি ? (উত্তর—) না, তাহা নাই। সেইজন্যই বলিতেছেন—**তদাত্মানঃ**=সেই পরব্রহ্মই হইয়াছে আত্মা যাঁহাদের তাঁহারা তদাত্মা। বোদ্ধা ও বোদ্ধব্য এই প্রকার ভেদ মায়ার বিলাস মাত্র; এইজন্য তাহা পারমার্থিক অভেদের বিরোধী নহে, ইহাই ভাবার্থ।২ আচ্ছা, 'তদাত্মানঃ' এই বিশেষণটী ত ব্যর্থ; কারণ যাহা বিদ্বান্ ব্যক্তিকে অবিদ্বান্ ব্যক্তি হইতে ব্যাবৃত্ত (পৃথক্) করিয়া দিতে পারে তাহাই বিদ্বান্ ব্যক্তির বিশেষণ হইবে। এরূপ হইলে পর অজ্ঞ ব্যক্তিগণও যখন বস্তুর গতি অনুসারে তদাত্মা অর্থাৎ তাঁহাতেই অবস্থিত তখন ইহার দ্বারা কিরূপে বিদ্বান্ ব্যক্তির অবিদ্বান্ ব্যক্তি হইতে ব্যাবৃত্তি (স্বতন্ত্রীকরণ) হইতে পারে ? এতদুত্তরে বক্তব্য, এরূপ আশঙ্কা করা চলে না; কারণ তদাত্মা পদের ইতরাত্মত্বব্যাবৃত্তিতে তাৎপর্য্য, অর্থাৎ তদাত্মা পদের দ্বারা এস্থলে ইহাই প্রতিপাদ্য যে তাঁহারা ইতরাত্ম নহেন অর্থাৎ অনাত্মায় আত্মপ্রতীতি করেন না। অজ্ঞ ব্যক্তিগণের অনাত্মস্বরূপ দেহাদিতে অভিমান থাকায় তাহাদিগকে তদাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। পক্ষান্তরে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের দেহাদি অনাত্মার উপর অভিমান (অহংতা, মমতাবোধ) নিবৃত্ত হওয়ায় তাঁহাদের আত্মজ্ঞানের বিরোধী বিষয়ের নিবৃত্তি হইয়াছে; এইজন্য তাঁহাদের তদাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। সুতরাং "তদাত্মানঃ" এই বিশেষণটী সঙ্গতই হইয়াছে।৩ আচ্ছা, কর্ম্মানুষ্ঠানরূপ বিক্ষেপ বর্ত্তমান থাকিতে কিরূপে দেহাদির উপর যে অভিমান আছে তাহার নিবৃত্তি হইতে পারে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—**"তন্নিষ্ঠাঃ"**;—কর্ম্মানুষ্ঠানরূপ সর্ব্বপ্রকার বিক্ষেপ নিবৃত্ত করিয়া সেই একমাত্র ব্রহ্মে যাঁহাদের নিষ্ঠা অর্থাৎ স্থিতি তাঁহারাই "তন্নিষ্ঠাঃ" অর্থাৎ ব্রহ্মসংস্থ। যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের সন্ন্যাস করিয়া একমাত্র ব্রহ্মবিচারেই তৎপর তাঁহারা তন্নিষ্ঠ, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।৪ আচ্ছা, ফলের উপর অনুরাগ বর্ত্তমান থাকিতে কিরূপে সেই ফলের সাধনস্বরূপ যে কর্ম্ম তাহা ত্যাগ করা যায় ? ইহাতে বলিতেছেন **"তৎপরায়ণাঃ"**; তাহাই অর্থাৎ সেই পরব্রহ্মই পরম অয়ন অর্থাৎ প্রাপ্তব্য যাঁহাদের

রীতভাবনানিবৃত্তিফলকো নিদিধ্যাসনপরিপাকঃ, তন্নিষ্ঠা ইত্যনেন সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বকঃ প্রমাণপ্রমেয়গতাসম্ভাবনানিবৃত্তিফলকো বেদান্তবিচারঃ শ্রবণমননপরিপাকরূপঃ, তৎপরায়ণা ইত্যনেন বৈরাগ্যপ্রকর্ষ ইত্যুত্তরোত্তরস্য পূর্ব্বপূর্ব্বহেতুত্বং দ্রষ্টব্যম্।৬ উক্ত-বিশেষণাঃ যতয়ো "গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং" পুনর্দ্দেহসম্বন্ধাভাবরূপাং মুক্তিং প্রাপ্নুবন্তি।৭ সকৃন্মুক্তানামপি পুনর্দেহসম্বন্ধঃ কুতো ন স্যাদিতি তত্রাহ "জ্ঞাননির্দ্ধূতকল্মষাঃ" জ্ঞানেন নির্দ্ধূতং সমূলমুন্মূলিতং পুনর্দ্দেহসম্বন্ধকারণং কল্মষং পুণ্যপাপাত্মকং কর্ম্ম যেষাং তে তথা। জ্ঞানেন অনাদ্যজ্ঞাননিবৃত্ত্যা তৎকার্য্যকর্ম্মক্ষয়ে তন্মূলকং পুনর্দ্দেহগ্রহণং কথং ভবেদিতি ভাবঃ॥ ৮—১৭॥

তাঁহারা তৎপরায়ণ অর্থাৎ সমস্ত বস্তুতে বৈরাগ্য সম্পন্ন—।৫ এই শ্লোকে, "তদ্‌বুদ্ধয়ঃ" এই পদটীর দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার সূচিত হইয়াছে; "তদাত্মানঃ" ইহার দ্বারা নিদিধ্যাসনের পরিপক্কতা সূচিত হইয়াছে;—এই নিদিধ্যাসন-পরিপাকের ফলে অনাত্মা জড়বস্তুর উপর অভিমানরূপ যে বিপরীত ভাবনা তাহার নিবৃত্তি হয়; "তন্নিষ্ঠাঃ" ইহার দ্বারা সকলপ্রকার কর্ম্মের সন্ন্যাসপূর্ব্বক শ্রবণ ও মননের পরিপাকস্বরূপ বেদান্তবিচার কথিত হইয়াছে;—এই বেদান্ত বিচারের ফলে প্রমাণ এবং প্রমেয়ের উপর যে অসম্ভাবনা অর্থাৎ অসম্ভবরূপতার শঙ্কা হয় তাহার নিবৃত্তি হয় *; আর "তৎপরায়ণাঃ" ইহার দ্বারা বৈরাগ্যের প্রকৃষ্টতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এইরূপে ইহাদের মধ্যে পর পরবর্ত্তীগুলি পূর্ব্ব পূর্ব্বগুলির হেতু—ইহা বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ তৎপরায়ণতারূপ বৈরাগ্যপ্রকর্ষ তন্নিষ্ঠতারূপ সন্ন্যাসপূর্ব্বক আত্মশ্রবণ ও আত্মমননের হেতু। তন্নিষ্ঠতা তদাত্মতারূপ নিদিধ্যাসনপরিপাকের হেতু এবং তদাত্মতা তদ্‌বুদ্ধিতারূপ আত্মসাক্ষাৎকারের হেতু।৬ উক্ত বিশেষণবিশিষ্ট যতিগণ **গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিম্**=অপুনরাবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন অর্থাৎ পুনর্বার দেহের সহিত আর যাহাতে সম্বন্ধ হয় না তাদৃশী মুক্তি প্রাপ্ত হন।৭ আচ্ছা, যাঁহারা একবার মুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদের পুনর্ব্বার দেহের সহিত সম্বন্ধ অর্থাৎ পুনর্জন্ম না হইবার কারণ কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন **জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ**;—জ্ঞানের দ্বারা যাঁহাদের কল্মষ অর্থাৎ পুনর্ব্বার দেহ সম্বন্ধের কারণীভূত পুণ্যপাপাত্মক কর্ম্ম নির্ধূত অর্থাৎ নির্ম্মূল অর্থাৎ অবিদ্যারূপ মূলের সহিত উন্মূলিত হইয়াছে তাঁহারা জ্ঞাননির্ধূতকল্মষ। জ্ঞানের দ্বারা অনাদি অজ্ঞানের নিবৃত্তি (নাশ) হইলে সেই অজ্ঞানের কার্য্যস্বরূপ যে কর্ম্ম তাহারও ক্ষয় হইয়া যায়; আর তাহা হইলে (কর্ম্ম না থাকায়) কর্ম্মমূলক যে পুনর্ব্বার দেহগ্রহণ তাহা কিরূপে হইতে পারে? অর্থাৎ পুনর্ব্বার দেহগ্রহণের কারণস্বরূপ কর্ম্ম না থাকায় তাঁহাদিগকে আর দেহগ্রহণ করিতে হয় না, ইহাই ভাবার্থ।৮—১৭॥

ভাবপ্রকাশ—বস্তুর বিদ্যমানতা থাকিলেও অন্ধকারে যেমন তাহার সত্তার উপলব্ধি হয় না, তেমনই তত্ত্বতঃ আত্মা কর্ত্তা বা কারয়িতা না হইলেও অজ্ঞানান্ধকারে আত্মতত্ত্ব আবৃত থাকে বলিয়া আত্মাকে কর্ত্তা বলিয়া মনে হয়। জ্ঞান ফুটিলে অজ্ঞান দূর হয় এবং তখন যথার্থ তত্ত্ব আপনিই

* 'বেদান্ত বিচার হইতে ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে না' এই প্রকার যে জ্ঞান তাহা প্রমাণগত অসম্ভবনা। আর ব্রহ্ম আছে বা নাই,—না থাকাই সম্ভব এইপ্রকার যে জ্ঞান ইহাই প্রমেয়গত অসম্ভাবনা।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮॥

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে, শ্বপাকে, গবি, হস্তিনি শুনি চ এব পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ অর্থাৎ বিদ্যা বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণে ও চণ্ডালে, গো, হস্তী ও কুকুরে পণ্ডিতেরা সমদর্শী ॥১৮

দেহাপাতাদূর্দ্ধং বিদেহকৈবল্যরূপং জ্ঞানফলমুক্ত্বা প্রারব্ধকর্ম্মবশাৎ সত্যপি দেহে জীবন্মুক্তিরূপং তৎফলমাহ বিদ্যেতি।১ বিদ্যা বেদার্থপরিজ্ঞানং ব্রহ্মবিদ্যা বা, বিনয়ো নিরহঙ্কারত্বমনৌদ্ধত্যমিতি যাবৎ,তাভ্যাং সম্পন্নে ব্রহ্মবিদি বিনীতে চ "ব্রাহ্মণে" সাত্ত্বিকে সর্ব্বোত্তমে, তথা "গবি" সংস্কারহীনায়াং রাজস্যাং মধ্যমায়াং, তথা "হস্তিনি শুনি শ্বপাকে" চাত্যন্ততামসে সর্ব্বাধমেঽপি, সত্ত্বাদিগুণৈস্তজ্জৈশ্চ সংস্কারৈরস্পৃষ্টমেব সমং ব্রহ্ম দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে সমদর্শিনঃ, পণ্ডিতাঃ জ্ঞানিনঃ। যথা গঙ্গাতোয়ে তড়াগে সুরায়াং মূত্রে বা প্রতিবিম্বিতস্যাদিত্যস্য ন তদ্গুণদোষসম্বন্ধস্তথা ব্রহ্মণোঽপি চিদাভাসদ্বারা

প্রকাশিত হয়। অজ্ঞানের আবার প্রধানতঃ দুইটী স্তর আছে; প্রথম স্তরটী কাটিয়া গেলে পরোক্ষভাবে আত্মতত্ত্বের নিশ্চয় হয়, কিন্তু অপরোক্ষ অনুভব দেখা দেয় না। অজ্ঞানের দ্বিতীয় স্তরটী না কাটা পর্য্যন্ত এই অপরোক্ষভূমি লাভ করিবার উপায় হইতেছে ঐ পরোক্ষজ্ঞানলব্ধবস্তুটীতে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে লাগিয়া বা মগ্ন হইয়া থাকা। সকল চেষ্টা, সকল চিন্তা, সকল শ্রদ্ধা একমাত্র তাহাতেই নিয়োজিত করিতে হয়, তাহাকেই একমাত্র অবলম্বন বা আশ্রয় করিয়া লইতে হয়। এই নিষ্ঠা হইতেই কল্মষ বা পাপের সংস্কার বিধৌত হইয়া যাইয়া অপরোক্ষজ্ঞান প্রকাশ পায় এবং পরম পুরুষার্থলাভ হয়।১৬—১৭

অনুবাদ—জ্ঞানের ফল হইতেছে বিদেহ কৈবল্য (মুক্তি); তাহা যে দেহপাতের পরেই হইয়া থাকে, ইহা বলিয়াছেন। এক্ষণে বলিতেছেন যে প্রারব্ধকর্ম্মের প্রভাবে দেহ বিদ্যমান থাকিলেও সেই জ্ঞানের ফলে জীবন্মুক্তি হইয়া থাকে।১ বিদ্যা অর্থ বেদান্তপরিজ্ঞান কিম্বা ব্রহ্মবিদ্যা; বিনয় অর্থ অহঙ্কারহীনতা অর্থাৎ উদ্ধত না হওয়া; সেই বিদ্যা এবং বিনয়ের দ্বারা সংযুক্ত ব্রহ্মবিৎ এবং বিনীত ব্রাহ্মণ, যাঁহারা সাত্ত্বিক এবং সর্ব্বোত্তম, তাঁহাদের উপর, এবং **গবি**=গরুর উপর অর্থাৎ সংস্কারবিহীন রজোগুণপ্রধান মধ্যমজাতীয় জীবের উপর, এবং **হস্তিনি শুনি শ্বপাকে চ**=হস্তী, কুকুরও শ্বপাক (চণ্ডাল) রূপ অত্যন্ত তমোগুণাচ্ছন্ন সকল অপেক্ষা অপকৃষ্ট জীবের উপর **পণ্ডিতাঃ**=পণ্ডিতগণ অর্থাৎ জ্ঞানিগণ **সমদর্শিনঃ**=যাহা সত্ত্ব প্রভৃতি গুণের দ্বারা এবং সেই গুণজন্য সংস্কারের দ্বারা অস্পৃষ্ট তাহাই সম; সুতরাং **সম অর্থ ব্রহ্ম**। যাঁহাদের উক্তরূপ বিভিন্নস্থলে ব্রহ্মদৃষ্টি করা অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন করা স্বভাব হইয়াছে তাঁহারা সমদর্শী। যেমন সূর্য্য গঙ্গাজলে, পুষ্করিণীতে, সুরামধ্যে অথবা মূত্রে প্রতিবিম্বিত হইলেও তত্তৎস্থানীয় গুণ বা দোষের সহিত তাঁহার কোনরূপ সংস্পর্শ হয় না সেইরূপ ব্রহ্মও চিদাভাস দ্বারা ব্রাহ্মণ চণ্ডালাদিরূপ উপাধিমধ্যে প্রতিবিম্বিত হন বলিয়া উপাধিস্থিত গুণ বা দোষের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ থাকে না—এইরূপ প্রতিসন্ধান (বোধ)

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্‌ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥ ১৯॥

যেষাং মনঃ সাম্যে স্থিতম্ ইহ এব তৈঃ সর্গঃ জিতঃ; হি ব্রহ্ম নির্দ্দোষং সমং তস্মাৎ তে ব্রহ্মণি স্থিতাঃ অর্থাৎ যাহাদের মন সমতায় অবস্থিত ইহলোকে থাকিয়াই তাঁহারা সংসার জয় করিয়াছেন; কারণ ব্রহ্ম নির্দ্দোষ সমভাবাপন্ন; অতএব তাঁহারা ব্রহ্মেই অবস্থিত আছেন॥১৯

প্রতিবিম্বিতস্য নোপাধিগতগুণদোষসম্বন্ধ ইতি প্রতিসন্দধানাঃ সর্ব্বত্র সমদৃষ্ট্যৈব রাগদ্বেষ-রাহিত্যেন পরমানন্দস্ফূর্ত্ত্যা জীবন্মুক্তিমনুভবন্তীত্যর্থঃ॥ ২—১৮॥

নম্ন সাত্ত্বিকরাজসতামসেষু স্বভাববিষমেষু প্রাণিষু সমত্বদর্শনং ধর্ম্মশাস্ত্রনিষিদ্ধম্। তথাচ "তস্যান্নমভোজ্য"মিত্যুপক্রম্য গৌতমঃ স্মরতি—"সমাসমাভ্যাং বিষমসমে পূজাতঃ" ইতি।১ সমাসমাভ্যামিতি চতুর্থীদ্বিবচনম্। বিষমসম ইতি দ্বন্দ্বৈকবদ্ভাবেন সপ্তম্যেক-বচনম্।২ চতুর্ব্বেদপারগাণামত্যন্তসদাচারাণাং যাদৃশো বস্ত্রালঙ্কারান্নজলাদিদানপুরঃসরঃ পূজাবিশেষঃ ক্রিয়তে তৎসমায়ৈবান্যস্মৈ চতুর্ব্বেদপারগায় সদাচারায় বিষমে তদপেক্ষয়া ন্যূনে পূজাপ্রকারে কৃতে তথাল্পবেদানাং হীনাচারাণাং যাদৃশো হীনসাধনঃ পূজাপ্রকারঃ ক্রিয়তে তাদৃশায়ৈবাসমায় পূর্ব্বোক্তবেদপারগসদাচারব্রাহ্মণাপেক্ষয়া হীনায় তাদৃশহীনপূজাধিকে মুখ্যপূজাসমে পূজাপ্রকারে কৃতে, উত্তমস্য হীনতয়া হীনস্যোত্তমতয়া

করিয়া তাঁহারা সকলস্থলে সমদৃষ্টিবশতঃই (ব্রহ্মদর্শন নিবন্ধন) রাগ ও বিদ্বেষ-বিহীনতা হেতু পরমানন্দ স্ফুরিত হওয়ায় জীবন্মুক্তি অনুভব করিয়া থাকেন, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।২—১৮॥

অনুবাদ—আচ্ছা, সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক প্রাণিগণ স্বভাবতঃই বিষম অর্থাৎ অত্যন্ত ভেদযুক্ত; সুতরাং তাহাদের উপর যে সমত্বদর্শন ইহা ত ধর্ম্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ? এইজন্য গৌতম স্মৃতিতে "তাহার অন্ন অভোজ্য" এইরূপে আরম্ভ করিয়া "সম এবং অসম ব্যক্তিগণকে দানাদি করিয়া তাঁহাদের (পরস্পরকে) বিষম এবং সম করা হইলে তাদৃশ স্থলে পূজার জন্য অর্থাৎ দানাদির জন্য (পূজয়িতার অন্ন অভোজ্য হয়)"—এইরূপ বচন দেখিতে পাওয়া যায়।১ বচনটীর অর্থ এইরূপ,—"সমাসমাভ্যাম্" এস্থলে চতুর্থীর দ্বিবচনের বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে। "বিষমসমে" এস্থলে দ্বন্দ্বৈকবদ্‌ভাবে অর্থাৎ সমাহার দ্বন্দ্বসমাসে সপ্তমীর একবচনের বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে।২ চতুর্ব্বেদে পারদর্শী অত্যন্ত সদাচারপরায়ণ ব্যক্তিকে যেরূপ বস্ত্র অলঙ্কার ও অন্নাদি দিয়া পূজাবিশেষ করা হয় তাঁহারই সদৃশ অন্য একজন চতুর্ব্বেদ পারগামী সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে যদি তদপেক্ষা অল্প বস্তু দিয়া বিষম অর্থাৎ পূজা বিশেষের ন্যূনতা করা হয়, এবং অল্পবেদজ্ঞ হীনাচারবিশিষ্ট ব্যক্তির যেরূপ নিকৃষ্ট উপকরণ দিয়া পূজাবিধি করা হয় যিনি সেইরূপই অসম অর্থাৎ পূর্ব্বকথিত বেদপারগ সদাচার ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হীন তাঁহার সম্বন্ধে সেই হীনপূজার আধিক্য করিলে অর্থাৎ প্রধান (উৎকৃষ্ট) ব্যক্তির যেরূপ পূজা করা হয় সেইরূপ পূজা করিলে উত্তম ব্যক্তির হীনতা করায় এবং হীন ব্যক্তির উত্তমতা করায় সেই পূজাহেতু সেই পূজয়িতার অর্থাৎ যে ব্যক্তি সেইরূপ পূজা করে তাহার অন্ন

পূজাতো হেতোস্তস্য পূজয়িতুরন্নমভোজ্যং ভবতীত্যর্থঃ।৩ পূজয়িতা প্রতিপত্তিবিশেষমকুর্ব্বন্ ধনাৎ ধর্ম্মাচ্চ হীয়ত ইতি চ দোষান্তরম্।২ যদ্যপি যতীনাং নিষ্পরিগ্রহাণাং পাকাভাবাদ্ধনাভাবাচ্চাভোজ্যান্নত্বঞ্চ ধনহীনত্বঞ্চ স্বতএব বিদ্যতে তথাপি ধর্ম্মহানির্দ্দোষো ভবত্যেব।৫ অভোজ্যান্নত্বঞ্চাশুচিত্বেন পাপোৎপত্ত্যুপলক্ষণম্ তপোধনানাঞ্চ তপ এব ধনমিতি তদ্ধানিরপি দূষণং ভবত্যেবেতি কথং সমদর্শিনঃ পণ্ডিতা জীবন্মুক্তা ইতি প্রাপ্তে পরিহরতি ইহেতি।৬ তৈঃ সমদর্শিভিঃ পণ্ডিতৈঃ ইহৈব জীবনদশায়ামেব জিতোঽতিক্রান্তঃ "সর্গঃ" সৃজ্যত ইতি ব্যুৎপত্ত্যা দ্বৈতপ্রপঞ্চঃ দেহপাদূর্দ্ধমতিক্রমিতব্য ইতি কিমুবক্তব্যম্।৭ কৈঃ? "যেষাং" "সাম্যে" সর্ব্বভূতেষু বিষমেষ্বপি বর্ত্তমানস্য ব্রহ্মণঃ সমভাবে "স্থিতং" নিশ্চলং "মনঃ"।৮ হি যস্মাৎ "নির্দ্দোষং সমং" সর্ব্ববিকারশূন্যং কূটস্থনিত্যমেকঞ্চ "ব্রহ্ম" তস্মাৎ তে সমদর্শিনো ব্রহ্মণ্যেব স্থিতাঃ।৯ অয়ং ভাবঃ দুষ্টত্বং হি দ্বেধা ভবতি অদুষ্টস্যাপি দুষ্টসম্বন্ধাদ্বা যথা গঙ্গোদকস্য মূত্রগর্ত্তপা-

অভোজ্য হয়।৩ আরও ইহাতে দোষান্তর এই যে সেই পূজয়িতা প্রতিপত্তিবিশেষ না করায় অর্থাৎ দান বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে তারতম্য না করায় ধন ও ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হয়।৪ যদ্যপি পরিগ্রহহীন (যাঁহারা দানগ্রহণ করেন না) যতিগণের পাকও নাই (অর্থাৎ তাঁহারা স্বয়ং পাক করিয়া ভোজন করেন না) এবং ধনও নাই বলিয়া তাঁহাদের স্বভাবতঃই পাকহীনতা ও ধনহীনতা রহিয়াছে (সুতরাং তারতম্য করিলে যে দোষ হয় বলা হইয়াছে তাহা তাঁহাদের পক্ষে খাটে না কেন না তাঁহাদের নূতন করিয়া আর কি পাকহীনতা ও ধনহীনতা হইবে?—) তথাপি তাঁহাদের ধর্ম্মহানিরূপ দোষ অবশ্যই হইয়া থাকে।৫ আর স্মৃতিবচনে যে অভোজ্যান্নতার কথা বলা হইয়াছে তাহা অশুচিত্ব নিবন্ধন পাপ উৎপন্ন হয়—এইরূপ অর্থের উপলক্ষণ অর্থাৎ তাহার অভিপ্রায় এই যে ইহাতে তাঁহারা অশুচি হইয়া পাপভাক্ হইয়া পড়েন। আর যাঁহারা তপোধন তাঁহাদের তপস্যাটাই ধনস্বরূপ; সুতরাং সেই ধনের হানি অর্থাৎ তপোহানি অবশ্যই হইয়া থাকে; এইজন্য তাঁহাদেরও উহা দোষেরই হেতু হইয়া থাকে। এই সমস্ত কারণে জীবন্মুক্ত পণ্ডিতগণ অর্থাৎ জ্ঞানিগণ কিরূপে সমদর্শী হইতে পারেন? এইরূপ শঙ্কা উত্থিত হইলে তাহার পরিহার বলিতেছেন—।৬ **তৈঃ**=সেই সমদর্শী পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক **ইহৈব**=জীবন্মুক্তিদশাতেই **সর্গঃ**=যাহা সৃষ্ট হয় এই ব্যুৎপত্তিবলে সর্গ অর্থ দ্বৈতপ্রপঞ্চ, **জিতঃ**=বিজিত অর্থাৎ অতিক্রান্ত হইয়াছে; সুতরাং দেহের পতনের পরে তাঁহারা যে দ্বৈতপ্রপঞ্চরূপ সর্গ অতিক্রম করিবেন তাহা কি আর বলিতে হইবে?৭ কাহারা ইহা অতিক্রম করিয়াছেন? **যেষাং মনঃ** যাহাদের মন **সাম্যে**=সর্ব্বভূতে অর্থাৎ (হীন) জীবগণেরও মধ্যে যিনি বর্ত্তমান সেই ব্রহ্মে সমভাবে **স্থিতম্**=অর্থাৎ নিশ্চল হইয়াছে।৮ **হি**=যেহেতু **সমম্**=সর্ব্বপ্রকার বিকারবিরহিত, কূটস্থনিত্য এবং এক ব্রহ্ম **নির্দ্দোষম্**=দোষসংস্পর্শশূন্য সেইজন্য তাঁহার ব্রহ্মেতেই অবস্থিত রহিয়াছেন।৯ ইহার ভাবার্থ এইরূপ,—বস্তুর দুষ্টতা (অপবিত্রতা) দুই রকমে হইতে পারে; দুষ্টের (অপবিত্রের) সহিত সম্বন্ধ হইলে যাহা অদুষ্ট (পবিত্র) তাহাও দুষ্ট হয়, যেমন গঙ্গাজল (স্বভাবতঃ অদুষ্ট কিন্তু) মূত্রের গর্ত্তে পতিত হইলে তাহা দুষ্ট হয়। আবার স্বভাবতঃই

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎপ্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্‌ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥ ২০॥

ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ স্থিরবুদ্ধিঃ অসংমূঢ়ঃ প্রিয়ং প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যেৎ অপ্রিয়ম্ চ প্রাপ্য ন উদ্বিজেৎ অর্থাৎ ব্রহ্মে অবস্থিত স্থিরবুদ্ধি, মোহ-হীন ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি প্রিয়বস্তুলাভে প্রহৃষ্ট বা অপ্রিয়লাভে বিমর্ষ হন না॥২০

তাৎ, স্বত এব বা যথা মূত্রাদেঃ।১০ তত্র দোষবৎসু, শ্বপাকাদিষু স্থিতং তদ্দোষৈ-র্দুষ্যতি ব্রহ্মেতি মূঢ়ৈর্ব্বিভাব্যমানমপি সর্ব্বদোষাসংস্পৃষ্টমেব ব্রহ্ম ব্যোমবদসঙ্গত্বাৎ; "অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ, (বৃহদাঃ উঃ ৪।৩।১৫) সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্ব্বাহ্যদোষৈঃ। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ" (কঠ উঃ ২।৫।১১) ইতিশ্রুতেঃ।১১ নাপি কামাদিধর্ম্মবত্তয়া স্বত এব কলুষিতং, কামাদেরন্তঃকরণধর্ম্মত্বস্য শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধত্বাৎ।১২ তস্মান্নির্দ্দোষব্রহ্মরূপা যতয়ো জীবন্মুক্তা অভোজ্যান্নাদিদোষদুষ্টাশ্চেতি ব্যাহতম্।১৩ স্মৃতিস্তু অবিদ্বদ্‌গৃহস্থবিষয়ৈব, তস্যান্নম ভোজ্যমিত্যুপক্রমাৎ, পূজাত ইতি মধ্যে নির্দ্দোষাৎ, ধনাদ্ধর্ম্মাচ্চহীয়ত ইত্যুপসং-হারাচ্চেতি দ্রষ্টব্যম্॥ ১৪—১৯॥

কোন কোন বস্তু দুষ্ট অর্থাৎ অপবিত্র হইয়া থাকে, যেমন মূত্রাদি।১০ এরূপ হইলে পর স্বভাবতঃ দুষ্ট (অপবিত্র) চণ্ডালাদির মধ্যে স্থিত ব্রহ্মও তাহার দোষে অর্থাৎ চণ্ডালাদিরূপ আশ্রয়ের (উপাধির) অপবিত্রতায় দুষ্ট অর্থাৎ অপবিত্র হন—মূঢ় (মোহগ্রস্ত অজ্ঞ) ব্যক্তিগণ এইরূপ ভাবিলেও ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় সর্ব্বপ্রকার দোষে অসংস্পৃষ্টই থাকেন, কারণ তিনি অসঙ্গ "এই পুরুষ অসঙ্গ"; "সূর্য্য যেমন সমস্ত জীবের চক্ষুঃস্বরূপ হইয়াও চক্ষুঃস্থিত বাহ্যদোষ সকলের দ্বারা লিপ্ত হন না সেইরূপ সকল প্রাণীর যিনি অন্তরাত্মা তিনি এক হইলেও জাগতিক দুঃখে (দোষে) সংস্পৃষ্ট হন না" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে উহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। (সুতরাং অপবিত্র সংস্পর্শে ব্রহ্ম অপবিত্র হন না)।১১ আর কামনা প্রভৃতি ধর্ম্ম থাকায় তিনি যে স্বতঃই অপবিত্র তাহাও নহে, যেহেতু কামাদি (ব্রহ্মের ধর্ম্ম নহে কিন্তু তাহা) অন্তঃকরণেরই ধর্ম্ম বলিয়া শ্রুতি ও স্মৃতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে।১২ অতএব, জীবন্মুক্ত যতিগণ নির্দ্দোষ ব্রহ্ম স্বরূপ হইতেছেন আবার তাঁহারা অভোজ্যান্নত্ব প্রভৃতি দোষে দুষ্ট (কলুষিত) হইতেছেন—এইরূপ উক্তি ব্যাহত অর্থাৎ ব্যাঘাত দোষদুষ্ট। ভাবার্থ এই যে জীবন্মুক্ত যতিগণ সমদর্শন করিলেও কোনরূপ দোষে লিপ্ত হন না।১৩ তবে স্মৃতিশাস্ত্রের ঐ বচনটী অবিদ্বান্ গৃহস্থাশ্রমীর সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে অর্থাৎ অবিদ্বান্ গৃহস্থের পক্ষে সমদর্শন প্রত্যবায়ের কারণ হয়, ইহাই ঐ স্মৃতি বচনের অভিপ্রায়, যেহেতু ঐ স্মৃতিবচনটীতে "তাহার অন্ন অভোজ্য", এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া, মধ্যে "পূজা হেতু ঐরূপ হয়" এইপ্রকার নির্দ্দেশপূর্ব্বক অন্তে "ধন ও ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হয়" এইপ্রকার উপসংহার দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ উপক্রম, উপসংহার এবং মধ্যস্থলের হেতু নির্দ্দেশের একবাক্যতা হইতে ইহাই নির্ণীত হয় যে অবিদ্বান্ (অব্রহ্মবিৎ) গৃহস্থ সম্বন্ধেই স্মৃতিশাস্ত্রে এই নিয়ম বলা হইয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তির পক্ষে উহা প্রযোজ্য নহে। অতএব তাঁহাদের সমদর্শন দোষাবহ হয় না।১৪—১৯॥

যস্মান্নির্দ্দোষং সমং ব্রহ্ম তস্মাৎ তদ্রূপমাত্মানং সাক্ষাৎ কুর্ব্বন্—"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ" ইত্যত্র ব্যাখ্যাতং পূর্ব্বার্দ্ধম্।১ জীবন্মুক্তানাং স্বাভাবিকঞ্চরিতমেব মুমুক্ষুভিঃ প্রযত্নপূর্ব্বকমনুষ্ঠেয়মিতি বদিতুং, লিঙ্প্রায়ৌ—। ২ অদ্বিতীয়াত্মদর্শনশীলস্য ব্যতিরিক্তপ্রিয়াপ্রিয়প্রাপ্ত্যযোগাৎ ন তন্নিমিত্তৌ হর্ষবিষাদাবিত্যর্থঃ।৩ অদ্বিতীয়াত্মদর্শনমেব বিবৃণোতি স্থিরবুদ্ধিরিতি—। স্থিরা নিশ্চলা সন্ন্যাসপূর্ব্বকবেদান্তবাক্যবিচারপরিপাকেণ সর্ব্বসংশয়শূন্যত্বেন নির্ব্বিচিকিৎসা নিশ্চিতা ব্রহ্মণি বুদ্ধির্যস্য স তথা, লব্ধশ্রবণমননফল ইতি যাবৎ—।৪ এতাদৃশস্য সর্ব্বাসম্ভাবনাশূন্যত্বেঽপি বিপরীতভাবনাপ্রতিবন্ধাৎ সাক্ষাৎকারো নোদেতীতি নিদিধ্যাসনমাহ "অসংমূঢ়ঃ", নিদিধ্যাসনস্য বিজাতীয়প্রত্যয়ানন্তরিতসজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহস্য পরিপাকেণ বিপরীতভাবনাখ্যসংমোহরহিতঃ—।৫ ততঃ সর্ব্বপ্রতিবন্ধাপগমাৎ "ব্রহ্মবিৎ" ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্। ততশ্চ সমাধিপরিপাকেণ নির্দ্দোষে সমে ব্রহ্মণ্যেব স্থিতো নান্যত্রেতি ব্রহ্মণি স্থিতো জীবন্মুক্তঃ স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ।৬

অনুবাদ—যেহেতু সম ব্রহ্ম নির্দ্দোষ এই কারণে তাদৃশ ব্রহ্মস্বরূপ যে আত্মা তাহার সাক্ষাৎকার করিয়া (ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য=প্রিয়বস্তু লাভ করিয়া প্রহৃষ্ট হইবে না, নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্=আর অপ্রিয় প্রাপ্ত হইয়া উদ্বিগ্ন হইবে না)। এই শ্লোকটীর প্রথম অর্দ্ধেক অংশ "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ" (২।৫৬) ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে।১ জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণের যাহা স্বাভাবিক আচরণ তাহাই মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের প্রযত্নপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করা উচিত, এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য এই শ্লোকে "প্রহৃষ্যেৎ" এবং "উদ্বিজেৎ" এই দুই স্থলে দুইটি বিধিবোধক লিঙ্ বিভক্তির প্রয়োগ করা হইয়াছে।২ অদ্বিতীয় আত্মদর্শন যাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে তাঁহার পক্ষে আত্মব্যতিরিক্ত প্রিয় অথবা অপ্রিয়ের প্রাপ্তি হইতে পারে না; সুতরাং তাঁহার তজ্জন্য হর্ষ অথবা বিষাদও হইতে পারে না, ইহাই "**ন প্রহৃষ্যেৎ**" ইত্যাদি অংশের তাৎপর্য্যার্থ।৩ অদ্বিতীয় আত্মদর্শনেরই বিবৃতি বলিতেছেন—**স্থিরবুদ্ধিঃ**=স্থিরা অর্থাৎ নিশ্চলা অর্থাৎ সন্ন্যাস অবলম্বনপূর্ব্বক বেদান্তবাক্যের বিচারের পরিপক্কতা হেতু সকল প্রকার সংশয় রহিত হওয়ায় নির্ব্বিচিকিৎসা (সংশয়বিহীন) হইয়া ব্রহ্মে নিশ্চিতা হইয়াছে বুদ্ধি যাঁহার তিনি স্থিরবুদ্ধি; অর্থাৎ যিনি শ্রবণ এবং মননের ফললাভ করিয়াছেন—।৪ এতাদৃশ ব্যক্তি সকলপ্রকার অসম্ভাবনাশূন্য হইলেও, বিপরীত ভাবনারূপ প্রতিবন্ধক বিদ্যমান থাকায় তাঁহার আত্মসাক্ষাৎকার উদিত হয় না, এইজন্য তাঁহার পক্ষে নিদিধ্যাসনের বিষয় বলিতেছেন "**অসম্মূঢ়ঃ**"=নিদিধ্যাসনের অর্থাৎ বিভিন্নজাতীয় প্রত্যয়ের (জ্ঞানধারার) দ্বারা অনন্তরিত (যাহা অন্তরিত অর্থাৎ ব্যবহিত হয় নাই এতাদৃশ) সজাতীয় (এক জাতীয়) প্রত্যয়প্রবাহ (জ্ঞানধারা) পরিপক্ব হইয়াছে বলিয়া, বিপরীতভাবনারূপ সম্মোহ তাঁহার নাই।৫ এইরূপে সকল প্রকার প্রতিবন্ধক অপগত হওয়ায় তিনি **ব্রহ্মবিৎ** অর্থাৎ তাঁহার ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইয়াছে। আর সেই কারণে অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মবিৎ বলিয়া তাঁহার সমাধির পরিপক্কতা হইয়াছে বলিয়া তিনি **ব্রহ্মণি স্থিতঃ**=নির্দ্দোষ সম একমাত্র ব্রহ্মেতেই অবস্থিত অর্থাৎ তিনি জীবন্মুক্ত স্থিতপ্রজ্ঞ।৬ এতাদৃশ ব্যক্তির দ্বৈতদর্শন অর্থাৎ ভেদজ্ঞান না থাকায় তাঁহার যে হর্ষ এবং

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে * ॥ ২১ ॥

বাহ্যস্পর্শেষু অসক্তাত্মা আত্মনি যৎ সুখং বিন্দতি সঃ ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা অক্ষয়ং সুখম্ অশ্নুতে অর্থাৎ বাহ্য বিষয়-সমূহে অনাসক্তচিত্ত ব্যক্তি অন্তঃকরণে শান্তিরূপ যে সুখ তাহা লাভ করেন। তিনি ব্রহ্মযোগযুক্তচিত্ত হইয়া অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হন ॥২১

এতাদৃশস্য দ্বৈতদর্শনাভাবাৎ প্রহর্ষোদ্বেগৌ ন ভবত ইত্যুচিতমেব।৭ সাধকেন তু দ্বৈতদর্শনে বিদ্যমানেঽপি বিষয়দোষদর্শনাৎ প্রহর্ষবিষাদৌ ত্যাজ্যাবিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৮—২০ ॥

নন্থ বাহ্যবিষয়প্রীতেরনেকজন্মানুভূতত্বেনাতিপ্রবলত্বাৎ তদাসক্তচিত্তস্য কথমলৌকিকে ব্রহ্মণি দৃষ্টসর্ব্বসুখরহিতে স্থিতিঃ স্যাৎ, পরমানন্দরূপত্বাদিতি চেৎ, ন, তদানন্দস্যাননুভূতচরত্বেন চিত্তস্থিতিহেতুত্বাভাবাৎ। তদুক্তং বার্ত্তিকে, "অপ্যানন্দঃ শ্রুতঃ সাক্ষাৎ মানেনাবিষয়ীকৃতঃ। দৃষ্টানন্দাভিলাষং স ন মন্দীকর্ত্তুমপ্যলম্॥" ইতি। তত্রাহ

দ্বেষ হয় না তাহা উচিতই বটে।৭ যিনি কিন্তু সাধক অর্থাৎ মুমুক্ষু তাঁহার দ্বৈতদৃষ্টি বিদ্যমান থাকিলেও বিষয়দোষ দর্শনাদি দ্বারা হর্ষ ও বিষাদ তাঁহার পক্ষে পরিত্যাজ্য, ইহাই অভিপ্রেত অর্থ।৮—২০

ভাবপ্রকাশ—এই ভূমি লাভ হইলে সর্ব্বভূতে সমদর্শন হয়, কারণ সর্ব্বভূতের মূলে নির্দ্দোষ অর্থাৎ একান্ত দোষবর্জ্জিত যে সমতা বিদ্যমান তাহাই এই ভূমিতে দর্শন হয়। ব্রহ্ম কূটস্থ, নির্ব্বিকার, নির্দ্দোষসম। ব্রহ্মদর্শন হইলেই, অপরোক্ষানুভূতি হইলেই, সমদর্শন দেখা দেয়। তখন আর প্রিয়াপ্রিয় থাকে না, তখন ব্রহ্মে স্থিতি হয়, তাই হর্ষ, শোক প্রভৃতি রূপ দ্বন্দ্ব আর উঠিতে পারে না।।৮—২০

অনুবাদ—আচ্ছা, বাহ্যবিষয়প্রতীতি অনেক জন্ম ধরিয়া অনুভূত হইয়া আসিতেছে বলিয়া তাহা যখন অত্যন্ত প্রবল তখন যাহাতে কোন দৃষ্ট সুখ নাই এতাদৃশ অলৌকিক যে ব্রহ্ম তাহাতে কিরূপে বাহ্যবিষয়াসক্ত ব্যক্তির অবস্থিতি হইতে পারে? যদি বলা হয় ব্রহ্ম পরমানন্দস্বরূপ, (এই হেতুই তাঁহাতে বাহ্যবিষয়াসক্ত ব্যক্তিরও অবস্থিতি সম্ভব) তাহা হইলে তাহাও সঙ্গত হইবে না, কারণ ব্রহ্মের যে পরমানন্দ তাহা পূর্ব্বে কখনও মুমুক্ষু ব্যক্তি কর্তৃক অনুভূত হয় নাই বলিয়া তাহা (সেই ব্রহ্মানন্দ) তাহাতে চিত্তের অবস্থিতির হেতু হইতে পারে না অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দে চিত্ত অবস্থান করিতে পারেনা, কারণ সেই আনন্দ পূর্ব্বে কখনও অনুভূত হয় নাই। এই জন্য বৃহদারণ্যক বার্ত্তিকে ইহা কথিত হইয়াছে যথা, "আনন্দ শ্রুত অর্থাৎ শ্রুতির দ্বারা প্রতিপাদিত হইলেও তাহা যদি প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা সাক্ষাৎ-ভাবে বিষয়ীকৃত না হয় অর্থাৎ তাহা যদি প্রত্যক্ষতঃ অনুভব না করা হয় তাহা হইলে তাহা দৃষ্ট (লৌকিক) আনন্দবিষয়ে পুরুষের যে অভিলাষ তাহাকে মন্দীভূতও করিতে পারে না অর্থাৎ তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করা ত দূরের কথা তাহার আংশিক হ্রাসও করিতে পারে না"। এই প্রকার

* অক্ষয্যমশ্নুতে ইতি বা পাঠঃ

বাহ্যেতি—। ইন্দ্রিয়ৈঃ স্পৃশ্যন্ত ইতি স্পর্শাঃ শব্দাদয়ঃ, তে চ বাহ্যা অনাত্মধর্ম্মত্বাৎ; তেম্বসক্তাত্মা অনাসক্তচিত্তঃ তৃষ্ণাশূন্যতয়া বিরক্তঃ সন্ "আত্মনি" অন্তঃকরণ এব বাহ্যবিষয়-নিরপেক্ষং যদুপশমাত্মকং সুখং তদ্বিন্দতি লভতে নির্ম্মলসত্ত্ববৃত্ত্যা। তদুক্তং ভারতে, "যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্। তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম॥" ইতি।২ অথবা—প্রত্যগাত্মনি ত্বম্পদার্থে যৎ সুখং স্বরূপভূতং সুষুপ্তাবনুভূয়মানং বাহ্যবিষয়াসক্তিপ্রতিবন্ধাৎ অলভমানং তদেব তদভাবাল্লভতে।৩ ন কেবলং ত্বম্পদার্থসুখমেব লভতে, কিন্তু তৎপদার্থৈক্যানুভবেন পূর্ণসুখমপীত্যাহ—স তৃষ্ণাশূন্যঃ ব্রহ্মণি পরমাত্মনি যোগঃ সমাধিস্তেন যুক্তঃ তস্মিন্ ব্যাপৃত আত্মান্তঃকরণং যস্য স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা। অথবা ব্রহ্মণি তৎপার্থে যোগেন বাক্যার্থানুভবরূপেণ

শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—।১ যেগুলি ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা স্পৃষ্ট (গৃহীত) হয় তাহাই স্পর্শ; এইরূপে **স্পর্শ শব্দের অর্থ শব্দাদি বিষয়।** আর সেইগুলি বাহ্য, (বহিঃস্থিত), কারণ তাহারা অনাত্মার ধর্ম্ম। যিনি সেইগুলিতে **অসক্তাত্মা** অর্থাৎ যাঁহার চিত্ত সেইগুলিতে অসক্ত (অনাসক্ত), তিনি তৃষ্ণা-শূন্যতা নিবন্ধন বিরক্ত হইয়া অর্থাৎ বৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়া **আত্মনি**=অন্তঃকরণেই **যৎ সুখম্**=বাহ্য-বিষয় নিরপেক্ষ যে উপশমাত্মক (নিবৃত্তিস্বরূপ) সুখ তাহা **বিন্দতি**=নির্ম্মলসত্ত্ববৃত্তিবশে লাভ করেন (অর্থাৎ সকল প্রকার বাহ্যবিষয়েই তাঁহার বৈরাগ্য থাকায় তিনি তৃষ্ণারহিত; এই তৃষ্ণাহীনতার জন্য তাঁহার চিত্তে সত্ত্ববৃত্তির প্রকাশ হয়; এবং তাহাতে এমন এক প্রকার সুখের প্রকাশ হয় যাহা কোনও বহির্বিষয়ের অপেক্ষা রাখে না।) মহাভারতে ইহা কথিতও হইয়াছে, যথা,—"সংসারে কামনা জন্য যে সুখ হয় এবং দিব্য (স্বর্গীয়) যে মহৎ (বিপুল) সুখ আছে এতদুভয়ই তৃষ্ণাক্ষয় মূলক আশাত্যাগ জন্য যে সুখ সেই সুখের ষোড়শভাগেরও সমান নহে।"২ অথবা, 'ত্বং'পদার্থ প্রত্যগাত্মায় যে স্বরূপভূত সুখ আছে যাহা সুষুপ্তিকালে অনুভূত হইতে থাকে এবং যাহা বাহ্যবিষয়াসক্তিরূপ প্রতিবন্ধক রহিয়াছে বলিয়া লাভ করা যায় না সেই সুখই তৎকালে প্রতিবন্ধক না থাকায় লাভ করা যায় (**তাৎপর্য্য** এই যে, আত্মা সুখস্বরূপ; সুষুপ্তিকালে সেই সুখের অনুভব হইয়া থাকে যাহার ফলে গাঢ় সুপ্তির পর সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির নির্ম্মল আনন্দানুভব জন্য প্রসন্নতা থাকে। অন্য সময়ে বহির্বিষয়াসক্তিরূপ প্রতিবন্ধক থাকায় তাহা লাভ করা যায় না। কিন্তু যখন চিত্তকে বহির্বিষয়ে অনাসক্ত করিতে পারা যায় তখন আর প্রতিবন্ধক থাকে না কাজেই সুখস্বরূপ প্রত্যগাত্মার সেই স্বরূপসিদ্ধ সুখ নির্ব্বাধে প্রকাশমান হয়—।৩ আর 'ত্বং'পদার্থ প্রত্যগাত্মার যে সুখ তিনি তাহাই যে কেবল পাইয়া থাকেন এরূপ নহে, কিন্তু 'তৎ'পদার্থের সহিত (পূর্ণানন্দস্বরূপ পরমাত্মার সহিত) একতা অনুভব হওয়ায় তিনি পূর্ণ (অখণ্ড) সুখও লাভ করেন, তাহাই বলিতেছেন—**সঃ**=সেই তৃষ্ণাশূন্য ব্যক্তি **ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা**= ব্রহ্মে অর্থাৎ পরমাত্মায় যে যোগ অর্থাৎ সমাধি তাহার সহিত যুক্ত অর্থাৎ ব্যাপৃত হইয়াছে আত্মা অর্থাৎ অন্তঃকরণ যাঁহার তিনি ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা—। অথবা ব্রহ্মণি='তৎ'পদার্থে যোগেন=যোগহেতু অর্থাৎ "তত্ত্বমসি" বাক্যের অর্থের অনুভবরূপ সমাধিহেতু যুক্ত অর্থাৎ ঐক্যপ্রাপ্ত হইয়াছে আত্মা অর্থাৎ 'ত্বং'পদার্থরূপ আত্মা যাঁহার তিনি ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা তিনি **সুখম্ অক্ষয়ম্**=অনন্ত নিজস্বরূপভূত সুখ

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২ ॥

হে কৌন্তেয়! সংস্পর্শজাঃ যে ভোগাঃ তে হি দুঃখযোনয়ঃ এব, আদ্যন্তবন্তঃ, বুধঃ তেষু ন রমতে অর্থাৎ হে কৌন্তেয়! বিষয়-সংস্পর্শ-জাত ভোগনিচয় দুঃখেরই নিদান; সেগুলি উৎপত্তিবিনাশযুক্ত; এজন্য বিবেকিগণ তাহাতে প্রীতি অনুভব করেন না ॥২২

সমাধিনা যুক্ত ঐক্যং প্রাপ্ত আত্মা ত্বম্পদার্থস্বরূপং যস্য স তথা, সুখমক্ষয়মনন্তং স্বস্বরূপভূতমশ্নুতে ব্যাপ্নোতি সুখানুভবরূপএব সর্ব্বদা ভবতীত্যর্থঃ। নিত্যেঽপি বস্তুন্যবিদ্যানিবৃত্ত্যভিপ্রায়েণ ধাত্বর্থযোগ ঔপচারিকঃ।৪ তস্মাদাত্মনি অক্ষয়সুখানুভবার্থী সন্ বাহ্যবিষয়প্রীতেঃ ক্ষণিকায়াঃ মহানরকানুবন্ধিন্যাঃ সকাশাদিন্দ্রিয়াণি নিবর্ত্তয়েৎ, তাবতৈব চ ব্রহ্মণি স্থিতির্ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫—২১ ॥

অশ্নুতে=প্রাপ্ত হন; তিনি সর্ব্বদা সুখানুভবস্বরূপ হইয়া যান, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। সুখ স্বরূপ বস্তু নিত্য হইলেও 'তাহা প্রাপ্ত হন' এইরূপে ধাত্বর্থের সহিত সুখের যে প্রাপ্যতারূপ যোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ বলা হইয়াছে তাহা অবিদ্যানিবৃত্তিকে লক্ষ্য করিয়া ঔপচারিক প্রয়োগ বুঝিতে হইবে।৪ [**তাৎপর্য্য**:—আত্মা যখন সুখস্বরূপ এবং নিত্য তখন তাহার সহিত কোন ধাত্বর্থের সম্বন্ধ হইতে পারে না, কেন না ধাত্বর্থ হইতেছে ক্রিয়া; তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। সুতরাং তাহার সহিত যাহার সম্বন্ধ থাকে তাহারও উৎপত্তি ও বিনাশ থাকা আবশ্যক হয়। কিন্তু সুখ আত্মার এবং নিত্য হওয়ায় তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ সম্ভবে না। কাজেই 'আত্মসুখ প্রাপ্ত হয়'—ইহার মুখ্যার্থ বাধিত হওয়ায় ইহার ঔপচারিক গৌণ অর্থ কল্পনা করা উচিত। সেই গৌণার্থটী হইতেছে এই যে অবিদ্যাবৃত হওয়ায় পূর্ব্বে আত্মার সুখরূপতা আবৃত—অপ্রকাশিত ছিল, কিন্তু অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে সেই আবরণটী নষ্ট হইয়া যায়;—ফলে আত্মার সুখস্বরূপতা নিরাবরণ হওয়ায় 'প্রকাশিত হইল' বলিয়া ব্যবহার হয়। যেমন মধ্যাহ্নকালে মেঘাবৃত আকাশের মেঘাপগম হইলে বলা হয় 'সূর্য্য প্রকাশিত হইল'। বাস্তবিক কিন্তু সূর্য্য তাহার পূর্ব্বে যে অপ্রকাশিত ছিল এরূপ নহে। এস্থলেও ঠিক ঐরূপ বুঝিতে হইবে। কাজেই উক্তরূপ অবিদ্যানিবৃত্তিই সুখপ্রাপ্তি নামে অভিহিত হয়।]৪ অতএব যিনি আত্মার মধ্যে অক্ষয় সুখ অনুভব করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন তাঁহার পক্ষে মহানরকের কারণ স্বরূপ ক্ষণিক বাহ্যপ্রত্যয় হইতে ইন্দ্রিয় সকলকে নিবৃত্ত করাই উচিত, কারণ তাহাতেই ব্রহ্মে স্থিতি হইতে পারে—ইহাই অভিপ্রায় ৫—২১॥

ভাবপ্রকাশ—ইন্দ্রিয়ভূমির উপরে উঠিলে এক নির্ম্মল আনন্দের অনুভূতি হয়। এই আনন্দ একবার স্পর্শ করিলে আর বাহ্যবিষয় ভোগের কামনা থাকে না। বাহ্যবিষয় সংস্পর্শ ব্যাতিরেকে অন্তঃকরণে যে বিমল আনন্দের অনুভূতি হয়, ইহাই সেই ব্রহ্মানন্দের আভাস দেয়। নির্ব্বিষয় আনন্দলাভ হইলেই বুঝা যায় যে সেই অখণ্ড আত্মানন্দের স্পর্শ মিলিয়াছে। ইন্দ্রিয়সুখ অপেক্ষা এই আনন্দ অনেক উপরের জিনিস, তাই এই আনন্দ পাইলে বিষয়সুখ আর মনকে আকৃষ্ট করিতে পারে না।২১

নমু বাহ্যবিষয়প্রীতিনিবৃত্তাবাত্মন্যক্ষয়সুখানুভবস্তস্মিংশ্চ সতি তৎপ্রসাদাদেব বাহ্যবিষয়-প্রীতিনিবৃত্তিরিতি ইতরেতরাশ্রয়বশান্নৈকমপি সিধ্যেদিত্যাশঙ্ক্য বিষয়দোষদর্শনাভ্যাসেনৈব তৎপ্রীতিনিবৃত্তির্ভবতীতি পরিহারমাহ যে হীতি।১ "হি" যস্মাৎ "যে সংস্পর্শজা" বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধজাঃ "ভোগাঃ" ক্ষুদ্রসুখলবানুভবাঃ ইহ বা পরত্র বা রাগদ্বেষাদিব্যাপ্তত্বেন "দুঃখযোনয় এব তে", তে সর্ব্বেঽপি ব্রহ্মলোকপর্য্যন্তং দুঃখহেতব এব। তদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে, "যাবতঃ কুরুতে যস্ত [জন্ত] সম্বন্ধান্ মনসঃ প্রিয়ান্। তাবন্তোঽস্য নিখন্যন্তে হৃদয়ে শোকশঙ্কবঃ॥" ইতি।২ এতাদৃশা অপি ন স্থিরাঃ, কিন্তু "আদ্যন্তবন্তঃ", আদির্ব্বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগোঽন্তশ্চ তদ্বিয়োগ এব তৌ বিদ্যেতে যেষাং তে পূর্ব্বাপরয়োরসত্ত্বান্মধ্যে স্বপ্ন-বদাবির্ভূতাঃ ক্ষণিকাঃ মিথ্যাভূতাঃ। তদুক্তং গৌড়পাদাচার্য্যৈঃ "আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তৎ তথা" ইতি।৩ যস্মাদেবং তস্মাৎ তেষু "বুধো" বিবেকী "ন রমতে" প্রতিকূলবেদনীয়ত্বান্ন প্রীতিমনুভবতি। তদুক্তং ভগবতা পতঞ্জলিনা, "পরিণামতাপ-সংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ" (পাঃ দঃ ২।১৫) ইতি।

অনুবাদ—আচ্ছা, বাহ্যবিষয়ে প্রতীতি নিবৃত্ত হইলে তবে আত্মার অক্ষয় সুখ অনুভব করা যাইবে আবার আত্মসুখ অনুভব করিলে পর তবে তাহারই প্রসাদে বাহ্যবিষয়ক প্রতীতির নিবৃত্তি হইবে—এইরূপে ইহাদের পরস্পরের উৎপত্তি পরস্পরসাপেক্ষ বলিয়া পরস্পরাশ্রয় নামক দোষ হওয়ায় ইহাদের একটীও ত সিদ্ধ হইতে পারিবে না? এইরূপ শঙ্কা হইলে ইহার পরিহার বলিতেছেন 'কেবলমাত্র বিষয়দোষ দর্শনের অভ্যাস হইতেই বিষয় প্রীতির নিবৃত্তি হয়'—।১ **হি**= যেহেতু **যে**=যে সমস্ত **সংস্পর্শজাঃ**=বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন **ভোগাঃ**=ক্ষুদ্র সুখকণিকার অনুভব হয় তা ইহলোকেই হউক অথবা পরলোকেই হউক তৎসমুদয়ই রাগ ও দ্বেষের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হওয়ায় **দুঃখযোনয় এব তে**=তাহারা কেবল দুঃখেরই আকর; সেইগুলি সমস্তই, এমন কি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্তও দুঃখের হেতুই হইয়া থাকে। বিষ্ণুপুরাণে—তাহাই কথিত হইয়াছে, যথা—"জীব যতগুলি মনের প্রিয় (পদার্থের সহিত) সম্বন্ধ করে তাহার হৃদয়ে ততগুলি দুঃখশঙ্কু অর্থাৎ দুঃখের শল্য (শেল) নিখাত হয়"।২ লৌকিক সুখানুভব এতাদৃশ হইলেও অর্থাৎ দুঃখের হেতু হইলেও তাহা যে স্থির অর্থাৎ স্থায়ী তাহাও নহে, কিন্তু সেগুলি **আদ্যন্তবন্তঃ**=আদি ও অন্ত বিশিষ্ট—। তাহাদের আদি হইতেছে বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ, (যেহেতু বিষয়সুখ বিষয়গ্রহণ-মূলক; আর বিষয়গ্রহণ ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সম্বন্ধ বা সন্নিকর্ষসাপেক্ষ)—। আর সেই সম্বন্ধের বিয়োগই অন্ত; এইপ্রকার আদি ও অন্ত যাহাদের আছে তাহারা "আদ্যন্তবন্তঃ"। সুতরাং সেই সংস্পর্শ জন্য ক্ষণিক সুখকণিকা পূর্ব্বেও ছিল না এবং পরেও থাকিবে না, কিন্তু মধ্যদশায় তাহারা স্বপ্নের ন্যায় প্রকাশ পায়; এইজন্য সেগুলি ক্ষণিক ও স্বরূপতঃ মিথ্যা। পূজ্যপাদ আচার্য্য গৌড়পাদ তাহাই বলিয়াছেন যথা—"যাহা আদিতেও থাকে না এবং অন্তেতেও থাকে না, তাহা বর্ত্তমানকালেও সেইরূপই অর্থাৎ নাই বা না থাকারই সামিল"।৩ যেহেতু ইহাদের স্বরূপ এইরূপ সেই কারণে **বুধঃ**=বিবেকী (বিবেচক) ব্যক্তি **তেষু**=সেইগুলিতে **ন রমতে**=রত হয় না অর্থাৎ সেইগুলি

সর্ব্বমপি বিষয়সুখং দৃষ্টানুশ্রবিকঞ্চ দুঃখমেব প্রতিকূলবেদনীয়ত্বাৎ, বিবেকিনঃ পরিজ্ঞাত-ক্লেশাদিস্বরূপস্য ন ত্ববিবেকিনঃ। অক্ষিপাত্রকল্পো হি বিদ্বানত্যল্পদুঃখলেশেনাপ্যুদ্বিজতে, যথোর্ণাতন্তুরতিসুকুমারোঽপ্যক্ষিপাত্রে ন্যস্তঃ স্পর্শেন দুঃখয়তি নেতরেষ্বঙ্গেষু, তদ্বদ্বিবেকিন এব মধুবিষসম্পৃক্তান্নভোজনবৎ সর্ব্বমপি ভোগসাধনং কালত্রয়েঽপি ক্লেশানুবিদ্ধত্বাৎ দুঃখম্, ন মূঢ়স্য বহুবিধদুঃখসহিষ্ণোরিত্যর্থঃ।৪ তত্র পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈরিতি ভূতবর্ত্তমান-ভবিষ্যৎকালেঽপি দুঃখানুবিদ্ধত্বাদৌপাধিকং দুঃখত্বং বিষয়সুখস্যোক্তম্, গুণবৃত্তিবিরোধা-চ্চেত্যনেন স্বরূপতোঽপি দুঃখত্বম্।৫ তত্র পরিণামশ্চ তাপশ্চ সংস্কারশ্চ ত এব দুঃখানি তৈরিত্যর্থঃ। ইত্থম্ভূতলক্ষণে তৃতীয়া।৬ তথাহি রাগানুবিদ্ধ এব সর্ব্বোঽপি সুখানুভবঃ। ন হি তত্র ন রজ্যতে তেন সুখী চেতি সম্ভবতি। রাগ এব চ পূর্ব্বমুদ্ভূতঃ সন্ বিষয়প্রাপ্ত্যা

প্রতিকূলবেদনীয় হওয়ায় (অন্তঃকরণ যাহা অনুভব করিতে চায় না তাহা অনুভব করায় বলিয়া) তাঁহারা তাহাতে প্রীতি অনুভব করেন না। ভগবান্ পতঞ্জলিও তাহাই বলিয়াছেন, যথা—"বিবেকী ব্যক্তির নিকট সমস্তই দুঃখস্বরূপ, কারণ সমস্ত বিষয়ই পরিণামদুঃখ, তাপদুঃখ, এবং সংস্কার-দুঃখের দ্বারা বিজড়িত; এবং গুণবৃত্তি সকলও পরস্পর বিরুদ্ধ।"—দৃষ্ট অর্থাৎ লৌকিকই হউক অথবা আনুশ্রবিক অর্থাৎ বৈদিক-কর্ম্মজন্যই হউক সমস্ত বিষয়সুখই দুঃখস্বরূপ, কেন না তাহা অন্তঃকরণের প্রতিকূল-বেদনীয়। আর তাহা বিবেকী অর্থাৎ যিনি ক্লেশাদির স্বরূপ পরিজ্ঞাত আছেন তাঁহারই নিকট দুঃখস্বরূপ বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু তাহা অবিবেকীর নিকট প্রতিকূলবেদনীয় হয় না। যেহেতু বিদ্বান্ অর্থাৎ ক্লেশাদির স্বরূপবিৎ ব্যক্তি অক্ষিপাত্রের (চক্ষুর মধ্যাংশের পর্দ্দার) সদৃশ; এই কারণে তিনি অতি স্বল্প দুঃখকণিকায়ও উদ্বিগ্ন হইয়া থাকেন। যেমন উর্ণাতন্তু (রেশম) অত্যন্ত সুকুমার (কোমল) হইলেও যদি তাহা অক্ষিপাত্রে (চক্ষুর মধ্যে) পড়ে তাহা হইলে তাহা (উর্ণাতন্তু) স্বীয় স্পর্শের দ্বারা তৎস্থানে দুঃখ জন্মাইয়া থাকে কিন্তু অন্য অঙ্গে তাহা দুঃখপ্রদ হয় না, সেইরূপ কেবল বিবেকী ব্যক্তির নিকটেই সমস্ত ভোগসাধনই (ভোগোপকরণই) বিষসংমিশ্রিত অন্নভোজনের মত ত্রিকালেই ক্লেশানুবিদ্ধ অর্থাৎ ওতপ্রোতভাবে ক্লেশসংমিশ্রিত হওয়ায় দুঃখময় বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু অবিবেকী মূঢ়—বহুবিধ দুঃখসহনে যে অভ্যস্ত তাদৃশ ব্যক্তির নিকটে তাহা সেরূপে প্রতীত হয় না, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।৪ এস্থলে "পরিণাম তাপসংস্কারদুঃখৈঃ" এই অংশটীর দ্বারা বিষয় সুখের দুঃখত্ব যে ঔপাধিক অর্থাৎ কালোপাধিজন্য তাহা কথিত হইয়াছে, কারণ তাহা ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকালেও দুঃখমিশ্রিত। আর "গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ" ইহার দ্বারা (বিষয়সুখের) স্বরূপও যে দুঃখ তাহা কথিত হইয়াছে।৫ এস্থলের বিগ্রহ বাক্য এইরূপ—পরিণাম এবং তাপ এবং সংস্কার—এইরূপে দ্বন্দ্বসমাস করিয়া 'পরিণামতাপসংস্কার' এই সমস্ত পদ হয়। পরিণাম, এবং তাপ এবং সংস্কার এইগুলিই দুঃখস্বরূপ, এইরূপে রূপক কর্ম্মধারয় সমাসে 'পরিণামতাপসংস্কারদুঃখ' এই সমস্ত পদটী উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার উত্তরে 'ইত্থম্ভূতলক্ষণে' তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে।৬ (উক্ত বিষয়টীর বিবরণ এইরূপ—), সমস্ত সুখানুভবই রাগানুবিদ্ধ অর্থাৎ আসক্তি বিজড়িত। যেহেতু এরূপ কখনও সম্ভব হয় না যে কোন বিষয়ে রাগ (আসক্তি) নাই অথচ তাহাতে কেহ সুখী হইতেছে। কারণ রাগ অর্থাৎ

সুখরূপেণ পরিণমতে।৭ তস্য চ প্রতিক্ষণং বর্দ্ধমানত্বেন স্ববিষয়াপ্রাপ্তিনিবন্ধনদুঃখস্যাপরিহার্য্যত্বাৎ দুঃখরূপতৈব।৮ যা হি ভোগেষু ইন্দ্রিয়াণামুপশান্তিঃ পরিতৃপ্তত্বাৎ তৎ সুখং। যা লৌল্যাদনুপশান্তিঃ তৎ দুঃখম্। ন চেন্দ্রিয়াণাং ভোগাভ্যাসেন বৈতৃষ্ণ্যং কর্ত্তুং শক্যম্। যতো ভোগাভ্যাসমনু বিবর্দ্ধন্তে রাগাঃ কৌশলানি চ ইন্দ্রিয়াণাম্। স্মৃতিশ্চ, "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।" ইত্যাদিঃ।৯ তস্মাদ্দুঃখাত্মকরাগপরিণামত্বাদ্বিষয়সুখমপি দুঃখমেব, কার্য্যকরণয়োরভেদাদিতি পরিণামদুঃখত্বং।১০ তথা সুখানুভবকালে তৎপ্রতিকূলানি দুঃখসাধনানি দ্বেষ্টি। নানুপহত্য ভূতান্যুপভোগঃ সম্ভবতীতি ভূতানি চ হিনস্তি।১১ দ্বেষশ্চ সর্ব্বাণি দুঃখসাধনানি মে মাভূবন্নিতি সঙ্কল্পবিশেষঃ। ন চ তানি সর্ব্বাণি কশ্চিদপি পরিহর্ত্তুং শক্নোতি। অতঃ সুখানুভবকালেঽপি তৎপরিপন্থিনং প্রতি দ্বেষস্য সর্ব্বদৈবাবস্থিতত্বাৎ তাপদুঃখং দুষ্পরি-

বিষয়াসক্তিই প্রথমে উদ্ভূত (উৎপন্ন) হইয়া পশ্চাৎ বিষয়প্রাপ্তি নিবন্ধন সুখরূপে পরিণত হয়।৭ আর তাহা (সেই রাগ অর্থাৎ আসক্তি) প্রত্যেকক্ষণেই বাড়িতে থাকে, এবং প্রতিক্ষণ বর্দ্ধিত কামনার অনুরূপ প্রাপ্তি প্রতিক্ষণে অসম্ভব হওয়ায় তাহার নিজ বিষয়ের যে অপ্রাপ্তি ঘটে তজ্জন্য দুঃখও অপরিহার্য্য হইয়া থাকে ; এ কারণে তাহা (সেই রাগ) দুঃখস্বরূপই বটে।৮ যেহেতু ভোগবিষয়ে ইন্দ্রিয় সকলের যে উপশান্তি অর্থাৎ নিবৃত্তি তাহাই সুখ, কেন না তাহাতেই (সেই ভোগনিবৃত্তিতেই) পুরুষ পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। আর লোলতা অর্থাৎ সতৃষ্ণতাবশতঃ ভোগ বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণের যে অনুপশান্তি অর্থাৎ অনিবৃত্তি (পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্তি) তাহাই দুঃখ। কারণ ভোগাভ্যাস দ্বারা অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ ভোগ করিয়া যে ইন্দ্রিয়গণের বিতৃষ্ণতা সম্পাদন করা যাইবে তাহা হইতে পারে না ; যেহেতু ভোগের অভ্যাসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ ভোগের সঙ্গে সঙ্গেই বিষয়াসক্তি সকল বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং ইন্দ্রিয় সকলের কৌশল অর্থাৎ ভোগকুশলতাও বাড়িতে থাকে। অর্থাৎ যে যত ভোগ করে সে তত বেশী ভোগ করিবার কায়দা জানে। "ন জাতু কামঃ"="কামনা কখনও ভোগের দ্বারা ক্ষীণ হয় না" ইত্যাদি স্মৃতিও এই কথাই বলিতেছে।৯ অতএব কার্য্য এবং কারণ অভিন্ন বলিয়া বিষয়সুখও দুঃখ ছাড়া আর কিছুই নহে, যেহেতু সেই বিষয়সুখ রাগেরই (বিষয়াসক্তিরই) পরিণাম অর্থাৎ কার্য্য হইতেছে। ইহাই হইল বিষয় সুখের পরিণাম দুঃখতা।১০ এইরূপ, সুখ অনুভব করিবার সময় লোকে তাহার প্রতিকূল (বিরুদ্ধ) দুঃখসাধন গুলির উপর বিদ্বেষ প্রকাশ করে অর্থাৎ যাহা যাহা সেই অনুভূয়মান সুখের প্রতিকূল সেইগুলি সমস্তই তাহার দুঃখের সাধন অর্থাৎ দুঃখের কারণ বলিয়া সেই সমস্ত বিষয়ের উপর সে বিদ্বেষ পোষণ করে। আর বহু জীবের উপঘাত (অনিষ্ট) না করিয়াও কখন কিছু উপভোগ করা যায় না বলিয়া সেই সুখাভিলাষী ব্যক্তি ভূতবর্গের উপর হিংসাও করিয়া থাকে।১১ 'কোন প্রকার দুঃখসাধন আমার যেন না হয়' অর্থাৎ যাহা হইতে দুঃখ হয় এমন কিছু আমার যেন না হয়—এইরূপ যে সংকল্পবিশেষ (ইচ্ছাবিশেষ) তাহাই দ্বেষ। কিন্তু কোনও লোকই এইগুলির সমস্তকে অর্থাৎ অশেষপ্রকার দুঃখসাধনকে পরিত্যাগ করিতে পারে না। অতএব সুখানুভবকালে সর্ব্বদাই সেই সুখের যাহা পরিপন্থী অর্থাৎ প্রতিকূল তাদৃশ

হরমেব। তাপো হি দ্বেষঃ।১২ এবঞ্চ দুঃখসাধনানি পরিহর্ত্তুমশক্তো মুহ্যতি চেতি মোহদুঃখতাপি ব্যাখ্যেয়া।১৩ তথাচোক্তং যোগভাষ্যকারৈঃ, "সর্ব্বস্য দ্বেষানুবিদ্ধশ্চেতনাচেতনসাধনাধীন স্তাপানুভবঃ" ইতি। তত্রাস্তি দ্বেষজঃ কর্ম্মাশয়ঃ। সুখসাধনানি চ প্রার্থয়মানঃ কায়েন বাচা মনসা চ পরিস্পন্দতে। ততঃ পরমনুগৃহ্লাত্যুপহন্তি চেতি পরানুগ্রহপীড়াভ্যাং ধর্ম্মাধর্ম্মাবুপচিনোতি। স কর্ম্মাশয়ো লোভান্মোহাচ্চ ভবতীত্যেষা তাপদুঃখতোচ্যতে। তথা বর্ত্তমানঃ সুখানুভবঃ স্ববিনাশকালে সংস্কারমাধত্তে, স চ সুখস্মরণম্, তচ্চ রাগম্, স চ মনঃকায়বচনচেষ্টাম্, সা চ পুণ্যাপুণ্যকর্ম্মাশয়ৌ, তৌ চ জন্মাদীনীতি সংস্কারদুঃখতা এবং তাপমোহয়োরপি সংস্কারৌ ব্যাখ্যেয়ৌ।১৪ এবং কালত্রয়েঽপি দুঃখানুবেধাদ্বিষয়সুখং দুঃখমেবেত্যুক্ত্বা স্বরূপতোঽপি দুঃখতামাহ গুণবৃত্তিবিরোধা-

পদার্থের উপর বিদ্বেষ বিদ্যমান থাকে ; কাজেই বিষয়সুখে তাপদুঃখও দুষ্পরিহর। কারণ তাপই দ্বেষ হইতেছে।১২ আর এইরূপে, দুঃখসাধনকে পরিহার করিতে অসমর্থ হইয়া লোকে মোহগ্রস্তও হইয়া থাকে। এইরূপে বিষয় সুখের মোহদুঃখতাও ইহার দ্বারা উক্ত হইয়াছে বুঝিয়া লইতে হইবে।১৩ যোগদর্শনের ভাষ্যকার ভগবান্ ব্যাসদেব (যোগদর্শনের ভাষ্যে) তাহাই বলিয়াছেন, যথা,—সকলেরই তাপানুভব দ্বেষানুবিদ্ধ অর্থাৎ বিদ্বেষ বিজড়িত এবং তাহা চেতন ও অচেতন সাধনের অধীন অর্থাৎ চেতন ও অচেতন পদার্থের উপর বিদ্বেষ নিবন্ধন লোকে পরিতাপ অনুভব করিয়া থাকে। সুতরাং এইরূপে তাহাদের মধ্যে বিদ্বেষজাত কর্ম্মাশয় (সংস্কার) রহিয়াছে। আর লোকে যাহা সুখের সাধন অর্থাৎ যাহা হইতে সুখ উৎপন্ন হয় তাদৃশ বস্তু প্রার্থনা করিতে থাকিয়া কায়তঃ, অথবা বাক্যতঃ, অথবা মনে মনে পরিস্পন্দিত হয় (পাছে সেই প্রার্থিত বস্তু না পাওয়া যায় অথবা পাওয়া যাইলেও তাহা নষ্ট হয় এই ভয়ে কম্পিত হইতে থাকে ; ইহাও দুঃখ)। তাহার পর সেই (সুখসাধনের জন্য) অপরের উপর অনুগ্রহ করে অথবা উপঘাত অর্থাৎ পীড়া দিয়া থাকে। এইরূপে পরের উপর অনুগ্রহ করিয়া অথবা পীড়া দিয়া ধর্ম্ম অথবা অধর্ম্ম সঞ্চয় করে। আর সেই যে কর্ম্মাশয় তাহা লোভবশতঃ অথবা মোহবশতঃই হইয়া থাকে। এইরূপে ইহা তাপদুঃখ বলিয়া কথিত হয়। আবার, বর্ত্তমানকালীন সুখানুভব নিজ বিনাশকালে নিজ সংস্কার আধান করিয়া থাকে অর্থাৎ সুখ অনুভূত হইয়া গেলে মনের মধ্যে তাহার ছাপ থাকিয়া যায় যাহার ফলে সেই সংস্কার আবার সুখস্মৃতি জন্মায় ; সুখস্মৃতি সুখে অনুরাগ উৎপাদন করে ; সেই সুখানুরাগ শরীর, বাক্ ও মনের চেষ্টা অর্থাৎ ক্রিয়া জন্মায় অর্থাৎ সুখানুরাগ হইলে তাহা পাইবার জন্য জীব কায়িক বাচিক ও মানসিকভাবে ক্রিয়া করিয়া থাকে ; সেই কায়, বাক্ ও মনের চেষ্টা আবার পুণ্য অথবা অপুণ্য কর্ম্মাশয় আধান করে, এবং সেই কর্ম্মাশয় আবার জন্মাদি সম্পাদন করে। ইহাই হইল সুখের সংস্কার দুঃখতা। তাপ এবং মোহেরও সংস্কার এইরূপে সংস্কার দুঃখতায় পরিণত হয় বুঝিতে হইবে।১৪ এইরূপে ইহাই বলা হইল যে বিষয়সুখ মধ্যে তিনকালেই দুঃখ বিজড়িত রহিয়াছে বলিয়া ফলতঃ উহা দুঃখেরই সামিল। ইহা বর্ণনা করিয়া, এক্ষণে তাহা যে স্বরূপতঃও দুঃখ অর্থাৎ বস্তুগত্যা তাহা যে দুঃখস্বরূপ তাহা জানাইবার

চ্চেতি।১৫ গুণাঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি সুখদুঃখমোহাত্মকাঃ পরস্পরবিরুদ্ধস্বভাবা অপি তৈলবর্ত্ত্যগ্নয়ইব দীপং পুরুষভোগপ্রযুক্তত্বেন ত্র্যাত্মকমেকং কার্য্যমারভন্তে।১৬ তত্রৈকস্য প্রাধান্যে দ্বয়োর্গুণভাবাৎ প্রধানমাত্রব্যপদেশেন সাত্ত্বিকং রাজসং তামসমিতি ত্রিগুণমপি কার্য্যমেকেন গুণেন ব্যপদিশতে।১৭ তত্র সুখোপভোগরূপোঽপি প্রত্যয় উদ্ভূতসত্ত্বকার্য্যত্বেঽপ্যনুদ্ভূতরজস্তমঃকার্য্যত্বাৎ ত্রিগুণাত্মকএব। তথাচ সুখাত্মকত্ববৎ দুঃখাত্মকত্বং বিষাদাত্মকত্বঞ্চ তস্য ধ্রুবমিতি দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ। ন চৈতাদৃশোঽপি প্রত্যয়ঃ স্থিরঃ। যস্মাৎ চলঞ্চ গুণবৃত্তমিতি ক্ষিপ্রপরিণামি চিত্তমুক্তম্।১৮ নম্বেকঃ প্রত্যয়ঃ কথং পরস্পরবিরুদ্ধসুখদুঃখমোহত্বান্যেকদা প্রতিপদ্যত ইতি চেৎ, ন, উদ্ভূতানুদ্ভূতয়োর্ব্বিরোধাভাবাৎ। সমবৃত্তিকানামেব হি গুণানাং যুগপদ্বিরোধঃ ন বিষমবৃত্তিকানাম্। যথা ধর্ম্মজ্ঞান-

জন্য বলিতেছেন "গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ"—।১৫ গুণ হইতেছে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ; সেগুলি যথাক্রমে সুখ দুঃখ ও মোহ স্বরূপ এবং সেগুলি পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব; তথাপি (পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব) তৈল, বর্ত্তি (পলিতা) এবং অগ্নি যেমন মিলিত হইয়া দীপকার্য্য করিয়া থাকে অর্থাৎ আলোক সম্পাদন করে সেইরূপ সেই গুণগুলিও পুরুষের ভোগের হেতু প্রযুক্ত হয় বলিয়া অর্থাৎ পুরুষের ভোগ সাধনের জন্য তাহাদের পরিণাম হয় বলিয়া সেগুলি ত্রিগুণাত্মক একটী কার্য্য উৎপাদন করিয়া থাকে।১৬ আর তাহাতে একটী গুণ যদি প্রধান হয় তাহা হইলে অপর দুইটী গুণ তাহার গুণভাবাপন্ন অর্থাৎ অপ্রধান হইয়া থাকে; সুতরাং প্রত্যেক কার্য্যই ত্রিগুণাত্মক হইলেও (সুতরাং তিনটী গুণেরই নামে তাহারা উল্লেখ্য হইলেও) কেবলমাত্র প্রধানের নাম নির্দ্দেশক্রমে অর্থাৎ যে গুণটী প্রধান থাকে সেইটীরই নামানুসারে সাত্ত্বিক, রাজসিক অথবা তামসিক—এইরূপে এক একটী গুণের নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে।১৭ এরূপ হইলে পর সুখোপভোগরূপ যে প্রত্যয় (অনুভব) তাহাতে সত্ত্বগুণের কার্য্য উদ্ভূত অর্থাৎ অভিব্যক্ত হইলেও রজঃ এবং তমোগুণের কার্য্য অনুদ্ভূত থাকে বলিয়া তাহাও ত্রিগুণাত্মকই বটে অর্থাৎ সত্য বটে সুখ সত্ত্বগুণের কার্য্য তাহা হইলেও তাহা গুণেরই কার্য্য বলিয়া অপর দুইটী গুণও তাহাতে প্রচ্ছন্নভাবে বিজড়িত আছে; এ কারণে তাহাও ত্রিগুণাত্মক; সুতরাং উহা ত্রিগুণাত্মক বলিয়া উহাতে যেমন সুখাত্মকতা আছে সেইরূপ উহাতে দুঃখাত্মকতা এবং মোহাত্মকতাও অবশ্যই আছে। এই কারণে বিবেকী ব্যক্তির নিকটে সমস্তই দুঃখস্বরূপ। আর সেই যে সুখপ্রত্যয় তাহা এইরূপ হইলেও অর্থাৎ ফলতঃ দুঃখস্বরূপ হইলেও তাহা যে স্থির অর্থাৎ স্থায়ী তাহাও নহে অর্থাৎ কিছুকাল ধরিয়া যে সেই সুখভোগ করিবে তাহাও হয় না। কারণ "গুণবৃত্ত চঞ্চল"—এইরূপে চিত্তকে ক্ষিপ্রপরিণামী বলা হইয়াছে অর্থাৎ গুণবৃত্ত বলিতে চিত্ত; তাহাকে শাস্ত্রকারগণ দ্রুতপরিণামী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।১৮ আচ্ছা চিত্ত ত এক, তাহা কিরূপে একই সময়ে পরস্পর বিরুদ্ধ সুখ-দুখ মোহত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে? এরূপ শঙ্কা করা উচিত নহে; কারণ উদ্‌ভূত ও অনুদ্‌ভূতের মধ্যে অর্থাৎ অভিব্যক্ত ও অনভিব্যক্তের মধ্যে বিরোধ হইতে পারে না। যেহেতু সমবৃত্তিক গুণগণেরই এককালীনতায় বিরোধ হয়, কিন্তু বিষমবৃত্তিকের বিরোধ নাই; অর্থাৎ সত্ত্বাদিগুণ যদি একই সময়ে বৃত্তিলাভ করে, সকলেই প্রধান ভাবে স্ব-স্ব কার্য্য প্রকাশ করিতে থাকে তবেই তাহাদের বিরোধ

বৈরাগৈ্যশ্বর্য্যাণি লব্ধবৃত্তিকানি লব্ধবৃত্তিকৈরেবাধর্ম্মাজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈশ্বর্য্যৈঃ সহ বিরুদ্ধ্যন্তে ন তু স্বরূপসদ্ভিঃ। প্রধানস্য প্রধানেন সহ বিরোধো ন তু দুর্ব্বলেনেতি হি ন্যায়ঃ। এবং সত্ত্বরজস্তমাংস্যপি পরস্পরং প্রাধান্যমাত্রং যুগপন্ন সহন্তে ন তু সদ্ভাবমপি।১৯ এতেন পরিণামতাপসংস্কারদুঃখেষ্বপি রাগদ্বেষমোহানাং যুগপৎ সদ্ভাবো ব্যাখ্যাতঃ, প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদাররূপেণ ক্লেশানাং চতুরবস্থত্বাৎ।২০ তথাহি "অবিদ্যা-স্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ।"২১ "অবিদ্যা ক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রসুপ্ততনু-বিচ্ছিন্নোদারাণাম্।"২২ "অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা।"২৩

হয়, তাহা না হইলে যদি তাহারা বিষমবৃত্তি থাকে—একটী প্রধান ও অপর দুইটী অপ্রধান হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাতে তাহাদের বিরোধ হয়না। যেমন ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য বৃত্তিলাভ করিলে অর্থাৎ অভিব্যক্ত হইলে লব্ধবৃত্তিক অর্থাৎ অভিব্যক্ত অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্যেরই সহিত তাহাদের বিরোধ হয় কিন্তু স্বরূপসৎ অর্থাৎ কেবল যাহাদের সত্তা অনভিব্যক্ত কার্য্যাসাধকরূপে বিদ্যমান থাকে তাদৃশ অধর্ম্মাদির সহিত বিরোধ হয় না। কারণ প্রধানের সহিতই প্রধানের বিরোধ হয় কিন্তু অপ্রধানের সহিত প্রধানের বিরোধ হয় না, ইহাই নিয়ম। এইরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—ইহারাও যুগপৎ অর্থাৎ একই সময়ে কেবলমাত্র পরস্পরের প্রাধান্য সহিতে পারে না অর্থাৎ একই আধারে একই সময়ে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ তিনটীই প্রধান হইয়া অভিব্যক্ত হইতে পারে না; কিন্তু তাই বলিয়া যে তাহারা পরস্পরের সত্তাও সহিতে পারে না অর্থাৎ তাহাদের একের সত্তার সহিত যে অপরের সত্তার বিরোধ হইবে এরূপ নহে।১৯ ইহার দ্বারা ইহাও ব্যাখ্যাত হইল যে পরিণামদুঃখ, তাপদুঃখ এবং সংস্কারদুঃখের মধ্যেও রাগ, দ্বেষ ও মোহ যুগপৎ থাকিতে পারে; কারণ ক্লেশ সকল প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন ও উদার এই চারিটী অবস্থায় বিভক্ত।২০ [**তাৎপর্য্য** এই যে, একই ব্যক্তির চিত্তে একই সময়ে দুইটী বিরোধী গুণ যে একেবারেই থাকিতে পারে না তাহা নহে; কেন না দেখিতে পাওয়া যায় কোন ব্যক্তি যখন স্নেহাধিক্যহেতু পুত্রকন্যাকে আদর করিতে মস্‌গুল্‌ থাকে তখন তাহার চিত্তে তাহার শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ এবং ক্রোধ যে থাকে না তাহা নহে,—তবে তাহা পরিস্ফুট না হউক, প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান থাকে। চিত্তমধ্যে গুণসকল বীজে বৃক্ষজননী শক্তির ন্যায় শক্তিরূপে যে প্রলীন থাকে তাহাকে প্রসুপ্তাবস্থা, প্রসংখ্যান (ধ্যান) বলে গুণ সকল দগ্ধবীজের ন্যায় সংস্কারমাত্রাবশিষ্ট হইয়া স্বকার্য্য জন্মাইতে অসমর্থ হইয়া থাকিলে তাহাকে তাহার তনু-অবস্থা, একটী গুণ অভিব্যক্ত এবং অন্যটী অনভিব্যক্ত, অপ্রকাশ থাকিলে তখন তাহার বিচ্ছিন্ন অবস্থা এবং স্ফুটভাবে অভিব্যক্ত হইয়া স্বকার্য্য সম্পাদন করিতে থাকিলে তখন তাহার উদার অবস্থা—এইরূপে গুণ সকলের চারিটী অবস্থা রহিয়াছে।] ২০ এ সম্বন্ধে পাতঞ্জল দর্শনে যে সমস্ত সূত্র আছে সেইগুলি এইরূপ যথা,—"অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—এই **পাঁচ প্রকার ক্লেশ** হইতেছে।" (ইহারা কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের প্রবর্ত্তক হইয়া পুরুষকে ক্লিষ্ট অর্থাৎ দুঃখপাতিত করে এই জন্য ইহাদের ক্লেশ বলা হয়।)।২১ "অবিদ্যা পরবর্ত্তী চারিটীর অর্থাৎ অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশের ক্ষেত্র অর্থাৎ প্রসবভূমি। সেই যে অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—তাহারা প্রত্যেকে প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন ও

"দৃগ্‌দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতেবাস্মিতা।"২৪ "সুখানুশয়ী রাগঃ।"২৫ "দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ।"২৬ "স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ।"২৭ "তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সূক্ষ্মাঃ।"২৮ "ধ্যানহেয়াস্তদ্বৃত্তয়ঃ।"২৯ "ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ।"৩০ "সতি মূলে

উদার এই চারি অবস্থায় বিভক্ত"।২২ "অনিত্য, অশুচি, দুঃখ এবং অনাত্মায় যথাক্রমে নিত্য, শুচি, সুখ ও আত্মা বলিয়া যে প্রতীতি তাহার নাম **অবিদ্যা**।" অর্থাৎ অনিত্য বস্তুতে যে নিত্যতাজ্ঞান, অশুচিতে যে শুচিতাজ্ঞান, দুঃখে যে সুখ জ্ঞান এবং অনাত্মায় যে আত্মজ্ঞান তাহার নাম অবিদ্যা।২৩ "দৃক্‌শক্তি পুরুষ এবং দর্শনশক্তি বুদ্ধি ইহাদের যে একাত্মতাবৎ প্রতীতি অর্থাৎ তাহারা উভয়ে ভিন্ন হইলেও যেন অভিন্ন এই প্রকার যে বোধ তাহাই **অস্মিতা**"।২৪ "সুখানুভববশতঃ তজ্জাতীয় অন্য সুখের উপর অথবা সুখসাধনের উপর যে তৃষ্ণা তাহার নাম **রাগ**"।২৫ "দুঃখানুভবের স্মৃতিহেতু দুঃখে অথবা দুঃখ সাধনে যে ক্রোধ তাহাই **দ্বেষ**"।২৬ "বিদ্বান্‌ই হউক অথবা মূর্খই হউক জীবমাত্রের মধ্যে যে রূঢ় অর্থাৎ বদ্ধমূল মরণভয় তাহার নাম **অভিনিবেশ**। তাহা স্বরসবাহী—অর্থাৎ পূর্ব্বকালীন বহু জন্ম ধরিয়া যে অসংখ্যবার মরণ যাতনা অনুভব করা হইয়াছে তাহার নাম স্বরস; সেই স্বরস নিবন্ধনই জীবের উক্ত মরণভয়রূপ অভিনিবেশ হইয়া থাকে"।২৭ "সেই অবিদ্যাদি ক্লেশ পঞ্চক সংস্কাররূপ সূক্ষ্ম হইলে প্রতিপ্রসবের দ্বারা অর্থাৎ প্রতিকূল পরিণামের দ্বারা অর্থাৎ চিত্তরূপ ধর্ম্মীর নাশের দ্বারা হেয় অর্থাৎ পরিত্যাজ্য। **তাৎপর্য্য**—[অবিদ্যাদি পাঁচ প্রকার ক্লেশ স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুইভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে স্থূল ক্লেশগুলি মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষার ভাবনা দ্বারা দূরীকৃত হয় আর সংস্কারভাবাপন্ন সূক্ষ্ম ক্লেশগুলি বিবেকখ্যাতি অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব বোধের দ্বারা নাশিত হয়। কারণ উক্ত ক্লেশগুলি চিত্তকে আশ্রয় করিয়া থাকে; আর বিবেকখ্যাতিবলে চিত্তরূপ ধর্ম্মীর নাশ হইলে অবিদ্যাদি ধর্ম্মেরও বিনাশ হইয়া থাকে। চিত্ত কৃতকৃত্য হইয়া স্বপ্রকৃতি অস্মিতায় যে লীন হয় ইহাকেই সূত্রে প্রতিপ্রসব বলা হইয়াছে।]২৮ "তদ্‌বৃত্তি সকল অর্থাৎ অবিদ্যাদি ক্লেশপঞ্চকের সুখ-দুঃখ মোহাদি স্বরূপ যে স্থূলাবস্থা (সেগুলি মৈত্রী মুদিতাদিভাবনা রূপ ক্রিয়াযোগপ্রভাবে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম হইয়া যাইলে) ধ্যানের দ্বারা (তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হয়) যতক্ষণ না তাহা দগ্ধবীজের ন্যায় সূক্ষ্মাবস্থায় পরিণত হয়। এ সম্বন্ধে যোগদর্শন ভাষ্যাদির মধ্যে একটী উদাহরণ উপন্যস্ত হইয়াছে যথা —অত্যন্ত মলিন বস্ত্রের স্থূল মল যেমন জলধৌত করিয়া নষ্ট করা হয়, পরে তাহা অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম হইলে ক্ষারাদি দিয়া ক্ষালিত হয় আর বস্ত্র মধ্যে যে মলবাসনা অর্থাৎ মলিনতার সংস্কার থাকে তাহা বস্ত্রনাশ হইলে পর তবেই বিনষ্ট হয় সেইরূপ ক্রিয়াযোগ প্রভাবে চিত্তের অতিশয় নিবিড় অবিদ্যাদি ক্লেশ বিরল হইয়া যায়; বিরল ক্লেশগুলি ধ্যানবলে সূক্ষ্ম হইয়া যায় এবং সূক্ষ্ম ক্লেশগুলি চিত্তের নাশ হইলে পর নষ্ট হইয়া থাকে।]২৯ "কর্ম্মাশয় অর্থাৎ কর্ম্ম জন্য ধর্ম্মাধর্ম্ম নামক সংস্কারবিশেষ অবিদ্যাদি ক্লেশমূলক অর্থাৎ অবিদ্যাদি ক্লেশ থাকিলেই উহারা ফল প্রদান করিয়া থাকে। তাহা অর্থাৎ সেই কর্ম্মাশয় আবার দৃষ্টজন্মবেদনীয় অথবা অদৃষ্ট-জন্মবেদনীয়"। [ইহার **তাৎপর্য্য** এই যে, জীব যে সমস্ত কর্ম্ম করে চিত্ত মধ্যে তাহার সংস্কার বা ছাপ থাকিয়া যায়; ইহাকেই কর্ম্মাশয় বলা হয়। সুতরাং কাম, লোভ, মোহ ও ক্রোধ হইতে পুণ্য অথবা অপুণ্য কর্ম্মাশয় সঞ্চিত হয়। তাহার ফল

তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ।" (পাঃ দঃ ২।৩—১৩) ইতি পাতঞ্জলানি সূত্রাণি। ৩১ তত্রাতস্মিংস্তদ্বুদ্ধির্বিপর্য্যয়ো মোহোঽজ্ঞানমবিদ্যেতি পর্য্যায়াঃ।৩২ তস্যা বিশেষঃ সংসারনিদানম্।৩৩ তত্রানিত্যে নিত্যবুদ্ধির্যথা—ধ্রুবা পৃথিবী, ধ্রুবা সচন্দ্রতারকা দ্যৌঃ, অমৃতা দিবৌকস ইতি।৩৪ অশুচৌ পরমবীভৎসে কায়ে শুচিবুদ্ধির্যথা—নবেব শশাঙ্কলেখা কমনীয়েয়ং কন্যা মধ্বমৃতাবয়বনির্ম্মিতেব চন্দ্রং ভিত্ত্বা নিঃসৃতেব জ্ঞায়তে নীলোৎপল-পত্রায়তাক্ষী হাবগর্ভাভ্যাং লোচনাভ্যাং জীবলোকমাশ্বাসয়তীবেতি কস্য কেন সম্বন্ধঃ।
"স্থানাদ্বীজাদুপষ্টম্ভান্নিষ্যন্দান্নিধনাদপি। কায়মাধেয়শৌচত্বাৎ পণ্ডিতা হ্যশুচিং বিদুঃ॥"

ইহজন্মে—যে জন্মে তাদৃশ কর্ম্মাশয় সঞ্চিত হইয়াছে সেই জন্মেই হইতে পারে,—তাহা যদি হয় তবে তাহাকে দৃষ্টজন্মবেদনীয় বলা হয়; অথবা তাহা অন্য জন্মেও হইতে পারে,—তাহা হইলে তাহাকে অদৃষ্টজন্মবেদনীয় বলা হয়। ইহার উদাহরণ স্বরূপ ভাষ্যকার বলিয়াছেন পুণ্য কর্ম্মাশয় অতি উগ্র অর্থাৎ অত্যধিক ছিল বলিয়া বালক নন্দীশ্বর মনুষ্য হইলেও সেই শরীরেই দেবত্বপ্রাপ্ত হইয়া শিব-পারিষদ হইয়া গিয়াছিলেন। আবার অপুণ্য (পাপ) কর্ম্মাশয়ের অতি উৎকটতাহেতু নহুষ রাজা দেবেন্দ্র হইয়াও সঙ্গে সঙ্গেই তির্য্যগ্‌যোনিতে পরিণত হইয়া ছিল; এই জন্যে কথিত আছে—"অত্যুৎকটঃ পাপপুণ্যৈরিহৈব ফল মশ্নুতে।" এই স্থলে ইহাও জ্ঞাতব্য যে যাহারা নারকী তাহাদের দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ম্মাশয় হইতে পারে না, কারণ সেই মহানরকযন্ত্রনা ভোগের জন্য তদুপযুক্ত ভোগ-শরীর আবশ্যক, যাহা সে জন্মে সম্ভব নহে। আবার যাঁহারা ক্ষীণক্লেশ অতিপুণ্যাত্মা তাঁহাদের অ-দৃষ্ট জন্মবেদনীয় কর্ম্মাশয় নাই অর্থাৎ তাঁহারা ইহজন্মেই পুণ্যফল লাভ করিয়া থাকেন। আর যাহারা নারকীও নয় অথবা পুণ্যাত্মাও নহে, তাহাদের কর্ম্মাশয় দৃষ্টজন্মবেদনীয় অথবা অ-দৃষ্টজন্মবেদনীয়, দুই রকমই হইতে পারে।]৩০ "ক্লেশরূপ মূল বর্ত্তমান থাকিলে সেই সমস্ত কর্ম্মের বিপাক অর্থাৎ ফলনিষ্পত্তি হইয়া থাকে; আর সেই কর্ম্মবিপাক জাতি (জন্ম), আয়ুঃ এবং ভোগ এই তিন ভাগে বিভক্ত।" অর্থাৎ কর্ম্মের বিপাকবশতঃই উত্তমাধম যোনিতে (মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষাদিযোনিতে এবং মনুষ্যের মধ্যেও আবার ব্রাহ্মণাদি জাতিতে) জন্ম, অল্প অথবা দীর্ঘকালস্থায়ী জীবন রূপ আয়ুঃ এবং উৎকৃষ্ট অথবা অপকৃষ্ট ভোগ হইয়া থাকে।৩১ (এক্ষণে টীকাকার স্বয়ং উক্ত বিষয়গুলির ব্যাখ্যা করিতে-ছেন—) যাহা যেরূপ নহে তাহাতে সেইরূপ জ্ঞান বিপর্য্যয়,—বিপর্য্যয় মিথ্যাজ্ঞান ও অবিদ্যা এই গুলি পর্য্যায় অর্থাৎ একার্থবাচক শব্দ।৩২ সেই মিথ্যাজ্ঞানই অশেষ সংসারের নিদান অর্থাৎ আদি কারণ হইতেছে।৩৩ তন্মধ্যে অনিত্য বস্তুতে নিত্যতাজ্ঞান যথা,—পৃথিবী ধ্রুব, চন্দ্রতারকাসমন্বিত দ্যুলোক অর্থাৎ আকাশ অথবা স্বর্গলোক ধ্রুব, স্বর্গবাসিগণ অমর ইত্যাদি প্রকার।৩৪ অশুচি (অপবিত্র) পরম বীভৎস অতিশয় ঘৃণিত যে শরীর তাহাতে শুচিতাজ্ঞান যথা—এই কন্যা অভিনব চন্দ্রলেখার ন্যায় কমনীয়া, ইহার অবয়বগুলি যেন মধু অথবা অমৃতের দ্বারা নির্ম্মিত; যেন এ চন্দ্রমণ্ডলভেদ করিয়া নির্গত হইয়া আসিয়াছে; নীল কমল পত্রের ন্যায় বিশালনয়না এই কন্যা হাবভাবযুক্ত লোচনদ্বয়ে যেন জীব জগৎকে আশ্বস্ত করিতেছে—এই প্রকারে অশুচিতে শুচিতাজ্ঞান হইয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু কাহার সহিত কাহার সম্বন্ধ? শরীরের অপবিত্রতা সম্বন্ধে ব্যাসদেবের একটী শ্লোক আছে যথা—

ইতি চ বৈয়াসিকঃ শ্লোকঃ।৩৫ এতেনাপুণ্যে পুণ্যপ্রত্যয়োঽনর্থে চার্থপ্রত্যয়ো ব্যাখ্যাতঃ।৩৬ দুঃখে সুখখ্যাতিরুদাহৃতা "পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ" ইতি।৩৭ অনাত্মন্যাত্মখ্যাতিঃ যথা,— শরীরে মনুষ্যোঽহমিত্যাদিঃ। ইয়ঞ্চাবিদ্যা সর্ব্বক্লেশমূলভূতা তম ইত্যুচ্যতে।৩৮ বুদ্ধিপুরুষয়োরভেদাভিমানোঽস্মিতা মোহঃ।৩৯ সাধনরহিতস্যাপি সর্ব্বং সুখজাতীয়ং মে ভূয়াদিতিবিপর্য্যয়বিশেষো রাগঃ। স এব মহামোহঃ।৪০ দুঃখসাধনে বিদ্যমানেঽপি কিমপি দুঃখং মে মাভূদিতি বিপর্য্যয়বিশেষো দ্বেষঃ। স তামিস্রঃ।৪১ আয়ুরভাবেঽপ্যোতৈঃ শরীরেন্দ্রিয়াদিভিরনিত্যৈরপি বিয়োগো মে মা ভূদিত্যাবিদ্বদঙ্গনাবালং স্বাভাবিকঃ সর্ব্বপ্রাণিসাধারণো মরণত্রাসরূপো বিপর্য্যয়বিশেষোঽভিনিবেশঃ। সোঽন্ধতামিস্রঃ।৪২ তদুক্তং পুরাণে,— "তমো মোহো মহামোহস্তামিস্রো হ্যন্ধসংজ্ঞিতঃ। অবিদ্যা পঞ্চপর্ব্বৈষা প্রাদুর্ভূতা

বিন্মূত্রসমাকুল মাতৃজঠর হইতেছে শরীরের আদি স্থান—এই স্থানাশুচিতা নিবন্ধন, শুক্রশোণিতরূপ অপবিত্র বস্তু হইতেছে শরীরের বীজ,—এই বীজের অশুচিতাহেতু, শরীরের সমস্ত দ্বার দিয়া যে মলস্রাব হয় তাহাই নিস্যন্দ—এই নিস্যন্দ হেতু, অন্নের পরিণাম যে শ্লেষ্মাদি তাহাই উপষ্টম্ভ,—এই উপষ্টম্ভহেতু, নিধনহেতু এবং স্নানানুলেপনাদির দ্বারা শরীরের পবিত্রতা আধান করিতে হয় · এইরূপ আধেয়শৌচতাহেতু জ্ঞানিগণ শরীরকে অশুচি বলিয়া থাকেন।৩৫ অপুণ্য বস্তুতে পুণ্য বলিয়া যে প্রতীতি এবং অনর্থে যে অর্থবোধ তাহাও ইহার দ্বারাই ব্যাখ্যাত হইল অর্থাৎ অশুচি বস্তুতে যেমন শুচিভ্রম হয় সেইরূপ অপুণ্য বস্তুকেও পুণ্য বলিয়া প্রতীতি হয় এবং অনর্থকেও অর্থ বলিয়া বোধ হয়।৩৬ "পরিণামতাপসংস্কার দুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ" এই সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দুঃখে যে সুখবোধ হয় তাহার উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে।৩৭ 'আমি মনুষ্য হইতেছি' ইত্যাদিরূপে শরীরের উপর যে অহংত্ববোধ তাহাই অনাত্মায় আত্মপ্রতীতির উদাহরণ। এই অবিদ্যা সমস্ত ক্লেশের মূলীভূত এই জন্য ইহাকে '**তমঃ**' বলা হয়।৩৮ বুদ্ধি এবং পুরুষের যে অভেদাভিমানরূপ অস্মিতা তাহাকে **মোহ** বলা হয়।৩৯ সাধন রহিত হইলেও অর্থাৎ যাহা হইতে সুখ জন্মিতে পারে তাদৃশ উপকরণ না থাকিলেও লোকের 'আমার যেন সমস্তই সুখ জাতীয় (সুখ স্বরূপ) হয়' এই প্রকার যে বিপর্য্যয় (মিথ্যাজ্ঞান) বিশেষ হয় তাহার নাম রাগ; তাহাকেই **মহামোহ** বলা হয়।৪০ দুঃখ সাধন অর্থাৎ যাহা হইতে দুঃখ উৎপন্ন হয় তাদৃশ বিষয় বিদ্যমান থাকিলেও আমার যেন কোন রকম দুঃখ না হয়' এই প্রকার যে বিপর্য্যয়বিশেষ তাহার নাম দ্বেষ; তাহাকে **তামিস্র** বলা হয়।৪১ আয়ুঃ না থাকিলেও এবং এই শরীর ইন্দ্রিয় প্রভৃতি অনিত্য হইলেও 'ইহাদের সহিত আমার যেন বিয়োগ অর্থাৎ বিচ্ছেদ না হয়'—এই প্রকারের যে মরণত্রাসরূপ বিপর্য্যয়বিশেষ,- যাহা বিদ্বান্ হইতে আরম্ভ করিয়া স্ত্রীলোক ও বালক পর্য্যন্ত সমস্ত জীবের পক্ষে সাধারণ অর্থাৎ সমানভাবে বিদ্যমান তাহার নাম অভিনিবেশ; ইহাই **অন্ধতামিস্র** নামে কথিত হয়।৪২ পুরাণে ইহা কথিত আছে যথা—"তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র এবং অন্ধনামক তামিস্র

মহাত্মনঃ॥"৪২ ইতি। এতে চ ক্লেশাশ্চতুরবস্থা ভবন্তি। তত্রাসতোঽনুৎপত্তের-নভিব্যক্তরূপেণাবস্থানং প্রসুপ্তাবস্থা।৪৪ অভিব্যক্তস্যাপি সহকার্য্যলাভাৎ কার্য্যা-জনকত্বং তন্বস্থা।৪৫ অভিব্যক্তস্যাপি জনিতকার্য্যস্য কেনচিদ্বলবতাভিভবো বিচ্ছেদা-বস্থা।৪৬ অভিব্যক্তস্য প্রাপ্তসহকারিসম্পত্তেরপ্রতিবন্ধেন স্বকার্য্যকরত্বমুদারাবস্থা।৪৭ এতাদৃগবস্থাচতুষ্টয়বিশিষ্টানামস্মিতাদীনাং চতুর্ণাং বিপর্য্যয়রূপাণাং ক্লেশানামবিদ্যৈব সামান্যরূপা ক্ষেত্রং প্রসবভূমিঃ, সর্ব্বেষামপি বিপর্য্যয়রূপত্বস্য দর্শিতত্বাৎ। তেনাবিদ্যা-নিবৃত্ত্যৈব ক্লেশানাং নিবৃত্তিরিত্যর্থঃ।৪৮ তে চ ক্লেশাঃ প্রসুপ্তা যথা প্রকৃতিলীনানাং তনবঃ, প্রতিপক্ষভাবনয়া তনূকৃতা, যথা যোগিনাং। তে উভয়েঽপি সূক্ষ্মাঃ প্রতিপ্রসবেন মনো-নিরোধেনৈব নির্বীজসমাধিনা হেয়াঃ।৪৯ যে তু সূক্ষ্মবৃত্তয়স্তৎকার্য্যভূতাঃ স্থূলা বিচ্ছিন্না উদারাশ্চ, বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্য তেন তেনাত্মনা পুনঃ প্রাদুর্ভবন্তীতি। বিচ্ছিন্নাঃ, যথা রাগকালে

অর্থাৎ অন্ধতামিস্র—এই পঞ্চপর্ব্বা অবিদ্যা মহান্ আত্মা (বিষ্ণু) হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে"।৪৩ এই ক্লেশগুলির আবার চতুরবস্থ অর্থাৎ ইহাদের প্রত্যেকের চারিটী করিয়া অবস্থা রহিয়াছে। তন্মধ্যে, অসতের উৎপত্তি হইতে পারে না বলিয়া অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে ঐ ক্লেশগুলি অনভিব্যক্তরূপে বিদ্যমান থাকে। উহাদের ঐ যে অনভিব্যক্তরূপে অবস্থিতি তাহাকে **সুপ্ত অবস্থা** বলা হয়।৪৪ অভিব্যক্ত হইলেও সহকারী না থাকায় তাহার যে কার্য্যজনকতা থাকে না তাহা তাহার **তনু-অবস্থা** নামে অভিহিত হয়।৪৫ যাহা অভিব্যক্ত তাহা কার্য্য জন্মাইলেও অন্য কোন বলবান্ গুণের দ্বারা তাহার যে অভিভব অর্থাৎ আবৃততা তাহার নাম **বিচ্ছেদাবস্থা**।৪৬ আর যাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে,—যাহা সহকারিরূপ সম্পত্তি (সহায়) পাইয়াছে তাহার যে বিনা বাধায় কার্য্যজনকতা তাহা **উদার অবস্থা** নামে কথিত হয়।৪৭ এইরূপ অবস্থাচতুষ্টয়বিশিষ্ট অস্মিতাদি নামক যে অন্য চারিটী বিপর্য্যয়রূপ ক্লেশ আছে—অবিদ্যাই সামান্যভাবে অর্থাৎ সাধারণভাবে তাহাদের ক্ষেত্র অর্থাৎ প্রসবভূমি বা কারণ। যেহেতু উহারা সকলেই যে বিপর্য্যয়স্বরূপ তাহা দেখান হইয়াছে (অর্থাৎ ঐগুলি বিপর্য্যয়স্বরূপ বলিয়া সর্ব্বপ্রকার বিপর্য্যয়ের মূলীভূত অবিদ্যাই উহাদের কারণ।) সুতরাং **অবিদ্যার নিবৃত্তিই উক্ত ক্লেশগুলির নিবৃত্তি,** ইহাই ফলিতার্থ।৪৮ ঐ ক্লেশগুলির **প্রসুপ্ত** অবস্থা প্রকৃতিলীন জীবগণের মধ্যে বিদ্যমান (অর্থাৎ যাঁহারা অব্যক্ত, মহৎ, অহঙ্কার অথবা পঞ্চ তন্মাত্ররূপ প্রকৃতিতে আত্মত্ব ভাবনাবলে লীন হইয়াছেন তাঁহাদের **প্রকৃতিলয়** বলা হয়; তাঁহাদের চিত্তে কেবল সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট থাকে; তাঁহাদের চিত্তে উক্ত ক্লেশসকল প্রসুপ্তভাবে শক্তিরূপে অবস্থান করে এবং কালে তাহাদের পুনঃ প্রকাশেরও সম্ভাবনা আছে)। যে সকল ক্লেশ প্রতিপক্ষভাবনানিবন্ধন অর্থাৎ মৈত্রীমুদিতা প্রভৃতি চিন্তার দ্বারা সূক্ষ্ম হইয়া যায় তাহাদের **তনু** বলা হয়; যেমন যোগিগণের ক্লেশ। এই উভয় প্রকার ক্লেশই সূক্ষ্ম—অর্থাৎ প্রসুপ্তাবস্থ এবং তন্বস্থ উভয়প্রকার ক্লেশই সূক্ষ্ম; এবং তাহাদিগকে প্রতিপ্রসব হইলে অর্থাৎ মনের (চিত্তের) নিরোধ হইলে তবেই নির্বীজ সমাধির দ্বারা পরিত্যাগ করা যায়।৪৯ আর যেগুলি সূক্ষ্ম ক্লেশেরই অভিব্যক্ত অবস্থা অর্থাৎ তাহারই কার্য্যস্বরূপ সেইগুলি স্থূল; তাহাদিগকে **বিচ্ছিন্ন ও উদার**

ক্রোধো বিদ্যমানোঽপি ন প্রাদুর্ভূত ইতি বিচ্ছিন্ন উচ্যতে—। এবমেকস্যাং স্ত্রিয়াং চৈত্রো রক্ত ইতি নান্যাসু বিরক্তঃ কিন্ত্বেকস্যাং রাগো লব্ধবৃত্তিরন্যাসু চ ভবিষ্যদ্বৃত্তিরিতি স তদা বিচ্ছিন্ন উচ্যতে। যে যদা বিষয়েষু লব্ধবৃত্তয়স্তে তদা সর্ব্বাত্মনা প্রাদুর্ভূতা উদারা উচ্যন্তে। তে উভয়েঽপ্যতিস্থূলত্বাৎ শুদ্ধসত্ত্বময়েন (ভবেন) ভগবদ্ধ্যানেন হেয়াঃ ন মনোনিরোধমপেক্ষন্তে। নিরোধহেয়াস্তু সূক্ষ্মা এব।৫০ তথাচ পরিণামতাপসংস্কারদুঃখেষু প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নরূপেণ সর্ব্বে ক্লেশাঃ সর্ব্বদা সন্তি। উদারতা তু কদাচিৎ কস্যচিদিতি বিশেষঃ।৫১ এতে চ বাধনালক্ষণং দুঃখমুপজনয়ন্তঃ ক্লেশশব্দবাচ্যা ভবন্তি। যতঃ কর্ম্মাশয়ো ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যঃ ক্লেশমূলক এব সতি চ মূলভূতে ক্লেশে তস্য কর্ম্মাশয়স্য বিপাকঃ ফলং জন্মায়ুর্ভোগশ্চেতি।৫২ স চ কর্ম্মাশয় ইহ পরত্র চ স্ববিপাকারম্ভকত্বেন দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ। এবং ক্লেশসন্ততির্ঘটীযন্ত্রবদনিশমাবর্ত্ততে।৫৩ অতঃ সমীচীনমুক্তম্

বলা হয়। তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন বলা হয়, কারণ, তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া সেই সেই অবস্থায় পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভূত হয়। যেমন রাগকালে অর্থাৎ অনুরাগের সময় ক্রোধ অন্তরে বিদ্যমান থাকিলেও তাহা প্রাদুর্ভূত (প্রকাশিত) হয় না; এইজন্য তাহাকে **বিচ্ছিন্ন বলা হয়**। এইরূপ চৈত্রনামক ব্যক্তি একটী স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হইয়াছে বটে কিন্তু তাই বলিয়া যে সে তৎকালে অন্য স্ত্রীর প্রতি বিরক্ত তাহা নহে; কিন্তু তখন একটী স্ত্রীতে তাহার অনুরাগ বৃত্তিলাভ করিয়াছে অর্থাৎ প্রকট হইয়াছে এইমাত্র; আর অন্য স্ত্রীগুলিতে অনুরাগ পরে বৃত্তি লাভ করিবে অর্থাৎ পরে প্রকাশিত হইবে;—এইজন্য অন্য স্ত্রীর প্রতি তাহার সেই অনুরাগকে তৎকালে বিচ্ছিন্ন বলা হয়। আর যেগুলি যখন বিষয়েতে লব্ধবৃত্তি অর্থাৎ অভিব্যক্ত হইয়াছে সেইগুলি তখন সকল রকমে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে; এই কারণে তাহদিগকে **উদার বলা হয়**। অতএব বিচ্ছিন্ন এবং উদার এই দুইপ্রকার ক্লেশই অত্যন্ত **স্থূল** বলিয়া তাহাদিগকে শুদ্ধসত্ত্বসমুৎপন্ন যে ঈশ্বরধ্যান তাহার দ্বারাই পরিত্যাগ করিতে হয়,—তাহার পরিত্যাগের জন্য আর চিত্তের নিরোধের অপেক্ষা নাই। কিন্তু যেগুলি সূক্ষ্ম সেইগুলিকেই চিত্তনিরোধের দ্বারা পরিত্যাগ করিতে হয়।৫০ সুতরাং পরিণাম, তাপ এবং সংস্কাররূপ দুঃখের মধ্যে সকল ক্লেশগুলিই সর্ব্বদাই প্রসুপ্ত, তনু এবং বিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান থাকে। তবে কোন সময়ে হয়ত কোন একটী ক্লেশ উদারতা লাভ করে অর্থাৎ কার্য্যরূপে স্থূলভাবে প্রকাশ পায়।৫১ আর ইহারা বাধনারূপ দুঃখ অর্থাৎ অন্তঃকরণের প্রতিকূল বেদনীয়তা, অন্তঃকরণ যাহা চায় না তাদৃশ অনুভব জন্মায় বলিয়া ইহাদের ক্লেশনামে অভিহিত করা হয়। কারণ ধর্ম্মাধর্ম্মনামক যে কর্ম্মাশয় তাহা কেবল ক্লেশমূলক অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মাশয়ের মূলে এই ক্লেশ বিদ্যমান থাকে। আর এই মূলভূত ক্লেশ যদি বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে সেই কর্ম্মাশয়ের বিপাক অর্থাৎ ফল হয়; আর সেই ফল হইতেছে জন্ম, আয়ুঃ ও ভোগস্বরূপ অর্থাৎ কর্ম্মাশয়ের বিপাকে জীবের জন্ম, আয়ুঃ ও ভোগরূপ ফল নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।৫২ সেই কর্ম্মাশয় আবার ইহজন্মে অথবা পরজন্মে নিজ বিপাক জন্মাইয়া থাকে; এই কারণে তাহা **দৃষ্টজন্মবেদনীয়** অথবা **অ-দৃষ্টজন্মবেদনীয়**। এইরূপে এই ক্লেশসন্তান অর্থাৎ ক্লেশধারা বা ক্লেশপ্রবাহ ঘটী যন্ত্রের ন্যায় নিয়তই ঘুরিতেছে।৫৩ এই সমস্ত কারণে ভগবান্ যে

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে আদ্যন্তবন্তইতি। দুঃখযোনিত্বং পরিণামাদিভির্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ; আদ্যন্তবত্ত্বং গুণবৃত্তস্য চলত্বাদিতি যোগমতে ব্যাখ্যা।৫৪ ঔপনিষদানান্ত অনাদিভাবরূপমজ্ঞানমবিদ্যা। অহঙ্কারধর্ম্ম্যধ্যাসো হ্যস্মিতা। রাগদ্বেষাভিনিবেশাস্তদ্বৃত্তিবিশেষাঃ ইত্যবিদ্যামূলত্বাৎ সর্ব্বেঽপ্যবিদ্যাত্মকত্বেন মিথ্যাভূতা রজ্জুভুজঙ্গাধ্যাসবৎ মিথ্যা(ভূত)ত্বেঽপি দুঃখযোনয়ঃ স্বপ্নাদিবৎ দৃষ্টিসৃষ্টিমাত্রত্বেনাদ্যন্তবন্তশ্চেতি "বুধো"ঽধিষ্ঠানসাক্ষাৎকারেণ নিবৃত্তভ্রম"স্তেষু ন রমতে" মৃগতৃষ্ণিকাস্বরূপজ্ঞানবানিব তত্রোদকার্থী ন প্রবর্ত্ততে। ন সংসারে সুখস্য গন্ধমাত্রমপ্যস্তীতি বুদ্ধা ততঃ সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি নিবর্ত্তয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৫৫—২২ ॥

বলিয়াছেন—"যে সকল ভাব সংস্পর্শজন্য সে গুলি কেবল দুঃখেরই আকর এবং তাহারা আদি ও অন্তবিশিষ্ট"—ইহা সমীচীনই হইয়াছে। উহারা পরিণামাদি নিবন্ধন এবং গুণবৃত্তির বিরোধ হেতু দুঃখের যোনি; আর উহারা যে আদি ও অন্তবিশিষ্ট, ইহার কারণ এই যে গুণবৃত্ত অর্থাৎ ত্রিগুণ এবং ত্রিগুণের কার্য্য অতি চঞ্চল—এইরূপে যোগমতানুসারে এই শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করা হইল।৫৪ ঔপনিষদ অর্থাৎ বৈদান্তিকগণের মতে অনাদি ভাবস্বরূপ যে অজ্ঞান তাহাই অবিদ্যা। অহঙ্কার এবং ধর্ম্মীর অর্থাৎ চৈতন্যের যে অধ্যাস তাহাই অস্মিতা। রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—ইহারা তাহারই অর্থাৎ অবিদ্যারই বৃত্তি বিশেষ। এইরূপে অবিদ্যামূলকত্ব নিবন্ধন সমস্ত বস্তুই অবিদ্যাত্মক বলিয়া মিথ্যা। আর রজ্জুতে সর্পের অধ্যাসের ন্যায় মিথ্যা হইলেও সে গুলি দুঃখেরই আকর অর্থাৎ রজ্জুতে আরোপিত সর্প স্বরূপতঃ মিথ্যা হইলেও তাহা যেমন তৎকালে সেই ভ্রান্ত পুরুষের ভয়, কম্প, পলায়নাদির হেতু হয় সেইরূপ এই প্রপঞ্চও অবিদ্যামূলক হইলেও এইগুলি দুঃখপ্রদই হইয়া থাকে। এবং ঐ গুলি স্বপ্নাদির ন্যায় কেবল দৃষ্টিসৃষ্টিস্বরূপ হওয়ায় অর্থাৎ প্রতীতিকালেই সেইগুলির উৎপত্তি হয় বলিয়া সেইগুলি আদি ও অন্তবিশিষ্ট—অর্থাৎ সেগুলি জ্ঞানের পূর্ব্বে ছিল না, কিন্তু জ্ঞানকালেই তাহাদের উৎপত্তি; সুতরাং তাহাই তাহাদের আদি; আবার জ্ঞানের পরে আর সেগুলি থাকে না; সুতরাং তাহাই তাহাদের অন্ত। এইরূপে সেগুলি আদ্যন্তবিশিষ্ট। এই কারণে **বুধঃ**=অর্থাৎ অধিষ্ঠানসাক্ষাৎকার হওয়ায় যাঁহার ভ্রম নিবৃত্ত হইয়াছে তাদৃশ জ্ঞানী ব্যক্তি **তেষু**= সেইগুলিতে **ন রমতে**=রতি (তৃপ্ত) অনুভব করেন না অর্থাৎ যে ব্যক্তি মৃগতৃষ্ণিকার (মরীচিকার) স্বরূপ অবগত আছে সে যেমন তথায় জলাভিলাষে প্রবৃত্ত হয় না সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তিও তাহাতে আসক্ত হয় না। সংসারে সুখের গন্ধমাত্রও নাই ইহা বুঝিয়া তাহা হইতে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে নিবৃত্ত করা উচিত, ইহাই অভিপ্রেত অর্থ।৫৫—২২॥

ভাবপ্রকাশ—একদিকে যেমন উপরের ভূমির আনন্দের স্পর্শের প্রয়োজন, তেমনি আবার বিষয়ভোগের দোষদর্শনপূর্ব্বক তাহাতে বৈরাগ্যের উদয়ও আবশ্যক। বিষয়ভোগে বৈরাগ্য আত্মানন্দলাভের অভ্যাস বা প্রযত্নকে দৃঢ় করে। অভ্যাস এবং বৈরাগ্য উভয়েরই প্রয়োজন। পূর্ব্ব শ্লোকে অভ্যাসের কথা বলিয়া তাহাকে দৃঢ় করিবার জন্য এই শ্লোকে বৈরাগ্যের কথা বলিতেছেন। বিষয়সুখমাত্রই বিনাশশীল; যাহার আদি আছে তাহার অন্ত আছে। এই বিচার দ্বারা পণ্ডিতগণ বিষয়ভোগের দোষদর্শনপূর্ব্বক তাহা হইতে বিরত হন।২২

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্‌শরীর-বিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥ ২৩॥

যঃ আশরীরবিমোক্ষণাৎ কামক্রোধোদ্ভবং বেগম্‌ ইহ সোঢ়ুং শক্নোতি স এব যুক্তঃ এ এব নরঃ সুখী অর্থাৎ যিনি দেহত্যাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কামক্রোধাদিজাত বেগ প্রতিরোধ করিতে পারেন, তিনিই সমাহিত এবং তিনিই সুখী॥২৩

সর্ব্বানর্থপ্রাপ্তিহেতুর্দুর্নিবারোঽয়ং শ্রেয়োমার্গপ্রতিপক্ষঃ কষ্টতমো দোষো মহতা যত্নেন মুমুক্ষুণা নিবারণীয় ইতি যত্নাধিক্যবিধানায় পুনরাহ শক্নোতীতি।১ আত্মনোঽনুকূলেষু সুখহেতুষু দৃশ্যমানেষু শ্রূয়মাণেষু স্মর্য্যমাণেষু বা তদ্‌গুণানুসন্ধানাভ্যাসেন যো রত্যাত্মকো গর্দ্ধোঽভিলাষস্তৃষ্ণা লোভঃ স কামঃ।২ স্ত্রীপুংসয়োঃ পরস্পরব্যতিকরাভিলাষে ত্বত্যন্ত-নিরূঢ়ঃ কামশব্দঃ। এতদভিপ্রায়েণ "কামক্রোধস্তথা লোভঃ" ইত্যত্র ধনতৃষ্ণা লোভঃ স্ত্রীপুংসব্যতিকরতৃষ্ণা কাম ইতি কামলোভৌ পৃথগুক্তৌ। ইহ তু তৃষ্ণাসামান্যাভিপ্রায়েণ কামশব্দঃ প্রযুক্ত ইতি লোভঃ পৃথঙ্‌নোক্তঃ।৩ এবমাত্মনঃ প্রতিকূলেষু দুঃখহেতুষু দৃশ্যমানেষু শ্রূয়মাণেষু স্মর্য্যমাণেষু বা তত্তদ্দোষানুসন্ধানাভ্যাসেন যঃ প্রজ্বলনাত্মকো দ্বেষো মন্যুঃ স ক্রোধঃ।৪ তয়োরুৎকটাবস্থা লোকবেদবিরোধপ্রতিসন্ধানপ্রতিবন্ধকতয়া লোক-বেদবিরুদ্ধপ্রবৃত্ত্যুন্মুখত্বরূপা নদীবেগসাম্যেন বেগ ইত্যুচ্যতে।৫ যথা হি নদ্যা বেগো

অনুবাদ—যাহা সকলপ্রকার অনর্থপ্রাপ্তির হেতুস্বরূপ, যাহাকে নিবারিত করিতে অতি দুঃখ (কষ্ট) পাইতে হয়,—শ্রেয়োমার্গের পরিপন্থিস্বরূপ সেই যে কষ্টতম দোষ তাহাকে অতি অধিক প্রযত্ন সহকারেই মুমুক্ষুব্যক্তির নিবারিত করা উচিত;—এই কারণে তদ্বিষয়ে যত্নের আধিক্য বিধান করিবার জন্য অর্থাৎ তদ্বিষয়ে যে অত্যধিক যত্ন করা উচিত তাহা জানাইবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার বলিতেছেন—।১ দৃশ্যমান (যাহা দেখা যাইতেছে) শ্রূয়মাণ (যাহা শুনা যাইতেছে) অথবা স্মর্য্যমাণ (যাহা স্মরণ করা যাইতেছে) নিজের অনুকূল যে সুখসমূহ, পুনঃ পুনঃ তাহার গুণানুসন্ধান করিয়া,—তাহাতে বহুগুণ আছে ইহা পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধান করিয়া তাহাতে রতিস্বরূপ যে গৃধ্নুতা, অভিলাষ, তৃষ্ণা, এবং লোভ হয় তাহাই কাম।২ স্ত্রী পুরুষের পরস্পর মিলনাভিলাষরূপ অর্থে যে কাম শব্দের প্রয়োগ হয় তাহা অত্যন্ত নিরূঢ় অর্থাৎ অতি প্রসিদ্ধ। এই অভিপ্রায়েই "কাম, ক্রোধ ও লোভ" ইত্যাদি স্থলে 'ধনতৃষ্ণা লোভ' এবং 'স্ত্রী পুরুষের সঙ্গমতৃষ্ণা কাম' এইরূপ অর্থে কাম ও লোভ পৃথক্‌ ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এখানে কিন্তু 'কাম'শব্দটী সাধারণভাবে তৃষ্ণারূপ অর্থ বুঝাইবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। এই কারণে আর পৃথক্‌ ভাবে এখানে লোভের নির্দ্দেশ করা হয় নাই। অভিপ্রায় এই যে 'কাম'শব্দের অর্থ এখানে তাদৃশ বৃত্তিবিশেষ নহে কিন্তু লোভাদিই উহার অর্থ।৩ এইরূপ নিজের যাহা প্রতিকূল তাদৃশ বিষয় সকল দৃশ্যমান, শ্রূয়মাণ অথবা স্মর্য্যমাণ হইলে তদ্বিষয়ে পুনঃ পুনঃ দোষানুসন্ধান করিয়া চিত্তে যে প্রজ্বলনাত্মক দ্বেষ বা মন্যু উপস্থিত হয় তাহাই ক্রোধ।৪ সেই কাম এবং ক্রোধের যে উৎকট অবস্থা তাহা লোকবিরোধ এবং বেদবিরোধ বুদ্ধির প্রতিবন্ধক হইয়া লোকবিরুদ্ধ এবং বেদবিরুদ্ধ প্রবৃত্তিতে উন্মুখ করিয়া থাকে।

বর্ষাস্বতিপ্রবলতয়া লোকবেদবিরোধপ্রতিসন্ধানেনানিচ্ছন্তমপি গর্ত্তে পাতয়িত্বা মজ্জয়তি চাধো নয়তি চ, তথা কামক্রোধয়োরপি বেগো বিষয়াভিধ্যানাভ্যাসেন বর্ষাকালস্থানীয়েনাতিপ্রবলো লোকবেদবিরোধপ্রতিসন্ধানেনানিচ্ছন্তমপি বিষয়গর্ত্তে পাতয়িত্বা সংসারসমুদ্রে মজ্জয়তি চাধো মহানরকান্ নয়তি চেতি বেগপদপ্রয়োগেণ সূচিতম্। এতচ্চ "অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ম্" ইত্যত্র বিবৃতম্।৬ তমেতাদৃশং "কামক্রোধোদ্ভবং বেগং" অন্তঃকরণপ্রক্ষোভরূপং স্তম্ভস্বেদাদ্যনেকবাহ্যবিকারলিঙ্গং "আ শরীরবিমোক্ষণাৎ" শরীরবিমোক্ষণপর্য্যন্তমনেকনিমিত্তবশাৎ সর্ব্বদা সম্ভাব্যমানত্বেনাবিস্রম্ভণীয়মন্তরুৎপন্নমাত্রং "ইহৈব" বহিরিন্দ্রিয়স্য ব্যাপাররূপাৎ গর্ত্তপাতনাৎ প্রাগেব "যো" যতির্ধীরস্তিমিঙ্গিল ইব নদীবেগং বিষয়দোষদর্শনাভ্যাসজেন বশীকারসংজ্ঞকবৈরাগ্যেণ "সোঢ়ুং" তদনুরূপকার্য্যাসংপাদনেনানর্থকং কর্ত্তুং "শক্নোতি" সমর্থো ভবতি স এব "যুক্তো" যোগী, স এব

অর্থাৎ ইহা লোকবিরুদ্ধ এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ এইরূপ বুদ্ধিতে লোকে কামের অযোগ্য ক্রোধের অযোগ্য বিষয় হইতে বিরত হয় বলিয়া ঐপ্রকার বুদ্ধি কাম ও ক্রোধের প্রতিবন্ধক স্বরূপ। যখন কাম ও ক্রোধের উৎকট অবস্থা হয় তখন সেই কাম এবং ক্রোধ ঐপ্রকার বুদ্ধিকে অভিভূত করিয়া পুরুষকে লোক বিরুদ্ধ এবং বেদবিরুদ্ধ পথে চালিত করায়। এইরূপে নদীবেগের সাদৃশ্যে কাম ও ক্রোধের ঐ উৎকট অবস্থাকে এখানে বেগ বলা হইয়াছে।৫ কারণ নদীর বেগ যেমন বর্ষাকালে অত্যন্ত প্রবল হয় বলিয়া যে ব্যক্তি লোকবিরোধ এবং বেদবিরোধ বুঝিয়া গর্ত্তে পতিত হইতে এবং নিমগ্ন হইতে ইচ্ছা করে না তাহাকেও গর্ত্তে পতিত করিয়া মগ্ন করিয়া (ডুবাইয়া) দেয় এবং জলে অধোভাগে প্রেরিত করে সেইরূপ কাম এবং ক্রোধের যে বেগ যাহা বর্ষাকালস্থানীয় যে পুনঃ পুনঃ বিষয় চিন্তা তাহার জন্য অত্যন্ত প্রবল হইয়া থাকে, এবং তাহা যে ব্যক্তি লোকবিরোধ এবং বেদবিরোধ প্রতিসন্ধান করিয়া (বুঝিয়া) তদ্বিষয়ে অনিচ্ছুক তাহাকেও বিষয়রূপ গর্ত্তে ফেলিয়া সংসাররূপ সমুদ্রে ডুবাইয়া দেয় এবং অধঃস্থানে অর্থাৎ মহানরকরাশিতে লইয়া যায়; ইহাই 'বেগ' এই পদটী প্রয়োগ করায় সূচিত হইয়াছে। এই কথাটী "অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং" ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে।৬ কাম ও ক্রোধ হইতে সমুদ্ভূত এতাদৃশ যে বেগ যাহা অন্তঃকরণের প্রক্ষোভ স্বরূপ (আলোড়ন বিলোড়ন স্বরূপ) এবং স্তম্ভ, স্বেদ প্রভৃতি অনেক প্রকার বাহ্য বিকার যাহার লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন বা জ্ঞাপক তাহাকে **আশরীরবিমোক্ষণাৎ**=শরীর বিমোক্ষের অর্থাৎ শরীরপাতের সময় পর্য্যন্ত, যাহা বহুবিধ কারণবশতঃ সর্ব্বদা সম্ভাব্যমান বলিয়া অর্থাৎ নানাবিধ কারণে সর্ব্বদা যাহা প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া যাহাকে বিশ্বাস করা যায় না, সেই কামক্রোধজনিত বেগকে, তাহা যখন অন্তঃকরণে উৎপন্ন হইবে তৎকালেই **ইহৈব**=এই সময়েই অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়ের ব্যাপাররূপ গর্ত্তে পতিত হইবার পূর্ব্বেই **যঃ**=যে যতি ধীর ব্যক্তি তিমিঙ্গিলের ন্যায় (বিশালকায় জলজন্তুবিশেষের ন্যায়) নদীবেগ স্থানীয় যে বিষয় সেই বিষয়ে পুনঃপুনঃ বৈরাগ্যদর্শন হইতে যে বশীকারসংজ্ঞক বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় তদ্বলে **সোঢ়ুং শক্নোতি**=সহিতে পারেন অর্থাৎ তাহার (সেই কামক্রোধজনিত বেগের) অনুরূপ কার্য্য সম্পাদন না করিয়া তাহাকে অনর্থক (ব্যর্থ) করিয়া দিতে সমর্থ হন

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥ ২৪ ॥

যঃ অন্তঃসুখঃ অন্তরারামঃ তথা অন্তর্জ্যোতিঃ স যোগী ব্রহ্মভূতঃ ব্রহ্মনির্ব্বাণং অধিগচ্ছতি অর্থাৎ আত্মাতেই যাঁহার সুখ, আত্মাতেই যাঁহার প্রীতি, আত্মাতেই যাঁহার দৃষ্টি, সেই যোগী ব্রহ্মে অবস্থিত হইয়া ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন ॥২৪

"সুখী", সএব "নরঃ" পুমান্ পুরুষার্থসম্পাদনাৎ। তদিতরস্ত্বাহারনিদ্রাভয়মৈথুনাদি-পশুধর্ম্মমাত্ররতত্বেন মনুষ্যাকারঃ পশুরেবেতি ভাবঃ।৭ আশরীরবিমোক্ষণাদিত্যত্রান্যদ্ব্যা-খ্যানং—যথা মরণাদূর্দ্ধং বিলপন্তীভির্যুবতিভিরালিঙ্গ্যমানোঽপি পুত্রাদিভির্দহ্যমানোঽপি প্রাণশূন্যত্বাৎ কামক্রোধবেগং সহতে, তথা মরণাৎ প্রাগপি জীবন্নেব যঃ সহতে স যুক্ত ইত্যাদি।৮ অত্র যদি মরণবজ্জীবনেঽপি কামক্রোধানুৎপত্তিমাত্রং ব্রূয়াৎ তদৈতদ্যুজ্যেত। যথোক্তং বশিষ্ঠেন, "প্রাণে গতে যথা দেহঃ সুখদুঃখে ন বিন্দতি। তথা চেৎ প্রাণযুক্তোঽপি স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ॥"—ইতি। ইহ তূৎপন্নয়োঃ কামক্রোধয়ো-র্ব্বেগসহনে প্রস্তুতে তয়োরনুৎপত্তিমাত্রং ন দার্ষ্টান্ত ইতি কিমতিনির্ব্বন্ধেন ॥১—২৩ ॥

স যুক্তঃ=তিনিই প্রকৃত যুক্ত অর্থাৎ যোগী, **স সুখী**=তিনিই প্রকৃতপক্ষে সুখী এবং **নরঃ**=তিনিই প্রকৃত পুরুষ, কেন না তিনি পুরুষার্থ সম্পাদন করিয়াছেন; তিনি ছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত মনুষ্য আছে তাহারা কেবল আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনরূপ পশুধর্ম্মে নিরত থাকে বলিয়া তাহারা মনুষ্যের আকৃতিবিশিষ্ট পশু ছাড়া আর কি?—ইহাই ভাবার্থ।৭ "আশরীর বিমোক্ষণাৎ" এই অংশটীর অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা এইরূপ;—যেমন মনুষ্য মরণের পর বিলাপকারিণী যুবতী পত্নীগণের দ্বারা আলিঙ্গিত হইতে থাকিলেও এবং পুত্রাদি বান্ধবগণের দ্বারা দগ্ধ হইতে থাকিলেও সে প্রাণবিহীন হইয়াছে বলিয়া (আলিঙ্গনজন্য) যে কাম এবং (দহনজন্য) যে ক্রোধ তাহার বেগ সহ্য করে সেইরূপ মরণের পূর্ব্বে জীবিতাবস্থায়ও যিনি উহাদের বেগ সহ্য করেন তিনিই যুক্ত ইত্যাদি। এইরূপ ব্যাখ্যা এখানে সঙ্গত হইতে পারিত যদি (ভগবান্) এরূপ বলিতেন যে মরণের পর যেমন কাম ও ক্রোধ উৎপন্ন হয় না জীবনকালেও তাহা সেইরূপ উৎপন্ন হয় না। যেমন বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন—"প্রাণবিয়োগ হইলে যেমন জীব সুখ দুঃখ লাভ (ভোগ) করে না প্রাণযুক্ত হইয়াও যদি কেহ ঐরূপ হয়েন অর্থাৎ সুখদুঃখ অনুভব না করেন তাহা হইলে তিনি কৈবল্যাশ্রমে বসিবার উপযুক্ত।" এখানে কিন্তু উৎপন্ন অর্থাৎ শরীরে লব্ধবৃত্তি যে কাম ও ক্রোধ তাহাদের বেগ সহ্য করিবার কথাই প্রস্তুত অর্থাৎ উক্ত হইয়া আসিতেছে, কাজেই কেবল তাহাদের যে অনুৎপত্তি তাহা এখানকার দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। সুতরাং ইহাতে আর অতিশয় নির্ব্বন্ধের প্রয়োজন নাই অর্থাৎ এখানে ঐ প্রকার ব্যাখ্যার গ্রাহ্যতা অগ্রাহ্যতা বিষয়ে জেদ দেখাইবার আমার আবশ্যকতা নাই।৯—২৩॥

ভাবপ্রকাশ—এই জীবনে কামক্রোধের হাত হইতে নিস্তার না পাইলে কখনও মোক্ষভোগী হওয়া যায় না। কামক্রোধবেগ সম্বরণ না করিতে পারিলে যুক্তভূমিই লাভ করা যায় না—মুক্তভূমি ত দূরের কথা। মুক্তির জন্য যে যোগ্যতা তাহা এই জীবনে অর্জ্জন না করিলে মৃত্যুর পরে কিছুই হইবার সম্ভাবনা নাই।২৩

কামক্রোধবেগসহনমাত্রেণৈব মুচ্যতে ইতি ন, কিন্তু—অন্তর্ব্বাহ্যবিষয়নিরপেক্ষমেব স্বরূপভূতং সুখং যস্য সো"ঽন্তঃসুখো" বাহ্যবিষয়জনিতসুখশূন্য ইত্যর্থঃ।১ কুতো বাহ্যবিষয়-সুখাভাবঃ? তত্রাহ—অন্তঃ আত্মন্যেব ন তু স্ত্র্যাদিবিষয়ে বাহ্যসুখসাধনে আরামঃ আরমণং ক্রীড়া যস্য সোঽন্তরারামস্ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহত্বেন বাহ্যসুখসাধনশূন্য ইত্যর্থঃ—।২ ননু ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহস্যাপি যতের্যদৃচ্ছোপনতৈঃ কোকিলাদিমধুরশব্দশ্রবণমন্দ-পবনসংস্পর্শনচন্দ্রোদয়ময়ূরনৃত্যাদিদর্শনাতিমধুরশীতলগঙ্গোদকপানকেতকীকুসুমসৌরভাদ্য বঘ্রাণাদিভির্গ্রাম্যৈঃ সুখোৎপত্তিসম্ভবাৎ কথং বাহ্যসুখতৎসাধনশূন্যত্বমিতি তত্রাহ—"তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ" যথান্তরেব সুখং ন বাহ্যৈর্ব্বিষয়ৈস্তথান্তরেবাত্মনি জ্যোতি র্ব্বিজ্ঞানং ন বাহ্যৈরিন্দ্রিয়ৈর্যস্য সোঽন্তর্জ্যোতিঃ শ্রোত্রাদিজন্যশব্দাদিবিষয়বিজ্ঞানরহিতঃ।৩ এবকারো বিশেষণত্রয়েঽপি সম্বধ্যতে।৪ সমাধিকালে শব্দাদিপ্রতিভাসাভাবাৎ, ব্যুত্থান-কালে তৎপ্রতিভাসেঽপি মিথ্যাত্বনিশ্চয়াৎ ন বাহ্যবিষয়ৈস্তস্য সুখোৎপত্তিসম্ভবইত্যর্থঃ।৫

অনুবাদ—কেবল কামক্রোধের বেগ সহ্য করিলেই যে মুক্ত হইবে এরূপ নহে (কিন্তু অন্যভাবও আবশ্যক; তাহাই বলিতেছেন **যোঽন্তঃ সুখ** ইত্যাদি)। **অন্তঃসুখঃ**=সুখ যাঁহার অন্তঃ অর্থাৎ বাহ্যবিষয় নিরপেক্ষ হইয়া স্বরূপভূত হইয়াছে তিনি অন্তঃসুখ অর্থাৎ বহির্বিষয় হইতে যে সুখ জন্মায় তাহা তাঁহার নাই।১ তাঁহার বাহ্যসুখ না থাকিবার হেতু কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন **"অন্তরারামঃ"**;—অন্তরেতেই অর্থাৎ আত্মাতেই যাঁহার আরাম অর্থাৎ আরমণ বা ক্রীড়া, কিন্তু বহিঃসুখসাধন (যাহা হইতে বাহ্য সুখ সাধিত হয় এমন) স্ত্রী আদি বিষয়ে যাঁহার আরাম নাই তিনিই অন্তরারাম অর্থাৎ সকলপ্রকার পরিগ্রহ (গ্রহণ) ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া তিনি বাহ্যসুখসাধনবিহীন।২ আচ্ছা, যিনি সকলপ্রকার পরিগ্রহ ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহারও ত কোকিলাদির মধুর শব্দ শ্রবণ, মৃদুমন্দ বায়ুস্পর্শন, চন্দ্রোদয় এবং ময়ূরনৃত্য প্রভৃতি দর্শন, অতিশয় মধুর শীতল গঙ্গাসলিল পান, এবং কেতকীকুসুমসৌরভ আদির আঘ্রাণ প্রভৃতি গ্রাম্য ভাব হইতে যখন সুখোৎপত্তি হয় তখন তিনি যে বাহ্যসুখশূন্য এবং বাহ্যসুখসাধনবিহীন ইহা কিরূপে হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন **তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ**;—তাঁহার সুখ যেমন অন্তরেই আছে কিন্তু তাহা বাহ্য বিষয় হইতে উৎপন্ন হয় না সেইরূপ কেবল অন্তরেই অর্থাৎ আত্মাতেই যাঁহার জ্যোতি অর্থাৎ বিজ্ঞান—কিন্তু বহিরিন্দ্রিয় হইতে যাঁহার বিজ্ঞান জন্মে না অর্থাৎ যাঁহার বহিরিন্দ্রিয়ের ব্যাপারই নাই তিনি অন্তর্জ্যোতিঃ। অর্থাৎ শ্রোত্র (কর্ণ) প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা যে শব্দাদিবিষয়ক বিজ্ঞান জন্মে তাহা তাঁহার নাই।৩ শ্লোকস্থ "এব" শব্দটী তিনটী বিশেষণের সহিতই সম্বন্ধবিশিষ্ট। অর্থাৎ যিনি "অন্তঃসুখএব"=কেবল অন্তঃসুখ, যিনি "অন্তরারাম এব"=কেবল অন্তরারাম, এবং যিনি "অন্তর্জ্যোতিরেব"=কেবল অন্তর্জ্যোতিই; সেই যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়েন।৪ অভিপ্রায় এই যে সমাধি অবস্থায় তাঁহার শব্দাদি বিষয়ের প্রতিভাস অর্থাৎ জ্ঞান হয় না আর ব্যুত্থানদশায় অর্থাৎ সমাধিশূন্য অবস্থায় সেই শব্দাদি বিষয় সকলের প্রতিভাস অর্থাৎ প্রতীতি হইলেও তিনি সেইগুলির মিথ্যাত্ব অবধারণ করেন অর্থাৎ সেইগুলি যে স্বরূপতঃ মিথ্যা তাহা তিনি

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥ ২৫॥

ক্ষীণকল্মষাঃ ছিন্নদ্বৈধাঃ যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ঋষয়ঃ ব্রহ্মনির্ব্বাণং লভন্তে অর্থাৎ নিষ্পাপ, সংশয়বিহীন, সর্ব্বভূত-হিত-রত, আত্মদর্শী যতিগণ ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন॥২৫

য এবং যথোক্তবিশেষণসম্পন্নঃ স "যোগী" সমাহিতঃ ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্ম পরমানন্দরূপং কল্পিতদ্বৈতোপশমরূপত্বেন নির্ব্বাণং তদেব, কল্পিতভাবস্যাধিষ্ঠানাত্মকত্বাৎ, অবিদ্যাবরণনিবৃত্ত্যা"অধিগচ্ছতি", নিত্যপ্রাপ্তমেব প্রাপ্নোতি। যতঃ সর্ব্বদৈব ব্রহ্মভূতো নান্যঃ। "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" (বৃহদাঃ উঃ ৪।৪।৬) ইতি শ্রুতেঃ। অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্ন (বেদাঃ দঃ ১।৪।২২) ইতি ন্যায়াচ্চ॥ ৬—২৪॥

মুক্তিহেতোর্জ্ঞানস্য সাধনান্তরাণি বিবৃণ্বন্নাহ লভন্ত ইতি। প্রথমং যজ্ঞাদিভিঃ ক্ষীণকল্মষাস্ততোঽন্তঃকরণশুদ্ধ্যা—ঋষয়ঃ সূক্ষ্মবস্তুবিবেচনসমর্থাঃ সন্ন্যাসিনঃ, ততঃ শ্রবণাদিপরিপাকেণ "ছিন্নদ্বৈধা" নিবৃত্তসর্ব্বসংশয়াঃ, ততো নিদিধ্যাসনপরিপাকেণ "যতাত্মানঃ" পরমাত্মন্যেবৈকাগ্রচিত্তাঃ—এতাদৃশাশ্চ দ্বৈতাদর্শনেন "সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ" হিংসাশূন্যা

তৎকালে নিশ্চিত অবগত থাকেন, এই কারণে বহির্বিষয় হইতে তাঁহার সুখ উৎপন্ন হয় না।৫ যিনি এইরূপ অর্থাৎ যে বিশেষণগুলি বলা হইল ঐগুলি যাঁহার আছে **স যোগী**=সেই যে সমাহিত (সমাধিযুক্ত) ব্যক্তি তিনি, **ব্রহ্মনির্ব্বাণম্**=পরমানন্দস্বরূপ যে ব্রহ্ম তাহাই নির্ব্বাণ (নিবৃত্তি-প্রপঞ্চের উপশম) যেহেতু তাহা কল্পিত দ্বৈতপ্রপঞ্চের উপশমস্বরূপ অর্থাৎ কল্পিত দ্বৈতপ্রপঞ্চের যে নাশ তাহা ব্রহ্মস্বরূপে পর্য্যবসান (যেহেতু কল্পিত বস্তুর নাশ অধিষ্ঠানাবশেষ অর্থাৎ অধিষ্ঠানস্বরূপ) হওয়ায় তাহাই অর্থাৎ সেই ব্রহ্মই নির্বাণস্বরূপ (প্রপঞ্চ এবং তৎকারণীভূত অবিদ্যার নাশ বা নিবৃত্তি) আর তাদৃশ ব্রহ্মই কল্পিত মিথ্যা প্রপঞ্চের অধিষ্ঠানস্বরূপ বলিয়া অবিদ্যার আবরণের নিবৃত্তি হইলে উক্ত বিশেষণবিশিষ্ট ব্যক্তি সেই ব্রহ্মই প্রাপ্ত হয়েন,—যাহা নিত্যপ্রাপ্ত সেই ব্রহ্মকেই তিনি প্রাপ্ত হয়েন; ইহার কারণ এই যে তিনি নিত্যই ব্রহ্মস্বরূপ, অন্য কেহ তাদৃশ নহে, (কেন না তাহাদের অজ্ঞান শক্তিদ্বয়সহকার বলবৎ হইয়া রহিয়াছে)। "ব্রহ্ম হইয়াই ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে এবং "কাশকৃৎস্ন আচার্য্য বলেন পরমাত্মাই জীবরূপে অবস্থিত" এই ন্যায় অর্থাৎ বেদান্তদর্শনের এই সূত্রে সূচিত অধিকরণোক্ত নিয়ম হইতেও উহা প্রতিপন্ন হয়।৬—২৪॥

অনুবাদ—মুক্তির হেতুস্বরূপ যে জ্ঞান তাহার অন্যান্য সাধনের বিষয় বিবৃত করিবার জন্য বলিতেছেন—। প্রথমতঃ যজ্ঞাদির দ্বারা যাঁহাদের কল্মষ অর্থাৎ চিত্তের অশুদ্ধতারূপ পাপ ক্ষয় পাইয়াছে; তাহার পর অন্তঃকরণশুদ্ধিহেতু যাঁহারা ঋষি অর্থাৎ সূক্ষ্ম বস্তুর বিবেচনায় সমর্থ সন্ন্যাসী হইয়াছেন; তদনন্তর শ্রবণাদির পরিপক্বতা হওয়ায় যাঁহারা ছিন্নদ্বৈধ হইয়াছেন অর্থাৎ যাঁহাদের সকল-প্রকার সংশয় নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে; এবং তাহার পরে নিদিধ্যাসনের পরিপক্বতা হওয়ায় যাঁহারা সংযমাত্মা হইয়াছেন অর্থাৎ কেবলমাত্র পরমেশ্বরেই যাঁহারা একাগ্রচিত্ত হইয়াছেন; তাঁহারা এইরূপ

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্॥ ২৬॥

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতচেতসাং বিদিতাত্মনাং যতীনাম্ ব্রহ্মনির্ব্বাণং অভিতঃ বর্ত্ততে অর্থাৎ কামক্রোধবিহীন সংযতচিত্ত, আত্মতত্ত্বজ্ঞ যতিগণ উভয়তঃই ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥২৬

ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মনির্ব্বাণং লভন্তে—। "যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥" ইতিশ্রুতেঃ। বহুবচনম্ তদ্‌যো যো দেবানামিত্যাদিশ্রুত্যুক্তানিয়মপ্রদর্শনার্থম্ ॥ ২৫ ॥

পূর্ব্বং কামক্রোধয়োরুৎপন্নয়োরপি বেগঃ সোঢ়ব্য ইত্যুক্তমধুনা তু তয়োরুৎপত্তিপ্রতিবন্ধ এব কর্ত্তব্য ইত্যাহ কাম ইতি। কামক্রোধয়োর্ব্বিয়োগস্তদনুৎপত্তিরেব তদ্‌যুক্তানাং কামক্রোধবিযুক্তানাম্। অতএব "যতচেতসাং" সংযতচিত্তানাং "যতীনাং" যত্নশীলানাং সন্ন্যাসিনাং "বিদিতাত্মনাং" সাক্ষাৎকৃতপরমাত্মনাং "অভিতঃ" উভয়তো জীবতাং মৃতানাঞ্চ তেষাং "ব্রহ্মনির্ব্বাণং" মোক্ষো বর্ত্ততে নিত্যত্বাৎ, ন তু ভবিষ্যতি সাধ্যত্বাভাবাৎ॥ ২৬ ॥

হইয়াছেন বলিয়া আর দ্বৈতদর্শন করেন না; এই কারণে তাঁহারা **সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ**=সর্ব্বভূতের হিতে নিরত অর্থাৎ তাঁহারা হিংসাশূন্য হইয়া থাকেন। এই প্রকারের ব্রহ্মবিৎগণ ব্রহ্মনির্ব্বাণ (ব্রহ্মরূপ নির্ব্বাণ) লাভ করিয়া থাকেন। "জ্ঞান উদিত হওয়ায় যে ব্যক্তির নিকট সমস্ত পদার্থই আত্মস্বরূপ হইয়া গিয়াছে এবং তিনি যখন একত্ব দর্শন করিয়া থাকেন তখন তাঁহাতে কি মোহ অথবা শোক থাকিতে পারে?" এই শ্রুতি হইতে উক্ত অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর এস্থলে যে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা "দেবগণের মধ্যে যাহারা যাহারা সেই তত্ত্ব বুঝিয়াছিল" ইত্যাদি শ্রুতিতে যে অনিয়ম বলা হইয়াছে তাহাই এখানে দেখাইয়া দিতেছেন অর্থাৎ এই ব্যক্তির হইবে এরূপ নিয়ম নাই,—পরন্তু যাঁহারই একত্ব দর্শন হইবে তিনিই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হইবেন।২৫॥

অনুবাদ—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে কাম এবং ক্রোধ উৎপন্ন হইলেও তাহাদের বেগ সহ্য করা উচিত এক্ষণে "কাম" ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইতেছে যে যাহাতে তাহাদের উৎপত্তির প্রতিবন্ধক হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য। কাম ও ক্রোধের বিয়োগ বলিতে তাহাদের অনুৎপত্তি। যাঁহারা সেই বিয়োগযুক্ত অর্থাৎ কাম ও ক্রোধের বিয়োগবিশিষ্ট তাঁহাদের কামক্রোধবিযুক্ত বলা হয়। আর এই কারণে যাঁহারা **যতচেতাঃ** অর্থাৎ সংযতচিত্ত; এবং যাঁহারা **যতি** অর্থাৎ যত্নশীল সন্ন্যাসী। সেইরূপ **বিদিতাত্মাদের** পক্ষে অর্থাৎ যাঁহারা পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে **অভিতঃ**=উভয় দিকে অর্থাৎ জীবিত অথবা মৃত উভয় দশাতেই **ব্রহ্মনির্ব্বাণ** অর্থাৎ মোক্ষ বর্ত্তমান থাকে, কারণ মোক্ষ নিত্য। যাহা পূর্ব্বে ছিল না এরূপ মোক্ষ যে তাঁহাদের হইবে তাহা নহে, কেন না মোক্ষ সাধ্য নহে অর্থাৎ কোন ক্রিয়ার দ্বারা মোক্ষ উৎপন্ন হয় না (তাহা যদি হইত তাহা হইলে তাহা অনিত্য হইয়া পড়িত। এই জন্য নিত্য সিদ্ধ মোক্ষ অবিদ্যারূপ আবরণনাশে প্রকাশিতের ন্যায়, অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে)।২৬॥

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ২৭ ॥
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮ ॥

বাহ্যান্ স্পর্শান্ বহিঃ কৃত্বা, চক্ষুশ্চ ভ্রুবোঃ অন্তরে এব নাসাভ্যন্তরচারিণৌ প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ মোক্ষপরায়ণঃ বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ যঃ মুনিঃ সঃ সদা মুক্ত এব অর্থাৎ বাহ্য বিষয়গুলিকে মন হইতে বাহিরে রাখিয়া চক্ষুর্দ্বয়কে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে রাখিয়া, প্রাণ ও অপান বায়ুকে সমান করিয়া, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযত করিয়া মোক্ষপরায়ণ, ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধত্যাগী মুনি, সর্ব্বদাই মুক্তভাবে অবস্থান করেন ॥২৭-২৮

পূর্ব্বমীশ্বরার্পিতসর্ব্বভাবস্য কর্ম্মযোগেনান্তঃকরণশুদ্ধিস্ততঃ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসঃ, ততঃ শ্রবণাদিপরস্য তত্ত্বজ্ঞানং মোক্ষসাধনমুদেতীত্যুক্তং। অধুনা স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণমিত্যত্র সূচিতম্ ধ্যানযোগং সম্যগ্দর্শনস্যান্তরঙ্গসাধনং বিস্তরেণ বক্তুং সূত্রস্থানীয়ান্ ত্রীন্ শ্লোকানাহ ভগবান্। এতেষামেব বৃত্তিস্থানীয়ঃ কৃৎস্নঃ ষষ্ঠোঽধ্যায়ো ভবিষ্যতি। তত্রাপি দ্বাভ্যাং সংক্ষেপেণ যোগ উচ্যতে। তৃতীয়েন তু তৎফলং পরমাত্মজ্ঞানমিতি বিবেকঃ।১ "স্পর্শান্" শব্দাদীন্ বাহ্যান্ বহির্ভাবানপি শ্রোত্রাদিদ্বারা তত্তদাকারান্তঃকরণবৃত্তিভিরন্তঃপ্রবিষ্টান্ পুনর্ব্বহিরেব কৃত্বা পরবৈরাগ্যবশেন তত্তদাকারাং বৃত্তিমনুৎপাদ্যেত্যর্থঃ—।২ যদ্যেতে আন্তরা ভবেয়ুস্তদোপায়সহস্রেণাপি বহির্ন স্যুঃ স্বভাব-

ভাবপ্রকাশ—পূর্ব্ব শ্লোকে কামক্রোধের বেগ সহনসামর্থ্যের কথা বলিয়াছেন। এই শ্লোকগুলিতে তাহার পরের অবস্থা বলিতেছেন। সংযমের ভূমির পরে সহজ স্বাভাবিক অবাধ ভূমি লাভ হয়। তখন কাম ক্রোধের উদয়ই হয় না। তখন একেবারে বাহ্য নিরপেক্ষ হইয়া কেবল আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মজ্যোতিঃ ভাবে অবস্থান হয়। ইহাই মুক্তির অবস্থা। ইহা জীবিতদশায় জীবন্মুক্তি, বিদেহদশায় বিদেহমুক্তি নামে কথিত হয়। ছিন্নসংশয়ত্ব, সর্ব্বভূতহিতে রতি প্রভৃতি এই ভূমির স্বাভাবিক লক্ষণ।২৪—২৬

অনুবাদ—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি প্রথমে ঈশ্বরে সমস্ত ভাব অর্পিত করেন তাঁহার সেই তাদৃশ কর্ম্মযোগপ্রভাবে অন্তঃকরণশুদ্ধি জন্মে, তাহার পর তাঁহার সমস্ত কর্ম্মের সন্ন্যাস হয় এবং তাহার পর তিনি শ্রবণমননাদিপরায়ণ হইলে তাঁহার মোক্ষের সাধনীভূত তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। এক্ষণে, "স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণম্" ইত্যাদি স্থলে যাহা সূচিত (সূত্রাকারে উক্ত) হইয়াছে সম্যক্ দর্শনের অন্তরঙ্গ সাধনস্বরূপ সেই ধ্যানযোগের বিষয় বিস্তৃতভাবে বলিবার জন্য শ্রীভগবান্ তাহারই সূত্রস্বরূপ তিনটী শ্লোক বলিয়াছেন। সমগ্র ষষ্ঠ অধ্যায়টী এই তিনটী শ্লোকেরই বৃত্তিস্থানীয় অর্থাৎ ব্যাখ্যাস্বরূপ হইবে। তন্মধ্যেও আবার প্রথম দুইটী শ্লোকে সংক্ষেপে যোগের কথা বলা হইতেছে, আর তৃতীয় শ্লোকটীতে সেই যোগেরই ফলস্বরূপ পরমাত্মা বিষয়ক বিজ্ঞান হইবে, ইহাই ইহাদের মধ্যে পার্থক্য। **স্পর্শান্**—শব্দাদি স্পর্শ সকল **বাহ্যান্**—বাহ্য অর্থাৎ বহিরুৎপন্ন হইলেও সেগুলি

ভঙ্গপ্রসঙ্গাৎ। বাহ্যানাস্তু রাগবশাদন্তঃপ্রবিষ্টানাং বৈরাগ্যেণ বহির্গমনং সম্ভবতীতি বদিতুং বাহ্যানিতি বিশেষণম্।৩ তদনেন বৈরাগ্যমুক্ত্বা অভ্যাসমাহ,—"চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ" কৃত্বেত্যনুষজ্যতে—। অত্যন্তনিমীলনে হি নিদ্রাখ্যা লয়াত্মিকা বৃত্তিরেকা ভবেৎ, প্রসারণে তু প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পস্মৃতয়শ্চতস্রো বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তয়ো ভবেয়ুঃ, পঞ্চাপি তু বৃত্তয়ো নিরোদ্ধব্যা ইতি অর্দ্ধনিমীলনেন ভ্রুবোর্মধ্যে চক্ষুষো নিধানম্।৪ তথা প্রাণাপানৌ সমৌ তুল্যাবূর্দ্ধাধোগতিবিচ্ছেদেন নাসাভ্যন্তরচারিণৌ কুম্ভকেন কৃত্বা—। অনেনোপায়েন যতাঃ সংযতা ইন্দ্রিয়মনবুদ্ধয়ো যস্য স তথা, "মোক্ষপরায়ণঃ" সর্ব্ববিষয়-বিরক্তো "মুনি"র্মননশীলো ভবেৎ।৫ বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধইতি বীতরাগভয়ক্রোধ ইত্যত্র

শ্রোত্র (কর্ণ) প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেই সেই বিষয়াকারে পরিণত অন্তঃকরণ বৃত্তিরূপে অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে বলিয়া সেগুলি পুনরায় **বহিঃকৃত্বা**=বাহিরেই স্থাপন করিয়া অর্থাৎ পরবৈরাগ্য বলে অন্তঃকরণ বৃত্তিকে সেই সেই আকারে পরিণত হইতে না দিয়া। আচ্ছা, এই শব্দাদি স্পর্শ সকল যদি আন্তর অর্থাৎ অন্তরের হয় তাহা হইলে ত সহস্র উপায়েও তাহাদিগকে বাহিরের করা যায় না, কেননা তাহা হইলে স্বভাবনাশের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে অর্থাৎ তাহা হইলে বস্তু নষ্ট না হইলেও তাহার স্বভাব নষ্ট হয় এইরূপ মত স্বীকার করিতে হয়; ইহা কিন্তু কেহই স্বীকার করেনা? হাঁ, ইহা সত্য বটে, কিন্তু সেইগুলি যদি বাহ্য হয় এবং কেবল আসক্তিবশতঃ যদি সেইগুলি অন্তরে প্রবিষ্ট হয় তাহা হইলে তাহাদিগকে বৈরাগ্যবলে বাহিরে স্থাপিত করা সম্ভব হয়; এইরূপ অর্থ বলিবার জন্য **বাহ্যান্** এই বিশেষণটী প্রযুক্ত হইয়াছে।৩ এইরূপে ইহার দ্বারা অর্থাৎ "স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যান্" এই সন্দর্ভের দ্বারা বৈরাগ্যের কথা বলিয়া অভ্যাসের কথা বলিতেছেন **চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ**—। অভিপ্রায় এই যে "অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ" অর্থাৎ "অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তের বিষয়াসক্তি প্রবণতার নিরোধ করিতে হয়" এই পাতাঞ্জলসূত্র মতে অভ্যাস ও বৈরাগ্যই বিষয়াসক্তি নিবৃত্তির প্রধান উপায়। "স্পর্শান্" ইত্যাদি শ্লোকে প্রথমে বৈরাগ্যের কথা নির্দ্দেশ করিয়া পরে "চক্ষু" ইত্যাদি সন্দর্ভে সেই অভ্যাসের বিষয় বলিতেছেন—। আর চক্ষুকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে স্থাপন করিয়া—। এ স্থলে 'কৃত্বা' এই পদটির অনুষঙ্গ করিতে হইবে। এরূপ করিবার কারণ এই যে চক্ষুর যদি একেবারে নিমীলন করা হয় তাহা হইলে কেবলমাত্র নিদ্রা-নামিকা লয়াত্মিকাবৃত্তির উদয় হয়। আবার যদি চক্ষু উন্মীলিত করিয়া চক্ষুর প্রসারণ করা হয় তাহা হইলে প্রমাণ; বিপর্য্যয়, বিকল্প ও স্মৃতি এই চারিটী বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তির উদয় হয়। অথচ প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি এই পাঁচটী বৃত্তিরই নিরোধ করিতে হইবে; এই জন্য অর্দ্ধ-নিমীলন অবস্থায় চক্ষুকে ভ্রূ মধ্যে রাখিতে হয়।৪ আর **প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা**=প্রাণও অপানকে তুল্য-প্রকার করিয়া অর্থাৎ 'কুম্ভকে'র দ্বারা তাহার উর্দ্ধ ও অধোগতির বিচ্ছেদ করিয়া **নাসাভ্যন্তর-চারিণৌ**=কেবল নাসিকার মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া; এই উপায়ে যাঁহার ইন্দ্রিয়, মনঃ ও বুদ্ধি সংযত হইয়াছে তিনি **যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি**; এইরূপ হইয়া **মোক্ষপরায়ণঃ** অর্থাৎ সমস্ত বিষয়ে বিরক্ত **মুনিঃ** অর্থাৎ মননশীল হওয়া উচিত।৫ এই শ্লোকের "বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ" এই সন্দর্ভের ব্যাখ্যা

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥ ২৯॥

যজ্ঞতপসাং ভোক্তারং সর্ব্বলোকমহেশ্বরং সর্ব্বভূতানাং সুহৃদং মাং জ্ঞাত্বা শান্তিম্ ঋচ্ছতি অর্থাৎ আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যা সকলের ভোক্তা, সর্ব্ব-লোকের মহান্ ঈশ্বর এবং সর্ব্ব-জীবের সুহৃৎ জানিয়া, মনুষ্য মোক্ষ প্রাপ্ত হয়॥২৯

ব্যাখ্যাতম্।৬ এতাদৃশো যঃ সন্ন্যাসী সদা ভবতি মুক্তএব সঃ, ন তু তস্য মোক্ষঃ কর্ত্তব্যোঽস্তি।৭ অথবা য এতাদৃশঃ স সদা জীবন্নপি মুক্ত এব॥৮—২৭, ২৮॥

এবং যোগযুক্তঃ কিং জ্ঞাত্বা মুচ্যত ইতি তত্রাহ ভোক্তারমিতি। সর্ব্বেষাং যজ্ঞানাং তপসাঞ্চ কর্ত্তৃরূপেণ দেবতারূপেণ চ "ভোক্তারং" ভোগকর্ত্তারং পালকমিতি বা—। ভুজ্ পালনাভ্যবহারয়োরিতি ধাতুঃ—। সর্ব্বেষাং লোকানাং মহান্তমীশ্বরং হিরণ্যগর্ভাদীনামপি নিয়ন্তারং, সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং সুহৃদং প্রত্যুপকারনিরপেক্ষতয়োপকারিণং সর্ব্বান্তর্য্যামিণং সর্ব্বভাসকং পরিপূর্ণং সচ্চিদানন্দৈকরসং পরমার্থসত্যং সর্ব্বাত্মানং

"বীতরাগভয়ক্রোধঃ" এই সন্দর্ভের ব্যাখ্যায় গতার্থ (ব্যাখ্যাত) হইয়াছে।৬ যে সন্ন্যাসী এতাদৃশ অবস্থাপন্ন হন **স সদা মুক্ত এব**=তিনি সদাই মুক্ত থাকেন, মোক্ষ আর তাঁহার কর্ত্তব্য অর্থাৎ নিষ্পাদ্য হয় না।৭ অথবা যিনি এতাদৃশ তিনি সর্ব্বদাই অর্থাৎ জীবিত থাকিলেও মুক্তই বটে।৮—২৭, ২৮॥

ভাবপ্রকাশ—মুক্তি যে ইহজীবনেরই অনুভূত অবস্থা, এবং ইহা মরণের পরে প্রাপ্তব্য সন্দিগ্ধ কোনও বস্তু নহে, তাহা এই শ্লোক দুইটীতে বিশদ করিয়া বলিতেছেন। যে যোগী প্রাণাপানের সমতালাভ করিয়া ভ্রূ মধ্যে চক্ষু স্থাপন করিয়া বাহ্যবিষয়ের জ্ঞান বহিঃপ্রকোষ্ঠে রাখিয়া অর্থাৎ তৎসম্বন্ধে ভিতরে কোনও চিন্তা উঠিতে না দিয়া, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতিকে সংযত করিয়া, কেবল মোক্ষ বা ব্রহ্মভাবকেই পরম অবলম্বন করিয়াছেন এবং যাঁহার ইচ্ছা, ভয় এবং ক্রোধ চলিয়া গিয়াছে, তিনি সর্ব্বদাই মুক্ত। মুক্তির অবস্থা যে কি এবং কোন্ সাধনে মুক্তিযোগ্যতা লাভ হয়—তাহাই এই দুইটী শ্লোকে বলিয়াছেন।২৭-২৮

অনুবাদ—যিনি এই প্রকারে যোগযুক্ত তিনি কোন্ তত্ত্ব জানিয়া মুক্ত হন তাহাই বলিতেছেন **ভোক্তারম্** ইত্যাদি। যে আমি সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার কর্ত্তৃরূপে অথবা দেবতারূপে **ভোক্তা** অর্থাৎ ভোগকর্ত্তা অথবা পালনকর্ত্তা—(দুই রকমই অর্থ হয় কারণ) ভুজ্‌ধাতু পালনার্থে এবং অভ্যবহার অর্থাৎ ভোজন অর্থেও প্রযুক্ত হয়;—যে আমি সমস্ত লোকগণের **মহান্ ঈশ্বর**, অর্থাৎ যে আমি হিরণ্যগর্ভাদিরও নিয়ন্তা এবং যে আমি সমস্ত প্রাণীর **সুহৃৎ** অর্থাৎ প্রত্যুপকার নিরপেক্ষ হইয়াই উপকারী সেই সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বাবভাসক, পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দৈকরস পরমার্থ সত্য সর্ব্বাত্মা নারায়ণ আমাকে **জ্ঞাত্বা**=জানিয়া অর্থাৎ নিজ আত্মরূপে সাক্ষাৎকার করিয়া লোকে **শান্তিম্ ঋচ্ছতি**=শান্তি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সংসারের উপরতি অর্থাৎ উপশম বা নিবৃত্তি রূপ মুক্তি প্রাপ্ত হয়। অর্জ্জুনের হয়ত আশঙ্কা হইতে পারে যে তুমিই যখন তাহা হইতেছ তখন আমি তোমায় দেখিতে থাকিলেও কেন

নারায়ণং মাং "জ্ঞাত্বা" আত্মত্বেন সাক্ষাৎকৃত্য "শান্তিং" সর্ব্বসংসারোপরতিং মুক্তি-"মৃচ্ছতি" প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। ত্বাং পশ্যন্নপি কথং নাহং মুক্ত ইত্যাশঙ্কানিরাকরণায় বিশেষণানি উক্তরূপেণৈব মম জ্ঞানং মুক্তিকারণমিতি ভাবঃ।

অনেকসাধনাভ্যাসনিষ্পন্নং হরিণেরিতম্।
স্বস্বরূপপরিজ্ঞানং সর্ব্বেষাং মুক্তিসাধনম্॥ ২৯॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীবিশ্বেশ্বর সরস্বতীপাদশিষ্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতী বিরচিতায়াং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাগূঢ়ার্থদীপিকায়াং কর্ম্মসন্ন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥

মুক্ত হইতেছি না? এইরূপ আশঙ্কার নিরাস করিবার জন্যই ঐ বিশেষণগুলি কথিত হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে যেরূপ বলা হইল ঐরূপে যদি আমায় জানিতে পার তবে সেই জ্ঞানই তোমার মুক্তির কারণ হইবে অন্য প্রকার জ্ঞান নহে। তুমি আমায় সে ভাবে জানিতেছ না কিন্তু কেবল সখারূপে বসুদেবতনয়রূপে নরাকারে দেখিতেছ। কাজেই এতাদৃশ দর্শন জন্য জ্ঞানে মুক্তি হইবে কিরূপে?

যাহা সকলের মুক্তির সাধনস্বরূপ এবং যাহা অনেক সাধনার অভ্যাসে নিষ্পন্ন হয় ভগবান্ এই অধ্যায়ে সেই নিজস্বরূপ পরিজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন। ২৯

ভাবপ্রকাশ—পূর্ব্বশ্লোকবর্ণিত অবস্থা লাভ হইলে শ্রীভগবান্ যে সর্ব্বলোকমহেশ্বর, তিনিই যে সকল যজ্ঞ ও তপস্যার ফলভোক্তা, তিনি যে সকলের সুহৃৎ এই জ্ঞান ফুটে। এইভাবে ভগবত্তত্ত্বের জ্ঞান ফুটিলে তবে মুক্তি লাভ হয়। অর্জ্জুন তাঁহার সমক্ষে ভগবান্‌কে দেখিয়াও কেন তাহার অশান্তি দূর করিতে পারিতেছেন না—এই অজিজ্ঞাসিত প্রশ্নের ইহাই উত্তর। তত্ত্বের জ্ঞানই মুক্তিসাধন, তাহা না হইলে মুক্তি হইতে পারে না।২৯

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীবিশ্বেশ্বর সরস্বতীপাদের শিষ্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতী বিরচিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার গূঢ়ার্থদীপিকা নামক টীকায় কর্ম্মসন্ন্যাসযোগ নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ !
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ,—যঃ কর্ম্মফলম্ অনাশ্রিতঃ কার্য্যং কর্ম্ম করোতি, সঃ সন্ন্যাসী চ যোগী চ, ন নিরগ্নিঃ ন চ অক্রিয়ঃ অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কহিলেন,—যিনি কর্ম্মফলের অপেক্ষা না করিয়া অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে বিহিত কর্ম্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী এবং তিনিই যোগী ; অগ্নিত্যাগী এবং অন্য কর্ম্মত্যাগী এতদুভয়ের কেহই সন্ন্যাসী বা যোগী নহেন ॥১

যোগসূত্রং ত্রিভিঃ শ্লোকৈঃ পঞ্চমান্তে যদীরিতম্। ষষ্ঠ আরভ্যতেঽধ্যায়-স্তদ্ব্যাখ্যানায় বিস্তরাৎ ॥ তত্র সর্ব্বকর্ম্মত্যাগেন যোগং বিধাস্যন্ ত্যাজ্যত্বেন হীনত্বমাশঙ্ক্য কর্ম্মযোগং স্তৌতি দ্বাভ্যাম্ অনাশ্রিত ইতি।১ কর্ম্মণাং ফলমনাশ্রিতোঽনপেক্ষমাণঃ ফলাভিসন্ধিরহিতঃ সন্ কার্য্যং কর্ত্তব্যতয়া শাস্ত্রেণ বিহিতং নিত্যমগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম করোতি যঃ, স কর্ম্ম্যপি সন্ সন্ন্যাসী চ যোগী চেতি স্তূয়তে।২ সন্ন্যাসো হি ত্যাগঃ, চিত্তগতবিক্ষেপাভাবশ্চ যোগঃ, তৌ চাস্য বিদ্যেতে ফলত্যাগাৎ ফলতৃষ্ণারূপচিত্ত-

পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে তিনটী শ্লোকে যে যোগসূত্র বলা হইয়াছে—সূত্রাকারে অতি সংক্ষিপ্তভাবে যে যোগের কথা বলা হইয়াছে—তাহারই বিস্তৃত ব্যাখ্যাস্বরূপে ষষ্ঠ অধ্যায় আরম্ভ করিতেছেন।১ এই অধ্যায়ে সমস্ত কর্ম্মের ত্যাগ নির্দ্দেশপূর্ব্বক যোগের বিধান করিবেন ; কাজেই তাহাতে শঙ্কা হইতে পারে যে, কর্ম্ম যখন ত্যাজ্য তখন উহা অবশ্য হীন অর্থাৎ যোগ অবলম্বন করিতে হইলে কর্ম্মকলাপ যখন পরিত্যাগ হয় তখন ইহার দ্বারাই প্রতিপন্ন হয় যে কর্ম্ম হীন। এইরূপ শঙ্কা হইলে তাহা দূর করিবার জন্য **"অনাশ্রিতঃ"** ইত্যাদি দুইটী শ্লোকে কর্ম্মযোগের প্রশংসা করিতেছেন অর্থাৎ কর্ম্ম পরিত্যাজ্য হইলেও হীন নহে, তাহা জানাইয়া দিতেছেন—।১ কর্ম্মকলাপের ফলকে **অনাশ্রিতঃ**=আশ্রয় না করিয়া—ফলের অপেক্ষা না করিয়া অর্থাৎ ফলাভিসন্ধিবিহীন হইয়া **কার্য্যং কর্ম্ম**=শাস্ত্রে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে সেই সমস্ত অগ্নিহোত্রাদি নিত্য কর্ম্ম **করোতি যঃ**=যিনি অনুষ্ঠান করেন তিনি কর্ম্মী হইলেও অর্থাৎ কর্ম্মনিরত হইলেও **সন্ন্যাসী চ যোগী চ**=সন্ন্যাসী এবং যোগী অর্থাৎ তাদৃশ কর্ম্মযোগী ব্যক্তিকে সন্ন্যাসীও বলা যায় এবং যোগীও বলা যায়—তিনি একাধারে সন্ন্যাসীও বটে এবং যোগীও বটে ;—এইরূপে কর্ম্মীর প্রশংসা করা হইল।২ কারণ সন্ন্যাস হইতেছে ত্যাগ, আর যোগ হইতেছে চিত্তবিক্ষেপের অভাব ; সেই দুইটীই এতাদৃশ কর্ম্মীর মধ্যে থাকে, যেহেতু তিনি কর্ম্মের ফলপ্রাপ্তির অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়াছেন (কাজেই তাঁহার ত্যাগের পরাকাষ্ঠা হইয়াছে) এবং তাঁহার ফলতৃষ্ণারূপ তৃষ্ণাও নাই ; (কাজেই তাঁহার চিত্তবিক্ষেপও দূর হইয়াছে ; অতএব তাঁহার ত্যাগ এবং চিত্তবিক্ষেপাভাব উভয়ই রহিয়াছে বলিয়া তিনি একাধারে সন্ন্যাসী এবং

বিক্ষেপাভাবাচ্চ।৩ কর্ম্মফলতৃষ্ণাত্যাগ এবাত্র গৌণ্যা বৃত্ত্যা সন্ন্যাসযোগশব্দাভ্যামভিধীয়তে। সকামানপেক্ষ্য প্রাশস্ত্যকথনায়। অবশ্যংভাবিনৌ হি নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠাতুর্মুখ্যৌ সন্ন্যাসযোগৌ। তস্মাদয়ং যদ্যপি "ন নিরগ্নিঃ" অগ্নিসাধ্যশ্রৌতকর্ম্মত্যাগী ন ভবতি। "ন চাক্রিয়ঃ" অগ্নিনিরপেক্ষস্মার্ত্তক্রিয়াত্যাগী চ ন ভবতি, তথাপি "সন্ন্যাসী যোগী চ"ইতি মন্তব্যঃ।৪ অথবা ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ সন্ন্যাসী যোগী চেতি মন্তব্যঃ, কিন্তু সাগ্নিঃ সক্রিয়শ্চ নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠায়ী সন্ন্যাসী যোগী চেতি মন্তব্য ইতি স্তূয়তে। "অপশবো

যোগী)।৩ এ স্থলে যে কর্ম্মফলাভিলাষত্যাগকেই গৌণী বৃত্তি অনুসারে সন্ন্যাস ও যোগ এই দুইটী শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহার কারণ এই যে সকাম ব্যক্তির তুলনায় ইহা প্রশস্ত। আরও যে ব্যক্তি নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁহার মুখ্য (আসল) সন্ন্যাস এবং যোগ অবশ্যই হইবে। কাজেই যিনি এতাদৃশ কর্ম্মী তিনি যদিও নিরগ্নি নহেন (অগ্নিত্যাগ করেন নাই) অর্থাৎ অগ্নিসাধ্য শ্রৌত (বেদবিহিত) কর্ম্ম ত্যাগ করেন নাই, আর যদিও তিনি অক্রিয় নহেন অর্থাৎ অগ্নি নিরপেক্ষ স্মার্ত্তক্রিয়াত্যাগী নহেন তবুও তিনি সন্ন্যাসী এবং তিনি যোগী, ইহা বুঝিতে হইবে।৪ [**তাৎপর্য্য**—কর্ম্ম সকল শ্রৌত ও স্মার্ত্ত এই দুই ভাগে বিভক্ত। যেগুলি সাক্ষাৎ শ্রুতির দ্বারা বিহিত হইয়াছে সেইগুলিকে শ্রৌত এবং যেগুলির কর্ত্তব্যতা-উপদেশ বেদের এক শাখায় নাই কিন্তু অন্য শাখায় আছে অথচ সেগুলি গুণোপসংহারন্যায়ে সকলের অনুষ্ঠেয়, শাখাসাঙ্কর্য্য পরিহারের জন্য মনু প্রভৃতি পরমাস্তিক বেদবিৎ মহর্ষিগণ সেগুলি স্মরণ করিয়া কর্ত্তব্যরূপে বিধান করিয়াছেন বলিয়া তাদৃশ কর্ম্মগুলি স্মার্ত্তকর্ম্ম, অথবা যে সমস্ত কর্ম্মের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষতঃ শ্রুতি (বেদবিধি) পাওয়া যায় না কিন্তু যে গুলি বেদের মন্ত্র, অর্থবাদ প্রভৃতি অবলম্বনে মনু প্রভৃতি বেদবিৎগণ কর্তৃক বেদার্থ স্মরণাত্মক স্মৃতি শাস্ত্রের দ্বারা বিহিত হইয়াছে বলিয়া শিষ্টপরিগৃহীত সেইগুলিকে স্মার্ত্ত কর্ম্ম বলা হয়। তন্মধ্যে শ্রৌত কর্ম্মগুলি করিতে হইলে অগ্ন্যাধান করিতে হয় অর্থাৎ সমাবর্ত্তনের পর গৃহস্থ হইয়া শাস্ত্রীয় নিয়ম অনুসারে বহ্নি স্থাপন করিয়া রাখিতে হয় এবং তাহাকে যাবজ্জীবন অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দিতে হয়। পরে যে সমস্ত অগ্নেহোত্রাদি নিত্য এবং জ্যোতিষ্টোমাদি কাম্য এবং অনান্য নৈমিত্তিক বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা হইবে তাহা এই আহিত (আধান-স্থাপিত) অগ্নিতেই করিতে হয় ; ইহাই শ্রৌত ক্রিয়াগুলির বিশেষত্ব। কিন্তু স্মার্ত্ত কর্ম্মের বেলায় ঐ প্রকারের অগ্ন্যাধানের আবশ্যকতা নাই। লৌকিক অগ্নির দ্বারাই স্মার্ত্ত ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করা শাস্ত্রানুমোদিত। এই কারণে "ন নিরগ্নিঃ" এই সন্দর্ভের অর্থ করা হইয়াছে 'অগ্নিসাধ্য বৈদিকক্রিয়া ত্যাগী নহেন' এবং "অক্রিয়ঃ" ইহার অর্থ করা হইয়াছে 'অগ্নিনিরপেক্ষ স্মার্ত্ত ক্রিয়াত্যাগী নহেন'।]৪ অথবা ইহার অর্থ এইরূপ,—তাঁহাকে নিরগ্নি সন্ন্যাসী মনে করা উচিত নহে কিংবা তাঁহাকে অক্রিয় যোগী বিবেচনা করা ও কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু তিনি একাধারে সাগ্নি এবং সক্রিয় নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠাতা সন্ন্যাসী এবং যোগী বলিয়া বোদ্ধব্য—এইরূপে তাঁহার প্রশংসা করা হইল। "গরু এবং ঘোড়া ছাড়া অন্য সমস্ত পশু পশুই নহে"—এ স্থলে যেমন অন্য পশুর পশুত্বহীনতা বিবক্ষিত নহে, কিন্তু অন্যের নিন্দা দ্বারা গরু ও ঘোড়ার প্রশস্ততা বিবক্ষিত অর্থাৎ পশুর মধ্যে গরু এবং অশ্বই প্রশস্ত, এইরূপ অর্থ বিবক্ষিত (ইহা মীমাংসাদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থপাদের 'তৎসিদ্ধিপেটিকা' মধ্যে

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥ ২॥

হে পাণ্ডব! যং সন্ন্যাসম্ ইতি প্রাহুঃ তম্ যোগং বিদ্ধি; হি অসংন্যস্তসংকল্পঃ কশ্চন যোগী ন ভবতি অর্থাৎ হে পাণ্ডব! (জ্ঞানিগণ) যাহাকে সন্ন্যাস বলেন তাহাই যোগ বলিয়া জানিবে, কেন না, যিনি ফলকামনা ত্যাগ না করিয়াছেন, তিনি কখনও যোগী হইতে পারেন না।২

বা অন্যে গোঽশ্বেভ্যঃ পশবো গোঽশ্বা" ইত্যত্রেব প্রশংসালক্ষণয়া নঞদ্বয়োপপত্তিঃ।৫ অত্র চাক্রিয় ইত্যনেনৈব সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসীতি লব্ধে নিরগ্নিরিতি ব্যর্থং স্যাদিত্যগ্নিশব্দেন সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি উপলক্ষ্য নিরগ্নিরিতি সন্ন্যাসী, ক্রিয়াশব্দেন চিত্তবৃত্তীরুপলক্ষ্য অক্রিয় ইতি নিরুদ্ধচিত্তবৃত্তির্যোগী চ কথ্যতে।৬ তেন ন নিরগ্নিঃ সন্ন্যাসী মন্তব্যঃ, ন চাক্রিয়ো যোগী মন্তব্য ইতি যথাসঙ্খ্যমুভয়ব্যতিরেকো দর্শনীয়ঃ। এবং সতি নঞ্‌দ্বয়মপ্যুপপন্নমিতি দ্রষ্টব্যম্॥ ১—৭॥

অসন্ন্যাসেঽপি সন্ন্যাসপদপ্রয়োগে নিমিত্তভূতং গুণযোগং দর্শয়িতুমাহ যমিতি। যং সর্ব্বকর্ম্মতৎফলপরিত্যাগং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুঃ শ্রুতয়ঃ, "সন্ন্যাস এবাতিরেচয়তীতি "ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি"

"প্রশংসা" এই ২৩শ সূত্রাংশে বিচারিত হইয়াছে) সেইরূপ এখানেও নিষেধার্থক নঞের এইরূপে প্রশংসায় লক্ষণা করিলে অর্থাৎ এইরূপে লক্ষণাবৃত্তি স্বীকার করিয়া প্রশংসার্থকতা স্বীকার করিলে (শ্লোকস্থ "ন নিরগ্নিঃ" ইত্যাদি স্থলের) নঞ্‌এর অন্বয়ের উপপত্তি অর্থাৎ সামঞ্জস্য বা সার্থকতা হয় অর্থাৎ নিরগ্নি সন্ন্যাসী অপেক্ষা এবং অক্রিয় যোগী অপেক্ষা এতাদৃশ সাগ্নি সন্ন্যাসী এবং সক্রিয় যোগী প্রশস্ত (ভাল)—এইরূপে কর্ম্মযোগীর প্রশংসাই করা হইল; কিন্তু ইহা দ্বারা যে নিরগ্নি সন্ন্যাসী এবং অক্রিয় যোগীর নিন্দা বিবক্ষিত তাহা নহে।৫ কারণ এস্থলে 'অক্রিয়' এই কথাটীর দ্বারাই যখন সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসী এইরূপ অর্থ পাওয়া যায় তখন 'নিরগ্নি' এই কথাটী নিরর্থক হইয়া পড়ে অর্থাৎ ইহা প্রয়োগ করার আর কোন সার্থকতা থাকে না, এই জন্য (এই দোষপরিহারের নিমিত্ত) 'অগ্নি' শব্দকে সমস্ত কর্ম্মের উপলক্ষণ (জ্ঞাপক) ধরিয়া "নিরগ্নিঃ" এই পদে 'সন্ন্যাসী' এবং 'ক্রিয়া' শব্দকে চিত্তবৃত্তির উপলক্ষণ ধরিয়া "অক্রিয়ঃ" এই পদে 'যিনি চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ করিয়াছেন তাদৃশ যোগী' এইরূপ অর্থ কথিত হইল।৬ আর তাহা হইলে পর "ন নিরগ্নিঃ" ইত্যাদি সন্দর্ভের অর্থ দাঁড়ায় এইরূপ, তাঁহাকে নিরগ্নি সন্ন্যাসী মনে করা উচিত নহে অথবা অক্রিয় যোগী মনে করা উচিত নহে;—এই প্রকারে যথাক্রমে উহাদের ব্যতিরেক অর্থাৎ নিরগ্নি ও অক্রিয়ের নিষেধ বা পার্থক্য করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। আর এইরূপ অর্থ করিলে এস্থলে দুইটী নঞের যে প্রয়োগ আছে তাহাও সঙ্গত হয় বুঝিতে হইবে।১—৭॥

অনুবাদ—পূর্ব্বে, যাহা সন্ন্যাস নহে তাহাতে যে সন্ন্যাস শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহার নিমিত্ত হইতেছে গুণযোগ অর্থাৎ গুণের সাদৃশ্য; তাহা দেখাইবার জন্য বলিতেছেন "যম্ সন্ন্যাসম্" ইত্যাদি। অভিপ্রায় এই যে যাহা যেরূপ নহে তাহাকে সেই শব্দে নির্দ্দেশ করিয়া যে উভয়ের মধ্যে অভিন্নতা

(বৃহদাঃ উঃ ৪।৪।২২) ইত্যাদ্যাঃ যোগং ফলতৃষ্ণাকর্ত্তৃত্বাভিমানয়োঃ পরিত্যাগেন বিহিত-কর্ম্মানুষ্ঠানং তং সন্ন্যাসং বিদ্ধি হে পাণ্ডব।২ "অব্রহ্মদত্তং ব্রহ্মদত্তমিত্যাহ তং বয়ং মন্যামহে ব্রহ্মদত্তসদৃশোঽয়ম্" ইতি ন্যায়াৎ পরশব্দঃ পরত্র প্রযুজ্যমানঃ সাদৃশ্যং বোধয়তি গৌণ্যা বৃত্ত্যা তদ্ভাবারোপেণ বা, প্রকৃতে তু কিং সাদৃশ্যমিতি তদাহ নহীতি।৩ যস্মাৎ "অসন্ন্যস্তসঙ্কল্পঃ" অত্যক্তফলসঙ্কল্পঃ কশ্চন কশ্চিদপি যোগী ন ভবতি, অপিতু সর্ব্বো যোগী ত্যক্তফলসঙ্কল্প এব ভবতীতি ফলত্যাগসাম্যাৎ তৃষ্ণারূপচিত্তবৃত্তিনিরোধসাম্যাচ্চ গৌণ্যা বৃত্ত্যা কর্ম্ম্যেব সন্ন্যাসী চ যোগী চ ভবতীত্যর্থঃ।৪ তথাহি "যোগশ্চিত্ত-

করা হয় তাহার অবশ্যই কোন কারণ আছে। আর সেই কারণটী হইতেছে এই যে উভয়ের মধ্যে গুণগত কোন বিশেষ সাদৃশ্য আছে। যেমন 'লোকটা একটা বাঘ' এইপ্রকার যে প্রয়োগ করা হয়, ইহাতে 'বাঘ' এই শব্দটী বাঘের গুণ যে শূরত্ব গম্ভীরত্ব, কঠোরদৃষ্টিত্ব প্রভৃতি তাহাই লক্ষণা বলে বোধিত হয়। আর সেই সকল লক্ষ্যমাণ (লক্ষণা দ্বারা বোধিত) গুণ যে সেই লোকটীতে আছে তাহাই উক্ত বাক্যে বোধিত হয়। একারণে 'বাঘ' এই শব্দটী গৌণার্থক। সেইরূপ এখানে 'সন্ন্যাসী' ও 'যোগী' এই শব্দ দুইটী গৌণার্থক ; লক্ষ্যমাণ গুণের সংযোগে তাঁহাকে সন্ন্যাসী বলা হয় ;—তাহাই এই শ্লোকে বলিবার উপক্রম করিতেছেন—। **যং**=যাহাকে অর্থাৎ যে সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগকে **সন্ন্যাসম্ ইতি প্রাহুঃ**=সন্ন্যাস বলিয়াছেন অর্থাৎ "সন্ন্যাসই অতিরিক্ত, সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয়ী অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বলিয়া "বর্ণিত হয়", ব্রাহ্মণ পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, এবং লোকৈষণা হইতে ব্যুত্থিত হইয়া ভিক্ষাচর্য্যা করিবেন" ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ যে সর্ব্বকর্ম্ম ফলত্যাগকে সন্ন্যাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, হে পাণ্ডুনন্দন! **যোগং**=সেই যোগকে অর্থাৎ ফলতৃষ্ণা এবং কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিহিতকর্ম্মের অনুষ্ঠানরূপ যোগকে **তং**=সেই সন্ন্যাস বলিয়া **বিদ্ধি**=জানিও।২ "যাহার নাম ব্রহ্মদত্ত নহে তাহাকে ব্রহ্মদত্ত বলা হইল ; ইহাতে আমরা মনে করি যে সেই ব্যক্তিটী ব্রহ্মদত্তের সদৃশ"—এই ন্যায় (নিয়ম) অনুসারে পরশব্দ (অন্যার্থবাচক শব্দ) যদি পরত্র অর্থাৎ অন্য অর্থে প্রযুক্ত হয় তাহা হইলে তাহা গৌণী বৃত্তি বলে * অথবা তাহার (যে অর্থবাচক শব্দ অন্য অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে সেই মুখ্য অর্থের) ভাব আরোপিত করিয়া সাদৃশ্য বুঝাইয়া থাকে। বক্তব্য বিষয়ে সেইরূপ কি সাদৃশ্য আছে? তাহাই বলিতেছেন **ন হি** ইত্যাদি।৩ **হি**=যেহেতু **অসন্ন্যস্তসংকল্পঃ**=যে ব্যক্তি সঙ্কল্প পরিত্যাগ করে নাই এমন **কশ্চন**=কোনও ব্যক্তি **যোগী ন ভবতি**=যোগী হইতে পারে না ; কিন্তু সকল যোগীকে অবশ্যই ত্যক্তসংকল্প হইতে হইবে ; সুতরাং এইপ্রকার ফলত্যাগের সাদৃশ্য নিবন্ধন এবং তৃষ্ণা-রূপ চিত্তবৃত্তি নিরোধেরও সাদৃশ্য রহিয়াছে বলিয়া গৌণী বৃত্তি অনুসারে কর্ম্মী ব্যক্তিই সন্ন্যাসীও হন এবং তিনি যোগীও হন—ইহাই অভিপ্রেত অর্থ। (সুতরাং এস্থলে 'সন্ন্যাসী' এই পদে সন্ন্যাসীর গুণ যে ত্যাগ তাহা এবং 'যোগী' এই পদে যোগীর গুণ যে চিত্তবৃত্তিনিরোধ তাহা লক্ষণাবলে বোধিত হইলে

* তৎপদের দ্বারা যে সমস্ত গুণ লক্ষণাবলে বোধিত হয় সেই সমস্ত গুণ সেই ব্যক্তিতে আছে ইহাই বোধিত হয় ; আর যে বৃত্তি বলে অর্থাৎ শব্দের যে শক্তি দ্বারা তাদৃশ অর্থ বোধিত হয় তাহাকে গৌণী বৃত্তি বলে—"লক্ষ্যমাণ-মাণগুণৈর্যোগাদ্বৃত্তেরিষ্টা তু গৌণতা"।

বৃত্তিনিরোধঃ", "প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতয়ঃ" ইতি বৃত্তয়ঃ পঞ্চবিধাঃ।৫ তত্র প্রত্যক্ষানুমানশাস্ত্রোপমানার্থাপত্ত্যভাবাখ্যানি প্রমাণানি ষট্ ইতি বৈদিকাঃ। প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ত্রীণি ইতি যোগাঃ। অন্তর্ভাববহির্ভাবাভ্যাং সঙ্কোচবিকাশৌ দ্রষ্টব্যৌ। অতএব তার্কিকাদীনাং মতভেদাঃ।৬ বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানম্, তস্য পঞ্চভেদাঃ, "অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ।" ত এব চে ক্লেশাঃ।৭ "শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ" প্রমাভ্রমবিলক্ষণোঽসদর্থব্যবহারঃ, শশবিষাণমসৎ পুরুষস্য চৈতন্যমিত্যাদিঃ।৮ "অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা"। চতসৃণাং বৃত্তীনাং অভাবস্য প্রত্যয়ঃ কারণং তমোগুণঃ তদালম্বনা বৃত্তিরেব নিদ্রা, ন তু জ্ঞানাদ্যভাব-

সেই গুণগত সাদৃশ্য তাদৃশ কর্ম্মযোগীতে আছে বলিয়া তাঁহাকেও সন্ন্যাসী এবং যোগী বলা হয়)।৪ "চিত্তবৃত্তির নিরোধকে যোগ বলে", বৃত্তি আবার," প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প-নিদ্রা ও স্মৃতি"—এই পাঁচ প্রকারের।৫ এস্থলে বৈদিক অর্থাৎ বেদান্তী এবং মীমাংসকগণের মতে প্রমাণ ছয় প্রকার যথা,—**প্রত্যক্ষ, অনুমান, আগম (শব্দ), উপমান, অর্থাপত্তি** ও **অভাব বা অনুপলব্ধি**। আর যোগদর্শন মতাবলম্বিগণ বলেন--প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম (শব্দ) এই **ত্রিবিধ** প্রমাণ। পূর্ব্বোক্ত ছয়টী প্রমাণকে ইহাদের অন্তর্ভুক্ত ও বহির্ভূত করিয়া উহাদের সঙ্কোচ ও বিকাশ বুঝিয়া লইতে হইবে। অর্থাৎ কেহ কেহ সঙ্কুচিত করিয়া তিনটী বা চারিটীতে ইহাদের অন্তর্ভূত করিয়াছেন আবার কেহ কেহ ইহাদিগকে বিকশিত করিয়া আটটীতে পরিণত করিয়াছেন। এই কারণেই তার্কিক আদি দার্শনিকগণের এবিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে।৬ **বিপর্য্যয়** বলিতে মিথ্যাজ্ঞান বুঝায় অর্থাৎ যাহা যেরূপ নহে তাহাকে সেইরূপ বলিয়া যে প্রতীত হয় এবং যাহা উত্তরকালে বাধিত হইয়া যায় তাহাকে বিপর্য্যয় বলে। তাহার আবার ভেদ পাঁচপ্রকার, যথা **অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ** ও **অভিনিবেশ**। ইহাদেরই **ক্লেশ** বলা হয়।৭ যাহা শব্দজ্ঞানের অনুপাতী অর্থাৎ যাহা হইতে মাত্র একটা শাব্দজ্ঞান হয় অথচ যাহা বস্তুশূন্য অর্থাৎ যাহার বিষয়ীভূত কোন বস্তু নাই—যে বৃত্তির অবলম্বন কোন বস্তু নাই তাদৃশ চিত্তবৃত্তিকে **বিকল্প** বলা হয়। এই বিকল্প বৃত্তি ভ্রম এবং প্রমা অর্থাৎ অযথার্থ এবং যথার্থজ্ঞান হইতে বিভিন্ন প্রকারের ; এবং ইহা অসৎবিষয়ক ব্যবহারের স্বরূপ ; যেমন শশবিষাণ, পুরুষের চৈতন্য ইত্যাদি ব্যবহার বিকল্পবৃত্তি।৮ [**তাৎপর্য্য** এই যে, শশবিষাণ, আকাশকুসুম ইত্যাদি শব্দ প্রচলিত আছে কিন্তু শশবিষাণ বা আকাশকুসুম বলিয়া এমন কোন বস্তু নাই যাহা উক্ত শব্দশ্রবণজন্য প্রতীতির বিষয় হইতে পারে। অথচ আকাশকুসুম বলিলে নির্বিষয়া একরূপ চিত্তবৃত্তিও হইয়া থাকে। এইরূপ, পুরুষই যখন চৈতন্যস্বরূপ তখন পুরুষের চৈতন্য বলিলে ষষ্ঠী বিভক্তির দ্বারা একপ্রকার অবাস্তব নির্বিষয় ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে। এই প্রকারের চিত্তবৃত্তির নাম বিকল্প। এই যে বিকল্প ইহা জ্ঞানাত্মক নহে—কিন্তু ইহা ইচ্ছা দ্বেষাদির ন্যায় অন্তঃকরণের ধর্ম্মবিশেষ। ইহা শব্দের দ্বারা উল্লিখ্যমান হয় বলিয়া ইহাকে 'ব্যবহার' বলা হইয়াছে। যেহেতু হান, উপাদান অথ বা শব্দের দ্বারা যে উল্লেখ তাহাকেই ব্যবহার বলা হয়। অথচ ইহার বিষয়টী সৎ অর্থাৎ অস্তিত্বযুক্ত নহে। এইজন্য বলা হইয়াছে 'অসদর্থ' ব্যবহার।]৮ "বৃত্তি চতুষ্টয়ের অভাবের যাহা

মাত্রমিত্যর্থঃ।" "অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ প্রত্যয়ঃ স্মৃতিঃ"—পূর্ব্বানুভূতসংস্কারজং জ্ঞানমিত্যর্থঃ।১০ সর্ব্ববৃত্তিজন্যত্বাদন্তে কথনম্।১১ লজ্জাদিবৃত্তীনামপি পঞ্চস্বেবান্তর্ভাবো

প্রত্যয় অর্থাৎ কারণ তাহা যাহার আলম্বন তাহার নাম **নিদ্রা**"। (ব্যাখ্যা,)—প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প ও স্মৃতি এই চারিটী বৃত্তির অভাবের প্রত্যয় অর্থাৎ কারণ যে তমোগুণ তাহা যাহার আলম্বন, অর্থাৎ সেই তমোগুণকে অবলম্বন করিয়া যাহা প্রকাশ পায় সেইরূপ বৃত্তিকেই নিদ্রা বলা হয়; মাত্র জ্ঞানাদির অভাব কিন্তু এস্থলে 'অভাব' পদের অর্থ নহে।৯ [**তাৎপর্য্য** এই যে, কোন কোন দার্শনিকের মতে নিদ্রায় জ্ঞানাদি থাকে না, তৎকালে তাহাদের অভাব হইয়া যায়। যোগসূত্রকার সে মতের পক্ষপাতী নহেন। এই জন্য বৃত্তি পদ সর্ব্বত্র অনুবর্ত্তমান হইলেও নিদ্রার লক্ষণে স্বতন্ত্র ভাবে সূত্রে "বৃত্তি" এই পদটীর প্রয়োগ করিয়া উহা যে জ্ঞানবিশেষ তাহাই সূচিত করিয়াছেন। জাগ্রৎকালীন অথবা স্বপ্নকালীন প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প ও স্মৃতি এই চতুর্বিধ বৃত্তি নিদ্রাকালে থাকে না; তৎকালে তাহাদের অভাব হইয়া থাকে। নিদ্রাকালে ঐ বৃত্তিগুলির না থাকিবার হেতু এই যে প্রমাণাদি যে চারিটী বৃত্তি আছে সেগুলি বুদ্ধিসত্ত্বেরই পরিণামবিশেষ। বুদ্ধিসত্ত্ব হইতেছে আবার ত্রিগুণাত্মক। সেই ত্রিগুণাত্মক বুদ্ধিসত্ত্বে যখন তমোগুণের প্রাবল্য ঘটে তখন সত্ত্বগুণ ও রজোগুণ অভিভূত হইয়া যায়। আবার রজোগুণ ক্রিয়াত্মক বলিয়া তাহার অভিভব হইলে অন্তঃকরণের চাঞ্চল্যরূপ ক্রিয়া রহিত হইয়া যায়, এবং আবরণকারক তমোগুণের পরিণামে সমস্ত স্তব্ধ, সমস্ত আবৃত হইয়া যায়। কাজেই তখন বুদ্ধিসত্ত্বের বহির্বিষয়ে পরিণাম হইতে পারে না; তাহাতে ইন্দ্রিয়সকলও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। এই জন্য নিদ্রাবস্থায় জাগ্রৎ বা স্বপ্নের মত বহির্বিষয়ক অনুভব থাকে না। পরন্তু একেবারে যে অনুভব থাকে না তাহা নহে; তাহা যদি হইত তাহা হইলে সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির 'আমি সুখে ঘুমাইয়াছিলাম' অথবা 'আমি কষ্টে ঘুমাইয়াছিলাম' কিংবা 'আমি একেবারে অজ্ঞান, অচৈতন্য মূঢ় হইয়া গাঢ় নিদ্রা গিয়াছিলাম' এই প্রকার অনুভব হইত না। এই সমস্ত কারণে ইহাই অবধারিত হয় যে, নিদ্রাও প্রত্যয়বিশেষ অর্থাৎ উহাও একপ্রকার চিত্তবৃত্তিবিশেষ।]৯ "অনুভূত বিষয়ের যে অসম্প্রমোষ অর্থাৎ অনপলাপ তাদৃশ যে প্রত্যয় অর্থাৎ জ্ঞানবিশেষ তাহার নাম **স্মৃতি**"। অর্থাৎ পূর্ব্বে যে অনুভব হইয়াছিল তাহা ভ্রমই হউক অথবা প্রমাই হউক সেই অনুভবের যে সংস্কার, সেই সংস্কার হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহার নাম স্মৃতি।১০ [**তাৎপর্য্য** এই যে, স্মরণ হইতে হইলে সেই বস্তুরই স্মরণ হয় যাহা পূর্ব্বে কখনও অনুভূত হইয়া থাকে; যদ্বিষয়ে কোন কালেও ভ্রমাত্মকই হউক অথবা প্রমাত্মকই হউক কোনরূপ অনুভব হয় নাই তদ্বিষয়ে স্মৃতি হইতে পারে না। অনুভব হইতে চিত্তে সংস্কার বা ছাপ জন্মে এবং সেই সংস্কার হইতে স্মৃতি জন্মিয়া থাকে; এইজন্য কোনও টীকাকার প্রমাদি অনুভবকে স্মৃতির পিতা বলিয়াছেন। পিতৃত্যক্ত ধন পুত্রের গ্রহণ করা যেমন স্বাভাবিক এবং তাহাতে যেমন তাহার চুরি করা হয় না কিন্তু অন্যের ধন গ্রহণ করিলে চুরি করা হয় সেইরূপ প্রমাদিরূপ অনুভব সংস্কার রাখিয়া গিয়াছে তাহা গ্রহণ করা অর্থাৎ প্রকাশ করা স্মৃতির স্বাভাবিক, ইহাই তাহার অসম্প্রমোষ। অসম্প্রমোষ বলিতে অস্তেয় অর্থাৎ চুরি না করা। এইরূপ অর্থ প্রকাশের জন্যই সূত্রে 'অসম্প্রমোষ' এই কথাটী বলা হইয়াছে।]১০ পূর্ব্বোক্ত পাতঞ্জলসূত্রে 'বৃত্তি'গুলি নির্দ্দেশ করিবার স্থলে স্মৃতিকে যে সর্ব্বশেষে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহার অভিপ্রায়

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥ ৩

যোগম্ আরুরুক্ষোঃ মুনেঃ কর্ম্ম কারণম্ উচ্যতে; যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে অর্থাৎ যে মুনি যোগারূঢ় হইতে চাহেন, কর্ম্মই তাঁহার কারণস্বরূপ এবং যিনি যোগারূঢ় হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে কর্ম্মসন্ন্যাসই পরম সাধন॥৩

দ্রষ্টব্যঃ।১২ এতাদৃশাং সর্ব্বাসাং চিত্তবৃত্তীনাং নিরোধো যোগ ইতি চ সমাধিরিতি চ কথ্যতে।১৩ ফলসঙ্কল্পস্তু রাগাখ্যস্তৃতীয়ো বিপর্য্যয়ভেদস্তন্নিরোধমাত্রমপি গৌণ্যা বৃত্ত্যা যোগ ইতি সন্ন্যাস ইতি চোচ্যত ইতি ন বিরোধঃ॥ ১৪—২॥

তৎ কিং প্রশস্তত্বাৎ কর্ম্মযোগ এব যাবজ্জীবমনুষ্ঠেয় ইতি? নেত্যাহ আরুরুক্ষোরিতি। যোগমন্তঃকরণশুদ্ধিরূপং বৈরাগ্যমারুরুক্ষোরারোঢ়ুমিচ্ছোর্নত্বারূঢ়স্য মুনের্ভবিষ্যতঃ কর্ম্মফলতৃষ্ণাত্যাগিনঃ কর্ম্ম শাস্ত্রবিহিতমগ্নিহোত্রাদি নিত্যং ভগবদর্পণবুদ্ধ্যা কৃতং "কারণং" যোগারোহণে সাধনমনুষ্ঠেয়মুচ্যতে বেদমুখেন ময়া।১

এই যে উক্ত সমস্ত বৃত্তি হইতেই উৎপন্ন হয়; অর্থাৎ প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প এবং নিদ্রা এই সবগুলি বৃত্তিরই স্মৃতি হইতে পারে।১১ এস্থলে ইহাও দ্রষ্টব্য যে লজ্জা প্রভৃতি বৃত্তিগুলি ঐ পাঁচটীরই অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ লজ্জাদি আর স্বতন্ত্র ভাবে বৃত্তি বলা হয় না কিন্তু উহারা ঐ পাঁচটীর মধ্যে কোন না কোন একটীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে।১২ এই প্রকারের যে সকল চিত্তবৃত্তি আছে সেইগুলির সমস্তেরই যদি নিরোধ হয় তবে তাহাকে 'যোগ' অথবা সমাধি বলা হয়।১৩ আর রাগনামক যে ফলসংকল্প অর্থাৎ ফলেচ্ছা তাহা বিপর্য্যয়েরই তৃতীয় ভেদ বিশেষ; কেবলমাত্র তাহারও যে নিরোধ তাহাকেও গৌণী বৃত্তি অনুসারে যোগ অথবা সন্ন্যাস বলা হয় (যাহা এই শ্লোকে "যং সন্ন্যাসম্" এই স্থলে বলা হইয়াছে)। কাজেই আর কোন বিরোধের আশঙ্কা নাই অর্থাৎ 'যোগ' শব্দটী 'যুজ্ সমাধৌ' এই অনুশাসনোক্ত সমাধ্যর্থক যুজ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া উহার মুখ্য অর্থ চিত্তবৃত্তি নিরোধাত্মক সমাধি। তাহা টীকার মধ্যে ৫ সংখ্যাঙ্কিত অংশ হইতে বিবৃত হইয়াছে। তাহাই যদি হয় তাহা হইলে ১ম ও ২য় শ্লোকে যে কর্ম্মফলত্যাগকে যোগ বলা হইয়াছে তাহা বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। এইজন্য আচার্য্য বলিলেন 'যোগ' শব্দের মুখ্য অর্থ তাহাই বটে, তবে এস্থলে গৌণীবৃত্তি অনুসারে **কর্ম্মফলত্যাগকেও যোগ বলা হইয়াছে**।১৪—২॥

অনুবাদ—আচ্ছা, কর্ম্মযোগ যখন প্রশস্ত তখন যাবজ্জীবন ধরিয়া কেবল কর্ম্মযোগেরই কি অনুষ্ঠান করিতে হইবে? (উত্তর) না, তাহা করিতে হইবে না। এইজন্য বলিতেছেন—। **যোগম্**=যোগ অর্থাৎ অন্তঃকরণশুদ্ধিরূপ বৈরাগ্যে **আরুরুক্ষোঃ**=যিনি আরোহণ করিতে (অবলম্বন করিতে) ইচ্ছুক হইয়াছেন কিন্তু তাহাতে আরোহণ করেন নাই এতাদৃশ যে ভবিষ্যৎ (ভাবী) মুনি অর্থাৎ কর্ম্মফলতৃষ্ণাত্যাগী অর্থাৎ যিনি কর্ম্মফলের তৃষ্ণা ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া এখন না হউন পরে মুনি হইবেন—তাঁহার পক্ষে **কর্ম্ম**=শাস্ত্রবিহিত অগ্নিহোত্রাদি নিত্য কর্ম্ম যদি ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে তাহা **কারণম্**=কারণ অর্থাৎ যোগারোহণের সাধন বলিয়া **উচ্যতে**=কথিত হয়।

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪ ॥

যদা হি ইন্দ্রিয়ার্থেষু কর্ম্মসু ন অনুষজ্জতে তদা সর্ব্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়ঃ উচ্যতে অর্থাৎ যখন মানব ইন্দ্রিয় ভোগ্য শব্দাদি বিষয়ে এবং কর্ম্মে আসক্তি না করেন, সর্ব্ববিধ সঙ্কল্পত্যাগী তিনি তখন যোগারূঢ় নামে অভিহিত হন ॥৪

যোগারূঢ়স্য যোগমন্তঃকরণশুদ্ধিরূপং বৈরাগ্যং প্রাপ্তবতস্তু তস্যৈব পূর্ব্বং কর্ম্মিণোঽপি সতঃ শমঃ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস এব কারণমনুষ্ঠেয়তয়া জ্ঞানপরিপাকসাধনমুচ্যতে ॥ ২—৩ ॥

কদা যোগারূঢ়ো ভবতীত্যুচ্যতে যদা হীতি। যদা যস্মিন্ চিত্তসমাধানকালে ইন্দ্রিয়ার্থেষু শব্দাদিষু কর্ম্মসু চ নিত্যনৈমিত্তিককাম্যলৌকিকপ্রতিষিদ্ধেষু নানু-ষজ্জতে তেষাং মিথ্যাত্বদর্শনেনাত্মনোঽকর্ত্তৃভোক্তৃপরমানন্দাদ্বয়স্বরূপদর্শনেন চ প্রয়ো-জনাভাববুদ্ধ্যাহমেতেষাং কর্ত্তা মমৈতে ভোগ্যা ইত্যভিনিবেশরূপমনুষঙ্গং ন করোতি, হি যস্মাৎ, তস্মাৎ সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী সর্ব্বেষাং সঙ্কল্পানামিদং ময়া কর্ত্তব্যমেতৎ ফলং ভোক্তব্য-মিত্যেবংরূপাণাং মনোবৃত্তিবিশেষাণাং তদ্বিষয়াণাঞ্চ কামানাং তৎসাধনানাঞ্চ কর্ম্মণাং

(তাহা যে অন্যকর্ত্তৃক কথিত হয় এরূপ নহে কিন্তু) বেদমুখে আমাকর্ত্তৃকই তাহা কথিত হয় অর্থাৎ বেদই ভগবানের মুখস্বরূপ ; সেই বেদমধ্যেই এইরূপ কথিত হইয়াছে ; এইজন্য বলিলেন যে আমার (ভগবানের) দ্বারাই কথিত হইয়াছে।১ পক্ষান্তরে **যোগারূঢ়স্য**=যিনি যোগারূঢ় অর্থাৎ যিনি যোগনামক অন্তঃকরণশুদ্ধিরূপ বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন **তস্যৈব**=তিনি প্রথমে কর্ম্মী কর্ম্মানুষ্ঠাতা থাকিলেও তাঁহারই পক্ষে এই অবস্থায় **শমঃ**=শম অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাসই **কারণম্ উচ্যতে**= কারণ বলিয়া কথিত হয় অর্থাৎ কর্ম্মসন্ন্যাসরূপ শমই তাঁহার অনুষ্ঠেয়, কেন না তাহা জ্ঞানের পরিপক্কতার সাধন স্বরূপ অর্থাৎ সকলপ্রকার কর্ম্মের সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগ হইলে তাহা হইতে জ্ঞানের পরিপক্কতা জন্মে।২—৩॥

অনুবাদ—তিনি কখন যোগারূঢ় হইয়া থাকেন তাহাই বলিতেছেন—। **যদা**=যখন অর্থাৎ চিত্তের যে সমাধান সময়ে অর্থাৎ চিত্তকে যে সময় সমাহিত করিলে পুরুষ **ইন্দ্রিয়ার্থেষু**=শব্দাদি ইন্দ্রিয়ার্থ সকলে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সকলে এবং **কর্ম্মসু**=নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মসকলে **ন অনুষজ্যতে**=অনুষক্ত (আসক্ত) হয় না, অর্থাৎ তিনি সেই সমস্ত বিষয়ের মিথ্যাত্ব দর্শন করিয়াছেন বলিয়া এবং আত্মার অকর্ত্তৃ, অভোক্তৃ, পরমানন্দ ও অদ্বিতীয় যে স্বরূপ তাহা তিনি দর্শন করিয়াছেন বলিয়া 'আমি ইহাদের কর্ত্তা, এইগুলি আমার ভোগ্য' এই প্রকারের অভিনিবেশ (অভিমান) রূপ যে অনুষঙ্গ তাহা তিনি করেন না, কেন না তাহাতে তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই। **হি**=যেহেতু তিনি এইরূপ সেই কারণে যিনি **সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী**=সমস্ত সঙ্কল্পের অর্থাৎ 'ইহা আমায় করিতে হইবে, ইহার ফল আমায় ভোগ করিতে হইবে' ইত্যাদিরূপ মনোবৃত্তি বিশেষের, এবং সেই সংকল্পের বিষয় যে কামনা সেইগুলির ও সেই কামনার সাধনস্বরূপ যে কর্ম্ম তাহাদের ত্যাগ

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫ ॥

আত্মনা আত্মানং উদ্ধরেৎ, ন তু আত্মানম্ অবসাদয়েৎ হি আত্মা এব আত্মনঃ বন্ধুঃ, আত্মা এব আত্মনঃ রিপুঃ অর্থাৎ বিবেকযুক্ত আত্মা দ্বারা আত্মাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিবে, আত্মাকে কথনও অবনতি প্রাপ্ত হইতে দিবে না। কেন না, আত্মাই আত্মার বন্ধু, আর আত্মাই আত্মার (আপনার) শত্রু ॥৫

ত্যাগশীলঃ, তদা শব্দাদিষু কর্ম্মসু চানুষঙ্গস্য তদ্ধেতোশ্চ সঙ্কল্পস্য যোগারোহণপ্রতিবন্ধকস্যাভাবাদ্‌যোগং সমাধিমারূঢ়ো যোগারূঢ় ইত্যুচ্যতে ॥ ৪ ॥

যো যদৈবং যোগারূঢ়ো ভবতি তদা তেনাত্মনৈবাত্মোদ্ধৃতো ভবতি সংসারানর্থব্রাতাৎ, অত উদ্ধরেদিতি। "আত্মনা" বিবেকযুক্তেন মনসা আত্মানং স্বং জীবং সংসারসমুদ্রে নিমগ্নং তত উদ্ধরেৎ উৎ ঊর্দ্ধং হরেদ্বিষয়াসঙ্গপরিত্যাগেন যোগারূঢ়তামাপাদয়েদিত্যর্থঃ। নতু বিষয়াসঙ্গেনাত্মানমবসাদয়েৎ সংসারসমুদ্রে মজ্জয়েৎ।১ হি যস্মাদাত্মৈবাত্মনো

করা যাঁহার স্বভাব হইয়া গিয়াছে তখন তাঁহার শব্দাদি বিষয়ে এবং কর্ম্মসকলে অনুষঙ্গ অর্থাৎ অভিমানমূলক আসক্তি এবং সেই অনুষঙ্গের হেতু যে সঙ্কল্প তাহা না থাকায় তাঁহাকে যোগ সমাধিতে আরূঢ় অর্থাৎ যোগারূঢ় বলা হয়।৪॥

ভাবপ্রকাশ—বাহ্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান বা অননুষ্ঠান দ্বারা সন্ন্যাস কিম্বা যোগ নিরূপিত হয় না। সন্ন্যাস এবং যোগ উভয়েরই সার পদার্থ হইতেছে সঙ্কল্প ত্যাগ অর্থাৎ কামনারাহিত্য। যিনি সর্ব্ববিধ কামনা ত্যাগ করিয়াছেন তিনিই প্রকৃত যোগী এবং তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। বাহিরে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অন্তরে কামনাযুক্ত থাকিলে যোগীও হয় না, সন্ন্যাসীও হয় না; তাই তত্ত্বদৃষ্টিতে সন্ন্যাসী ও যোগী একই। বাহিরের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী নহেন কিম্বা বাহিরের কর্ম্ম করেন বলিয়াও যোগী যোগী নহেন। বাহিরের অনুষ্ঠান বাহ্যাবরণ মাত্র। অন্তরে যে কামনারাহিত্য তাহাই সন্ন্যাস এবং যোগ উভয়েরই উপাদান। ধ্যানযোগে আরোহণ করিবার নিমিত্ত কর্ম্মের প্রয়োজন। কর্ম্মই সমস্ত বিক্ষেপকে দূর করিয়া দিয়া চিত্তকে ধ্যানযোগ্য করিয়া তুলে। চিত্ত ধ্যানযোগ্য হইলে আপনিই কর্ম্ম চলিয়া যায়। যতক্ষণ চিত্ত অশুদ্ধ থাকে ততক্ষণ যে কর্ম্ম বিক্ষেপকে দূর করিয়া দেয়, চিত্ত শুদ্ধ হইলে ঐ কর্ম্মই আবার বিক্ষেপকারক হইয়া পড়ে। তাই শুদ্ধাবস্থায় আপনিই কর্ম্মত্যাগ হইয়া যায়। যখন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে আসক্তি থাকে না এবং সর্ব্বপ্রকার কামনা দূর হইয়া যায়, তখন এই কামনারাহিত্যই জানাইয়া দেয় যে চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে। এই অবস্থায় কর্ম্মের আর প্রয়োজন থাকে না—ইহাই কর্ম্মোপরতির ভূমি। এই অবস্থায় হস্তপদাদির ব্যাপারকে কর্ম্ম বলিলেও যাহা বুঝায়, অকর্ম্ম বলিলেও তাহাই হয়।১—৪।

অনুবাদ—এইরূপে যিনি যখন যোগারূঢ় হইয়া থাকেন তখন তিনি নিজেই নিজেকে সংসারের অনর্থ নিচয় হইতে উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। এইজন্য,- **আত্মানম্**=নিজেকে অর্থাৎ সংসার সমুদ্রে নিমগ্ন জীবকে **আত্মনা**=আত্মার দ্বারা অর্থাৎ বিবেকযুক্ত মনের দ্বারা তাহা হইতে উদ্ধৃত করা

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬ ॥

যেন আত্মনা এব আত্মা জিতঃ, আত্মা তস্য আত্মনঃ বন্ধুঃ, অনাত্মনস্তু আত্মা এব আত্মনঃ শত্রুত্বে শত্রুবৎ বর্ত্ততে অর্থাৎ যে আত্মা দ্বারা আত্মা বশীকৃত হইয়াছে, সেই আত্মার আত্মাই বন্ধু; কিন্তু অজিতেন্দ্রিয় (ব্যক্তির) আত্মা (মনই) অপকারকরণে শত্রুর ন্যায় প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥৬

বন্ধুর্হিতকারী সংসারবন্ধনান্মোচনহেতুর্নান্যঃ কশ্চিল্লৌকিকস্য বন্ধোরপি স্নেহানুবন্ধেন বন্ধহেতুত্বাৎ।২ আত্মৈব নান্যঃ কশ্চিদ্রিপুঃ শত্রুরহিতকারী বিষয়বন্ধনাগার-প্রবেশাৎ কোশকার ইবাত্মনঃ স্বস্য। বাহ্যস্যাপি রিপোরাত্মপ্রযুক্তত্বাদযুক্তমবধারণমাত্মৈব রিপুরাত্মন ইতি ॥ ৩—৫ ॥

ইদানীং কিংলক্ষণ আত্মা আত্মনো বন্ধুঃ, কিংলক্ষণো বাত্মনো রিপুরিত্যুচ্যতে বন্ধুরিতি। আত্মা কার্য্যকারণসংঘাতো যেন জিতঃ স্ববশীকৃত আত্মনৈব বিবেকযুক্তেন মনসৈব নতু শস্ত্রাদিনা, তস্যাত্মা স্বরূপমাত্মনো বন্ধুরুচ্ছৃঙ্খলপ্রবৃত্ত্যভাবেন স্বহিতকরণাৎ।১

উচিত;—**উৎ** অর্থ উর্দ্ধে **হরেৎ** অর্থ লওয়া বা স্থাপন করা উচিত—ফলিতার্থ এই যে নিজে যাহাতে যোগারূঢ় হইতে পারা যায় তাহা করা আবশ্যক; কিন্তু বিষয়াসঙ্গ করিয়া নিজেকে অবসন্ন করা উচিত নহে—সংসার সমুদ্রে নিমগ্ন করা উচিত নহে।১ **হি**=যেহেতু **আত্মৈব আত্মনো বন্ধুঃ**= নিজেই নিজের বন্ধু অর্থাৎ হিতকারী অর্থাৎ—সংসাররূপ বন্ধনের মোচনের হেতু, অন্য কেহ নহে অর্থাৎ নিজেকে সংসাররূপ বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে একমাত্র নিজেই সমর্থ অন্য কেহ নহে; ইহার কারণ এই যে লৌকিক যে বন্ধু সেও বন্ধেরই হেতু, কেন না সে স্নেহানুবন্ধ জন্মাইয়া থাকে অর্থাৎ স্নেহাদিও অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া যাহাকে আমার বন্ধনমোচক বন্ধু বলিব সেই ব্যক্তিই স্নেহরূপ বন্ধন জন্মাইয়া আমার বন্ধেরই কারণ হইয়া থাকে।২ আর, **আত্মৈব**=নিজেই, অন্য কেহ নহে, **আত্মনঃ রিপুঃ**=নিজের রিপু অর্থাৎ শত্রু; কোশকার (কীটবিশেষ—গুটিপোকা) যেমন নিজ জালে নিজেই জড়িত হইয়া নিজেই নিজের মৃত্যুর কারণ হয় বলিয়া আপনিই আপনার শত্রু হইয়া থাকে, সেইরূপ বিষয়রূপ বন্ধনাগারে (কারাগারে) জীব নিজেই নিজেকে প্রবিষ্ট করায় বলিয়া নিজেই নিজের অহিতকারী শত্রু। বাহ্য শত্রু যে, সেও আত্মপ্রযুক্ত—অর্থাৎ স্বভাবতঃ জন্ম হইতেই কাহারও সহিত শত্রুতা নাই বলিয়া কেহ শত্রু নহে কিন্তু নিজ আচার ব্যবহারেই অপরের সহিত শত্রুতা জন্মিয়া থাকে; এইজন্য "আত্মৈব রিপুরাত্মনঃ" নিজেই নিজের রিপু এইরূপে ("এব" শব্দের দ্বারা) যে অবধারণ অর্থাৎ নিশ্চয় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা সঙ্গতই হইয়াছে।৩—৫॥

অনুবাদ—এক্ষণে কিরূপ লক্ষণাক্রান্ত হইলে নিজেই নিজের বন্ধু হইতে পারা যায় এবং কিরূপ হইলেই বা নিজেই নিজের শত্রু হয় তাহা বলিতেছেন—। যিনি **আত্মনা এব**=আত্মার দ্বারাই অর্থাৎ বিবেকযুক্ত মনের দ্বারাই, কিন্তু শস্ত্রাদির দ্বারা নহে, **আত্মানম্**=আত্মাকে অর্থাৎ কার্য্যকারণ-সংঘাত রূপ দেহেন্দ্রিয়দিগকে **জিতঃ**=জয় করিয়াছেন **তস্য আত্মা**=তাঁহার আত্মা অর্থাৎ নিজ

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ ॥

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ পরমাত্মা সমাহিতঃ ভবতি অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তির আত্মা শীতোষ্ণে, সুখদুঃখে এবং মানাপমানে সমাহিত থাকে ॥৭

অনাত্মনস্তু অজিতাত্মন ইত্যেতৎ। শত্রুত্বে শত্রুভাবে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবদ্বাহ্য-শত্রুরিবোচ্ছৃ-ঙ্খল প্রবৃত্ত্যা স্বস্য স্বেনানিষ্টাচরণাৎ ॥ ২—৬ ॥

জিতাত্মনঃ স্ববন্ধুত্বং বিবৃণোতি জিতাত্মন ইতি। শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু চিত্তবিক্ষেপকরেষু সৎস্বপি তথা মানাপমানয়োঃ পূজাপরিভবয়োঃ চিত্তবিক্ষেপহেত্বোঃ সতোরপি তেষু সমত্বেনেতি বা। জিতাত্মনঃ প্রাগুক্তস্য জিতেন্দ্রিয়স্য প্রশান্তস্য সর্ব্বত্র সমবুদ্ধ্যা রাগদ্বেষ-শূন্যস্য পরমাত্মা স্বপ্রকাশজ্ঞানস্বভাব আত্মা সমাহিতঃ সমাধিবিষয়ো যোগারূঢ়ো ভবতি।১ পরমিতি বা চ্ছেদঃ। জিতাত্মন প্রশান্তস্যৈব পরং কেবলমাত্মা সমাহিতো ভবতি নান্যস্য, তস্মাজ্জিতাত্মা প্রশান্তশ্চ ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ২— ॥

স্বরূপ **আত্মনঃ বন্ধুঃ**=আত্মার অর্থাৎ নিজের বন্ধু, কারণ তাঁহার দেহেন্দ্রিয়াদির উচ্ছৃঙ্খল ভাবে নিজ নিজ বিষয়ে প্রবৃত্তি হয় না বলিয়া তাহারা তাঁহার নিজের হিত সম্পাদন করে।১ পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অনাত্মা—অজিতাত্মা অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত করিতে পারে নাই তাহার আত্মাই নিজের শত্রুভাবে বর্ত্তমান থাকে, কারণ বহিঃশত্রু যেমন অনিষ্ট সাধন করে সেইরূপ স্বীয় উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি দ্বারা নিজেই নিজের অনিষ্ট করায় নিজেই নিজের শত্রুর ন্যায় হইয়া থাকে।২—৬॥

ভাবপ্রকাশ—আসক্তিই যখন বন্ধনের মূল কারণ এবং এই আসক্তি বা কামনা ত্যাগ হইলেই যখন পরমার্থ লাভ হয়, তখন এই কামনাকে সর্ব্বভাবে ত্যাগ করিতে যত্নবান্ হওয়া উচিত। আত্মচেষ্টাদ্বারা কামনা ত্যাগ করিতে হয় বলিয়া প্রকৃতপক্ষে আমরা নিজেরাই আমাদের বন্ধু অথবা শত্রুর কাজ করি।৫—৬।

অনুবাদ—যিনি জিতাত্মা তিনি যে নিজেই নিজের বন্ধু তাহা বিবৃত করিতেছেন—। **শীতোষ্ণ সুখদুঃখেষু**=শীত, উষ্ণ, সুখ দুঃখ প্রভৃতিগুলি চিত্তের বিক্ষেপের অর্থাৎ চাঞ্চল্যের কারণরূপে বিদ্যমান থাকিলেও **তথা মানাপমানয়োঃ**=এবং পূজা ও পরিভবরূপ মান ও অপমান চিত্ত-বিক্ষেপের হেতুরূপে বিদ্যমান থাকিলেও তিনি সেইগুলিতে সমবুদ্ধি হইয়াছেন বলিয়া তিনি জিতাত্মা অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় হইয়াছেন এবং তিনি **প্রশান্তাত্মা** অর্থাৎ সমবুদ্ধি হেতু রাগদ্বেষ বিহীন হইয়াছেন এই কারণে তাঁহার পক্ষে **পরমাত্মা** অর্থাৎ স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বভাব আত্মা **সমাহিতঃ** অর্থাৎ সমাধির বিষয় হয়—অর্থাৎ যোগারূঢ় হয়।১ 'পরমাত্মা' এই স্থানে 'পরম্' এইখানেও ছেদ দেওয়া যায়। তাহা হইলে অর্থ হয়—"পরং" অর্থাৎ কেবল জিতাত্মা প্রশান্ত ব্যক্তিরই আত্মা সমাহিত হইয়া থাকে, অন্য কাহারও হয় না। সেই জন্য জিতাত্মা ও প্রশান্ত হওয়া উচিত, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।২—৭॥

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থঃ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ যোগী যুক্তঃ ইতি উচ্যতে অর্থাৎ জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পরিতৃপ্তচিত্ত, নির্ব্বিকার, জিতেন্দ্রিয় এবং মৃত্তিকা, প্রস্তর ও সুবর্ণে সমদৃষ্টি-সম্পন্ন যোগী "যোগারূঢ়" বলিয়া অভিহিত হন ॥৮

কিঞ্চ-জ্ঞানং শাস্ত্রোক্তানাং পদার্থানামৌপদেশিকং জ্ঞানং, বিজ্ঞানং তদপ্রামাণ্য-শঙ্কানিরাকরণফলেন বিচারেণ তথৈব তেষাং স্বানুভবেনাপরোক্ষীকরণং, তাভ্যাং তৃপ্তঃ সঞ্জাতালম্প্রত্যয় আত্মা চিত্তং যস্য স তথা।১ কূটস্থো বিষয়সন্নিধাবপি বিকারশূন্যঃ, অতএব বিজিতানি রাগদ্বেষপূর্ব্বকাদ্বিষয়গ্রহণাদ্ব্যাবর্ত্তিতানীন্দ্রিয়াণি যেন সঃ—। অতএব হেয়োপাদেয়বুদ্ধিশূন্যত্বেন সমানি মৃৎপিণ্ডপাষাণকাঞ্চনানি যস্য স যোগী পরমহংস-ব্রাজকঃ পরমবৈরাগ্যযুক্তো যোগারূঢ় ইত্যুচ্যতে ॥ ২—৮ ॥

ভাবপ্রকাশ—রাগদ্বেষশূন্য জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই পরমাত্মাকে দর্শন করিতে সমর্থ হন। যেহেতু তিনি রাগদ্বেষরহিত সেইজন্যই সকল দ্বৈতভাবের মধ্যে তিনি সমভাবে অবস্থিত থাকিতে পারেন এবং এই সমভাবে অবস্থানই পরমাত্মাতে অবস্থিতির সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ; তাই জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ইন্দ্রিয় দমন করিয়া নিজের বন্ধুর কাজই করেন।৭

অনুবাদ—আরও, **জ্ঞান** অর্থাৎ শাস্ত্রে যে সমস্ত পদার্থের বিষয় বলা হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে ঔপদেশিক অর্থাৎ উপদেশ শ্রবণজন্য পরোক্ষ জ্ঞান; আর **বিজ্ঞান** অর্থ যেরূপ বিচার করিলে, সেই শাস্ত্রীয় উপদেশ শ্রবণজন্য পদার্থ বিষয়ক জ্ঞানের উপর যে অপ্রামাণ্য শঙ্কা তাহার যাহাতে নিরাকরণ হইয়া থাকে সেইরূপ বিচার করিয়া নিজ অনুভব দ্বারা সেইগুলির সেই প্রকার স্বরূপের যে অপরোক্ষ করা, তাদৃশ জ্ঞান বুঝায়। যাঁহার আত্মা অর্থাৎ চিত্ত তাদৃশ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দ্বারা তৃপ্ত—অর্থাৎ 'যথেষ্ট হইয়াছে' এইরূপ বুদ্ধি করিয়াছে তিনি জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা।১ যিনি **কূটস্থঃ** অর্থাৎ বিষয় সন্নিধানেও যিনি বিকার বিহীন—। এই কারণে যিনি **বিজিতেন্দ্রিয়ঃ**=ইন্দ্রিয় সকলকে রাগদ্বেষ মূলক বিষয় গ্রহণ হইতে বিজিত অর্থাৎ ব্যাবর্ত্তিত (স্বতন্ত্রীকৃত) করিয়াছেন—। এই কারণে, **সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ**='ইহা হেয়' (পরিত্যাজ্য) এবং 'ইহা উপাদেয়' অর্থাৎ গ্রহণীয় এই প্রকার বুদ্ধি না থাকায় যাঁহার নিকটে মৃৎপিণ্ড, প্রস্তর ও কাঞ্চন সম অর্থাৎ তুল্য হইয়া গিয়াছে—। এতাদৃশ যে যোগী অর্থাৎ পরমহংস-পরিব্রাজক যিনি পরবৈরাগ্য যুক্ত তিনিই যোগারূঢ় বলিয়া কথিত হন—অর্থাৎ এই প্রকার ভাবাপন্ন ব্যক্তিকেই যোগারূঢ় বলা হয়।২—৮।

ভাবপ্রকাশ—জ্ঞান ও বিজ্ঞান—পরোক্ষ ও অপরোক্ষ উভয়বিধ জ্ঞানেরই ফল হইতেছে ঐ সমবস্থিত নির্ব্বিকার আত্মস্বরূপে অবস্থান। তাই যিনি নির্ব্বিকারভাবে অবস্থান করিয়া মৃৎপিণ্ড ও সুবর্ণপিণ্ডে সমদর্শন করেন তিনিই যুক্ত যোগী—তিনিই যোগারূঢ়।৮

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে॥ ৯॥

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীন-মধ্যস্থ-দ্বেষ্যবন্ধুষু সাধুষু পাপেষু চ অপি সমবুদ্ধিঃ বিশিষ্যতে অর্থাৎ সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষপাত্র এবং বন্ধু, সাধু এবং পাপিষ্ঠ এ সকলে সমবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিই প্রশংসনীয়॥৯

সুহৃন্মিত্রাদিষু সমবুদ্ধিস্তু সর্ব্বযোগিশ্রেষ্ঠ ইত্যাহ সুহৃদিতি। সুহৃৎ প্রত্যুপকারমনপেক্ষ্য পূর্ব্বস্নেহং সম্বন্ধঞ্চ বিনৈব উপকর্ত্তা, মিত্রং স্নেহেনোপকারকঃ, অরিঃ স্বকৃতাপকারমনপেক্ষ্য স্বভাবক্রৌর্য্যেণ অপকর্ত্তা, উদাসীনো বিবদমানয়োরুভয়োরপ্যুপেক্ষকঃ, মধ্যস্থো বিবদমানয়োরুভয়োরপি হিতৈষী, দ্বেষ্যঃ স্বকৃতাপকারমপেক্ষ্যাপকর্ত্তা, বন্ধুঃ সম্বন্ধেনোপকর্ত্তা, এতেষু—।১ সাধুষু শাস্ত্রবিহিতকারিষু, পাপেষু শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধকারিষ্বপি—।২ চকারাদন্যেষ্বপি সর্ব্বেষু সমবুদ্ধিঃ, কঃ কীদৃক্‌কর্ম্মেত্যব্যাপৃতবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র রাগদ্বেষশূন্যঃ বিশিষ্যতে সর্ব্বত উৎকৃষ্টো ভবতি।৩ বিমুচ্যত ইতি বা পাঠঃ॥ ৪—৯॥

অনুবাদ—আর যিনি শত্রুমিত্রাদিতে সমবুদ্ধি তিনি যে সমস্ত যোগিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাহাই বলিতেছেন—। যে ব্যক্তি প্রত্যুপকারের আশা না রাখিয়াই এবং পূর্ব্বস্নেহ ও পূর্ব্বসম্বন্ধ না থাকিলেও উপকার করে তাহাকে **সুহৃৎ** বলা হয়। যে স্নেহবশতঃ উপকার করে সে **মিত্র**। কোন অপকার করা না হইলেও যে ব্যক্তি স্বাভাবিক ক্রূরতা নিবন্ধন অনিষ্ট করে সে **অরি**। দুইজন কলহকারী ব্যক্তির উভয়কেই যে উপেক্ষা করে সে **উদাসীন**। কলহায়মান ব্যক্তিদ্বয়ের উভয়েরই যে হিতৈষী সে **মধ্যস্থ**। কোনরূপ অপকার করা হইয়াছে বলিয়া যে অপকার করে তাহাকে **দ্বেষ্য** বলা হয়। যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া যে উপকার করে সে **বন্ধু**।১ ইহাদের মধ্যে **সাধুষু**= সাধুগণের উপর অর্থাৎ যাঁহারা শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করেন তাদৃশ ব্যক্তিগণের উপর অথবা—**পাপেষু**= পাপীদের উপর অর্থাৎ যাহারা শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম করে তাদৃশ ব্যক্তিগণের উপর—।২ "সাধুষ্বপি চ পাপেষু" এইস্থানে 'অপি' শব্দের পরেও 'চ' এই শব্দটী প্রযুক্ত হওয়ায়—'অন্য সমস্ত জীবের উপরেও' এইরূপ অর্থও ধরিতে হইবে—অর্থাৎ সাধু ব্যক্তি, পাপী ব্যক্তি এবং অন্যান্য ব্যক্তির উপরেও যিনি সমবুদ্ধি অর্থাৎ 'কে কি রকম কাজ করে' এইরূপে যিনি নিজ বুদ্ধিকে ব্যাপৃত করেন না অর্থাৎ যিনি সর্ব্বত্রই রাগদ্বেষ বিহীন তাদৃশ ব্যক্তিই বিশিষ্ট হন অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়া থাকেন।৩ "বিশিষ্যতে" ইহার স্থানে "বিমুচ্যতে" অর্থাৎ বিমুক্ত হইয়া থাকেন এইরূপও পাঠ আছে।৪—৯॥

ভাবপ্রকাশ—অনেক সময়ে দেখা যায়, যে সুবর্ণ অর্থাৎ ধনাদিতে রাগশূন্য হইলেও এবং প্রাকৃতিক বস্তুনিচয়ে সমবুদ্ধি উৎপন্ন হইলেও অর্থাৎ প্রাকৃতিক বস্তুর ভূমিতে সমদর্শন দেখা দিলেও—শত্রু মিত্র, পুণ্যাত্মা পাপী প্রভৃতি মনুষ্যভূমিতে দ্বৈতবুদ্ধি থাকিয়া যায়। এই ভূমিতে অর্থাৎ শত্রু মিত্রের মধ্যে সমদর্শন আরও উপরের ভূমিতে না উঠিলে দেখা দেয় না। তাই বোধ হয় ভগবান্ পূর্ব্ব শ্লোকে 'সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ' বলিয়া এই শ্লোকে "সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে" অর্থাৎ এইরূপ সমদর্শীর বৈশিষ্ট্য—ইহাই বলিলেন।৯

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥

যোগী সততং রহসি স্থিতঃ একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীঃ অপরিগ্রহঃ [সন্] আত্মানং যুঞ্জীত অর্থাৎ যোগারূঢ় ব্যক্তি সর্ব্বদা নির্জ্জন স্থানে থাকিয়া একাকী দেহ ও চিত্ত সংযত করিয়া আকাঙ্ক্ষা ও পরিগ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক চিত্তকে একাগ্র করিবেন ॥১০

এবং যোগারূঢ়স্য লক্ষণং ফলঞ্চোক্ত্বা তস্য সাঙ্গং যোগং বিধত্তে যোগীত্যাদিভিঃ "স যোগী পরমো মতঃ" ইত্যন্তৈস্ত্রয়োবিংশত্যা শ্লোকৈঃ। তত্রৈবমুত্তমফলপ্রাপ্তয়ে,—"যোগী" যোগারূঢ় আত্মানং চিত্তং সততং নিরন্তরং যুঞ্জীত ক্ষিপ্তমূঢ়বিক্ষিপ্তভূমিপরিত্যাগেনৈকাগ্রনিরোধভূমিভ্যাং সমাহিতং কুর্য্যাৎ।১ রহসি গিরিগুহাদৌ যোগপ্রতিবন্ধকদুর্জ্জনাদিবর্জ্জিতে দেশে স্থিতঃ, একাকী ত্যক্তসর্ব্বগৃহপরিজনঃ, সন্ন্যাসী চিত্তমন্তঃকরণমাত্মা দেহশ্চ সংযতৌ যোগপ্রতিবন্ধকব্যাপারশূন্যৌ যস্য স, যতচিত্তাত্মা। যতো নিরাশীর্বৈরাগ্যদার্ঢ্যেন বিগততৃষ্ণঃ, অতএব চাপরিগ্রহঃ শাস্ত্রাভ্যনুজ্ঞাতেনাপি যোগপ্রতিবন্ধকেন পরিগ্রহেণ শূন্যঃ ॥ ২ — ১০ ॥

অনুবাদ—এইরূপে যোগারূঢ় ব্যক্তির লক্ষণ ও ফল নির্দ্দেশ করিয়া "যোগী" ইত্যাদি শ্লোকে আরম্ভ করিয়া "স যোগী পরমো মতঃ" ইত্যন্ত একুশটী শ্লোকে সাঙ্গ (অঙ্গের সহিত) যোগের কর্ত্তব্যতা বিধান (নির্দ্দেশ) করিতেছেন। এরূপ স্থলে উত্তম ফল পাইতে হইলে **যোগী**=অর্থাৎ যোগারূঢ় ব্যক্তি **আত্মানং**=চিত্তকে **সততং**=নিরন্তর **যুঞ্জীত**=যুক্ত করিবে অর্থাৎ চিত্তের ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত ভূমিগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া চিত্তকে একাগ্র ও নিরোধ ভূমিতে সমাহিত করা উচিত।১ (কোথায় অবস্থান করিয়া ঐরূপ করিবে তাহাই বলিতেছেন) **রহসি**=রহঃস্থানে অর্থাৎ যোগের প্রতিবন্ধকীভূত দুর্জ্জনাদি রহিত গিরিগহ্বরাদি দেশে **স্থিতাঃ**=অবস্থান করিয়া। **একাকী**=সমস্ত পরিজন ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া এবং **যতচিত্তাত্মা**=যাঁহার চিত্ত—অন্তঃকরণ এবং আত্মা অর্থাৎ দেহ সংযত অর্থাৎ যোগের প্রতিবন্ধকীভূত ব্যাপারবিহীন হইয়াছে সেইরূপ যতচিত্তাত্মা হইয়া—। আর যেহেতু তিনি **নিরাশীঃ** হইয়াছেন অর্থাৎ বৈরাগ্য দৃঢ় হওয়ায় তৃষ্ণা বিহীন হইয়াছেন সেই হেতু **অপরিগ্রহঃ**= পরিগ্রহ বিহীন হইয়া;—যেরূপ পরিগ্রহ (গ্রহণ) শাস্ত্রে সন্ন্যাসীর পক্ষে অনুজ্ঞাত হইয়াছে তাহা যদি যোগের প্রতিবন্ধক হয় তাহা হইলে তাহাও পরিত্যাগ করিয়া (তাঁহার চিত্তকে সমাহিত করা উচিত)।২—১০॥

ভাবপ্রকাশ—যোগারূঢ়ের লক্ষণ বলিয়া এখন কয়েকটী শ্লোকে কেমন করিয়া যোগে আরূঢ় হইতে হয় তাহাই বলিতেছেন। সমাধিযোগ অভ্যাসের জন্য যে একান্তে অবস্থান করিয়া নিয়ম পূর্ব্বক সাধন করা প্রয়োজন তাহাই বলিতেছেন। সংযতেন্দ্রিয় না হইলে বাসনা-ত্যাগ হয় না। বাসনা-ত্যাগ না হইলে একান্তে অবস্থান পূর্ব্বক চিত্তকে ধ্যানোপযোগী করা যায় না; তাই কোন্ অধিকার অর্জ্জন করিয়া যোগাভ্যাসে রত হইতে হয় তাহাই এই শ্লোকে ভগবান্ বলিলেন।১০

* পরিব্রাজক অর্থাৎ সন্ন্যাসী চারি প্রকার, বহূদক, কুটীচক, হংস এবং পরমহংস। ইঁহাদের মধ্যে তুরীয় সন্ন্যাসী—পরমহংস সন্ন্যাসীই শ্রেষ্ঠ।

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ॥ ১১ ॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্‌যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২ ॥

শুচৌ দেশে স্থিরং ন অত্যুচ্ছ্রিতং ন চ অতিনীচং, চৈলাজিনকুশোত্তরং আত্মনঃ আসনং প্রতিষ্ঠাপ্য তত্র উপবিশ্য, মনঃ একাগ্রং কৃত্বা, যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ আত্মবিশুদ্ধয়ে যোগং যুঞ্জ্যাৎ অর্থাৎ পবিত্র স্থানে স্থির ভাবে আসন করিবে; এই আসন যেন অতি উচ্চ অথবা অতি নিম্ন না হয়; কুশের উপর ব্যাঘ্রাদির চর্ম্ম তাহার উপর বস্ত্র আবৃত করিয়া তদুপরি উপবেশন পূর্ব্বক মনকে একাগ্র করিবে; এই সময় মন ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া সংযত করিবে এবং চিত্তশুদ্ধির জন্য সমাধি অভ্যাস করিবে ॥১১-১২

তত্রাসননিয়মং দর্শয়ন্নাহ দ্বাভ্যাং শুচাবিতি। "শুচৌ" স্বভাবতঃ সংস্কারতো বা শুদ্ধে জনসমুদায়রহিতে নির্ভয়ে গঙ্গাতটগিরিগুহাদৌ "দেশে" সমস্থানে "প্রতিষ্ঠাপ্য" স্থিরং নিশ্চলং নাত্যুচ্ছ্রিতং নাত্যুচ্চং নাপ্যতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরং চৈলং মৃদুবস্ত্রং অজিনং মৃদুব্যাঘ্রাদিচর্ম্ম তে কুশেভ্য উত্তরে উপরিতনে যস্মিন্ তৎ, আস্যতেঽস্মিন্নিত্যাসনম্, কুশময়াবৃষ্যুপরি মৃদুচর্ম্ম তদুপরি মৃদুবস্ত্ররূপমিত্যর্থঃ।১ তথাচাহ ভগবান্ পতঞ্জলিঃ, "স্থিরসুখমাসনম্" ইতি।২ আত্মন ইতি পরাসনব্যাবৃত্ত্যর্থম্। তস্যাপি পরেচ্ছায়া নিয়মাভাবেন যোগবিক্ষেপকরত্বাৎ।৩—১১

অনুবাদ—সেই যোগ সম্পাদনের জন্য দুইটি শ্লোকে আসনের নিয়ম দেখাইবার নিমিত্ত বলিতেছেন।—**শুচৌ দেশে**=যাহা স্বভাবতঃ অথবা সংস্কারবশতঃ (সংস্কার করা হইয়াছে বলিয়া) শুদ্ধ, এতাদৃশ জনতাবিবর্জ্জিত গঙ্গাতীর অথবা পর্ব্বত গহ্বরাদি সমতল স্থানে **আত্মনঃ**=নিজের **আসনং প্রতিষ্ঠাপ্য**=আসন স্থাপন করিয়া;—(আসনটী কিরূপ হইবে তাহাই বলিতেছেন—) **স্থিরম্**=নিশ্চল **নাত্যুচ্ছ্রিতম্**=অতি উচ্ছ্রিত অর্থাৎ অতি উচ্চ নহে এবং **নাতিনীচম্**=অতি নীচুও নহে; এতাদৃশ **চৈলাজিনকুশোত্তরম্**=চৈল অর্থ মৃদু (কোমল) বস্ত্র, এবং অজিন অর্থ মৃদু ব্যাঘ্রাদি চর্ম্ম; সেই চৈল ও অজিন যেখানে কুশের উত্তর অর্থাৎ উপরিতন (উপরিভাগে) হইয়াছে সেইরূপ, আসন অর্থাৎ যাহাতে বসা যায় তাদৃশ বস্তু (স্থাপন করিয়া)—। অভিপ্রায় এই যে কুশময় বৃষীর (যতিগণের আসনকে বৃষী বলা হয়, তাহার) উপরে মৃদু চর্ম্ম, এবং তাহার উপরে মৃদু বস্ত্র দিয়া আসন করিতে হয়।১ যোগদর্শনকার ভগবান্ পতঞ্জলি ঐরূপই বলিয়াছেন, যথা—"যাহা স্থির অর্থাৎ নিশ্চল অথচ সুখাবহ (অর্থাৎ বহুক্ষণ একভাবে অবস্থান করিলেও যাহাতে কষ্ট হয় না তাহাকে যোগাঙ্গ) আসন বলে"।২ শ্লোকে "আসনমাত্মনঃ" এই স্থলে "**আত্মনঃ**" পদটী পরের আসনের ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ নিষেধ করিবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। কারণ আসন পরের হইলে পরের ইচ্ছায় নিজের নিয়ম চলে না বলিয়া নিজেকে পরের ইচ্ছার নিয়মে থাকিতে হয় বলিয়া তাহা যোগের বিক্ষেপ জন্মাইয়া থাকে।৩—১১॥

এবমাসনং প্রতিষ্ঠাপ্য কিং কুর্য্যাদিতি তত্রাহ তত্রৈকাগ্রমিতি। তত্র তস্মিন্নাসনে উপবিশ্যৈব ন তু শয়ানস্তিষ্ঠন্ বা "আসীনঃ সম্ভবা"দিতি ন্যায়াৎ।১ যতাঃ সংযতা উপরতাশ্চিত্তস্যেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ক্রিয়া বৃত্তয়ো যেন স যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ সন্ "যোগং" সমাধিং যুঞ্জ্যাৎ যুঞ্জীতাভ্যসেৎ।২ কিমর্থম্? আত্মবিশুদ্ধয়ে আত্মনোঽন্তঃকরণস্য সর্ব্ববিক্ষেপশূন্যত্বেনাতিসূক্ষ্মতয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকারযোগ্যতায়ৈ। "দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ" (কঠ উঃ ১।৩।১২) ইতিশ্রুতেঃ।৩ কিং কৃত্বা যোগমভ্যসেদিতি? তত্রাহ— একাগ্রং রাজসতামসব্যুত্থানাখ্যপ্রাগুক্তভূমিত্রয়পরিত্যাগেনৈকবিষয়কধারাবাহিকানেকবৃত্তিযুক্তমুদ্রিক্ত-[তত্ত্বং]-সত্ত্বং মনঃ কৃত্বা দৃঢ়ভূমিকেন প্রযত্নেন সম্পাদ্য একাগ্রতাবিবৃদ্ধ্যর্থং যোগং সংপ্রজ্ঞাতসমাধিমভ্যসেৎ।৪ স চ ব্রহ্মাকারমনোবৃত্তিপ্রবাহ এব

অনুবাদ—এইরূপে আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া কি করিতে হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন—। **তত্র**=তাহাতে অর্থাৎ সেই আসনে **উপবিশ্য**=উপবেশন করিয়াই যোগানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য; কিন্তু শয়ন করিয়া অথবা দাঁড়াইয়া তাহা কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু "উপবেশন করিয়াই যোগানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, কারণ তাহা হইতেই যোগের সম্ভব হয়" এইরূপ ন্যায় অর্থাৎ বেদান্তদর্শনের এই সূত্র সূচিত অধিকরণোক্ত নিয়মানুসারে ইহাই নিরূপিত হয়।১ (অভিপ্রায় এই যে উপবেশন করিয়াই যোগানুষ্ঠান করা উচিত; শয়ান হইয়া করিলে অকস্মাৎ নিদ্রাদিবশে চিত্ত অভিভূত হইয়া পড়ে কিংবা দাঁড়াইয়া করিতে গেলে শরীরকে ঠিক করিবার জন্য স্বতন্ত্র প্রযত্ন করিতে হয় বলিয়া সেই দিকে চিত্ত প্রেরিত হয়—আর অন্যান্য অবস্থায়ও এইরূপ সব দোষ আছে বলিয়া সেগুলি পরিত্যাজ্য; অতএব উপবেশনই কেবল যোগানুষ্ঠানে প্রশস্ত উপায়)। যাঁহার দ্বারা চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া অর্থাৎ বৃত্তিসকল যত অর্থাৎ সংযত বা উপরত অর্থাৎ নিবৃত্ত করা হইয়াছে তিনি **যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়**; ঐরূপ হইয়া **যোগং যুঞ্জ্যাৎ**=যোগের অর্থাৎ সমাধির অভ্যাস করা অর্থাৎ অনুষ্ঠান করা উচিত।২ কিজন্য ঐরূপ করিতে হইবে? (উত্তর—), **আত্মবিশুদ্ধয়ে**=আত্মবিশুদ্ধির জন্য; আত্মা অর্থাৎ অন্তঃকরণ যাহাতে শুদ্ধ অর্থাৎ সকল প্রকার বিক্ষেপবিহীন হওয়ায় অতি সূক্ষ্ম হইয়া ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের যোগ্য হয় সেই নিমিত্ত (ঐরূপ করা উচিত)। কারণ শ্রুতি বলিতেছেন—"সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিগণ অগ্র্যা ও সূক্ষ্মা বুদ্ধির দ্বারা দর্শন করিয়া থাকেন"।৩ কি করিয়া যোগাভ্যাস করিতে হইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—**মনঃ**=মনকে **একাগ্রং কৃত্বা**=একাগ্র করিয়া অর্থাৎ পূর্ব্ব কথিত রাজস, তামস ও ব্যুত্থান নামক তিনটী ভূমি পরিত্যাগ করিয়া মনকে দৃঢ়ভূমিক প্রযত্নের দ্বারা অর্থাৎ একটী বিষয়ে ধারাবাহিক ভাবে অনেক বৃত্তি যুক্ত করতঃ উদ্রিক্তসত্ত্ব করিয়া অর্থাৎ যাহাতে সত্ত্বের উদ্রেক হয় সেইরূপ করিয়া একাগ্রতার বিশেষ বৃদ্ধির জন্য যোগের অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অভ্যাস করিতে হইবে।৪ (**তাৎপর্য্য**—চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। চিত্তের বৃত্তি কি কি এবং কিরূপ তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সেই বৃত্তিগুলির কিরূপে নিরোধ করা যাইতে পারে তাহাতে যোগদর্শনকার বলিয়াছেন—"অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ" অর্থাৎ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা সেই চিত্তবৃত্তিগুলির নিরোধ করা যায়। তাহাতে সন্দেহ হয় যে এই অভ্যাসটী কিরূপ? তদুত্তরে

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সম্প্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩॥
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪॥

কায়শিরোগ্রীবং সমম্ অচলং ধারয়ন্, স্থিরঃ স্বং নাসিকাগ্রং সংপ্রেক্ষ্য দিশশ্চ অনবলোকয়ন্ প্রশান্তাত্মা বিগতভীঃ ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তঃ মৎপরঃ যুক্তঃ আসীত অর্থাৎ যোগাভ্যাসী ব্যক্তি দেহ-মধ্যভাগ, মস্তক, গ্রীবাদেশ সরল ও স্থির রাখিয়া, স্বয়ং স্থির হইয়া নাসাগ্রে দৃষ্টি রাখিয়া, এবং অনন্যদৃষ্টি হইয়া প্রশান্তচিত্ত নির্ভীক ও ব্রহ্মচারিব্রত-পরায়ণ হইয়া মনকে সংযত করিবেন এবং মদ্গত চিত্ত ও মৎপরায়ণ হইয়া, অবস্থান করিবেন ॥১৩-১৪

নিদিধ্যাসনাখ্যঃ।৫ তদুক্তম্, "ব্রহ্মাকারমনোবৃত্তিপ্রবাহোঽহঙ্কৃতিং বিনা। সম্প্রজ্ঞাত-সমাধিঃ স্যাদ্ধ্যানাভ্যাসপ্রকর্ষতঃ॥" ইতি।৬ এতদেবাভিপ্রেত্য ধ্যানাভ্যাসপ্রকর্ষং বিদধে ভগবান্—"যোগী যুঞ্জীত সততম্", "যুঞ্জ্যাৎ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে", "যুক্ত আসীত মৎপরঃ" ইত্যাদি বহুকৃত্বঃ ॥৭—১২ ॥

যোগদর্শনকার বলিয়াছেন "তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ" অর্থাৎ তন্মধ্যে চিত্তের স্থিতির নিমিত্ত যে প্রযত্ন তাহার নাম অভ্যাস। স্থিতি বলিতে পূর্ব্বোক্ত বৃত্তিরহিত হইয়া চিত্ত এক বিষয়ে ধারাবাহিক-ভাবে যে বৃত্তিপ্রবাহ বহন করে তাদৃশ অবস্থাবিশেষ বুঝিতে হইবে। ফলিতার্থ এই যে বিষয়াভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া প্রযত্ন সহকারে চিত্তকে পুনঃ পুনঃ একাগ্র বা একতান করার নাম অভ্যাস। ইহাতে সংশয় হয় যে, চিত্তের যে ব্যুত্থান সংস্কার তাহা অনাদিকালীন এবং তাহা এই 'অভ্যাসে'র পরিপন্থী; তাহা থাকিতে কিরূপে অভ্যাস সম্ভব হয়? এতদুত্তরে ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন "স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ"—অর্থাৎ এই অভ্যাস যদি দীর্ঘকাল ধরিয়া নিরন্তর তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, বিদ্যা ও শ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে তাহা দৃঢ়ভূমি হইয়া থাকে। এইরূপে অভ্যাস দৃঢ় হইলে তাহা আর সহজে ব্যুত্থান সংস্কারের দ্বারা অভিভূত হইতে পারে না। সুতরাং এই প্রকার 'অভ্যাস' শব্দটী যোগশাস্ত্রের একটী পারিভাষিক শব্দ বুঝিতে হইবে। এইরূপে যোগাভ্যাসই এস্থলে টীকাকার বহ্বর্থক অল্প কথায় জানাইয়া দিয়াছেন)।৪ সেই যে ব্রহ্মাকার মনোবৃত্তিপ্রবাহ তাহাই নিদিধ্যাসন নামে প্রসিদ্ধ অর্থাৎ যখন ধারাবাহিকভাবে চিত্তে ব্রহ্মাকারা বৃত্তির উদয় হয় তখন তাহাকে নিদিধ্যাসন বলা হয়।৫ এইরূপ কথিতও আছে, যথা,—"ধ্যানাভ্যাসের প্রকর্ষ হইলে অহংকার বিরহিত ব্রহ্মাকার মনোবৃত্তিপ্রবাহ উদিত হইয়া থাকে; তাহা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি নামে কথিত হয়"।৬ ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ "যোগী যুঞ্জীত সততং," "যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে," "যুক্ত আসীত মৎপরঃ" ইত্যাদি সন্দর্ভে বহুবার ধ্যানাভ্যাসের প্রকৃষ্টতা বিধান করিয়াছেন অর্থাৎ ধ্যানাভ্যাস যাহাতে প্রকৃষ্টরূপ হইয়া সম্প্রজ্ঞাত সমাধির উৎপাদক হইতে পারে তাহা করা উচিত।৭—১২॥

তদর্থং বাহ্যমাসনমুক্ত্বাধুনা তত্র কথং শরীরধারণম্ ইত্যুচ্যতে সমমিতি। কায়ঃ শরীরমধ্যম্, স চ শিরশ্চ গ্রীবা চ কায়শিরোগ্রীবং মূলাধারাদারভ্য মূর্দ্ধান্তপর্য্যন্তং সমমবক্রং অচলমকম্পং ধারয়ন্নেকতত্ত্বাভ্যাসেন বিক্ষেপসহভাব্যঙ্গমেজয়ত্বাভাবং সম্পাদয়ন্ "স্থিরঃ" দৃঢ়প্রযত্নো ভূত্বা, কিঞ্চ স্বং স্বীয়ং নাসিকাগ্রং সম্প্রেক্ষ্যেব লয়বিক্ষেপরাহিত্যায় বিষয়প্রবৃত্তিরহিতোঽর্দ্ধনিমীলিতনেত্র ইত্যর্থঃ। দিশশ্চানবলোকয়ন্, অন্তরান্তরা দিশাঞ্চাবলোকনমকুর্ব্বন্ যোগপ্রতিবন্ধকত্বাৎ তস্য। এবম্ভূতঃ সন্ আসীতেত্যুত্তরেণ সম্বন্ধঃ।১৩

ভাবপ্রকাশ—সংযতেন্দ্রিয়দেহমন হইয়া এই যোগাভ্যাসে রত হইতে হয়। এই যোগাভ্যাসের লক্ষ্য হইতেছে আত্মার শুদ্ধি অর্থাৎ সূক্ষ্মন্তরে অন্তঃকরণের যে অশুদ্ধি তাহাই এই যোগাভ্যাস দ্বারা দূর হয়। তাই যতচিত্তেন্দ্রিয় হইয়াও "আত্মশুদ্ধয়ে" এই যোগের অভ্যাস করিতে হয়।১১—১২।

অনুবাদ—ঐ প্রকার সমাধির জন্য বাহ্য আসনের কথা বলিয়া অনন্তর তাহাতে কিরূপে শরীর ধারণ করিতে হয় তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন—। কায় অর্থাৎ শরীরের মধ্যভাগ এবং শিরঃ এবং গ্রীবা, এই গুলিকে এক সঙ্গে 'কায়শিরোগ্রীব' বলা হয়; সুতরাং **কায়শিরোগ্রীবম্**=মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া মূর্দ্ধান্ত পর্য্যন্তকে অর্থাৎ সহস্রার পর্য্যন্তকে **সমম্**=সম অর্থাৎ অবক্র (সরল) এবং **অচলম্**=অকম্পভাবে **ধারয়ন্**=ধারণ করিয়া অর্থাৎ একতত্ত্বাভ্যাস করতঃ, বিক্ষেপের সহভাবী যে অঙ্গমেজয়ত্ব অর্থাৎ শরীর কম্পন তাহা রহিত করিয়া * স্থিরঃ অর্থাৎ দৃঢ়প্রযত্ন হইয়া এবং **স্বং নাসিকাগ্রং সংপ্রেক্ষ্য**=নিজের নাসিকার অগ্রভাগ মাত্র দেখিতে থাকিয়া অর্থাৎ যাহাতে চিত্তের লয় না হইতে পারে সেই জন্য বিষয়প্রবৃত্তিবিহীন হইয়া এবং নেত্রদ্বয়কে (অর্দ্ধ) নিমীলিত করিয়া কেবলমাত্র নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি রাখিয়া, * **দিশশ্চ অনবলোকয়ন্**=আর দিক্‌ভাগে দৃষ্টিপাত না করিয়া অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে এদিকে ওদিকে না চাহিয়া,—কারণ তাহা করা যোগের প্রতিবন্ধক স্বরূপ,—'এইরূপ হইয়া উপবেশন করা উচিত' পরবর্ত্তী শ্লোকের এই অংশের সহিত সম্বন্ধ।১৩।

* যোগযুক্ত হইতে হইলে শরীরকে অচল অকম্প করিতে হয়। তাহা করিতে হইলে শরীরের যাহাতে কম্পন না হয় সেইরূপ করা আবশ্যক, কারণ যোগদর্শনে কথিত আছে দুঃখ, দৌর্মনস্য, অঙ্গকম্পন, শ্বাস ও প্রশ্বাস এইগুলি বিক্ষিপ্ত চিত্তে হইয়া থাকে। আর বিক্ষিপ্ত চিত্তে যোগ হইতে পারে না বলিয়া ঐগুলির নিরোধ করা কর্ত্তব্য। ঐগুলির নিরোধ কিরূপে করিতে পারা যায় তাহা ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"তৎপ্রতিষেধার্থম্ একতত্ত্বাভ্যাসঃ"—ঐগুলির প্রতিষেধ করিতে হইলে চিত্তকে একতত্ত্বের অভ্যাসে অর্থাৎ ঈশ্বরের চিন্তনে কিংবা কোন একটী বিশেষ বিষয়ের ধ্যানে নিযুক্ত করিয়া রাখিতে হয়, এরূপ করিলে চিত্তের বিক্ষেপকালীন অঙ্গমেজয়ত্বাদি থাকে না। আর তাহা না থাকিলে যোগ সাধনের নিমিত্ত দেহকে অচল অকম্পভাবে ধারণ করা যায়।

* নাসিকার অগ্রভাগ বলিতে ভ্রূদ্বয়ের মধ্য এবং ওষ্ঠ সন্নিকটবর্ত্তী নাসাংশ উভয়ই বুঝায়। তবে যাঁহারা 'আজ্ঞা' চক্রে মনঃ স্থৈর্য্য করেন তাঁহাদের যোগে নাসাগ্র বলিতে ভ্রূমধ্য; অন্যস্থলে নাসিকার নিম্নাংশই বোদ্ধব্য। এ স্থলে টীকাকার 'অর্দ্ধনিমীলিত' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন· এ কারণে এখানে নাসাগ্র বলিতে নাসিকার নিম্নাংশ বোধিত হইতেছে।

কিঞ্চ প্রশান্তেতি। নিদাননিবৃত্তিরূপেণ প্রকর্ষেণ শান্তঃ রাগাদিদোষরহিত আত্মান্তঃকরণং যস্য সঃ প্রশান্তাত্মা।১ শাস্ত্রীয়নিশ্চয়দার্ঢ্যাদ্বিগতা ভীঃ সর্ব্বকর্ম্ম-পরিত্যাগেন যুক্তত্বাযুক্তত্বশঙ্কা যস্য স বিগতভীঃ।২ ব্রহ্মচারিব্রতে ব্রহ্মচর্য্যে গুরু-শুশ্রূষাদিভিক্ষাভোজনাদৌ স্থিতঃ সন্।৩ মনঃ সংযম্য বিষয়াকারবৃত্তিশূন্যং কৃত্বা ময়ি পরমেশ্বরে প্রত্যক্‌চিতি সগুণে নির্গুণে বা চিত্তং যস্য স মচ্চিত্তো মদ্বিষয়কধারাবাহিক-চিত্তবৃত্তিমান্,।৪ পুত্রাদৌ প্রিয়ে চিন্তনীয়ে সতি কথমেবং স্যাৎ অত আহ "মৎপরঃ" অহমেব পরমানন্দরূপত্বাৎ পরঃ পুরুষার্থঃ প্রিয়ো যস্য স তথা।৫ "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরো যদয়মাত্মা" (বৃহদাঃ উঃ ১।৪।৮) ইতি শ্রুতেঃ।৬ এবং বিষয়াকারসর্ব্ববৃত্তিনিরোধেন ভগবদেকাকারচিত্তবৃত্তির্যুক্তঃ সম্প্রজ্ঞাতসমাধিমানাসীতোপবিশেদ্‌যথাশক্তি ন তু স্বেচ্ছয়া ব্যুত্তিষ্ঠেদিত্যর্থঃ।৭

অনুবাদ—আরও, **প্রশান্তাত্মা**=প্রশান্ত—নিদান (মূলকারণ) নিবৃত্ত হওয়ায় প্রকৃষ্টভাবে শান্ত অর্থাৎ রাগাদি দোষরহিত হইয়াছে আত্মা অর্থাৎ অন্তঃকরণ যাঁহার তিনি প্রশান্তাত্মা—।১ **বিগতভীঃ**=শাস্ত্রীয় নিশ্চয়ের অর্থাৎ শাস্ত্রে যেরূপ কথিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে যে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান তাহার দৃঢ়তা হওয়ায় বিগত হইয়াছে ভী অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করায় 'ইহা সঙ্গত কি ইহা অসঙ্গত' এইরূপ আশঙ্কা যাঁহার তিনি বিগতভী—। অভিপ্রায় এই যে শাস্ত্রে দৃঢ়বিশ্বাস থাকায় তদনুসারে সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া 'ইহা করা সঙ্গত হইল, না অসঙ্গত হইল' এইরূপ আশঙ্কা আর যাঁহার মনোমধ্যে স্থান পায় না তিনি বিগতভী।২ **ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ**=ব্রহ্মচারীর ব্রতে অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, গুরুশুশ্রূষা এবং ভিক্ষাভোজনাদিতে অবস্থিত হইয়া—।৩ **মনঃ সংযম্য**=মনকে সংযত করিয়া অর্থাৎ বিষয়াকার বৃত্তিবিরহিত করিয়া; **মচ্চিত্তঃ**=আমাতে অর্থাৎ সগুণ হউক অথবা নির্গুণই হউক প্রত্যক্‌চৈতন্য পরমেশ্বরে (স্থাপিত) হইয়াছে চিত্ত যাহার সে মচ্চিত্ত; সেইরূপ হইয়া অর্থাৎ পরমেশ্বরবিষয়ে ধারাবাহিক চিত্তবৃত্তিযুক্ত হইয়া—।৪ পুত্রাদি প্রিয়বস্তুও ত চিন্তার বিষয় হইয়া থাকে, তাহা থাকিতে কিরূপে পরমেশ্বরবিষয়ক ধারাবাহিক চিত্তবৃত্তিযুক্ত হওয়া যায়?—এইজন্য বলিতেছেন **মৎপরঃ**;—'মৎপর' ইহার অর্থ আমিই পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া যাহার নিকটে পর অর্থাৎ পুরুষার্থ—প্রিয় হইয়াছি সে মৎপর; সেইরূপ হইয়া—।৫ শ্রুতি তাহাই বলিতেছেন —"সেই এই আত্মতত্ত্ব প্রেয় হইতেছে; তাহা পুত্র অপেক্ষা প্রেয় অর্থাৎ প্রিয়তর, বিত্ত (ধন) অপেক্ষা প্রেয়, এই যে আত্মা ইহা অন্য সমস্ত বস্তু হইতে অতি অন্তরের অর্থাৎ প্রিয়তম বস্তু হইতেছে"।৬ এই প্রকারে সমস্ত বিষয়াকার বৃত্তির নিরোধ করিয়া চিত্তবৃত্তিকে একমাত্র ভগবদাকারে আকারিত করিয়া **যুক্তঃ**=যুক্ত হইয়া অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বিশিষ্ট হইয়া **আসীত**=যথাশক্তি উপবেশন করিয়া (সমাহিত হইয়া) থাকা উচিত, কিন্তু স্বেচ্ছায় ব্যুত্থিত হওয়া উচিত নহে, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।৭ এস্থলে ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—কোন কোন রাগী (আসক্তিপরায়ণ) ব্যক্তি স্ত্রীচিত্ত হইয়া থাকে বটে অর্থাৎ চিত্তে নিয়ত স্ত্রীর বিষয় চিন্তা করিয়া থাকে বটে পরন্তু সে সেই স্ত্রীকেই পরম আরাধ্যা বলিয়া গ্রহণ

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

এবং সদা আত্মানং যুঞ্জন্ নিয়তমানসঃ যোগী নির্ব্বাণ-পরমাং মৎসংস্থাং শান্তিম্ অধিগচ্ছতি অর্থাৎ এইরূপে সর্ব্বদা চিত্তকে সমাহিত করিয়া, সংযতচিত্ত যোগী মৎসংস্থ নির্ব্বাণ-রূপ পরম শান্তি লাভ করেন ॥১৫

"ভবতি কশ্চিদ্রাগী স্ত্রীচিত্তো নতু স্ত্রিয়মেব পরত্বেনারাধ্যত্বেন গৃহ্লাতি, কিং তর্হি রাজানং বা দেবং বা। অয়ন্তু মচ্চিত্তো মৎপরশ্চ সর্ব্বারাধ্যত্বেন মামেব মন্যত" ইতিভাষ্যকৃতাং ব্যাখ্যা।৮ ব্যাখ্যাতৃত্বেঽপি মে নাত্র ভাষ্যকারেণ তুল্যতা। গুঞ্জায়াঃ কিন্তু হেম্নৈকতুলারোহেঽপি তুল্যতা ॥৯—১৪।

এবং সম্প্রজ্ঞাতসমাধিনা আসীনস্য কিং স্যাৎ ইত্যুচ্যতে যুঞ্জন্নেবমিতি। "এবং" রহোঽবস্থানাদিপূর্ব্বোক্তনিয়মেন"আত্মানং" মনো "যুঞ্জন্" অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং সমাহিতং

করে না, কিন্তু সে রাজাকে অথবা কোন দেবতাকেই আরাধ্য বলিয়া গ্রহণ করে। এই যোগী ব্যক্তি কিন্তু মচ্চিত্তও হইবে এবং মৎপরও হইবে এবং সেইরূপ হইয়া আমাকেই সর্ব্বথা আরাধনীয় বলিয়া মনে করিবে; অর্থাৎ চিত্ত এক বিষয়ে আসক্ত, অনুরক্ত থাকিবে এবং অন্য এক বিষয়কে উৎকৃষ্ট ও উপাস্য বলিয়া গ্রহণ করিবে, ইহা সাধারণ মনুষ্যের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়; যোগী যিনি হইবেন তাঁহার এরূপ হইলে চলিবে না;—এক ঈশ্বরই তাঁহার চিত্তের বিষয় হইবেন এবং তিনিই তাঁহার নিকট উৎকৃষ্ট এবং পরমারাধ্য হইবেন—যোগীকে এইরূপ করিতে হইবে; ইহাই হইল ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা।৮ যাহাই হউক ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও গীতার ব্যাখ্যাতা আর আমিও (টীকাকার মধুসূদন সরস্বতীও) ইহার ব্যাখ্যাতা। কিন্তু আমি ব্যাখ্যাতা হইলেও এস্থলে ভাষ্যকারের সহিত কখনও আমার তুলনা হইতে পারে না; গুঞ্জা (কুঁচ) সুবর্ণের সহিত একই তুলায় (দাঁড়িপাল্লায়—নিক্তিতে) আরোপিত হইলেও কি তাহা স্বর্ণের সমান হইতে পারে? অভিপ্রায় এই যে, এ স্থলের ব্যাখ্যায় আমার কিছু পার্থক্য হইলেও ভাষ্যকারের সহিত আমার ব্যাখ্যাকর্ত্তৃত্বে তুলিত হইতে পারে না। অর্থাৎ আমাকে কেহ যেন ভাষ্যকারের সমান ব্যাখ্যাকর্ত্তা মনে না করেন।৯—১৪ ॥

ভাবপ্রকাশ—কিভাবে যোগাভ্যাস করিতে হয় তাহাই বলিতেছেন। ভগবদ্‌গতচিত্ত না হইলে, ভগবৎপরায়ণ না হইলে এই যোগে যুক্ত হওয়া যায় না। ব্রহ্মচর্য্যই ইহার প্রধান সাধন। ভগবচ্চিত্ত না হইলে পূর্ণ সংযমে আরূঢ় হওয়া যায় না। অভয়ই যুক্তভূমির প্রধান লক্ষণ।১৩—১৪

অনুবাদ—এই প্রকারে সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে আসীন (স্থিত) ব্যক্তির কি ফল হয় তাহাই বলিতেছেন **যুঞ্জন্** ইত্যাদি। **এবম্**=এইরূপে অর্থাৎ নির্জ্জন স্থানে অবস্থান করা ইত্যাদি যে সমস্ত নিয়ম পূর্ব্বে বলা হইল সেইরূপে **আত্মানং**=মনকে **যুঞ্জন্**=যুক্ত করিয়া অর্থাৎ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে সমাহিত করিয়া **যোগী** অর্থাৎ সর্ব্বদা যোগাভ্যাসে তৎপর ব্যক্তি **নিয়ত-**

কুর্ব্বন্ "যোগী" সদা যোগাভ্যাসপরঃ অভ্যাসাতিশয়েন নিয়তং নিরুদ্ধং মানসং মনো যেন নিয়তা নিরুদ্ধা মানসা মনোবৃত্তিরূপা বিকারা যেন ইতি বা "নিয়তমানসঃ" সন্ "শান্তিং" সর্ব্ববৃত্ত্যুপরতিরূপাং প্রশান্তবাহিতাং "নির্ব্বাণপরমাং" তত্ত্বসাক্ষাৎকারোৎপত্তি-দ্বারেণ সকার্য্যাবিদ্যানিবৃত্তিরূপমুক্তিপর্য্যবসায়িনীং মৎসংস্থাং মৎস্বরূপপরমানন্দরূপাং শান্তিং নিষ্ঠামধিগচ্ছতি, নতু সাংসারিকাণ্যৈশ্বর্য্যাণি অনাত্মবিষয়সমাধিফলান্যধিগচ্ছতি, তেষামপবর্গোপযোগিসমাধ্যুপসর্গত্বাৎ।১ তথাচ তত্তৎসমাধিফলান্যুক্ত্বাহ ভগবান্ পতঞ্জলিঃ--"তে সমাধাবুপসর্গাব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ" ইতি, "স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গস্ময়াকরণং পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ" (পাঃ দঃ ৩।৩৭,৫১) ইতি চ। স্থানিনো দেবাঃ।২ তথাচোদ্দালকো

মানসঃ=অভ্যাসের অর্থাৎ যোগানুষ্ঠানের আধিক্য হেতু যিনি মনকে নিয়ত অর্থাৎ নিরুদ্ধ করিয়াছেন অথবা মানস অর্থাৎ মনোবিকার সকলকে যিনি নিয়ত অর্থাৎ নিরুদ্ধ করিয়াছেন তিনি নিয়তমানস, সেইরূপ হইয়া **নির্ব্বাণপরমাম্**=নির্ব্বাণপরমা অর্থাৎ (অদ্বৈতাত্মতত্ত্বরূপ) পরম-তত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইলে তদ্দ্বারা সকার্য্য অবিদ্যার নিবৃত্তিরূপ মুক্তিতে যাহা পর্য্যবসিত হয় এতাদৃশী **শান্তিম্**=যে শান্তি অর্থাৎ সমস্ত বৃত্তির নিবৃত্তিরূপ যে **প্রশান্তবাহিতা** অর্থাৎ নিরোধসংস্কার-পরম্পরামাত্রবাহিতা * যাহাকে **মৎসংস্থাম্** অর্থাৎ আমার (ঈশ্বরের) স্বরূপভূত যে পরমানন্দ সেই পরমানন্দস্বরূপ নিষ্ঠা বলা হয় তাহা তিনি **অধিগচ্ছতি**=লাভ করেন; কিন্তু অনাত্মবিষয়ে সমাধি করিলে যে সাংসারিক ঐশ্বর্য্য হয় তাহা তিনি লাভ করেন না; কারণ সেইগুলি অপবর্গের (মোক্ষের) উপযোগী যে সমাধি তাহার উপসর্গস্বরূপ অর্থাৎ সাংসারিক ঐশ্বর্য্য লাভ করিলে আর মোক্ষবিষয়ক সমাধিতে চিত্তকে স্থাপন করা যায় না বলিয়া সেইগুলি তাঁহাদের নিকট হেয়।১ ভগবান্ পতঞ্জলি সেই সেই সমাধির বিশেষ বিশেষ ফল সকল নির্দ্দেশ করিয়া অর্থাৎ অনাত্মবিষয়ক ধ্যান, ধারণা ও সমাধি করিলে যে যে ফল লাভ করা যায় তাহা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উল্লেখ করিয়া পরে এইরূপ বলিয়াছেন,—"এই সবগুলি সমাধি বিষয়ে অর্থাৎ নিঃশ্রেয়সফলের উপসর্গ অর্থাৎ প্রতিবন্ধক স্বরূপ, তবে ব্যুত্থান কালে অর্থাৎ সাংসারিক লোকের পক্ষে ঐগুলি সিদ্ধিস্বরূপ বটে"। "স্থানিগণ অর্থাৎ দেবগণ উপনিমন্ত্রণ করিলে, অর্থাৎ 'আপনি এইখানে আসুন, এই ভোগ উপভোগ করুন' ইত্যাদিরূপে যোগী সাধককে আহ্বান করিলে তাহাতে তাঁহার সঙ্গ অর্থাৎ কামনা বা অভিলাষ অথবা স্ময় অর্থাৎ 'ওঃ আমার কি ক্ষমতা জন্মিয়াছে আমি ত কৃতকৃত্য হইয়াছি' ইত্যাদিরূপ বিস্ময় করিতে নাই, কেন না তাহাতে পুনরায় অনিষ্ট হইতে পারে" (অর্থাৎ সঙ্গ করিলে বিষয়ভোগে পড়িতে হইবে এবং বিস্ময় প্রকাশ করিলে নিজের কৃতকৃত্যতাবোধে আর সমাধিতে উৎসাহ থাকিবে না)। 'স্থানী' বলিতে দেবগণকে বুঝায়।২ এ সম্বন্ধে বশিষ্ঠদেব এইরূপ একটী উপাখ্যান বলিয়াছেন,

* পুনঃ পুনঃ যোগাভ্যাস বলে সমস্ত চিত্তবৃত্তির উপরতি বা নিবৃত্তি হইলে চিত্তে নিরোধপরিণাম জন্মে। আবার অবিচ্ছেদে কিছুকাল ও কিছুবার নিরোধপরিণাম উৎপাদন করিতে পারিলে চিত্তে তজ্জনিত সংস্কার আবদ্ধ হয়। সেই সংস্কারে তখন তদ্রূপ পরিণামের প্রবাহ বা স্রোত জন্মিয়া থাকে। ইহাকেই নিরোধসংস্কারপরম্পরামাত্রবাহিতা বা **প্রশান্তবাহিতা** বলা হইয়াছে। ঐরূপ প্রশান্তবাহিতাই এস্থলে শান্তিপদের দ্বারা উল্লিখিত হইয়াছে।

দেবৈরামন্ত্রিতোঽপি তত্র সঙ্গমাদরং স্ময়ং গর্ব্বঞ্চ অকৃত্বা দেবানবজ্ঞায় পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গনিবারণায় নির্ব্বিকল্পকমেব সমাধিমকরোদিতি বশিষ্ঠেনোপাখ্যায়তে।৩ মুমুক্ষুভির্হেয়শ্চ সমাধিঃ সূত্রিতঃ পতঞ্জলিনা—বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ।" (পাঃ দঃ ১।১৭) সম্যক্‌সংশয়বিপর্য্যয়ানধ্যবসায়রহিতত্বেন প্রজ্ঞায়তে প্রকর্ষেণ বিশেষরূপেণ জ্ঞায়তে ভাব্যস্বরূপং যেন স সম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধির্ভাবনাবিশেষঃ।৪ ভাবনা হি ভাব্যস্য বিষয়ান্তর-পরিহারেণ চেতসি পুনঃ পুনর্নিবেশনম্‌।৫ ভাব্যঞ্চ ত্রিবিধং গ্রাহ্যগ্রহণগ্রহীতৃভেদাৎ।৬ গ্রাহ্যমপি দ্বিবিধং স্থূলসূক্ষ্মভেদাৎ।৭ তদুক্তম্‌, "ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেব মণের্গ্রহীতৃ-গ্রহণগ্রাহ্যেষু তৎস্থতদঞ্জনতাসমাপত্তিঃ (পাঃ দঃ ১।৪১)।"৮ ক্ষীণা রাজসতামসবৃত্তয়ো যস্য তস্য চিত্তস্য গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু আত্মেন্দ্রিয়বিষয়েষু তৎস্থতা তত্রৈবৈকাগ্রতা, তদঞ্জনতা তন্ময়তা ন্যগ্‌ভূতে চিত্তে ভাব্যমানস্যৈবোৎকর্ষ ইতি যাবৎ—। তথাবিধা সমাপত্তিস্তদ্রূপঃ পরিণামো ভবতি। যথাভিজাতস্য নির্ম্মলস্য স্ফটিকমণেস্তত্তদুপাধ্যাশ্রয়-বশাৎ তত্তদ্রূপাপত্তিঃ, এবং নির্ম্মলস্য চিত্তস্য তত্তদ্ভাবনীয়বস্তূপরাগাৎ তত্তদ্রূপাপত্তিঃ

যথা,—"উদ্দালক নামক এক ব্যক্তি (যোগমার্গে উন্নীত হইলে) দেবগণ তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি আসক্তি, আদর, বিস্ময় ও গর্ব্ব না করিয়া দেবগণকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। এবং পরে পাছে পুনরায় কোন অনিষ্টের প্রসক্তি হয় এই কারণে তাহা নিবারণ করিবার জন্য নির্ব্বিকল্প সমাধিরই অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।৩ যে সমাধি মুমুক্ষুগণের পরিত্যাজ্য তাহাও ভগবান্‌ পতঞ্জলি সূত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা, "**বিতর্ক, বিচার, আনন্দ** ও **অস্মিতা** রূপে অনুগত বলিয়া সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চারি প্রকার"। যাহার দ্বারা ভাব্য বস্তুর স্বরূপ সম্যক্‌রূপে অর্থাৎ সংশয়, বিপর্য্যয় ও অনধ্যবসায় (অনিশ্চয়) রহিত হইয়া প্রজ্ঞাত অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে—বিশেষভাবে জ্ঞাত হওয়া যায় তাদৃশ ভাবনাবিশেষকে **সম্প্রজ্ঞাত সমাধি** বলে।৪ ভাবনা বলিতে অন্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া ভাব্যবস্তুকে চিত্তে পুনঃ পুনঃ নিবেশিত করা।৫ সেই ভাব্য আবার গ্রাহ্য, গ্রহণ ও গ্রহীতৃ-ভেদে ত্রিবিধ। অর্থাৎ ভাব্যবস্তু গ্রাহ্যস্বরূপ হইতে পারে, গ্রহণস্বরূপ হইতে পারে অথবা গ্রহীতৃস্বরূপও হইতে পারে।৬ গ্রাহ্যও আবার দুই প্রকার স্থূল ও সূক্ষ্ম। ভগবান্‌ পতঞ্জলি তদীয় যোগদর্শনে তাহাই বলিয়াছেন, যথা,—"জবাকুসুমাদির সন্নিধানে অভিজাত (বিশুদ্ধ উৎকৃষ্ট জাতীয়) স্বচ্ছ স্ফটিকাদি মণি যেমন তদুপরক্ত হইয়া তন্ময়তাপ্রাপ্ত হয় সেইরূপে চিত্ত ক্ষীণবৃত্তি হইলে অর্থাৎ চিত্তের রজঃ ও তমোবৃত্তির ক্ষয় হইলে সেই চিত্তের গ্রহীতৃ, গ্রহণ ও গ্রাহ্য বিষয়ে অর্থাৎ অস্মিতাখ্য পুরুষ (গ্রহীতা), ইন্দ্রিয় (গ্রহণ) এবং স্থূল ও সূক্ষ্মভূতাত্মক গ্রাহ্য বিষয়ে তৎস্থা অর্থাৎ তদেকাগ্রতা এবং তদঞ্জনতা অর্থাৎ তন্ময়তারূপ সমাপত্তি অর্থাৎ সমাধি হইয়া থাকে।"৮ যে চিত্তের রাজস ও তামস বৃত্তি সকল ক্ষীণ হইয়াছে সেই চিত্তের গ্রহীতৃ, গ্রহণ ও গ্রাহ্য বিষয়ে অর্থাৎ আত্মা, ইন্দ্রিয় এবং বিষয় সম্বন্ধে তৎস্থা অর্থাৎ উক্ত গ্রহীতৃ, গ্রহণ এবং গ্রাহ্য বিষয়েই একাগ্রতা এবং তদঞ্জনতা অর্থাৎ তন্ময়তা হইয়া থাকে। ফলিতার্থ এই যে চিত্ত ন্যগ্‌ভূত (অর্থাৎ নীচু বা অপ্রধান) হইলে

সমাপত্তিঃ সমাধিরিতি চ পর্য্যায়ঃ।৯ যদ্যপি গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষ্বিত্যুক্তং তথাপি ভূমিকাক্রমবশাদ্‌গ্রাহ্যগ্রহণগ্রহীতৃষ্বিতি বোদ্ধব্যম্। যতঃ প্রথমং গ্রাহ্যনিষ্ঠ এব সমাধির্ভবতি, ততো গ্রহণনিষ্ঠস্ততো গ্রহীতৃনিষ্ঠ ইতি। গ্রহীত্রাদিক্রমোঽপ্যগ্রে ব্যাখ্যাস্যতে।১০ তত্র যদা স্থূলং মহাভূতেন্দ্রিয়াত্মকষোড়শবিকাররূপং বিষয়মাদায় পূর্ব্বাপরানুসন্ধানেন শব্দার্থোল্লেখেন চ ভাবনা ক্রিয়তে তদা সবিতর্কঃ সমাধি।১১ অস্মিন্নেবালম্বনে পূর্ব্বাপরানুসন্ধানশব্দার্থোল্লেখশূন্যত্বেন যদা ভাবনা প্রবর্ত্ততে তদা নির্ব্বিতর্কঃ।১২ এতাবুভাবপ্যত্র বিতর্কশব্দেনোক্তৌ।১৩ তত্রান্তঃকরণলক্ষণং সূক্ষ্মং

তাহাতে ভাব্যমান পদার্থেরই উৎকর্ষ হইয়া থাকে। আর তাহাতে সেইরূপ সমাপত্তি অর্থাৎ সেইরূপ পরিণাম হইয়া থাকে*। অভিজাত নির্মল স্ফটিক মণি যেমন সেই সেই উপাশ্রয় (উপাধি) বশে সেই সেই রূপ প্রাপ্ত হয়, এইরূপ নির্ম্মল চিত্তেরও সেই সেই ভাবনীয় (ভাবিবার যোগ্য) বস্তুর উপরাগ এবং সেই সেই রূপ প্রাপ্তি ঘটে। সমাপত্তি ও সমাধি ইহারা পর্য্যায় (একার্থক) অর্থাৎ সমাপত্তি বলিতে সমাধি বুঝায়।৯ যদিও এখানে সূত্রে গ্রহীতৃ গ্রহণ ও গ্রাহ্য এইরূপ পঠিত হইয়াছে তথাপি ভূমিকার ক্রম অনুসারে অর্থাৎ স্থূল হইতে সূক্ষ্মে গতি হয় এইরূপ ক্রম মতে উহাদের স্থানে গ্রাহ্য, গ্রহণ ও গ্রহীতৃ—এইরূপ ক্রম বুঝিতে হইবে। ইহার কারণ এই যে প্রথমতঃ কেবল গ্রাহ্য স্থূল বিষয়ে সমাধি হয়, তাহার পর গ্রহণ বিষয়ক এবং তদনন্তর গ্রহীতৃ বিষয়ক সমাধি হয়। গ্রহীতৃ আদির ক্রমও অগ্রে ব্যাখ্যাত হইবে।১০ তন্মধ্যে যখন পঞ্চ মহাভূত এবং একাদশ ইন্দ্রিয় এই ষোলটী বিকারস্বরূপ স্থূল বিষয় লইয়া পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান সহকারে শব্দ ও অর্থের উল্লেখ পূর্ব্বক ভাবনা করা হয় তখন তাহাকে **সবিতর্ক সমাধি** বলে। অভিপ্রায় এই যে সবিতর্ক সমাধিতে স্থূল বস্তুই ভাবনার অবলম্বন হয় এবং সেই ভাব্যবস্তুর পূর্ব্বকালীনতা ও পরকালীনতার জ্ঞান—ইহা পূর্ব্বে এইরূপ ছিল এবং পরে এইরূপ হইয়াছে ইত্যাকার জ্ঞান, তাহার শাব্দজ্ঞান অর্থাৎ শব্দ শ্রবণ, সঙ্কেত স্মরণ, শব্দ ও অর্থের সংকেত অর্থাৎ বাচ্যবাচকতা (এই শব্দ এই অর্থের বাচক এইরূপ যে সঙ্কেত তাহার) স্মরণ এবং অর্থগ্রহণ এই প্রকার যে শাব্দ-জ্ঞান তাহা ভাব্যবস্তুর সহিত বিজড়িত হইয়া ভাবনাস্রোতে ভাসমান থাকে।১১ আর এই স্থূল বিষয়রূপ আলম্বনেই যখন পূর্ব্বাপর বিষয়ের অনুসন্ধান এবং শব্দ ও অর্থের উল্লেখ থাকে না কিন্তু কেবল মাত্র তৎস্বরূপেরই ভাবনা হয় তখন তাহাকে **নির্বিতর্ক সমাধি** বলা হয়।১২ "বিতর্কবিচার" ইত্যাদি সূত্রে 'বিতর্ক' পদের দ্বারা এই উভয়প্রকার সমাধিই কথিত হইয়াছে।১৩ তন্মাত্র এবং

* অভিপ্রায় এই যে জপাকুসুমসন্নিধানে শুদ্ধ নির্ম্মল স্ফটিক থাকিলে যেমন সেই স্ফটিকের স্বরূপ অপ্রধান হইয়া যায় আর জপাপুষ্পের স্বরূপই তাহাতে প্রধান হইয়া প্রকাশিত হয় সেইরূপ যোগবলে চিত্তের রজস্তমোবৃত্তি ক্ষীণ হইলে চিত্তের এমন এক অবস্থা হয় যখন তাহাতে ভাব্য—ধ্যেয় আলম্বনীভূত পদার্থটীই প্রধান হইয়া যায়, আর চিত্ত স্বয়ং অপ্রধান হইয়া পড়ে। অধিক কি তখন চিত্তের এমন অবস্থা হয় যে চিত্তের স্বতন্ত্র সত্তা আছে বলিয়াই মনে হয় না, কেবল ধ্যেয় পদার্থটীই স্ফুরিত হয়—চিত্ত ধ্যেয় পদার্থের স্বরূপেই পরিণত হইয়া যায়। ইহাকেই সূত্রে 'তৎস্থ-তদঞ্জনতা সমাপত্তি' বলা হইয়াছে।

বিষয়মালম্ব্য তস্য দেশকালধর্ম্মাবচ্ছেদেন যদা ভাবনা প্রবর্ত্ততে তদা সবিচারঃ।১৪ অস্মিন্নেবালম্বনে দেশকালধর্ম্মাবচ্ছেদং বিনা ধর্ম্মিমাত্রাবভাসিত্বেন যদা ভাবনা প্রবর্ত্ততে তদা নির্ব্বিচারঃ।১৫ এতাবুভাবপ্যত্র বিচারশব্দেনেক্তৌ।১৬ তথাচ ভাষ্যম্, "বিতর্কশ্চিত্তস্য স্থূলে আলম্বনে আভোগঃ সূক্ষ্মে বিচারঃ" ইতি।১৭ ইয়ং গ্রাহ্য-সমাপত্তিরিতি ব্যপদিশ্যতে।১৮ যদা রজস্তমোলেশানুবিদ্ধমন্তঃকরণসত্বং ভাব্যতে তদা গুণভাবাচ্চিচ্ছক্তেঃ সুখপ্রকাশময়স্য সত্বস্য ভাব্যমানস্যোদ্রেকাৎ সানন্দঃ সমাধির্ভবতি।১৯ অস্মিন্নেব সমাধৌ যে বদ্ধধৃতয়স্তত্ত্বান্তরং প্রধানপুরুষরূপং ন পশ্যন্তি তে বিগতদেহা-হঙ্কারত্বাদ্বিদেহশব্দেনোচ্যন্তে।২০ ইয়ং গ্রহণসমাপত্তিঃ।২১ ততঃ পরং রজস্তমোলেশানভি-

অন্তঃকরণরূপ সূক্ষ্ম বিষয় অবলম্বন করিয়া তাহাকে দেশ, কাল ও ধর্ম্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন করিয়া যখন ভাবনা প্রবৃত্ত হয় তখন তাহাকে **সবিচার সমাধি** নামে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ ঊর্দ্ধ, অধঃ ও পার্শ্বরূপ দেশ বর্ত্তমান কাল এবং তদীয় ধর্ম্ম সহকারে অর্থাৎ সেই সকলের ভেদজ্ঞান সহকারে সূক্ষ্ম বস্তুতে যে ভাবনা প্রবাহিত হয়—যখন ভাব্য সূক্ষ্ম বস্তু দেশ, কাল ও ধর্ম্মাদির সহিত বিজড়িত হইয়া ভাবনার বিষয় হয় তখন তাহাকে সবিচার সমাধি বলে।১৪ আর এই সূক্ষ্ম আলম্বনরূপ ভাব্য বিষয়েই যখন দেশ, কাল ও ধর্ম্মের অবচ্ছেদ বিনাই কেবলমাত্র ধর্ম্মীর স্বরূপপ্রকাশরূপ ভাবনা প্রবাহিত হয় তখন তাহাকে **নির্বিচার সমাধি** বলা হয়। অভিপ্রায় এই যে নির্বিতর্ক সমাধির ন্যায় নির্বিচার সমাধিতেও বস্তুর শুদ্ধ স্বরূপটী মাত্র ভাসমান থাকে।১৫ পূর্ব্বোক্ত সূত্রে যে "বিচার" শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে তাহার দ্বারা এই দুই প্রকার সমাধিই কথিত হইয়াছে।১৬ উক্ত সূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ ব্যাসদেব এই কথাই বলিয়াছেন, যথা,—"স্থূল আলম্বনে অর্থাৎ ভাব্য বিষয়ে চিত্তের যে আভোগ অর্থাৎ স্বরূপসাক্ষাৎকারবতী প্রজ্ঞা তাহাই বিতর্ক; আর সূক্ষ্ম আলম্বনে যে আভোগ তাহার নাম বিচার।১৭ ইহাকেই **গ্রাহ্য সমাপত্তি** নামে অভিহিত করা হয়।১৮ যখন রজঃ ও তমের লেশ অর্থাৎ কিঞ্চিৎ সংস্পর্শ সংযুক্ত অন্তঃকরণসত্ত্বের অর্থাৎ সাক্ষাৎ সত্ত্বগুণের পরিণাম যে অন্তঃকরণ তাহার ভাবনা করা হয় তখন চিতিশক্তি গৌণ হইয়া যায় অর্থাৎ ভাব্যমান পদার্থই প্রধান হইয়া যায়। আর সেই ভাব্যমান পদার্থটী হইতেছে সত্ত্বগুণ; সত্ত্বগুণ আবার লঘু, প্রকাশময় এবং সুখময়; কাজেই তখন ভাব্যমান সুখময় ও প্রকাশময় সত্ত্বের উদ্রেক হইয়া থাকে; সেইজন্য তাহা **সানন্দ সমাধি**।১৯ এই সমাধিতেই যাঁহারা বদ্ধধৃতি অর্থাৎ যাঁহারা ধৈর্য্যসহকারে কেবল এই প্রকার সমাধিরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন প্রধান (প্রকৃতি) ও পুরুষরূপ অন্য তত্ত্ব যে রহিয়াছে তাহা আর যাঁহারা দেখেন না তখন তাঁহাদের দেহের প্রতি অহঙ্কার (অভিমান) বিগত হইয়া থাকে; এইজন্য তাঁহাদিগকে **'বিদেহ'** এই নামে অভিহিত করা হয়।২০ [**তাৎপর্য্য** এই যে, যে সকল যোগী মহাভূতে অথবা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ে কিংবা অন্তঃকরণে সম্প্রজ্ঞাত যোগ সিদ্ধ করিয়াছেন দেহপাতের পরেও তাঁহাদের অবলম্বিত সেই যোগের নাশ হয় না; দেহপাতের পরেও তাঁহারা সেই মহাভূতে অথবা ইন্দ্রিয়ে কিংবা অন্তঃকরণে লীন হইয়া থাকেন। তাঁহাদের এই ষাট্‌কৌশিক শরীর থাকে না; তাঁহাদের মন সংস্কারমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। তাঁহারা সেই সংস্কারমাত্রাবশিষ্ট চিত্তে প্রায় কৈবল্যপদ অনুভব করিয়া

ভূতং শুদ্ধং সত্ত্বমালম্বনীকৃত্য যা ভাবনা প্রবর্ত্ততে তস্যাং গ্রাহ্যস্য সত্ত্বস্য ন্যগ্‌ভাবাচ্চিতি-শক্তেরুদ্রেকাৎ সত্তামাত্রাবশেষত্বেন সমাধিঃ সাস্মিত ইত্যুচ্যতে।২২ ন চাহঙ্কারাস্মিতয়োর ভেদঃ শঙ্কনীয়ঃ, যতো যত্রান্তঃকরণমহমিত্যুল্লেখেন বিষয়ান্ বেদয়তে সোঽহঙ্কারঃ, যত্র ত্বন্তর্ম্মুখতয়া প্রতিলোমপরিণামেন প্রকৃতিলীনে চেতসি সত্তামাত্রমবভাতি সাস্মিতা।২৩ অস্মিন্নেব সমাধৌ যে কৃতপরিতোষাস্তে পরং পুরুষমপশ্যন্তশ্চেতসঃ প্রকৃতৌ লীনত্বাৎ

থাকেন; ইঁহাদিগকে 'বিদেহ' এই নামে অভিহিত করা হয়।)২০ ইহাই হইল **গ্রহণ সমাপত্তি** অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বিষয়ক সমাধি।২১ তাহার পর রজঃ ও তমের সংস্পর্শলেশরহিত অর্থাৎ তাহার দ্বারা অনভিভূত শুদ্ধ (অন্তঃকরণ) সত্ত্বকে আলম্বন করিয়া যে ভাবনা প্রবর্ত্তিত হয় সেই ভাবনায় গ্রাহ্যস্বরূপ যে সত্ত্ব (অন্তঃকরণ) তাহা ন্যগ্‌ভূত (নীচু অর্থাৎ অসৎসম—যেন অস্তিত্বশূন্য এইরূপ) হইয়া যায় এবং তাহার ফলে চিতিশক্তি উদ্রিক্ত হইয়া পড়ে অর্থাৎ চৈতন্য বুদ্ধিসম্বলিত—বুদ্ধির সহিত বিজড়িত হইলেও (কারণ বুদ্ধি ও চৈতন্যের যে মিলিতাবস্থা তাহারই নাম অস্মিতা), সুতরাং বুদ্ধি এবং চৈতন্য উভয়েরই সমান ভাবে প্রকাশমান হওয়া উচিত হইলেও তখন কেবল চৈতন্যই প্রকাশমান হইতে থাকে—অন্য পদার্থের অনুভব থাকে না, কাজেই তখন অস্মিতার যে চিত্তরূপ অংশ তাহা সত্তা-মাত্রাবশিষ্ট হইয়া থাকে অর্থাৎ তৎকালে তাহার মাত্র সত্তা থাকে, এই পর্য্যন্ত, অন্য কোনরূপ বৈশিষ্ট্য (স্ফুরণাদি) থাকে না; সেই যে চৈতন্যপ্রকাশপ্রধান সমাধি তাহাকে **সাস্মিত** সমাধি বলা হয়।২২ আর ইহাতে অহঙ্কার ও অস্মিতা যে অভিন্ন হইয়া যাইবে এরূপ শঙ্কা করা সঙ্গত হইবে না; কারণ যখন অন্তঃকরণ অহমুল্লেখ পূর্ব্বক বিষয় গ্রহণ করে তখন তাহাকে (সেই অহংত্ববিশিষ্ট অন্তঃকরণকে) **অহঙ্কার** বলা হয়; আর যখন চিত্ত অন্তর্ম্মুখ হইয়া প্রতিলোম পরিণামক্রমে (সদৃশ পরিণাম বশতঃ) প্রকৃতিতে লীন হয় এবং যখন তাহাতে কেবলমাত্র তাহার সত্তাটুকুই প্রকাশমান থাকে তখন তাহাকে **অস্মিতা** বলা হয়।২৩ [**তাৎপর্য্য**—যে পরিণাম ক্রমে বুদ্ধি প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়াছে তাহার বিপরীত ক্রমে যদি সেইগুলি কারণে লীন হয় তবে তাহাকে প্রতিলোম পরিণাম বলা হয়। ইহাকেই সদৃশ পরিণাম বলে; কেন না সদৃশ পরিণামেই নাশ হইয়া থাকে। গুণত্রয়ের তখন সাম্যাবস্থা, কাজেই তাহাদের কার্য্যকারিতা থাকে না। মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্বের অনুলোম পরিণামে অর্থাৎ বিসদৃশ পরিণামে গুণত্রয়ের মধ্যে একটী অধিক এবং অপর দুইটী অল্প হইবে—এইরূপ পরিণাম হইলে অহঙ্কারাত্মক চিত্তের উৎপত্তি এবং তাহা হইতে অপরাপর তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। বুদ্ধিরূপ সত্ত্ব যদি অনুলোমক্রমে বিসদৃশ পরিণাম লইয়া গুণপ্রধানভাবে অহঙ্কারাদির দিকে ধাবিত হয় অথবা অন্যান্য পরিণাম রুদ্ধ করিয়া মাত্র অহঙ্কার পরিণামের সহিত বিজড়িত থাকিয়া 'অহম্' ইত্যাকারক জ্ঞানপূর্ব্বক ব্যবহার জন্মায় তাহা হইলে তাহাকে অহঙ্কার বলা হয়। আর চিত্ত অর্থাৎ বুদ্ধিসত্ত্ব যখন অহঙ্কার সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া প্রতিলোম পরিণামক্রমে সদৃশ পরিণাম স্বরূপ সাম্যাবস্থাপন্ন হইয়া স্বীয় কারণ প্রধান বা প্রকৃতির অভিমুখ হইয়া মাত্র সত্তাস্বরূপে অবস্থিত হয় তাহা হইলে তখন তাহাকে অস্মিতা বলা হয়, ইহাই ইহাদের পার্থক্য।]২৩ এই সমাধিতেই যাঁহারা পরিতোষ লাভ করিয়াছেন তাঁহারা পরম পুরুষের সাক্ষাৎকার না করিয়াই প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকেন; এই কারণে তাঁহাদিগকে **প্রকৃতিলয়**

প্রকৃতিলয়া ইতুচ্যন্তে।২৪ সেয়ং গ্রহীতৃসমাপত্তিরস্মিতামাত্ররূপগ্রহীতৃনিষ্ঠত্বাৎ।২৫ যে তু পরং পুরুষং বিবিচ্য ভাবনায়াং প্রবর্ত্তন্তে তেষামপি কেবলপুরুষবিষয়া বিবেক-খ্যাতির্গ্রহীতৃসমাপত্তিরপি ন সাস্মিতঃ সমাধির্বিবেকেনাস্মিতায়াস্ত্যাগাৎ।২৬ তত্র গ্রহীতৃভানপূর্ব্বকমেব গ্রহণভানং তৎপূর্ব্বকঞ্চ সূক্ষ্মগ্রাহ্যভানং তৎপূর্ব্বকঞ্চ

বলা হয়।২৩ [**তাৎপর্য্য** এই যে, যাঁহারা পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয়াদি পদার্থ আলম্বন করিয়া তাহাতে সমাধি করিয়াছেন এবং তজ্জন্য সংস্কারবশে যাঁহাদের চিত্ত সেই সংস্কারাবশিষ্ট হইয়াছে তাঁহাদিগকে যেমন **'বিদেহ'** বলা হয় সেইরূপ অব্যক্ত (প্রকৃতি), মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই আটটী প্রকৃতি নামক* পদার্থকে আলম্বন করিয়া তাহাতে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি করত যাঁহাদের চিত্ত সেই বাসনায় (সংস্কারে) বাসিত হয় এবং দেহপাতের পরে তাঁহারা অব্যক্তাদি আটটী প্রকৃতির মধ্যে যেটী তাঁহাদের উপাস্য তাহাতেই লীন হইয়া যান ; তাঁহাদিগকে **'প্রকৃতিলয়'** অথবা 'প্রকৃতিলীন' এই নামে অভিহিত করা হয়।]২৪ এইরূপ সমাধিকে **গ্রহীতৃ সমাপত্তি** বলা হয়, কেননা ইহা কেবল অস্মিতারূপ গ্রহীতাকে আলম্বন করিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে।২৫ আর যাঁহারা পরম পুরুষকে বিবেচিত করিয়া অর্থাৎ প্রকৃত্যাদি জড়বর্গ হইতে পৃথক্‌ভাবে গ্রহণ করিয়া তদ্বিষয়ক ভাবনায় প্রবৃত্ত হন তাঁহাদের যে **বিবেক খ্যাতি** অর্থাৎ জড় ও চেতনের পার্থক্য বোধ হইয়া থাকে তাহাতে চেতনরূপ পুরুষই কেবল বিষয়ীভূত হয় (কিন্তু জড়বর্গ হইতে পুরুষের বিবেক বা পার্থক্য বোধ থাকিলেও প্রকৃত্যাদি জড়বর্গ তাহার বিষয় হয় না) ; এই কারণে সেই সমাধি ফলতঃ গ্রহীতৃ সমাপত্তি হইলেও তাহাকে **সাস্মিত** বলা হয় না, কারণ তখন তাহাতে অস্মিতা অর্থাৎ চিৎ ও জড়ের অবিবেক বা অভিন্নতা বিবেক জ্ঞানের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া গিয়াছে।২৬ [**তাৎপর্য্য**—এই যে যদ্যপি পুরুষকেও গ্রহীতা বলা হয় আবার অস্মিতাকেও গ্রহীতা বলা হয় এবং গ্রহীতৃ বিষয়ক সমাধিকেই যদিও 'সাস্মিত' বলা হয় তথাপি কেবল-মাত্র পুরুষবিষয়ক সমাধিকে 'সাস্মিত' সমাধি বলা হয় না, কারণ অস্মিতাবিষয়ক যে গ্রহীতৃ সমাপত্তি তথায় চেতন পুরুষ অচেতন জড় প্রকৃতির সহিত অভিন্নভাবে ভাসমান থাকে বলিয়া তাহাকে যে গ্রহীতা বলা হয় তাহা বাস্তবিক, আর শুদ্ধ পুরুষকে যে গ্রহীতা বলা হয় তাহা ঔপাধিক, পুরুষের প্রাধান্য বশতঃ অস্মিতার যে গ্রহীতৃত্ব স্বীকার করা হয় তাহারই দৃষ্টান্তে শুদ্ধ পুরুষকেও গ্রহীতা বলা হয়, বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু পুরুষ গ্রহীতা নহে, যেহেতু পুরুষ অসঙ্গ ও উদাসীন। এই কারণে শুদ্ধ পুরুষবিষয়ক যে সমাধি তাহাকে আর গ্রহীতৃ সমাপত্তি বলা হয় না।] ২৬ ইহাদের মধ্যে গ্রহণের ভান অর্থাৎ প্রকাশ গ্রহীতৃভান পূর্ব্বক হয় অর্থাৎ প্রথমে গ্রহীতার (অস্মিতার) প্রকাশ তাহার পরে গ্রহণের (ইন্দ্রিয়ের) প্রকাশ হইয়া থাকে ; সূক্ষ্ম গ্রাহ্য পদার্থের যে ভান (প্রকাশ)

---

* মহৎ, অহঙ্কার এবং পঞ্চতন্মাত্রকেও প্রকৃতি বলা হয়। কারণ 'মহৎ' হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হয় বলিয়া 'মহৎ' অহঙ্কারের প্রকৃতি। অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র (যোগমতে 'মহৎ' হইতে) এবং একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয় বলিয়া অহঙ্কার ঐগুলির প্রকৃতি। আবার পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিত্যাদি স্থূল ভূত) উৎপন্ন হয় বলিয়া পঞ্চতন্মাত্র উহাদের প্রকৃতি। প্রধান অর্থাৎ মূল প্রকৃতি কাহারও কার্য্য নহে বলিয়া তাহা **শুদ্ধ প্রকৃতি** ; আর 'মহৎ' অহঙ্কার প্রভৃতিগুলি কাহারও কার্য্য এবং কাহারও কারণ বলিয়া ঐগুলি শুদ্ধ প্রকৃতি নহে কিন্তু **প্রকৃতি-বিকৃতি**।

স্থূলগ্রাহ্যভানমিতি স্থূলবিষয়ো দ্বিবিধোঽপি বিতর্কশ্চতুষ্টয়ানুগতঃ।২৭ দ্বিতীয়ো বিতর্কবিকলস্ত্রিতয়ানুগতঃ। তৃতীয়ো বিতর্কবিচারাভ্যাং বিকলো দ্বিতয়ানুগতশ্চতুর্থো বিতর্কবিচারানন্দৈর্বিকলোঽস্মিতামাত্র ইতি, চতুরবস্থোঽয়ং সম্প্রজ্ঞাত ইতি।২৮ এবং সবিতর্কঃ সবিচারঃ সানন্দঃ সাস্মিতশ্চ সমাধিরন্তর্দ্ধানাদিসিদ্ধিহেতুতয়া মুক্তিহেতুসমাধিবিরোধিত্বাদ্ধেয় এব মুমুক্ষুভিঃ।২৯ গ্রহীতৃগ্রহণয়োরপি চিত্তবৃত্তিবিষয়তাদশায়াং গ্রাহ্যকোটৌ নিক্ষেপাদ্ধেয়োপাদেয়বিভাগকথনায় গ্রাহ্যসমাপত্তিরেব বিবৃতা সূত্রকারেণ।৩০ চতুর্ব্বিধা হি গ্রাহ্যসমাপত্তিঃ স্থূলগ্রাহ্যগোচরা দ্বিবিধা সবিতর্কা নির্ব্বিতর্কা চ, সূক্ষ্মগ্রাহ্যগোচরাপি দ্বিবিধা সবিচারা নির্ব্বিচারা চ।৩১ তত্র শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সঙ্কীর্ণা সবিতর্কা (পাঃ দঃ ১।৪২)।৩২ শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পসম্ভিন্না স্থূলার্থাবভাসরূপা

হয় তাহার মূলেও আবার গ্রহণের ভান থাকে, এবং স্থূল বিষয়ের যে ভান তাহাও আবার সেই সূক্ষ্ম বিষয়ের ভান পূর্ব্বক হইয়া থাকে ; এই কারণে স্থূল বিষয়ক দ্বিবিধ বিতর্ক সমাধিতে চারিটীই অনুগত থাকে। অভিপ্রায় এই যে প্রথম স্থূল বিষয়ক যে সবিতর্ক ও নির্বিতর্ক সমাধি সেই উভয় স্থলেই অস্মিতা, আনন্দ, বিচার ও বিতর্ক এই চারিটীই থাকে।২৭ দ্বিতীয় বিচার সমাধিতে বিতর্ক ছাড়া অন্য তিনটী অর্থাৎ অস্মিতা, আনন্দ ও বিচার এই তিনটী অনুগত থাকে। তৃতীয় সানন্দ সমাধিতে বিতর্ক ও বিচার থাকে না কিন্তু অন্য দুইটী অর্থাৎ অস্মিতা ও আনন্দ এই দুইটী অনুগত থাকে এবং চতুর্থ সাস্মিত সমাধি বিতর্ক, বিচার ও আনন্দ রহিত, তাহা কেবল অস্মিতাত্মক। এইরূপে এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চতুরবস্থ অর্থাৎ ইহার অবস্থা চারি প্রকার।২৮ সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দ ও সাস্মিত এইরূপ হইয়া থাকে। এগুলিকে সমাধি বলা হয় কারণ এগুলি অন্তর্দ্ধানাদি সিদ্ধির কারণ ; এজন্য তাহা মুক্তির হেতুভূত সমাধির বিরোধী ; এই কারণে উহা মুমুক্ষু ব্যক্তির পরিত্যাজ্য। অর্থাৎ যিনি মুক্তি অভিলাষ করেন তাঁহার পক্ষে ঐ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবলম্বনীয় নহে, কিন্তু তাঁহার উহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া উহা পরিত্যাগ করা উচিত এবং আরও ঊর্দ্ধ স্তরের জন্য সতত সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক।২৯ আর যে গ্রহীতা এবং গ্রহণ ইহারাও চিত্তবৃত্তি দশায় গ্রাহ্য কোটিরই অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি বর্ত্তমান থাকিলে ঐগুলিও তাহার বিষয় হয় বলিয়া উহাদিগকেও গ্রাহ্যের মধ্যেই ধরা হয়। এইরূপে কোন্ বস্তু হেয় (পরিত্যাজ্য) এবং কোন্ বস্তু উপাদেয় (গ্রহণীয়) তাহা বিভক্ত করিয়া **নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্তই** সূত্রকার গ্রাহ্য সমাপত্তির বিষয় বিবৃত করিয়াছেন অর্থাৎ কৈবল্যই যখন শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য তখন কৈবল্যের পরিপন্থী সম্প্রজ্ঞাত সমাধির নির্দ্দেশ করা উচিত হয় না এইরূপ শঙ্কা করা ঠিক নহে কারণ কৈবল্যই উপাদেয় বটে, এবং কৈবল্যের যাহা পরিপন্থী তাহা যে হেয় ইহা সত্য বটে কিন্তু হেয় বস্তুর স্বরূপ যদি না অবগত হওয়া যায়. তাহা হইলে তাহা পরিত্যাগ করা যায় না। এ কারণে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হেয় হইলেও তাহার স্বরূপ জ্ঞানের জন্য তাহা শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে।৩০ গ্রাহ্য সমাপত্তি চারি প্রকার ; তন্মধ্যে স্থূলবিষয়ক দুই রকম—সবিতর্ক ও নির্ব্বিতর্ক ; আর সূক্ষ্ম বিষয়কও দুই প্রকার—সবিচার ও নির্বিচার।৩১ তন্মধ্যে "শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের বিকল্পের দ্বারা সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ মিশ্রিত যে স্থূলবিষয়ক সমাধি তাহাকে সবিতর্কা সমাপত্তি বলা

সবিতর্কা সমাপত্তিঃ স্থূলগোচরা সবিকল্পকবৃত্তিরিত্যর্থঃ।৩৩ "স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ স্বরূপ-শূন্যেবার্থমাত্রনির্ভাসা নির্ব্বিতর্কা।" (পাঃদঃ ১।৪৩) তস্মিন্নেব স্থূল আলম্বনে শব্দার্থস্মৃতিপ্রবিলয়ে প্রত্যুদিতস্পষ্টগ্রাহ্যাকারপ্রতিভাসিতয়া ন্যগ্‌ভূতজ্ঞানাংশত্বেন স্বরূপশূন্যেব নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তিঃ স্থূলগোচরা নির্ব্বিকল্পকবৃত্তিরিত্যর্থঃ।৩৪ "এতয়ৈব চ সবিচারা নির্ব্বিচারা চ সূক্ষ্মবিষয়া ব্যাখ্যাতা।" (পাঃ দঃ ১।৪৪) সূক্ষ্মস্তন্মাত্রাদির্বিষয়ো যস্যাঃ সা সূক্ষ্মবিষয়া সমাপত্তিঃ দ্বিবিধা সবিচারা নির্ব্বিচারা চ সবিকল্পকনির্ব্বি-কল্পকভেদেন। এতয়ৈব সবিতর্কয়া নির্ব্বিতর্কয়া চ স্থূলবিষয়য়া সমাপত্ত্যা ব্যাখ্যাতা। শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পসহিতত্বেন দেশকালধর্ম্মাদ্যবচ্ছিন্নঃ সূক্ষ্মোঽর্থঃ প্রতিভাতি যস্যাং সা সবিচারা। শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পরহিতত্বেন দেশকালধর্ম্মাদ্যনবচ্ছিন্নত্বেন চ ধর্ম্মিমাত্রতয়া সূক্ষ্মোঽর্থঃ প্রতিভাতি যস্যাং সা নির্ব্বিচারা। সবিচারনির্ব্বিচারয়োঃ সূক্ষ্মবিষয়ত্ববিশেষণাৎ

হয়।"৩২ ইহার অর্থ এই যে শব্দ, অর্থ এবং জ্ঞানের বিকল্পের দ্বারা অর্থাৎ অধ্যাস বা আরোপিত সম্বন্ধের দ্বারা সংভিন্ন অর্থাৎ মিশ্রিত যে স্থূলার্থ প্রকাশ রূপ সমাধি তাহার নাম **সবিতর্কা সমাপত্তি**; ফলিতার্থ এই যে সবিতর্কা সমাপত্তি বলিতে স্থূলবস্তুবিষয়ক সবিকল্পক বৃত্তিযুক্ত সমাধি।৩৩ "উক্ত স্থলে (শব্দার্থ সংকেত) স্মৃতির পরিশুদ্ধি অর্থাৎ পরিত্যাগ হইলে যখন চিত্তবৃত্তি যেন স্বরূপশূন্য হইয়া কেবলমাত্র বিষয়প্রকাশ স্বরূপ হইয়া থাকে তখন তাহাকে **নির্বিতর্কা সমাপত্তি** বলা হয়। (উক্ত যোগসূত্রটীর অর্থ এইরূপ)—সেই স্থূল অবলম্বনেরই যখন শব্দ ও অর্থের সংকেতস্মরণ বিলীন হইয়া যাইবে অর্থাৎ 'ইহাকে এই শব্দে অভিহিত করা হয়—এই শব্দের অর্থ এই বস্তু' ইত্যাদি রূপ শব্দজন্য অর্থজ্ঞান লোপ পায় অর্থাৎ শব্দানুভবপূর্ব্বক বস্তুর অর্থ স্মরণ ও বস্তুর প্রতীতি না হয় তখন গ্রাহ্যবিষয়ের স্বরূপের স্পষ্ট প্রতিভাস (প্রকাশ) উদিত হইয়া থাকে এবং তাহাতে জ্ঞানাংশটী ন্যগ্‌ভূত অর্থাৎ নীচু বা অপ্রতীয়-মানের ন্যায় হইয়া যায়। তখন যে চিত্তবৃত্তি হয় তাহা যেন স্বরূপশূন্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। তখন তাহাকে নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তি বলা হয়; ফলতঃ নির্বিতর্কা সমাপত্তিকে স্থূলগোচরা নির্ব্বিকল্পকবৃত্তিযুক্ত সমাধি বলা যায়।৩৪ [**তাৎপর্য্য**—'ঘট' বলিলে আমাদের যে জ্ঞান হয় তাহাতে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান এই তিনটী বিভিন্ন বস্তু অভিন্ন ভাবে ভাসমান হয়। 'ঘট' এই শব্দটী ঘটরূপ বস্তু হইতে এবং ঘটজ্ঞান হইতে বিভিন্ন; 'ঘট' এই শব্দটী যখন শুনা যায় তখন এই ঘটশব্দটীই ঘট বলিলে যে বস্তু ও যে জ্ঞান হয় তাহাদিগকে শ্রোতার নিকটে শব্দের সহিত অভিন্ন করিয়া দেয়। এইজন্য ইহাকে বিকল্প বলা হয়। সেইরূপ, 'ঘট' এই বস্তুটী ঘট শব্দ ও ঘটজ্ঞান হইতে বিভিন্ন; ইহা (ঘট বস্তুটী) 'ঘট' বলিলে যে শব্দ ও যে জ্ঞান হয় তাহাদিগকে অর্থের সহিত অভিন্ন করিয়া দেয় অর্থাৎ আমরা যখন ঘটরূপ বস্তুটী দেখি তখন অলক্ষিত ভাবে তাহাকে ঘটশব্দোল্লেখ সহকারে ঘটজ্ঞানের সহিত বিজড়িত ভাবেই অনুভব করিয়া থাকি। এই কারণে ইহাও বিকল্প নামে অভিহিত হয়। আবার 'ঘট' এই জ্ঞানটী ঘটশব্দ ও ঘটরূপ বস্তু হইতে বিভিন্ন। কিন্তু ঘট বলিলে যে শব্দ ও যে অর্থ হয় ইহা তাহাদিগকে জ্ঞানের সহিত অভিন্ন করিয়া প্রকাশ করে;—এই হেতু ইহাকেও বিকল্প বলা হয়। সুতরাং 'ঘট' বলিলে যে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের অভিন্নতা রূপে প্রতীতি হয় তাহা আরোপিত বলিয়া

সবিতর্কনির্বিতর্কয়োঃ স্থূলবিষয়ত্বমর্থাদ্ব্যাখ্যাতম্।৩৫ "সূক্ষ্মবিষয়ত্বঞ্চালিঙ্গপর্য্যবসানম্" (পাঃ দঃ ১।৪৫) সবিচারায়া নির্বিচারায়াশ্চ সমাপত্তেঃ যৎ সূক্ষ্মবিষয়ত্বমুক্তং তদলিঙ্গপর্য্যন্তং দ্রষ্টব্যম্। তেন সানন্দসাস্মিতয়োর্গ্রহীতৃগ্রহণসমাপত্ত্যোরপি গ্রাহ্য-সমাপত্তাবেবান্তর্ভাব ইত্যর্থঃ।৩৬ তথাহি পার্থিবস্যাণোর্গন্ধতন্মাত্রং সূক্ষ্মো বিষয়ঃ,

বিকল্প বিশেষ; এই জন্য উক্তরূপে স্থূল বস্তুর জ্ঞানকে সবিকল্পক বৃত্তি বলা হয়। যোগীর যে সমাধিতে ভাব্য স্থূল বস্তু উক্তরূপে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের সহিত বিমিশ্রিত হইয়া অভিন্নভাবে ভাসমান থাকে তাহাকে সবিতর্ক সমাধি বলা হয়। আর যখন এমন হয় যে সমাধিকালে ভাব্য বস্তুর স্বরূপ ছাড়া শব্দ বা জ্ঞান আর কিছুই থাকে না—এমন কি চিত্তও ভাব্য পদার্থে তন্ময় হইয়া যেন স্বরূপশূন্য হইয়া যায় তখন ঐ স্থূলবিষয়ক সমাধিকে নির্বিতর্ক সমাধি বলা হয়। লৌকিক জীবনেও অনেক সময়ে এমন হইতে দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তি কোন বস্তুর চিন্তায় এত নিবিষ্ট হইয়া গিয়াছে যে তাহার নিকট বাহ্যবস্তুর সত্তানুভব ত দূরের কথা, সে নিজেরই সত্তা অনুভব করিতে পারে না. তখন তাহার নিকট তাহার ভাব্য বস্তুর স্বরূপ ছাড়া তদ্‌বোধক শব্দ বা তদ্‌বিষয়ক জ্ঞান কিছুই প্রতিভাত হয় না; তাহার চিত্ত আপন সত্তা হারাইয়া ফেলিয়া সেই বস্তুর স্বরূপাপন্ন হইয়া যায়। যোগকালীন উক্ত প্রকারের সমাধি অবস্থাকে নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তি বলা হয়।]৩৫। "ইহার দ্বারাই সূক্ষ্মবিষয়া সবিচারা ও নির্ব্বিচারা সমাপত্তি ব্যাখ্যাত হইল।"—তন্মাত্রাদি সূক্ষ্ম বস্তু যাহার বিষয় হয় তাহাকে সূক্ষ্ম বিষয়া সমাপত্তি বলে। সেই সূক্ষ্মবিষয়া সমাপত্তি সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক ভেদে সবিচারা ও নির্ব্বিচারা—এই দুই ভাগে বিভক্ত। ইহার দ্বারাই অর্থাৎ সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পকরূপ স্থূলবিষয়া যে দুই প্রকার সবিতর্কা ও নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তি বলা হইল তাহার দ্বারাই সবিচারা ও নির্ব্বিচারা সমাপত্তি ব্যাখ্যাত হইল। ইহার অর্থ এইরূপ,—যে সমাপত্তিতে সূক্ষ্ম অর্থ (বিষয়) দেশ, কাল ও ধর্ম্মাদির দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের বিকল্পের দ্বারা বিজড়িতরূপে প্রতিভাত হয় তাহাকে **সবিচারা সমাপত্তি** বলা হয়। আর শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের বিকল্প যাহাতে থাকে না এবং যাহা দেশ, কাল ও ধর্ম্মাদির দ্বারা অনবচ্ছিন্ন হওয়ায় কেবল মাত্র ধর্ম্মী বস্তুর স্বরূপেই পর্য্যবসিত থাকে—এতাদৃশ সূক্ষ্ম অর্থ যে সমাপত্তিতে প্রতিভাত হয় তাহাকে **নির্ব্বিচারা সমাপত্তি** বলা হয়। (অভিপ্রায় এই যে সবিচারা সমাপত্তির বিষয় হয় তন্মাত্রাদি সূক্ষ্ম বিষয়: তাহা কিন্তু শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের বিকল্প সম্বলিত ভাব্য সূক্ষ্ম বিষয়টী শব্দ অর্থ ও জ্ঞানের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া ভাসমান থাকে এবং তাহা দেশকাল ও ধর্ম্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহা দেশ, কাল ও ধর্ম্মের সহিতই সমাধির বিষয় হয়। আর নির্ব্বিচারা সমাপত্তিরও বিষয় হয় তন্মাত্রাদি সূক্ষ্ম বস্তু; কিন্তু তাহা শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের বিকল্প বিরহিত এবং দেশ, কাল ও ধর্ম্মাদির দ্বারা অনবচ্ছিন্ন হইয়া থাকে।) সূত্রে 'সূক্ষ্ম বিষয়' এই অংশটী সবিচারা ও নির্ব্বিচারার বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া সবিতর্কা ও নির্ব্বিতর্কা যে স্থূলবিষয়া তাহা সূত্রে শব্দতঃ উক্ত না হইলেও অর্থতঃ ব্যাখ্যাত হইয়া গিয়াছে। অভিপ্রায় এই যে যদিও যোগদর্শনের "তত্র শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সঙ্কীর্ণা সবিতর্কা" এই সূত্রে স্থূল বস্তু সবিতর্কার বিষয় কি না তাহা নির্দ্দিষ্ট নাই তথাপি 'সবিচারার বিষয় সূক্ষ্ম'—এইরূপ বলায় ইহাও আপনা আপনিই আসিয়া পড়ে যে সবিতর্কা সমাপত্তির বিষয় স্থূল।৩৬ "সূক্ষ্ম বিষয়ত্ব অলিঙ্গ পর্য্যন্তের মধ্যে রহিয়াছে

আপ্যস্যাপি রসতন্মাত্রম্, তৈজসস্য রূপতন্মাত্রম্, বায়বীয়স্য স্পর্শতন্মাত্রম্, নভসঃ শব্দতন্মাত্রং (বিষয়ঃ), তেষামহঙ্কারঃ, তস্য লিঙ্গমাত্রং মহত্তত্ত্বম্, তস্যাপ্যলিঙ্গং প্রধানং সূক্ষ্মো বিষয়ঃ। সপ্তানামপি প্রকৃতীনাং প্রধান এব সূক্ষ্মতাবিশ্রান্তেস্তৎপর্য্যন্তমেব সূক্ষ্মবিষয়ত্বমুক্তম্।৩৭ যদ্যপি প্রধানাদপি পুরুষঃ সূক্ষ্মোঽস্তি তথাপ্যন্বয়িকারণত্বাভাবাৎ তস্য সর্ব্বান্বয়িকারণে প্রধানএব নিরতিশয়ং সৌক্ষ্ম্যং ব্যাখ্যাতম্। পুরুষস্তু নিমিত্তকারণং সদপি নান্বয়িকারণত্বেন সূক্ষ্মতামর্হতি। অন্বয়িকারণত্বাবিবক্ষায়াস্তু পুরুষোঽপি সূক্ষ্মো ভবত্যেবেতি দ্রষ্টব্যম্।৩৮ "তা এব সবীজঃ সমাধিঃ" (পাঃ দঃ ১।৪৬);—তাশ্চতস্রঃ সমাপত্তয়ো গ্রাহ্যেণ বীজেন সহ বর্ত্তন্ত ইতি সবীজঃ সমাধিঃ, "বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতা-নুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ" ইতি প্রাগুক্তম্।৩৯ স্থূলেঽর্থে সবিতর্কো নির্ব্বিতর্কঃ; সূক্ষ্মেঽর্থে

বুঝিতে হইবে—ইহার অর্থ এইরূপ—সবিচারা ও নির্বিচারা সমাপত্তির যে সূক্ষ্মবিষয়ত্ব বলা হইয়াছে তাহা অলিঙ্গ অর্থাৎ প্রধান বা প্রকৃতি পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে। (অভিপ্রায় এই যে প্রকৃতি পর্য্যন্ত বিষয় সকলকে সূক্ষ্ম বলা হয়; আর তাহাই সবিচারা সমাপত্তির বিষয় হইয়া থাকে।) আর তাহা হইলে পর সানন্দ এবং সাস্মিতরূপ যে গ্রহণ সমাপত্তি ও গ্রহীতৃ সমাপত্তি তাহাও গ্রাহ্য সমাপত্তিরই অন্তর্ভুক্ত হইবে। (অভিপ্রায় এই যে গ্রহণসমাপত্তি এবং গ্রহীতৃসমাপত্তির যাহা বিষয় হয় তাহাও প্রকৃতির বিকার ছাড়া আর কিছুই নহে।) সূক্ষ্ম বিষয়ই নির্বিচার সমাধির বিষয় হয় এইরূপ বলিয়া—সূক্ষ্ম বিষয়ের সীমা প্রকৃতি পর্য্যন্ত এইরূপ নির্দ্দেশ করায় ইহাই প্রতীত হয় যে, সূক্ষ্ম বিষয়ক নির্বিচার সমাধিকেও যখন গ্রাহ্য সমাপত্তি বলা হয় তখন প্রকৃতি পর্য্যন্ত সূক্ষ্মবিষয়ক যে সমাধি তাহাও গ্রাহ্য সমাধি। সুতরাং গ্রহণ সমাধি এবং গ্রহীতৃসমাধি এইরূপ পৃথক্ উল্লেখ থাকিলেও উহারা গ্রাহ্যসমাপত্তি নামেও অভিহিত হয়।৩৭ যেমন গন্ধতন্মাত্র পার্থিব অণুর সূক্ষ্ম বিষয়; আপ্য (জলীয়) অণুর সূক্ষ্ম বিষয় হইতেছে রসতন্মাত্র; রূপতন্মাত্র তৈজস পরমাণুর, স্পর্শতন্মাত্র বায়বীয় পরমাণুর এবং শব্দতন্মাত্র আকাশের সূক্ষ্মবিষয়। অহঙ্কার উহাদের সকলের সূক্ষ্ম বিষয়, লিঙ্গস্বরূপ মহৎ-তত্ত্ব সেই অহঙ্কারের সূক্ষ্ম বিষয়, আর সেই মহৎ-তত্ত্বেরও সূক্ষ্ম বিষয় হইতেছে অলিঙ্গ প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি। (পঞ্চতন্মাত্র, অহঙ্কার ও মহৎ-তত্ত্ব এই) সাতটী প্রকৃতিরই সূক্ষ্মতা প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতিতে বিশ্রান্ত হইয়া থাকে বলিয়া অর্থাৎ প্রকৃতিই সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম হওয়ায় সূক্ষ্মবিষয়ের পর্য্যন্ত অর্থাৎ শেষ হয় প্রকৃতি; এইজন্য প্রকৃতিকে এইরূপ বলা হইয়াছে।৩৮ যদিও প্রধান অপেক্ষাও সূক্ষ্ম পুরুষ রহিয়াছে, তথাপি তাহা অন্বয়ি কারণ (উপাদান কারণ) নহে; এ জন্য সমস্ত পদার্থের অন্বয়িকারণ (উপাদন কারণ) যে প্রধান তাহাতেই নিরতিশয় সূক্ষ্মতা রহিয়াছে—এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আর পুরুষ নিমিত্তকারণ হইলেও অন্বয়িকারণ নহে বলিয়া কারণত্বগণিত সূক্ষ্মতার যোগ্য নহে। তবে যদি অন্বয়িকারণত্ব বিবক্ষিত না হয় অর্থাৎ যাহা উপাদান কারণ কেবল তাহারই সূক্ষ্মতা যদি বক্তব্য না হয় তাহা হইলে পুরুষও অবশ্য সূক্ষ্ম হইবে।৩৯ "সেইগুলিই সবীজ সমাধি।" (ইহার ব্যাখ্যা,—পূর্ব্বে যে সবিতর্কাদি চারিপ্রকার সমাপত্তির কথা বলা হইল ঐগুলি গ্রাহ্য (বিষয়) রূপ বীজের সহিত বর্ত্তমান থাকে; এই কারণে—"বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতার মধ্যে অনুগত হওয়ায় ঐগুলিকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলা হয়—এইরূপে পূর্ব্বে যে (সম্প্রজ্ঞাত)

সবিচারো নির্ব্বিচার ইতি।৪০ তত্রান্তিমস্থ ফলমুচ্যতে "নির্ব্বিচারবৈশারদ্যেঽধ্যাত্মপ্রসাদঃ" (পাঃ দঃ ১।৪৭) ।৪১ স্থূলবিষয়ত্বে তুল্যেঽপি সবিতর্কঃ শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পসংকীর্ণমপেক্ষ্য তদ্রহিতস্থ নির্ব্বিকল্পরূপস্থ নির্ব্বিতর্কস্থ প্রাধান্যম্, ততঃ সূক্ষ্মবিষয়স্থ সবিকল্পকপ্রতিভাসরূপস্থ সবিচারস্থ, ততোঽপি সূক্ষ্মবিষয়স্থ নির্ব্বিকল্পকপ্রতিভাসরূপস্থ নির্ব্বিচারস্থ প্রাধান্যম্। তত্র পূর্ব্বেষাং ত্রয়াণাং নির্ব্বিচারার্থত্বান্নির্বিচারফলেনৈব ফলবত্ত্বং, নির্ব্বিচারস্থ তু প্রকৃষ্টাভ্যাসবলাদ্বৈশারদ্যে রজস্তমোঽনভিভূতসত্ত্বোদ্রেকে সত্যধ্যাত্মপ্রসাদঃ ক্লেশবাসনারহিতস্থ চিত্তস্থ ভূতার্থবিষয়ঃ ক্রমাননুরোধী স্ফুটঃ প্রজ্ঞালোকঃ প্রাদুর্ভবতি।৪৩ তথাচ ভাষ্যম্, "প্রজ্ঞাপ্রসাদমারুহ্য অশোচ্যঃ শোচতো জনান্। ভূমিষ্ঠানিব শৈলস্থঃ সর্ব্বান্ প্রাজ্ঞোঽনুপশ্যতি॥" ইতি।৪৪ "ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা" (পাঃ দঃ ১।৪৮) ;—

সমাধির কথা বলা হইয়াছে তাহা সবীজ সমাধি।৩৯ সমাধির বিষয়টি স্থূল হইলে সেই সমাধি 'সবিতর্ক' ও 'নির্বিতর্ক' হয়। আর সমাধির বিষয়টি সূক্ষ্ম হইলে সেই সমাধি 'সবিচার' ও নির্ব্বিচার' হয়।৪০ তন্মধ্যে অন্তিমটীর অর্থাৎ নির্ব্বিচার সমাধির ফল কি তাহা বলা যাইতেছে—।৪১ "নির্ব্বিচারে বৈশারদ্য (নিপুণতা) জন্মিলে অধ্যাত্মপ্রসাদ হয়'।৪২ (ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ—) সবিতর্ক ও নির্ব্বিতর্কের স্থূলবিষয়ত্ব তুল্য হইলেও অর্থাৎ স্থূল পদার্থ উভয়েরই বিষয় হইলেও (সবিতর্ক শব্দ অর্থ ও জ্ঞানের বিকল্পের সহিত বিজড়িত ; কিন্তু নির্ব্বিতর্ক সেরূপ নহে এই কারণে) শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের বিকল্পের সহিত সঙ্কীর্ণ (মিশ্রিত) যে সবিতর্ক তাহা অপেক্ষা ঐরূপ বিকল্প-বিরহিত নির্ব্বিতর্ক প্রধান। সূক্ষ্মবিষয়ক নির্ব্বিকল্পক প্রতিভাসরূপ নির্ব্বিচার আবার তাহা অপেক্ষাও প্রধান হইতেছে। তন্মধ্যে পূর্ব্ব তিনটী নির্ব্বিচারার্থিক হওয়ায় অর্থাৎ সবিতর্ক, নির্ব্বিতর্ক ও সবিচার এই তিনটী নির্ব্বিচারে পরিসমাপ্ত হয় বলিয়া নির্ব্বিচারের ফলেই তাহাদের ফলবত্ত্ব অর্থাৎ নির্বিচার সমাধি উদিত হইলেই সেইগুলির সাফল্য হইয়া থাকে। আর প্রকৃষ্ট অভ্যাসবশতঃ নির্ব্বিচারের বৈশারদ্য হইলে অর্থাৎ নিপুণতা সহকারে বিশেষরূপে অভ্যাস করিলে নির্ব্বিচার সমাধি হইতে শুদ্ধসত্ত্ব সমুৎপন্ন হয় ; তাহা আর রজঃ ও তমের দ্বারা অভিভূত হয়না। অর্থাৎ নিপুণতার সহিত নির্ব্বিচার অভ্যাসের ফলে চিত্তে কেবলমাত্র সত্ত্বগুণ উদ্রিক্ত হইয়া থাকে, রজঃ এবং তমোগুণ তাহাতে প্রকাশ পায় না। এইরূপ হইলে অধ্যাত্মপ্রসাদ হইয়া থাকে অর্থাৎ ক্লেশ বাসনা রহিত চিত্তে বস্তুর যথার্থ স্বরূপ বিষয়ে ক্রমাননুরোধী (এককালীন, যুগপৎ) পরিস্ফুট প্রজ্ঞালোক প্রাদুর্ভূত হয়।৪৩ [**তাৎপর্য্য** এই যে, সবিতর্ক নির্বিতর্ক, সবিচার ও নির্ব্বিচার এই যে চারিপ্রকার সমাধি ইহারা সবীজ। ইহাদের মধ্যে সবিতর্ক সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট,নির্ব্বিতর্ক তাহার চেয়ে উৎকৃষ্ট, সবিচার তদপেক্ষা উত্তম, আর নির্ব্বিচার সর্ব্বোত্তম। ইহাদের মধ্যে সবিতর্ক অভ্যাসের ফলে নির্ব্বিতর্ক সমাধিলাভ হয়, তাহার অভ্যাসের ফলে সবিচার এবং সবিচারের অভ্যাসের ফলে নির্ব্বিচার সমাধির উদয় হয়। এই নির্ব্বিচার সমাধির অভ্যাসে চিত্তে কেবলমাত্র প্রকাশাত্মক সত্ত্বগুণেরই প্রকাশ হয়। যদিও চিত্ত সত্ত্বগুণেরই পরিণাম—সত্ত্বগুণই চিত্তরূপে পরিণত হইয়াছে তথাপি 'কোন গুণ একা পরিণাম জন্মাইতে পারে না, একটীর পরিণাম হইতে হইলে অন্য দুইটী অবশ্যই তাহার সহকারী হইবে' এই নিয়ম অনুসারে চিত্ত সত্ত্বগুণেরই পরিণাম হইলেও তাহাতে রজঃ

তত্র তস্মিন্ প্রজ্ঞাপ্রসাদে সতি সমাহিতচিত্তস্য যোগিনো যা প্রজ্ঞা জায়তে সা ঋতম্ভরা। ঋতং সত্যমেব বিভর্ত্তি ন তত্র বিপর্য্যাসগন্ধোঽপ্যস্তীতি যৌগিক্যেবেয়ং সমাখ্যা। সা চোত্তমো যোগঃ। তথাচ ভাষ্যম্, "আগমেনানুমানেন ধ্যানাভ্যাস-

এবং তমোগুণও অপ্রধান ভাবে বিদ্যমান থাকে। সত্ত্বগুণের ক্রিয়া হইতেছে—প্রকাশ করা; সুতরাং চিত্ত সত্ত্বগুণের পরিণাম বলিয়া প্রকাশাত্মক। আর সেই চিত্ত যে অণুপরিমাণ তাহাও নহে; চিত্ত বিভু। কাজেই চিত্তের স্বাভাবিক শক্তি হইতেছে সমস্ত প্রকাশ করা। সুতরাং চিত্ত যখন স্বাভাবিক ভাবে থাকে—রজঃ বা তমোগুণ যদি তাহাকে অভিভূত না করে তাহা হইলে তাহা ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ বস্তুরই প্রকাশ করিতে পারে এবং তাহা একই বস্তুতে অচঞ্চলভাবে নিবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু রজোগুণের ক্রিয়া হইতেছে চঞ্চল করা, কার্য্যোন্মুখ করা—বিভিন্ন দিকে প্রেরিত করা; আর তমোগুণের স্বরূপ হইতেছে আবৃত করা। এই কারণে চিত্ত সত্ত্বগুণাত্মক, বিশ্বপ্রকাশক্ষম হইলেও তাহাতে যখন তমোগুণ উদ্রিক্ত হয় তখন তাহার সেই প্রকাশাত্মকতা আবৃত হইয়া যায়; মেঘ যেমন সূর্য্যকে ঢাকিয়া কোন বস্তুপ্রকাশ করিতে দেয় না সেইরূপ তমোগুণও চিত্তসত্ত্বকে আবৃত করিয়া তাহার প্রকাশাত্মকতা কুণ্ঠিত করিয়া দেয়; এবং সেই তমোগুণ যাহার মধ্যে যে পরিমাণে কম বা বেশী তাহার চিত্তের প্রকাশশক্তি, বস্তুতত্ত্ব অবধারণ করিবার শক্তি সেই পরিমাণে বেশী বা কম হইয়া থাকে। নিকৃষ্ট জীবের মধ্যে তমোগুণ পূর্ণভাবে প্রবল; কাজেই তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি নাই বলিয়াই মনে হয়। আবার চিত্তসত্ত্ব সত্ত্বগুণাত্মক হওয়ায় স্থিতিস্বরূপ; তাহা ধারাবাহিক ভাবে একই বস্তুর প্রকাশ করিতে থাকে; কিন্তু যখন রজোগুণের উদ্রেক হয় তখন সেই চাঞ্চল্যকারী রজোগুণ চিত্তের স্থিতিশীলতা নষ্ট করিয়া দেয়, তাহা সর্ব্বদাই বিভিন্ন বস্তুর দিকে চিত্তকে প্রেরিত করিয়া থাকে অধিক কি এই রজঃ ও তমোগুণের প্রাবল্যেই নানারূপ বিপর্য্যয়জ্ঞান হইয়া থাকে। তমোগুণ বস্তুর স্বরূপকে আবৃত করিয়া দেয় এবং রজোগুণ বিক্ষেপের সৃষ্টি করিয়া থাকে। কিন্তু নির্ব্বিচার সমাধির অভ্যাসে চিত্তের এই রজঃ ও তমোগুণের উদ্রিক্ততা নষ্ট হইয়া যায়; তাহারা প্রসুপ্ত হইয়া লীন হইয়া যায়। এই হেতু তৎকালে চিত্তের আর আবরণ না থাকায় তাহা ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ বস্তুকেই প্রকাশ করিতে পারে; এবং তাহা স্থিতিশীল বলিয়া—একটী বস্তুতেও নিবদ্ধ থাকিতে পারে। এইরূপে একই বিষয়ে চিত্ত যে নিবদ্ধ থাকে—চিত্তের এই প্রকার স্থিতিধারা বা স্থিতিপ্রবাকেই বৈশারদ্য বলা হয়। আর তাহাতে কোনরূপ বিপর্য্যয়েরও সম্ভাবনা থাকে না। তাহা বস্তুর যথার্থস্বরূপকে যুগপৎ পরিস্ফুরিত করিয়া থাকে; পুনঃ পুনঃ দর্শনের পর যেমন হীরকাদি রত্নের উৎকৃষ্টতাদি অবধারিত হয় সেইরূপ তাহা যে ক্রমিকভাবে বস্তুর স্বরূপ প্রকাশ করে তাহাও নহে; কিন্তু তাহা গ্রহণ মাত্রেই বস্তুর সমগ্র স্বরূপকে পরিস্ফুট করিয়া দেয় এবং তাহাতেই তাহা নিবদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাকেই **প্রজ্ঞালোক** বলা হইয়াছে। প্রজ্ঞার অলোক—অর্থাৎ চিত্ত অন্য কোন প্রত্যয়ের দ্বারা অভিভূত না হইয়া একই বিষয়ের নির্ম্মল প্রত্যয়প্রবাহে যে অবস্থান করে তাহাই আলোক। সুতরাং এই প্রকার অধ্যাত্মপ্রসাদ বা প্রজ্ঞালোক নির্ব্বিচার সমাধির ফল হইতেছে।] ৮৪ যোগদর্শনের উক্তসূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ ব্যাসদেব এইরূপ বলিয়াছেন, যথা—"প্রাজ্ঞব্যক্তি প্রজ্ঞাপ্রসাদ লাভ করিয়া নিজে অশোচ্য অর্থাৎ শোকের

রসেন্ চ। ত্রিধা প্রকল্পয়ন্ প্রজ্ঞাং লভতে যোগমুত্তমম্॥" ইতি।৪৫ সা তু "শ্রুতানুমান-প্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া বিশেষার্থত্বাৎ" (পাঃ দঃ ১।৪৯);—শ্রুতমাগমবিজ্ঞানং তৎ সামান্যবিষয়মেব। ন হি বিশেষেণ সহ কস্যচিৎ শব্দস্য সঙ্গতিগ্র্হীতুং শক্যতে।৪৬

অবিষয়, শোকাতীত হন; আর শৈলারূঢ় ব্যক্তি যেমন ভূমিষ্ঠ সমস্ত লোককেই এক রকমেই দেখিতে থাকে তিনিও সেইরূপ (দুঃখত্রয়পরিতপ্ত) শোককারী সকল জনগণকে একই অবস্থাপন্ন অর্থাৎ অজ্ঞানাভিভূত দুঃখপীড়িত বলিয়া দেখেন অর্থাৎ জানিয়া থাকেন। অর্থাৎ তাঁহার নিকট অল্প দুঃখ বিশিষ্ট অথবা দুঃখ রাশি প্রপীড়িত লোকের মধ্যে কোন প্রভেদ প্রতিভাত হয় না।৪৪ "তাহাতে যে প্রজ্ঞা জন্মে তাহার নাম **ঋতম্ভরা**।" তাহাতে অর্থাৎ সেই প্রজ্ঞাপ্রসাদ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অধ্যাত্মপ্রসাদ হইলে সমাহিতচিত্ত যোগীর যে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয় তাহার নাম ঋতম্ভরা। তাহা ঋতকে অর্থাৎ কেবল সত্যকেই ধারণ করে—তাহাতে বিপর্য্যাসের (মিথ্যা-জ্ঞানের) গন্ধও থাকে না, এই কারণে তাহাকে ঋতম্ভরা বলা হয়। এখানে—"ঋতকে ভরণ করে এইজন্য ঋতম্ভরা"—এই প্রকারের এই যে সমাখ্যা অর্থাৎ প্রকৃতিপ্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন বৃত্তি ইহা যৌগিকী অর্থাৎ যোগ শাস্ত্রেরই প্রসিদ্ধি; অভিপ্রায় এই যে 'ঋতম্ভরা' এই শব্দটী যোগশাস্ত্রীয় পরিভাষা বিশেষ হইলেও ইহার অর্থ পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতি-প্রত্যয়যোগরূপ সমাখ্যা। সেই যে ঋতম্ভরা নামক প্রজ্ঞা তাহাই উৎকৃষ্ট যোগ হইতেছে; অর্থাৎ যোগাভ্যাসের অত্যন্ত উৎকৃষ্টতা হইতেই সেই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার আবির্ভাব হয়। যোগদর্শনের ভাষ্যে এইরূপ কথিত হইয়াছে, যথা,—"আগমের দ্বারা অর্থাৎ বেদবিহিত শ্রবণের দ্বারা, অনুমানের দ্বারা অর্থাৎ শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট মননের দ্বারা এবং ধ্যানাভ্যাস রসের দ্বারা অর্থাৎ চিন্তারূপধ্যানের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান বিষয়ে যে রস অর্থাৎ আদর বা আগ্রহ তাহার দ্বারা, ফলকথা বেদোক্ত নিদিধ্যাসনের দ্বারা—এই ত্রিবিধ উপায়ে প্রজ্ঞা প্রকল্পিত করিয়া যোগী ব্যক্তি উত্তমযোগ লাভ করিয়া থাকেন।" ৪৫ "শ্রুত ও অনুমানের প্রজ্ঞার বিষয় হইতে তাহার (ঋতম্ভরার) বিষয় অন্য প্রকার, যেহেতু তাহা বিশেষার্থ"। (ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ—শ্রুত) বলিতে আগমজনিত বিজ্ঞান অর্থাৎ শাব্দজ্ঞান; তাহা সামান্য বিষয়কই হইয়া থাকে; কারণ বিশেষের সহিত অর্থাৎ কোন একটী বিশেষ ব্যক্তির সহিত কোনও শব্দের সঙ্গতি গ্রহণ করিতে পারা যায় না ৪৬। [**তাৎপর্য্য** এই যে সামান্য বলিতে তজ্জাতীয় তাবৎ বস্তু এবং বিশেষ বলিতে সেই একটী বস্তু বুঝায়। অর্থের সহিত শব্দের সঙ্কেত বা সম্বন্ধ বিশেষকে লইয়া হইতে পারে না। ঘট বলিয়া ঘটব্যক্তির অর্থাৎ কোন একটী ঘটের বা ঘট বিশেষের সহিত সঙ্কেত (সম্বন্ধ) করা যায় না; কারণ তাহা হইলে ঘট বলিলে জগতের আর কোন ঘটকে বুঝাইবে না। এই কারণে বলা হয় যে, শব্দের শক্তি অর্থাৎ সঙ্কেত সামান্যে বা জাতিতে; ঘটশব্দের শক্তি ঘটসামান্যে। সুতরাং ঘট বলিলে ঘটসামান্যই বুঝায় কোন ঘটবিশেষ নহে; তবে লক্ষণাবলে ঘটশব্দে ঘটবিশেষরূপ অর্থ প্রতীত হইয়া থাকে। সুতরাং কোন শব্দ শুনিলে যে জ্ঞান হয় তাহা সামান্যাকারেই হইয়া থাকে; এবং তাহা পরোক্ষরূপই হইয়া থাকে। কারণ স্বচক্ষে 'ঘট' দেখিলে ঘট সম্বন্ধে যাদৃশ জ্ঞান হয় 'ঘট' এই শব্দ শুনিলে তাদৃশ রেখোপরেখাদিবিষয়ক পরিস্ফুট জ্ঞান হয় না।] ৪৬ আর যে অনুমান

তথানুমানং সামান্যবিষয়মেব। ন হি বিশেষেণ সহ কস্যচিদ্ব্যাপ্তিগ্র্হীতুং শক্যতে।৪৭ তস্মাৎ শ্রুতানুমানবিষয়ো ন বিশেষঃ কশ্চিদস্তি।৪৮ নচাস্য সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টস্য বস্তুনো লোকপ্রত্যক্ষেণ গ্রহণমস্তি। কিন্তু সমাধিপ্রজ্ঞানির্গ্রাহ্যএব চ বিশেষো ভবতি ভূত-সূক্ষ্মগতো বা পুরুষগতো বা।৪৯ তস্মান্নির্ব্বিচারবৈশারদ্যসমুদ্ভবায়াং শ্রুতানুমানবিলক্ষণায়াং

তাহাও সামান্যবিষয়কই হইয়া থাকে; কারণ বিশেষের সহিত কাহারও ব্যাপ্তি গৃহীত হইতে পারে না। ৪৭ [**তাৎপর্য্য** এই যে,—অনুমান করিতে হইলে ব্যাপ্তিজ্ঞান আবশ্যক। অনুমিতি স্থলে দেখা যায় কোন কিছুর দ্বারা কোন কিছু অনুমিত হয়। যাহার দ্বারা বা যাহার জন্য অনুমিত হয় তাহাকে 'হেতু' বলা হয় এবং যাহা অনুমিত হয় তাহাকে 'সাধ্য' বা অনুমেয় বলা হয়। এই 'হেতু' এবং 'সাধ্যে'র যে সাহচর্য্য অর্থাৎ যেখানে যেখানে হেতু আছে সেই সেই স্থলেই সাধ্যও অবশ্যই থাকিবে এই প্রকারের যে সাহচর্য্যনিয়ম তাহাকেই ব্যাপ্তি বলা হয়। ধূম দেখিয়া (ধূম রূপ হেতু হইতে) বহ্নির অনুমান করা হয়; কেননা যেখানে যেখানে ধূম থাকে সেই সেই স্থলে বহ্নিও অবশ্যই থাকে—যেহেতু বিনা বহ্নিতে ধূম হইতে পারে না;—বহ্নি ও ধূমের এই প্রকার সাহচর্য্য নিয়ম যাহার জানা আছে সেই ব্যক্তিই ধূমদর্শনে বহ্নির অনুমান করিতে পারে। আর কোন বহ্নি বিশেষের সহিত কোন ধূমবিশেষের সাহচর্য্য আছে এইরূপে যদি সাহচর্য্য জ্ঞান হয় তাহা হইলে অন্য স্থলে ধূম দৃষ্টে বহ্নির অনুমান হইতে পারে না। কেন না সেস্থলে ধূমের সহিত বহ্নির সাহচর্য্য আছে কিনা তাহা জানা নাই। এই কারণে সামান্যভাবে সাহচর্য্য জ্ঞান হইলে তবেই তাহা অনুমানের জনক হয়। আর সেই অনুমেয় যে বহ্নি তাহা বহ্নিবিশেষরূপে অনুমিত হয় না, কিন্তু বহ্নিসামান্যরূপে অনুমিত হয়; অর্থাৎ ধূম দর্শনে পর্ব্বতে বহ্নি অনুমিত হয় বটে কিন্তু সেই বহ্নি কিরূপ—তাহার বিশেষাংশটী কি তাহা কেহই ততক্ষণ বুঝিতে পারে না যতক্ষণ না তাহার কাছে গিয়া তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করা হয়। সুতরাং অনুমানে ব্যাপ্তিজ্ঞান ও অনুমেয় পদার্থের জ্ঞান সামান্যাকারেই হইয়া থাকে, বিশেষ আকারে নহে। এই কারণেই বলা হইয়াছে যে বিশেষের সহিত কাহারও ব্যাপ্তি গৃহীত হইতে পারে না।] ৪৮ সুতরাং শ্রুত অর্থাৎ শব্দজন্য এবং অনুমানের বিষয় জ্ঞান সম্বন্ধে কোনও পার্থক্য নাই। অর্থাৎ শাব্দজ্ঞান সামান্যাকার ও পরোক্ষরূপেই হইয়া থাকে এবং অনুমিত্যাত্মক জ্ঞানও সামান্যাকার ও পরোক্ষরূপই হইয়া থাকে; এ বিষয়ে ইহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। বস্তুর বিশেষ জ্ঞান—তাহার স্বরূপ জ্ঞান—অপরোক্ষ জ্ঞান প্রত্যক্ষের দ্বারাই হইয়া থাকে। আর সূক্ষ্ম, ব্যবহিত অথবা বিপ্রকৃষ্ট অর্থাৎ দূরবর্ত্তী যে বস্তু তাহা গ্রহণ করিতে অর্থাৎ তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিতে লৌকিক প্রত্যক্ষ সমর্থ হয় না; কিন্তু ভূত সূক্ষ্মগত অথবা পুরুষগত সেই যে বিশেষত্ব তাহা সমাধিপ্রজ্ঞাবলেই নিঃশেষভাবে গৃহীত হয়। অর্থাৎ লৌকিক প্রত্যক্ষের দ্বারা সূক্ষ্ম, ব্যবহিত অথবা বিপ্রকৃষ্ট বস্তুর অবধারণ করা যায় না; সূক্ষ্ম জড় বস্তুর অথবা অজড় চিৎস্বরূপ পুরুষের স্বরূপ সাক্ষাৎকার করিতে হইলে অলৌকিক সমাধিজনিত প্রজ্ঞা আবশ্যক। সমাধিজনিত প্রজ্ঞা বলেই সূক্ষ্ম, ব্যবহিত অথবা জড়বস্তুর স্বরূপ অথবা অজড় চিৎস্বরূপ পুরুষের তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করা যায়। ৪৯ অতএব

সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টসর্ব্ববিশেষবিষয়ায়ামৃতম্ভরায়ামেব প্রজ্ঞায়াং যোগিনা মহান্ প্রযত্ন আস্থেয় ইত্যর্থঃ।৫০ নম্নু ক্ষিপ্তমূঢ়বিক্ষিপ্তাখ্যব্যুত্থানসংস্কারাণামেকাগ্রতায়ামপি সবিতর্ক-নির্ব্বিতর্কসবিচারজানাং সংস্কারাণাঞ্চ সম্ভাবাৎ তৈশ্চাল্যমানস্য চিত্তস্য কথং নির্ব্বিচার-বৈশারদ্যপূর্ব্বকাধ্যাত্মপ্রসাদলভ্যা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা স্যাদত আহ—। "তজ্জঃ সংস্কারোহন্যসংস্কারপ্রতিবন্ধী।" (পাঃ দঃ ১।৫০) তয়া ঋতম্ভরয়া প্রজ্ঞয়া জনিতো যঃ সংস্কারঃ স তত্ত্ববিষয়য়া প্রজ্ঞয়া জনিতত্বেন বলবত্বাদন্যান্ ব্যুত্থানজান্ সমাধিজাংশ্চ সংস্কারান্ অতত্ত্ববিষয়প্রজ্ঞাজনিতত্বেন দুর্ব্বলান্ প্রতিবধ্নাতি স্বকার্য্যাক্ষমান্ করোতি নাশয়তীতি বা।৫১ তেষাং সংস্কারাণামভিভবাৎ তৎপ্রভবাঃ প্রত্যয়া ন ভবন্তি। ততঃ সমাধিরুপ-তিষ্ঠতে। ততঃ সমাধিজা প্রজ্ঞা। ততঃ প্রজ্ঞাকৃতাঃ সংস্কারা ইতি নবো নবঃ সংস্কারাশয়ো

(আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিতে হইলে) নির্ব্বিচার সমাধির বৈশারদ্য হইতে যাহা সমুৎপন্ন হয়, শ্রুত ও অনুমানের প্রজ্ঞা হইতে যাহা বিলক্ষণ অর্থাৎ স্বতন্ত্রপ্রকার, এবং সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট (দূরবর্ত্তী) সকল প্রকার বিশেষই যাহার বিষয়ীভূত হয় এতাদৃশী যে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা তাহা লাভ করিবার জন্য যোগীর বিপুল প্রযত্ন অবলম্বন করা উচিত, ইহাই অভিপ্রেত অর্থ।৫০ ইহাতে শঙ্কা হইতে পারে, ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত নামক যে সমস্ত ব্যুত্থান সংস্কার আছে সেগুলির একাগ্রতা হইলেও সবিতর্ক, নির্ব্বিতর্ক এবং সবিচার হইতে যে সকল সংস্কার উৎপন্ন হয় সেগুলি যখন বিদ্যমান থাকে তখন তাহাদের দ্বারা চিত্ত চালিত হইতে থাকে, আর তাহা হইলে কিরূপে তাহাতে নির্বিচার সমাধির বৈশারদ্যমূলক অধ্যাত্মপ্রসাদবলে যাহাকে লাভ করা যায় সেই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে? ইহার উত্তরে (ভগবন্ পতঞ্জলি অন্য একটী সূত্র) বলিতেছেন,—"তজ্জনিত সংস্কার অন্য সংস্কারের প্রতিবন্ধী হইয়া থাকে"—। (ব্যাখ্যা)—সেই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা হইতে যে সংস্কার উৎপন্ন হয় তাহা তত্ত্ববিষয়া প্রজ্ঞা হইতে উৎপন্ন; এজন্য তাহা প্রবল। এই কারণে তাহা ব্যুত্থানজ অথবা সমাধিজ অন্য সংস্কারগুলিকে প্রতিবদ্ধ করে অর্থাৎ স্বকার্য্যে অক্ষম করিয়া দেয় অথবা সেগুলিকে নষ্ট করিয়া দেয়; যেহেতু ব্যুত্থানজ সংস্কার অথবা অন্যসমাধিজ (সম্প্রজ্ঞাতসমাধিজ) সংস্কারগুলি তত্ত্ববিষয়ের দ্বারা জনিত নহে বলিয়া * সেগুলি তদপেক্ষা দুর্ব্বলই হইয়া থাকে।৫১ সেই সংস্কারগুলির অভিভব হইলে পর, তদুৎপন্ন প্রত্যয় সকলও আর জন্মিতে পারে না। আর তাহা হইলে সমাধি

* অভিপ্রায় এই যে "ভূতার্থ পক্ষপাতো হি ধিয়াং স্বভাবঃ" অর্থাৎ "যথার্থ বস্তু গ্রহণ করা, বস্তুর যথাযথ স্বরূপ গ্রহণ করাই বুদ্ধির স্বভাব"—এই নিয়মানুসারে বুদ্ধিবৃত্তি যদি একবার তত্ত্বগ্রহণ করিতে পারে তাহা হইলে আর তাহা অস্থিরভাবে ইতস্ততঃ ধাবিত হয় না, প্রতিবন্ধকবশতঃ তত্ত্বগ্রহণ করিতে না পারিয়াই বুদ্ধিবৃত্তি অস্থির হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হয়। আর যদি তত্ত্বগ্রহণ করিতে পারে তাহা হইলে সেই সংস্কারবুদ্ধি তাহাতেই আবদ্ধ থাকিয়া যায়। কারণ বুদ্ধির অস্থিরতার হেতু হইতেছে সংশয় অথবা বিপর্য্যয়; তাহা কিন্তু তাহার আর নাই। আর অতত্ত্ববিষয়ক সংস্কারচক্র অনাদিকাল হইতে আবর্ত্তিত হইতে থাকিলেও সেই তত্ত্বাবগাহিনী বুদ্ধি তাহাকে বাধিত করিয়া, সব নষ্ট করিয়া দেয়। এইরূপে উভয়ের নাশ্যনাশক বা বাধ্যবাধকভাব থাকায় তত্ত্ববুদ্ধি বলবতী এবং অতত্ত্ববুদ্ধি দুর্ব্বলা হইয়া থাকে, যেহেতু অতত্ত্ববুদ্ধি সততই তত্ত্ববুদ্ধি হইতে ভীত হইয়া থাকে। এ কারণে তত্ত্ববিষয়া বুদ্ধিকে প্রবল ও অতত্ত্ববিষয়া বুদ্ধিকে দুর্ব্বলা বলা হইয়াছে।

বর্দ্ধতে। ততশ্চ প্রজ্ঞা ততশ্চ সংস্কারা ইতি। ৫২ নম্বু ভবতু ব্যুত্থানসংস্কারাণামতত্ত্ববিষয়-প্রজ্ঞাজনিতানাং তত্ত্বমাত্রবিষয়সম্প্রজ্ঞাতসমাধিপ্রজ্ঞাপ্রভবৈঃ সংস্কারৈঃ প্রতিবন্ধস্তেষান্তু সংস্কারাণাং প্রতিবন্ধকাভাবাদেকাগ্রভূমাবেব সবীজঃ সমাধিঃ স্যান্ন তু নির্ব্বীজো নিরোধ-ভূমাবিতি তত্রাহ—"তস্যাপি নিরোধে সর্ব্বনিরোধান্নির্বীজঃ সমাধিঃ" (পাঃ দঃ ১।৫১) ;—তস্য সম্প্রজ্ঞাতস্য সমাধেরেকাগ্রভূমিজস্য,—অপিশব্দাৎ ক্ষিপ্তমূঢ়বিক্ষিপ্তানামপি নিরোধে যোগিপ্রযত্নবিশেষেণ বিলয়ে সতি সর্ব্বনিরোধাৎ সমাধেঃ সমাধিজস্য সংস্কারস্যাপি নিরোধান্নির্ব্বীজো নিরালম্বনোঽসম্প্রজ্ঞাতসমাধির্ভবতি।৫৩ স চ সোপায়ঃ প্রাক্ সূত্রিতঃ

উপস্থিত হয়। সমাধি হইতে সমাধিজ প্রজ্ঞা জন্মে; তাহা হইতে প্রজ্ঞাকৃত সংস্কার রাশি উৎপন্ন হইয়া থাকে;—এইভাবে নূতন নূতন সংস্কারের আশয় বাড়িতে থাকে। সেই বর্দ্ধিত সংস্কারাশয় হইতে আবার প্রজ্ঞা বাড়ে এবং তাহা হইতে পুনরায় প্রজ্ঞা জনিত সংস্কার বর্দ্ধিত হইতে থাকে।৫২ আচ্ছা, ব্যুত্থানসংস্কারগুলি অতত্ত্ববিষয়ক প্রজ্ঞা হইতে উৎপন্ন হয়; সুতরাং কেবলমাত্র তত্ত্ববিষয়ক সম্প্রজ্ঞাত সমাধি প্রজ্ঞা হইতে যে সমস্ত সংস্কার উৎপন্ন হয় তাহাদের দ্বারা সেই ব্যুত্থান সংস্কার-গুলির প্রতিবন্ধক হইতে পারে বটে, কিন্তু যে সমস্ত সংস্কার সেই তত্ত্বমাত্রবিষয়ক সম্প্রজ্ঞাত-সমাধিপ্রজ্ঞাসমুৎপন্ন সেই সংস্কারগুলির ত আর কোন প্রতিবন্ধক নাই; সুতরাং তাহা হইলে একাগ্রভূমিতেই সবীজ সমাধি হইবে কিন্তু নিরোধ ভূমিতে আর নির্বীজ সমাধি হইতে পারিবে না। কারণ সেই সবীজসমাধির সংস্কারের নিরোধ হইবার কোনও হেতুই নাই। আর সবীজসমাধি-জনিত সংস্কার নিরুদ্ধ না হইলে নির্ব্বীজসমাধি হইতে পারে না। এইরূপ শঙ্কার উত্তরে (যোগদর্শনকার সূত্র) বলিতেছেন,—"তাহারও নিরোধ হইলে সমস্ত সংস্কারের নিরোধ হওয়ায় নির্ব্বীজ সমাধি হইয়া থাকে।" (সূত্রটীর ব্যাখ্যা;—তাহার অর্থাৎ একাগ্রভূমিতে যাহা উৎপন্ন হয় সেই সম্প্রজ্ঞাত সমাধির;—সূত্রে 'তস্য অপি' এই স্থলে 'অপি' শব্দ প্রযুক্ত হওয়ায়, ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত অবস্থার ও নিরোধ বুঝাইতেছে—অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধির নিরোধ হইলে এবং ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত অবস্থারও নিরোধ হইলে অর্থাৎ যোগীর প্রযত্ন বিশেষের প্রভাবে ঐগুলির বিলয় হইলে, সমস্তের নিরোধ হইয়া যায় বলিয়া অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধিজনিত সংস্কারেরও বিলয় হইয়া যায় বলিয়া নির্বীজ অর্থাৎ নিরালম্বন (আলম্বন বিহীন) অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, পুনঃ পুনঃ বৈরাগ্যাভ্যাসের দ্বারা চিত্তের তখন সর্ব্বপ্রকার বৃত্তি একেবারে নিরুদ্ধ হইয়া যায়, কাজেই সবীজ সমাধিরও সংস্কার নিরুদ্ধ হইয়া যায়; সুতরাং চিত্ত তখন নিরালম্ব হইয়া যায়, কোনও অবলম্বন অথবা অবলম্বনজনিত সংস্কার আর চিত্তে থাকে না, অধিক কি তখন চিত্তের এমন অবস্থা হয় যে তাহা আছে কি নাই তাহা বুঝা যায় না; তৎকালীন যে সমাধি হয় তাহার নাম 'অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি'।৫৩ সেই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিটী (যোগদর্শনে) ইতঃপূর্ব্বে (এই সূত্রটীর পূর্ব্বে) উপায়ের সহিত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি কি, এবং তাহা কি উপায়ে সিদ্ধ হয় তাহা "তস্যাপি নিরোধে" ইত্যাদি সূত্রের কতকগুলি সূত্রের পূর্ব্বে যোগদর্শনে নির্ণীত হইয়াছে। সেই সূত্রটী যথা,—"বিরামের অর্থাৎ সমস্ত চিত্তবৃত্তিনিবৃত্তির প্রত্যয় অর্থাৎ কারণস্বরূপ যে পরবৈরাগ্য তাহার অভ্যাস

"বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ" (পাঃ দঃ ১।১৮) ইতি।৫৪ বিরম্যতেঽনেনেতি বিরামো বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতাদিরূপচিন্তাত্যাগঃ। তস্য প্রত্যয়ঃ কারণং পরং বৈরাগ্যমিতি যাবৎ। বিরামশ্চাসৌ প্রত্যয়শ্চিত্তবৃত্তিবিশেষ ইতি বা। তস্যাভ্যাসঃ পৌনঃপুন্যেন চেতসি নিবেশনং ; তদেব পূর্ব্বং কারণং যস্য স তথা। সংস্কারমাত্রশেষঃ সর্ব্বথানির্বৃত্তিকোঽন্যঃ পূর্ব্বোক্তাৎ সবীজাদ্বিলক্ষণো নির্বীজোঽসম্প্রজ্ঞাতসমাধিরিত্যর্থঃ।৫৫ অসম্প্রজ্ঞাতস্য হি সমাধের্দ্বাবুপায়াবুক্তাবভ্যাসোবৈরাগ্যঞ্চ। তত্র সালম্বনত্বাদভ্যাসস্য ন নিরালম্বনসমাধিহেতুত্বং ঘটত ইতি নিরালম্বনং পরং বৈরাগ্যমেব হেতুত্বেনোচ্যতে। অভ্যাসস্তু সম্প্রজ্ঞাতসমাধিদ্বারা প্রণাড্যোপযুজ্যতে।৫৬ তদুক্তম্, "ত্রয়মন্তরঙ্গং পূর্ব্বেভ্যঃ" (পাঃ দঃ ৩।৭) ;—ধারণাধ্যানসমাধিরূপং সাধনত্রয়ম্, যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহাররূপসাধনপঞ্চকাপেক্ষয়া সবীজস্য সমাধেঃ অন্তরঙ্গং সাধনম্। সাধনকোটৌ চ

হইতে চিত্তের সংস্কারাবশেষস্বরূপ অন্য (অসম্প্রজ্ঞাত) সমাধি হইয়া থাকে।"৫৪ (ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ,—) যাহার দ্বারা বিরত হয় তাহা বিরাম,—এই ব্যুৎপত্তি বলে বিরাম শব্দের অর্থ বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতাদিরূপ চিন্তার পরিত্যাগ। তাদৃশ চিন্তা পরিত্যাগের যাহা প্রত্যয় অর্থাৎ কারণ তাহা বিরামপ্রত্যয় ; সেই কারণটী হইতেছে পরবৈরাগ্য। অথবা বিরামরূপ যে প্রত্যয় অর্থাৎ চিত্ত বৃত্তিবিশেষ তাহার নাম বিরামপ্রত্যয়। তাহার (সেই বিরাম প্রত্যয়ের) যে অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ চিত্তে স্থাপন, তাহাই যাহার পূর্ব্ব অর্থাৎ কারণ তাহা 'বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্ব'। আর তাহা সংস্কারমাত্রশেষ অর্থাৎ সর্ব্বথা নির্বৃত্তিক (বৃত্তিবিহীন) ; এতাদৃশ যে সমাধি তাহা অন্য অর্থাৎ পূর্ব্বকথিত সবীজ সমাধি হইতে স্বতন্ত্র অর্থাৎ তাহাই নির্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। অভিপ্রায় এই যে, পুনঃ পুনঃ পরবৈরাগ্য উত্থাপিত করিতে থাকিলে অথবা চিত্তে বিতর্ক বিচার আনন্দ ও অস্মিতাদিরূপ চিন্তার ত্যাগ দৃঢ়ভাবে স্থাপন করিতে পারিলে চিত্ত নিরালম্ব—আলম্বনবিহীন হইলে সময়ে চিত্তে কোনও বৃত্তির উদ্ভব হইবে না। তখন চিত্ত স্বয়ং দগ্ধবীজের ন্যায় কার্য্যাক্ষম—শক্তিবিহীন হইয়া সূক্ষ্ম সংস্কারস্বরূপ হইয়া যায়। চিত্তের সেই সংস্কারমাত্রাবশিষ্টতারূপ নিরালম্ব অবস্থাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলা হয়।৫৫ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির দুইটী উপায় কথিত হইয়াছে—অভ্যাস ও বৈরাগ্য। তন্মধ্যে অভ্যাসরূপ উপায়টী সালম্বন অর্থাৎ কোন ধ্যেয় বস্তু অবলম্বন করিয়া তদ্বিষয়ে যে প্রশান্তবাহিতারূপ স্থিতি তাহার নাম অভ্যাস বলিয়া উহা সালম্বন। এই কারণে উহা নিরালম্বন সমাধির (সাক্ষাৎ) হেতু হইতে পারেনা (উহা কিন্তু পরম্পরাক্রমেই তাহার হেতু হয়)। সেই জন্য নিরালম্বন যে পরবৈরাগ্য তাহাকেই তাহার (অসম্প্রজ্ঞাতসমাধির) হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইতেছে। আর অভ্যাসটী সম্প্রজ্ঞাত সমাধিকে দ্বার করিয়া প্রণালীক্রমে অর্থাৎ পরম্পরায় অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির উপযোগী হইয়া থাকে।৫৬ তাহাই যোগদর্শনে কথিত হইয়াছে, যথা—"যমনিয়মাদি পূর্ব্বোক্ত নিয়মগুলির অপেক্ষা ধারণাদি তিনটী অন্তরঙ্গ"। (ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ,—) ধারণা, ধ্যান ও সমাধিরূপ যে সাধনত্রয় তাহা যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, ও প্রত্যাহাররূপ সাধনপঞ্চক অপেক্ষা সবীজ সমাধির অন্তরঙ্গ সাধন। এখানে যে 'সমাধি' শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে তাহার অর্থ অভ্যাসই বুঝিতে

সমাধিশব্দেনাভ্যাস এবোচ্যতে, মুখ্যস্য সমাধেঃ সাধ্যত্বাৎ।৫৭ "তদপি বহিরঙ্গং নির্বীজস্য" (পাঃ দঃ ৩।৮) ;—অনির্বীজস্য তু সমাধেস্তদপি ত্রয়ং বহিরঙ্গং পরম্পরয়োপকারি, তস্য তু পরমবৈরাগ্যমেবান্তরঙ্গ মিত্যর্থঃ।৫৮ অয়মপি দ্বিবিধো ভবপ্রত্যয় উপায়প্রত্যয়শ্চ। "ভবপ্রত্যয়ো বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্" (পাঃ দঃ ১।১৯) বিদেহানাং সানন্দানাং প্রকৃতিলয়ানাঞ্চ সাস্মিতানাং দেবানাং প্রাগ্ব্যাখ্যাতানাঞ্চ জন্মবিশেষাদোষধিবিশেষান্মন্ত্রবিশেষাৎ তপোবিশেষাদ্বা যঃ সমাধিঃ স ভবপ্রত্যয়ঃ ;—ভবঃ সংসার আত্মানাত্মবিবেকাভাবরূপঃ প্রত্যয়ঃ কারণং যস্য স তথা। জন্মমাত্রহেতুকো বা

হইবে, কেননা ইহা এখানে সমাধির সাধনকোটিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ; অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধির যতগুলি সাধন বা উপায় আছে তাহা নির্দ্দেশ করিবার প্রসঙ্গে সমাধিকেও যখন একটী সাধনরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে এই সমাধি শব্দটীর অর্থ অভ্যাস ; কারণ মুখ্য সমাধি সাধন হইতে পারে না, যেহেতু তাহা সাধ্য।৫৭ "তাহাও অর্থাৎ ধারণাদি তিনটীও আবার নির্বীজ সমাধির বহিরঙ্গ।"—ধারণা, ধ্যান ও সমাধি অনির্বীজ (সবীজ সম্প্রজ্ঞাত) সমাধির অন্তরঙ্গ হইলেও উহারা নির্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির বহিরঙ্গ সাধন অর্থাৎ পরম্পরাক্রমে উপকারী ; পরবৈরাগ্যই তাহার অন্তরঙ্গ সাধন, ইহাই অভিপ্রেত অর্থ।৫৮ [**তাৎপর্য্য** এই যে, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার—এই পাঁচটী এবং ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই তিনটী সম্প্রজ্ঞাত সমাধির সাধনস্বরূপ, কেন না ইহাদের অনুষ্ঠান হইতে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি সিদ্ধ হয়। তাহাদের মধ্যে আবার যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার এই পাঁচটী শরীরের জড়তাদি নিবৃত্তি করিয়া দেয়, ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা সম্পাদন করে এবং চিত্তের মল দূর করিয়া থাকে ; এইরূপে ইহারা সম্প্রজ্ঞাত সমাধির উপযোগী হয় ; এই জন্য এইগুলি সম্প্রজ্ঞাত সমাধির বহিরঙ্গ সাধন বা পরম্পরা কারণ ; কেন না ইহা হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি উৎপন্ন হয় না কিন্তু ইহারা পরম্পরাক্রমে তাহার উৎপত্তির হেতু হয়। আর ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটীর অভ্যাসের ফলেই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি সিদ্ধ হয়। এই কারণে ইহারা সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অন্তরঙ্গ সাধন বা সাক্ষাৎ কারণ। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি সবীজ ; কেন না তাহাতে ধ্যেয়াকারা বৃত্তি থাকে, এবং চিত্তে তাহার সংস্কারও প্রবল থাকে। কিন্তু অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি নির্ব্বীজ, তাহাতে ধ্যেয়াকারা বৃত্তি, অথবা তৎসংস্কার কিছুই থাকে না ; তাহা চিত্তের নিরালম্ব লয়স্বরূপ অবস্থা ; এই কারণে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটী তাহার অন্তরঙ্গ সাধন বা সাক্ষাৎকারণ হইতে পারে না ; যেহেতু সমানবিষয়ত্বই অন্তরঙ্গত্বের প্রয়োজক হইয়া থাকে। ধারণাদিত্রয়ের অনন্তর নির্বীজ সমাধি উৎপন্ন হয় বলিয়াই যে তাহা তাহার কারণ হইবে এরূপ নহে। আর অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি নির্ব্বিষয় কিন্তু ধারণাদিত্রয় সবিষয় ; এ কারণে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি ও ধারণাদিত্রয় সমানবিষয় হইতেছে না। এই কারণে নির্বীজ সমাধি ধারণাদিত্রয়ের অনন্তর উৎপন্ন হইলেও উভয়ের সমানবিষয়তা না থাকায় তাহা তাহার অন্তরঙ্গ হইতে পারে না।] ৫৮ এই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিও দ্বিবিধ—ভবপ্রত্যয় এবং উপায়প্রত্যয়। "বিদেহ এবং প্রকৃতিলয় পুরুষগণের ভবপ্রত্যয় সমাধি হইয়া থাকে"। (এই সূত্রটীর ব্যাখ্যা যথা,—) পূর্ব্বে যাহাদের স্বরূপ বিবৃত করা

পক্ষিণামাকাশগমনবৎ পুনঃসংস্কারহেতুত্বান্মুমুক্ষুভির্হেয় ইত্যর্থঃ।৫৯ "শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্ব্বক ইতরেষাম্" (পাঃ দঃ ১।২০) জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃসিদ্ধব্যতিরিক্তানামাত্মানাত্মবিবেকদর্শিনান্তু যঃ সমাধিঃ, স শ্রদ্ধাদিপূর্ব্বকঃ। শ্রদ্ধাদয়ঃ পূর্ব্বে উপায়া যস্য স তথা, উপায়প্রত্যয় ইত্যর্থঃ।৬০ তেষু শ্রদ্ধা যোগবিষয়ে চেতসঃ প্রসাদঃ। সা হি জননীব যোগিনং পাতি। ততঃ শ্রদ্দধানস্য বিবেকার্থিনো বীর্য্যমুৎসাহ উপজায়তে। সমুপজাতবীর্য্যস্য পাশ্চাত্ত্যাসু ভূমিষু স্মৃতিরুৎপদ্যতে। তৎস্মরণাচ্চ চিত্তমনাকুলং সৎ সমাধীয়তে। সমাধিরত্রৈকাগ্রতা। সমাহিতচিত্তস্য প্রজ্ঞা ভাব্যগোচরা বিবেকেন জায়তে। তদভ্যাসাৎ পরাচ্চ বৈরাগ্যাদ্ভবত্যসম্প্রজ্ঞাতঃ

হইয়াছে সেই বিদেহ অর্থাৎ সানন্দগণের (যাঁহারা সমাধিবলে আধ্যাত্মিক স্থূল ইন্দ্রিয়াদিকে আলম্বন করিয়া তদ্বিষয়ে ধ্যানজপ্রজ্ঞা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের) এবং প্রকৃতিলয়গণের অর্থাৎ সাস্মিত দেবগণের (যাঁহারা অস্মিতায় সংযম করিয়া তৎসংস্কারতাবশতঃ তদ্‌ভাবাপন্ন হইয়াছেন তাঁহাদের) জন্মবিশেষবলে, ওষধি বিশেষের প্রভাবে, মন্ত্রবিশেষের শক্তিতে অথবা তপোবিশেষের বলে যে সমাধি হয় তাহাকে **ভবপ্রত্যয়** বলা হয়। ভব অর্থাৎ আত্মা ও অনাত্মার বিবেক (পার্থক্য) জ্ঞানের অভাব স্বরূপ যে সংসার তাহা যাহার প্রত্যয় অর্থাৎ কারণ তাহাকে ভবপ্রত্যয় বলা হয়। পক্ষিগণের আকাশগতি যেমন জন্মমাত্রসিদ্ধ সেইরূপ বিদেহ অথবা প্রকৃতিলয়গণের জন্মকালেই অণিমাদি বিবিধপ্রকার সিদ্ধি আবির্ভূত হয়। ইহা অবশ্য তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মের সাধনার ফল। ঐ সমস্ত সিদ্ধি মুমুক্ষুগণের পরিত্যাজ্য, যেহেতু উহারা পুনরায় সংসারের হেতু হয় অর্থাৎ ঐ সমস্তের অবসানে পুনরায় মনুষ্যাদিশরীর লাভ করিয়া দুঃখভোগ করিতে হয়।৫৯ "শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি এবং সমাধি হইতে অন্যযোগিগণের অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইয়া থাকে।" (এই সূত্রটীর ব্যাখ্যা এইরূপ,—) জন্ম, ওধধি, মন্ত্র ও তপস্যার দ্বারা যাঁহারা সিদ্ধ হইয়াছেন, তাদৃশ যোগী ছাড়া অন্য যে সমস্ত যোগী আছেন—যাঁহারা আত্মা ও অনাত্মার বিবেক অর্থাৎ পার্থক্য তত্ত্ববুদ্ধিতে দেখিয়া থাকেন তাঁহাদের যে সমাধি তাহা শ্রদ্ধাদিপূর্ব্বক ;—শ্রদ্ধাদি অর্থাৎ শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি এবং সমাধি হইতেছে পূর্ব্ব অর্থাৎ উপায় বা কারণ যাহার তাহাই শ্রদ্ধাদিপূর্ব্বক। সুতরাং শ্রদ্ধাদিপূর্ব্বক বলিতে 'উপায়প্রত্যয়' বুঝিতে হইবে।৬০ তন্মধ্যে, যোগবিষয়ে চিত্তের যে প্রসাদ বা প্রসন্নতা তাহাই **শ্রদ্ধা**। সেই শ্রদ্ধা জননীর ন্যায় যোগীকে রক্ষা করিয়া থাকে। সেই শ্রদ্ধা হইতে শ্রদ্ধাবান্ বিবেকার্থী ব্যক্তির বীর্য্য অর্থাৎ উৎসাহ জন্মিয়া থাকে। যাঁহার মধ্যে বীর্য্য ও উৎসাহ সম্যক্‌রূপে উৎপন্ন হইয়াছে তাঁহার পাশ্চাত্ত্য ভূমি সকলের বিষয়ে অর্থাৎ যে সমস্ত ভূমি পূর্ব্বে তিনি অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন তদ্বিষয়ে স্মৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর সেই পাশ্চাত্য ভূমিসকলের স্মরণ হইলে চিত্ত অনাকুল হওয়ায় অর্থাৎ ব্যাকুলতাবিহীন হওয়ায় সমাহিত অর্থাৎ একাগ্র হইতে পারে। সমাধি বলিতে এখানে একাগ্রতা বুঝিতে হইবে। যাঁহার চিত্ত সমাহিত অর্থাৎ একাগ্র হইয়াছে তাঁহার ভাব্য বিষয়ে প্রজ্ঞা জন্মিয়া থাকে, যাহা বিবেক অর্থাৎ হেয় এবং উপাদেয়বিষয়ক পার্থক্যজ্ঞান সহকারে উৎপন্ন হয়। আর সেই বিবেকপূর্ব্বক ভাব্য বিষয়ক প্রজ্ঞার অভ্যাস অর্থাৎ আবৃত্তি হইতে এবং পরবৈরাগ্য হইতে মুমুক্ষুগণের অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি

সমাধির্মুমুক্ষূণামিত্যর্থঃ।৬১ প্রতিক্ষণপরিণামিণো হি ভাবা ঋতে চিতিশক্তেরিতি ন্যায়েন তস্যামপি সর্ব্ববৃত্তিনিরোধাবস্থায়াং চিত্তপরিণামপ্রবাহঃ তজ্জন্যসংস্কারপ্রবাহশ্চ ভবত্যেবেত্যভিপ্রেত্য সংস্কারশেষ ইত্যুক্তম্।৬২ তস্য চ সংস্কারস্য প্রয়োজনমুক্তম্, "তস্য প্রশান্ত-বাহিতা সংস্কারাৎ (পাঃ দঃ ৩।১০)" ইতি। প্রশান্তবাহিতা নামাবৃত্তিকস্য চিত্তস্য নিরিন্ধনাগ্নিবৎ প্রতিলোমপরিণামে উপশমঃ। যথা সমিদাজ্যাদ্যাহুতিপ্রক্ষেপে বহ্নিরুত্তরোত্তরবৃদ্ধ্যা প্রজ্বলতি সমিদাদিক্ষয়ে তু প্রথমক্ষণে কিঞ্চিচ্ছাম্যতি, উত্তরোত্তরক্ষণেষু ত্বধিকমধিকং শাম্যতীতি ক্রমেণ শান্তির্বর্দ্ধতে, তথা নিরুদ্ধচিত্তস্য উত্তরোত্তরাধিকঃ প্রশমঃ প্রবহতি। তত্র পূর্ব্বপ্রশমজনিতঃ সংস্কার এবোত্তরপ্রশমস্য কারণম্। তদা চ নিরিন্ধনাগ্নিবচ্চিত্তং

হইয়া থাকে,—ইহাই অভিপ্রেত অর্থ।৬১ "চিতিশক্তি ছাড়া অর্থাৎ পুরুষ ছাড়া সমস্ত ভাবপদার্থই প্রতিক্ষণ-পরিণামী" এই নিয়মানুসারে সেই সর্ব্ববৃত্তিনিরোধ অবস্থায়ও অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিদশায়ও চিত্তের পরিণাম ধারা এবং তজ্জনিত সংস্কারধারাও হইয়া থাকে, এইরূপ অভিপ্রায়ে "বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষঃ অন্যঃ" এই সূত্রে 'সংস্কারশেষ' এই কথা বলা হইয়াছে।৬২ [অভিপ্রায় এই যে, চিত্তের সর্ব্ববৃত্তির নিরোধাবস্থাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলা হয়। তাহা যদি হয় তাহা হইলে আবার 'সংস্কারশেষ' এই কথাটীও আর বলা চলে না; কেন না বৃত্তি হইলে তবেই না তাহার সংস্কার থাকিবে ; বৃত্তি যখন নাই তখন সংস্কার হইবে কিরূপে ? এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে বলিয়া তাহার উত্তরে বলিতেছেন যে, চিত্তের তাবৎ বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলেও চিত্তের পরিণামকে রুদ্ধ করা যায় না, যেহেতু পরিণাম হইতেছে জড়ের স্বভাব ; জড় বস্তুর প্রতিক্ষণেই পরিণাম হইবে, তাহা সদৃশ পরিণামই হউক অথবা বিসদৃশ পরিণামই হউক। আর যাহা যাহার স্বভাব তাহার রোধ করিতে পারা যায় না, কেন না বস্তুর স্বরূপোচ্ছেদ ব্যতীত তাহার স্বভাবের উচ্ছেদ হইতে পারে না। সুতরাং নিরুদ্ধ অবস্থায়ও চিত্তের পরিণামপ্রবাহ চলিতে থাকে, তবে তাহা কার্য্যজননোন্মুখতারূপ বিসদৃশ পরিণাম নহে, কিন্তু তাহা কারণোন্মুখতারূপ সদৃশ পরিণাম। আর সেই পরিণামধারা যখন হইতে থাকে তখন তাহার সংস্কারধারাও অবশ্যই থাকে। তবে এই সর্ব্ববৃত্তিনিরোধরূপ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে এতাদৃশ কেবলমাত্র এই সংস্কারধারাই থাকে, ইহা ছাড়া অন্য কিছু আর থাকে না। এই সংস্কারধারারও অবশ্য প্রয়োজন আছে। এই সংস্কারও যখন রুদ্ধ হইয়া যায় তখনই কৈবল্যলাভ হইয়া থাকে।]৬২ অসম্প্রজ্ঞাতকালীন সেই সংস্কারের প্রয়োজন কি তাহাও সূত্রে কথিত হইয়াছে, যথা—"সংস্কার (প্রাচুর্য্য) নিবন্ধন সেই (ব্যুত্থানজ সংস্কারবিহীন) চিত্তের প্রশান্তবাহিতা হইয়া থাকে"—। নিরিন্ধন অর্থাৎ কাষ্ঠবিহীন বা দাহ্যশূন্য অগ্নি যেমন দাহ্যাভাব নিবন্ধন স্বতঃই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় সেইরূপ অবৃত্তিক অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বৃত্তিশূন্য চিত্তের প্রতিলোম পরিণাম বশতঃ অর্থাৎ কারণলয়োন্মুখতা হেতু যে উপশম অর্থাৎ নিবৃত্তি তাহার নাম **প্রশান্তবাহিতা**। অগ্নিতে সমিৎ, আজ্য (ঘৃত) প্রভৃতি আহুতি প্রক্ষেপ করিলে তাহা যেমন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া প্রজ্বলিত হইতে থাকে, এবং সমিদাদির ক্ষয় হইলে তাহা প্রথম ক্ষণে কিছু কমে, আর পর পর ক্ষণে ক্রমে ক্রমে অধিক কমিতে থাকে, এইরূপে ক্রমে ক্রমে শান্তি অর্থাৎ নির্ব্বাণভাব বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ একেবারে নিবিয়া যায় ; সেইরূপ

ক্রমেণোপশাম্যদ্ব্যুত্থানসমাধিনিরোধসংস্কারৈঃ সহ স্বস্যাং প্রকৃতৌ লীয়তে।৬৩ তদা চ সমাধিপরিপাকপ্রভবেণ বেদান্তবাক্যজেন সম্যগ্দর্শনেনাবিদ্যায়াং নিবৃত্তায়াং তদ্ধেতুকদৃগ্দৃশ্যসংযোগাভাবাৎ বৃত্তৌ পঞ্চবিধায়ামপি নিবৃত্তায়াং স্বরূপপ্রতিষ্ঠঃ পুরুষঃ শুদ্ধঃ কেবলো মুক্ত ইত্যুচ্যতে।৬৪ তদুক্তম্, "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেণাবস্থানম্" (পাঃ দঃ ১।৩) ইতি ;—তদা সর্ব্ববৃত্তিনিরোধে। বৃত্তিদশায়ান্তু নিত্যাপরিণামিচৈতন্যরূপত্বেন তস্য সর্ব্বদাশুদ্ধত্বেঽপ্যনাদিনা দৃশ্যসংযোগেনাবিদ্যকেনান্তঃকরণতাদাত্ম্যাধ্যাসাদন্তঃকরণবৃত্তিসারূপ্যং প্রাপ্নুবন্নভোক্তাপি ভোক্তেব দুঃখানাং ভবতি।৬৫ তদুক্তম্, "বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র"

নিরুদ্ধ চিত্তেরও উত্তরোত্তর অধিক প্রশম প্রবাহিত হয় অর্থাৎ নিবৃত্তি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে আবার পূর্ব্বে যে প্রশম হইয়াছিল সেই প্রশম হইতে যে সংস্কার জন্মে তাহাই পরবর্ত্তী প্রশমের কারণ হয় অর্থাৎ তাহার জন্যই পরবর্ত্তী প্রশম হইয়া থাকে। তৎকালে নিরিন্ধন অর্থাৎ দাহ্যশূন্য অগ্নির ন্যায় চিত্ত ক্রমশঃ উপশান্ত হইতে থাকিয়া ব্যুত্থানসংস্কার ও নিরোধসংস্কারের সহিত স্বীয় প্রকৃতি অর্থাৎ কারণ যে প্রকৃতি তাহাতে লীন হইয়া যায়।৬৩ তৎকালে সমাধির পরিপক্কতা হেতু উৎপন্ন, বেদান্ত বাক্যজনিত সম্যক্ (আত্মতত্ত্ব) দর্শন হয়, কাজেই অবিদ্যা নিবৃত্ত হইয়া যায়। এবং তাহা হইলে সেই অবিদ্যাহেতু অর্থাৎ অবিদ্যাপ্রযুক্ত সংঘটিত যে দৃকদৃশ্যসংযোগ অর্থাৎ চিৎ ও জড়ের অভিন্নতাবোধ তাহাও আর থাকে না। আর সেই অবিদ্যাহেতুক দৃক্দৃশ্যসংযোগ না থাকিলে পূর্ব্বোক্ত পাঁচ প্রকার বৃত্তিই নিবৃত্ত হইয়া যায়। তখন পুরুষ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে; তখন পুরুষকে শুদ্ধ কেবল এবং মুক্ত বলা হয়।৬৪ তাহাই যোগদর্শনে কথিত হইয়াছে, যথা—"তৎকালে দ্রষ্টার (পুরুষের) স্বরূপে অবস্থিতি হইয়া থাকে।" "তদা"=তৎকালে অর্থাৎ সমস্ত বৃত্তির নিরোধ হইলে—। বৃত্তিদশায় কিন্তু, পুরুষ নিত্য অপরিণামী চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া সর্ব্বদা শুদ্ধ হইলেও অবিদ্যাজনিত অনাদি দৃশ্যসংযোগ নিবন্ধন অন্তঃকরণের সহিত তাদাত্ম্যাধ্যাসবশতঃ অন্তঃকরণবৃত্তির সরূপতা প্রাপ্ত হইতে থাকিয়া সেই পুরুষ অভোক্তা হইলেও দুঃখরাশির ভোগকর্ত্তা বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে।৬৫ ইহাও যোগসূত্রে কথিত হইয়াছে, যথা—"ইতরাবস্থায় অর্থাৎ সমাধিভিন্ন অন্য অবস্থায় (পুরুষের) বৃত্তিসারূপ্য অর্থাৎ অন্তঃকরণবৃত্তির সরূপতা হইয়া থাকে।" "ইতরত্র"—ইহার অর্থ বৃত্তির প্রাদুর্ভাব হইলে। [**তাৎপর্য্য**—জড়বস্তু পরিণামী; কিন্তু চেতন বা পুরুষ অপরিণামী বা কূটস্থ নিত্য। তাহার কোন ক্রিয়া নাই, কাহারও সহিত সংযোগও নাই এবং বিয়োগও নাই; তাহা ভোগ্যও নহে এবং বাস্তবিক ভোক্তাও নহে। বুদ্ধি জড় কাজেই পরিণামী; বিষয়ের সহিত সেই বুদ্ধিরই সংযোগ ও বিয়োগ ঘটিয়া থাকে। বিষয়ের সহিত বুদ্ধির সংযোগ হইলে তাহা সেই বিষয়াকারে পরিণত হয় অর্থাৎ গলিত ধাতুদ্রব্য ছাঁচে ঢালিলে তাহা যেমন ছাঁচের আকার প্রাপ্ত হইয়া যায়, বুদ্ধিও সেইরূপ সেই সেই বিষয়ের সংস্পর্শে সেই সেই বিষয়ের আকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আবার চিত্ত পুরুষেরই সন্নিহিত এবং তাহা সত্ত্বগুণময় বলিয়া অতি স্বচ্ছ—; এ কারণে তাহা চিতিশক্তিস্বরূপ পুরুষের সন্নিধানে থাকিয়া অগ্নিদগ্ধ লৌহ যেমন অগ্নি স্বরূপতা প্রাপ্ত হয় সেইরূপ চেতনসরূপ হইয়া যায়। এবং তাহাতে, সুখ দুঃখাদির প্রকাশ হইয়া থাকে। এই প্রকারে সুখদুঃখাদির

(পাঃ দঃ ১।৪) ;—ইতরত্র বৃত্তিপ্রাদুর্ভাবে।৬৬এতদেব বিবৃতম্, "দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সর্ব্বার্থম্" (পাঃ দঃ ৪।২৩) ;—চিত্তমেব দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরক্তং বিষয়িবিষয়নির্ভাসং চেতনাচেতন-

প্রকাশকেই ভোগ বলা হয় এবং এই প্রকারে বুদ্ধিতে পুরুষের স্বরূপাভিব্যক্তি কাজেই ভোগ হয় বলিয়া অবিদ্যা বশতঃ পুরুষকে ভোক্তা বলা হয়।* এইরূপ অর্থকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হয় যে পুরুষ অকর্ত্তা হইলেও কর্ত্তার ন্যায় এবং অভোক্তা হইলেও ভোক্তার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। ইহাকেই পুরুষের কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ভোক্তৃত্বাভিমান বলা হইয়াছে। আর বুদ্ধিবৃত্তি যে চিৎসন্নিধানে এইরূপে লৌহাগ্নির ন্যায় চেতনভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ইহাকেই শাস্ত্রে বুদ্ধি-প্রতিবিম্বিত চৈতন্য বা বুদ্ধি-অভিব্যক্ত চৈতন্য বলা হয়। এস্থলে এতাদৃশ পারিভাষিক প্রতিবিম্বই প্রতিবিম্ব পদের অর্থ, কেন না পুরুষের বাস্তবিক প্রতিবিম্ব হইতে পারে না। সুতরাং বুদ্ধিবৃত্তি যখনই কোন বিষয়াকারতা প্রাপ্ত হইবে তখনই তাহা পুরুষের দ্বারা প্রকাশিত অর্থাৎ জ্ঞানবিষয়ীভূত কৃত হইয়া থাকে অর্থাৎ বুদ্ধি-বৃত্তিতে অভিব্যক্ত চৈতন্যের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে ; এইজন্য শাস্ত্রে পুরুষকে 'বুদ্ধিবোধাত্মা' বলা হইয়াছে। আর যখন বুদ্ধির কোনরূপ পরিণাম হয় না তখন পুরুষও কিছু অনুভব করে না। সুতরাং যখন অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তের কোনরূপ বৃত্তি থাকে না কেবলমাত্র সংস্কারবিশেষ অবশিষ্ট থাকে, অথবা তৎপরবর্ত্তী ভূমিতে যখন সেই সংস্কারেরও লয় হয় তখন আর পুরুষকে কর্ত্তা, ভোক্তাদি বলিয়া মনে হইতে পারে না, কারণ তখন বুদ্ধির কোনরূপ পরিণাম না থাকায় পুরুষের কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি অভিমানের বিষয় থাকে না। কাজেই পুরুষও তখন কিছুরই বোধ বা জ্ঞান করে না। কারণ পুরুষার্থবতী বুদ্ধি অর্থাৎ বিষয়াকারে পরিণত বুদ্ধিই পুরুষের প্রকাশ্য হইয়া থাকে। সুতরাং বুদ্ধির বিষয়াকার পরিণাম নাই বলিয়া তৎকালে পুরুষের যে অসঙ্গ উদাসীন, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ তাহা অনাকুলই থাকে, তাহাতে আর কোনরূপ বিষয়ের অভিমান হইতে পারে না। পুরুষের এই প্রকারে স্বরূপ প্রতিষ্ঠা—স্বরূপস্থিততাকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে যে পুরুষ তৎকালে স্বরূপে অবস্থিতি করে। এ স্থলে ইহাও জ্ঞাতব্য যে নির্ব্বীজ নিরোধাবস্থ সমাধিতেই যে পুরুষ স্বরূপপ্রতিষ্ঠিত থাকে আর অন্য সময়ে তাহা অন্যরূপ প্রাপ্ত হয় এমন নহে ; কেন না তাহা হইলে পুরুষ পরিণামী হইয়া যায়। বৃত্তির অভাব কালে অথবা বৃত্তির সদ্ভাব কালে, সকল সময়েই পুরুষ নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বরূপ হইয়া স্বরূপপ্রতিষ্ঠিত থাকে। তবে বৃত্তিকালে অবিদ্যা বশতঃ বুদ্ধিধর্ম্মগুলি পুরুষে আরোপিত হয়, আর বৃত্তির অভাব কালে তাহা হয় না, ইহাই বিশেষ]।৬৬

* বস্তুগত্যা কিন্তু শুদ্ধ অসঙ্গ উদাসীন চিৎস্বরূপ যে পুরুষ তাহার কর্ত্তৃত্বও নাই ভোক্তৃত্বও নাই। যেমন রাজা স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া শত্রুদিগকেও পরাজিত করে না অথবা স্বয়ংও পরাজিত হয় না—কিন্তু যোদ্ধৃগণই যুদ্ধ করিয়া অরিসমূহকে পরাভূত করে অথবা আপনারা রিপুগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হয় তথাপি তাহাদের এই জয় বা পরাজয়ের ফল রাজা ভোগ করে—রাজাকেই বিজেতা অথবা বিজিত বলা হয়। সেইরূপ পুরুষ কিছু না করিলেও এবং সে ভোগ না করিলেও অবিদ্যাবশতঃ বিষয়াকারে পরিণত বুদ্ধির কর্ত্তৃত্বে অথবা বুদ্ধির ভোক্তৃত্বে নিজেকে কর্ত্তা বা নিজেকে ভোক্তা বলিয়া মনে করে। এইরূপ যে বোধ ইহাও আবিদ্যক অভিমান ছাড়া আর কিছুই নহে। এই আবিদ্যক অভিমান কাটিলে পুরুষ যথাপূর্ব্ব স্বস্থ থাকে। তাহার কর্ত্তৃত্বাদি থাকে না। এই তত্ত্বগুলি সাংখ্য বা যোগ দর্শনের মতানুসারে বুঝিতে হইবে

স্বরূপাপন্নং বিষয়াত্মকমপ্যবিষয়াত্মকমিবাচেতনমপি চেতনমিব স্ফটিকমণিকল্পং সর্ব্বার্থ-মিত্যুচ্যতে। তদনেন চিত্তসারূপ্যেণ ভ্রান্তাঃ কেচিৎ তদেব চেতনমিত্যাহুঃ।৬৭ "তদসঙ্খ্যেয় বাসনাভিশ্চিত্তমপি পরার্থং সংহত্য কারিত্বাৎ" (পাঃ দঃ ৪।২৪); —যস্য ভোগাপবর্গার্থং তৎ সএব পরশ্চেতনোঽসংহতঃ পুরুষো ন তু ঘটাদিবৎ সংহত্যকারি চিত্তং চেতনমিত্যর্থঃ।৬৮ এবঞ্চ "বিশেষদর্শিনঃ আত্মভাবভাবনানিবৃত্তিঃ" (পাঃ দঃ ৪।২৫); —

ইহাই (যোগদর্শনের অন্য একটী সূত্রে) বিবৃত হইয়াছে, যথা—"চিত্ত দ্রষ্টৃ-উপরক্ত এবং দৃশ্যোপরক্ত হওয়ায় (চেতন ও অচেতন) সমস্তই তাহার অর্থ অর্থাৎ বিষয় বা গ্রাহ্য হইয়া থাকে।" (ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ,—) চিত্ত দ্রষ্টৃ-উপরক্ত এবং দৃশ্যোপরক্ত হইলে অর্থাৎ দগ্ধ লৌহপিণ্ড যেমন অগ্নিসরূপতা প্রাপ্ত হয় চিত্তও সেইরূপ চৈতন্যের সন্নিহিত হওয়ায় চেতনাকারতা প্রাপ্ত হয়; ইহাকেই চিদুপরাগ, চিৎপ্রতিবিম্ব, চিতিচ্ছায়াপত্তি ইত্যাদি শব্দে শাস্ত্রে অভিহিত করা হইয়াছে। আবার বিষয়সংস্পর্শে চিত্ত বিষয়াকারেও পরিণত হয় অর্থাৎ গলিত ধাতু ছাঁচে ফেলিয়া শীতল করিয়া বাহির করিলে তাহা যেমন ছাঁচের আকারে পরিণত হয়, বিষয়সংস্পর্শে চিত্তও সেইরূপ সেই সেই বিষয়ের আকারে পরিণত হইয়া থাকে—। এইরূপ হয় বলিয়া একই স্ফটিকের মত চিত্ত বিষয় ও বিষয়ীর ন্যায় নির্ভাসমান অর্থাৎ প্রকাশমান হইয়া তাহা চেতন ও অচেতনের সরূপতা প্রাপ্ত হয়। এই কারণে তাহা (চিত্ত) বিষয়াত্মক অর্থাৎ দৃশ্য পদার্থ হইলেও যেন অবিষয়াত্মক দ্রষ্টার ন্যায়, এবং তাহা অচেতন জড় হইলেও চেতনের ন্যায় হইয়া থাকে। আর সেইজন্য তাহাকে সর্ব্বার্থ বলা হয়। আর চিত্ত এই প্রকারে চেতনের সরূপতা প্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহাতে ভ্রান্ত হইয়া কোন কোন সম্প্রদায় (বৌদ্ধদার্শনিকগণ) তাহাকেই চেতন বলিয়া থাকে।৬৭ "সেই চিত্ত অসংখ্য বাসনা রাশির দ্বারা বিচিত্র অর্থাৎ নানারূপ হইলেও তাহা পরার্থ অর্থাৎ পরেরই ভোগ্য,* যেহেতু তাহা সংহত্যকারী"। [**তাৎপর্য্য**—'সংহত্য' ইহার অর্থ মিলিত হইয়া; সুতরাং 'চিত্ত সংহত্যকারী' ইহার অর্থ চিত্ত দেহেন্দ্রিয়াদি সহকারীর সহিত মিলিত হইয়া ভোগাদি কার্য্য সম্পাদন করে। অভিপ্রায় এই যে যাহারা মিলিত হইয়া একটী প্রয়োজন নির্ব্বাহ করে তাহারা পরার্থ অর্থাৎ তাহাদিগের হইতে ভিন্ন অন্য কোন পরের প্রয়োজনের জন্য সংহত হইয়া থাকে অথবা সংহত্যকারী বলিতে বহুর সমবায়ে উৎপন্ন। চিত্তাদি ত্রিগুণাত্মক বলিয়া ত্রিগুণের সমবায়ে উৎপন্ন; এই জন্য উহারা সংহত্যকারী। যে পর সে কিন্তু আর সংহত অর্থাৎ মিলিত নহে; কেননা তাহাকে সংহত বলিলে অনবস্থা দোষ হয়; সুতরাং সে অসংহত। এইরূপ নিয়ম হইতে ইহাই সিদ্ধ হয় যে দেহেন্দ্রিয়াদি চিত্তপর্য্যন্ত সমস্ত সংহত জড়পদার্থ অসংহত যে পুরুষ তাহার অর্থ (পুরুষার্থ) অর্থাৎ ভোগ বা অপবর্গ সম্পাদন করিবার জন্যই কার্য্যোন্মুখ হইয়া থাকে। সুতরাং সংহত জড় পদার্থই অসংহত স্বতন্ত্র পুরুষের অনুমাপক। কাজেই পুরুষ যে চিত্ত হইতে স্বতন্ত্র তাহা সিদ্ধ হয়। অতএব কোন কোন সম্প্রদায় যে চিত্তকে চেতন বলিয়া থাকে তাহা অতি অযৌক্তিক।] ৬৮ এইরূপ

* সেই চিত্ত যাহার ভোগ ও অপবর্গ অর্থাৎ মোক্ষ সম্পাদন করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইতেছে তাহাই এস্থলে 'পর' এই পদের বাচ্য; সুতরাং পর বলিতে এখানে চেতন ও অসংহত পুরুষকে বুঝায়; কিন্তু সংহত্যকারী ঘটাদি কিংবা চিত্ত সেই পর বা চেতনস্বরূপ নহে।

এবং যোঽন্তঃকরণপুরুষয়োর্বিশেষদর্শী তস্য যান্তঃকরণে প্রাগবিবেকবশাদাত্মভাব-ভাবনাসীৎ সা নিবর্ত্ততে, ভেদদর্শনে সত্যভেদভ্রমানুপপত্তেঃ।৬৯ সত্ত্বপুরুষয়োর্বিশেষদর্শনঞ্চ ভগবদর্পিতনিষ্কামকর্ম্মসাধ্যম্। তল্লিঙ্গঞ্চ যোগভাষ্যে দর্শিতম্—"যথা, প্রাবৃষি তৃণাঙ্কুরস্যোদ্ভেদেন তদ্বীজসত্তানুমীয়তে, তথা মোক্ষমার্গশ্রবণেন সিদ্ধান্ত-রুচিবশাৎ যস্য লোমহর্ষাশ্রুপাতৌ দৃশ্যেতে তত্রাপ্যস্তি বিশেষদর্শনবীজমপবর্গমার্গীয়ং কর্ম্মাভিনির্বর্ত্তিতমিত্যনুমীয়তে। যস্য তু তাদৃশং কর্ম্মবীজং নাস্তি তস্য মোক্ষমার্গশ্রবণে পূর্ব্বপক্ষযুক্তিষু রুচির্ভবত্যরুচিশ্চ সিদ্ধান্তযুক্তিষু তস্য 'কোঽহমাসং কথমহমাসমি'ত্যাদি-রাত্মভাবভাবনা স্বাভাবিকী প্রবর্ত্ততে, সা তু বিশেষদর্শিনো নিবর্ত্তত ইতি।" ৭০

হইলে পর, "যে ব্যক্তি বিশেষদর্শী অর্থাৎ যিনি বুদ্ধি ও পুরুষের বিবেক বা পার্থক্য অনুভব করেন তাঁহার আত্মভাবনা নিবৃত্ত হইয়া যায় অর্থাৎ তাঁহার আর আত্মজিজ্ঞাসা হয় না,—কেন না তাঁহার কাছে তাহা অনাবশ্যক,যেহেতু বিশেষদর্শন হওয়ায় তাঁহার আত্মবোধ জন্মিয়া গিয়াছে।" এইরূপে যিনি অন্তঃকরণ ও পুরুষের বিশেষ দর্শন করেন, অবিবেকবশতঃ পূর্ব্বে তাঁহার অন্তঃকরণে যে আত্ম-ভাবনা (আত্মজ্ঞান) ছিল তাহা নিবৃত্ত হইয়া যায়। কারণ অন্তঃকরণ ও পুরুষের ভেদদর্শন হওয়ায় তাঁহার আর অভিন্নতাভ্রম হইতে পারে না অর্থাৎ অন্তঃকরণ ও পুরুষের অভিন্নতা জ্ঞান থাকার জন্যই, আত্মস্বরূপবোধ না থাকার জন্যই 'আমি কে, আমার স্বরূপ কি' ইত্যাদি প্রশ্ন উত্থিত হয়। কিন্তু অন্তঃকরণ ও পুরুষের পার্থক্য জ্ঞান হইলে আর আত্মবিষয়ক অজ্ঞান থাকে না ; কাজেই আত্মবিষয়ক অজ্ঞান না থাকায় আর আত্মতত্ত্ব জানিবার ইচ্ছাও থাকে না। কারণ ইষ্যমাণ বস্তু প্রাপ্ত হইলে তদ্বিষয়ক ইচ্ছার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। আর এখানে আত্মতত্ত্বজ্ঞানই ইষ্যমাণ হইতেছে। তাহা উক্তপ্রকার যোগীর সিদ্ধই হইয়া গিয়াছে। অতএব তাঁহার আত্মভাবনা থাকে না।৬৯ বুদ্ধিসত্ত্ব ও পুরুষের যে বিশেষ-দর্শন অর্থাৎ পার্থক্যবোধ তাহা ঈশ্বরে অর্পিত নিষ্কাম কর্ম্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে নিষ্কামভাবে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে আত্মবোধ জন্মিয়া থাকে। যোগদর্শনের ভাষ্যে ইহার এইরূপ লিঙ্গ অর্থাৎ লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা—"যেমন বর্ষাকালে তৃণাঙ্কুরের উদ্ভেদ (উৎপত্তি) দেখিয়া তাহার বীজ যে ভূমি মধ্যে পূর্ব্বে ছিল ইহা অনুমিত হয় সেইরূপ মোক্ষমার্গের কথা শুনিয়া সিদ্ধান্ত পক্ষে রুচি (প্রিয়তা) নিবন্ধন যাঁহার লোমহর্ষ ও অশ্রুপাত দৃষ্ট হয় তাঁহার মধ্যে যে সত্ত্ব ও পুরুষের বিশেষদর্শনের বীজ যাহা অপবর্গের অর্থাৎ মোক্ষের উপযোগী এবং যাহা কর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠানের দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়াছে তাহা অবশ্যই আছে, ইহা অনুমিত হয়। পক্ষান্তরে যাহার তাদৃশ কর্ম্মবীজ নাই তাহার মোক্ষমার্গশ্রবণকালে অর্থাৎ মোক্ষবিষয়ক আলোচনা শুনিবার সময়ে পূর্ব্বপক্ষসকলে অর্থাৎ মোক্ষের বিরোধী যুক্তিসকলে রুচি জন্মে অর্থাৎ সেই যুক্তিগুলি তাহার মনোগত হয় এবং সিদ্ধান্ত যুক্তিতে অরুচি জন্মিয়া থাকে। সেই (পুণ্যকর্ম্মা সিদ্ধান্তপক্ষপ্রিয়) ব্যক্তির—'আমি কে ছিলাম, এবং কিরূপ ছিলাম' ইত্যাদিরূপ-স্বভাবসিদ্ধ আত্মভাবনা প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ প্রকাশিত হইয়া থাকে। আর যাঁহার বিশেষ দর্শন হইয়াছে অর্থাৎ সত্ত্ব ও পুরুষের পার্থক্য জ্ঞান যাঁহার জন্মিয়াছে তাঁহার কাছে সেই আত্মভাবনা নিবৃত্ত হইয়া যায়।৭০ এইরূপ হইলে পর কি ফল হয় ? তাহার উত্তরে (আর

এবং সতি কিং স্যাদিতি তদাহ—। "তদা বিবেকনিম্নং কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারং চিত্তম্" (পাঃ দঃ ৪।২৬) ;—নিম্নং জলপ্রবহণযোগ্যনীচদেশঃ প্রাগ্‌ভারঃ তদযোগ্য উচ্চপ্রদেশঃ, চিত্তঞ্চ সর্ব্বদা প্রবর্ত্তমান বৃত্তিপ্রবাহেণ, প্রবহজ্জলতুল্যং ; তৎপ্রাগাত্মানাত্মবিবেক-রূপবিমার্গবাহিবিষয়ভোগপর্য্যন্তমস্যাসীৎ ; অধুনাত্মানাত্মবিবেকমার্গবাহিকৈবল্যপর্য্যন্তং সম্পদ্যত ইতি।৭১ অস্মিংশ্চ বিবেকবাহিনি চিত্তে যে অন্তরায়াস্তে সহেতুকা নিবর্ত্তনীয়া ইত্যাহ সূত্রাভ্যাং, "তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ", "হানমেষাং ক্লেশবদুক্তম্।" (পাঃ দঃ ৪।২৭, ২৮),—। তস্মিন্ বিবেকবাহিনি চিত্তে ছিদ্রেষ্বন্তরালেষু প্রত্যয়ান্তরাণি ব্যুত্থানরূপাণ্যহং মমেত্যেবংরূপাণি ব্যুত্থানানুভবজেভ্যঃ সংস্কারেভ্যঃ ক্ষীয়মাণেভ্যোঽপি প্রাদুর্ভবন্তি। এষাঞ্চ সংস্কারাণাং ক্লেশানামিব হানমুক্তম্, যথা

একটী সূত্র) বলিতেছেন,—"তৎকালে চিত্ত বিবেকনিম্ন অর্থাৎ বিবেক তাহার অবলম্বন এবং কৈবল্য-প্রাগ্‌ভার অর্থাৎ কৈবল্যফলক হইয়া থাকে।" (ইহার ব্যাখ্যা যথা,—) 'নিম্ন' বলিতে যেখান দিয়া জল প্রবাহিত হইতে পারে এতাদৃশ নীচ ভূমি ; আর 'প্রাগ্‌ভার' ইহার অর্থ সেইরূপ জলপ্রবহণের অযোগ্য উচ্চ স্থান। চিত্ত কিন্তু সর্ব্বদা প্রবর্ত্তমান যে বৃত্তিপ্রবাহ তাহাকে লইয়া বহিয়া চলিয়াছে ; এই জন্য তাহা জলস্রোতের সদৃশ। প্রথমে সেই চিত্ত আত্মা ও অনাত্মার অবিবেকরূপ বিমার্গ (উৎপথ)-বাহী ও বিষয়ভোগপর্য্যন্ত ছিল অর্থাৎ প্রথমে চিত্ত আত্মা ও অনাত্মার অবিবেকরূপ বিপথে বহিতে থাকিত এবং তাহা বিষয়ভোগে গিয়া শেষ হইয়া যাইত অর্থাৎ তাহার ফলে বিষয়ভোগ হইত। এক্ষণে কিন্তু তাহা আত্মা ও অনাত্মার বিবেকরূপ সৎমার্গ দিয়া বহিয়া যাইতেছে এবং তাহা কৈবল্যপর্য্যন্ত হইতেছে—কৈবল্যে গিয়া শেষ হইতেছে অর্থাৎ ঐরূপে আত্মা ও অনাত্মার বিবেকরূপ সৎপথ দিয়া প্রবাহিত হওয়ায় তাহা কৈবল্যে পর্য্যবসিত হইবে ;—তাহার শেষে কৈবল্য সম্পন্ন হইবে।৭১ এই বিবেকরূপ সৎপথবাহী যে চিত্তস্রোত তাহাতে যে সমস্ত অন্তরায় আছে সেই গুলিকে তাহাদের হেতুর সহিত (কারণের সহিত অর্থাৎ সমূলে) উচ্ছিন্ন করিতে হইবে। তাহাই (ভগবান্ পতঞ্জলি) দুইটী সূত্রে বলিতেছেন,—"সেই (বিবেকরূপ সৎপথবাহী) চিত্তের ছিদ্র সকলে অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে যে সমস্ত অবকাশ (ফাঁক) থাকে তাহাতে ব্যুত্থান সংস্কার সম্ভূত অন্যজাতীয় প্রত্যয় সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে।" "ক্লেশের হান অর্থাৎ পরিত্যাগ করিবার যেমন নিয়ম সেই নিয়মে ইহাদেরও হান অর্থাৎ পরিত্যাগ কর্ত্তব্য বলিয়া কথিত হইয়াছে।" (ইহাদের ব্যাখ্যা এইরূপ)—সেই বিবেকবাহী চিত্তে যে সমস্ত ছিদ্র অর্থাৎ অন্তরাল (অবকাশ, ফাঁক) থাকে তাহাতে প্রত্যয়ান্তর সকল অর্থাৎ 'আমি'—'আমার' ইত্যাদিরূপ ব্যুত্থানকালীন সংস্কার সকল অর্থাৎ ব্যুত্থানানুভব জন্য সংস্কার সকল ক্ষীণ হইতে থাকিলেও তাহা হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। ক্লেশের অর্থাৎ অবিদ্যা অস্মিতাদির হানের ন্যায় ইহাদেরও হান কর্ত্তব্য বলিয়া কথিত হইয়াছে—।—যেমন অবিদ্যাদি ক্লেশসকল জ্ঞানরূপ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া দগ্ধ বীজের ন্যায় কার্য্যজননে অসমর্থ হইয়া যায়, চিত্তরূপভূমিতে তাহারা আর অঙ্কুর জন্মাইতে পারে না অর্থাৎ কোনও কার্য্য জন্মাইতে পারে না সেইরূপ সংস্কারগুলিও

ক্লেশা অবিদ্যাদয়ো জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধবীজভাবা ন পুনশ্চিত্তভূমৌ প্ররোহং প্রাপ্নুবন্তি তথা জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধবীজভাবাঃ সংস্কারাঃ প্রত্যয়ান্তরাণি ন প্ররোহমর্হন্তি, জ্ঞানাগ্নিসংস্কারাস্তু যাবচ্চিত্তমনুশেরতে ইতি।৭২ এবঞ্চ প্রত্যয়ান্তরানুদযেন বিবেকবাহিনি চিত্তে স্থিরীভূতে সতি "প্রসঙ্খ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতের্ধর্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ" (পাঃ দঃ ৪।২৯)—। প্রসঙ্খ্যানং সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিঃ শুদ্ধাত্মজ্ঞানমিতি যাবৎ।৭৩ তত্র বুদ্ধেঃ সাত্ত্বিকে পরিণামে কৃতসংযমস্য সর্ব্বেষাং গুণপরিণামানাং স্বামিবদাক্রমণং সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্বম্, তেষামেব চ শান্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্ম্মিত্বেন স্থিতানাং যথাবদ্বিবেকজ্ঞানং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বঞ্চ বিশোকা নাম সিদ্ধিঃ ফলম্, তদ্বৈরাগ্যাচ্চ কৈবল্যমুক্তম্ "সত্ত্বপুরুষান্য-তাখ্যাতিমাত্রস্য সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বঞ্চ, তদ্বৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যমিতি" (পাঃ দঃ ঃ৪৯,৫৫) সূত্রাভ্যাং।৭৪ তদেতদুচ্যতে.—তস্মিন্ প্রসঙ্খ্যানে

জ্ঞানাগ্নির দ্বারা দগ্ধশক্তি বীজের ন্যায় হইয়া গিয়া আর অন্য প্রত্যয় অর্থাৎ বিবেকধারার বিজাতীয় প্রত্যয় প্রসব করিতে পারে না। তবে জ্ঞানরূপ অগ্নির যে সমস্ত সংস্কার হয় সেগুলি যতক্ষণ চিত্ত বর্ত্তমান থাকে ততক্ষণ বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ চিত্তনাশের সঙ্গেই সেগুলির নাশ হয় তৎপূর্ব্বে নহে।৭২ এইরূপে অন্য কোনও প্রত্যয় আর উদিত (প্রকাশিত) না হইলে চিত্ত যখন কেবল বিবেকবাহী হয়—চিত্তে কেবল বিবেকপ্রবাহই বহিতে থাকে, সেই অবস্থায় চিত্ত স্থির হইয়া যায়। (তখন কি অবস্থা হয় তাহাই বলিতেছেন,—) "প্রসংখ্যান হইলেও অর্থাৎ তত্ত্বভাবনাপূর্ব্বক সত্ত্ব ও পুরুষের বিবেকবিজ্ঞানহেতু সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃতা প্রভৃতি অবান্তর ফল প্রকাশিত হইলেও যিনি তাহাতে অকুসীদ অর্থাৎ অগৃধ্নু হন অর্থাৎ আসক্তি বিহীন হন তাঁহার ধর্ম্মমেঘ নামক সমাধি হইয়া থাকে।" (ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ—) প্রসংখ্যান অর্থ বুদ্ধিসত্ত্ব ও পুরুষের যে অন্যতা অর্থাৎ ভিন্নতা তাহার খ্যাতি অর্থাৎ বোধ। সুতরাং প্রসংখ্যানের ফলিতার্থ হইতেছে বিবেকজ্ঞান বা শুদ্ধ আত্মজ্ঞান।৭৩ সেই অবস্থায় বুদ্ধির যে সাত্ত্বিক পরিণাম হয় তাহার উপর সংযম অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি করিলে সর্ব্বপ্রকার গুণের পরিণামের উপর স্বামীর ন্যায় আক্রমণ অর্থাৎ পরিচালনের সামর্থ্য জন্মে; ইহাই সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্ব। (অভিপ্রায় এই যে উক্ত অবস্থায় উপস্থিত হইয়া যোগী ব্যক্তি বুদ্ধির সত্ত্বগুণের উপর সংযম প্রয়োগ করিলে তিনি সর্ব্বাধিষ্ঠাতা হইতে পারেন—সমস্তই তাঁহার বশে আসিতে পারে।) আর শান্ত, উদিত ও অব্যপদেশ্যের ধর্ম্মিরূপে অবস্থিত সেই গুণপরিণামগুলির যে বিবেকজ্ঞান তাহাই সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব; তাহাই সত্ত্বপুরুষান্য-তাখ্যাতির ফল স্বরূপ **বিশোকা** নামক সিদ্ধি। ইহাতেও যদি বৈরাগ্য জন্মে তবেই কৈবল্য হইয়া থাকে। ইহাও দুইটী সূত্রে কথিত হইয়াছে, যথা—"বুদ্ধিসত্ত্ব ও পুরুষের অন্যতার অর্থাৎ ভিন্নতার খ্যাতি অর্থাৎ জ্ঞান জন্মিলে যে যোগী তন্মাত্র অর্থাৎ তদাবৃত্তিপর হয়েন অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ তাহারই আবৃত্তি করিতে থাকেন তাঁহার সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব অর্থাৎ প্রকৃতি এবং প্রকৃতির সমস্ত পরিণামের উপর অধিষ্ঠাতৃত্ব অর্থাৎ নিয়ন্তৃতা এবং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব অর্থাৎ ভূত, ভবৎ ও ভবিষ্যৎ সমস্তেরই জ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ হয়; ফলিতার্থ এই যে এতাদৃশ যোগী সর্ব্বনিয়ন্তা এবং সর্ব্বজ্ঞ হইয়া থাকেন।" "তাহাতেও বৈরাগ্য হইলে অর্থাৎ বিশোকানামক ঐ যে সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্ব এবং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বরূপ সিদ্ধি উহাতেও যদি আসক্তি

সত্যপ্যকুসীদস্য ফলমলিপ্সোঃ প্রত্যয়ান্তরাণামনুদয়ে সর্ব্বপ্রকারৈঃ বিবেকখ্যাতেঃ পরিপোষাদ্ধর্ম্মমেঘঃ সমাধির্ভবতি।৭৫ "ইজ্যাচারদমাহিংসাদানস্বাধ্যায়কর্ম্মণাম্। অয়ন্তু পরমো ধর্ম্মো যদ্‌যোগেনাত্মদর্শনম্॥" ইতি স্মৃতেঃ।৭৬ ধর্ম্মং প্রত্যগ্‌ব্রহ্মৈক্যসাক্ষাৎকারং মেহতি সিঞ্চতীতি ধর্ম্মমেঘঃ তত্ত্বসাক্ষাৎকারহেতুরিত্যর্থঃ।৭৭ "ততঃ ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তিঃ" (পাঃ দঃ ৪।৩০)—। ততো ধর্ম্মমেঘাৎ সমাধের্ধর্ম্মাদ্বা ক্লেশানাং পঞ্চবিধানাং অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশানাং কর্ম্মণাঞ্চ রক্তকৃষ্ণশুক্লভেদেন ত্রিবিধানাং অবিদ্যামূলানামবিদ্যাক্ষয়ে

না জন্মে তাহা হইলে অথবা উক্ত সিদ্ধির হেতুস্বরূপ যে বিবেকখ্যাতি তাহাতেও বৈরাগ্য জন্মিলে অবিদ্যাদি ক্লেশরূপ যে দোষ সকল আছে তাহাদের যে বীজ অর্থাৎ ভ্রান্তিসংস্কার তাহার ক্ষয় হইয়া থাকে, এবং তাহা হইলে কৈবল্য সিদ্ধ হয়।"৭৪ ইহাই (পূর্ব্বোক্ত যোগসূত্রে) এইরূপে কথিত হইয়াছে যে, সেই প্রসংখ্যানেও যিনি অকুসীদ (অগৃধ্নু) অর্থাৎ ফললিপ্সু নহেন তাঁহার বিবেকখ্যাতি-প্রবাহমধ্যে অন্য প্রত্যয়ের উদয় না হওয়ায় সকল রকমে তাঁহার বিবেকখ্যাতি পরিপুষ্ট হয়; কাজেই তাঁহার ধর্ম্মমেঘ নামক সমাধি হইয়া থাকে।৭৫ এ সম্বন্ধে "ইজ্যা (যাগ), আচার, দম, অহিংসা, দান ও স্বাধ্যায়কর্ম্ম অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন– এইগুলি ধর্ম্ম বটে, কিন্তু যোগের দ্বারা যে আত্মদর্শন তাহাই পরম ধর্ম্ম" এই যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিবচন ও রহিয়াছে।৭৬ যাহা ধর্ম্ম অর্থাৎ প্রত্যগাত্মা (জীবাত্মা) এবং ব্রহ্মের একতাসাক্ষাৎকাররূপ ধর্ম্ম ('মেহতি' =) বর্ষণ করে তাহার নাম 'ধর্ম্মমেঘ'—এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে ধর্ম্মমেঘ বলিতে তত্ত্বসাক্ষাৎকারের হেতু। অভিপ্রায় এই যে 'ধর্ম্মমেঘ' এই স্থলে যে 'ধর্ম্ম' শব্দটী আছে উহা একটী বিশেষ অর্থেই পরিভাষিত হইয়াছে। সেই বিশেষ অর্থটী কি তাহারই সমর্থনের জন্য যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির (সংহিতার) "ইজ্যাচার" ইত্যাদি বচন উদ্ধৃত করিয়া আচার্য্য বলিতেছেন যে, যোগের দ্বারা যে আত্মসাক্ষাৎকার তাহাই ইজ্যা, আচার, দম, অহিংসা, দানও স্বাধ্যায় বা বেদাধ্যয়ন এই সমস্ত ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ঐ যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম তাহা যাহা মেহন করে অর্থাৎ বর্ষণ করে তাহাই ধর্ম্মমেঘ, এইরূপ ব্যুৎপত্তি হইতে জানা যায় যে যাহা হইতে আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার হয়, যাহা আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারের হেতু তাহাকেই ধর্ম্মমেঘ সমাধি বলা হয়।৭৭ "তাহা হইতে ক্লেশ ও কর্ম্মের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।"—'তাহা হইতে' অর্থাৎ ধর্ম্মমেঘ সমাধি হইতে অথবা আত্মদর্শনস্বরূপ ধর্ম্ম হইতে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচ প্রকাশ ক্লেশের এবং শুদ্ধ কৃষ্ণ, শুদ্ধ শুক্ল ও শুক্লকৃষ্ণমিশ্রিত ভেদে যে ত্রিবিধ অবিদ্যামূলক কর্ম্ম আছে * সেই কর্ম্মগুলির আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ কৈবল্য হইয়া থাকে;

* যোগদর্শনের "কর্ম্মাশুক্লাকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেষাম্" (৪।৭) এই সূত্র হইতে জানা যায় যে, যাঁহারা নিষ্ঠাপূর্ব্বক শাস্ত্রাধ্যয়ন ও তপশ্চর্য্যা করেন তাঁহাদের কর্ম্ম বাক্য ও মনের দ্বারা সাধিত হয়; তাদৃশ কর্ম্মকে শুক্লকর্ম্ম বলা হয়; ইহা কেবল সুখেরই কারণ হয়। দুরাত্মা ব্যক্তিদের কর্ম্মকলাপ পাপময়; তাহা কৃষ্ণকর্ম্ম; তাহা কেবল দুঃখেরই জনক হইয়া থাকে। আর যাহারা বহিঃসাধনসাধ্য কামনামূলক যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিতে থাকে তাহাদের সেই যে কামনাপ্রধান কর্ম্ম তাহা শুক্লকৃষ্ণ (মিশ্রকর্ম্ম)। কিন্তু যোগিগণের বা জ্ঞানিগণের যে কর্ম্ম তাহা কৃষ্ণ নহে, শুক্ল নহে কিংবা শুক্লকৃষ্ণমিশ্রিতও নহে; কিন্তু তাহা ঈশ্বরার্পিত নিষ্কাম কর্ম্ম বলিয়া অশুক্লাকৃষ্ণ।

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥ ১৬ ॥

হে অর্জ্জুন! অত্যশ্নতঃ ন চ একান্তম্ অনশ্নতঃ ন চ অতিস্বপ্নশীলস্য ন চৈব জাগ্রতঃ যোগঃ অস্তি অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, যিনি অতিভোজনপরায়ণ বা একান্ত অনাহারী, যিনি অতি নিদ্রালু অথবা অতি জাগরণশীল তাঁহার সমাধি হয় না ॥১৬

বীজক্ষয়াদাত্যন্তিকী নিবৃত্তিঃ কৈবল্যং ভবতি। কারণনিবৃত্ত্যা কার্য্যনিবৃত্তেরাত্যন্তিক্যা উচিতত্বাদিত্যর্থঃ।৭৮ এবং স্থিতে যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানমিত্যনেন সম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিরেকাগ্রভূমাবুক্তঃ। নিয়তমানস ইত্যনেন তৎফলভূতোঽসম্প্রজ্ঞাতসমাধির্নিরোধভূমাবুক্তঃ। শান্তিমিতি নিরোধসমাধিজসংস্কারফলভূতা প্রশান্তবাহিতা, নির্ব্বাণপরমামিতি ধর্ম্মমেঘস্য সমাধেস্তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা কৈবল্যহেতুত্বম্, মৎসংস্থামিত্যনেনৌপনিষদাভিমতং কৈবল্যং দর্শিতম্। যস্মাদেবং মহাফলো যোগস্তস্মাৎ তং মহতা প্রযত্নেন সম্পাদয়েদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৭৯—১৫ ॥

এবং যোগাভ্যাসনিষ্ঠস্যাহারাদিনিয়মমাহ দ্বাভ্যাং নাত্যশ্নত ইতি। যদ্ভুক্তং সৎ জীর্য্যতি শরীরস্য চ কার্য্যক্ষমতাং সম্পাদয়তি তদাত্মসম্মিতমন্নং, তদতিক্রম্য

কারণ তাঁহার অবিদ্যার ক্ষয় হইয়া গিয়াছে বলিয়া কর্ম্মের বীজও নষ্ট হইয়া গিয়াছে, (অবিদ্যাই কর্ম্মের বীজ)। যে হেতু কারণের নিবৃত্তি অর্থাৎ নাশ হইলে কার্য্যেরও আত্যন্তিকভাবে নিবৃত্তি হওয়াই উচিত।৭৮ তত্ত্ব (এইরূপ) হইলে পর—"যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানম্" এই সন্দর্ভটীতে একাগ্রভূমিতে যে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয় তাহার বিষয় কথিত হইয়াছে। আর "নিয়তমানসঃ" এই অংশটীতে নিরোধভূমিতে সেই সম্প্রজ্ঞাতসমাধির ফলস্বরূপ যে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয় তাহার বিষয় বলা হইয়াছে। "শান্তিম্" এই অংশটীতে নিরোধসমাধি হইতে যে সংস্কার উৎপন্ন হয় তাহার ফলস্বরূপ যে প্রশান্তবাহিতা হইয়া থাকে, তাহার কথা কথিত হইয়াছে। "নির্ব্বাণপরমাম্" এই অংশটীর দ্বারা, ধর্ম্মমেঘ নামক সমাধি তত্ত্বজ্ঞানকে দ্বার করিয়া অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান জন্মাইয়া যে কৈবল্যের হেতু হয় তাহার বিষয় বলা হইল। "মৎসংস্থাম্" এই অংশটীতে উপনিষদভিমত কৈবল্য অর্থাৎ বেদান্তে যে অদ্বৈতাত্মস্বরূপতা-পর্য্যবসানরূপ মুক্তি প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহা দেখান হইল অর্থাৎ অদ্বৈতাত্মস্বরূপে পর্য্যবসিত হওয়াই যে কৈবল্য বা মুক্তি তাহা "মৎসংস্থাম্" এই অংশটীতে কথিত হইল। যে হেতু যোগের ফল এইরূপ মহৎ সেই কারণে তুমি মহাযত্নে সেই যোগ সম্পাদন কর, ইহাই শ্লোকটীর অভিপ্রেত অর্থ।৭৯—১৫॥

ভাবপ্রকাশ—সংযতচিত্ত বা নিয়তমানস হইবার ফলে যুক্তযোগী শ্রীভগবানের ধ্যান করিতে করিতে ভগবচ্চিত্ত হওয়ার অন্তে শ্রীভগবানাশ্রিত যে মুক্তি বা শান্তি তাহাই লাভ করেন। বিশুদ্ধচিত্ত হইবার পরে কেহ ভক্তিমার্গ কেহ জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করেন। এই শ্লোকে ভক্তিমার্গাবলম্বীর গতির কথা বলা হইল; "মচ্চিত্ত মৎপর" হইলে "মৎসংস্থা শান্তির" লাভ হয়।১৫।

লোভেনাধিকমশ্নতো ন যোগোঽস্তি অজীর্ণদোষেণ ব্যাধিপীড়িতত্বাৎ।১ ন চৈকান্তমনশ্নতো যোগোঽস্তি, অনাহারাদত্যল্পাহারাদ্বা রসপোষণাভাবেন শরীরস্য কার্য্যাক্ষমত্বাৎ। "যদু হ বা আত্মসম্মিতমন্নং তদবতি তন্ন হিনস্তি যদ্ভূয়ো হিনস্তি তদ্‌যৎ কনীয়ো ন তদবতি" ইতি শতপথশ্রুতেঃ। তস্মাদ্‌যোগী নাত্মসম্মিতাদন্নাদধিকং ন্যূনং বাশ্নীয়াদিত্যর্থঃ।২ অথবা "পূরয়েদশনেনার্দ্ধং তৃতীয়মুদকেন তু। বায়োঃ সঞ্চরণার্থন্তু চতুর্থমবশেষয়েৎ॥" ইত্যাদিযোগশাস্ত্রোক্তপরিমাণাদধিকং ন্যূনং বাশ্নতো যোগো ন সম্পদ্যত ইত্যর্থঃ।৩ তথাতিনিদ্রাশীলস্য অতিজাগ্রতশ্চ যোগো নৈবাস্তি, হে অর্জ্জুন সাবধানো ভবেত্যভিপ্রায়ঃ।৪ একশ্চকার উক্তাহারাতিক্রমসমুচ্চয়ার্থঃ, অপরোঽত্রানুক্ত-দোষসমুচ্চয়ার্থঃ।৫ যথা মার্কণ্ডেয়পুরাণে, "নাধ্মাতঃ ক্ষুধিতঃ শ্রান্তো ন চ ব্যাকুলচেতনঃ।

অনুবাদ—এইরূপে যিনি যোগাভ্যাসে নিরত থাকেন তাঁহার আহার সম্বন্ধে কি নিয়ম অবলম্বন করা উচিত তাহাই "নাত্যশ্নতঃ" ইত্যাদি দুইটী শ্লোকে বলিতেছেন। যাহা (যে পরিমাণ অন্ন ভোজন করিলে (অনায়াসে) জীর্ণ (হজম) হয় এবং যাহা শরীরের কার্য্যক্ষমতা সম্পাদন করে তাদৃশ অন্ন ভোজন আত্মসম্মিত। যে ব্যক্তি তাহা অতিক্রম করিয়া লোভবশতঃ অধিক খায় তাহার যোগ হইতে পারে না, কারণ সে অজীর্ণ দোষে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে।১ আবার যে ব্যক্তি একেবারে খায় না (অথবা খুব কম খায়) তাহারও যোগ হয় না। কারণ, অনাহারে অথবা অতি অল্প আহারে দেহে রস পোষণ না হওয়ায় শরীর কার্য্য করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে। এসম্বন্ধে শতপথ ব্রাহ্মণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যথা—"যে অন্ন আত্মসম্মিত তাহাই শরীরের রক্ষা করে, তাহা কোনরূপ অনিষ্ট সম্পাদন করে না, যাহা ভূয়ঃ অর্থাৎ অধিক তাহা অনিষ্ট জন্মায়, এবং যাহা কনীয়ঃ অর্থাৎ অতি অল্প তাহাও শরীরপোষণের যোগ্য হয় না।" অতএব যোগী ব্যক্তির আত্মসম্মিত অন্নের অধিক অথবা অল্প অন্ন ভোজন করা উচিত নহে, ইহাই অভিপ্রেত অর্থ।২ অথবা "নাত্যশ্নস্ত" ইত্যাদির অর্থ এইরূপ,—"উদরের অর্দ্ধেক অংশ অন্নের দ্বারা পূরণ করিবে, তৃতীয় অংশ জল দিয়া পূর্ণ করিবে, আর বায়ুর সম্যক্ চলাচলের নিমিত্ত চতুর্থ অংশটী অবশিষ্ট রাখিবে" ইত্যাদিরূপ যোগশাস্ত্রে অন্নভোজনের যে পরিমাণের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে তাহার অধিক অথবা কম ভোজন করিলে যোগ হয় না।৩ আর অতি স্বপ্নশীল অর্থাৎ নিদ্রালু কিংবা অতি জাগরণশীল ব্যক্তিরও যোগ হয় না। অতএব ওহে অর্জ্জুন! তুমি এ বিষয়ে সাবধান হও,—ইহাই শ্লোকটী বলিবার অভিপ্রায়।৪ শ্লোকের উত্তরার্দ্ধে যে দুইটী 'চ'কার প্রযুক্ত হইয়াছে তন্মধ্যে একটী উক্ত আহারাতিক্রমের সমুচ্চয়ার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে আর অন্যটী এস্থলে অন্যান্য যে সমস্ত দোষের উল্লেখ করা হয় নাই সেই গুলির সমুচ্চয় করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে অর্থাৎ অতি আহারশীল, অল্প আহারশীল এবং স্বপ্নশীল ও জাগরণশীল ব্যক্তির যোগ হয় না, ইহা একটি 'চ'কারের অর্থ; আর অন্যটীর অর্থ হইতেছে এ ছাড়াও অন্যান্য দোষ আছে যেগুলি থাকিলে যোগ হয় না।৫ অন্যান্য অনুক্তদোষগুলি কি তাহা মার্কণ্ডেয় পুরাণে কথিত হইয়াছে যথা, "হে রাজেন্দ্র! যোগী আধ্মাত হইয়া অর্থাৎ উদরাধ্মান যুক্ত হইয়া (পেট ফুলিতে থাকিলে), কিংবা ক্ষুধিত

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭ ॥

যুক্তাহারবিহারস্য কর্ম্মসু যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগঃ দুঃখহা ভবতি অর্থাৎ যিনি নিয়মিতরূপ আহার ও নিয়মিতরূপ বিহার করেন, সর্ব্ববিধ কর্ম্ম সমূহে যাঁহার চেষ্টা নিয়মিত থাকে, যিনি পরিমিত রূপে নিদ্রিত ও জাগরিত থাকেন, তাঁহারই যোগ দুঃখ-নিবারক হয় ॥১৭

যুঞ্জীত যোগং রাজেন্দ্র। যোগী সিদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ॥ নাতিশীতে ন চৈবোষ্ণে ন দ্বন্দ্বে নানিলান্বিতে। কালেষ্বেতেষু যুঞ্জীত ন যোগং ধ্যানতৎপরঃ” ইত্যাদি ॥৬—১৬॥

এবমাহারাদিনিয়মবিরহিণো যোগব্যতিরেকমুক্ত্বা তন্নিয়মবতো যোগান্বয়মাহ যুক্তাহারেতি। আহ্রিয়ত ইত্যাহারোঽন্নং, বিহরণং বিহারঃ পাদক্রমঃ, তৌ যুক্তৌ নিয়তপরিমাণৌ যস্য, তথা অন্যেষ্বপি প্রণবজপোপনিষদাবর্ত্তনাদিষু কর্ম্মসু যুক্তা নিয়তকালা চেষ্টা যস্য স তথা, স্বপ্নো নিদ্রা অববোধো জাগরণং তৌ যুক্তৌ নিয়তকালৌ যস্য তস্য যোগো ভবতি সাধনপাটবাৎ সমাধিঃ সিধ্যতি নান্যস্য।১ এবং প্রযত্নবিশেষেণ সম্পাদিতো যোগঃ কিম্ফলঃ ইতি তত্রাহ দুঃখহেতি। সর্ব্বসংসারদুঃখকারণাবিদ্যোন্মূলনহেতুব্রহ্মবিদ্যোৎপাদকত্বাৎ সমূলসর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিহেতু-

হইয়া, পরিশ্রমযুক্ত হইয়া, ব্যাকুলচিত্ত হইয়া আত্মসিদ্ধির নিমিত্ত যোগ করিবে না। ধ্যানকুশল ব্যক্তির অতিশীত সময়ে, অতি উষ্ণকালে, দ্বন্দ্ব অর্থাৎ শীতোষ্ণাদি মিশ্রিতকালে, কিংবা অনিলান্বিত অর্থাৎ বায়ুবহুল সময়ে—এই সমস্তকালে যোগ করা উচিত নহে।” ইত্যাদি।৬—১৬॥

অনুবাদ—যাহার আহারাদির নিয়ম নাই তাহার যে যোগ হয় না তাহা এইপ্রকারে ব্যতিরেকে বলিয়া সেই সেই নিয়ম অবলম্বনকারী ব্যক্তির যে যোগ হয় তাহাই “যুক্তাহার” ইত্যাদি শ্লোকে অন্বয় মুখে বলিতেছেন—‘যাহা আহরণ করা হয় তাহাই আহার’ এইরূপে আহার বলিতে অন্ন বুঝায়; বিহার বলিতে বিহরণ অর্থাৎ পাদপরিক্রম বুঝায়; সেই আহার ও বিহার যাঁহার যুক্ত অর্থাৎ নিয়ত-পরিমাণ (সংযত ও পরিমিত) তাঁহাকে ‘যুক্তাহারবিহার’ বলা হয়। প্রণব জপ, উপনিষদের আবৃত্তি প্রভৃতি অন্যান্য কর্ম্মেতে যাঁহার চেষ্টা অর্থাৎ ব্যাপার যুক্ত অর্থাৎ নিয়তকালে (সময়ানুযায়ী) হইয়া থাকে, তিনি যুক্তচেষ্ট। স্বপ্ন বলিতে নিদ্রা, এবং অববোধ বলিতে জাগরণ; সেই স্বপ্ন ও অববোধ যাঁহার যুক্ত অর্থাৎ নিয়ত (নিদ্রা ও জাগরণের সময় যাহার নিয়মবদ্ধ এবং পরিমিত) তিনি ‘যুক্তস্বপ্নাববোধ’; তাদৃশ ব্যক্তিরই যোগ হয় অর্থাৎ সমাধির সাধনে পটুতা নিবন্ধন তাঁহারই সমাধি সিদ্ধ হয়, অন্য ব্যক্তির তাহা হয় না।১ এইপ্রকারে বিশেষ প্রযত্ন-সহকারে যোগ সম্পাদিত হইলে তাহার ফল কি হয়? ইহারই উত্তরে বলিতেছেন **“দুঃখহা”**—সকল প্রকার সাংসারিক দুঃখের কারণস্বরূপ যে অবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা তাহার উন্মূলন (সমূলে নাশ) হয়; উক্তপ্রকার যোগ সেই ব্রহ্মবিদ্যার উৎপাদক হয় বলিয়া তাহা মূলের সহিত সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তির

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা॥ ১৮॥

যদা বিনিয়তং চিত্তম্ আত্মনি এব অবতিষ্ঠতে তদা সর্ব্বকামেভ্যঃ নিঃস্পৃহ যুক্তঃ ইতি উচ্যতে অর্থাৎ যখন চিত্ত বিশেষরূপে সংযত হইয়া আত্মাতে নিশ্চলভাবে অবস্থিত থাকে, তখনই সর্ব্বপ্রকার কামনা-পরিত্যাগী ব্যক্তি যোগ প্রাপ্ত বলিয়া উক্ত হন॥১৮

রিত্যর্থঃ।২ অত্রাহারস্য নিয়তত্বম্, "অর্দ্ধমশনস্য সব্যঞ্জনস্য তৃতীয়মুদকস্য তু। বায়োঃ সঞ্চরণার্থন্তু চতুর্থমবশেষয়েৎ॥" ইত্যাদি প্রাগুক্তম্। বিহারস্য নিয়তত্বম্ "যোজনান্ন পরং গচ্ছেৎ" ইত্যাদি। কর্ম্মসু চেষ্টায়া নিয়তত্বং বাগাদিচাপল্যপরিত্যাগঃ। রাত্রেৰ্বিভাগত্রয়ং কৃত্বা প্রথমান্ত্যয়োর্জাগরণং মধ্যে স্বপনমিতি স্বপ্নাববোধয়োনিয়ত-কালত্বম্। এবমন্যেঽপি যোগশাস্ত্রোক্তা নিয়মা দ্রষ্টব্যাঃ॥৩—১৭॥

এবমেকাগ্রভূমৌ সম্প্রজ্ঞাতং সমাধিমভিধায় নিরোধভূমাবসম্প্রজ্ঞাতং সমাধিং বক্তুমুপক্রমতে যদেতি। যদা যস্মিন্ কালে পরবৈরাগ্যবশান্নিয়তং বিশেষেণ নিয়তং সর্ব্ববৃত্তিশূন্যতামাপাদিতং চিত্তং বিগতরজস্তমস্কমন্তঃকরণসঞ্জ্ঞং স্বচ্ছত্বাৎ সর্ব্ববিষয়াকার-

অর্থাৎ উচ্ছেদের কারণ হইয়া থাকে। (অভিপ্রায় এই যে অবিদ্যাই সমস্ত সাংসারিক দুঃখের কারণ, সেই অবিদ্যাকে নষ্ট করিতে পারিলে আর কোন দুঃখ হইতে পারে না; অবিদ্যার নাশ হয় আবার ব্রহ্মবিদ্যা হইতে; সেই ব্রহ্মবিদ্যা আবার যোগাভ্যাস হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, কাজেই যোগ ব্রহ্মবিদ্যা জন্মাইয়া, অবিদ্যার উচ্ছেদ করে বলিয়া, সকলপ্রকার সাংসারিক দুঃখের মূলোচ্ছেদ করিয়া তাহাদের বিনাশ করে বলিয়া, তাহাকে **দুঃখহা** বলা হইয়াছে।)২ এস্থলে আহারের নিয়তত্ব কি? "সব্যঞ্জন অন্নের দ্বারা উদরের অর্দ্ধেক অংশ, এবং জলের দ্বারা তৃতীয় অংশ পূর্ণ করিয়া উদরের চতুর্থ অংশ বায়ুর সঞ্চরণের নিমিত্ত অবশিষ্ট অর্থাৎ অপূর্ণ বা খালি রাখা উচিত" ইত্যাদি নিয়ম পূর্ব্বে (অন্য একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া) বলা হইয়াছে। "একদিনে এক যোজনের অর্থাৎ চারিক্রোশের অধিক যাওয়া উচিত নহে" ইত্যাদিরূপে যে গমনসংযম তাহাই বিহারের নিয়তত্ব; বাক্য প্রভৃতির চাপল্যত্যাগই কর্ম্মচেষ্টার নিয়তত্ব। রাত্রিকে তিনভাগে ভাগ করিয়া প্রথম ও অন্তিম অংশে জাগরণ এবং মধ্যম অংশে নিদ্রা,—ইহাই হইল স্বপ্ন ও অববোধের অর্থাৎ নিদ্রা ও জাগরণের নিয়তকালত্ব। এইরূপ যোগশাস্ত্রোক্ত অপরাপর নিয়মগুলিও দ্রষ্টব্য।৩—১৭॥

ভাবপ্রকাশ—যোগীর আহার বিহার সবই নিয়মিত হওয়া দরকার। অত্যাহার ও অনাহার, অতিনিদ্রা ও অনিদ্রা দুইই যোগের বাধক।১৬—১৭।

অনুবাদ—এইরূপে একাগ্রভূমিতে যে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয় তাহার কথা বলিয়া এইবারে নিরোধ ভূমিতে যে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয় তাহাই বলিবার উপক্রম করিতেছেন—। **যদা**=যে সময়ে, পরবৈরাগ্য বশতঃ **বিনিয়তম্**=বিশেষরূপে নিয়ত (সংযত) অর্থাৎ সর্ব্ববৃত্তিশূন্যঅবস্থায় স্থাপিত **চিত্তম্**=

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥

যথা নিবাতস্থঃ দীপঃ ন ইঙ্গতে আত্মনঃ যোগং যুঞ্জতঃ যতচিত্তস্য যোগিনঃ সা উপমা স্মৃতা অর্থাৎ নির্ব্বাতপ্রদেশে অবস্থিত দীপ যেরূপ বিচলিত হয় না, আত্মবিষয়ক যোগের অভ্যাসে নিরুদ্ধচিত্ত যোগীর তাহাই উপমা ॥১৯

গ্রহণসমর্থমপি সর্ব্বতো নিরুদ্ধবৃত্তিকত্বাদাত্মন্যেব প্রত্যক্‌চিতি অনাত্মানুপরক্তে বৃত্তিরাহিত্যেঽপি স্বতঃসিদ্ধস্যাত্মাকারস্য বারয়িতুমশক্যত্বাৎ চিতেরেব প্রাধান্যাৎ গুণ্‌ভূতং সদবতিষ্ঠতে নিশ্চলং ভবতি, তদা তস্মিন্ সর্ব্ববৃত্তিনিরোধকালে যুক্তঃ সমাহিত ইত্যুচ্যতে।১ কঃ? যঃ সর্ব্বকামেভ্যো নিস্পৃহঃ নির্গতা দোষদর্শনেন সর্ব্বেভ্যো দৃষ্টাদৃষ্টবিষয়েভ্যঃ কামেভ্যঃ স্পৃহা তৃষ্ণা যস্যেতি পরং বৈরাগ্যমসম্প্রজ্ঞাতসমাধেরন্তরঙ্গং সাধনমুক্তম্। তথাচ ব্যাখ্যাতং প্রাক্ ॥২—১৮ ॥

সমাধৌ নির্ব্বৃত্তিকস্য চিত্তস্যোপমানমাহ যথেতি। দীপচলনহেতুনা বাতেন রহিতে দেশে স্থিতো দীপো যথা চলনহেত্বভাবান্নেঙ্গতে ন চলতি সোপমা স্মৃতা, স

রজঃ ও তমোবিহীন অন্তঃকরণসত্ত্ব—। ইহা অতি স্বচ্ছ, কাজেই ইহা সমস্ত বিষয়ই গ্রহণ করিতে সমর্থ; তথাপি সকল দিক্ হইতে ইহার বৃত্তি নিরুদ্ধ করায় ইহা **আত্মনি এব**=কেবল মাত্র আত্মায় অর্থাৎ অনাত্মার দ্বারা অনুপরক্ত অর্থাৎ যাহা অনাত্মাকার প্রাপ্ত হয় নাই সেই প্রত্যক্‌চৈতন্যেই অবস্থিত হয় অর্থাৎ নিশ্চল হয়; চিত্তের বৃত্তি রহিত (রুদ্ধ) হওয়ায়, স্বতঃসিদ্ধ যে আত্মস্বরূপ (চিত্ত আত্মার সন্নিহিত থাকায় চিত্তের যে আত্মাকারতাপ্রাপ্তি হয়) তাহার নিবারণ করা অসম্ভব বিধায় তখন চিত্তে চিৎর অর্থাৎ চৈতন্যেরই প্রাধান্য হইয়া থাকে আর চিত্ত তখন গুণ্‌ভূত হইয়া অর্থাৎ নীচু বা অপ্রধান হইয়া নিশ্চল হইয়া থাকে—।* **তদা**=তখন অর্থাৎ সেই সর্ব্ববৃত্তিনিরোধকালে সেই ব্যক্তিকে **যুক্ত ইত্যুচ্যতে**=যুক্ত অর্থাৎ সমাহিত বলা হয়।১ কাহাকে সমাহিত বলা হয়? (উত্তর=) যে ব্যক্তি সমস্ত কামনাতেই নিস্পৃহ; দৃষ্টবিষয়ক অথবা অদৃষ্টবিষয়ক কামনাকলাপ হইতে যাহার স্পৃহা অর্থাৎ তৃষ্ণা নির্গত হইয়াছে, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'নিস্পৃহ' এই শব্দটীর দ্বারা এখানে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির অন্তরঙ্গ সাধনস্বরূপ যে পরবৈরাগ্য তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; অর্থাৎ পরবৈরাগ্য যে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির সাধন তাহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।২—১৮॥

অনুবাদ—সমাধিকালে চিত্ত নির্ব্বৃত্তিক (বৃত্তিশূন্য) হইলে কিরূপ হয় তাহারই উপমা দিতেছেন—। দীপের কম্পনের কারণ যে বায়ু সেই বায়ু যেখানে নাই এরূপ স্থানে অবস্থিত দীপ যেমন বিচলিত হয়না, কেননা সেখানে তাহার নড়িবার কোন হেতু নাই, তাহাই উপমা বলিয়া কথিত হয়

* অভিপ্রায় এই যে, সকল প্রকার চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিতে পারিলে চিত্ত তখন বহির্মুখ না হইয়া অন্তর্মুখ হইয়া থাকে; আর তাহা শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ অতিস্বচ্ছ হওয়ায় এবং চিতিশক্তির অতি সন্নিহিত হওয়ায় অগ্নিসুস্থাপিত লৌহ যেমন অগ্নিস্বরূপতা প্রাপ্ত হয় তাহাও (চিত্তও) সেইরূপ চৈতন্যাকারতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এরূপ হইলে তখন চৈতন্যই তাহাতে প্রধান হয় এবং তাহার নিজসত্তা অপ্রধান হইয়া যায়।

দৃষ্টান্তশ্চিন্তিতো যোগজ্ঞৈঃ।১ কস্য? যোগিনঃ একাগ্রভূমৌ সম্প্রজ্ঞাতসমাধিমতোঽভ্যাসপাটবাৎ যতচিত্তস্য নিরুদ্ধসর্ব্বচিত্তবৃত্তেরসম্প্রজ্ঞাতসমাধিরূপং যোগং নিরোধভূমৌ যুঞ্জতোঽনুতিষ্ঠতো য আত্মান্তঃকরণং তস্য নিশ্চলতয়া সত্ত্বোদ্রেকেণ প্রকাশকতয়া চ নিশ্চলো দীপো দৃষ্টান্ত ইত্যর্থঃ।২ আত্মনো যোগং যুঞ্জত ইতি ব্যাখ্যানে দার্ষ্টান্তিকালাভঃ সর্ব্বাবস্থস্যাপি চিত্তস্য সর্ব্বদাত্মাকারতয়াত্মপদবৈয়র্থ্যঞ্চ। ন হি যোগেনাত্মাকারতা চিত্তস্য সম্পাদ্যতে, কিন্তু স্বত এবাত্মাকারস্য সতোঽনাত্মাকারতা নিবর্ত্তেত ইতি। তস্মাদ্দার্ষ্টান্তিকপ্রতিপাদনার্থমেবাত্মপদম্।৩ যতচিত্তস্যেতি বা ভাবপরো নির্দ্দেশঃ কর্ম্মধারয়ো বা যতস্য চিত্তস্যেত্যর্থঃ ॥৪—১৯॥

অর্থাৎ যোগজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহাকেই দৃষ্টান্তরূপে উপন্যস্ত করিয়া থাকেন—।১ কাহার দৃষ্টান্তরূপে উপন্যস্ত করেন? (উত্তর—) **যোগিনঃ**=যোগী ব্যক্তির অর্থাৎ যিনি একাগ্রভূমিতে সম্প্রজ্ঞাত সমাধিসিদ্ধ হইয়া সেই অভ্যাসের নিপুণতানিবন্ধন যিনি যতচিত্ত হইয়াছেন অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিয়াছেন, তাদৃশ ব্যক্তি নিরোধভূমিতে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিরূপ যোগ অনুষ্ঠান করিতে থাকিলে তাঁহার যে আত্মা অর্থাৎ অন্তঃকরণ তাহা নিশ্চল হয় এবং সত্ত্বগুণের উদ্রেক নিবন্ধন তাহা প্রকাশক হয়; তাহারই সম্বন্ধে নিশ্চল দীপই দৃষ্টান্ত, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।২ এখানে "আত্মনো যোগং যুঞ্জতঃ" অর্থাৎ "আত্মার যোগ অনুষ্ঠানকারীর"—এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে দার্ষ্টান্তিকলাভ করা যায় না। অর্থাৎ কাহার জন্য দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে তাহা বুঝা যায় না; আরও, চিত্ত সর্ব্বাবস্থাতেই সর্ব্বদাই আত্মাকার হইয়া থাকে বলিয়া এ স্থলে 'আত্ম' পদটীর ব্যর্থতা প্রসঙ্গ হয়। অর্থাৎ 'আত্ম'পদটীকে এখানে আত্মার যথাশ্রুত অর্থে ব্যাখ্যা করিলে ঐরূপ দুইটী দোষ হয় বলিয়া পূর্ব্বে যেরূপ অন্তঃকরণার্থে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহাই সমীচীন। কারণ যোগের দ্বারাই যে চিত্তের আত্মাকারতা সম্পাদিত হয় এরূপ নহে; কিন্তু চিত্ত স্বভাবতঃই আত্মাকার; তাহার যে অনাত্মাকারতা অর্থাৎ জড়বস্তুর স্বরূপ প্রাপ্তি তাহাই যোগের দ্বারা নিবারিত হয়। অতএব 'আত্ম' পদটী দার্ষ্টান্তিক প্রতিপাদনের জন্যই প্রযুক্ত হইয়াছে,—কাহার জন্য দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে।৩ "যতচিত্তস্য" এই অংশটীকে বিশেষণ না বলিয়া ভাববাচকও বলা যাইতে পারে। (তাহা হইলে 'যতচিত্তস্য' ইহার অর্থ হইবে 'যতচিত্ততার'; নিবাত নিষ্কম্প দীপই যোগিগণের সেই যতচিত্ততার দৃষ্টান্ত—ইহাই এ পক্ষের ফলিতার্থ)। কিংবা ('যতচিত্তস্য' ইহাকে বহুব্রীহি সমাসে বিশেষণ না করিয়া) কর্ম্মধারয়সমাসেও ব্যক্ত করা যায়; তাহা হইলে ইহার অর্থ হইবে 'সংযত এমন চিত্তের'। (যোগিগণের ঐ যে 'সংযত এমন চিত্ত' তাহা নিবাত নিষ্কম্প দীপের সদৃশ হইয়া থাকে—ইহাই এ পক্ষের সমগ্রার্থ)।৪—১৯।

ভাবপ্রকাশ—সমস্ত কামনা হইতে বিরত হইয়া চিত্ত যখন আত্মাতেই অবস্থান করে, বায়ুপ্রবাহশূন্য স্থানে দীপশিখার ন্যায় চিত্ত যখন নিশ্চলভাবে অবস্থান করে, চিত্ত যখন বৃত্তি দ্বারা কোনও দিকে চালিত হয় না, তখনই যোগী যুক্ত অবস্থা লাভ করেন। নিঃস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যঃ—ইহাই এই ভূমির প্রধান লক্ষণ—চিত্ত কোনও বিষয়ের দিকে আর ধাবিত হয় না, আপনিই আত্মস্থ হইয়া অবস্থান করে।১৮—১৯।

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০ ॥

যত্র যোগসেবয়া নিরুদ্ধং চিত্তম্ উপরমতে, যত্র চ আত্মনা আত্মানং পশ্যন্ আত্মনি এব তুষ্যতি অর্থাৎ যে অবস্থায় যোগাভ্যাস দ্বারা নিরুদ্ধ চিত্ত উপশম প্রাপ্ত হয়, এবং যে অবস্থায় বিশুদ্ধ চিত্তদ্বারা আত্মাকে সাক্ষাৎ করিতে করিতে আত্মাতেই তুষ্টি লাভ করা যায়—॥২০

এবং সামান্যেন সমাধিমুক্ত্বা নিরোধসমাধিং বিস্তরেণ বিবরীতুমারভতে যত্রেতি।১ "যত্র" যস্মিন্ পরিণামবিশেষে "যোগসেবয়া" যোগাভ্যাসপাটবেন জাতে সতি চিত্তং নিরুদ্ধং একবিষয়কবৃত্তিপ্রবাহরূপামেকাগ্রতাং ত্যক্ত্বা নিরিন্ধনাগ্নিবদুপশাম্যৎ নির্ব্বৃত্তিকতয়া সর্ব্ববৃত্তিনিরোধরূপেণ পরিণতং ভবতি।২ যত্র চ যস্মিংশ্চ পরিণামে সতি আত্মনা রজস্তমোঽনভিভূতশুদ্ধসত্ত্বমাত্রেণান্তঃকরণেনাত্মানং প্রত্যক্‌চৈতন্যং পরমাত্মা-ভিন্নং সচ্চিদানন্দঘনমনন্তমদ্বিতীয়ং পশ্যন্ বেদান্তপ্রমাণজয়া বৃত্ত্যা সাক্ষাৎ কুর্ব্বন্নাত্মন্যেব পরমানন্দঘনে তুষ্যতি ন দেহেন্দ্রিয়সংঘাতে ন বা তদ্ভোগ্যেঽন্যত্র। পরমাত্মদর্শনে সত্যতুষ্টিহেত্বভাবাৎ তুষ্যত্যেবেতি বা।৩ তমন্তঃকরণপরিণামং সর্ব্বচিত্তবৃত্তিনিরোধরূপং যোগং বিদ্যাদিতি পরেণান্বয়ঃ।৪ যত্র কাল ইতি তু ব্যাখ্যানমসাধুস্তচ্ছব্দানন্বয়াৎ॥৫—২০॥

অনুবাদ—এইরূপে সামান্য ভাবে (সাধারণরূপে) নিরোধ সমাধির বিষয় বলিয়া এক্ষণে নিরোধ সমাধির বিস্তৃত বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিতেছেন—।১ **যত্র**=চিত্তের যে পরিণামবিশেষ হইলে **যোগসেবয়া**=যোগসেবাবশতঃ অর্থাৎ যোগাভ্যাসে নিপুণতা জন্মিলে পর **চিত্তং**=চিত্ত **নিরুদ্ধং**=নিরুদ্ধ হইয়া অর্থাৎ একবিষয়ক বৃত্তিপ্রবাহরূপ একাগ্রতা পরিত্যাগ করিয়া **উপরমতে**=উপরত হয় অর্থাৎ দাহ্যবিহীন অগ্নির ন্যায় উপশান্ত হয়—নির্বৃত্তিকতাহেতু (কোনও প্রকার বৃত্তি বর্ত্তমান না থাকায়) সর্ব্ববৃত্তিনিরোধ রূপে পরিণত হয় অর্থাৎ চিত্তের নিরোধ পরিণাম হয়—।২ **যত্র চৈব**=আর যে পরিণাম হইলে পর **আত্মনা**=আত্মার দ্বারা অর্থাৎ রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা অনভিভূত শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ অন্তঃকরণের দ্বারা **আত্মানম্**=আত্মাকে অর্থাৎ প্রত্যক্ চৈতন্যকে পরমাত্মা হইতে অভিন্ন সচ্চিদানন্দস্বরূপ, অনন্ত ও অদ্বিতীয় বলিয়া **পশ্যন্**=দেখিতে থাকিয়া অর্থাৎ বেদান্তপ্রমাণ-জনিত বৃত্তিবিশেষের দ্বারা (—ইহাকেই ব্রহ্মজ্ঞান বলা হয়—) সাক্ষাৎকার করিতে থাকিয়া **আত্মনি এব**=পরমানন্দস্বরূপ যে আত্মা সেই আত্মাতেই **তুষ্যতি**=সন্তুষ্ট হন,—কিন্তু তিনি দেহেন্দ্রিয়াদি সংঘাতে অথবা তদ্‌ভোগ্য অন্য বস্তুতে সন্তুষ্ট হন না—। অথবা, পরমাত্মদর্শন হইলে অতুষ্টির আর কোন কারণ থাকে না, কাজেই তিনি সন্তুষ্টই হইয়া থাকেন—।৩ "তং যোগং" বিদ্যাৎ=সর্ব্বপ্রকার চিত্তবৃত্তির নিরোধরূপ অন্তঃকরণের এতাদৃশ যে পরিণাম 'তাহাকে তুমি যোগ বলিয়া জানিবে'—এইরূপে পরবর্ত্তী শ্লোকের এই অংশের সহিত এই শ্লোকটীর অন্বয় হইবে।৪ কেহ কেহ "যত্র" ইহার অর্থ 'যে কালে' এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাহা কিন্তু অসঙ্গত; কেন না ঐরূপ অর্থবাচক উত্তরবর্ত্তী কোন 'তদ্' শব্দের সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই।৫—২০॥

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্‌বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১ ॥

অর্থাৎ যত্র অয়ং যত্তৎ বুদ্ধিগ্রাহ্যং অতীন্দ্রিয়ং আত্যন্তিকং সুখং বেত্তি যত্র স্থিতঃ তত্ত্বতঃ ন চলতি, অর্থাৎ যে অবস্থায় যোগী সেই অনির্ব্বচনীয় বুদ্ধিদ্বারা গ্রহণীয়, ইন্দ্রিয়াতীত অত্যন্ত সুখ অনুভব করেন, এবং যে অবস্থায় অবস্থিত থাকিয়া তিনি আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিত হন না ॥২১

আত্মন্যেব তোষে হেতুমাহ সুখমিতি। "যত্র" যস্মিন্ অবস্থাবিশেষে "আত্যন্তিকমনন্তং" নিরতিশয়ং ব্রহ্মস্বরূপং "অতীন্দ্রিয়ং" বিষয়েন্দ্রিয়সম্প্রয়োগানভিব্যঙ্গ্যং "বুদ্ধিগ্রাহ্যং" বুদ্ধ্যৈব রজস্তমোমলরহিতয়া সত্ত্বমাত্রবাহিন্যা গ্রাহ্যং সুখং যোগী বেত্তি অনুভবতি।১ যত্র চ স্থিতোঽয়ং বিদ্বাংস্তত্ত্বত আত্মস্বরূপান্নৈব চলতি তং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাদিতি পরেণান্বয়ঃ সমানঃ॥২ অত্রাত্যন্তিকমিতি ব্রহ্মসুখস্বরূপকথনম্।৩ অতীন্দ্রিয়মিতি বিষয়সুখব্যাবৃত্তিঃ, তস্য বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগসাপেক্ষত্বাৎ।৪ বুদ্ধিগ্রাহ্যমিতি সৌষুপ্তসুখব্যাবৃত্তিঃ, সুষুপ্তৌ বুদ্ধের্লীনত্বাৎ, সমাধৌ নির্ব্বৃত্তিকায়াস্তস্যাঃ সত্ত্বাৎ।৫ তদুক্তং গৌড়পাদৈঃ, "লীয়তে তু সুষুপ্তৌ তন্নিগৃহীতং ন লীয়তে" ইতি। তথাচ শ্রূয়তে, "সমাধিনির্দ্ধূতমলস্য চেতসো নিবেশিতস্যাত্মনি যৎ সুখং ভবেৎ। ন শক্যতে

অনুবাদ—আত্মাতেই যে তাঁহার সন্তোষ হইবে তাহার কারণ কি তাহাই বলিতেছেন—। **যত্র**=যাহাতে অর্থাৎ যে অবস্থা বিশেষে যোগী ব্যক্তি **আত্যন্তিকম্**=অনন্ত নিরতিশয় ব্রহ্মস্বরূপ **অতীন্দ্রিয়ম্**=যাহা বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সম্প্রয়োগে (সন্নিকর্ষে) অভিব্যক্ত হয় না, এবং যাহা **বুদ্ধিগ্রাহ্যম্**=রজঃ ও তমোরূপ মল-বিহীন হওয়ায় কেবলমাত্র সত্ত্ববাহিনী (শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা) বুদ্ধির দ্বারা গ্রাহ্য (গ্রহণ যোগ্য—অনুভব করিবার বিষয়), এতাদৃশ **সুখং বেত্তি**=সুখ অনুভব করেন—।১ এবং যে অবস্থায় **স্থিতঃ**=অবস্থিত হইয়া এই বিদ্বান্ ব্যক্তি **তত্ত্বতঃ**=তত্ত্ব হইতে অর্থাৎ আত্মস্বরূপ হইতে **নৈব চলতি**=বিচলিত হন না, 'যোগনামক সেই বিষয়টীকে অবগত হইবে'—এইরূপে (পূর্ব্বের ন্যায়) এই পরবর্ত্তী অংশটীর সহিত অন্বয় হইবে।২ এস্থলে "আত্যন্তিকম্" এই পদটীর দ্বারা (সেই সুখের) ব্রহ্মসুখস্বরূপতা কথিত হইল।৩ "অতীন্দ্রিয়ম্" ইহার দ্বারা বিষয় সুখের ব্যাবৃত্তি (নিষেধ) করা হইল, কারণ তাহা অর্থাৎ সেই বিষয়সুখানুভব বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ সাপেক্ষ।৪ "বুদ্ধিগ্রাহ্যম্" ইহার দ্বারা সুষুপ্তিকালীন সুখের ব্যাবৃত্তি করা হইয়াছে, যেহেতু সুষুপ্তিকালে বুদ্ধির লয় হইয়া থাকে, কিন্তু সমাধিদশায় বুদ্ধির লয় হয় না, তাহা বৃত্তিবিহীন হইয়া অবস্থান করে।৫ পূজ্যপাদ গৌড়পাদাচার্য্য তাহাই বলিয়াছেন, যথা—"সেই চিত্ত সুষুপ্তিকালে লীন হইয়া যায়, কিন্তু তাহা নিগৃহীত হইলে অর্থাৎ যোগপ্রভাবে নিরুদ্ধবৃত্তি হইলে তাহার লয় হয় না।" শ্রুতিমধ্যেও ঐরূপ কথিত আছে, যথা—"সমাধিবলে চিত্ত নির্ধূতমল হইলে অর্থাৎ চিত্তের মলিনতা অপসারিত হইলে এবং চিত্ত আত্মায় নিবেশিত (স্থাপিত) হইলে যে সুখ হয় তাহা কথায় বর্ণনা করা যায় না; তখন তাহা কেবল অন্তঃকরণের দ্বারাই গৃহীত (অনুভূত) হইয়া থাকে।"

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২ ॥

যং লব্ধ্বা ততঃ অধিকম্ অপরং লাভং ন মন্যতে, যস্মিন্ স্থিতঃ গুরুণা দুঃখেন অপি ন বিচাল্যতে অর্থাৎ যে অবস্থা লাভ করিলে, যোগী অন্য লাভকে তদপেক্ষা অধিক বলিয়া বোধ করেন না এবং যে অবস্থায় অবস্থিত থাকিয়া শীতোষ্ণাদি গুরুতর দুঃখে বিচলিত হন না বলিয়া জানিবে ॥২২

বর্ণয়িতুং গিরা তদা যদেতদন্তঃকরণেন গৃহ্যতে॥" ইতি। অন্তঃকরণেন নিরুদ্ধসর্ব্ববৃত্তিকেনেত্যর্থঃ।৬ বৃত্ত্যা তু সুখাস্বাদনং গৌড়াচার্য্যৈস্তত্র প্রতিষিদ্ধম্—। "নাস্বাদয়েৎ সুখং তত্র নিঃসংজ্ঞঃ প্রজ্ঞয়া ভবেৎ" ইতি। মহদিদং সমাধৌ সুখমনুভবামীতি সবিকল্পবৃত্তিরূপা প্রজ্ঞা সুখাস্বাদঃ, তং ব্যুত্থানরূপত্বেন সমাধিবিরোধিত্বাৎ যোগী ন কুর্য্যাৎ। অতএব তাদৃশ্যা প্রজ্ঞয়া সহ সঙ্গং পরিত্যজেৎ, তাং নিরুন্ধ্যাদিত্যর্থঃ।৭ নির্ব্বৃত্তিকেন তু চিত্তেন স্বরূপসুখানুভবস্তৈঃ প্রতিপাদিতঃ "স্বস্থং শান্তং সনির্ব্বাণমকথ্যং সুখমুত্তমম্" ইতি। স্পষ্টং চৈতদুপরিষ্টাৎ করিষ্যতে ॥৮—২১ ॥

যত্র নচৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বত ইত্যুক্তমুপপাদয়তি যমিতি। যঞ্চ নিরতিশয়াত্মসুখব্যঞ্জকং নির্ব্বৃত্তিকচিত্তাবস্থাবিশেষং লব্ধ্বা সন্ততাভ্যাসপরিপাকেণ সম্পাদ্যাপরং

'অন্তঃকরণের দ্বারা' ইহার অর্থ নিরুদ্ধসর্ব্ববৃত্তিক—যাহার সকলগুলি বৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়াছে—এতাদৃশ অন্তঃকরণের দ্বারা—।৬ তৎকালে অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারা সুখাস্বাদন করা গৌড়পাদাচার্য্য নিষেধ করিয়াছেন,যথা—"তৎকালে সুখাস্বাদন করা উচিত নহে, কিন্তু প্রজ্ঞার সহিত সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত। অর্থাৎ 'সমাধিতে আমি এই মহৎ সুখ অনুভব করিতেছি' এই প্রকারের সবিকল্পক বৃত্তিস্বরূপ যে প্রজ্ঞা (বুদ্ধিবৃত্তি) তাহাই সুখাস্বাদ। (ঐ প্রকার সুখাস্বাদ) ব্যুত্থানস্বরূপ বলিয়া তাহা সমাধির বিরোধী; এই কারণে যোগীর তাহা করা উচিত নহে অর্থাৎ তাদৃশভাবে সুখাস্বাদরূপ সমাধিবিরোধিনী প্রজ্ঞা ধারণ করা যোগীর কর্ত্তব্য নহে। এই কারণে এ প্রকার প্রজ্ঞার সহিত যে আনন্দ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত অর্থাৎ তাহার নিরোধ করা কর্ত্তব্য।৭ তবে নির্ব্বৃত্তিক অর্থাৎ বৃত্তিবিহীন চিত্তের দ্বারা যে স্বরূপসুখানুভব (আত্মার যে সুখস্বরূপতা তাহা অনুভব করা) তাহা তিনি (গৌড়পাদাচার্য্য) প্রদিপাদন করিয়াছেন, যথা,—"স্বস্থ, শান্ত, সনির্ব্বাণ, অকথ্য (বাক্যের দ্বারা অনির্দ্দেশ্য) অনুত্তম (যাহা অপেক্ষা উত্তম নাই) সুখ অনুভূত হয়" ইত্যাদি। অভিপ্রায় এই যে সমাধিকালে বৃত্তি দ্বারা সুখানুভব করা নিষিদ্ধ হইলেও তৎকালে আত্মার স্বরূপভূত যে সুখ তাহা বিদ্যমান থাকে—তাহার উচ্ছেদ হইতে পারে না এবং তখন তাহার কোন প্রতিবন্ধকও নাই বলিয়া তাহা নির্ব্বাধে প্রকাশিত হয়; কাজেই তাহা যত্ন সহকারে বৃত্তিদ্বারা গ্রহণ করিতে না হইলেও তাহা নির্ব্বৃত্তিকভাবে অনুভূত হইয়া থাকে; এতাদৃশ সুখানুভব সমাধিবিরোধী নহে। অগ্রে ইহা স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করা হইবে।৮—২১

অনুবাদ—পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের "যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ" অর্থাৎ যে অবস্থায় অবস্থিত হইয়া এই যোগী আত্মতত্ত্ব হইতে স্খলিত হন না"—এই অংশে যাহা বলা হইয়াছে এক্ষণে "যম্"

তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্ ।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা ॥ ২৩ ॥
সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪ ॥

তং দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ ; অনির্ব্বিণ্ণচেতসা সংকল্পপ্রভবান্ সর্ব্বান্ কামান্ অশেষতঃ ত্যক্ত্বা, মনসা চ সমন্ততঃ ইন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য স যোগঃ নিশ্চয়েন যোক্তব্যঃ অর্থাৎ সেই অবস্থাবিশেষকে সুখদুঃখসংস্পর্শশূন্য 'যোগ' বলিয়া জানিবে, নির্ব্বেদশূন্য চিত্তদ্বারা সঙ্কল্পজাত কামনা-সমূহকে নিঃশেষে পরিত্যাগ করিয়া, এবং মনের দ্বারা ইন্দ্রিয় সমূহকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া, নিশ্চয়দ্বারা সেই যোগ অভ্যাস করিবে ॥ •—২৪

লাভং ততোঽধিকং ন মন্যতে। কৃতংকৃত্যং প্রাপ্তং প্রাপণীয়মাত্মলাভান্ন পরং বিদ্যতে ইতিস্মৃতেঃ।১ এবং বিষয়ভোগবাসনয়া সমাধের্বিচলনং নাস্তীত্যুক্ত্বা শীতবাতমশকাদ্যুপদ্রবনিবারণার্থমপি তন্নাস্তীত্যাহ—যস্মিন্ পরমাত্মসুখময়ে নির্বৃত্তিকচিত্তাবস্থাবিশেষে স্থিতো যোগী গুরুণা মহতা শস্ত্রনিপাতাদিনিমিত্তেন মহতাপি দুঃখেন ন বিচাল্যতে কিমুত ক্ষুদ্রেণেত্যর্থঃ ॥২—২২ ॥

যত্রোপরমত ইত্যারভ্য বহুভির্বিশেষণৈর্যো নির্ব্বৃত্তিকঃ পরমানন্দাভিব্যঞ্জকঃ চিত্তাবস্থাবিশেষ উক্তস্তং চিত্তবৃত্তিনিরোধং চিত্তবৃত্তিময়সর্ব্বদুঃখবিরোধিত্বেন দুঃখবিয়োগ-

ইত্যাদি শ্লোকে তাহারই উপপাদন করিতেছেন অর্থাৎ যুক্তি নির্দ্দেশ করিয়া তাহা সমর্থন করিতেছেন—। **যং লব্ধ্বা**=নিরতিশয় আত্মসুখের ব্যঞ্জক (প্রকাশক) চিত্তের যে নির্ব্বৃত্তিক (বৃত্তিশূন্য) অবস্থা বিশেষ তাহা লাভ করিয়া অর্থাৎ নিয়ত অভ্যাসের পরিপক্কতা দ্বারা যে **সুখ** সম্পাদিত করিয়া "অপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ"=অন্য কোন লাভকে তদপেক্ষা **অধিক** বলিয়া মনে করেন না—। কারণ এ সম্বন্ধে এইরূপ স্মৃতি আছে যথা—"আত্মলাভ হইলে সকল করণীয় কার্য্য করা হইয়া যায় সকল প্রাপ্য বস্তু পাওয়া হইয়া যায়, এই কারণে আত্মলাভ অপেক্ষা আর কিছুই উৎকৃষ্ট নহে"—।১ এইরূপে 'বিষয়ভোগবাসনাবশতঃ সমাধি হইতে বিচলন হয় না' ইহা বলিয়া এইবার শীত, বায়ু এবং মশকাদির উপদ্রব নিবারণ করিবার জন্যও যে সমাধি হইতে বিচলন হইতে পারে না তাহাই বলিতেছেন—। **যস্মিন্**=চিত্তের যে পরমাত্মসুখপূর্ণ নির্ব্বৃত্তিক অবস্থা বিশেষে "স্থিতঃ"=অবস্থিত যোগী **গুরুণাপি দুঃখেন**=শস্ত্রনিপাতাদি নিমিত্ত গুরুতর দুঃখেও **ন বিচাল্যতে**=বিচলিত হয়েন না ; সুতরাং তিনি যে তখন (মশকদংশনাদিরূপ) ক্ষুদ্র দুঃখে বিচলিত হইবেন না তাহা কি আর বলিতে হইবে ?২—২২॥

অনুবাদ—"যত্রোপরমতে" ইত্যাদি সন্দর্ভে আরম্ভ করিয়া বহু বিশেষণের দ্বারা চিত্তের পরমানন্দের অভিব্যঞ্জক যে নির্ব্বৃত্তিক অবস্থাবিশেষের বিষয় কথিত হইয়াছে **তং**=তাহাকে অর্থাৎ সেই যে চিত্তবৃত্তিনিরোধ তাহা চিত্তবৃত্তিময় সকল প্রকার দুঃখের বিরোধী বলিয়া তাহা দুঃখবিয়োগেরই স্বরূপ : এবং তাহা 'বিয়োগ' শব্দনির্দ্দেশ্য হইলেও অর্থাৎ 'বিয়োগ' এই শব্দের দ্বারা তাহার

মেব সন্তং যোগসংজ্ঞিতং বিয়োগশব্দার্হমপি বিরোধিলক্ষণয়া যোগশব্দবাচ্যং বিদ্যা-জ্জানীয়ান্ন তু যোগশব্দানুরোধাৎ কঞ্চিৎ সম্বন্ধং প্রতিপদ্যেতেত্যর্থঃ।১ তথাচ ভগবান্ পতঞ্জলিরসূত্রয়ৎ, "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" ইতি।২ "যোগো ভবতি দুঃখহা" ইতি যৎ প্রাগুক্তং তদেতদুপসংহৃতম্।৩ এবম্ভূতে যোগে নিশ্চয়ানির্বেদয়োঃ সাধনত্ব-বিধানায়াহ—স যথোক্তফলো যোগো "নিশ্চয়েন" শাস্ত্রাচার্য্যবচনতাৎপর্য্যবিষয়োঽর্থঃ সত্য এবেত্যধ্যবসায়েন যোক্তব্যোঽভ্যসনীয়ঃ। অনির্বিণ্ণচেতসা, এতাবতাপি কালেন যোগো ন সিদ্ধঃ কিমতঃ পরং কষ্টমিত্যনুতাপো নির্বেদঃ, তদ্রহিতেন চেতসা, ইহ জন্মনি জন্মান্তরে বা সেৎস্যতি কিং ত্বরয়েত্যেবং ধৈর্য্যযুক্তেন মনসেত্যর্থঃ।৪ তদেতদ্গৌড়পাদা উদাজহ্রুঃ—"উৎসেক উদধের্যদ্বৎ কুশাগ্রেণৈকবিন্দুনা। মনসো

নির্দ্দেশ করা উচিত হইলেও তুমি বিরোধিলক্ষণাবলে (বিপরীতলক্ষণা শক্তিতে) তাহাকে **যোগ-সংজ্ঞিতং**=যোগশব্দবাচ্য বলিয়া **বিদ্যাৎ**=জানিবে; কিন্তু 'যোগ' এই শব্দের অনুরোধে তাহার কোনও সম্বন্ধ বোধ করা উচিত হইবে না। [**তাৎপর্য্য** এই যে, যোগ বলিতে দুএর মিলন; মিলন আবার সম্বন্ধ বিশেষ; কাজেই ইহা ভাববাচক। কিন্তু চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যে যোগ তাহা সকলপ্রকার চিত্তবৃত্তির অভাবাবস্থা জ্ঞাপন করে বলিয়া তাহা অভাববাচক; একারণে তাহার অর্থ 'বিয়োগ' বুঝিতে হইবে। "উপকৃতং বহু তত্র কিমুচ্যতে"="তুমি যে আমার বড়ই উপকার করিয়াছ তাহাতে আর বলিবার কি আছে?"—এস্থলে যেমন কাকুবশতঃ (কণ্ঠভঙ্গিবশতঃ) বিপরীতলক্ষণা স্বীকার করা হয়—সুতরাং অভিপ্রেত অর্থ দাঁড়ায় এই যে 'তুমি আমার যারপর নাই অপকার করিয়াছ' সেইরূপ এস্থলেও বিপরীত লক্ষণা বলে যোগ শব্দটীর অর্থ বিয়োগ। এইরূপ কথিতও আছে—"পতঞ্জলিমুনে রুক্তিঃ কাপ্যপূর্ব্বা জয়ত্যসৌ। পুংপ্রকৃত্যো র্বিয়োগোঽপি যোগ ইত্যুদিতো যয়া॥" অর্থাৎ পতঞ্জলি মুনির উক্তি কি অপূর্ব্ব! যে হেতু পুরুষ ও প্রকৃতির বিয়োগ হইলেও তিনি তাহাকে যোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই উক্তি সর্ব্বত্র জয়লাভ করুক।" ভগবান্ পতঞ্জলিও সূত্রে তাহাই বলিয়াছেন,—"চিত্তবৃত্তির নিরোধের নাম যোগ।"] ২। পূর্ব্বে "যোগো ভবতি দুঃখহা" ইত্যাদি সন্দর্ভে যাহা বলা হইয়াছিল এক্ষণে তাহারই উপসংহার করা হইল।৩ এই প্রকার যে যোগ, নিশ্চয় এবং অনির্ব্বেদ তাহার সাধন; তাহাই নির্দ্দেশ করিবার জন্য বলিতেছেন। **সঃ**=সেই যে যোগ যাহার ফল এইরূপ উক্ত হইল তাহা **নিশ্চয়েন**=নিশ্চয়সহকারে অর্থাৎ শাস্ত্রবচন এবং আচার্য্যের উক্তির তাৎপর্য্যের বিষয়ীভূত অর্থ অবশ্যই সত্য এইরূপ অধ্যবসায় পূর্ব্বক অর্থাৎ নিশ্চয়তা সহকারে **যোক্তব্যঃ**=অভ্যাস করিতে হয়; **অনির্ব্বিণ্ণচেতসা**=এবং তাহা অনির্ব্বিণ্ণ চিত্ত অর্থাৎ নির্ব্বেদবিহীন চিত্ত হইয়াই করিতে হয়—। 'এতকালেও ত আমার যোগসিদ্ধ হইল না, ইহা অপেক্ষা আর কষ্ট কি' এইরূপ যে অনুতাপ তাহাই নির্ব্বেদ; এইপ্রকার নির্ব্বেদ বিরহিত চিত্তে যোগাভ্যাস করিতে হয়। অর্থাৎ 'ইহজন্মেই হউক অথবা জন্মান্তরেই হউক, যোগ অবশ্যই সিদ্ধ হইবে, ত্বরায় প্রয়োজন কি' এইরূপে ধৈর্য্যযুক্ত মনে যোগাভ্যাস করিতে হয়।৪ পূজ্যপাদ গৌড়পাদাচার্য্য ইহার উদাহরণ দিয়াছেন, যথা

নিগ্রহস্তদ্বদস্তবেদপরিখেদতঃ ॥” ইতি।৫ উৎসেক উৎসেচনং শোষণাধ্যবসায়েন জলোদ্ধরণমিতি যাবৎ।৬ অত্র সম্প্রদায়বিদ আখ্যায়িকামাচক্ষতে—কস্যচিৎ কিল পক্ষিণোঽণ্ডানি তীরস্থানি তরঙ্গবেগেন সমুদ্রোঽপজহার। স চ সমুদ্রং শোষয়িষ্যাম্যেবেতি প্রবৃত্তঃ স্বমুখাগ্রেণৈকৈকং জলবিন্দুং উপরি প্রচিক্ষেপ। তদা চ বহুভিঃ পক্ষিভির্বন্ধুবর্গৈর্বার্য্যমাণোঽপি নৈবোপররাম। যদৃচ্ছয়া চ তত্রাগতেন নারদেন নিবারিতোঽপ্যস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা যেন কেনাপ্যুপায়েন সমুদ্রং শোষয়িষ্যাম্যেবেতি প্রতিজজ্ঞে। ততশ্চ দৈবানুকূল্যাৎ কৃপালুর্নারদো গরুড়ং তৎসাহায্যায় প্রেষয়ামাস, সমুদ্রস্ত্বজ্জ্ঞাতিদ্রোহেণ ত্বামবমন্যতে ইতি বচনেন। ততো গরুড়পক্ষবাতেন শুষ্যন্ সমুদ্রো ভীতস্তান্যণ্ডানি তস্মৈ পক্ষিণে প্রদদাবিতি।৭ এবমখেদেন মনোনিরোধে পরমধর্ম্মে 'প্রবর্ত্তমানং যোগিনমীশ্বরোঽনুগৃহ্লাতি। ততশ্চ পক্ষিণ ইব তস্যাভিমতং সিধ্যতীতি ভাবঃ ॥৮—২৩॥

কিংচকৃত্বা যোগোঽভ্যসনীয়ঃ—? দুষ্টেষ্বপি বিষয়েষু শোভনত্বাদিদর্শনেন শোভনাধ্যাসঃ। তস্মাচ্চ সঙ্কল্পাদিদং মে স্যাদিদং মে স্যাদিত্যেবংরূপাঃ কামাঃ প্রভবন্তি। তান্

"কুশাগ্রে উত্থিত এক একবিন্দু জলে যেমন সমুদ্রের উৎসেক অর্থাৎ শোষণ হয় সেইরূপ বিনা পরিখেদে (খিন্নতায়) মনেরও নিগ্রহ (যতটুকু হয়) করা উচিত।"৫ 'উৎসেক' অর্থ উৎসেচন অর্থাৎ শোষণ করিতে নিশ্চয় করিয়া জল উদ্ধৃত করা।৬ এস্থলে সম্প্রদায়বিৎ আচার্য্যগণ এইরূপ একটী উপাখ্যান বলিয়া থাকেন, যথা—"সমুদ্রের তটে কোনও পক্ষীর কতকগুলি ডিম্ব ছিল। সমুদ্র সেইগুলিকে তরঙ্গবেগে অপহরণ করিয়া লয়। ইহাতে সেই পক্ষীটা 'আমি নিশ্চয়ই সমুদ্রশোষণ করিব' এইরূপ সঙ্কল্প করতঃ তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া নিজ চঞ্চুর অগ্রের দ্বারা এক এক বিন্দু করিয়া জল উর্দ্ধে নিক্ষেপ করিতে লাগিয়াছিল। তৎকালে তাহার বন্ধুবর্গ বহুপক্ষিগণ তাহাকে নিবারিত করিতে থাকিলেও সে সেইকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয় নাই। ইত্যবসরে নারদ স্বেচ্ছাক্রমে বেড়াইতে বেড়াইতে সেই স্থানে গিয়া তাহা দেখিয়া তাহাকে নিবারণ করেন। তথাপি সে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিল যে ইহজন্মেই হউক অথবা পরজন্মেই হউক যে কোন উপায়ে আমি অবশ্যই সমুদ্রকে শুষ্ক করিব। তাহার পর দৈবের অনুকূলতা নিবন্ধন কৃপালু নারদ 'সমুদ্র তোমার জ্ঞাতির (সজাতির) অনিষ্ট করিয়া তোমার অবমাননা করিতেছে' এইরূপ বলিয়া পক্ষিরাজ গরুড়কে তাহার সাহায্য করিবার নিমিত্ত পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। অনন্তর সমুদ্র গরুড়ের পক্ষের বায়ুতে শুষ্ক হইতে থাকিলে ভীত হইয়া সেই ডিম্বগুলি সেই পক্ষীটাকে ফিরাইয়া দিয়াছিল।"৭ এইরূপে অখিন্নভাবে যে যোগী মনোনিরোধরূপ পরমধর্ম্মে প্রবৃত্ত হন ঈশ্বর তাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। আর তাহাতে পূর্ব্বকথিত পক্ষীর ন্যায় তাঁহারও অভিমত বিষয় সফল হইয়া থাকে।৮—২৩॥

অনুবাদ—কি করিয়া যোগ অভ্যাস করা উচিত তাহা "সংকল্প" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন। দোষযুক্ত বিষয় সমূহেও তাহাদের অশোভনতা না দেখিয়া তাহাদের উপর যে শোভনাধ্যাস অর্থাৎ তাহাদিগকে শোভন বলিয়া মনে করা তাহারই নাম সংকল্প। সেই সঙ্কল্প হইতেই 'ইহা আমার হউক'

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্‌বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ ২৫॥

ধৃতিগৃহীতয়া বুদ্ধ্যা মনঃ আত্মসংস্থং কৃত্বা, শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ, কিঞ্চিদপি ন চিন্তয়েৎ অর্থাৎ ধারণাদ্বারা বশীভূত বুদ্ধিদ্বারা মনকে পরমাত্মাতে নিশ্চল ভাবে স্থাপন করিবে এবং ধীরে ধীরে বিরতি অভ্যাস করিবে; তৎকালে কিছুমাত্র চিন্তা করিবে না॥২৫

শোভনাধ্যাসপ্রভবান্ বিষয়াভিলাষান্ বিচারজন্যাশোভনত্বনিশ্চয়েন শোভনাধ্যাসবাধাদ্ দৃষ্টেষু স্রক্‌চন্দনবনিতাদিষ্বদৃষ্টেষু চেন্দ্রলোকপারিজাতাপ্সরঃপ্রভৃতিষু শ্ববান্তপায়সবৎ স্বতএব সর্ব্বান্ ব্রহ্মলোকপর্য্যন্তানশেষতঃ নিরবশেষান্ সবাসনাংস্ত্যক্ত্বা, অতএব কামপূর্ব্বকত্বাদিন্দ্রিয়প্রবৃত্তেস্তদপায়ে সতি বিবেকযুক্তেন মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং চক্ষুরাদিকরণসমূহং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ সর্ব্বেভ্যো বিষয়েভ্যোঃ প্রত্যাহৃত্য শনৈঃ শনৈরুপরমেদিত্যন্বয়ঃ॥ ২৪॥

ভূমিকাজয়ক্রমেণ শনৈঃ শনৈরুপরমেৎ, ধৃতির্ধৈর্য্যমখিন্নতা তয়া গৃহীতা যা বুদ্ধিরবশ্যকর্ত্তব্যতানিশ্চয়রূপা তয়া, যদা কদাচিদবশ্যং ভবিষ্যত্যেব যোগঃ কিং

এই প্রকারের কামনা সকল প্রাদুর্ভূত হয়। বিচারের দ্বারা বিষয়ের অশোভনত্ব নিশ্চয় করিলে সেই শোভনাধ্যাসসমুৎপন্ন বিষয়াভিলাষ সকল বাধিত, নিবৃত্ত হইয়া যায়। স্রক্, চন্দন, বণিতাদি দৃষ্টভোগ সকলে এবং ইন্দ্রলোকপ্রাপ্তি, পারিজাতপ্রসূন উপভোগ, ও অপ্সরাসহবাস প্রভৃতি অদৃষ্টভোগসকলে, 'এগুলি কুক্কুরের বান্ত (বমি করা) পায়সের ন্যায় স্বতঃই অশোভন' এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্ত ভোগ্য বিষয়কেই অশেষভাবে অর্থাৎ নিরবশেষভাবে (নিঃশেষে) বাসনার সহিত পরিত্যাগ করিয়া; আর এই কারণেই ইন্দ্রিয় সকল কামনাপূর্ব্বক বলিয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলের প্রবৃত্তির মূলে কামনাই বিদ্যমান থাকে বলিয়া সেই কামনার অপায় (অপগম) ঘটিলে বিবেকযুক্ত মনের দ্বারাই ইন্দ্রিয়গ্রামকে অর্থাৎ চক্ষুঃ প্রভৃতি করণ সকলকে (ইন্দ্রিয়গুলিকে) বিনিয়ত (সংযত) করিয়া সমন্ততঃ অর্থাৎ সকল বিষয় হইতে ফিরাইয়া আনিয়া ধীরে ধীরে উপরত হওয়া উচিত।২৪॥

ভাবপ্রকাশ—যোগানুষ্ঠানবশে চিত্তের উপরমাত্মক পরিণতি ঘটে অর্থাৎ চিত্ত আপনিই বৃত্তিশূন্য হইয়া উপরত হয় এবং আত্মাতে অবস্থান করে। ইহা এক পরম সুখানুভূতির অবস্থা। এই সুখ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে—ইহা অতীন্দ্রিয় এবং বুদ্ধিপ্রসাদজন্য। এই অবস্থাতে কোনও বস্তুই এই যোগসুখানুভূতি অপেক্ষা অধিকতর আকর্ষণ জন্মাইতে সমর্থ হয় না—ইহা এক আত্যন্তিক সুখের অবস্থা। কঠিন দুঃখও এই অবস্থায় বিচলন করিতে সমর্থ হয় না। এই অবস্থাতে সকল দুঃখের বিয়োগ বা অবসান হয়। নির্বেদশূন্য হইয়া এই যোগের অভ্যাস করিতে হয়। ইন্দ্রিয়সুখ অপেক্ষা বুদ্ধিপ্রসাদজন্য সুখ অনেক উপরের স্তরের বস্তু বলিয়া বুদ্ধিসুখলাভ হইলে আর ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। কামসঙ্কল্প নিঃশেষে দূরীভূত না হইলে, মন হইতে বিষয়ভোগবাসনা একেবারে চলিয়া না গেলে এই যোগে যুক্ত হওয়া যায় না।২০—২৪।

অনুবাদ—ভূমিকা জয়ক্রমে **শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ**=ধীরে ধীরে উপরত হওয়া উচিত। বুদ্ধ্যা ধৃতি গৃহীতয়া=ধৃতিপদের অর্থ ধৈর্য্য বা অখিন্নতা; সেই ধৃতির দ্বারা অবশ্য কর্ত্তব্যতা নিশ্চয়রূপ

ত্বরয়েত্ত্যেবংরূপয়া শনৈঃ শনৈরুপদিষ্টমার্গেণ মনো নিরুন্ধ্যাৎ।১ এতেনানির্ব্বেদনিশ্চয়ৌ প্রাগুক্তৌ দর্শিতৌ। তথা চ শ্রুতিঃ।—"যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদযচ্ছেজ্‌জ্ঞান আত্মনি। জ্ঞানং নিযচ্ছেন্মহতি তদ্‌যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি॥" (কঠ উঃ ১৩।১৩) ইতি।২ বাগিতি বাচং লৌকিকীং বৈদিকীঞ্চ মনসি ব্যাপারবতি নিযচ্ছেৎ, "নানুধ্যায়দ্বহূন্ শব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ" (বৃহদাঃ ৪।৪।২১) ইতি শ্রুতেঃ।৩ বাগ্বৃত্তিনিরোধেন মনোবৃত্তি-মাত্রশেষো ভবেদিত্যর্থঃ।৪ চক্ষুরাদিনিরোধোঽপ্যেতস্যাং ভূমৌ দ্রষ্টব্যঃ। মনসীতিছান্দসং দৈর্ঘ্যম্।৫ তন্মনঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়জ্ঞানেন্দ্রিয়সহকারি নানাবিধবিকল্পসাধনং করণং জ্ঞানে—জানাতীতি জ্ঞানমিতি ব্যুৎপত্ত্যা—জ্ঞাতর্য্যাত্মনি জ্ঞাতৃত্বোপাধাবহঙ্কারে নিযচ্ছেৎ, মনোব্যাপারান্ পরিত্যাজ্যাহঙ্কারমাত্রং পরিশেষয়েৎ।৬ তচ্চ জ্ঞানং জ্ঞাতৃত্বোপাধিমহঙ্কার মাত্মনি মহতি মহত্তত্ত্বে সর্ব্বব্যাপকে নিযচ্ছেৎ।৮ দ্বিবিধো হ্যহঙ্কারো বিশেষরূপঃ সামান্য-রূপশ্চেতি।৯ অয়মহমেতস্য পুত্র ইত্যেবং ব্যক্তমভিমন্যমানো বিশেষরূপো ব্যষ্ট্যহঙ্কারঃ।১০

গৃহীত হইয়াছে অর্থাৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করতঃ 'ইহা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য' এই প্রকার নিশ্চয় বুদ্ধি সহকারে। যখনই হউক কোনও এক সময়ে যোগ অবশ্যই হইবে, ত্বরা করিবার প্রয়োজন কি এই প্রকার বুদ্ধি সহকারে, গুরূপদিষ্ট মার্গে ধীরে ধীরে মনকে নিরুদ্ধ করা উচিত।১ ইহার দ্বারা পূর্ব্বে যে অনির্ব্বেদ ও নিশ্চয়ের কথা বলা হইয়াছিল তাহা দেখান হইল। শ্রুতিও এইরূপ বলিতেছেন, যথা —"প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মনে বাক্ সংযত করিবেন; সেই মনকে জ্ঞাতা আত্মায় অর্থাৎ অহঙ্কারে সংযত করিবেন; সেই (অহঙ্কাররূপ) জ্ঞানকে মহৎ তত্ত্বে সংযত করিবেন এবং তাহাকে শান্ত আত্মায় নিয়ত করিবেন।"২ এই শ্রুতিতে যে 'বাক' এই পদটী আছে ইহাকে 'বাচম্' এইরূপে পরিণত করিয়া অর্থ করিতে হইবে; সুতরাং উহার অর্থ হইবে লৌকিক অথবা বৈদিক বাক্যকে ব্যাপারবিশিষ্ট মনে নিয়ত করা উচিত। কারণ স্থলান্তরে শ্রুতি বলিতেছেন, "বহু শব্দের অনুধ্যান (চিন্তা) করা উচিত নহে, যেহেতু তাহাই অর্থাৎ বহুশব্দ চিন্তা না করাই বাক্যের বিগ্লাপন অর্থাৎ সংযম"।৩ সুতরাং উহার ফলিতার্থ এই যে বাগ্‌বৃত্তির নিরোধ করিয়া কেবলমাত্র মনোবৃত্তি অবশেষ থাকিবে।৪ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকলেরও যে নিরোধ তাহাও এই ভূমিকাতেই বুঝিতে হইবে।৫ "যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী" এই স্থলে "মনসী" এই পদটীতে হ্রস্ব 'ই'কারের স্থানে যে দীর্ঘ ঈকার প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা ছান্দস অর্থাৎ বৈদিক প্রয়োগ।৬ 'যাহা জানে অর্থাৎ যাহা জ্ঞান ক্রিয়া করে তাহা জ্ঞান' এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে জ্ঞান বলিতে জ্ঞাতা আত্মা অর্থাৎ জ্ঞাতৃত্বের উপাধি অহঙ্কার। সেই অহঙ্কারে কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহকারী এবং নানাবিধ বিকল্পের সাধনস্বরূপ মনোরূপ যে করণ তাহাকে নিয়ত অর্থাৎ লীন করা উচিত। ফলিতার্থ এই যে মনের ব্যাপার সকল পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র অহঙ্কারকে অবশিষ্ট রাখা উচিত।৭ সেই যে জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞাতৃত্বের উপাধিস্বরূপ সেই যে অহঙ্কার তাহাকে মহান্ আত্মায় অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক মহৎ-তত্ত্বে নিয়ত (লীন) করা কর্ত্তব্য।৮ অহঙ্কার দুই প্রকার —বিশেষরূপ এবং সামান্যরূপ।৯ তন্মধ্যে 'এই আমি ইঁহার পুত্র' এই প্রকারে ব্যক্ত ভাবে যে বিশেষরূপ অভিমান হয় তাহা বিশেষরূপ **ব্যষ্টি অহঙ্কার**।১০ আর কেবলমাত্র "অস্মি"—'আমি'

অস্মীত্যেতাবন্মাত্রমভিমন্যমানঃ সামান্যরূপঃ সমষ্ট্যহঙ্কারঃ।১১ স চ হিরণ্যগর্ভো মহানাত্মেতি চ সর্ব্বানুস্যূতত্বাদুচ্যতে।১২ তাভ্যামহঙ্কারাভ্যাং বিবিক্তো নিরুপাধিকঃ শান্তাত্মা সর্ব্বান্তরশ্চিদেকরসস্তস্মিন্ মহান্তমাত্মানং সমষ্টিবুদ্ধিং নিযচ্ছেৎ।১৩ এবং তৎকারণমব্যক্তমপি নিযচ্ছেৎ।১৪ ততো নিরুপাধিকত্বম্পদলক্ষ্যঃ শুদ্ধাত্মা সাক্ষাৎকৃতো ভবতি।১৫ শুদ্ধে হি চিদেকরসে প্রত্যগাত্মনি জড়শক্তিরূপমনির্ব্বাচ্যমব্যক্তং প্রকৃতিরুপাধিঃ সা চ প্রথমং সামান্যাহঙ্কাররূপং মহত্তত্ত্বং নাম ধৃত্বা ব্যক্তীভবতি। ততো বহির্বিশেষাহঙ্কাররূপেণ। ততো বহির্মনোরূপেণ। ততো বহির্বাগাদীন্দ্রিয়রূপেণ।১৭ তদেতৎ শ্রুত্যাভিহিতম্, "ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রেয়েভ্যঃ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥ মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥" (কঠ উঃ ১।৩।১০, ১১) ইতি।১৮ তত্র গবাদিষ্বিব বাঙ্‌নিরোধঃ প্রথমা ভূমিঃ, বালমুগ্ধাদিষ্বিব নির্ম্মনস্তং দ্বিতীয়া, তন্দ্র্যাদিষ্বিবাহঙ্কাররাহিত্যং তৃতীয়া, সুষুপ্তাবিব মহত্তত্ত্বরাহিত্যং চতুর্থী। তদেতদ্ভূমিচতুষ্টয়মপেক্ষ্য শনৈঃ শনৈরুপরমেদিত্যুক্তম্।১৯ যদ্যপি

এই প্রকার যে সামান্যরূপ অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণরূপে অভিমন্যমান অর্থাৎ অভিমানগোচর বস্তু তাহাই **সমষ্টি অহঙ্কার**।১১ সেই সমষ্টি অহঙ্কারই সর্ব্বানুস্যূত অর্থাৎ সকল জীবের মধ্যে অনুগতাকারে বিদ্যমান থাকায় তাহা **'হিরণ্যগর্ভ'** অথবা **'মহান্ আত্মা'** এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে।১২ সেই দ্বিবিধ অহঙ্কার হইতে যাহা বিবিক্ত অর্থাৎ পৃথক্‌ভূত, এবং যাহা নিরুপাধিক অর্থাৎ কোনরূপ উপাধিবিহীন তাহাই **শান্তাত্মা**; তাহা সর্ব্বাপেক্ষা আন্তর অর্থাৎ অন্তরতম এবং তাহা চিদেকরস অর্থাৎ শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ। সেই শান্ত আত্মায় মহান্ আত্মাকে অর্থাৎ সমষ্টি বুদ্ধিকে নিয়ত করিতে য়।১৩ এইরূপে তৎকারণ যে অব্যক্ত অর্থাৎ সমষ্টি বুদ্ধির কারণীভূত যে অব্যক্ত তাহাকেও ঐ শান্ত আত্মায় নিয়ত অর্থাৎ বিলীন করা উচিত।১৪ তাহা হইলে পর 'ত্বং'পদের লক্ষ্য অর্থাৎ লাক্ষণিক অর্থ যে নিরুপাধিক শুদ্ধ আত্মা তাহার সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে।১৫ কারণ জড়শক্তিরূপ অনির্ব্বচনীয় অব্যক্ত নামক যে প্রকৃতি তাহাই শুদ্ধ চিদেকরস (চৈতন্যস্বরূপ) প্রত্যগাত্মার উপাধি হইতেছে।১৬ তাহা অর্থাৎ সেই অব্যক্ত বা অনির্ব্বচনীয়া মায়াপরনামা প্রকৃতি প্রথমতঃ সামান্যাহঙ্কারস্বরূপ 'মহৎ-তত্ত্ব' নাম ধরিয়া ব্যক্ত হইয়া থাকে। তাহা অপেক্ষা বহির্ভাগে বিশেষাহঙ্কাররূপে এবং তাহা অপেক্ষা বাহিরে মনোরূপে এবং তাহারও বাহিরে বাগিন্দ্রিয়রূপে অভিব্যক্ত হয়।১৭ ইহা শ্রুতিমধ্যে এইরূপে অভিহিত হইয়াছে, যথা—"জ্ঞানিগণ ইন্দ্রিয় সকলকে (বিষয় অপেক্ষা) পর অর্থাৎ সূক্ষ্ম বলিয়া থাকেন; মনঃ ইন্দ্রিয় সকল অপেক্ষা পর অর্থাৎ সূক্ষ্ম বা অন্তরের হইতেছে, বুদ্ধি মনের চেয়ে সূক্ষ্ম, মহান্ আত্মা বুদ্ধি হইতে সূক্ষ্ম, অব্যক্ত মহৎ অপেক্ষা সূক্ষ্ম এবং পুরুষ অব্যক্ত অপেক্ষা সূক্ষ্ম হইতেছে। পুরুষের চেয়ে আর কিছু সূক্ষ্ম নাই; তাহাই কাষ্ঠা এবং তাহাই পরমা গতি।"১৮ (বাক্যকে মনে সংযত করিবে ইত্যাদি যে সকল নিয়ম বলা হইয়াছে) তন্মধ্যে গবাদি প্রাণীর ন্যায় বাক্যনিরোধ অর্থাৎ নির্ব্বাক্ হওয়া প্রথমা ভূমিকা। বালক ও মুগ্ধ অর্থাৎ মোহগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় নির্মনাঃ অর্থাৎ মনোবিহীন হওয়া দ্বিতীয়া ভূমিকা। নিদ্রাদিকালের ন্যায় অহংকারহীন

মহত্তত্ত্বশান্তাত্মনোর্মধ্যে মহত্তত্ত্বোপাদনমব্যাকৃতাখ্যং তত্ত্বং শ্রুত্যোদাহারি, তথাপি তত্র মহত্তত্ত্বস্য নিয়মনং নাভ্যধায়ি, সুষুপ্তাবিব [জীবস্বরূপস্য "সতা সোম্য, তদা সম্পন্নো ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ, (ছাঃ উঃ ৬।৮।১—)] স্বরূপলয়প্রসঙ্গাৎ, তস্য চ কর্ম্মক্ষয়ে সতি পুরুষপ্রযত্নমন্তরেণ স্বতএব সিদ্ধত্বাৎ তত্ত্বদর্শনানুপযোগিত্বাচ্চ। "দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ" (কঠ উঃ ১।৩।১২) ইতি পূর্ব্বমভিধায় সূক্ষ্মত্বসিদ্ধয়ে নিরোধসমাধেরভি-

হওয়া তৃতীয়া ভূমি। সুষুপ্তিকালের ন্যায় মহৎ-তত্ত্ব বিরহিত হওয়া চতুর্থী ভূমিকা। এই চারিপ্রকার ভূমিকাকে লক্ষ্য করিয়াই "শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ" অর্থাৎ "ধীরে ধীরে উপরত হওয়া উচিত"—এইরূপ বলা হইয়াছে।১৯ এস্থলে "ইন্দ্রিয়াণি" ইত্যাদি শ্রুতিতে যদিও মহৎ-তত্ত্ব এবং শান্ত আত্মার মধ্যে মহৎ-তত্ত্বের উপাদানরূপে অব্যাকৃত নামক তত্ত্ব উদাহৃত হইয়াছে তথাপি মহৎ-তত্ত্বকে যে সেই অব্যাকৃত অব্যক্ত মধ্যে নিয়ত (লয়যুক্ত) করিতে হইবে তাহা (লয়প্রতিপাদক "যচ্ছেদ্বাক্" ইত্যাদি শ্রুতিতে) বলা হয় নাই; অর্থাৎ মহৎ-তত্ত্বকে অব্যক্তে লীন করা অভিপ্রেত নহে বলিয়া মহৎ-তত্ত্বের নিরোধ বা লয়ের বিষয় বলা হয় নাই; কারণ তাহা হইলে "হে সৌম্য! জীব তৎকালে অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে সৎপদার্থে অর্থাৎ পরব্রহ্মে সম্পন্ন হয় অর্থাৎ লীন হয়" এই শ্রুতিমতে সুষুপ্তিতে যেমন জীবের স্বরূপের লয় হইয়া যায় সেইরূপ এস্থলেও সেই মহৎ-তত্ত্বের স্বরূপের লয় হইয়া পড়ে। (অথচ ইহা অনভিপ্রেত অর্থাৎ এরূপ হইলে কোনও প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না।) কিন্তু ভোগপ্রদ কর্ম্মের ক্ষয় হইলে (প্রতিদিন সুষুপ্তি কালে) পুরুষের প্রযত্ন বিনাই তাহা (অব্যাকৃত নামক কারণে মহৎ-তত্ত্বের যে লয় তাহা) স্বতঃই সিদ্ধ হইয়া থাকে। আর ঐ যে মহৎ-তত্ত্বের লয় তাহা তত্ত্বদর্শনের উপযোগীও নহে অর্থাৎ মহৎ-তত্ত্বের নাশ না হইলে যে তত্ত্বদর্শন হইবে না এরূপ নহে। (প্রত্যুত বুদ্ধিরূপ মহৎতত্ত্বের নাশ হইলে তত্ত্বদর্শনই হইতে পারে না) কারণ শ্রুতিমধ্যে "অগ্রভূমিতে উপস্থাপিত যে সূক্ষ্ম বুদ্ধি তাহারই দ্বারা কিন্তু সেই পরমপদার্থ সূক্ষ্মদর্শী (তত্ত্বদর্শী) ব্যক্তিগণের দ্বারা সাক্ষাৎকৃত হইয়া থাকে" প্রথমে এইরূপ নির্দ্দেশ আছে বলিয়া তদনন্তর ঐ যে বাক্ প্রভৃতির নিরোধরূপ নিরোধসমাধির বিষয় বলা হইয়াছে মনের সূক্ষ্মতা সম্পাদন করিবার জন্যই ঐরূপ উপদেশ করা হইয়াছে। [**অভিপ্রায়** এই যে, কিভাবে আত্মদর্শন হইতে পারে এই প্রকার জিজ্ঞাসা হইলে তদুত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন "দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা" ইত্যাদি। সুতরাং অগ্র্য অর্থাৎ সূক্ষ্ম-সংস্কৃত মনই আত্মদর্শনের হেতু বা কারণ। কিরূপে মন সূক্ষ্ম বা সংস্কৃত হইতে পারে? ইহারই উত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন "যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী" ইত্যাদি। সুতরাং বাগাদির নিরোধরূপ যে নিরোধ সমাধি তাহার দ্বারাই মন সূক্ষ্ম সংস্কৃত আত্মদর্শনের উপযোগী হয়। ইহা জানাইয়া দেওয়াই শ্রুতির কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই মন অর্থাৎ মহৎ-তত্ত্বের লয় সাধন করা অভিপ্রেত নহে। কারণ তাহা হইলে আত্মদর্শনের করণ না থাকায় আত্মদর্শনই হইতে পারিবে না। কাজেই মহৎ-তত্ত্বকে অর্থাৎ আত্মদর্শনের সাধন যে মন যাহা "দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা" এই শ্রুতিতে 'বুদ্ধি' নামে অভিহিত হইয়াছে তাহাকে আর তদীয় কারণ যে অব্যক্ত তাহাতে লীন করিতে হইবে না।] সেই যে নিরোধ সমাধি তাহা তত্ত্বদিদৃক্ষু অর্থাৎ তত্ত্ব-দর্শনাভিলাষী ব্যক্তির তত্ত্বদর্শনের সাধন অর্থাৎ উপায় বলিয়া এবং দৃষ্টতত্ত্ব (যিনি তত্ত্বদর্শন করিয়াছেন

ধানাৎ। স চ তত্ত্বদিদৃক্ষোর্দর্শনসাধনত্বেন দৃষ্টতত্ত্বস্য চ জীবন্মুক্তিরূপক্লেশক্ষয়াপেক্ষিতঃ।২০ নমু শান্তাত্মন্যবরুদ্ধস্য চিত্তস্য বৃত্তিরহিতত্বেন সুষুপ্তিবদদর্শনহেতুত্বমিতি চেন্ন স্বতঃসিদ্ধস্য দর্শনস্য নিবারয়িতুমশক্যত্বাৎ। তদুক্তম্ "আত্মানাত্মাকারং স্বভাবতোঽবস্থিতং সদা চিত্তম্। আত্মৈকাকারতয়া তিরস্কৃতানাত্মদৃষ্টিবিদধীত।" যথা ঘট উৎপদ্যমানঃ স্বতো বিয়ৎপূর্ণ এবোৎপদ্যতে, জলতণ্ডুলাদিপূরণন্তুৎপন্নে ঘটে পশ্চাৎপুরুষপ্রযত্নেন ভবতি। তত্র জলাদৌ নিঃসারিতেঽপি বিয়ন্নিঃসারয়িতুং ন শক্যতে; মুখপিধানেঽপ্যন্তর্বিয়দবতিষ্ঠত এব, তথা চিত্তমুৎপদ্যমানং চৈতন্যপূর্ণমেব উৎপদ্যতে, উৎপন্নে তু তস্মিন্ মূষানিষিক্ত-দ্রুততাম্রবৎ [সুখাদি] ঘট দুঃখাদিরূপত্বং ভোগহেতুধর্ম্মাধর্ম্মসহকৃতসামগ্রীবশাদ্ভবতি। তত্র ঘটদুঃখাদ্যনাত্মাকারে বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসেন নিবারিতেঽপি নির্নিমিত্তশ্চিদাকারো

তাদৃশ) পুরুষের জীবন্মুক্তিরূপ ক্লেশক্ষয়ের নিমিত্ত অপেক্ষিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ বিনি তত্ত্বদর্শন করিতে ইচ্ছুক এবং বিনি তত্ত্বদর্শন করিয়াছেন তাঁহাদের উভয়েরই নিরোধ সমাধি আবশ্যক। তবে তত্ত্বদিদৃক্ষুর পক্ষে তত্ত্বদর্শনের জন্য নিরোধ সমাধি করিতে হয়, আর দৃষ্টতত্ত্ব ব্যক্তিকে ক্লেশক্ষয়ের জন্য তাহা করিতে হয়। কারণ দৃষ্টতত্ত্ব ব্যক্তি জীবন্মুক্ত পুরুষ; তাঁহার প্রারব্ধ ক্ষয় আবশ্যক।২০ শঙ্কা হইতে পারে যে, চিত্ত শান্ত আত্মায় অবরুদ্ধ হইলে যখন তাহা বৃত্তিশূন্য হইয়া যায় তখন সেই চিত্ত-নিরোধও সুষুপ্তির ন্যায় দর্শনের হেতু হইতে পারে না অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে চিত্তবৃত্তি না থাকায় যেমন তৎকালে কোনও বিশেষ জ্ঞান থাকে না সেইরূপ চিত্তনিরোধকালেও ত জ্ঞান থাকিবে না? এই প্রকার শঙ্কা করা চলে না; কারণ স্বতঃসিদ্ধ যে দর্শন তাহাকে নিবৃত্ত করা যায় না। অর্থাৎ শান্তস্বরূপ আত্মায় চিত্তের নিরোধ করিলে মেঘাপগমে সূর্য্যের ন্যায় চেতনস্বরূপ আত্মার স্বতঃসিদ্ধ চৈতন্য আবরণ না থাকায় অপ্রতিহত ভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে; কাজেই তৎকালে অদর্শনের আপত্তি করা চলে না। কারণ তৎকালে নিত্য বিদ্যমান যে জ্ঞান তাহাই প্রকাশমান হইয়া থাকে। ইহা এইরূপ কথিতও আছে, যথা—"চিত্ত সর্ব্বদা স্বভাবতঃ আত্মা ও অনাত্মার আকারে আকারিত হইয়া অবস্থিত থাকে। আত্মৈকাকারতা দ্বারা অর্থাৎ সমাধিবলে কেবলমাত্র আত্মাকারতা সম্পাদন করিয়া চিত্ত হইতে অনাত্মদৃষ্টিকে তিরস্কৃত অর্থাৎ দূরীভূত করা উচিত।" ঘট যেমন উৎপন্ন হইবার সময়ে আকাশের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াই উৎপন্ন হইয়া থাকে, পরে পুরুষের প্রযত্নে তাহাকে জল অথবা তণ্ডুল প্রভৃতির দ্বারা পূর্ণ করা হয়। তাহা হইতে জলাদি দ্রব্যকে নিঃসারিত করিলেও আকাশকে কিন্তু নিঃসারিত করা যায় না; এমন কি তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিলেও তাহার মধ্যে আকাশ থাকিয়াই যায়। সেইরূপ চিত্ত যখন উৎপন্ন হয় তখন তাহা চৈতন্যের দ্বারা পূর্ণ হইয়াই উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর তাহা উৎপন্ন হইলে পর মুষায় (ছাঁচে) নিষিক্ত (ঢালা) দ্রুত (গলিত) তাম্রধাতুর ন্যায় অর্থাৎ গলিত তাম্রাদি ধাতুকে ছাঁচে ঢালিলে তাহা যেমন ছাঁচের আকার প্রাপ্ত হয় সেইরূপ তাহাতে ভোগের হেতুভূত ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম থাকে এবং দুঃখাদির অন্যান্য সামগ্রী বিদ্যমান থাকে বলিয়া তাহা সুখ দুঃখাদির আকারে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর সেই চিত্তের যে ঘটাকারতা অথবা দুঃখাদি অনাত্মাকারতা তাহা বিরাম প্রত্যয়ের অভ্যাসের দ্বারা নিবারিত হইলে নির্নিমিত্ত অর্থাৎ স্বাভাবিক

যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্ ।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬ ॥

চঞ্চলম্ অস্থিরং মনঃ যত যতঃ নিশ্চলতি ততঃ ততঃ এতৎ নিয়ম্য আত্মনি এব বশং নয়েৎ অর্থাৎ চঞ্চল এবং অস্থির মন যে যে বিষয়ে ধাবিত হইবে, সেই সেই বিষয় হইতে উহাকে প্রত্যাহৃত করিয়া আত্মাতেই স্থিরভাবে বশ করিয়া রাখিতে হইবে॥২৬

বারয়িতুং ন শক্যতে। ততো নিরোধসমাধিনা নির্বৃত্তিকেন চিত্তেন সংস্কারমাত্রশেষতয়াতিসূক্ষ্মত্বেন নিরুপাধিকচিদাত্মমাত্রাভিমুখত্বাদ্বৃত্তিং বিনৈব নির্বিঘ্নমাত্মানুভূয়তে।২১ তদেতদাহ "আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ" ইতি।—আত্মনি নিরুপাধিকে প্রতীচি সংস্থা সমাপ্তির্যস্য তদাত্মসংস্থং সর্ব্বপ্রকারবৃত্তিশূন্যং স্বভাবসিদ্ধাত্মাকারমাত্রাবিশিষ্টং মনঃ কৃত্বা ধৃতিগৃহীতয়া বিবেকবুদ্ধ্যা সম্পাদ্যাসম্প্রজ্ঞাতসমাধিস্থঃ সন্ কিঞ্চিদপি অনাত্মানমাত্মানং বা ন চিন্তয়েৎ, ন বৃত্ত্যা বিষয়ীকুর্য্যাৎ। অনাত্মাকারবৃত্তৌ হি ব্যুত্থানমেব স্যাৎ। আত্মাকারবৃত্তৌ চ সম্প্রজ্ঞাতসমাধিরিত্যসম্প্রজ্ঞাতসমাধিস্থৈর্য্যায় কামপি চিত্তবৃত্তিং নোৎপাদয়েদিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

এবং নিরোধসমাধিং কুর্ব্বন্ যোগী—। শব্দাদীনাং চিত্তবিপেক্ষহেতূনাং মধ্যে "যতো যতো" যস্মাৎ যস্মান্নিমিত্তাচ্ছব্দাদের্বিষয়াৎ রাগদ্বেষাদেশ্চ "চঞ্চলং"

যে চিদাকারতা তাহার নিবৃত্তি করা যায় না। সেইজন্য নিরোধ সমাধির দ্বারা চিত্ত নির্বৃত্তিক অর্থাৎ বৃত্তিবিহীন হইলে তাহা কেবলমাত্র সংস্কার স্বরূপ হইয়া অতি সূক্ষ্ম হইয়া যায়; আর সেই কারণে তাহা নিরুপাধিক যে চিদাত্মা কেবল তাহারই অভিমুখীন হইয়া থাকে। আর সেই কারণে তখন বৃত্তি ব্যতীতই কেবলমাত্র চিত্তের দ্বারা নির্ব্বাধভাবে আত্মা অনুভূত হইতে থাকে অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হইতে থাকে।২১ এইরূপ অর্থই ভগবান্ "আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ" এই সন্দর্ভে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উক্ত সন্দর্ভটীর অর্থ এইরূপ;—আত্মায় অর্থাৎ উপাধিশূন্য প্রত্যগাত্মায়, সংস্থা অর্থাৎ সমাপ্তি যাহার তাহা আত্মসংস্থ; সুতরাং ইহার অর্থ হয় এই যে মনকে অর্থাৎ চিত্তকে আত্মসংস্থ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বৃত্তিশূন্য করিয়া—চিত্তের স্বভাবসিদ্ধ যে আত্মাকারতা তাহাতে কেবলমাত্র তাহাই অবশিষ্ট রাখিয়া;—(কিরূপে তাহা করা যায় তাহাই বলিতেছেন) **বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া**=ধৃতিগৃহীতা বুদ্ধির দ্বারা—অর্থাৎ বিবেক বুদ্ধির দ্বারা চিত্তকে আত্মসংস্থ করিয়া, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিস্থ হইয়া আত্মাই হউক অথবা অনাত্মাই হউক কোনও বস্তুর বিষয় চিন্তা করিবে না অর্থাৎ কোনও বস্তুকে বৃত্তির দ্বারা বিষয়ীভূত করা উচিত নহে। কারণ অনাত্মাকারা বৃত্তি হইলে সমাধি হইতে ব্যুত্থান হইয়া পড়িবে আর যদি আত্মাকারা বৃত্তি থাকে তাহা হইলে সম্প্রজ্ঞাত সমাধিই হইবে কিন্তু অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইবে না; এই কারণে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির স্থিরতা সম্পাদন করিবার জন্য কোনওরূপ বৃত্তি উৎপাদন করা উচিত নহে, ইহাই অভিপ্রেত অর্থ।২২—২৫॥

অনুবাদ—যোগী ব্যক্তি এইপ্রকারে নিরোধ সমাধি সম্পাদন করিবার কালে চিত্তবিক্ষেপের হেতুস্বরূপ যে সকল শব্দাদি বিষয় আছে তন্মধ্যে **যতো যতঃ**=যেগুলির জন্য অর্থাৎ শব্দাদি বিষয় এবং রাগদ্বেষ প্রভৃতি যে যে নিমিত্তের জন্য **মনঃ**=মন **চঞ্চলং**=চঞ্চল হইয়া অর্থাৎ বিক্ষেপের অভিমুখ

বিক্ষেপাভিমুখং সৎ "মনো নিশ্চরতি" বিক্ষিপ্তং সৎ বিষয়াভিমুখং প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্প-স্মৃতীনামন্যতমামপি সমাধিবিরোধিনীং বৃত্তিমুৎপাদয়তি, তথা লয়হেতূনাং নিদ্রা-শেষবহ্বশনশ্রমাদীনাং মধ্যে যতো যতো নিমিত্তাদস্থিরং লয়াভিমুখং সম্মনো নিশ্চরতি লীনং সৎ সমাধিবিরোধিনীং নিদ্রাখ্যাং বৃত্তিমুৎপাদয়তি "ততস্ততো" বিক্ষেপনিমিত্তাল্লয়নিমিত্তাচ্চ "নিয়ম্যৈতৎ"মনো নির্ব্বৃত্তিকং কৃত্বা "আত্মন্যেব" স্বপ্রকাশ-পরমানন্দঘনে "বশং নয়েৎ" নিরুন্ধ্যাৎ, যথা ন বিক্ষিপ্যেত নবা লীয়েতেতি।১ এবকারো হনাত্মগোচরত্বং সমাধের্বারয়তি।২ এতচ্চ বিবৃতং গৌড়াচার্য্যপাদৈঃ, "উপায়েন নিগৃহ্লীয়াৎ বিক্ষিপ্তং কামভোগয়োঃ। সুপ্রসন্নং লয়ে চৈব যথাকামো লয়স্তথা॥ দুঃখং সর্ব্বমনুস্মৃত্য কামভোগং নিবর্ত্তয়েৎ। অজং সর্ব্বমনুস্মৃত্য জাতং নৈব তু পশ্যতি॥ লয়ে সম্বোধয়েচ্চিত্তং বিক্ষিপ্তং শময়েৎ পুনঃ। সকষায়ং বিজানীয়াৎ সমপ্রাপ্তং ন চালয়েৎ॥ নাস্বাদয়েৎ সুখং তত্র নিঃসঙ্গঃ প্রজ্ঞয়া ভবেৎ। নিশ্চলং

হইয়া **নিশ্চরতি**=নিশ্চরিত।(নির্গত) হয় অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে এবং তাহার ফলে প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি ইহাদের যে কোনও একটী বৃত্তি উৎপাদন করে যাহা (যে বৃত্তি) বিষয়ের দিকে ধাবিত হয় এবং সমাধির বিরোধিতা জন্মাইয়া থাকে,—। এইরূপ লয়ের (চিত্তলয়ের) হেতুস্বরূপ নিদ্রাশেষ অর্থাৎ নিদ্রালুতা, বহু ভোজন ও পরিশ্রম প্রভৃতি যে যে কারণে মন **অস্থিরং**= অস্থির অর্থাৎ লয়াভিমুখ হইয়া নির্গত হয় অর্থাৎ লয়গ্রস্ত হইয়া সমাধির বিরুদ্ধ নিদ্রা নামক বৃত্তি জন্মায় **ততঃ ততঃ**=সেই সেই স্থল হইতে অর্থাৎ বিক্ষেপের এবং লয়ের কারণীভূত সেই সেই বিষয় হইতে **এতৎ**=এই মনকে **নিয়ম্য**=নিয়ত করিয়া নির্বৃত্তিক (বৃত্তিশূন্য) করিয়া **আত্মনি এব**= স্বয়ম্প্রকাশ পরমানন্দ স্বরূপ যে আত্মা কেবলমাত্র তাহারই **বশংনয়েৎ**=বশবর্ত্তী করিতে হয় অর্থাৎ নিরুদ্ধ করিতে হয়, যাহার ফলে তাহা আর বিক্ষিপ্ত অথবা লয়গ্রস্ত হইতে পারে না।১ 'এব'কারটী অর্থাৎ "আত্মন্যেব" এই স্থলে যে 'এব' এই শব্দটী আছে তদ্দারা সমাধির অনাত্মবিষয়তা নিষিদ্ধ হইতেছে; অর্থাৎ তৎকালে কেবলমাত্র আত্মাই সমাধির আলম্বন হইবে, কোনরূপ অনাত্মা সমাধির আলম্বন হইবেনা। ইহাই 'এব'কার প্রয়োগ করিয়া জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই বিষয়টী পূজ্যপাদ গৌড়পাদাচার্য্য তদীয় মাণ্ডুক্যকারিকা মধ্যে পাঁচটী কারিকায় বিস্তৃতভাবে বলিয়া গিয়াছেন। যথা,—"কাম ও ভোগের জন্য চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে; তাহাকে উপায়ের দ্বারা নিগৃহীত অর্থাৎ নিরুদ্ধ করা উচিত। আর লয়াবস্থায় চিত্ত সুপ্রসন্ন হইলেও তাহা নিরুদ্ধ করা উচিত; যেহেতু কামের ন্যায় লয়ও অনর্থের হেতু হইয়া থাকে। 'সমস্তই দুঃখস্বরূপ' ইহা স্মরণ করিয়া চিত্তকে কাম ও ভোগ হইতে নিবৃত্ত করিবে। 'সমস্তই অজ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ' ইহা ভাবিয়া দ্বৈতজাত আর দেখিবে না অর্থাৎ ঐরূপ ভাবনায় দ্বৈতবোধ আর থাকেনা। (নিদ্রাদিবশতঃ) চিত্তের লয় হইলে তাহাকে সম্বোধিত করিবে অর্থাৎ আত্মবিবেকদর্শনে নিযুক্ত করিবে; আবার চিত্ত (বিষয় ভোগে) বিক্ষিপ্ত হইলে তাহাকে নিবৃত্ত করিবে। চিত্ত কখন সকষায় অর্থাৎ বিষয়বাসনারূপ বীজযুক্ত হইয়া রহিয়াছে তাহা বিশেষরূপে অবগত হইবে অর্থাৎ তাহা অবগত হইয়া চিত্তনিরোধ করিবে। চিত্ত সমপ্রাপ্ত অর্থাৎ

নিশ্চরচ্চিত্তমেকীকুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ॥ যদা ন লীয়তে চিত্তং ন চ বিক্ষিপ্যতে পুনঃ। অনিঙ্গনমনাভাসং নিষ্পন্নং ব্রহ্ম তৎ তদা॥” ইতি পঞ্চভিঃ শ্লোকৈঃ।৩ উপায়েন বক্ষ্যমাণেন বৈরাগ্যাভ্যাসেন কামভোগয়োর্বিক্ষিপ্তং প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পস্মৃতীনামন্যতময়াপি বৃত্ত্যা পরিণতং মনো নিগৃহ্নীয়াৎ নিরুন্ধ্যাৎ আত্মন্যেবেত্যর্থঃ।৪ কামভোগয়োরিতি চিন্ত্যমানাবস্থাভুজ্যমানাভেদেন দ্বিবচনম্।৫ তথা লীয়তেঽস্মিন্নিতি লয়ঃ সুষুপ্তং তস্মিন্ সুপ্রসন্নমায়াসবর্জ্জিতমপি মনো নিগৃহ্নীয়াদেব।৬ সুপ্রসন্নঞ্চেৎ কুতো নিগৃহ্যতে তত্রাহ—যথা কামো বিষয়গোচরপ্রমাণাদিবৃত্ত্যুৎপাদনেন সমাধিবিরোধী, তথা লয়োঽপি নিদ্রাখ্যবৃত্ত্যুৎপাদনেন সমাধিবিরোধী। সর্ব্ববৃত্তিনিরোধো হি সমাধিঃ, অতঃ কামাদিকৃতবিক্ষেপাদিব শ্রমাদিকৃতলয়াদপি মনো নিরোদ্ধব্যমিত্যর্থঃ।৭ উপায়েন নিগৃহ্নীয়াৎ কেন ইত্যুচ্যতে—সর্ব্বং দ্বৈতমবিদ্যাবিজৃম্ভিতমল্পং দুঃখমেবেত্যনুস্মৃত্য “যো বৈ

ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে চালিত করিবেনা। অর্থাৎ তাহা হইতে বিচ্যুত হইবার চেষ্টা করিবে না। আবার তৎকালে (পরমসুখ অভিব্যক্ত হইলেও বৃত্তিদ্বারা) সুখাস্বাদন করিবে না; আবার প্রজ্ঞার সহিতও সঙ্গ করিবেনা—কিন্তু নিঃসঙ্গ হইবে অর্থাৎ প্রজ্ঞাও পরিত্যাগ করিবে। নিশ্চল ও নিশ্চর চিত্তকে প্রযত্নপূর্ব্বক একীভূত করিবে। (এইরূপে) চিত্ত যখন (নিদ্রাদিবশে) লয় প্রাপ্ত হইবে না কিংবা তাহা আর বিক্ষিপ্তও হইবেনা এবং তাহা অনিঙ্গন অর্থাৎ অচল এবং অনাভাস অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বিষয়াবভাসরহিত হইবে তখন সেই চিত্ত ব্রহ্মস্বরূপ নিষ্পন্ন হইবে অর্থাৎ প্রাপ্ত হইবে।৩ উক্ত কারিকাগুলির ব্যাখ্যা এইরূপ;—চিত্ত যখন কাম ও ভোগে বিক্ষিপ্ত অর্থাৎ প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প ও স্মৃতি ইহাদের মধ্যে কোনও একটী বৃত্তিতে পরিণত হইয়াছে জানিবে তখনই তাহাকে নিগৃহীত করা উচিত অর্থাৎ আত্মাভিমুখ করিয়া আত্মাতে নিরুদ্ধ করা কর্ত্তব্য।৪ “কামভোগয়োঃ” এস্থলে ইহাদের চিন্ত্যমান অবস্থা ও ভুজ্যমান অবস্থাভেদের জন্য দ্বিবচন প্রযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ বিষয় সকল যখন চিন্তাদ্বারা উপভোগ করা হয় তখন তাহাকে ‘কাম’ বলে, আর যখন তাহা উপভোগ করা হয় তখন তাহাকে ‘ভোগ’ বলে; এইরূপে ইহাদের অবস্থা দুই প্রকার, ইহা জানাইয়া দিবার জন্যই এস্থলে দ্বিবচন প্রয়োগ করা হইয়াছে।৫ ‘যাহাতে লীন হয়’ এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে **লয় বলিতে সুষুপ্তি** বুঝায়; সেই সুষুপ্তিতে চিত্ত সুপ্রসন্ন অর্থাৎ আয়াসবর্জ্জিত হইলেও তাহাকে অবশ্যই নিরুদ্ধ করা উচিত।৬ যদি তাহা সুপ্রসন্নই হইল তাহা হইলে আর নিবৃত্ত করিবার দরকার কি? ইহারই উত্তরে বলিতেছেন “যথা কামঃ” ইত্যাদি। কামনা যেমন বিষয়গোচর প্রমাণাদি বৃত্তি জন্মাইয়া সমাধির বিরোধী হইয়া থাকে, বিরোধিতা করিয়া থাকে, লয়ও সেইরূপ নিদ্রা নামক বৃত্তি উৎপাদন করিয়া সমাধির বিরোধী হয়। কিন্তু সমাধি হইতেছে সমস্ত বৃত্তির নিরোধ। এ কারণে কামনা প্রভৃতির জন্য যে বিক্ষেপ হয় তাহা হইতে যেমন চিত্তকে নিরুদ্ধ করা উচিত সেইরূপ শ্রমাদি জন্য যে লয় হয় তাহা হইতেও চিত্তকে নিবৃত্ত করা কর্ত্তব্য, ইহাই অভিপ্রেত অর্থ।৭ পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে উপায়ের দ্বারা নিগৃহীত করিবে; সেই উপায়টী কি? তাহাই এইবার বলিতেছেন—। সমস্ত দ্বৈতই অবিদ্যার বিলাসমাত্র এবং তাহা অতি অল্প; এ কারণে তাহা কেবল দুঃখস্বরূপ;—এইরূপ অনুস্মরণ করিয়া অর্থাৎ “যাহা ভূমা (বৃহৎ ব্রহ্ম)

ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি। অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং তদ্দুঃখম্” (ছাঃ উঃ ৭।২৪।১) ইতি-শ্রুত্যর্থঃ গুরূপদেশাদনুপশ্চাৎ পর্য্যালোচ্য কামান্ চিন্ত্যমানাবস্থাম্ বিষয়ান্ ভোগান্ ভুজ্যমানাবস্থাংশ্চ বিষয়ান্নিবর্ত্তয়েৎ মনসঃ সকাশাদিতি শেষঃ।৮ কামশ্চ ভোগশ্চ কামভোগং তস্মান্মনো নিবর্ত্তয়েদিতি বা। এবং দ্বৈতস্মরণকালে বৈরাগ্যভাবনোপায় ইত্যর্থঃ।১০ এবং দ্বৈতবিস্মরণন্তু পরমোপায় ইত্যাহ, অজং ব্রহ্ম সর্ব্বং ন ততোঽতিরিক্তং কিঞ্চিদস্তীতি শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাদনন্তরমনুস্মৃত্য তদ্বিপরীতং দ্বৈতজাতং ন পশ্যত্যেব। অধিষ্ঠানে জ্ঞাতে কল্পিতস্যাভাবাৎ।১১ পূর্ব্বোপায়াপেক্ষয়া বৈলক্ষণ্যসূচনার্থস্তুশব্দঃ।১২ এবং বৈরাগ্য-ভাবনাতত্ত্বদর্শনাভ্যাং বিষয়েভ্যো নিবর্ত্ত্যমানং চিত্তংযদি দৈনন্দিনলয়াভ্যাসবশাল্লয়াভিমুখং

তাহাই সুখস্বরূপ, অল্পে সুখ নাই যেহেতু যাহা অল্প তাহা মর্ত্ত্য অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী বিনশ্বর” এই যে শ্রুতি-বচন গুরুর উপদেশ শুনিয়া, গুরুর নিকট প্রথমে ইহা শ্রবণ করিয়া তদনন্তর উক্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়া কামনা সকলকে অর্থাৎ যাহাদের বিষয় চিন্তা করা হইতেছে সেই চিন্ত্যমানাবস্থ বিষয় সকলকে এবং ভোগসকলকে অর্থাৎ যাহা ভোগকরা হইতেছে সেই ভুজ্যমানাবস্থ বিষয় সকলকে মনের (চিত্তের) নিকট হইতে নিরুদ্ধ করিবে।৮ অথবা, কাম ও ভোগ এইরূপ বিগ্রহ করিয়া (সমাহার দ্বন্দ্বে) কামভোগ এই পদ হয় ; সেই কামভোগ হইতে মনকে নিবর্ত্তিত করিবে, এরূপও অর্থ হইতে পারে।৯ অভিপ্রায় এই যে, ইহাই দ্বৈতস্মরণকালে বৈরাগ্যভাবনারূপ উপায়, অর্থাৎ চিত্তে যখন দ্বৈতবিষয়ের স্মরণরূপ বৃত্তি হয় তখন তদ্বিষয়ে এই প্রকারে যে বৈরাগ্যভাবনা করা হয় তাহাই তাহাদের নিরোধ করিবার উপায়।১০ আর দ্বৈতের যে বিস্মরণ অর্থাৎ দ্বৈতজাত একেবারে যে বিস্মৃত হওয়া তাহাই যে সমাধির পরম উপায়, তাহাই “অজম্” ইত্যাদি সন্দর্ভে বলিতেছেন। অজ ব্রহ্ম ; তাহাই সমস্ত ; তদতিরিক্ত আর কিছুই নাই ;—শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ শ্রবণ রিয়া তদনন্তর এইরূপ স্মরণ করিতে থাকিলে তদ্বিরীত দ্বৈতপ্রপঞ্চ আর দেখিতে হয়না, অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঐ প্রকার ভাবনা করে তাহার দ্বৈতদৃষ্টি, দ্বৈতবোধ লোপ পায় ; কারণ অধিষ্ঠানের জ্ঞান হইলে আর কল্পিত বস্তু থাকে না। অর্থাৎ রজ্জুতে ততক্ষণই সর্পরূপ কল্পিত বস্তু জ্ঞানগম্য হয় যতক্ষণ সেই সর্পভ্রমের অধিষ্ঠানস্বরূপ রজ্জুর বিশেষ অংশটীর জ্ঞান না হয় ; যখন তৎসম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান হয়, যখন তাহাকে রজ্জুত্বপ্রকারে রজ্জু বলিয়া জানা যায় তখন আর সর্পজ্ঞান থাকেনা। সেইরূপ ব্রহ্মে (আত্মায়) কল্পিত দ্বৈতপ্রপঞ্চ ততক্ষণই প্রতীতিগোচর হয় যতক্ষণ না তাহার স্বরূপ সাক্ষাৎকার হয়। আত্মস্বরূপ-সাক্ষাৎকার হইলে আর জগদ্ভ্রম থাকিতে পারেনা। ঐ কারিকাটীতে যে ‘তু’ এই শব্দটী আছে তাহা পূর্ব্বোক্ত উপায় অপেক্ষা এই উপায়ের বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ স্বতন্ত্রতা সূচিত করিবার জন্যই প্রযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ ‘সমস্তই দুঃখস্বরূপ’—ইহা ভাবিয়া কামভোগ হইতে নিবৃত্ত হওয়া যায়—ইহা একটী উপায় ; আর সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ এইরূপ চিন্তা করিয়াও চিত্তকে কামভোগ হইতে নিবর্ত্তিত করা যায় ; ইহাও আর একটী উপায়। কিন্তু এই শেষোক্ত নিয়মটীই উৎকৃষ্ট, ইহা প্রথমটীর অপেক্ষা বিলক্ষণ স্বতন্ত্রপ্রকার, ইহাই ‘তু’ শব্দটীর দ্বারা সূচিত হইতেছে।১২ এইরূপে বৈরাগ্যভাবনা ও তত্ত্বদর্শনের দ্বারা চিত্ত বিষয় সকল হইতে নিবৃত্ত হইতে থাকিলেও যদি তাহা দৈনন্দিন লয়ের অভ্যাসবশতঃ লয়ের অভিমুখ হয় তাহা

ভবেৎ তদা নিদ্রাশেষাজীর্ণবহ্বশনশ্রমাণাং লয়কারণানাং নিরোধেন চিত্তং সম্যক্ প্রবোধয়েদুত্থানপ্রযত্নেন।১৩ যদি পুনরেবং প্রবোধ্যমানং দৈনন্দিনপ্রবোধাভ্যাসবশাৎ কামভোগয়োর্বিক্ষিপ্তং স্যাৎ তদা বৈরাগ্যভাবনয়া তত্ত্বসাক্ষাৎকারেণ চ পুনঃ শময়েৎ।১৪ এবং পুনঃপুনরভ্যাসতো লয়াৎ সম্বোধিতং বিষয়েভ্যশ্চ ব্যাবর্ত্তিতম্, নাপি সমপ্রাপ্তমন্তরালাবস্থং চিত্তং স্তব্ধীভূতং সকষায়ং রাগদ্বেষাদিপ্রবলবাসনাবশেন স্তব্ধীভাবাখ্যেন কষায়েণ দোষেণ যুক্তং বিজানীয়াৎ সমাহিতচিত্তাদ্বিবেকেন জানীয়াৎ। ততশ্চ নেদং সমাহিতমিত্যবগম্য লয়বিক্ষেপাভ্যামিব কষায়াদপি চিত্তং নিরুন্ধ্যাৎ।১৫ ততশ্চ লয়বিক্ষেপকষায়েষু পরিহৃতেষু পরিশেষাৎ চিত্তেন সমং ব্রহ্ম প্রাপ্যতে। তচ্চ সমপ্রাপ্তং চিত্তং কষায়লয়ভ্রান্ত্যা ন চালয়েৎ বিষয়াভিমুখং ন কুর্য্যাৎ; কিন্তু ধৃতিগৃহীতয়া বুদ্ধ্যা লয়কষায়প্রাপ্তের্ব্বিবিচ্য তস্যামেব সমপ্রাপ্তাবতিযত্নেন স্থাপয়েৎ।১৬ তত্র সমাধৌ পরমসুখব্যঞ্জকেঽপি সুখং নাস্বাদয়েদেতাবন্তং কালমহং সুখীতি সুখাস্বাদরূপাং

হইলে নিদ্রালুতা, অজীর্ণতা, বহুভোজিতা ও পরিশ্রম প্রভৃতি যে সমস্ত লয়ের কারণ আছে সেইগুলির নিরোধ করিয়া চিত্তকে উত্থান প্রযত্নের দ্বারা সম্যক্‌রূপে প্রবুদ্ধ করিবে। অভিপ্রায় এই যে, প্রতিদিন সুষুপ্তি হয় বলিয়া তমোগুণের প্রবলতায় নিদ্রালুতা প্রভৃতি দোষে চিত্তের যদি লয় হয় তাহা হইলে সেই তামসলয়ের নিবৃত্তির জন্য ব্যুত্থানপ্রযত্ন অবলম্বন করিয়া চিত্তের ব্যুত্থান সম্পাদন করাই উচিত।১৩ আবার চিত্তকে এইরূপে ব্যুত্থানপ্রযত্নের দ্বারা ব্যুত্থিত করিলে যদি তাহা দৈনন্দিন (প্রাত্যহিক) ব্যুত্থানের অভ্যাসবশতঃ কাম ও ভোগেতে বিক্ষিপ্ত হইয়া যায় তাহা হইলে বৈরাগ্যভাবনাপূর্ব্বক অথবা তত্ত্বসাক্ষাৎকারের দ্বারা তাহাকে পুনর্ব্বার শান্ত অর্থাৎ নিরুদ্ধ করা উচিত। এই প্রকারে বার বার অভ্যাস করিতে থাকিলে চিত্ত যখন তামস লয় হইতে সম্বোধিত অর্থাৎ প্রবুদ্ধ বা ব্যুত্থাপিত এবং বিষয় সকল হইতেও ব্যাবর্ত্তিত অর্থাৎ নিগৃহীত হয় অথচ তাহা সমপ্রাপ্ত অর্থাৎ ব্রহ্মভাবাপন্ন হয় না কিন্তু তাহা অন্তরালাবস্থ অর্থাৎ মধ্যাবস্থায় অবস্থিত হইয়া স্তব্ধীভূত হয় তখন তাহাকে সকষায় অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি প্রবল বাসনাবশে স্তব্ধীভাব নামক কষায় যুক্ত অর্থাৎ দোষ যুক্ত বলিয়া বিজ্ঞাত হইবে অর্থাৎ সেই অবস্থাপন্ন চিত্তকে সমাহিত চিত্ত হইতে পৃথক্ বলিয়া জানিবে। আর তাহা হইলে ইহা সমাহিত হয় নাই—এইরূপ বুঝিতে পারিয়া লয় ও বিক্ষেপের ন্যায় কষায় হইতেও চিত্তকে নিরুদ্ধ করিবে।১৫ এইরূপে লয়, বিক্ষেপ এবং কষায় পরিহৃত হইলে পরিশেষে চিত্ত সমরূপ যে ব্রহ্ম তাহা প্রাপ্ত হয়। সেই সমপ্রাপ্ত অর্থাৎ ব্রহ্মভাবাপন্ন চিত্তকে কিন্তু (পূর্ব্বকথিত) কষায়ভ্রমে কিংবা লয়ভ্রমে চালিত করা উচিত নহে অর্থাৎ বিষয়াভিমুখ করা কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু ধৃতিগৃহীতা বুদ্ধির দ্বারা অর্থাৎ বিবেকবুদ্ধির দ্বারা লয়প্রাপ্তি ও কষায়প্রাপ্তি হইতে বিবিক্ত (পৃথক্) করিয়া অর্থাৎ সেই অবস্থা বিশেষ বিবেচনা সহকারে 'ইহা চিত্তের কষায় প্রাপ্ত বা লয়প্রাপ্ত দশা নহে, কিন্তু ইহা সমপ্রাপ্ত অবস্থা' এইরূপ বুঝিয়া চিত্তকে অতি যত্ন সহকারে সেই সম প্রাপ্তিতেই অর্থাৎ ব্রহ্মভাবাপত্তিতেই স্থাপিত করা উচিত।১৬ সেইরূপ সমাধি পরম সুখের অভিব্যঞ্জক (প্রকাশক) হইলেও এখন সুখ আস্বাদন করা উচিত নহে; অর্থাৎ 'আমি এতক্ষণ সুখী হইয়াছিলাম' এই প্রকারের সুখাস্বাদন রূপ বৃত্তি প্রকাশ করা

বৃত্তিং ন কুর্য্যাৎ সমাধিভঙ্গপ্রসঙ্গাদিতি প্রাগেব কৃতব্যাখ্যানম্।১৭ প্রজ্ঞয়া যদুপলভ্যতে সুখং তদপ্যবিদ্যাপরিকল্পিতং মৃষৈব ইত্যেবংভাবনয়া নিঃসঙ্গো নিস্পৃহঃ সর্ব্বসুখেষু ভবেৎ।১৮ অথবা প্রজ্ঞয়া সবিকল্পসুখাকারবৃত্তিরূপয়া সহ সঙ্গং পরিত্যজেৎ, ন তু স্বরূপসুখমপি নির্বৃত্তিকেন চিত্তেন নানুভবেৎ স্বভাবপ্রাপ্তস্য তস্য বারয়িতুমশক্যত্বাৎ।১৯ এবং সর্ব্বতো নিবর্ত্ত্য নিশ্চলং প্রযত্নবশেন কৃতং চিত্তং স্বভাবচাঞ্চল্যাদ্বিষয়াভিমুখতয়া নিশ্চরদ্বহির্নির্গচ্ছৎ একীকুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ নিরোধপ্রযত্নেন সমে ব্রহ্মণ্যেকতাং নয়েৎ।২০ সমপ্রাপ্তং চিত্তং কীদৃশম্ ইত্যুচ্যতে—যদা ন লীয়তে নাপি স্তব্ধীভবতি, তামসত্বসাম্যেন লয়শব্দেনৈব স্তব্ধীভাবস্যোপলক্ষণাৎ—ন চ বিক্ষিপ্যতে পুনঃ ন শব্দাদ্যাকারবৃত্তিমনুভবতি—। নাপি সুখমাস্বাদয়তি, রাজসত্বসাম্যেন সুখাস্বাদস্যাপি বিক্ষেপশব্দেনোপলক্ষণাৎ—। পূর্ব্বং ভেদনির্দ্দেশস্তু পৃথক্ প্রযত্নকরণায়—। এবং লয়কষায়াভ্যাং বিক্ষেপ-

উচিত নহে; কেননা তাহা হইলে সমাধিভঙ্গ হইয়া পড়িবে, ইহা পূর্ব্বেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।১৭ সুতরাং প্রজ্ঞার দ্বারা অর্থাৎ 'এক্ষণে যে সুখ উপলব্ধ করা যাইতেছে তাহাও অবিদ্যাপরিকল্পিত বলিয়া মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নহে' এইরূপ ভাবনা দ্বারা সমস্ত সুখে নিঃসঙ্গ নিঃস্পৃহ হওয়াই উচিত।১৮ অথবা প্রজ্ঞার সহিত অর্থাৎ সবিকল্পক সুখাকারা যে বৃত্তি সেই বৃত্তিরূপ প্রজ্ঞার সহিত যে সঙ্গ অর্থাৎ তাহাতে যে আসক্তি তাহাও পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু নির্বৃত্তিক (বৃত্তিশূন্য) চিত্তের দ্বারা যে স্বরূপসুখও অনুভব করিবে না তাহা নহে, কারণ তাহা অর্থাৎ সেই স্বরূপসুখ স্বভাবতঃ প্রাপ্ত অর্থাৎ স্বতঃ আগত হয় বলিয়া তাহাকে নিবারিত করিতে পারা যায় না।১৯ এইরূপে সকল দিক্ হইতে নিবর্ত্তিত করিয়া চিত্তকে প্রযত্ন সহকারে নিশ্চল করিলেও যদি চিত্ত স্বভাবের চাঞ্চল্যবশতঃ অর্থাৎ চিত্ত স্বভাবতঃ চঞ্চল বলিয়া যদি বিষয়াভিমুখ হইয়া বাহিরে নির্গত হয়—বহির্মুখ হয় তবে তাহাকে প্রযত্ন সহকারে অর্থাৎ নিরোধ প্রযত্নের দ্বারা একীভূত করিবে অর্থাৎ সমস্বরূপ যে ব্রহ্ম তাহাতে এক অভিন্ন করিয়া দিবে।২০ সেই যে সমপ্রাপ্ত চিত্ত তাহার স্বরূপ কিরূপ? তাহাই বলা যাইতেছে;—যৎকালে চিত্ত লীন হয় না কিংবা স্তব্ধীভূত হয় না—। (এস্থলে যদিও কারিকামধ্যে 'স্তব্ধীভূত হয় না' এই অংশটী কথিত হয় নাই তথাপি) তামসত্ব সাদৃশ্যে লয় শব্দের দ্বারাই স্তব্ধীভাবও উপলক্ষিত (সূচিত) হইয়াছে; অর্থাৎ লয়েতেও তামসত্ব আছে এবং স্তব্ধীভাবেও তামসত্ব আছে বলিয়া এবং তামসত্বের ফলে লয়ের ন্যায় স্তব্ধীভাবও হইতে পারে বলিয়া এবং দুইটীই সমাধির প্রতিপক্ষ বলিয়া উহাদের মধ্যে একটীর নির্দ্দেশ করা হইলে অপরটীও বিবক্ষিত বুঝিয়া লইতে হইবে; কাজেই 'চিত্ত লীন হয় না' বলায় চিত্ত স্তব্ধীভূতও হয় না ইহা অর্থতঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকে—। আর যখন চিত্ত পুনরায় বিক্ষিপ্ত হয় না অর্থাৎ শব্দাদি-আকারাপন্ন বৃত্তি অনুভব করে না—। এমন কি যখন তাহা সুখও আস্বাদন করে না—। এস্থলেও সুখাস্বাদনের কথা শব্দতঃ উক্ত না হইলেও বিক্ষেপ-শব্দের দ্বারা সুখাস্বাদও উপলক্ষিত হইয়াছে; কারণ বিক্ষেপের ন্যায় সুখাস্বাদেও রাজসত্ব রহিয়াছে—। তবে যে প্রথমে (বিক্ষেপ ও সুখাস্বাদ—প্রভৃতির) ভেদ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা উহাদিগকে পৃথক্ করিবার জন্য,

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭ ॥

শান্তরজসং প্রশান্তমনসম্ অকল্মষং ব্রহ্মভূতং এনম্ উত্তমং সুখম্ উপৈতি হি অর্থাৎ শান্তরজঃ, প্রশান্তচিত্ত পাপকালিমা বিহীন এবং ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত এই যোগীকে উত্তম সুখ স্বয়ং আশ্রয় করে ॥২৭

সুখাস্বাদাভ্যাঞ্চ রহিতং অনিঙ্গনমিঙ্গনং চলনং সবাতপ্রদীপবৎ লয়াভিমুখ্যরূপং তদ্রহিতং নিবাতপ্রদীপকল্পং— । অনাভাসং ন কেনচিদ্বিষয়াকারেণাভাস ইত্যেতৎ— । কষায়সুখাস্বাদয়োরুভয়ান্তর্ভাব উক্ত এব— । যদৈবং দোষচতুষ্টয়রহিতং চিত্তং ভবতি তদা তচ্চিত্তং ব্রহ্ম নিষ্পন্নং সমং ব্রহ্মপ্রাপ্তং ভবতীত্যর্থঃ ।২১ এতাদৃশশ্চ যোগঃ শ্রুত্যা প্রতিপাদিতঃ,— "যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্ ॥ তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্। অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ ॥" (কা উঃ ২।৩।১১,১২) ইতি ।২২ এতন্মূলকমেব চ "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" ইতি সূত্রম্ ।২৩ তস্মাদযুক্তমুক্তং ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েদিতি ॥ ২৪—২৬

উহাদের পার্থক্য দেখাইবার জন্যই ঐরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। চিত্ত এই প্রকারে লয় ও কষায় এবং বিক্ষেপও সুখাস্বাদ বিহীন হইলে যখন তাহা অনিঙ্গন হয়—ইঙ্গন বলিতে বায়ুবহুল স্থানে প্রদীপের ন্যায় কম্পিত হইয়া লয়ের অভিমুখ হওয়া, সেই ইঙ্গনবিরহিত হয় অর্থাৎ নিবাত (বায়ুবিহীন স্থানে) প্রদীপের ন্যায় হয় এবং যখন তাহা অনাভাস হয় অর্থাৎ কোনও প্রকার বিষয়ের আকারে আভাসমান হয় না—। এইরূপ বলায় ইহাতে কষায় ও সুখাস্বাদ উভয়ই অন্তর্ভূত বলিয়া উক্ত হইল অর্থাৎ কোনও বিষয়ের আভাস না থাকায় চিত্তে কষায় ও সুখাস্বাদ দুইটীই নাই, ইহাই বলা হইল—। যখন চিত্ত এইরূপে চারিটী দোষ হইতেই বিনির্ম্মুক্ত হয় তখন সেই চিত্ত ব্রহ্ম নিষ্পন্ন হয় অর্থাৎ সমরূপ যে ব্রহ্ম তাহা প্রাপ্ত হয়। চিত্ত যখন লয়শূন্য, স্তব্ধীভাব বিহীন, কষায় রহিত এবং বিষয়াভাস-বিযুক্ত হয় তখন তাহা ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়া যায়, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।২১ এতাদৃশ যোগ শ্রুতিদ্বারাও উপদিষ্ট হইয়াছে, যথা—"যখন মনের সহিত পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় (স্ব স্ব বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া কেবলমাত্র) আত্মাতেই অবস্থিত হয়, (অধ্যবসায়লক্ষণা) বুদ্ধিও বিচেষ্টিত হয় না অর্থাৎ স্ব ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয় না তাহাকেই পরমাগতি বলা হয়।" "সেই যে স্থিরা ইন্দ্রিয়ধারণা তাহাকেই জ্ঞানিগণ যোগ বলিয়া মনে করেন। তৎকালে অপ্রমত্ত অর্থাৎ প্রমাদ রহিত হওয়া উচিত, যেহেতু যোগই প্রভবাপ্যয় হইতেছে অর্থাৎ যোগ হইতে উন্নতি হইয়া থাকে আবার তাহাতে অনবহিত হইলে যোগ হইতেই অপায় অর্থাৎ অনিষ্ট ঘটে।"২২ এই সমস্ত শ্রুতিবাক্যই যোগদর্শনের "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" এই সূত্রটীর মূল।২৩ অতএব "সেই সেই স্থল হইতে এই চিত্তকে নিয়ত করিয়া কেবলমাত্র আত্মাতেই অবস্থাপিত করিবে" এই প্রকার যাহা বলা হইয়াছে তাহা সমীচনই হইয়াছে। ২৪—২৬ ॥

এবং যোগাভ্যাসবলাদাত্মন্যেব যোগিনঃ প্রশাম্যতি' মনঃ। ততশ্চ—প্রকর্ষেণ শান্তং নির্ব্বৃত্তিকতয়া নিরুদ্ধং সংস্কারমাত্রশেষং মনো যস্য তং "প্রশান্তমনসং" বৃত্তিশূন্যতয়া নির্মনস্কম্—।১ নির্ম্মনস্কত্বে হেতুগর্ভং বিশেষণদ্বয়ং "শান্তরজসমকল্মষ"মিতি—। শান্তং বিক্ষেপকং রজো যস্য তং বিক্ষেপশূন্যম্, তথা ন বিদ্যতে কল্মষং লয়হেতুস্তমো যস্য তমকল্মষং লয়শূন্যম্—।২ শান্তরজসমিত্যনেনৈব তমোগুণোপলক্ষণেঽকল্মষং সংসারহেতুধর্ম্মাধর্ম্মবর্জ্জিতমিতি বা।৩ ব্রহ্মভূতং ব্রহ্মৈব সর্ব্বমিতি নিশ্চয়েন সমং ব্রহ্ম প্রাপ্তং জীবন্মুক্তং এনং যোগিনম্।৪ এবমুক্তেন প্রকারেণেতি শ্রীধরঃ।৫ উত্তমং নিরতিশয়ং সুখমুপৈত্যুপগচ্ছতি।৬ মনস্তদ্বৃত্ত্যোরভাবে সুষুপ্তৌ স্বরূপসুখাভির্ভাবপ্রসিদ্ধিং দ্যোতয়তি হিশব্দঃ। তথাচ প্রাগ্ব্যাখ্যাতং সুখমাত্যন্তিকং যৎ তদিত্যত্র ॥ ৭—২৭ ॥

অনুবাদ—এই প্রকারে যোগাভ্যাসবলে যোগী ব্যক্তির মন আত্মাতেই প্রশান্ত হইয়া থাকে। আর তাহা হইলে **প্রশান্তমনসং**=যাঁহার মন প্রকর্ষের সহিত (প্রকৃষ্টভাবে) শান্ত অর্থাৎ বৃত্তিশূন্য হইয়া নিরুদ্ধ হইয়াছে, কেবলমাত্র সংস্কারাবশিষ্ট হইয়াছে তিনি প্রশান্তমনাঃ অর্থাৎ বৃত্তিশূন্য নির্মনস্ক বা মনোবিহীন।১ নির্মনস্কত্বের হেতুগর্ভ বিশেষণ বলিতেছেন **"শান্তরজসম্ অকল্মষম্"** অর্থাৎ এই দুইটী বিশেষণ পদ প্রয়োগ করায় নির্মনস্কত্বের হেতু কি, কি রূপে নির্মনস্ক হওয়া যায় তাহা বলিয়া দেওয়া হইল। বিক্ষেপক রজোগুণ যাঁহার শান্ত (নিবৃত্ত) হইয়াছে তিনি শান্তরজাঃ অর্থাৎ বিক্ষেপ শূন্য। সেইরূপ কল্মষ অর্থাৎ চিত্তের লয়ের কারণীভূত তমোগুণ যাঁহার নাই, তিনি অকল্মষ অর্থাৎ লয়শূন্য।২ অথবা "প্রশান্তরজাঃ" এই কথাটীর দ্বারাই যখন তমোগুণ উপলক্ষিত হয় তখন "অকল্মষম্" অর্থে তমোগুণ ধরিলে পুনরুক্তি হয়, এই কারণে—'অকল্মষ' ইহার অর্থ সংসারের হেতু যে ধর্মাধর্ম [illegible] যাঁহার নাই—।৩ **ব্রহ্মভুতম্**='ব্রহ্মই সব' এই প্রকার নিশ্চয় অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান হইয়াছে বলিয়া যিনি সমস্বরূপ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন তাদৃশ জীবন্মুক্ত **এনম্**=এই যোগীকে।৪ এস্থলে শ্রীধরস্বামী বলেন—"এবম্" অর্থাৎ উক্ত প্রকারে।৫ **উত্তমং**=উত্তম অর্থাৎ নিরতিশয় **সুখম্**=সুখ **উপৈতি**=উপগত হয় অর্থাৎ তাঁহাকে আশ্রয় করে।৬ শ্লোকে যে 'হি' শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে সুষুপ্তিকালে মনঃ এবং মনের বৃত্তি কোনটাই বিদ্যমান না থাকিলেও যে স্বরূপভূত সুখের আবির্ভাব হয় তাহা প্রসিদ্ধ। ইহা পূর্ব্বে "সুখমাত্যন্তিকং যৎতৎ" ইত্যাদি শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ৭—২৭ ॥

ভাবপ্রকাশ—যোগসাধনে ধৈর্য্য প্রয়োজন। ধৈর্য্যশালিনী বুদ্ধির দ্বারা ধীরে ধীরে মনকে উপরত করিতে হয়। যেদিকে মন যায় সেদিক হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া আত্মবশে আনিতে হয়। মন আত্মসংস্থ হইলে আর কিছুই চিন্তা করিতে নাই। এই অবস্থায় রজঃ শান্ত হইয়া যায়—চিত্তকল্মষ বা আবরণ ক্ষয় হইয়া যায়। ইহাই প্রশান্তচিত্ততার ভূমি, এ এক অনুত্তম সুখের অবস্থা। চিত্তমল ক্ষয় হইলে আপনি হইতে যোগীকে এই অনুত্তম সুখ স্পর্শ করে।২৫—২৭।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥ ২৮॥

এবং সদা আত্মানং যুঞ্জন্ বিগতকল্মষঃ যোগী সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শং অত্যন্তং সুখম্ অশ্নুতে অর্থাৎ এইরূপে সর্ব্বদা মনকে বশীভূত করিয়া নিষ্পাপ হওয়ায় যোগী অনায়াসে ব্রহ্মসংস্পর্শ রূপ পরম সুখ প্রাপ্ত হন॥২৮

উক্তং সুখং যোগিনঃ স্ফুটীকরোতি যুঞ্জন্নেবমিতি। "এবং" মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং ইত্যাদ্যুক্তক্রমেণ "আত্মানং" মনঃ "সদা যুঞ্জন্" সমাদধৎ "যোগী" যোগেন নিত্যসম্বন্ধী "বিগতকল্মষঃ" বিগতমলঃ সংসারহেতুধর্ম্মাধর্ম্মরহিতঃ "সুখেনা"নায়াসেন ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ সর্ব্বান্তরায়নিবৃত্ত্যা "ব্রহ্মসংস্পর্শং" সম্যক্ত্বেন বিষয়াস্পর্শেন সহ ব্রহ্মণঃ সংস্পর্শস্তাদাত্ম্যং যস্মিন্ তদ্বিষয়াসংস্পর্শি ব্রহ্মস্বরূপমিত্যেতৎ। "অত্যন্তং" সর্ব্বানন্তান্ পরিচ্ছেদানতিক্রান্তং নিরতিশয়ং "সুখ" মানন্দ"মশ্নুতে" ব্যাপ্নোতি, সর্ব্বতো নির্ব্বৃত্তিকেন চিত্তেন লয়বিক্ষেপবিলক্ষণমনুভবতি, বিক্ষেপে বৃত্তিসত্ত্বাৎ, লয়ে চ মনসোঽপি স্বরূপেণাসত্ত্বাৎ। সর্ব্ববৃত্তিশূন্যেন সূক্ষ্মেণ মনসা সুখানুভবঃ সমাধাবেবেত্যর্থঃ।১ অত্র চানায়াসেনেত্যন্তরায়-

অনুবাদ—এক্ষণে "যুঞ্জন্" ইত্যাদি শ্লোকে যোগী ব্যক্তির সুখ পরিস্ফুট করিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন—। **এবম্**=এইরূপে অর্থাৎ "মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামম্" ইত্যাদি সন্দর্ভে যে ক্রম উল্লিখিত হইয়াছে সেই ক্রম অনুসারে **আত্মানম্**=মনকে **সদা যুঞ্জন্**=সর্ব্বদা যুক্ত করিয়া অর্থাৎ সমাহিত (সমাধিযুক্ত) করিয়া **যোগী**=যিনি সর্ব্বদাই যোগের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট তাদৃশ ব্যক্তি **বিগতকল্মষঃ**=বিগতমল হইয়া অর্থাৎ সংসারের হেতুস্বরূপ যে ধর্ম্মাধর্ম্ম তদ্বিরহিত হইয়া **সুখেন**=অনায়াসে, অর্থাৎ ঈশ্বর প্রণিধানহেতু সমস্ত অন্তরায় নিবৃত্ত হইয়া যায় বলিয়া **ব্রহ্মসংস্পর্শম্**=সম্যক রূপে অর্থাৎ বিষয়স্পর্শ বিহীন ভাবে ব্রহ্মের স্পর্শ অর্থাৎ তাদাত্ম্য (অভিন্নতা) যাহাতে আছে তাং ব্রহ্মসংস্পর্শ; সুতরাং ব্রহ্মসংস্পর্শ অর্থ যাহা বিষয়সংস্পর্শবিহীন ব্রহ্মস্বরূপ—। এবং যাহা **অত্যন্তম্**=অত্যন্ত (অন্তকে অতিক্রম করিয়াছে) অর্থাৎ যাহা সর্ব্বপ্রকার অন্তকে অর্থাৎ দেশকালাদি পরিচ্ছেদকে অতিক্রম করিয়াছে তাদৃশ নিরতিশয় **সুখম্**=সুখ **অশ্নুতে**=প্রাপ্ত হইয়া থাকেন অর্থাৎ যে চিত্ত সকলপ্রকারেই বৃত্তিহীন হইয়া গিয়াছে তিনি সেই চিত্তের দ্বারা লয়বিক্ষেপবিলক্ষণ যে সুখ অর্থাৎ যে সুখ লয় ও বিক্ষেপের বিলক্ষণ, বিপরীত ভাবাপন্ন তাদৃশ সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। সেই যে সুখ তাহা লয়বিক্ষেপবিলক্ষণ; কারণ বিক্ষেপ দশায় চিত্তের বৃত্তি বর্ত্তমান থাকে বলিয়া সেই সুখ এই বিক্ষেপকালীন সুখের সমান নহে; আবার লয়াবস্থায় মনও স্বরূপতঃ বিদ্যমান থাকে না বলিয়া (কেননা তৎকালে মনের লয় হইয়া থাকে) তাহা সেই লয়াবস্থায় (সুষুপ্ত্যবস্থায়) যে সুখ তাহারও সদৃশ নহে। কিন্তু সর্ব্বপ্রকার বৃত্তিবিরহিত সূক্ষ্ম মনের দ্বারাই তিনি সুখানুভব করিতে থাকেন, আর তাহা সমাধিকালেই হইয়া থাকে।১ [**তাৎপর্য্য** এই যে, সমাধিকালে মনের লয় হয় না, কিন্তু মন বিদ্যমান থাকে, অথচ তাহার একটীও বৃত্তি থাকে না। সমাধিমান্ যোগী এতাদৃশ মনের দ্বারাই আত্যন্তিক যে সুখ, যে সুখের লৌকিক দৃষ্টান্ত নাই, ব্রহ্মানন্দস্বরূপ যে সুখ তাহা তিনি

নিবৃত্তিরুক্তা ।২ তে চান্তরায়া দর্শিতা যোগসূত্রেণ—"ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ— ।" (পাঃ দঃ ১।৩০) চিত্তং বিক্ষিপন্তি যোগাদপনয়ন্তীতি চিত্তবিক্ষেপা যোগপ্রতিপক্ষাঃ।৩ সংশয়ভ্রান্তিদর্শনে তাবদ্বৃত্তিরূপতয়া বৃত্তিনিরোধস্য সাক্ষাৎপ্রতিপক্ষৌ। ব্যাধ্যাদয়স্তু সপ্তপ্রবৃত্তিসহচরিততয়া তৎপ্রতিপক্ষা ইত্যর্থঃ।৪ ব্যাধির্ধাতুবৈষম্যনিমিত্তো বিকারো জ্বরাদিঃ। স্ত্যানমকর্ম্মণ্যতা গুরুণা শিক্ষ্যমাণস্যাপি আসনাদিকর্ম্মানর্হতেতি যাবৎ।৫ যোগঃ সাধনীয়ো নবেত্যুভয়কোটিস্পৃগ্বিজ্ঞানং সংশয়ঃ [স চ] অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠত্বেন বিপর্য্যয়ান্তর্গতোঽপি সন্নুভয়কোটিস্পর্শিত্বৈককোটিস্পর্শিত্বরূপাবান্তরবিশেষবিবক্ষয়াত্র বিপর্য্যয়াদ্ভেদেনোক্তঃ।৬ প্রমাদঃ সমাধিসাধনানামনুষ্ঠানসামর্থ্যেঽপ্যননুষ্ঠানশীলতা বিষয়ান্তরব্যাপৃততয়া যোগসাধনেষ্বৌদাসীন্যমিতি যাবৎ। আলস্যং সত্যামপ্যৌদাসীন্যপ্রচ্যুতৌ কফাদিনা

অনুভব করিতে থাকেন। মন যখন বৃত্তিযুক্ত থাকে তখন যে সুখ হয় তাহা বিষয়সুখ; তাহা দুঃখবিজড়িত। আবার সুষুপ্তি অবস্থায় মন যখন লয়প্রাপ্ত হয় তখন মনের দ্বারা সুখানুভব হয় না। তৎকালে আত্মার স্বরূপ সুখ অভিব্যক্ত হয় বটে; কিন্তু তাহা অবিদ্যাবৃত বলিয়া তমঃপ্রধানই হইয়া থাকে। এই সমাধি অবস্থায় যে সুখ তাহা তমঃসংস্পর্শশূন্য; একারণে কাহারও সহিত ইহার তুলনা হয় না।] ১ এস্থলে ('সুখেন' ইহার অর্থ যে) 'অনায়াসে',—ইহার দ্বারা অর্থাৎ অনায়াসে এই কথা বলায় যোগশাস্ত্রে যে সকল অন্তরায় বর্ণিত হইয়াছে সেই অন্তরায় সকলের নিবৃত্তি কথিত হইল। অভিপ্রায় এই যে তাদৃশ সমাধিমান্ ব্যক্তির তাদৃশ সুখানুভবে কোনও অন্তরায় থাকে না।২ সেই অন্তরায়গুলি কি তাহা যোগদর্শনের সূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, যথা,—"ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধভূমিকত্ব, এবং অনবস্থিতত্ব—এইগুলি চিত্তবিক্ষেপ, [illegible]ই যোগের অন্তরায়।" ইহার অর্থ,—যাহা চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে অর্থাৎ যোগমার্গ হইতে সরাইয়া দেয় তাহাই চিত্তবিক্ষেপ; সুতরাং চিত্তবিক্ষেপ অর্থ যোগের প্রতিপক্ষ।৩ ইহাদের মধ্যে সংশয় এবং ভ্রান্তিদর্শন—এই দুইটী সাক্ষাৎ বৃত্তিস্বরূপ; কাজেই এই দুইটী বৃত্তিনিরোধের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রতিপক্ষ। আর ব্যাধি প্রভৃতি অপরাপর সাতটী বৃত্তির সহচারী বলিয়া অর্থাৎ বৃত্তি থাকিলে ব্যাধি প্রভৃতি গুলিও থাকে বলিয়া ঐগুলি বৃত্তির সহচারী। একারণে ঐগুলিও বৃত্তিরোধের প্রতিপক্ষ হইয়া থাকে। ব্যাধি বলিতে ধাতুবৈষম্যজনিত বিকার; যেমন জ্বরাদি। স্ত্যানপদের অর্থ অকর্ম্মণ্যতা (কর্ম্মে অপটুতা); যেমন গুরু শিক্ষা দিতে থাকিলেও আসনাদিকর্ম্মে অপটুতা।৫ 'যোগসাধন করা উচিত কি না' এই প্রকারের যে উভয়কোটিস্পর্শী বিজ্ঞান তাহার নাম সংশয়। ইহা তদ্রূপে অপ্রতিষ্ঠিত, একারণে ইহা বিপর্য্যয়ের অন্তর্গত হইলেও ইহাদের মধ্যে যে উভয়কোটিস্পর্শিত্ব এবং এক কোটি স্পর্শিত্বরূপ অবান্তর ভেদ আছে তাহা জানাইয়া দিবার জন্যই এস্থলে সংশয়কে বিপর্য্যয় হইতে পৃথক্ করিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।৬ [তাৎপর্য্য এই যে, যোগদর্শনকার চিত্তবৃত্তি সকলকে প্রমাণাদি ভেদে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে বিপর্য্যয় অন্যতম। বিপর্য্যয়ের লক্ষণ বলিয়াছেন "বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানম্ অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্"; অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ তদ্রূপে নিজ বিষয়ে

তমসা চ কায়চিত্তয়োর্গুরুত্বম্। [তচ্চ] ব্যাধিত্বেনা প্রসিদ্ধমপি যোগবিষয়ে প্রবৃত্তিবিরোধি। অবিরতিশ্চিত্তস্য বিষয়বিশেষে ঐকান্তিকোঽভিলাষঃ। ভ্রান্তিদর্শনং যোগাসাধনেঽপি তৎসাধনত্ববুদ্ধিস্তথা তৎসাধনেঽপ্যসাধনত্ববুদ্ধিঃ। অলব্ধভূমিকত্বং সমাধিভূমেরেকাগ্রতায়াশ্চ অলাভঃ ক্ষিপ্তমূঢবিক্ষিপ্তরূপত্বমিতি যাবৎ। অনবস্থিতত্বং লব্ধায়ামপি সমাধিভূমৌ প্রযত্নশৈথিল্যাচ্চিত্তস্য তত্রাপ্রতিষ্ঠিতত্বম্। ত এতে চিত্তবিক্ষেপা নব যোগমলা যোগপ্রতিপক্ষা যোগান্তরায়া ইতি চ অভিধীয়ন্তে।৭ "দুঃখদৌর্ম্মনস্যাঙ্গমেজয়ত্বশ্বাসপ্রশ্বাসা বিক্ষেপসহভুবঃ"—। (পাঃ দঃ ১।১) দুঃখং চিত্তস্য রাজসঃ পরিণামো বাধনালক্ষণঃ। তচ্চাধ্যাত্মিকং শারীরং মানসঞ্চ ব্যাধিবশাৎ কামাদিবশাচ্চ ভবতি। আধিভৌতিকং ব্যাঘ্রাদিজনিতম্। আধিদৈবিকং গ্রহপীড়াদিজনিতম্ দ্বেষাখ্যবিপর্য্যয়হেতুত্বাৎ সমাধিবিরোধি। দৌর্ম্মনস্যমিচ্ছাবিঘাতাদিবলবদ্দুঃখানুভবজনিতঃ চিত্তস্য তামসঃ পরিণামবিশেষঃ ক্ষোভাপরপর্য্যায়ঃ স্তব্ধীভাবঃ। স তু কষায়ত্বাল্লয়বৎ সমাধিবিরোধী। অঙ্গমেজয়ত্বমঙ্গকম্পনমাসনস্থৈর্য্যবিরোধি। প্রাণেন বাহ্যস্য বায়োরন্তঃপ্রবেশনং শ্বাসঃ সমাধ্যঙ্গরেচকবিরোধী। প্রাণেন কোষ্ঠস্য বায়োর্বহির্নিঃসারণং প্রশ্বাসঃ সমাধ্যঙ্গপূরকবিরোধী। সমাহিতচিত্তস্যৈতে ন ভবন্তি, বিক্ষিপ্তচিত্তস্যৈব ভবন্তীতি

যাহার প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ স্থিতি নাই অর্থাৎ যাহা বাধিত হয় এতাদৃশ যে মিথ্যাজ্ঞান তাহার নাম বিপর্য্যয়। এরূপ হইলে পর সংশয়জ্ঞানকেও বিপর্য্যয় বলা যায়; কারণ সংশয়ও স্ববিষয়ে প্রতিষ্ঠাশূন্য। যেহেতু রজ্জুতে যে স্পর্শজ্ঞান ইহা বিপর্য্যয়; কারণ ঐ জ্ঞানের বিষয় যে সর্প তাহা তথায় নাই বলিয়া ঐ জ্ঞানটি নির্ব্বিষয় বলিয়া তাহা বাধিত হয়। একারণে ঐ জ্ঞানটী তথায় প্রতিষ্ঠিত, স্থির, অবিচাল্য বা নির্ব্বাধ নহে। আবার দূর হইতে ভূমির উপর একটি চক্‌চকে জিনিস্ দেখিয়া মনের মধ্যে 'ইহা রঙ্গ কি রজত' এই প্রকারের যে রঙ্গ ও রজতরূপ উভয়কোটিস্পর্শি, উভয় বিষয়েই অনিশ্চিত জ্ঞান জন্মে ... সংশয়। বিপর্য্যয়জ্ঞানের ন্যায় এই সংশয়জ্ঞানও যখন উৎপন্ন হয় তখন তাহা ঐ রঙ্গস্বরূপে, কিংবা রজতরূপে—কোন আকারেই প্রতিষ্ঠিত নহে। একারণে এই সংশয়ও বিপর্য্যয় সদৃশ। সুতরাং 'চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ' এই স্থলেই এই বিপর্য্যয়ের নিরোধের বিষয় যখন কথিত হইয়াছে তখন আবার চিত্তবিক্ষেপক ব্যাধি প্রভৃতির সহিত সেই সংশয়াত্মক বিপর্য্যয়ের পৃথকভাবে নির্দ্দেশ করা অযৌক্তিক, এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে। এইজন্য টীকাকার আচার্য্য ইহার উত্তরে বলিতেছেন, সংশয় বিপর্য্যয়ের লক্ষণাক্রান্ত হইলেও সংশয়ে ও বিপর্য্যয়ে ভেদ আছে—সংশয়দশায় একটী দৃশ্যমান বস্তুতে দুইটী বিষয়ের অনিশ্চিত জ্ঞান ভাসমান হয় বলিয়া উহাতে দুইটী বিষয়ই অনিশ্চিত। এস্থলে দুইটী জ্ঞানের একটীও নিশ্চয়াত্মক নহে। কিন্তু বিপর্য্যয়স্থলে একটী বিষয়ে অবিদ্যমান অন্য একটী বিষয়ের ভ্রমাত্মক নিশ্চয়জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। কাজেই বিপর্য্যয়জ্ঞান এককোটিস্পর্শী। ইহাদের মধ্যে এইরূপ ভেদ আছে বলিয়া ইহাদিগকে অভিন্ন মনে করা উচিত নহে। ইহা নির্দ্দেশ করিবার জন্যই এখানে সংশয়টীকে স্বতন্ত্রভাবে চিত্তবিক্ষেপক অন্তরায়রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।]৬ সমাধির সাধনীভূত বিষয়গুলি অনুষ্ঠান করিবার সামর্থ্য থাকিলেও সেগুলি অনুষ্ঠান না করার নাম **প্রমাদ**। ফলিতার্থ

বিক্ষেপসহভুবোঽন্তরায়া এব। এতেঽভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং নিরোদ্ধব্যাঃ। ঈশ্বরপ্রণিধানেন বা।৮ তীব্রসংবেগানামাসন্নে সমাধিলাভে প্রস্তুতে "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা" (পাদঃ ১।২৩—)

এই যে, বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত হইয়া যোগের যে সমস্ত সাধন, উপায় বা অঙ্গ আছে সেগুলিতে যে উদাসীনতা তাহাই প্রমাদ। উদাসীনতা না থাকিলেও কফাদি নিবন্ধন কিংবা তমোগুণের প্রাবল্য হেতু দেহ ও মনের যে গুরুত্ব তাহার নাম **আলস্য**। তাহা 'ব্যাধি' নামে প্রসিদ্ধ না হইলেও তাহা যোগবিষয়ে যে প্রবৃত্তি হয় তাহার বিরোধী। বিষয়বিশেষে চিত্তের যে ঐকান্তিক অভিলাষ তাহার নাম **অবিরতি**। যাহা যোগের সাধন নহে তাহাকেও যে যোগের সাধন বলিয়া মনে করা এবং যাহা যোগের সাধন তাহাকে যে যোগের সাধন নহে বলিয়া মনে করা, ইহাই **ভ্রান্তি দর্শন**। সমাধির ভূমি যে একাগ্রতা তাহা লাভ করিতে না পারার নাম **অলব্ধভূমিকত্ব**। সুতরাং চিত্তের যে ক্ষিপ্ত, মূঢ় এবং বিক্ষিপ্তরূপতা তাহাই অলব্ধভূমিকত্ব। আর সমাধিভূমি লব্ধ হইলেও প্রযত্নের শিথিলতা নিবন্ধন তাহাতে যে চিত্তের অপ্রতিষ্ঠিততা তাহাই **অনবস্থিতত্ব**। এই যে নয় প্রকার চিত্তবিক্ষেপ, এগুলি যোগমল ; এগুলি যোগের প্রতিপক্ষ, যোগের অন্তরায় ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।৭

"দুঃখ, দৌর্মনস্য, অঙ্গমেজয়ত্ব, শ্বাস ও প্রশ্বাস এইগুলি বিক্ষেপের সহভাবী অর্থাৎ চিত্তবিক্ষেপের সহিত এইগুলিও প্রকাশ পাইয়া থাকে—।" "যাহা বাধনালক্ষণ অর্থাৎ অন্তঃকরণের প্রতিকূলবেদনীয়তা যাহার লক্ষণ চিহ্ন তাহার নাম **দুঃখ** ; তাহা চিত্তের রাজস (রজোগুণের) পরিণাম বিশেষ।" সেই দুঃখ আধ্যাত্মিকাদিভেদে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে আধ্যাত্মিক দুঃখ আবার শারীর (শরীরমাত্রজন্য) এবং মানস (মনোমাত্রজন্য) ভেদে দুই প্রকার। তাহা যথাক্রমে ব্যাধি নিবন্ধন অথবা কামাদিহেতু উৎপন্ন হইয়া থাকে। অর্থাৎ ব্যাঁধি প্রভৃতি জন্য যে দুঃখ হয় তাহা **শারীর আধ্যাত্মিক দুঃখ** ; আর কামাদি জনিত যে দুঃখ হয় তাহা **মানসিক আধ্যাত্মিক দুঃখ**। ব্যাঘ্রাদি প্রাণিগণ (ভূতবর্গ) [illegible] যে দুঃখ তাহা **আধিভৌতিক** দুঃখ। আর গ্রহপীড়াদিনিমিত্ত যে দুঃখ তাহা **আধিদৈবিক** দুঃখ নামে অভিহিত হয়। এইগুলি দ্বেষ নামক বিপর্য্যয়ের হেতু বলিয়া সমাধির বিরোধী। ইচ্ছার বিঘাত অর্থাৎ প্রতিবন্ধকতা প্রভৃতি অত্যধিক দুঃখানুভব বশতঃ চিত্তের যে স্তব্ধীভাবরূপ তামস (তমোগুণের) পরিণাম বিশেষ হয়, যাহাকে অপর কথায় ক্ষোভ বলা হয়, তাহারই নাম **দৌর্মনস্য**। তাহাও কষায়স্বরূপ বলিয়া অর্থাৎ দোষাত্মক বলিয়া লয়েরই মত সমাধির বিরোধী। **অঙ্গমেজয়ত্ব** বলিতে অঙ্গকম্পন বুঝায় ; তাহা আসনস্থৈর্য্যের বিরোধী। প্রাণবায়ুর সহিত বহিঃস্থিত বায়ুকে যে অন্তরে প্রবেশ করান হয় তাহার নাম **শ্বাস** ; তাহা সমাধির অঙ্গস্বরূপ যে রেচক তাহার বিরোধী। আর প্রাণবায়ুর সহিত কৌষ্ঠ্য (কোষ্ঠমধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ অন্তরস্থ) বায়ুর যে বহির্নিঃসারণ তাহা **প্রশ্বাস**। তাহা সমাধির অঙ্গস্বরূপ যে পূরক তাহার বিরোধী। অর্থাৎ উহাদের দ্বারা রেচক ও পূরকের প্রতিবন্ধক ঘটে বলিয়া এগুলিও সমাধির বিঘ্নস্বরূপ হইয়া থাকে। এই সমস্ত বিক্ষেপসহভাবী দোষগুলি সমাহিতচিত্ত ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশ পায় না, কিন্তু বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তিরই এইগুলি ঘটিয়া থাকে ; এ কারণে এগুলি বিক্ষেপসহভাবী ; সুতরাং এগুলিও যোগের অন্তরায় ছাড়া আর কিছুই নহে। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা এইগুলির নিরোধ করিতে হয়। অথবা ঈশ্বরের প্রণিধানের দ্বারাও

এগুলির নিরোধ হইতে পারে।৮ যে সমস্ত যোগী তীব্রসংবেগ অর্থাৎ যাঁহাদের ক্রিয়াহেতু সংস্কার অথবা বৈরাগ্য দৃঢ়তর হইয়াছে তাঁহাদের সমাধিলাভ শীঘ্রই ঘটিয়া থাকে,—ইহাই প্রতিপাদ্য হইলেও উক্ত বিষয়ে পক্ষান্তর নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—"ঈশ্বরের প্রণিধান অর্থাৎ ধ্যান হইতেও আসন্ন সমাধি লাভ হইতে পারে।" (আর ঈশ্বর প্রণিধান অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি কায়িক, বাচিক ও মানসিক যে ভক্তিবিশেষ তাহা হইতেও যদি সমাধি সিদ্ধ হয় তাহা হইলে যাঁহার প্রতি সেই ভক্তিবিশেষ অর্পিত হইবে সেই প্রণিধেয় ঈশ্বর কীদৃশ ইহা জানা আবশ্যক। একারণে—) "ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ" ইত্যাদি তিনটি সূত্রে সেই প্রণিধেয় অর্থাৎ ধ্যেয় ঈশ্বরের স্বরূপ কি এবং তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। (তন্মধ্যে—) "ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয়ের দ্বারা অপরামৃষ্ট যে পুরুষবিশেষ **তিনিই ঈশ্বর**"। "তাঁহাতে নিরতিশয় কাষ্ঠাপ্রাপ্ত সর্ব্বজ্ঞতার বীজ আছে। তিনি প্রাচীনতম, পরম ও চরম জীবগণেরও গুরু, কারণ, তিনি কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন।৯ [**তাৎপর্য্য**—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচ প্রকারের ক্লেশ জীবের নিত্য সহচর। জীবাত্মা এই পঞ্চবিধ ক্লেশ চিত্তের সহিত অভিন্নভাবে ভোগ করিতেছে। আর কর্ম্ম, নানাবিধ ক্রিয়া করা জীবের স্বভাব; কোনও জীব ক্ষণকালও অকর্ম্মকৃৎ নাই। কর্ম্মের বিপাক সুখদুঃখাদি ফল ভোগ; তাহাও জীবের সদানুবর্ত্তী; কোনও জীবই এই ভোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে না, ইচ্ছাপূর্ব্বকই হউক অথবা অনিচ্ছাবশতঃই হউক সর্ব্বদা তাহাকে হয় সুখ না হয় দুঃখ ভোগ করিতে হয়। তাহার পর জীব যখন প্রতিনিয়তই কর্ম্ম করিতেছে তখন কর্ম্ম করার পর তাহার চিত্তে কৃতকর্ম্মের ভাব বা এক একটী ছাপ অবশ্যই পড়িয়া থাকে; ইহাকেই আশয়, সংস্কার বা বাসনা বলে। সুতরাং বদ্ধ জীব ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয়রূপ আনায়মধ্যে নিয়ত বিজড়িত হইতেছে। যিনি মুক্ত হইয়াছেন তাঁহারও পূর্ব্বে কোনও কালে ঐ প্রকার অবস্থা ছিল। কিন্তু এমন একজন অনাদিসিদ্ধ শাশ্বত পুরুষ আছেন যিনি পূর্ব্বে কখনও উক্ত ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয়ের সংস্পর্শ অনুভব করেন নাই, এখনও করিতেছেন না এবং পরেও করিবেন না; তিনি 'সদৈব মুক্ত' এবং 'সদৈব ঈশ্বর'; তাঁহার ঐশ্বর্য্যের তুলনা হয় না। কাজেই মুক্ত পুরুষের সহিত তাঁহার তুলনা হইতে পারে না। তাঁহার জ্ঞান অনন্ত, ইচ্ছা অপ্রতিহতা ও ক্রিয়াশক্তি অতুলনীয়া। তাই শ্রুতি বলিতেছেন "পরাস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান-বলক্রিয়া চ"; অপর স্থলেও শ্রুতি বলিতেছেন "এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষ যোনিঃসর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্" ইত্যাদি। ইঁহাকেই ঈশ্বর বলা হয়। মণীষীগণ বলেন—শাস্ত্রই এসম্বন্ধে প্রমাণ; কেবল-মাত্র শাস্ত্র হইতেই ভগবৎতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। প্রত্যক্ষ ঈশ্বরসাধক নহে; অনুমানাদির ত কথাই নাই। এইজন্য ব্রহ্মসূত্রকার বলিয়াছেন—"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ"—কেবলমাত্র শাস্ত্রই ঈশ্বরে প্রমাণ। তবে অন্য প্রমাণ আবশ্যক হয় তাহাও যোগমতানুসারে বলা যাইতেছে; 'তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজম্" (যোগসূত্র ১।২৫)— । "সর্ব্বজ্ঞত্বের বীজ অর্থাৎ জ্ঞাপক যে নিরতিশয় অর্থাৎ কাষ্ঠাপ্রাপ্ত জ্ঞান তাহা তাঁহাতেই আছে।" যেমন পরমাণু পরিমাণ অল্পতার চরম; আবার আকাশ মহত্ত্বের শেষ সীমা। যে সমস্ত পদার্থে অল্পতা আছে তাহা বাড়িতে বাড়িতে যেমন ক্রমে পরমাণুতে কাষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ যে সমস্ত পদার্থে মহত্ব আছে তাহাও বাড়িতে বাড়িতে আকাশে পরিসমাপ্ত হইয়াছে;

ইতি পক্ষান্তরমুক্তা প্রণিধেয়মীশ্বরং "ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ," "তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজম্," "স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ,"

আকাশ অপেক্ষা আর কিছু মহৎ নাই—আছে বলিয়া কল্পনা করা যায় না। সুতরাং পরম মহৎ পরিমাণের আশ্রয় হইতে হইলে আকাশই হইয়া থাকে। অল্পত্ব এবং মহত্ত্ব সাপেক্ষ পদার্থ; যাহার অল্পতা দৃষ্ট হয়, কুত্রচিৎ তাহার মহত্ত্বও অবশ্যই থাকে। পরমাণুতে যেমন অল্পত্ব দৃষ্ট হয় সেইরূপ আকাশে মহত্ত্ব খাকে। সেইরূপ ক্ষুদ্র জীবে ক্ষুদ্র জ্ঞান দেখিতে পাওয়া যায়; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট জীবে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞান দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকারে বাড়িতে বাড়িতে কোনও একস্থলে অবশ্যই জ্ঞানের বৃদ্ধি নিরতিশয় হইয়া গিয়াছে; তাহা অপেক্ষা আর জ্ঞানের বৃদ্ধি হইতে পারে না; তাহাই জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা-নিরতিশয়ত্ব। এই যে নিরতিশয় জ্ঞান ইহা সাধারণ জীবের—বদ্ধজীবের সম্ভবে না। কাজেই ইহার দ্বারা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরেরই সিদ্ধি হইয়া থাকে। তিনি অনাদিকাল হইতেই সর্ব্বজ্ঞ; কোনকালেও তাঁহার জ্ঞানশক্তি বা ক্রিয়া-শক্তি প্রতিহত হয় নাই। তাঁহার জ্ঞান অজস্র; কাজেই জৈব জন্য জ্ঞানের সহিত তাহার তুলনাই হয়না। আর মুক্ত জীবও কোনওকালে অবশ্যই বদ্ধ ছিল বলিয়া তাহার অনাদিসিদ্ধ সর্ব্বজ্ঞতা ব্যাহত। অতএব বদ্ধমুক্ত বিলক্ষণ এমন এক সনাতন পুরুষ অবশ্যই আছেন, কেবল যাঁহাতেই এই সর্ব্বজ্ঞতা, নিরতিশয় জ্ঞান সার্ব্বকালিক। কোনওকালে তাহার প্রাগভাবও নাই এবং কস্মিন্‌কালে তাহার প্রধ্বংসাভাবও হইবে না। এ সম্বন্ধে পরার্থানুমান বাক্যের পঞ্চাবয়ব—এইরূপ,—সর্ব্বজ্ঞত্বের জ্ঞাপক যে অল্প জ্ঞান তাহার কাষ্ঠাপ্রাপ্তি আছে (—ইতি প্রতিজ্ঞা।১); যেহেতু তাহা সাতিশয় অর্থাৎ অতিশয়সাপেক্ষ অর্থাৎ জ্ঞানের অল্পতা বলিলে কাহারও তুলনায় তাহা অল্প এইরূপ বোধ হওয়ায় ইহা সাতিশয় বা অতিশয়সাপেক্ষ (—ইতি হেতু।২); যাহা যাহা সাতিশয় তাহাদেরই নিরতিশয় আছে যেমন, আমলক, [illegible]তিতে যে অল্প মহত্ত্ব আছে তাহা (আকাশগত) পরম মহত্ত্ব সাপেক্ষ (—ইতি উদাহরণ।৩); এই জ্ঞানও সেইরূপ সাতিশয় (—ইতি উপনয়।৪); অতএব ইহারও নিরতিশয়ত্ব আছে (—ইতি নিগমন।৫)। ইহাই হইল যোগমতে সংক্ষেপতঃ ঈশ্বরসাধনপ্রক্রিয়া। নৈয়ায়িক আদি দার্শনিকগণ অন্য প্রকারে অনুমান বলে ঈশ্বর সাধন করিয়া থাকেন। 'ন্যায় কুসুমাঞ্জলি' প্রভৃতি গ্রন্থে তাহা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, বেদান্ত মতে শ্রুতিনিরপেক্ষ অনুমানের দ্বারা ঈশ্বর অনুমিত হইতে পারেন না। শ্রুতি ঈশ্বরতত্ত্ববিষয়ে যাহা উপদেশ দিয়াছেন—সেই 'সম্ভাবনা' লইয়া অনুমান তাহার পরিপোষক হয় এই মাত্র। ইহা বেদান্তের শাস্ত্র যোনিত্বাধিকরণে (১।১।৩) সুপরিস্ফুট। সুতরাং যোগদর্শনের মতানুসারে "ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈঃ" ইত্যাদিসূত্রে ঈশ্বরের যে লক্ষণ বা স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইল, তাদৃশলক্ষণাক্রান্ত ঈশ্বর অনুমানের দ্বারাও প্রমিত হন। আর সেই অনুমানে যাহা 'হেতু' হইবে তাহাও "তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজম্" এই সূত্রে প্রদর্শিত হইল। এই ঈশ্বর যে প্রকৃত্যাদি জড়বর্গ এবং বদ্ধমুক্ত জীব, সকল হইতেই বিলক্ষণ তাহার জন্য যোগসূত্রকার বলিতেছেন "স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেন অনবচ্ছেদাৎ"—"তিনি পূর্ব্বপূর্ব্ব সৃষ্টি কর্ত্তাদেরও উপদেষ্টা, গুরু। কাল তাঁহার পরিচ্ছেদ করিতে পারেনা।" অভিপ্রায় এই যে ব্রহ্মাদি দেবগণও সৃষ্টিকর্ত্তা, স্থিতিকর্ত্তা বা

(পাঃ দঃ ১।২৪—২৬)—ইতি ত্রিভিঃ সূত্রৈঃ প্রতিপাদ্য—।৯ তৎপ্রণিধানং দ্বাভ্যামসূত্রয়ৎ, "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ," 'তজ্জপস্তদর্থভাবনম্" (পাঃ দঃ ১।২৭,২৮) ইতি।১০ "ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ," (পাঃ দঃ ১।২৯);—ততঃ প্রণবজপস্বরূপাৎ তদর্থধ্যানরূপাচ্চেশ্বরপ্রণিধানাৎ প্রত্যক্‌চেতনস্য পুরুষস্য প্রকৃতি-বিবেকেনাধিগমঃ সাক্ষাৎকারো ভবতি। উক্তানামন্তরায়াণামভাবোঽপি ভবতীত্যর্থঃ।১১ অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যামন্তরায়নিবৃত্তৌ কর্ত্তব্যতায়ামভ্যাসদার্ঢ্যার্থমাহ—"তৎপ্রতিষেধার্থ-মেকতত্ত্বাভ্যাসঃ" (পাঃ দঃ ১।৩২);—তেষামন্তরায়াণাং প্রতিষেধার্থমেকস্মিন্

লয়কর্ত্তা হইতে পারেন বটে কিন্তু তাঁহাদেরও উৎপত্তি আছে, তাঁহারাও পূর্ব্বে জীবভাবাপন্ন থাকিয়া তপস্যা ও জ্ঞানবলে উন্নীত হইয়া জীবন্মুক্তাবস্থায় ব্রহ্মত্বাদির অধিকারে বিনিযুক্ত থাকিয়া ভগবদাজ্ঞা পালন করিতেছেন। ব্রহ্মা যে সর্গাদিকালে বেদশিক্ষা দিলেন তিনি শিক্ষা পাইলেন কোথা হইতে? সুতরাং বলিতে হয় তাঁহার যিনি গুরু উপদেষ্টা তিনি তৎপূর্ব্বকাল হইতেই বিদ্যমান রহিয়াছেন। এই জন্যই শ্রীভাগবতে কথিত হইয়াছে—"তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে"—"যিনি আদিকবি ব্রহ্মাকে হৃদয়ের দ্বারাই (স্বীয় সঙ্কল্পপ্রভাবেই) ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন।" আর এইরূপ উপদেশপ্রদান যে কেবল এই বর্ত্তমান সৃষ্টিতেই হইতেছে তাহা নহে; ইহা অনাদিকাল হইতে অনাদিসর্গমালায় চলিয়া আসিতেছে। কাজেই ঈশ্বর অনাদি সর্গের সহিত শিক্ষকরূপে, গুরুরূপে নিয়ত ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন। এই কারণে কালের দ্বারা তাঁহার পরিচ্ছেদ হয়না—কাল তাঁহার ইয়ত্তা অবধারণ করিতে পারেনা। এই হেতু তিনি 'কালেন অনবচ্ছিন্ন।"—তাঁহাতে দেশ-পরিচ্ছেদ, বস্তুপরিচ্ছেদ, কালপরিচ্ছেদ প্রভৃতি নাই।]৯

অনুবাদ—যোগশাস্ত্রে এই ঈশ্বরের উপযোগিতা কি তাহাও যোগসূত্রকার পরপর দুইটী সূত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন, যথা—"প্রণব অর্থাৎ ওঙ্কারই ঈশ্বরের বাচক বা অভিধায়ক শব্দ"; "ত্রু প্রণবের জপ অর্থাৎ যথাযথ উচ্চারণ এবং তাহার অর্থ চিন্তা করা অর্থাৎ চিত্তে প্রণবার্থ বিনিবেশিত করা" (ইহাই ঈশ্বরের প্রণিধান বা উপাসনা; ইহাই একাগ্রতার সহজসাধ্য উপায়; ইহা হইতেই আসন্নতম সমাধিলাভ ঘটিয়া থাকে। তবে নিম্নাধিকারীর পক্ষে ইহা সম্ভব নহে।)—এই দুইটী সূত্রে ঈশ্বর প্রণিধানের বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে।১০ (ইহার ফলে কি হয় যোগসূত্রকার তাহাও বলিতেছেন) "তাহা হইতে প্রত্যক্‌চেতনের অধিগম অর্থাৎ প্রাপ্তি ঘটে এবং অন্তরায় অর্থাৎ বিঘ্নেরও অভাব হইয়া থাকে।" (ইহার ব্যাখ্যা,—) 'তাহা হইতে' অর্থাৎ প্রণব জপ ও তদর্থ ধ্যানরূপ ঈশ্বর প্রণিধান হইতে প্রত্যক্‌চেতন যে পুরুষ তাহাকে প্রকৃতি হইতে বিবিক্ত করিয়া অধিগত করা অর্থাৎ তাহার সাক্ষাৎ কার করা যায় এবং পূর্ব্ব কথিত (ব্যাধিস্ত্যান প্রভৃতি) অন্তরায়গুলিরও অভাব হইয়া থাকে।১১ অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারাও অন্তরায় নিবৃত্তি করিতে পারা যায়, (ইহা যোগসূত্রকার প্রথমেই বলিয়াছেন)। তাহা করিতে হইলে কি করিয়া অভ্যাসের দৃঢ়তাসম্পাদন করিতে হয় তাহাও যোগসূত্রকার বলিতেছেন, "তাহাদের প্রতিষেধের জন্য একতত্ত্বের অভ্যাস করিতে হয়"—'তাহাদের' অর্থাৎ সেই অন্তরায়গুলির প্রতিষেধের নিমিত্ত কোনও একটী অভীষ্ট বিষয়ে (শিব, দুর্গা, বিষ্ণু প্রভৃতি

কস্মিংশ্চিদভিমতে তত্ত্বেঽভ্যাসশ্চেতসঃ পুনঃ পুনর্নিবেশনং কার্য্যম্।১২ তথা "মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্" (পা দঃ ১।৩৩);—মৈত্রী সৌহার্দ্দম্, করুণা কৃপা, মুদিতা হর্ষঃ, উপেক্ষা ঔদাসীন্যম্, সুখাদিশব্দৈস্তদ্বন্তঃ প্রতিপাদ্যন্তে। সর্ব্বপ্রাণিষু সুখসম্ভোগাপন্নেষু সাধ্বেতৎ মম মিত্রাণাং সুখিত্বমিতি মৈত্রীং ভাবয়েৎ নত্বীর্ষাম্। দুঃখিতেষু কথং নু নামৈষাং দুঃখনিবৃত্তিঃ স্যাদিতি কৃপামেব ভাবয়েন্নোপেক্ষাম্, নবা হর্ষম্। পুণ্যবৎসু পুণ্যানুমোদনেন হর্ষং কুর্য্যান্ন বিদ্বেষং ন চোপেক্ষাম্। অপুণ্যবৎসু চৌদাসীন্যমেব ভাবয়েন্নানুমোদনম্, নবা দ্বেষম্।১৩ এবমস্য ভাবয়তঃ শুক্লো ধর্ম্ম উপজায়তে। ততশ্চ বিগতরাগদ্বেষাদিমলং চিত্তং প্রসন্নং সদেকাগ্রতাযোগ্যং ভবতি।১৪ মৈত্র্যাদিচতুষ্টয়ঞ্চোপলক্ষণম্, "অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ" ইত্যাদীনামমানিত্বমদম্ভিত্ব-মত্যাদীনাঞ্চ ধর্ম্মাণাং, সর্ব্বেষামেতেষাং শুভবাসনারূপত্বেন মলিনবাসনানিবর্ত্তকত্বাৎ। ১৫ রাগদ্বেষৌ মহাশত্রূ সর্ব্বপুরুষার্থপ্রতিবন্ধকৌ মহতা প্রযত্নেন পরিহর্ত্তব্যাবিত্যেতৎ-সূত্রার্থঃ। ১৬ এবমন্যেঽপি প্রাণায়ামাদয় উপায়াশ্চিত্তপ্রসাদনায় দর্শিতাঃ।১৭

দেবতাদিতে) অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ স্থাপন করিতে হয়।১২ তিনি আরও বলিয়াছেন,—"সুখী, দুঃখী, পুণ্যবান্ ও অপুণ্য জীবে যথাক্রমে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনা করিলে চিত্তের প্রসাদ ঘটিয়া থাকে।" এস্থলে মৈত্রী বলিতে সৌহার্দ্দ বা বন্ধুত্ব; করুণা বলিতে কৃপা; মুদিতা বলিতে হর্ষ; আর উপেক্ষা বলিতে উদাসীনতা বুঝায়। সূত্রে যে সুখাদি শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে তাহা দ্বারা সুখাদিমান্ ব্যক্তিই অভিপ্রেত, বুঝিতে হইবে। (তাহা হইলে সূত্রটীর অর্থ হয় এই যে) জীবগণ যদি সুখসম্পন্ন হয় তাহা হইলে 'বাঃ আমার বন্ধুগণের এই সুখিতা সুন্দর' এইপ্রকারে মৈত্রী ভাবনা করিতে হয়; কিন্তু তাহাতে ঈর্ষ্যা চিন্তা করা উচিত নহে। জীবগণ দুঃখপতিত হইলে—'তাইত কি রকমে ইহাদের দুঃখের নিবৃত্তি হইতে পারে' এই ভাবে কৃপা ভাবনা করাই উচিত, কিন্তু তাহাতে উপেক্ষা অথবা আনন্দপ্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণের পুণ্যের অনুমোদন করিয়া হর্ষ করা উচিত; কিন্তু তাহাতে বিদ্বেষ অথবা উপেক্ষা করা বিহিত নহে। আর অপুণ্যবান্ পাপী ব্যক্তিগণের উপর উদাসীনতা ভাবনা করিতে হয়, তাহার অনুমোদন অথবা তাহাতে হর্ষপ্রকাশ করিতে নাই।১৩ এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে এই যোগীর শুক্ল (শুদ্ধ) ধর্ম্ম উপজাত হইয়া থাকে। আর তাহাতে চিত্ত রাগদ্বেষাদি মলবিহীন হইয়া প্রসন্ন হইয়া একাগ্রতার উপযোগী হয়।১৪ মৈত্রী প্রভৃতি যে চারিটী বিষয় উল্লিখিত হইল উহা সত্ত্বশুদ্ধি, অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের উপলক্ষণ বা জ্ঞাপক বুঝিতে হইবে; অর্থাৎ ইহাদের দ্বারা, অভয়, সত্ত্বসংশুদ্ধি প্রভৃতি এবং অমানিত্ব ও অদম্ভিত্ব প্রভৃতি যে সমস্ত ধর্ম্ম অগ্রে উপদিষ্ট হইবে সেগুলিও অভিপ্রেত হইয়াছে বলিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে; কারণ ঐগুলি শুভবাসনা স্বরূপ; এ কারণে ঐগুলি মলিন বাসনার নিবর্ত্তক।১৫ অনুরাগ ও বিদ্বেষ, ইহারা মহাশত্রু এবং ইহারা সকল প্রকার পুরুষার্থের প্রতিবন্ধক। ইহাদিগকে অত্যধিক প্রযত্ন সহকারে পরিত্যাগ করা

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥

যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ আত্মানং সর্ব্বভূতস্থং সর্ব্বভূতানি চ আত্মনি ঈক্ষতে অর্থাৎ যোগে সমাহিতচিত্ত সর্ব্বত্র ব্রহ্মমাত্রদর্শী সেই যোগী আত্মাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে আত্মাতে দর্শন করেন ॥২৯

তদেতচ্চিত্তপ্রসাদনং ভগবদনুগ্রহেণ যস্য জাতম্, তং প্রত্যেবৈতদ্বচনং সুখেনেতি। অন্যথা মনঃপ্রশমানুপপত্তেঃ ॥ ১৮—২৮ ॥

তদেবং নিরোধসমাধিনা ত্বম্পদলক্ষ্যে তৎপদলক্ষ্যে চ শুদ্ধে সাক্ষাৎকৃতে তদৈক্যগোচরা তত্ত্বমসীতি বেদান্তবাক্যজন্যা নির্ব্বিকল্পকসাক্ষাৎকাররূপা বৃত্তি-র্ব্রহ্মবিদ্যাভিধানা জায়তে। ততশ্চ কৃৎস্নাবিদ্যাতৎকার্য্যনিবৃত্ত্যা ব্রহ্মসুখমত্যন্তমশ্নুত ইত্যুপপাদয়তি ত্রিভিঃ শ্লোকৈঃ।১ তত্র প্রথমং ত্বম্পদলক্ষ্যোপস্থিতিমাহ

উচিত ;—ইহাই "মৈত্রী করুণা" ইত্যাদি সূত্রটীর তাৎপর্য্য।১৬ এই প্রকারে প্রাণায়ামাদি অন্য বহু উপায়ও চিত্তপ্রসাদনের নিমিত্ত যোগশাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে।১৭ আর ভগবদনুগ্রহে যাঁহার এই প্রকার চিত্তপ্রসাদন জন্মিয়াছে—তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই মূলে শ্রীভগবান্ "সুখেন" ইত্যাদি বাক্য বলিয়াছেন। কারণ তাহা না হইলে তাঁহার মনের প্রশম হইতে পারে না।১৮—২৮॥

ভাবপ্রকাশ—এই যোগে যুক্ত হইলে ব্রহ্মসংস্পর্শ হয়। পূর্ব্বে ১৫শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে ঐ শ্লোকে শুদ্ধচিত্ত ভক্তিমার্গাবলম্বী ব্যক্তির গতির কথা বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে বিগতকল্মষ জ্ঞানমার্গাবলম্বী ব্যক্তির গতির কথা বলা হইতেছে। ওখানে 'মৎসংস্থা শান্তি,' এখানে 'ব্রহ্মসংস্পর্শ'; ওখানের সাধন 'নিয়তমানস,' এখানের সাধন 'বিগতকল্মষ'। চিত্তের বিশুদ্ধি জ্ঞান ও ভক্তি উভয়েরই প্রাথমিক সাধন। শ্রীভগবানে চিত্ত স্থাপিত হইলে 'মৎসংস্থা শান্তি' লাভ হয়, আর চিত্ত আত্মসংস্থ হইলে ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ আত্যন্তিক সুখলাভ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতেও বলা হইয়াছে তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে॥ যতদিন ভগবৎকথারতি কিম্বা নির্বেদ বা বৈরাগ্য—এই দুইয়ের একটাও না জন্মে ততদিন শুদ্ধির জন্য কর্ম্ম দরকার। জ্ঞান ও ভক্তিকে বৈকল্পিক সাধন বলা হইয়াছে।২৮

অনুবাদ—অতএব এই প্রকার নিরোধ সমাধির দ্বারা 'ত্বং'পদ ও 'তৎ' পদের লক্ষ্য অর্থ যে শুদ্ধ চিৎ বস্তু তাহার সাক্ষাৎকার হইলে 'তত্ত্বমসি' এই বেদান্ত বাক্য শ্রবণ হইতে নির্ব্বিকল্পক সাক্ষাৎকার-রূপ এক প্রকার বৃত্তি উদিত হইয়া থাকে। ঐ যে নির্ব্বিকল্পক সাক্ষাৎকার অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প অপরোক্ষ অনুভব বেদান্তবাক্যের 'তৎ' এবং 'ত্বং' পদের যাহা লক্ষ্য অর্থাৎ লক্ষণাশক্তিসিদ্ধ অর্থ তাহাদের ঐক্য অর্থাৎ একতাই তাহার বিষয় হয়। আর তাহাই ব্রহ্মবিদ্যা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ('ত্বং' পদের লক্ষ্য অর্থ 'চিৎ' এবং 'তৎ' পদেরও লক্ষ্য অর্থ ও শুদ্ধ চিৎ। ইহারা অভিন্ন; ইহাই অপরোক্ষ-ভাবে অনুভব করা হয়)। আর তাহা হইলে সমগ্র অবিদ্যা এবং অবিদ্যার কার্য্য নিবৃত্ত হইয়া যায় বলিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি আত্যন্তিক অর্থাৎ নিরতিশয় ব্রহ্মসুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।. ইহাই তিনটী শ্লোকে প্রতিপাদিত করিতেছেন।১ তন্মধ্যে "সর্ব্বভূতস্থম্" ইত্যাদি শ্লোকে প্রথমে 'ত্বং' পদের যাহা লক্ষ্য

সর্ব্বভূতস্থমিতি। সর্ব্বেষু ভূতেষু স্থাবরজঙ্গমেষু ভোক্তৃতয়া স্থিতমেকমেব নিত্যং বিভুমাত্মানং প্রত্যক্‌চেতনং সাক্ষিণং পরমার্থসত্যমানন্দঘনং সাক্ষ্যেভ্যোঽনৃতজড়-পরিচ্ছিন্নদুঃখরূপেভ্যো বিবেকেন "ঈক্ষতে" সাক্ষাৎ করোতি। তস্মিংশ্চা"ত্মনি" সাক্ষিণি "সর্ব্বাণি ভূতানি" সাক্ষিণ্যাধ্যাসিকেন সম্বন্ধেন ভোগ্যতয়া কল্পিতানি সাক্ষিসাক্ষ্যয়োঃ সম্বন্ধান্তরানুপপত্তেঃ মিথ্যাভূতানি পরিচ্ছিন্নানি জড়ানি দুঃখাত্মকানি সাক্ষিণো বিবেকেন ঈক্ষতে।২ কঃ ? "যোগযুক্তাত্মা" যোগেন নির্ব্বিচারবৈশারদ্যরূপেণ যুক্তঃ প্রসাদং প্রাপ্ত আত্মান্তঃকরণং যস্য স তথা।৩ তথাচ প্রাগেবোক্তম্ "নির্ব্বিচারবৈশারদ্যেঽধ্যাত্মপ্রসাদঃ", "ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা", "শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়াবিশেষার্থত্বাৎ" ইতি।৪ তথাচ শব্দানুমানাগোচরযথার্থবিশেষবস্তুগোচরযোগজপ্রত্যক্ষেণ ঋতম্ভরসংজ্ঞেন যুগপৎ সূক্ষ্মং ব্যবহিতং বিপ্রকৃষ্টঞ্চ সর্ব্বং তুল্যমেব পশ্যতীতি সর্ব্বত্র সমং দর্শনং তস্যেতি "সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ" সন্নাত্মানমনাত্মানঞ্চ যোগযুক্তাত্মা যথাবস্থিতমীক্ষত ইতি যুক্তম্।৫ অথবা যো

অর্থ তাহারই উপস্থিতি বলিতেছেন অর্থাৎ তত্ত্বমসি বাক্যের 'ত্বং' পদের লক্ষ্য অর্থের স্বরূপ কি তাহাই "সর্ব্বভূতস্থম্" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন। সমস্ত ভূতে অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত শরীরেই যিনি ভোক্তৃরূপে অবস্থিত এবং যিনি স্বরূপতঃ এক, নিত্য, ও বিভু সেই আনন্দঘন অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ পরমার্থ সত্য সাক্ষী প্রত্যক্ চৈতন্য আত্মাকে, অনৃত (অসত্য), জড়, পরিচ্ছিন্ন ও দুঃখস্বরূপ সাক্ষ্য অর্থাৎ দৃশ্য সমুদায় হইতে বিবেকপূর্ব্বক অবলোকন করেন অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে পরস্পর অবিজড়িতভাবে সাক্ষাৎকার করেন—। আবার সেই সাক্ষিস্বরূপ আত্মাতেই সাক্ষ্য অর্থাৎ দৃশ্য সমুদয় ভূতবর্গকে, এগুলি আধ্যাসিক সম্বন্ধবশতঃ ভোগ্যরূপে কল্পিত, কারণ সাক্ষী চেতন পুরুষ এবং সাক্ষ্য দৃশ্য জড়বর্গের অন্য কোনওরূপ পারমার্থিক সম্বন্ধ সম্ভব নহে, সুতরাং ঐগুলি মিথ্যা, [illegible] জড় ও দুঃখাত্মক, মনে করিয়া ঐগুলিকে সাক্ষী পুরুষ হইতে বিবিক্তভাবে অর্থাৎ পৃথক্‌ভাবে অবলোকন করেন।২ কে এইরূপে অবলোকন করেন ? (উত্তর—) যোগযুক্তাত্মা ব্যক্তিই এইরূপে অবলোকন করেন।—যোগের দ্বারা অর্থাৎ (পূর্ব্ববর্ণিত নির্ব্বিচারবৈশারদ্যরূপ যোগের দ্বারা যাঁহার আত্মা অর্থাৎ অন্তঃকরণ যুক্ত অর্থাৎ প্রসন্নতাপ্রাপ্ত হইয়াছে তিনি যোগযুক্তাত্মা ; তাদৃশ ব্যক্তিই এইরূপে অবলোকন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে ইহা পাতঞ্জলদর্শনের— "নির্ব্বিচারের বৈশারদ্য জন্মিলে অধ্যাত্মপ্রসাদ হইয়া থাকে" ; "সেই অবস্থায় যে প্রজ্ঞা উদিত হয় তাহাকে ঋতম্ভরা বলা হয়" ; "তাহা শ্রুত ও অনুমানের প্রজ্ঞা হইতে অন্যবিষয়া, যেহেতু তাহা বস্তুর বিশেষস্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে"—এই সূত্রগুলি উদ্ধৃত করিয়া বিবৃত করা হইয়াছে।৪ এ কারণে তাদৃশ যোগী ব্যক্তি শব্দ ও অনুমানের দ্বারা যাহা গৃহীত (জ্ঞানগোচর) হয় না তাদৃশ বিশেষবস্তু-বিষয়ক ঋতম্ভর নামক যোগজ প্রত্যক্ষের প্রভাবে যুগপৎ সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট সকল প্রকার বস্তুই সমানভাবে প্রত্যক্ষবৎ অবলোকন করিয়া থাকেন। এ কারণে যাঁহার দর্শন সর্ব্বত্র 'সম' অর্থাৎ সমান তিনিই 'সমদর্শন' ;—সেইরূপ হইয়া 'যোগযুক্তাত্মা' ব্যক্তি আত্মা ও অনাত্মাকে যথাবস্থিত ভাবে—যেমনটী আছে সেইরূপে যথাযথভাবে যে দেখিয়া থাকেন তাহা সঙ্গতই বটে।৫

যোগযুক্তাত্মা যো বা সর্ব্বত্রসমদর্শনঃ স আত্মানমীক্ষত ইতি যোগিসমদর্শিনা-বাত্মেক্ষণাধিকারিণাবুক্তৌ। যথা হি চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ সাক্ষিসাক্ষাৎকারহেতুঃ, তথা জড়বিবেকেন সর্ব্বানুস্যূতচৈতন্যপৃথক্করণমপি। নাবশ্যং যোগএবাপেক্ষিতঃ।৬ অতএব বশিষ্ঠঃ,—"দ্বৌ ক্রমৌ চিত্তনাশস্য যোগো জ্ঞানঞ্চ রাঘব। যোগো বৃত্তিনিরোধশ্চ জ্ঞানং সম্যগবেক্ষণম্॥ অসাধ্যঃ কস্যচিদ্যোগঃ কস্যচিৎ তত্ত্বনিশ্চয়ঃ। প্রকারৌ দ্বৌ ততো দেবো জগাদ পরমঃ শিবঃ॥" ইতি।৭ চিত্তনাশস্য সাক্ষিণঃ সকাশাৎ তদুপাধি-ভূতচিত্তস্য পৃথক্করণাৎ তদদর্শনস্য। তস্য চোপায়দ্বয়ম্—একোঽসম্প্রজ্ঞাত সমাধিঃ। সম্প্রজ্ঞাতসমাধৌ হি আত্মৈকাকারবৃত্তিপ্রবাহযুক্তমন্তঃকরণসত্ত্বং সাক্ষিণানুভূয়তে। নিরুদ্ধসর্ব্ববৃত্তিকন্তূপশান্তত্বান্নানুভূয়ত ইতি বিশেষঃ। দ্বিতীয়স্তু সাক্ষিণি কল্পিতং সাক্ষ্যমনৃতত্বান্নাস্ত্যেব সাক্ষ্যেব তু পরমার্থসত্যং কেবলো

অথবা ("যোগযুক্তাত্মা" এবং "সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ" এই দুইটী পরস্পর নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অর্থবাচী; আর তাহা হইলে—) যিনি যোগযুক্তাত্মা এবং যিনি সর্ব্বত্র সমদর্শন তাঁহারা উভয়েই আত্মসাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন;—এইরূপে যোগী এবং সমদর্শী এই উভয়প্রকার ব্যক্তিই যে কেবল আত্মসাক্ষাৎকারের অধিকারী তাহা বলা হইল। কারণ চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগ যেমন সাক্ষী আত্মার সাক্ষাৎকারের উপায় স্বরূপ, সেইরূপ জড়বর্গ হইতে পৃথক্‌ভাবে সর্ব্বানুগত চৈতন্যের যে পৃথক্করণ অর্থাৎ স্বতন্ত্রতাবলোকন অর্থাৎ জ্ঞান তাহাও স্বতন্ত্রভাবে আত্মসাক্ষাৎকারের উপায়। ইহাতেও (এই জ্ঞান পক্ষেও) যে যোগের অপেক্ষা আছে এরূপ বলিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। [অভিপ্রায় এই যে চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগ হইতেও আত্মসাক্ষাৎকার হইতে পারে এবং জ্ঞান হইতেও আত্মসাক্ষাৎকার হইতে পারে। কিন্তু বিশেষ এই যে জ্ঞান হইতে আত্মসাক্ষাৎকার হইতে গেলে যে যোগের অপেক্ষা আছে এরূপ স্বীকার করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। পক্ষান্তরে যোগযুক্ত মুক্তিলাভ করিতে হইলে চরমে জ্ঞানের আবশ্যকতা আছে, অর্থাৎ জ্ঞান বলে অবিদ্যাদির নাশ হইলে পর তবেই মুক্তি হইবে নচেৎ নহে]।৬ এইজন্য বশিষ্ঠ দেবও এইরূপ বলিয়াছেন,—"হে রঘুনন্দন। চিত্তনাশের দুইটীক্রম আছে, যোগ ও জ্ঞান। তন্মধ্যে চিত্তবৃত্তিনিরোধের নাম যোগ আর (আত্মানাত্মার যে) সম্যক্ অবেক্ষণ অর্থাৎ স্বরূপসাক্ষাৎকার (তাহাই) জ্ঞান কাহারও কাহারও পক্ষে যোগ অসাধ্য, অর্থাৎ কোন কোন মুমুক্ষু ব্যক্তি যোগ সাধন করিতে পারেন না; আবার কাহারও বা তত্ত্ব নিশ্চয় করা অসাধ্য। এই কারণে পরম শিব দুইটী উপায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।"৭ চিত্তনাশের অর্থাৎ সাক্ষী চৈতন্যের সমীপ হইতে সেই সাক্ষী চৈতন্যের উপাধিভূত চিত্তকে পৃথক্ করিলে যে তাহার অর্থাৎ চিত্তের অদর্শন ঘটে তাহার উপায় দুইটী। তন্মধ্যে একটী হইতেছে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। কারণ সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে সাক্ষী একমাত্র আত্মাকারযুক্ত যে অন্তঃকরণ-সত্ত্ব তাহাকে উপলব্ধি করিতে থাকে; কিন্তু (অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে) যখন সমস্ত বৃত্তিরই নিরোধ হওয়ায় অন্তঃকরণসত্ত্বও নিরুদ্ধ হইয়া যায় তখন আর সাক্ষী চৈতন্য তাহা অনুভব করেন না। ইহা হইল চিত্তনাশের একটী উপায়। আর দ্বিতীয় উপায়টী হইতেছে,—সাক্ষী চিৎপদার্থের উপর

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০ ॥

যঃ মাং সর্ব্বত্র পশ্যতি, সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি, অহং তস্য ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি অর্থাৎ যিনি আমাকে সর্ব্বভূতে দর্শন করেন এবং সর্ব্বভূতকে আমাতে দেখিতে পান, আমি সেই সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শী যোগীর পরোক্ষ হই না এবং তিনিও আমার পরোক্ষ হন না ॥৩০

বিদ্যত ইতি বিচারঃ।৮ তত্র প্রথমমুপায়ং প্রপঞ্চপরমার্থতাবাদিনো হৈরণ্যগর্ভাদয়ঃ প্রপেদিরে। তেষাং পরমার্থস্য চিত্তস্যাদর্শনেন সাক্ষিদর্শনেন চ নিরোধাতিরিক্তোপায়াসম্ভবাৎ।৯ শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপূজ্যপাদমতোপজীবিনস্ত্বৌপনিষদাঃ প্রপঞ্চানৃতত্ববাদিনো দ্বিতীয়মেবোপায়মুপেয়ুঃ।১০ তেষাং হ্যধিষ্ঠানজ্ঞানদার্ঢ্যে সতি তত্র কল্পিতস্য বাধিতস্য চিত্তস্য তদ্দৃশ্যস্য চাদর্শনমনায়াসেনৈব উপপদ্যতে। অতএব শ্রীভগবৎপূজ্যপাদাঃ কুত্রাপি ব্রহ্মবিদাং যোগাপেক্ষাং ন ব্যুৎপাদয়াম্বভূবুঃ। অতএব চৌপনিষদাঃ পরমহংসা শ্রৌতে বেদান্তবাক্যবিচার এব গুরুমুপসৃত্য প্রবর্ত্তন্তে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারায় ন তু যোগে। বিচারেণৈব চিত্তদোষনিরাকরণেন তস্যান্যথাসিদ্ধত্বাদিতি কৃতমধিকেন ॥১১—২৯ ॥

যে সাক্ষ্য দৃশ্য জড়বর্গ কল্পিত রহিয়াছে তাহা স্বরূপতঃ অনৃত হওয়ায় বস্তুতঃ নাই-ই; কিন্তু পরমার্থসত্য কেবল সাক্ষীই একমাত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন,—এই প্রকার বিচার। অর্থাৎ এই প্রকার বিচারও চিত্তনাশের উপায়।৮ তন্মধ্যে প্রথম উপায়টী অর্থাৎ যোগরূপ যে চিত্তনাশের উপায় তাহা হৈরণ্যগর্ভ প্রভৃতিগণ অর্থাৎ যোগমার্গাবলম্বিগণ অনুসরণ করেন। তাঁহাদের মতে [illegible]র্থ। কাজেই সেই চিত্তের অদর্শন এবং সাক্ষী চৈতন্যের দর্শন হইলেই চিত্তের নাশ হয়; তাঁহাদের মতে চিত্তনাশের আর অন্য কোন উপায় সম্ভব হয় না।৯ আর পূজ্যপাদ ভগবান্ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের মতানুবর্ত্তী প্রপঞ্চের অসত্যতাবাদী ঔপনিষদগণ (বেদান্তিগণ) দ্বিতীয় পক্ষটীরই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন।১০ তাঁহাদের মতে অধিষ্ঠানরূপ যে পরমার্থসৎ সৎ-বস্তু তদ্বিষয়ক জ্ঞান দৃঢ় হইলে, চিত্ত এবং চিত্তের দৃশ্য যে জড়বর্গ তাহাদের অদর্শন অনায়াসেই হইয়া থাকে, কারণ চিত্ত এবং জড়বর্গ সেই অধিষ্ঠানীভূত 'সৎ' বস্তুরই উপরে কল্পিত অর্থাৎ আরোপিত বলিয়া জ্ঞানের দ্বারা সেগুলির বাধ হইয়া থাকে। এই কারণেই পূজ্যপাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য কোন স্থলেও ব্রহ্মবিৎগণের পক্ষে যোগাপেক্ষা আছে বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। আর এই কারণেই ঔপনিষদ (বৈদান্তিক) পরমহংসগণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের নিমিত্ত গুরূপসদনপূর্ব্বক শ্রৌত অর্থাৎ শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট বেদান্তবাক্য বিচারেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা তজ্জন্য যোগমার্গে প্রবৃত্ত হন না; কারণ বেদান্তবাক্য বিচার হইতেই যখন চিত্তগত দোষ দূর করা সম্ভব তখন যোগমার্গানুসরণ অন্যথাসিদ্ধ অর্থাৎ কারণতার বহির্ভূত অর্থাৎ তজ্জন্য যোগ অনাবশ্যক। এ সম্বন্ধে আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।১১—২৯॥

এবং শুদ্ধং ত্বম্পদার্থং নিরূপ্য শুদ্ধং তৎপদার্থং নিরূপয়তি যো মামিতি। "যো" যোগী "মাং" ঈশ্বরং তৎপদার্থমশেষপ্রপঞ্চকারণমায়োপাধিকমুপাধিবিবেকেন সর্ব্বত্র প্রপঞ্চে সদ্রূপেণ স্ফুরণরূপেণ চানুস্যূতং সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং পরমার্থ-সত্যমানন্দঘনমনন্তং "পশ্যতি" যোগজেন প্রত্যক্ষেণাপরোক্ষীকরোতি, তথা "সর্ব্বঞ্চ" প্রপঞ্চজাতং মায়য়া ময্যারোপিতং মদ্ভিন্নতয়া মৃষাত্বেনৈব পশ্যতি—। "তস্যে"বং বিবেকদর্শিনো"ঽহং" তৎপদার্থো ভগবান্ "ন প্রণশ্যামি" ঈশ্বরঃ কশ্চিন্মদ্‌ভিন্নোঽস্তীতি পরোক্ষজ্ঞানবিষয়ো ন ভবামি, কিন্তু যোগজাপরোক্ষজ্ঞানবিষয়ো ভবামি।১ যদ্যপি বাক্যজাপরোক্ষজ্ঞানবিষয়ত্বং ত্বম্পদার্থাভেদেনৈব তথাপি কেবলস্যাপি তৎপদার্থস্য যোগজাপরোক্ষজ্ঞানবিষয়ত্বমুপপদ্যত এব।২ এবং যোগজেন প্রত্যক্ষেণ মামপরোক্ষীকুর্ব্বন্

অনুবাদ—এইরূপে শুদ্ধ 'ত্বং' পদার্থ নিরূপণ করিয়া "যো মাম্" ইত্যাদি শ্লোকে শুদ্ধ 'তৎ' পদার্থনিরূপণ করিতেছেন। **যঃ**=যে যোগী=**মাম্**=আমাকে অর্থাৎ যিনি অশেষ প্রপঞ্চের কারণ স্বরূপ, মায়া যাঁহার উপাধি 'তৎ' পদের অর্থ সেই ঈশ্বরকে উপাধিবিবেকপূর্ব্বক অর্থাৎ উপাধি হইতে স্বতন্ত্র করিয়া **সর্ব্বত্র**=প্রপঞ্চ মধ্যে সর্ব্বত্র সৎ-রূপে এবং স্ফুরণ অর্থাৎ প্রকাশরূপে অনুস্যূত (অনুগত) সকলপ্রকার উপাধি হইতে বিনির্ম্মুক্ত পরমার্থসত্য আনন্দঘন অনন্ত বলিয়া **পশ্যতি**= দেখেন অর্থাৎ যোগজপ্রত্যক্ষপ্রভাবে অপরোক্ষ করিয়া থাকেন। **সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি**=আর সমস্ত প্রপঞ্চও মায়া প্রযুক্ত আমাতেই আরোপিত, আমা হইতে ভিন্ন করিলে তাহা মিথ্যা হইয়া যায় এইরূপ অবলোকন করেন, **তস্য**=সেই ব্যক্তির নিকট অর্থাৎ এইপ্রকারের বিবেকদর্শী ব্যক্তির সমীপে **অহং**=আমি অর্থাৎ 'তৎ' পদার্থ ভগবান্ **ন প্রণশ্যামি**=প্রনষ্ট (অদৃশ্য) হই না অর্থাৎ তাঁহার নিকটে 'আমা হইতে স্বতন্ত্র কোনও ঈশ্বর আছেন' এই প্রকার পরোক্ষজ্ঞানের বিষয় হই না কিন্তু আমি তাহার যোগজ অপরোক্ষজ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকি। (অভিপ্রায় এই 'ঈশ্বর আমা হইতে ভিন্ন' এই প্রকার যে ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান তাহা পরোক্ষ; আর ঈশ্বর আমা হইতে ভিন্ন নহেন, আমার মধ্যেই তিনি আমার অন্তরাত্মা হইয়া রহিয়াছেন, এই প্রকার যে আত্মাভিন্ন ভাবে ঈশ্বর বিষয়ক সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান তাহা অপরোক্ষ। যে ব্যক্তি বিবেকদর্শী তিনি যোগপ্রভাবে ঈশ্বরকে নিজ হইতে ভিন্নভাবে অবলোকন করেন না, কিন্তু তিনি অভিন্নভাবেই দেখিয়া থাকেন; কাজেই তাঁহার আর ঈশ্বরবিষক পরোক্ষ জ্ঞান হয় না কিন্তু অপরোক্ষানুভূতিই হইয়া থাকে)।১ যদিও 'তৎ' পদার্থের বিষয়ে বেদান্তবাক্য শ্রবণ হইতে যে অপরোক্ষজ্ঞান হয় তাহা 'ত্বং' পদার্থের সহিত অভিন্নভাবেই হইয়া থাকে অর্থাৎ তত্ত্বমস্যাদি বেদান্তবাক্য শ্রবণ হইতে যে অপরোক্ষ জ্ঞান হয় 'তৎ' ও 'ত্বং' পদের অভেদই তাহাতে ভাসমান থাকে, কাজেই 'তৎ' পদের যাহা অর্থ তাহা আর স্বতন্ত্রভাবে উক্ত অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না, তথাপি কেবলমাত্র তৎপদার্থও যোগজ অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে ফলিতার্থ এই যে যোগজ প্রত্যক্ষ বলে কেবল 'তৎ'পদার্থকে স্বতন্ত্রভাবে অপরোক্ষভাবেও অনুভব করা যায়; তবে 'তত্ত্বমসি' আদি বেদান্তবাক্য শ্রবণ হইতে যে 'তৎ' পদার্থ বিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞান

"স চ মে ন প্রণশ্যতি" পরোক্ষো ন ভবতি। স্বাত্মা হি মম স বিদ্বানতিপ্রিয়ত্বাৎ সর্ব্বদা মদপরোক্ষজ্ঞানগোচরো ভবতি। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" ইত্যুক্তেঃ। তথৈব চ শরশয্যাস্থভীষ্মধ্যানস্থ যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভগবতোক্তেঃ।৩ অবিদ্বাংস্তু স্বাত্মানমপি সন্তং ভগবন্তং ন পশ্যতি। অতো ভগবান্ পশ্যন্নপি তং ন পশ্যতি "স এনমবিদিতো ন ভুনক্তি" ইতি শ্রুতেঃ।৪ বিদ্বাংস্তু সদৈব সন্নিহিতো ভগবতোঽনুগ্রহভাজনমিত্যর্থঃ ॥৫—৩০ ॥

হয় তাহা 'ত্বং' পদার্থের সহিত অভিন্ন ভাবেই হইয়া থাকে। যে হেতু 'তত্ত্বমসি' বাক্যের তাহাই অর্থ।২ এইপ্রকারে যোগজ প্রত্যক্ষবলে আমায় অপরোক্ষ করিয়া সেই যোগী **মে ন প্রণশ্যতি**=আমার নিকট হইতে প্রণষ্ট হয়েন না অর্থাৎ আমার নিকট তিনি পরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় হন না। কারণ সেই যে বিদ্বান্ তিনি আমার স্বাত্মা অর্থাৎ আত্মভূত বা স্বরূপ; এবং এই হেতুই তিনি আমার অতিশয় প্রিয়। এ কারণে তিনি সর্ব্বদা আমার অপরোক্ষজ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকেন। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি আমাতে যেরূপে প্রপন্ন হয় অর্থাৎ আশ্রয় করে আমিও তাহাকে সেইভাবে আশ্রয় করিয়া থাকি"। কারণ শরশয্যাগত ভীষ্ম যে ভগবান্‌কে সেইভাবেই ধ্যান করিয়াছিলেন তাহা ভগবান্ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন।৩ পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অবিদ্বান্, ভগবান্ তাহার স্বাত্মা—নিজ আত্মা হইলেও সে তাঁহাকে দেখিতে পায় না; কাজেই ভগবান্‌ও তাহাকে দেখিয়াও দেখেন না। শ্রুতি ও তাহাই বলিতেছেন "সেই ঈশ্বর অবিদিত হইলে এই অবিদ্বান্ পুরুষকে রক্ষা করেন না অর্থাৎ ভগবান্ তাহার নিকট হইতে দূরে থাকেন, অপ্রকট থাকেন।৪ আর বিদ্বান্ ব্যক্তি সকল সময়েই সন্নিহিত অর্থাৎ ভগবৎসমীপবর্ত্তী বলিয়া তিনি ভগবানের অনুগ্রহের পাত্র হইয়া থাকেন।৫—৩০॥

ভাবপ্রকাশ—চতুর্থ অধ্যায়ের ৩৫ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছিলেন "যেন ভূতান্যশেষানি দ্রক্ষ্যসি আত্মনি অথো ময়ি"; এই দুইটী শ্লোকে ঐ দর্শনের স্বরূপটী শ্রীভগবান্ বিশদ করিয়া বলিতেছেন। রজঃ এবং তমঃ শান্ত হইয়া গেলে যোগী যখন সত্ত্বভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হন তখন তাঁহার এই দর্শন ফুটিয়া উঠে। প্রথমে সর্ব্বভূতের মধ্যে আত্মদর্শন হয় এবং আত্মাতেই সর্ব্বভূতের দর্শন হয়। সত্ত্বে আরূঢ় হইয়া সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলে ত্বং পদের শোধন হইয়া যায়। এই শুদ্ধ ত্বং ভূমি লাভ হইলে যে দর্শন হয় তাহাই ২৯শ শ্লোকে বলিতেছেন। যোগে যুক্ত হইলে সাধক আত্মাতেই নিমগ্ন হইয়া বুদ্ধিপ্রসাদজন্য নির্ম্মল সাত্ত্বিক সুখ অনুভব করেন—তখন আত্মভিন্ন অন্য দর্শন হয় না—সকল ভূতেই আত্মা, আত্মাতেই সকল ভূত—এইরূপ সর্ব্বত্র সম আত্মাই দৃষ্ট হয়। ইহা কিন্তু পরম দর্শন নহে—ইহা সাত্ত্বিক ভূমির দর্শন মাত্র। এই যে সম—ইহা শুদ্ধ ত্বংএর সমত্ব—ইহা রজঃ ও তমঃ গুণের উপদ্রব শূন্য সত্ত্বের সমতা। ইহা গুণাতীত নির্দ্দোষ সম নহে—ইহা ব্রহ্মের সমতা নহে। যে আত্মা ব্রহ্মাভিন্ন সে আত্মার দর্শন ইহা নহে—ইহা বুদ্ধির মধ্য দিয়া, সত্ত্বের মধ্য দিয়া দর্শন। ৩০শ শ্লোকে "অথো ময়ি" বলিয়া পূর্ব্বে চতুর্থ অধ্যায়ে যে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন তাহার বিস্তার

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥ ৩১॥

যঃ সর্ব্বভূতস্থিতং মাম্ একত্বম্ আস্থিতঃ ভজতি, স যোগী সর্ব্বথা বর্ত্তমানঃ অপি ময়ি বর্ত্ততে অর্থাৎ যিনি সর্ব্বভূতে অবস্থিত আমাকে আপনার সহিত অভিন্ন মনে করিয়া সাধনা করেন, সেই যোগী যে কোন অবস্থায় অবস্থান করুন না কেন, আমাতেই তিনি অবস্থিতি করেন॥৩১

এবং ত্বম্পদার্থং তৎপদার্থঞ্চ শুদ্ধং নিরূপ্য তত্ত্বমসীতি বাক্যার্থং নিরূপয়তি সর্ব্বভূতস্থিতমিতি। সর্ব্বেষু ভূতেষু অধিষ্ঠানতয়া স্থিতং সর্ব্বানুস্যূতং সন্মাত্রং মামীশ্বরং তৎপদলক্ষ্যং স্বেন ত্বম্পদলক্ষ্যেণ সহৈকত্বমত্যন্তাভেদমাস্থিতঃ ঘটাকাশো মহাকাশ ইত্যত্রেবোপাধিভেদনিরাকরণেন নিশ্চয়েন যো ভজতি অহং ব্রহ্মাস্মীতি বেদান্তবাক্যজেন তত্ত্বসাক্ষাৎকারেণাপরোক্ষীকরোতি সোঽবিদ্যাতৎকার্য্যনিবৃত্ত্যা জীবন্মুক্তঃ কৃতকৃত্য এব ভবতি।১ যাবত্তু তস্য বাধিতানুবৃত্ত্যা শরীরাদিদর্শনমনুবর্ত্ততে তাবৎ প্রারব্ধকর্ম্মপ্রাবল্যাৎ সর্ব্বকর্ম্মত্যাগেন বা যাজ্ঞবল্ক্যাদিবদ্বিহিতেন কর্ম্মণা বা জনকাদিবৎ প্রতিষিদ্ধেন কর্ম্মণা

করিতেছেন। এই ভূমিতে বাহ্যজগৎ হইতে আর গুটাইয়া লইয়া আত্মাতে ডুবিয়া থাকিবার প্রয়োজন হয় না। এখন যেমন ভিতরে তেমনি বাইরে, যেমন 'ত্বং'এ তেমনি 'তৎ'এ, যেমনি আত্মায় তেমনি ঈশ্বরে, সর্ব্বভূতের দর্শন হয়। তত্ত্বরাজ্যের গভীরতর তলদেশে এখন সাধক উপনীত হইয়াছেন বলিয়াই সাধকের এখন অন্তর বাহির সমান হইয়া গিয়াছে—এখন কোনও ভূমিতেই আর সাধকের তত্ত্বদৃষ্টি অন্তর্হিত হয় না। 'তৎ'এর শোধন হইলেই এই বিস্তার দেখা দেয়। পূর্ব্বভূমিতে আত্মা শুদ্ধ হইলেও যেন প্রসার বা বিস্তৃতি তেমন উপলব্ধি করা যায় না—ব্যষ্টিভাব যেন কাটে না। এই ভূমিতে এই প্রসার বা বিস্তৃতি অর্থাৎ সমষ্টিভাবটাই যেন বেশী করিয়া উপলব্ধির বিষয় হয়।২৯-৩০

অনুবাদ—এই প্রকারে শুদ্ধ 'ত্বং'পদার্থ ও শুদ্ধ 'তৎ'পদার্থ নিরূপিত করিয়া এক্ষণে—"তত্ত্বমসি" এই বাক্যের অর্থ নিরূপণ করিতেছেন। **সর্ব্বভূতস্থিতং**=সমস্ত ভূতের মধ্যেই অধিষ্ঠানরূপে বিদ্যমান সকলপদার্থেই অনুগত কেবলমাত্র সৎস্বরূপ **মাম্**=আমাকে অর্থাৎ 'তৎ'পদের লক্ষ্য অর্থ ঈশ্বরকে **একত্বম্ আস্থিতঃ**=নিজের সহিত অর্থাৎ 'ত্বং'পদের লক্ষ্যের সহিত একত্ব অর্থাৎ অত্যন্ত অভেদ বোধ করিয়া অর্থাৎ উপাধিগতভেদ দূর করিলে যেমন ঘটাকাশ মহাকাশই হইয়া থাকে সেইরূপ এস্থলেও উপাধিগতভেদ দূর করিয়া 'তৎ' ও 'ত্বং' পদের অত্যন্ত অভিন্নতা অবধারণ করতঃ **যো মাং ভজতি**=যিনি আমার উপাসনা করেন অর্থাৎ "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই বেদান্তবাক্যজনিত তত্ত্বসাক্ষাৎকারপূর্ব্বক আত্মাকে অপরোক্ষ করেন, সেই ব্যক্তির অবিদ্যা এবং অবিদ্যার কার্য্য সকল নিবৃত্ত হইয়া যায় বলিয়া তিনি জীবন্মুক্ত কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহার জীবন্মুক্তি হওয়ায় আর কোন কর্ত্তব্য অবশিষ্ট থাকে না।১ তবে বাধিত কর্ম্মের অনুবৃত্তিবশতঃ যতদিন তাঁহার শরীরা দর্শন থাকে ততদিন প্রারব্ধকর্ম্মের প্রবলতা থাকে; একারণে তিনি যাজ্ঞবল্ক্যাদির ন্যায় সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, অথবা জনকাদির ন্যায় বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া কিংবা দত্তাত্রেয়াদির মত

বা দত্তাত্রেয়াদিবৎ সর্ব্বথা যেন কেনাপি রূপেণ বর্ত্তমানোঽপি ব্যবহরন্নপি স যোগী ব্রহ্মাহমস্মীতি বিদ্বান্ ময়ি পরমাত্মন্যেবাভেদেন বর্ত্ততে সর্ব্বথা।২ তস্য মোক্ষং প্রতি নাস্তি প্রতিবন্ধশঙ্কা। "তস্য হ ন দেবাশ্চনাভূত্যা ঈশত আত্মা হ্যেষাং সম্ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ। দেবা মহাপ্রভাবা অপি তস্য মোক্ষাভবনায় নেশতে কিমুতান্যে ক্ষুদ্রা ইত্যর্থঃ।৩ ব্রহ্মবিদো নিষিদ্ধকর্ম্মণি প্রবর্ত্তকয়ো রাগদ্বেষয়োরসম্ভবেন নিষিদ্ধকর্ম্মাসম্ভবেঽপি তদঙ্গীকৃত্য জ্ঞানস্তুত্যর্থমিদমুক্তং সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপীতি। "হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে" ইতিবৎ॥ ৪—৩১॥

প্রতিষিদ্ধ কর্ম্ম করিয়া,—**সর্ব্বথা বর্ত্তমানঃ অপি**=সর্ব্বথা অর্থাৎ যে কোন অবস্থায় বর্ত্তমান থাকুন না কেন অর্থাৎ যে কোনও রূপ ব্যবহার করুন না কেন **স যোগী**=সেই যোগী "অহং ব্রহ্মাস্মি" অর্থাৎ 'আমি ব্রহ্ম হইতেছি' এইপ্রকার বোধ করিয়া **ময়ি বর্ত্ততে**=আমাতেই অর্থাৎ পরমাত্মাতেই অভিন্নভাবে বর্ত্তমান থাকেন।২ ফলিতার্থ এই যে, কোন দিক্ থেকেই তাঁহার মোক্ষের কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার আশঙ্কা নাই। তাই শ্রুতি বলিতেছেন "দেবগণ ও তাঁহার কোনও রূপ অভূতি করিতে অর্থাৎ মোক্ষ বিষয়ে বিঘ্ন ঘটাইতে সমর্থ হন না, যে হেতু তিনি ইঁহাদের সকলেরই আত্মা হইতেছেন।" —দেবগণ মহাপ্রভাব (কাজেই তাঁহারা ইচ্ছা করিলে অনেক বিঘ্ন ঘটাইতে সমর্থ হইলেও) তাঁহার মোক্ষপ্রাপ্তি যাহাতে না হয় সেরূপ করিতে তাঁহারাও সমর্থ হন না, অন্যান্য ক্ষুদ্র ব্যক্তিগণের ত কথাই নাই।৩ নিষিদ্ধকর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইতেছে রাগ ও দ্বেষ অর্থাৎ লোকে আসক্তি কিংবা বিদ্বেষ বশতঃই নিষিদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়; (বিদ্বেষবশতঃ নিষিদ্ধ কর্ম্ম যেমন ব্রহ্মহত্যাদি); কিন্তু উক্ত যোগী ব্যক্তির সেই অনুরাগ কিংবা বিদ্বেষ কোনটাই নাই; কাজেই তাঁহার [illegible] নিষিদ্ধ কর্ম্ম করা যদিও অসম্ভব তথাপি, 'তাঁহারা নিষিদ্ধ কর্ম্মও করিতে পারেন' [illegible] করিয়া লইয়া জ্ঞানের প্রশংসা করিবার জন্যই বলা হইয়াছে—"সে ব্যক্তি যে কোন আচরণ করতে থাকিলেও" ইত্যাদি; "সেই ব্যক্তি এই সমস্ত লোককে নিহত করিয়াও প্রকৃতপক্ষে হনন করে না এবং স্বয়ংও তাহাতে আবদ্ধ হয় না" এইস্থলে যেমন বলা হইয়াছে এখানেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে।৪ [**তাৎপর্য্য** এই যে, জীবন্মুক্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে কোনওরূপ বিধি বা নিষেধ নাই। যে হেতু কথিত আছে "নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ" অর্থাৎ যিনি গুণত্রয়াতীত তুরীয় মার্গে অবস্থিত তাঁহার পক্ষে বিধিই বা কি আর নিষেধই বা কি?— তিনি বিধি ও নিষেধের অতীত। তিনি বিধির অতীত ইহার কারণ এই যে "বিধিষু শ্রাদ্ধঃ অধিকারী"—শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিই শাস্ত্রীয় বিধি সকলের অধিকারী। যে কর্ম্ম করিতে হইবে সেই কর্ম্মের উপর শ্রদ্ধা থাকা আবশ্যক। আবার শাস্ত্রীয় কর্ম্মের উপর ততক্ষণই শ্রদ্ধা থাকে যতক্ষণ লোকে বুঝে যে আমি মনুষ্য, আমি ব্রাহ্মণ, আমি এই কর্ম্মের কর্ত্তা ইত্যাদি। কিন্তু যে ব্যক্তির চিত্তে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়াছে, যাঁহার অবিদ্যা ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে তাঁহার আর 'আমি মনুষ্য' এইপ্রকার বোধ থাকে না, তাহা না থাকিলে আর 'আমি ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয়' ইত্যাদি অভিমান থাকে না, তাহা না থাকিলে 'আমি কর্ত্তা' এইপ্রকার জ্ঞানও থাকে না এবং তাহা না থাকিলে 'আমি

কর্ম্মফলভোক্তা'—এইপ্রকার অভিমানও লুপ্ত হইয়া যায়। কাজেই তিনি কর্ম্মাধিকারের বহির্ভূত হইয়া পড়েন। তাঁহার পক্ষে আর শাস্ত্রীয় বিধির প্রবৃত্তি হয় না। অবিদ্বান্ অজ্ঞানী মনুষ্যত্বাদি অভিমানী ব্যক্তিই শাস্ত্রীয় বিধির অধিকারী। অবশ্য তত্ত্বজ্ঞান বলিতে এখানে আত্মসাক্ষাৎকারই বুঝায়। সুতরাং যাঁহার আত্মসাক্ষাৎকার হইয়াছে তিনি যদি সন্ন্যাসের অধিকারী না হন তথাপি তাঁহার আর কর্ম্ম কর্ত্তব্য থাকে না। তথাপি যদি তাঁহারা কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে থাকেন তাহা হইলে বুঝিতে হইবে 'লোকসংগ্রহ'—অজ্ঞ লোকের শিক্ষাই সেই কর্ম্মের প্রয়োজন। তাহা তাঁহার প্রারব্ধবশেই হউক অথবা ভগবদিচ্ছাবশতঃই হউক তৎকর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। আর যাঁহারা বৈধ সন্ন্যাসের অধিকারী তাঁহাদেরও আশ্রমত্রয়ের কর্ম্ম থাকে না। ইহাতে শঙ্কা হইতে পারে যে, বিধিবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে মনুষ্যত্বাভিমান এবং শ্রদ্ধাদির অপেক্ষা থাকে বলিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তি না হয় অভিমানাভাবহেতু তাহার অধিকারী নাই হইলেন; কিন্তু নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিতে ত আর কোনওরূপ শ্রদ্ধার অপেক্ষা নাই—তাহা হইলে তিনি যথাকাম নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন না কেন! ইহার উত্তরে শাস্ত্রকারগণ বলেন, নিষিদ্ধ কর্ম্মে শ্রদ্ধার অপেক্ষা নাই বটে; কিন্তু নিষিদ্ধ কর্ম্মে যে পুরুষের প্রবৃত্তি হয় তাহার হেতু কি? তাহার হেতু হইতেছে রাগদ্বেষাদি। রাগদ্বেষাদি দোষই নিষিদ্ধ কর্ম্মের প্রবর্ত্তক; পুরুষ রাগদ্বেষাদি দোষ বশতঃই প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহার তত্ত্বজ্ঞান উদিত হইয়াছে তাঁহার চিত্তে কি আর রাগদ্বেষাদি দোষ থাকিতে পারে? সুতরাং নিষিদ্ধকর্ম্মের প্রবর্ত্তক রাগদ্বেষাদি দোষরূপ কারণ না থাকায় জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানও অসম্ভব, কেন না হেত্বভাব হইলে ফলাভাবও অবশ্যম্ভাবী—কারণ না থাকিলে কার্য্য হইতেই পারে না। সুতরাং জ্ঞানী জীবন্মুক্ত ব্যক্তি যে প্রতিষিদ্ধকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন তাহাও একেবারে অসম্ভব। আর যদি কোন জ্ঞানিত্বাভিমানী ব্যক্তি তাহা করে তাহা হইলে তাহাকে পতিতই হইতে হইবে। এইজন্য তত্ত্ববিৎগণ বলেন—"তথা চ সাংসারিক ইব শ্রদ্ধাবগতব্রহ্মতত্ত্বোঽপি নিষেধমতিক্রম্য প্রবর্ত্তমানঃ প্রত্যবৈতি" অর্থাৎ "যিনি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন তিনিও যদি সাংসারিক ব্যক্তির ন্যায় নিষেধশাস্ত্র ল[illegible]য়া নিষিদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে তিনিও অবশ্যই প্রত্যবায়ী হইবেন।" সুতরাং মূলশ্লোকে "নিষিদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও" ইত্যাদিরূপ যে অর্থ পাওয়া যায় তাহার যথাশ্রুত অর্থে তাৎপর্য্য নাই। কিন্তু এস্থলে ইহার দ্বারা জ্ঞানের প্রশংসা করাই অভিপ্রেত, অর্থাৎ জ্ঞানের এমনই মাহাত্ম্য যে প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মকারীও তাহার বলে উত্তীর্ণ হইয়া যায়, ইহাই এই সন্দর্ভটীর তাৎপর্য্যার্থ।] ৪—৩১॥

ভাবপ্রকাশ—'ত্বং' ও 'তৎ'এর শোধনের ফলে তাঁহাদের ঐক্য জ্ঞান হয়। জীব ও ঈশ্বরের উপাধির অপগমে তাঁহারা যে একই তত্ত্ব ইহা অনুভূত হয়। এই একত্বের ভজন হইলে, এই পরমের দর্শন মিলিলে আর বিধিনিষেধ থাকে না। তখন এতাদৃশ যোগী আর বিধিকিঙ্কর থাকেন না। যে ভাবেই তাঁহার অবস্থান হউক না কেন তিনি সর্ব্বদাই ব্রহ্মারূঢ় থাকেন। তিনি স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হইয়া যান—তাঁহার আর স্বরূপচ্যুতি হয় না।৩১

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন !
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২ ॥

হে অর্জ্জুন ! যঃ আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সুখং বা যদি বা দুঃখং সমং পশ্যতি, স যোগী পরমঃ মতঃ অর্থাৎ হে অর্জ্জুন ! যিনি সর্ব্বজীবে সুখ বা দুঃখ আপনার সুখদুঃখের সমান দেখেন, সেই যোগী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—আমার অভিমত ॥ ৩২

এবমুৎপন্নেঽপি তত্ত্ববোধে কশ্চিন্মনোনাশবাসনাক্ষয়য়োরভাবাজ্জীবন্মুক্তিসুখং নানুভবতি, চিত্তবিক্ষেপেণ চ দৃষ্টদুঃখমনুভবতি সোঽপরমো যোগী দেহপাতে কৈবল্যভাগিত্বাৎ দেহসদ্ভাবপর্য্যন্তঞ্চ দৃষ্টদুঃখানুভবাৎ তত্ত্বজ্ঞানমনোনাশবাসনাক্ষয়াণান্তু যুগপদভ্যাসাদ্দৃষ্টদুঃখনিবৃত্তিপূর্ব্বকং জীবন্মুক্তিসুখমনুভবন্ প্রারব্ধকর্ম্মবশাৎ সমাধের্ব্যুত্থানকালে।১ আত্মৈবৌপম্যমুপমা তেনাত্মদৃষ্টান্তেন "সর্ব্বত্র" প্রাণিজাতে "সুখং" বা যদি বা দুঃখং "সমং" তুল্যং "যঃ পশ্যতি" স্বস্যানিষ্টং যথা ন সম্পাদয়তি এবং পরস্যানিষ্টং যো ন সম্পাদয়তি প্রদ্বেষশূন্যত্বাৎ, এবং স্বস্যেষ্টং যথা সম্পাদয়তি তথা পরস্যাপীষ্টং যঃ সম্পাদয়তি রাগশূন্যত্বাৎ, স নির্ব্বাসনতয়োপশান্তমনা যোগী ব্রহ্মবিৎ "পরমঃ" শ্রেষ্ঠো "মতঃ" পূর্ব্বস্মাৎ, হে অর্জ্জুন ! অতস্তত্ত্বজ্ঞানমনোনাশবাসনাক্ষয়াণাং যথাক্রমমভ্যাসায় মহান্ প্রযত্ন আস্থেয় ইত্যর্থঃ।২ তত্রেদং সর্ব্বং দ্বৈতজাতমদ্বিতীয়ে চিদাত্মনি মায়য়া

অনুবাদ—এইপ্রকার তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও কেহ কেহ জীবন্মুক্তির সুখ অনুভব করিতে পারেন না, কারণ তাঁহাদের মনোনাশ এবং বাসনাক্ষয় নাই ; অধিকন্তু তাঁহারা চিত্তবিক্ষেপবশতঃ দৃষ্টদুঃখ অনুভব করিতে থাকেন। এই প্রকারের যে যোগী তিনি অপরম যোগী ; কারণ দেহপাত হইলে অবশ্য তিনি কৈবল্যভাগী হইবেন সত্য কিন্তু যতক্ষণ তাঁহার দেহ থাকে ততক্ষণ তাঁহাকে দুঃখভোগ করিতে হইয়া... তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ এবং বাসনাক্ষয়—এইগুলি যুগপৎ (এককালে) অভ্যস্ত হইলে পর দৃষ্ট দুঃখের বিনিবৃত্তি হইয়া থাকে বলিয়া তিনি জীবন্মুক্তিসুখ অনুভব করিতে থাকেন। কিন্তু তথাপি প্রারব্ধ কর্ম্মবলে যখন তাঁহার সমাধি হইতে ব্যুত্থান হয় তখন—।১ **আত্মৌপম্যেন**= আত্মাই ঔপম্য অর্থাৎ উপমা ; তাহার দ্বারা অর্থাৎ আত্মদৃষ্টান্তের দ্বারা সর্ব্বত্র=সমস্ত জীবনিকায়ে **সুখং বা যদি বা দুঃখং**=সুখই হউক অথবা দুঃখই হউক—উভয়ই যিনি **সমং পশ্যতি**= তুল্যভাবে দেখেন ;—অর্থাৎ তিনি যেমন নিজের অনিষ্ট সম্পাদন করেন না সেইরূপ পরেরও অনিষ্ট করেন না, কেন না তিনি বিদ্বেষবিহীন হইয়া গিয়াছেন—। এইরূপ তিনি যেমন নিজের ইষ্ট সম্পাদন করেন সেইরূপ পরেরও ইষ্ট সাধন করেন ; আর তিনি যে এরূপ করিবেন তাহার কারণ তিনি রাগশূন্য অর্থাৎ আসক্তি রহিত ;—হে অর্জ্জুন ! **সঃ**=বাসনা বিহীন হওয়ায় উপশান্ত মনাঃ (যাঁহার মন উপশম প্রাপ্ত হইয়াছে) সেই **যোগী**=ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি **পরমঃ**=পূর্ব্ব কথিত সাধক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া **মতঃ**=নির্দ্দিষ্ট হন। অতএব তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ এবং বাসনাক্ষয় —এইগুলি যাহাতে অক্রমে অর্থাৎ যুগপৎ অভ্যস্ত হয় তজ্জন্য তোমার অত্যধিক প্রযত্ন অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।২ সমগ্র এই দ্বৈত প্রপঞ্চই চিদানন্দ স্বরূপ আত্মায় মায়া বশতঃ কল্পিত ;

কল্পিতত্বান্মৃষৈব, আত্মৈবৈকঃ পরমার্থসত্যঃ সচ্চিদানন্দাদ্বয়োঽহমস্মীতি জ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানম্।৩ প্রদীপজ্বালা-সন্তানবদ্বৃত্তিসন্তানরূপেণ পরিণমমানমন্তঃকরণদ্রব্যং মননাত্মকত্বান্মন ইত্যুচ্যতে। তস্য নাশো নাম বৃত্তিরূপপরিণামং পরিত্যজ্য সর্ব্ববৃত্তিবিরোধিনা নিরোধাকারেণ পরিণামঃ।৪ পূর্ব্বাপরপরামর্শমন্তরেণ সহসোৎপদ্যমানস্য ক্রোধাদিবৃত্তিবিশেষস্য হেতুশ্চিত্তগতঃ সংস্কারবিশেষো বাসনা পূর্ব্বপূর্ব্বাভ্যাসেন চিত্তে বাস্যমানত্বাৎ। তস্যাঃ ক্ষয়ো নাম বিবেকজন্যায়াং চিত্তপ্রশমবাসনায়াং দৃঢ়ায়াং সত্যপি বাহ্যে নিমিত্তে ক্রোধাদ্যনুৎপত্তিঃ।৫ তত্র তত্ত্বজ্ঞানে সতি মিথ্যাভূতে জগতি নরবিষাণাদাবিব ধীবৃত্ত্যনুদয়াদাত্মনশ্চ দৃষ্টত্বেন পুনর্ব্বৃত্ত্যনুপযোগান্নিরিন্ধনাগ্নিবন্মনো নশ্যতি। নষ্টে চ মনসি সংস্কারোদ্বোধকস্য

একারণে তাহা স্বরূপতঃ মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নহে; একমাত্র সচ্চিদানন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় আত্মাই পরমার্থ সত্য; আর 'আমিই সেই সচ্চিদানন্দ পরমার্থ সত্য অদ্বিতীয় আত্মা' এইপ্রকারের যে জ্ঞান তাহাই **তত্ত্বজ্ঞান**।৩ প্রদীপশিখাধারার ন্যায় বৃত্তিধারারূপে পরিণত যে অন্তঃকরণ রূপ দ্রব্য তাহা মননাত্মক (চিন্তন স্বভাব); এজন্য তাহাই 'মনঃ' এই নামে অভিহিত হয়। সেই মনের নাশ বলিতে তাহার বৃত্তিরূপ যে পরিণাম তাহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্ববৃত্তির বিরোধী নিরোধাকার পরিণাম; অর্থাৎ সমস্ত বৃত্তিবিহীন হইয়া মনের যে নিরোধ পরিণাম হয় তাহাই এখানে **মনোনাশ**।৪ পূর্ব্ব পশ্চাৎ চিন্তা না করিয়া সহসা যে ক্রোধাদিরূপ বৃত্তিবিশেষ উৎপন্ন হয় তাহার হেতুরূপে নিশ্চয়ই চিত্তে সংস্কারবিশেষ বিদ্যমান থাকে যাহা হইতে ঐগুলি উৎপন্ন হয়; ঐ যে চিত্তগত সংস্কারবিশেষ উহাকেই **বাসনা** বলা হয়; তাহার নাম বাসনা,—যে হেতু তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অভ্যাসবশে চিত্তে বাস্যমান হইয়া থাকে অর্থাৎ সংলগ্ন হইয়া বাসা বাঁধিয়া থাকে। বিবেক (তত্ত্বজ্ঞান) জন্মিবার ফলে চিত্তপ্রশমবাসনা দৃঢ় হয়; আর তাহার ফলে (ক্রোধাদির) বাহ্য নিমিত্ত বিদ্যমান থাকিলেও ক্রোধাদির উৎপত্তি হয় না। ইহারই নাম বাসনাক্ষয়।৫ [**তাৎপর্য্য** এই যে, চিত্তে কাম ক্রোধাদির সংস্কার বিদ্যমান আছে; অর্থাৎ কাম ক্রোধাদিগুলি চিত্তে সূক্ষ্ম অনভিব্যক্তরূপে বিদ্যমান আছে। বাহিরের কোন কারণ উপস্থিত হইলে সেইগুলি উদ্বুদ্ধ হয় অর্থাৎ অভিব্যক্ত বা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। যাহার জন্য, 'কাহার উপর ক্রোধ করিতেছি, এই ক্রোধের ফলে কি অনর্থ ঘটিতে পারে' ইত্যাদি প্রকার অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিবার পূর্ব্বেই ক্রোধ ভীষণাকারে প্রকটিত হইয়া পড়ে। বিবেকের ফলে চিত্তে প্রশমবাসনা জন্মে। বিবেক বলিতে কি বুঝায় তাহা একটু পরেই বর্ণিত হইবে। এই প্রশমবাসনা চিত্তে দৃঢ় হইলে ক্রোধের সংস্কার শিথিল হইয়া যায়। আর তাহা হইলে বাহিরের যে সমস্ত কারণে ক্রোধাদি অভিব্যক্ত হয় সেগুলি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকিলেও ক্রোধাদি উৎপন্ন হয় না। এইভাবে চিত্তে যে ক্রোধাদির সংস্কারের ক্ষয় হয় ইহারই নাম **বাসনাক্ষয়**।]৫ (তন্মধ্যে মনোনাশের কারণ এইরূপ—) নরশৃঙ্গ প্রভৃতি অলীক পদার্থ বিষয়ে যেমন বুদ্ধিবৃত্তি উদিত হয় না সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে মিথ্যাভূত জগৎ সম্বন্ধেও ধীবৃত্তি প্রকাশ পায় না; আবার আত্মদর্শন হইয়াছে বলিয়াও পুনরায় মনোবৃত্তি উদয়ের কোন উপযোগিতা থাকে না অর্থাৎ বৃত্তির কোন প্রয়োজনীয়তা নাই; এরূপ হইলে পর অর্থাৎ মন যদি বৃত্তিশূন্য হইতে থাকে তাহা হইলে কাষ্ঠহীন অগ্নির

বাহ্যস্য নিমিত্তস্যাপ্রতীতৌ বাসনা ক্ষীয়তে।৬ এবং ক্ষীণায়াং বাসনায়াং হেত্বভাবেন ক্রোধাদিবৃত্ত্যনুদয়ান্মনো নশ্যতি। নষ্টে চ মনসি শমদমাদিসম্পত্ত্যা তত্ত্বজ্ঞানমুদেতি। এবমুৎপন্নে তত্ত্বজ্ঞানে রাগদ্বেষাদিরূপা বাসনা ক্ষীয়তে।৭ ক্ষীণায়াঞ্চ বাসনায়াং প্রতিবন্ধাভাবাৎ তত্ত্বজ্ঞানোদয় ইতি পরস্পরকারণত্বং দর্শনীয়ম্।৮ অতএব ভগবান্ বশিষ্ঠ আহ,—"তত্ত্বজ্ঞানং মনোনাশো বাসনাক্ষয় এব চ। মিথঃকারণতাং গত্বা দুঃসাধ্যানি স্থিতানি হি॥ তস্মাদ্রাঘব। যত্নেন পৌরুষেণ বিবেকিনা। ভোগেচ্ছাং দূরতস্ত্যক্ত্বা ত্রয়মেতৎ সমাশ্রয়॥" ইতি।৯ পৌরুষো যত্নঃ কেনাপ্যুপায়েনাবশ্যং সম্পাদয়িষ্যামীত্যেবংবিধোৎসাহরূপো নির্ব্বন্ধঃ। বিবেকো নাম বিবিচ্য নিশ্চয়ঃ। তত্ত্বজ্ঞানস্য শ্রবণাদিকং

ন্যায় মন স্বয়ংই নাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ কাষ্ঠ থাকিলেই যেমন অগ্নি জ্বলে তাহা না হইলে তাহা আপনা আপনিই নিবিয়া যায় সেইরূপ বৃত্তি উৎপন্ন হইতে থাকিলেই মনও থাকিয়া যায় আর বৃত্তিনাশে ক্রমে মনেরও নাশ হইয়া যায়। আবার মনোনাশ হইলে পর সংস্কারের উদ্বোধক বাহ্য (বহিঃস্থিত) নিমিত্ত সকলের প্রতীতি হয় না; (কারণ মনের বৃত্তির দ্বারাই সেগুলি প্রতীতিগোচর হইয়া থাকে); আর তাহা হইলে বাসনা ক্ষয় হইয়া যায়। (কারণ মনোনাশ হওয়ায় সংস্কারেরও নাশ হয়। আর সংস্কারনাশই বাসনাক্ষয়) অর্থাৎ বাহ্য নিমিত্ত সকল সংস্কারের উদ্বোধক হইয়া থাকে; সুতরাং মন নষ্ট হইয়া যাইলে বহিঃস্থিত নিমিত্ত সকল যথাপূর্ব্ব বিদ্যমান থাকিলেও অন্তঃসম্বন্ধ না থাকায় সংস্কার জন্মাইতে পারে না। আর সংস্কারসঞ্চয় না হইলে সংস্কারাত্মক বাসনাও উপচিত না হইয়া অপচিত হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইভাবে তত্ত্বজ্ঞান মনোনাশকে দ্বার করিয়া বাসনাক্ষয়ের হেতু হয়—অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের ফলে মনোনাশ, মনোনাশের ফলে বাসনাক্ষয় হয়)।৬ আবার বাসনা ক্ষয় হইলে ক্রোধাদি বৃত্তির উদয় হয় না বলিয়া তাহা হইতে মনের নাশ হইয়া যায়। আর মন নাশ প্রাপ্ত হইলে শম, দম প্রভৃতি সাধন সম্পত্তি হইতে তত্ত্বজ্ঞান উদিত হয়। (এই ভাবে বাসনাক্ষয় মনোনাশকে দ্বার করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের হেতু হয়;—বাসনাক্ষয় হইতে মনোনাশ, আর মনোনাশ হইলে তত্ত্বজ্ঞান হয়)।৭ এইরূপে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে রাগদ্বেষাদিরূপ বাসনার ক্ষয় হইয়া যায়। আর বাসনা ক্ষয় হইলে তত্ত্বজ্ঞানের কোনও প্রতিবন্ধক না থাকায় তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের ফলে বাসনাক্ষয় হয় আবার বাসনা ক্ষয়ের ফলে তত্ত্বজ্ঞান হয়। এইরূপে ইহাদের মধ্যে পরস্পর কারণতা রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ এবং বাসনাক্ষয় ইহাদের প্রত্যেকটী প্রত্যেকটীর কারণ।৮ এই কারণেই ভগবান্ বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন,—"তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ এবং বাসনাক্ষয় ইহারা পরস্পর পরস্পরের কারণ বলিয়া সাধারণ ব্যক্তির নিকট দুঃসাধ্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ ঐ তিনটী সম্পাদন করা বড় কষ্টকর অতএব হে রঘুনন্দন! বিবেকযুক্ত পৌরুষ যত্নের দ্বারা (পুরুষসাধ্য প্রযত্নের দ্বারা) দূর হইতেই ভোগেচ্ছাকে পরিত্যাগ করিয়া এই তিনটী অবলম্বন করিবে"।৯ 'যে কোন উপায়েই হউক আমি ইহা সম্পন্ন করিব এই প্রকার উৎসাহরূপ যে নির্ব্বন্ধ (জেদ) তাহাই পৌরুষ যত্ন।' বিবেচনাপূর্ব্বক যে নিশ্চয় অর্থাৎ বিষয়াবধারণ তাহার নাম বিবেক। আত্মতত্ত্ব শ্রবণাদিই তত্ত্বজ্ঞানের সাধনস্বরূপ; যোগ মনোনাশের সাধন; আর প্রতিকূল

সাধনং মনোনাশস্য যোগঃ। বাসনাক্ষয়স্য প্রতিকূলবাসনোৎপাদনমিতি। এতাদৃশবিবেক-যুক্তেন পৌরুষেণ প্রযত্নেন ভোগেচ্ছায়াঃ স্বল্পায়া অপি "হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব" ইতি ন্যায়েন বাসনাবৃদ্ধিহেতুত্বাৎ দূরত ইত্যুক্তম্।১০ দ্বিবিধো হি বিদ্যাধিকারী কৃতোপাস্তিরকৃতো-পাস্তিশ্চ। তত্র য উপাস্যসাক্ষাৎকারপর্য্যন্তামুপাস্তিং কৃত্বা তত্ত্বজ্ঞানায় প্রবৃত্তস্তস্য বাসনা-ক্ষয়মনোনাশয়োর্দৃঢ়তরত্বেন জ্ঞানাদূর্দ্ধং জীবন্মুক্তিঃ স্বতএব সিধ্যতি। ইদানীন্তনস্তু প্রায়েণাকৃতোপাস্তিরেব মুমুক্ষুরৌৎসুক্যমাত্রাৎ সহসা বিদ্যায়াং প্রবর্ত্ততে। যোগং বিনা চিজ্জড়বিবেকমাত্রেণৈব চ মনোনাশবাসনাক্ষয়ৌ তাৎকালিকৌ সম্পাদ্য শমদমাদিসম্পত্ত্যা শ্রবণমননিদিধ্যাসনানি সম্পাদয়তি। তৈশ্চ দৃঢ়াভ্যস্তৈঃ সর্ব্ববন্ধবিচ্ছেদি তত্ত্বজ্ঞানমুদেতি। অবিদ্যাগ্রন্থিরব্রহ্মত্বং হৃদয়গ্রন্থিঃ সংশয়াঃ কর্ম্মাণি অসর্ব্বকামত্বং মৃত্যুঃ পুনর্জন্ম চেত্যনেকবিধো বন্ধোজ্ঞানান্নিবর্ত্ততে।১১ তথাচ শ্রূয়তে, "যো বেদ নিহিতং গুহায়াং সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য" "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।" "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।

বাসনা উৎপাদন বাসনাক্ষয়ের সাধন। ভোগেচ্ছা যতই স্বল্প হউক না কেন (তাহাকে উপেক্ষা না করিয়া) এই প্রকার বিবেকযুক্ত পৌরুষ অর্থাৎ পুরুষোৎসাহজন্য প্রযত্নসহকারে তাহাকে দূর হইতেই পরিত্যাগ করিবে। কারণ, "ঘৃতের সংস্পর্শে অগ্নি যেমন অধিক প্রজ্বলিতই হয় (সেইরূপ কাম্যবস্তুর ভোগের দ্বারা কামনাও অতিমাত্রায় বর্দ্ধিত হইয়া থাকে)" এই নিয়মানুসারে ভোগেচ্ছা অতি অল্প হইলেও তাহা বাসনাকে বিশেষরূপে বর্দ্ধিত করিবার হেতু হইয়া থাকে—এই জন্যই বলা হইয়াছে "দূরতঃ" —"দূর হইতেই।" অর্থাৎ ভোগেচ্ছাকে অল্প মাত্রায়ও উৎপন্ন হইতে দেওয়া উচিত নহে, ইহাই 'দূরতঃ' শব্দে বলা হইয়াছে।১০ দুই প্রকার ব্যক্তি বিদ্যার অধিকারী ;—কৃতোপাস্তি ও অকৃতোপাস্তি। —তন্মধ্যে যে ব্যক্তি উপাস্য দেবতার যাবৎ না সাক্ষাৎকার হয় তাবৎকাল ধরিয়া উপাসনা করিয়া তত্ত্বজ্ঞানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহার বাসনাক্ষয় ও মনোনাশ দৃঢ়তর হইয়াছে বলিয়া জ্ঞানোদয়ের পর স্বতই তাঁহার জীবন্মুক্তি হইয়া থাকে। আর আধুনিক ব্যক্তিগণ প্রায়ই অকৃতোপাস্তি অবস্থাতেই মুমুক্ষু হইয়া কেবলমাত্র ঔৎসুক্যবশতঃ সহসা বিদ্যায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। আর তাদৃশ ব্যক্তি যোগ ব্যতিরেকেই কেবলমাত্র জড় ও অজড় পদার্থের বিবেক জ্ঞানপূর্ব্বকই মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় সম্পাদন করিয়া শম, দম প্রভৃতি সাধন সম্পত্তি সহকারে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন সম্পাদন করিয়া থাকেন। আর সেই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দৃঢ়ভাবে অভ্যস্ত হইলে তত্ত্বজ্ঞান উদিত হইয়া থাকে যাহার ফলে সকল প্রকার বন্ধের উচ্ছেদ ঘটে। অবিদ্যাগ্রন্থি, অব্রহ্মত্ব, হৃদয়গ্রন্থি, সংশয়জাল, কর্ম্মকলাপ, অসর্ব্বকামতা, মৃত্যু ও পুনর্জ্জন্ম ইত্যাদিরূপ অনেক প্রকার বন্ধও এই তত্ত্বজ্ঞান হইতেই নিবৃত্ত হইয়া যায়।১১ শ্রুতিও তাহাই বলিতেছেন যথা—"হে সৌম্য! যে ব্যক্তি সেই গুহানিহিত তত্ত্ব (আত্মতত্ত্ব) অবগত হন তিনি **অবিদ্যাগ্রন্থি উন্মুক্ত করিয়া থাকেন"; (এই শ্রুতিবাক্যে বলা হইল যে তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যাগ্রন্থি ছিন্ন হয়)। "যিনি ব্রহ্ম জানেন তিনি ব্রহ্মই হইয়া থাকেন"; (ইহা দ্বারা অব্রহ্মত্ব নিবৃত্তি বলা হইল)। "সেই পরাবর (কার্য্যকারণাধিষ্ঠানীভূত) তত্ত্ব দৃষ্ট হইলে পর ইঁহার হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন হইয়া**

ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম "যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্ সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি। "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি। "যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদা শুচিঃ। স তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে। "য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্ব্বং ভবতি" ইত্যসর্ব্বজ্ঞত্ব-নিবৃত্তিফলমুদাহার্য্যম্।১২ সেয়ং বিদেহমুক্তিঃ সত্যপি দেহে জ্ঞানোৎপত্তিসমকালীনা জ্ঞেয়া। ব্রহ্মণ্যবিদ্যাধ্যারোপিতানামেতেষাং বন্ধানামবিদ্যানাশে সতি নিবৃত্তৌ পুনরুৎপত্ত্যসম্ভবাৎ। অতঃ শৈথিল্যহেত্বভাবাৎ তত্ত্বজ্ঞানং তস্যানুবর্ত্ততে। মনোনাশবাসনাক্ষয়ৌ তু দৃঢ়াভ্যাসা-ভাবাদ্ভোগপ্রদেন প্রারব্ধেন কর্ম্মণা বাধ্যমানত্বাচ্চ, সবাতপ্রদেশপ্রদীপবৎ সহসা নিবর্ত্ততে। অত ইদানীন্তনস্য তত্ত্বজ্ঞানিনঃ প্রাক্সিদ্ধে তত্ত্বজ্ঞানে ন প্রযত্নাপেক্ষা। কিন্তু

যায়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়, এবং কর্ম্ম সকলও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে"; (ইহা দ্বারা হৃদয়গ্রন্থি, সংশয় এবং কর্ম্মরাশির উচ্ছেদ বলা হইল)। "ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ", "পরম ব্যোমস্বরূপ হৃদয় গহ্বরে নিহিত সেই ব্রহ্মকে যিনি জানিতে পারেন;" "তিনি সকল প্রকার কামনারই সফলতা যুগপৎ প্রাপ্ত হয়েন;" (ইহা দ্বারা অসর্ব্বকামত্বের নাশ বলা হইল)। "জীব কেবল তাঁহাকে জানিয়াই অতিমৃত্যু অর্থাৎ মুক্তিলাভ করে অথবা মৃত্যু অতিক্রম করে"; (ইহা দ্বারা মৃত্যুরূপ বন্ধের নিবৃত্তি বলা হইল)। "যে ব্যক্তি বিজ্ঞানবান্ হন মনোবিহীন ও সতত শুচি অর্থাৎ ভেদদৃষ্টিবিহীন হইয়া থাকেন তিনি সেই পদ প্রাপ্ত হয়েন যাহা হইতে আর সংসারে জন্মিতে হয়না"; (ইহা দ্বারা জন্মের উচ্ছেদ বলা হইল)। "যে ব্যক্তি এইরূপ জানেন যে আমি ব্রহ্ম হইতেছি তিনি সর্ব্বাত্মতালাভ করিয়া থাকেন।" এই প্রকারে অসর্ব্বজ্ঞত্ব নিবৃত্তিরূপ ফল উদাহরণীয় অর্থাৎ এই শ্রুতিবাক্য হইতে ইহাও অবগত হওয়া যায় যে তত্ত্বজ্ঞান হইতে অসর্ব্বজ্ঞতার নিবৃত্তি হইয়া থাকে।১২ ইহা বিদেহ মুক্তি; ইহা দেহ বর্ত্তমান থাকিলেও জ্ঞানোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া থাকে, বুঝিতে হইবে। কারণ, এই যে সমস্ত (অবিদ্যাগ্রন্থি প্রভৃতি নয় প্রকার) বন্ধের বিষয় উল্লিখিত হইল ঐগুলি অবিদ্যাবশতঃ ব্রহ্মে আরোপিত; কাজেই অবিদ্যার নাশ হইলে সেই বন্ধনগুলির একবার নিবৃত্তি হইয়া যায়; আর তাহা হইলে পুনর্বার সেগুলি হইতে পারে না। আর এই কারণে সেই জীবন্মুক্ত ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান অনুবর্ত্তন করে অর্থাৎ তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান বিদেহমুক্তি পর্য্যন্ত নির্ব্বাধে থাকিয়া যায়। কারণ তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান শিথিল হইয়া যাইবার কোনও হেতু নাই। তবে তাঁহার যে মনোনাশ এবং বাসনাক্ষয় তাহা দৃঢ় অভ্যাস না থাকায় এবং ভোগজনক প্রারব্ধ কর্ম্মের দ্বারা বাধিত হইতে থাকায় বায়ুবহুল স্থানে অবস্থিত দীপের ন্যায় সহসা নিবৃত্ত হইয়া যায়। (অর্থাৎ তাঁহার যে মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় একবার হইয়াছিল তাহা সেইভাবে বরাবর থাকে না; কারণ তাঁহার মনোনাশ এবং বাসনাক্ষয় দৃঢ়ভাবে অভ্যস্ত হয় নাই। কাজেই সেগুলি তত প্রবল নহে; একারণে সেগুলি অল্পেই ভোগপ্রদ প্রারব্ধ কর্ম্মের দ্বারা বাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান স্বরূপতঃ দৃঢ়তর সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল; এ কারণে অন্য কোন বিপর্য্যয়াদির দ্বারা তাহার আত্যন্তিক অভিভব হইতে পারে না; যেহেতু তত্ত্বপক্ষপাতিত্বই জ্ঞানের স্বভাব, একারণে অন্য কোন বিপর্য্যয়াদি তাহার উচ্ছেদ করিতে পারেনা)। এ কারণে ইদানীন্তন

মনোনাশবাসনাক্ষয়ৌ প্রযত্নসাধ্যাবিতি।১৩ তত্র মনোনাশো ঽসম্প্রজ্ঞাতসমাধিনিরূপণেন নিরূপিতঃ প্রাক্। বাসনাক্ষয়স্ত্বিদানীং নিরূপ্যতে। ১৪ তত্র বাসনাস্বরূপং বশিষ্ঠ আহ,—“দৃঢ়ভাবনয়া ত্যক্তপূর্ব্বাপরবিচারণম্। যদাদানং পদার্থস্য বাসনা সা প্রকীর্ত্তিতা॥” ১৫ অত্র স্বস্বদেশাচারকুলধর্ম্মস্বভাবভেদতদ্গতাপশব্দস্ত শব্দাদিষু প্রাণিনামভিনিবেশঃ সামান্যেনোদাহরণম্। ১৬ সা চ বাসনা দ্বিবিধা, মলিনা শুদ্ধা চ। ১৭ শুদ্ধা দৈবী সম্পৎ শাস্ত্রসংস্কারপ্রাবল্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানসাধনত্বেনৈকরূপৈব।১৮ মলিনা তু ত্রিবিধা,—লোকবাসনা, শাস্ত্রবাসনা, দেহবাসনা চ ইতি।১৯ সর্ব্বে জনা যথা ন নিন্দন্তি তথৈবাচরিষ্যামি ইত্য-শক্যার্থাভিনিবেশো লোকবাসনা। তস্যাশ্চ “কো লোকমারাধয়িতুং সমর্থঃ” ইতি ন্যায়েন সম্পাদয়িতুমশক্যত্বাৎ পুরুষার্থানুপযোগিত্বাচ্চ মলিনত্বম্। ২০ শাস্ত্রবাসনা তু ত্রিবিধা,—

তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞানের জন্য প্রযত্ন করিতে হয় না। কিন্তু তাঁহার মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়ের জন্য প্রযত্নের অপেক্ষা আছে। অর্থাৎ তাঁহার মনোনাশ এবং বাসনাক্ষয় যাহাতে দৃঢ় হয়, অন্য কোন বিষয়ের দ্বারা অভিভূত হইয়া নির্ব্বাপিত না হইয়া যায় তজ্জন্য তাঁহার বিশেষ যত্ন করা আবশ্যক। কারণ মনোনাশ তত্ত্বজ্ঞানের সমান জাতীয় নহে যে তাহা একবার সিদ্ধ হইলে আর উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়না। কিন্তু তাহা দৃঢ়তর অভ্যাস সাপেক্ষ। এ কারণে যাহাতে তাহা স্থায়ী হয় তজ্জন্য অত্যধিক যত্ন করা আবশ্যক।১৩ তন্মধ্যে মনোনাশ কিরূপ তাহা পূর্ব্বে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি-নিরূপণ কালে নিরূপিত হইয়াছে। এক্ষণে বাসনাক্ষয় কি তাহা নিরূপণ করা যাইতেছে।১৪ এস্থলে বাসনার স্বরূপ কি তাহা বশিষ্ঠদেব এইরূপ বলিয়াছেন, যথা—“দৃঢ় ভাবনাবশতঃ অর্থাৎ নিরূঢ় সংস্কার নিবন্ধন পূর্ব্বাপর (অগ্র পশ্চাৎ) বিবেচনা বিহীন হইয়া যে পদার্থগ্রহণ (বিষয় গ্রহণ) করা হয় তাহাই বাসনা নামে অভিহিত হইয়া থাকে।১৫ এই যে বাসনা—স্ব স্ব দেশীয় আচারভেদ, কুলধর্ম্ম ভেদ, স্বভাব ভেদ, সেই স্বভাবসিদ্ধ অপশব্দ ও সুশব্দাদিতে মনুষ্যগণের যে অভিনিবেশ অর্থাৎ [illegible] (ঝোঁক) তাহাই এ বিষয়ের অর্থাৎ বাসনার সাধারণ উদাহরণ।১৬ [অভিপ্রায় [illegible] লোকে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়াই স্ব স্ব দেশাচারাদিকে গ্রহণ করিয়া থাকে। এরূপ যে করে তাহার কারণ কি? বাসনাই তাহার হেতু। স্ব স্ব দেশাচারাদির প্রতি নিজে যে শব্দ প্রয়োগ করে —তাহা অপভ্রংশ অশুদ্ধ শব্দই হউক অথবা তাহা শুদ্ধ শব্দই হউক তাহার প্রতি মনুষ্যের যে স্বাভাবিক প্রবণতা বা ঝোঁক তাহাকেই সাধারণতঃ এখানে বাসনা বলা হইয়াছে।]১৬ সেই বাসনা আবার মলিনা ও শুদ্ধা ভেদে দুই প্রকারের।১৭ তন্মধ্যে শুদ্ধাবাসনা হইতেছে দৈবী সম্পৎ; তাহাই তত্ত্বজ্ঞানের সাধনস্বরূপ, এই বাসনা শাস্ত্রীয় সংস্কারপুষ্ট বলিয়া বলবান্; এবং তাহা একবিধ।১৮ আর মলিনা বাসনা ত্রিবিধা—লোকবাসনা, শাস্ত্রবাসনা ও দেহবাসনা।১৯ তন্মধ্যে—‘কোনও লোক যাহাতে নিন্দা করিতে না পারে সেই ভাবেই আচরণ করিব’ এই প্রকারের যে অসাধ্য বিষয়ে অভিনিবেশ তাহার নাম লোক বাসনা। কারণ “কোন্ ব্যক্তি সমগ্র লোকমণ্ডলীকে সন্তুষ্ট করিতে পারে” এই নিয়মানুসারে উক্তরূপ অভিনিবেশ অশক্যসম্পাদনবিষয়ক; অর্থাৎ তাহা করা অসম্ভব; এবং তাহা পুরুষার্থেরও অনুপযোগী; একারণে উহা মলিন। অর্থাৎ সকল লোককে কেহ কখনও সন্তুষ্ট করিতে

পাঠব্যসনম্, বহুশাস্ত্রব্যসনম্, অনুষ্ঠানব্যসনঞ্চেতি ক্রমেণ ভরদ্বাজস্য দুর্ব্বাসসো নিদাঘস্য চ প্রসিদ্ধা। মলিনত্বঞ্চাস্যাঃ ক্লেশাবহত্বাৎ পুরুষার্থানুপযোগিত্বাদ্দর্পহেতুত্বাজ্জন্মহেতুত্বাচ্চ।২১ দেহবাসনাপি ত্রিবিধা,—আত্মত্বভ্রান্তির্গুণাধানভ্রান্তির্দোষাপনয়নভ্রান্তিশ্চেতি।২২ তত্রাত্মত্ব-ভ্রান্তির্বিরোচনাদিষু প্রসিদ্ধা সার্ব্বলৌকিকী।২৩ গুণাধানং দ্বিবিধম্, লৌকিকং শাস্ত্রীয়ঞ্চ। সমীচীনশব্দাদিবিষয়সম্পাদনং লৌকিকম্। গঙ্গাস্নানশালগ্রামতীর্থাদিসম্পাদনং শাস্ত্রীয়ম্।২৪ দোষাপনয়নমপি দ্বিবিধম্, লৌকিকং শাস্ত্রীয়ঞ্চ। চিকিৎস-কোক্তৈরৌষধৈর্ব্যাধ্যাদ্যপনয়নং লৌকিকম্, বৈদিকস্নানাচমনাদিভিরশৌচাদ্যপনয়নং বৈদিকম্।২৫ এতস্যাশ্চসর্ব্বপ্রকারায়া মলিনত্বমপ্রামাণিকত্বাদশক্যত্বাৎ পুরুষার্থানুপ-যোগিত্বাৎ পুনর্জ্জন্মহেতুত্বাচ্চ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধম্।২৬ তদেতল্লোকশাস্ত্রদেহবাসনাত্রয়ম-বিবেকিনামুপাদেয়ত্বেন প্রতিভাসনমপি বিবিদিষোর্ব্বেদনোৎপত্তিবিরোধিত্বাদ্বিদুষো

পারে না; আর তাহা করিলেও তদ্দ্বারা কোনও পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়না; এই জন্য ঐরূপ অভিনিবেশ মলিন।২০ শাস্ত্রবাসনাও আবার পাঠব্যসন, বহুশাস্ত্রব্যসন, এবং অনুষ্ঠান-ব্যসনভেদে ত্রিবিধা। ভরদ্বাজ, দুর্ব্বাসা ও নিদাঘ মুনিই ঐগুলির ক্রমিক উদাহরণ। অর্থাৎ ভরদ্বাজের পাঠব্যবসন ছিল, দুর্ব্বাসার বহুশাস্ত্রব্যসন ছিল এবং নিদাঘমুনির অনুষ্ঠানব্যসন ছিল। এই প্রকার এই যে শাস্ত্রবাসনা ইহাও মলিন; কারণ ইহা ক্লেশাবহ, পুরুষার্থের অনুপযোগী, দর্পের হেতুস্বরূপ এবং পুনর্জন্মের কারণ। ভাবার্থ এই যে নিয়ত শাস্ত্রপাঠ বা বহু শাস্ত্র আলোচনা কিংবা বহু শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে গেলে তাহা অনায়াসসাধ্য নহে বলিয়া তাহাতে ক্লেশ পাইতে হয়; অথচ ইহার ফলে কোন পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না; প্রত্যুত ইহাতে 'আমি অনেক জানি' ইত্যাদি [illegible]কার দর্প জন্মে অধিকন্তু ইহাতে জন্ম মরণের উচ্ছেদ না হইয়া সংসার চক্রের বেগ বাড়িতেই থাকে। ঐ [illegible]রণে ইহা মলিন বাসনা।২১ দেহবাসনা আবার ত্রিবিধা,—আত্মত্বভ্রান্তি, গুণাধানভ্রান্তি ও দোষাপনয়নভ্রান্তি।২২ (তন্মধ্যে অনাত্মায়) আত্মত্বভ্রান্তির উদাহরণ বিরোচনাদিতে প্রসিদ্ধ অর্থাৎ প্রজাপতি অসুররাজ বিরোচনকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ দিলে তিনি দেহকেই আত্মা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। এই প্রকার ভ্রম সার্ব্বলৌকিক অর্থাৎ সর্ব্বলোক সাধারণ।২৩ গুণাধান দুই প্রকার —লৌকিক ও শাস্ত্রীয়। শব্দাদি বিষয় সকলকে সম্যক্‌রূপে অর্থাৎ বেশ ভালভাবে যে সম্পাদন অর্থাৎ প্রয়োগ করা হয় তাহা লৌকিক গুণাধান। আর গঙ্গাস্নান, শালগ্রামশিলার্চ্চনা ও তীর্থাদি সম্পাদন প্রভৃতিগুলি শাস্ত্রীয় গুণাধান।২৪ দোষাপনয়নও লৌকিক এবং শাস্ত্রীয় ভেদে দ্বিবিধ। চিকিৎসক কর্তৃক ব্যবস্থাপিত ঔষধের দ্বারা ব্যাধি প্রভৃতির যে দূরীকরণ তাহা লৌকিক দোষাপনয়ন। আর বেদোক্ত স্নান, আচমন প্রভৃতির দ্বারা অশুচিত্বাদির যে দূরীকরণ তাহা বৈদিক (শাস্ত্রীয়) দোষাপনয়ন।২৫ উক্ত সকল প্রকার বাসনাগুলিই মলিন; কারণ ঐগুলি অপ্রামাণিক অর্থাৎ প্রমাণসিদ্ধ নহে, ঐগুলি অসাধ্য, অর্থাৎ সাকল্যে অনুষ্ঠান করা অসম্ভব, ঐগুলি পুরুষার্থের অনুপযোগী এবং ঐগুলি পুনর্জন্মের হেতু বলিয়া শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ অর্থাৎ উপদিষ্ট হইয়াছে।২৬ এই লোকবাসনা, শাস্ত্রবাসনা এবং দেহবাসনারূপ বাসনাত্রয় অবিবেকী ব্যক্তিগণের নিকটে উপাদেয়

জ্ঞাননিষ্ঠাবিরোধিত্বাচ্চ বিবেকিভির্হেয়ম্।২৭ তদেবং বাহ্যবিষয়বাসনা ত্রিবিধা নিরূপিতা।২৮ আভ্যন্তরবাসনা তু কামক্রোধদম্ভদর্পাদ্যাসুরসম্পদ্রূপা সর্ব্বানর্থমূলং মানসী বাসনা ইত্যুচ্যতে।২৯ তদেবং বাহ্যাভ্যন্তরবাসনাচতুষ্টয়স্য শুদ্ধবাসনয়া ক্ষয়ঃ সম্পাদনীয়ঃ। তদুক্তং বশিষ্ঠেন—"মানসীর্ব্বাসনাঃ পূর্ব্বং ত্যক্ত্বা বিষয়-বাসনাঃ। মৈত্র্যাদিবাসনা রাম! গৃহাণামলবাসনাঃ॥" ইতি।৩০ তত্র বিষয়বাসনাশব্দেন পূর্ব্বোক্তাস্তিস্রো লোকশাস্ত্রদেহবাসনা বিবক্ষিতাঃ। মানসবাসনাশব্দেন কামক্রোধ-দম্ভদর্পাদ্যাসুরসম্পৎবিবক্ষিতা।৩১ যদ্বা শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ বিষয়াঃ। তেষাং ভুজ্য-মানত্বদশাজন্যঃ সংস্কারো বিষয়বাসনা। কাম্যমানত্বদশাজন্যঃ সংস্কারো মানসবাসনা। অস্মিন্ পক্ষে পূর্ব্বোক্তানাং চতসৃণামনয়োরেবান্তর্ভাবঃ বাহ্যাভ্যন্তরব্যতিরেকেণ বাসনা-ন্তরাসম্ভবাৎ।৩২ তাসাং বাসনানাং পরিত্যাগো নাম তদ্বিরুদ্ধমৈত্র্যাদিবাসনোৎপাদনম্।৩৩ তাশ্চ মৈত্র্যাদিবাসনা ভগবতা পতঞ্জলিনা সূত্রিতাঃ প্রাক্ সংক্ষেপেণ ব্যাখ্যাতা অপি

(গ্রহণীয়) বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকিলেও ঐগুলি আত্মবিবিদিষু অর্থাৎ আত্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তির বেদনোৎপত্তির (আত্মজ্ঞানোৎপত্তির) বিরোধী এবং বিদ্বান্ ব্যক্তির জ্ঞাননিষ্ঠার পরিপন্থী; একারণে বিবেকী (বিবেচক) ব্যক্তির পক্ষে ঐগুলি হেয় অর্থাৎ পরিত্যাজ্য।২৭ এই প্রকারে ত্রিবিধ বাহ্যবিষয়-বাসনার স্বরূপ নিরূপণ করা হইল।২৮ কাম, ক্রোধ, দম্ভ, দর্প প্রভৃতি আসুর সম্পৎস্বরূপ যে আভ্যন্তর বাসনা; তাহা সকল প্রকার অনর্থের মূলীভূত; তাহাকে মানসী বাসনা বলা হয়।২৯ বাহ্য আভ্যন্তরীণ এই চারি প্রকার (অশুদ্ধ) বাসনাকে শুদ্ধ বাসনার দ্বারা ক্ষয় করিতে হয়।৩০ বশিষ্ঠদেব তাহাই বলিয়া গিয়াছেন, যথা—"হে রাম! প্রথমে মানস বাসনা সকল এবং বিষয় বাসনা সকল ত্যাগ করিয়া মৈত্রী আদি বাসনারূপ অমল (শুদ্ধ) বাসনা গ্রহণ কর।"৩০ এস্থলে যে বিষয়বাসনার কথা বলা হইয়াছে ইহার দ্বারা পূর্ব্ব-কথিত লোকবাসনা, শাস্ত্রবাসনা ও দেহবাসনারূপ ত্রিবিধ বাসনা বিবক্ষিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। আর মানস বাসনা দ্বারা কাম, ক্রোধ, দম্ভ, দর্প প্রভৃতিরূপ যে আসুরসম্পৎ তাহা বিবক্ষিত হইয়াছে।৩১ অথবা (বিষয় বাসনা শব্দের অর্থ এইরূপ,—) শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এইগুলি হইতেছে বিষয়; তাহাদের ভুজ্যমানত্ব দশাজন্য যে সংস্কার অর্থাৎ যখন সেইগুলি উপভোগ করা যায় তখন তাহা হইতে যে সংস্কার জন্মে তাহার নাম বিষয় বাসনা। আর সেইগুলির কাম্যমানত্ব দশাজন্য যে সংস্কার অর্থাৎ সেই সমস্ত বিষয়গুলি কামনা করায় (পাইতে ইচ্ছা করার জন্য) যে সংস্কার জন্মে তাহাই মানসী বাসনা। বশিষ্ঠ কথিত বিষয় বাসনা এবং মানস বাসনা পদদ্বয়ের এই প্রকার অর্থ হইলে, পূর্ব্বে যে বিষয় বাসনা ও বাহ্যবাসনারূপ চারি প্রকার বাসনার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে সেইগুলি এই দুইটীরই অন্তর্ভুক্ত হইবে, কারণ বাহ্য ও আভ্যন্তর বাসনা ব্যতীত আর অন্য কোনরূপ বাসনা থাকিতে পারে না।৩২ সেই বাসনা সকলের পরিত্যাগ বলিতে সেগুলির বিরুদ্ধ যে মৈত্রী প্রভৃতির বাসনা তাহা সম্পাদন করা অর্থাৎ মৈত্র্যাদি বাসনা সম্পাদন করিতে পারিলে ঐ সমস্ত বাহ্য ও আভ্যন্তর অশুদ্ধ বাসনা দূরীভূত হইয়া যাইবে—তাহা হইলেই ঐগুলির ত্যাগ হইবে।৩৩ মৈত্র্যাদি

পুনর্ব্যাখ্যায়ন্তে।৩৪ চিত্তং হি রাগদ্বেষপুণ্যপাপৈঃ কলুষীক্রিয়তে। "তত্র সুখানুশয়ী রাগঃ।" মোহাদনুভূয়মানসুখমনুশেতে কশ্চিদ্ধীবৃত্তিবিশেষো রাজসঃ সর্ব্বং সুখজাতং মে ভূয়াদিতি। তচ্চ দৃষ্টাদৃষ্টসামগ্র্যভাবাৎ সম্পাদয়িতুমশক্যম্। অতঃ স রাগঃ চিত্তং কলুষীকরোতি। যদা তু সুখিষু প্রাণিষ্বয়ং মৈত্রীং ভাবয়েৎ সর্ব্বেঽপ্যেতে সুখিনো মদীয়া ইতি, তদা তৎসুখং স্বকীয়মেব সম্পন্নমিতি ভাবয়তস্তত্র রাগো নিবর্ত্ততে। যথা স্বস্য রাজ্যনিবৃত্তাবপি পুত্রাদিরাজ্যমেব স্বকীয়ং রাজ্যম্ তদ্বৎ। নিবৃত্তে চ রাগে বর্ষাব্যপায়ে জলমিব চিত্তং প্রসীদতি।৩৫ তথাচ "দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ।" দুঃখমনুশেতে কশ্চিদ্ধীবৃত্তিবিশেষস্তমোঽনুগতরজঃপরিণামঃ ঈদৃশং সর্ব্বং দুঃখং সর্ব্বদা মে মাভূদিতি। তচ্চ শত্রুব্যাঘ্রাদিষু সৎসু ন নিবারয়িতুং শক্যম্। ন চ সর্ব্বে তে দুঃখহেতবো হন্তুং শক্যন্তে। অতঃ স দ্বেষঃ সদা হৃদয়ং দহতি। যদা তু স্বস্যেব পরেষাং

বাসনাগুলি কি তাহা ভগবান্ পতঞ্জলি সূত্রে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যদিও পূর্ব্বে সেই সূত্রগুলির সংক্ষেপতঃ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তথাপি তাহাদের পুনরায় ব্যাখ্যা করা যাইতেছে—।৩৪ রাগ, দ্বেষ, পুণ্য, পাপ প্রভৃতির দ্বারা চিত্ত কলুষিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে "যাহা সুখানুশয়ী অর্থাৎ পূর্ব্বে সুখানুভব করায় পরে তাহা স্মরণ করিয়া তজ্জাতীয় সুখান্তরে কিংবা সেই সুখ যাহা হইতে উৎপন্ন হয় তদ্বিষয়ে যে তৃষ্ণা তাহার নাম রাগ"। মোহবশতঃ যাহা অনুভূয়মান সুখকে অনুশয়িত করে অর্থাৎ বিষয়ীভূত করে—সমস্তই আমার যেন সুখস্বরূপ হয় এই প্রকার যে রাজস (রজোগুণ সমুৎপন্ন) বুদ্ধিবৃত্তি বিশেষ তাহাই রাগ। আর তাহা সম্পাদন করা অসম্ভব, কেন না দৃষ্ট বা অদৃষ্ট সুখ জন্মাইতে হইলে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট সুখসামগ্রীও আবশ্যক; অর্থাৎ সুখ সম্পাদক বস্তুর সমবধান না হইলে সুখ হয় না। কিন্তু সকল প্রকার সুখের সামগ্রী এক রকম নহে; তাহার কতক দৃষ্ট—লভ্য; [illegible] অদৃষ্ট—অলভ্য। সুতরাং সেগুলির সমবধান হয় না। আর তাহা হয় না বলিয়া সেই সুখানুশয়ী যে রাগ তাহা সম্পাদন করিতে পারা যায় না অর্থাৎ পূরণ করা সম্ভব হয় না। এ কারণে সেই রাগ চিত্তকে কলুষিত করিয়া থাকে অর্থাৎ অনুরাগের বস্তু না পাইলে চিত্তে দুঃখ, ক্ষোভাদি জন্মিয়া চিত্তকে কলুষিত করে। কিন্তু যখন সাধক সুখিত জীবগণের উপর মৈত্রী ভাবনা করেন—'এই সমস্ত সুখী জীবই আমার আত্মীয়' এই প্রকার চিন্তা করেন, তখন সেই অন্যপ্রাণিগত সুখে নিজেরই সুখ সম্পন্ন হইয়াছে এই প্রকার ভাবনার উদয় হয়; আর তাহা হইতে তদ্বিষয়ে যে রাগ তাহা নিবৃত্ত হইয়া থাকে। যেমন নিজের রাজ্য নিবৃত্তি হইলেও পুত্রাদির রাজ্যকে লোকে নিজেরই ভাবিয়া থাকে, এস্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। আর রাগ নিবৃত্ত হইলে, বর্ষাপগমে যেমন জল প্রসন্ন (স্বচ্ছ) হইয়া থাকে চিত্তও সেইরূপ প্রসন্ন হয়।৩৫ আর "যাহা দুঃখানুশয়ী তাহার নাম দ্বেষ"; অর্থাৎ তমোগুণ-সহচরিত রজোগুণের পরিণামস্বরূপ কোনও চিত্তবৃত্তিবিশেষ দুঃখকে অনুশয়িত করে অর্থাৎ এই প্রকারের যত দুঃখ আছে তাহাদের কোনটীও যেন কখনও আমার না হয় এইরূপ চিন্তা দ্বারা দুঃখকে বিষয় করে; ইহার নাম দ্বেষ। শত্রু এবং ব্যাঘ্রাদি হিংস্র প্রাণী বিদ্যমান থাকিতে এই প্রকার দুঃখকে নিবৃত্ত করিতে পারা যায় না, কারণ দুঃখের হেতুস্বরূপ সেই সমস্ত বস্তুর সাকল্যে উচ্ছেদ

সর্ব্বেষামপি দুঃখং মা ভূদিতি করুণাং দুঃখিষু ভাবয়েৎ তদা বৈর্য্যাদিদ্বেষনিবৃত্তৌ চিত্তং প্রসীদতি। তথাচ স্মর্য্যতে—"প্রাণা যথাত্মনোঽভীষ্টা ভূতানামপি তে তথা। আত্মৌপম্যেন ভূতেষু দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ॥" ইতি। এতদেবেহাপ্যুক্তম্, আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্রেত্যাদি।৩৬ তথা প্রাণিনঃ স্বভাবত এব পুণ্যং নানুতিষ্ঠন্তি।। তদাহুঃ—"পুণ্যস্য ফলমিচ্ছন্তি পুণ্যং নেচ্ছন্তি মানবাঃ। ন পাপফলমিচ্ছন্তি পাপং কুর্ব্বন্তি যত্নতঃ॥" ইতি। তে চ পুণ্যপাপে ক্রিয়মাণে পশ্চাত্তাপং জনয়তঃ।৩৭ স চ শ্রুত্যানূদিতঃ, "কিমহং সাধু নাকরবং কিমহং পাপমকরবম্" ইতি। যদ্যসৌ পুণ্যপুরুষেষু মুদিতাং ভাবয়েৎ তদা তদ্বাসনাবান্ স্বয়মেবাপ্রমত্তঃ শুক্লকৃষ্ণে পুণ্যে প্রবর্ত্ততে।৩৮ তদুক্তম্—'কর্ম্মাশুক্লকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেষাম্"—অযোগিনাং ত্রিবিধম, শুক্লং শুভম্, কৃষ্ণমশুভম্,

করিতে পারা যায় না। এই কারণে সেই দ্বেষ সর্ব্বদা বিদ্বেষ্টার হৃদয়কে দগ্ধ করিয়া থাকে। কিন্তু যখন নিজের সম্বন্ধে যেমন 'আমার দুঃখ যেন কখন না হয়' এইপ্রকার প্রার্থনা হয় সেইরূপ পরের জন্যও 'কাহারও যেন দুঃখ না হয়' এই প্রকারে দুঃখিত জীবগণের প্রতি করুণা ভাবনা হয় তখন বৈর (শত্রুতা) প্রভৃতিরূপ বিদ্বেষ নিবৃত্ত হইয়া যায়; সুতরাং চিত্তও প্রসন্ন হইয়া থাকে। স্মৃতিশাস্ত্রেও এইরূপ কথিত আছে, যথা—"নিজ প্রাণ যেমন আপনার নিকট অতি প্রিয়, সমস্ত জীবেরই তাহা সেইরূপ; এই কারণে সাধুগণ নিজ দৃষ্টান্তানুসারে জীবগণের উপর দয়া করিয়া থাকেন।" এই গীতামধ্যেও ইহা "আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র" ইত্যাদি সন্দর্ভে বর্ণিত হইয়াছে।৩৬ আবার স্বভাবতঃই প্রাণিগণ পুণ্যানুষ্ঠান করে না। কিন্তু পাপাচরণই করিয়া থাকে। তাহাও শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, যথা "মানবগণ পুণ্যের ফললাভ করিতে ইচ্ছা করে কিন্তু পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না এবং পাপের ফল চায় না অথচ যত্ন সহকারে পাপ কর্ম্ম সম্পাদন করে।" সেই পুণ্য ও পাপ অননুষ্ঠিত ও অনুষ্ঠিত হইলে পশ্চাত্তাপ অর্থাৎ অনুতাপ জন্মাইয়া থাকে অর্থাৎ পুণ্যকার্য্য ত্যাগ করিলে এবং পাপাচরণ করিলে পরে অনুতপ্ত হইতে হয়।৩৭ শ্রুতি ইহার অনুবাদ করিয়া অর্থাৎ এই লোকসিদ্ধ বিষয়টীর পুনরুক্তি করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—"কেন আমি সৎকর্ম্ম করি নাই কেনই বা আমি পাপ কর্ম্ম করিয়াছিলাম" ইত্যাদি। আর যদি ঐ সাধক পুণ্যবান্ পুরুষের উপর মুদিতাভাবনা করেন অর্থাৎ পুণ্যাত্মা লোকের পুণ্যকর্ম্মে আনন্দ অনুভব করেন তাহা হইলে তিনি নিজেই অপ্রমত্ত অর্থাৎ সাবধান হইয়া অশুক্লাকৃষ্ণরূপ পুণ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারেন।৩৮ ভগবান্ পতঞ্জলি ইহা বলিয়া গিয়াছেন, যথা—"যোগিগণের কর্ম্ম অশুক্লাকৃষ্ণ (শুক্ল ও নহে, কৃষ্ণও নহে এবং শুক্ল কৃষ্ণ মিশ্রও নহে), আর তদিতর সাধারণ লোকের কর্ম্ম ত্রিবিধ, (শুক্ল, কৃষ্ণ এবং শুক্ল কৃষ্ণ মিশ্রিত)। অযোগী ব্যক্তিগণের কর্ম্ম ত্রিবিধ শুক্ল অর্থাৎ শুভ, কৃষ্ণ অর্থাৎ অশুভ এবং শুক্লকৃষ্ণ অর্থাৎ শুভাশুভ মিশ্রিত।৩৯ [**তাৎপর্য্য** এই যে, কর্ম্ম চারি প্রকার, শুক্ল, কৃষ্ণ, শুক্লকৃষ্ণ এবং অশুক্লাকৃষ্ণ। স্বাধ্যায়, তপস্যা প্রভৃতি বাঙ্মনসসাধ্য সুখৈকফলক কর্ম্ম শুক্ল। *

* ইহা বহিঃ সাধনের অধীন নহে, ইহা কেবল বাক্য অথবা মনের দ্বারা নিষ্পাদ্য, এই কারণে ইহাতে অশাস্ত্রীয় পরপীড়াদি না থাকায় ইহাতে কৃষ্ণের গন্ধও নাই।

শুক্লকৃষ্ণং শুভাশুভমিতি।৩৯ তথা পাপপুরুষেষুপেক্ষাং ভাবয়ন্ স্বয়মপি তদ্বাসনাবান্ পাপান্নিবর্ত্ততে। ততশ্চ পুণ্যাকরণপাপকরণনিমত্তস্য পশ্চাত্তাপস্যাভাবে চিত্তং প্রসীদতি।৪০ এবং সুখিষু মৈত্রীং ভাবয়তো ন কেবলং রাগো নিবর্ত্ততে, কিন্তুসূয়েৰ্ষাদয়োঽপি নিবর্ত্তন্তে। পরগুণেষু দোষাবিষ্করণমসূয়া, পরগুণানামসহনমীর্ষা। যদা মৈত্রীবশাৎ পরসুখং স্বীয়মেব সম্পন্নম্, তদা পরগুণেষু কথমসূয়াদিকং সম্ভবেৎ।৪১ তথা দুঃখিষু করুণাং ভাবয়তঃ শত্রুবধাদিকরো দ্বেষো যদা নিবর্ত্ততে তদা দুঃখিত্বপ্রতিযোগিকস্বসুখিত্বপ্রযুক্তদর্পোঽপি নিবর্ত্ততে। এবং দোষান্তরনিবৃত্তিরপ্যূহনীয়া বাশিষ্ঠরামায়ণাদিষু।৪২ তদেবং তত্ত্বজ্ঞানং মনোনাশো বাসনাক্ষয়শ্চেতি ত্রয়মভ্যসনীয়ম্। তত্র কেনাপি দ্বারেণ পুনঃপুনস্তত্ত্বানুস্মরণং তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাসঃ। তদুক্তম্,—"তচ্চিন্তনং তৎকথনমন্যোন্যং তৎপ্রবোধনম্। এতদেক-

কেবলমাত্র দুঃখফলক শাস্ত্রাননুমোদিত কর্ম্ম কৃষ্ণ। বহিঃসাধনসাধ্য যাগাদি কর্ম্ম পরপীড়া ও পরানুগ্রহাদি মিশ্রিত হওয়ায় শুক্লকৃষ্ণ মিশ্রিত; কারণ যাগাদি সম্পাদন করিবার জন্য ব্রীহি প্রভৃতির অবঘাতাদি কর্ম্ম করিতে হইলে পিপীলিকাদি বধরূপ শাস্ত্রাননুমোদিত পরপীড়াদি অবর্জ্জনীয়; এজন্য তাহাকে কৃষ্ণ বলা হয়। আবার তাহাতে ব্রাহ্মণাদিকে দক্ষিণাদি দিয়া অনুগ্রহ করা হয়; এ কারণে তাহাকে শুক্লও বলা যায়। সুতরাং বহিঃসাধনসাধ্য যাগাদি ক্রিয়া শুক্লকৃষ্ণ বিমিশ্রিত। আর ক্ষীণক্লেশ চরমদেহী সন্ন্যাসিগণের যে কর্ম্ম তাহা অশুক্লা-কৃষ্ণ। সন্ন্যাসিগণ বহিঃসাধন-নিষ্পাদ্য কোনও কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন না, কাজেই তাঁহাদের কৃষ্ণ কর্ম্মাশয় নাই। আবার তাঁহারা যোগানুষ্ঠানসাধ্য সমস্ত কর্ম্মফলই ঈশ্বরে অর্পিত করেন; সুতরাং তাঁহাদের শুক্ল কর্ম্মাশয়ও নাই।]৩৯ আর পাপী ব্যক্তির উপর উপেক্ষা ভাবনা করিতে করিতে পুরুষ নিজেও সেই পাপের উপেক্ষার বাসনা যুক্ত হইয়া পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকে। আর তাহা হইলে পুণ্য না করার জন্য এবং [illegible] করার নিমিত্ত অনুতাপ জন্মিতে পারে না এবং তাহা হইলে চিত্ত প্রসন্ন হইয়া থাকে।৪০ এইরূপ, সুখী ব্যক্তিগণের উপর মৈত্রী ভাবনা করিতে থাকিলে কেবল যে রাগ নিবৃত্তি হয় তাহা নহে কিন্তু তাহাতে অসূয়া, ঈর্ষ্যা প্রভৃতিও নিবৃত্ত হইয়া থাকে। অন্যের গুণরাশির মধ্য হইতে দোষ খুঁজিয়া বাহির করার নাম অসূয়া; আর পরের গুণ সহিতে না পারার নাম ঈর্ষ্যা। মৈত্রী ভাবনা করিতে করিতে যখন পরের সুখও নিজেরই সুখবৎ হইয়া যায় তখন আর পরগুণে কিরূপে অসূয়াদি হইতে পারে?৪১ এইরূপ দুঃখিত ব্যক্তিগণের উপর করুণাভাবনা করিতে করিতে যখন শত্রুবধাদিসাধক বিদ্বেষ বিনিবৃত্ত হইয়া যায় (কারণ লোকে যে শত্রুবধাদিতে প্রবৃত্ত হয়, বিদ্বেষই তাহার হেতু) তখন দুঃখিত্বের বিরোধী যে নিজ সুখিত্ব হেতুক দর্প তাহাও নিবৃত্ত হইয়া থাকে। এই প্রকারে অন্যান্য দোষনিবৃত্তিও কিরূপে হইতে পারে তাহা বাশিষ্ঠ রামায়ণ প্রভৃতি হইতে জানিয়া লইতে হইবে।৪২ সুতরাং এই প্রকারে তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় এই তিনটী অভ্যাস করিতে হয়। তন্মধ্যে, যে কোনও উপায়ে পুনঃ পুনঃ যে তত্ত্বচিন্তা তাহার নাম তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাস। ইহা এইরূপ কথিত হইয়াছে যথা—"ব্রহ্ম চিন্তা, ব্রহ্ম বিষয়ক কথন অর্থাৎ আলোচনা পরস্পরে সেই বিষয় বুঝা বা বুঝান এবং এতদেকপরত্ব অর্থাৎ কেবলমাত্র ইহাকেই সম্বল করা—এইরূপ করাকেই

পরত্বঞ্চ তত্ত্বাভ্যাসং বিদুর্ব্বুধাঃ ॥৪৩ সর্গাদাবেব নোৎপন্নং দৃশ্যং নাস্ত্যেব সর্ব্বদা। ইদং জগদহঞ্চেতি বোধাভ্যাসং বিদুঃ পরম্ ॥" ইতি।৪৪ দৃশ্যাবভাসবিরোধিযোগাভ্যাসো মনোনিরোধাভ্যাসঃ। তদুক্তম্—"অত্যন্তাভাবসম্পত্তৌ জ্ঞাতুর্জ্ঞেয়স্য বস্তুনঃ। যুক্ত্যা শাস্ত্রৈর্যতন্তে যে তেঽপ্যত্রাভ্যাসিনঃ স্থিতাঃ ॥" ইতি। জ্ঞাতৃজ্ঞেয়য়োর্ম্মিথ্যাত্বধীরভাব-সম্পত্তিঃ। স্বরূপেনাপ্যপ্রতীতিরত্যন্তাভাবসম্পত্তিস্তদর্থং। যুক্ত্যা যোগেন। "দৃশ্যাসম্ভব-বোধেন রাগদ্বেষাদিতানবে। রতির্ঘনোদিতা যাসৌ ব্রহ্মাভ্যাসঃ স উচ্যতে ॥" ইতি। রাগদ্বেষাদিক্ষীণতারূপঃ বাসনাক্ষয়াভ্যাস উক্তঃ। তস্মাদুপপন্নমেতৎ তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাসেন মনোনাশাভ্যাসেন বাসনাক্ষয়াভ্যাসেন চ রাগদ্বেষশূন্যতয়া যঃ স্বপরসুখদুঃখাদিষু সমদৃষ্টিঃ স পরমো যোগী মতো যস্তু বিষমদৃষ্টিঃ স তত্ত্বজ্ঞানবানপ্যপরমো যোগীতি ॥ ৪৭—৩২ ॥

জ্ঞানিগণ ব্রহ্মাভ্যাস বলিয়া জানেন।৪৩ দৃশ্য পদার্থ সৃষ্টির আদিতেই উৎপন্ন হয় নাই, এবং তাহা সর্ব্বদা বর্ত্তমানও নাই, ইহা জগৎ এবং এই আমি ইত্যাকার যে বোধ তাহাও সত্য নহে—এই প্রকার জ্ঞানকেই পণ্ডিতগণ বোধাভ্যাস (জ্ঞানাভ্যাস) বলিয়া জানেন।৪৪ দৃশ্যাবভাসের বিরোধী যে যোগাভ্যাস (যাহার ফলে দৃশ্যবোধ লোপ পায়) তাহাকে মনোনিরোধাভ্যাস বলা হয়। তাহাও উক্তগ্রন্থে কথিত হইয়াছে যথা,—"যাঁহারা যুক্তি (যোগ) এবং শাস্ত্র অনুসারে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর অত্যন্ত অভাব সম্পত্তির জন্য অর্থাৎ স্বরূপতঃ ইহারা সৎ নহে এই প্রকার জ্ঞানলাভের জন্য সচেষ্ট তাঁহারাও এস্থলে অভ্যাসী (মনোনিরোধাভ্যাসশীল) বলিয়া বিদিত।" জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ের অত্যন্তাভাব-সম্পত্তির অর্থ এইরূপ—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুতে যে মিথ্যাত্ববুদ্ধি তাহাকে অভাবসম্পত্তি বলে; আর তাহাদের যে স্বরূপতঃ অপ্রতীতি অর্থাৎ তাহাদের একেবারেই যে বোধ না হওয়া তাহার নাম অত্যন্তাভাবসম্পত্তি; যুক্তি বলিতে এখানে যোগ বুঝিতে হইবে।৪৫ আবার "দৃশ্য পদার্থের অসম্ভব বোধ পূর্ব্বক অর্থাৎ দৃশ্য পদার্থ থাকা অসম্ভব এইরূপ জানিয়া রাগদ্বেষাদির তনুতার জন্য অর্থাৎ তাহা ক্ষয় করিবার নিমিত্ত যে ঘনসঞ্জাত রতি অর্থাৎ [illegible]ভাবে তত্ত্বাসক্তি তাহাকে ব্রহ্মাভ্যাস বলা হয়"—এই প্রকারে এই কারিকায় রাগদ্বেষাদির ক্ষীণতারূপ বাসনা-ক্ষয়াভ্যাস (বাসনাক্ষয়ের অভ্যাস) কথিত হইয়াছে।৪৬ অতএব তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাসহেতু, মনোনাশের অভ্যাস নিবন্ধন এবং বাসনাক্ষয়ের অভ্যাসবশতঃ রাগদ্বেষবিহীন হওয়ায় যে ব্যক্তি নিজের অথবা পরের দুঃখাদিতে সমদৃষ্টি অর্থাৎ সমদর্শী হইয়াছেন তিনিই পরম যোগী বলিয়া স্বীকৃত। পক্ষান্তরে যিনি বিষমদৃষ্টি অর্থাৎ যিনি স্বপরদুঃখাদিতে সমদর্শী নহেন কিন্তু বৈষম্য দর্শন করেন তিনি তত্ত্বজ্ঞানী হইলেও অপরমযোগী,—পরমযোগী নহেন।৪৭—৩২॥

ভাবপ্রকাশ—পরমতত্ত্ব দর্শন হইল কি না তাহা বুঝিবার এই যেন পরম উপায়—ইহাই বোধ হয় কষ্টি পাথর। এই ভূমিতে আত্মার সুখদুঃখের সহিত সকল ভূতের সুখদুঃখ একীভূত হইয়া যায়। যতক্ষণ আত্মার সুখদুঃখের সহিত অন্যের সুখদুঃখের কিঞ্চিৎ ব্যবধানও থাকে ততক্ষণ পরম তত্ত্ব লাভ হয় না। এই মাপকাঠি দিয়া সর্ব্বদা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়।৩২

অর্জ্জুন উবাচ

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্॥ ৩৩॥
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥ ৩৪॥

অর্জ্জুন উবাচ—হে মধুসূদন! ত্বয়া সাম্যেন অয়ং যঃ যোগঃ প্রোক্তঃ, চঞ্চলত্বাৎ অহম্ এতস্য স্থিরাং স্থিতিং ন পশ্যামি অর্থাৎ অর্জ্জুন বলিলেন—হে মধুসূদন! সমতারূপ এই যে যোগ আমায় উপদেশ করিতেছ মনের চাঞ্চল্য বশতঃ আমি ইহার দীর্ঘকাল-ব্যাপী স্থায়িত্ব দেখিতেছি না॥৩৩

হে কৃষ্ণ! হি মনঃ চঞ্চলং প্রমাথি বলবৎ দৃঢ়ং; অহং তস্য নিগ্রহং বায়োঃ নিরোধম্ ইব সুদুষ্করং মন্যে অর্থাৎ হে কৃষ্ণ! মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, ক্ষোভকর, অজেয় এবং দৃঢ়। তাহার নিগ্রহ আমি বায়ুর নিরোধের ন্যায় কঠিন বলিয়া মনে করি॥৩৪

উক্তমর্থমাক্ষিপন্ অর্জ্জুন উবাচ যোঽয়মিতি। "যোঽয়ং" সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি-লক্ষণঃ পরমো "যোগঃ সাম্যেন" সমত্বেন চিত্তগতানাং রাগদ্বেষাদীনাং বিষমদৃষ্টিহেতূনাং নিরাকরণেন ত্বয়া সর্ব্বজ্ঞেনেশ্বরেণোক্তঃ, হে মধুসূদন! সর্ব্ববৈদিকসম্প্রদায়প্রবর্ত্তক! "এতস্য" তত্তুক্তস্য সর্ব্বমনোবৃত্তিনিরোধলক্ষণস্য যোগস্য "স্থিতিং" বিদ্যমানতাং "স্থিরাং" দীর্ঘকালানুবর্ত্তিনীং "ন পশ্যামি" ন সম্ভাবয়ামি, অহমস্মদ্বিধোঽন্যো বা যোগাভ্যাস-নিপুণঃ। কস্মান্ন সম্ভাবয়সি? তত্রাহ—চঞ্চলত্বাৎ, মনস ইতি শেষঃ॥ ৩৩॥

সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধত্বেন তদেব চঞ্চলত্বমুপপাদয়তি চঞ্চলং হীতি। চঞ্চলং অত্যর্থং চলং সদা চলনস্বভাবং মনঃ হি প্রসিদ্ধমেবৈতৎ। ভক্তানাং পাপাদিদোষান্ সর্ব্বথা

অনুবাদ—উক্ত বিষয়টীর উপর আপত্তি উত্থাপন করিয়া উক্ত বিষয়টীর অসম্ভবতা প্রতিপাদন করিবার জন্য অর্জ্জুন বলিতেছেন—হে **মধুসূদন**=সমস্ত বৈদিক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক! **যঃ অয়ং**= এই যে **যোগঃ**=যোগ **সাম্যেন**=সাম্য অর্থাৎ সমত্ব পূর্ব্বক অর্থাৎ বিষম দৃষ্টির হেতু স্বরূপ যে রাগদ্বেষাদি চিত্তে আছে তাহা নিরাস করিয়া সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিরূপ যোগের কথা **ত্বয়া প্রোক্তঃ**=তোমা-কর্ত্তৃক—যে তুমি সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর সেই তোমাকর্ত্তৃক কথিত হইল **এতস্য**=সর্ব্বমনোবৃত্তিনিরোধরূপ এই যোগের **স্থিতিম্**=স্থিতিকে অর্থাৎ বিদ্যমানতাকে **স্থিরাম**=স্থির অর্থাৎ দীর্ঘকালানুবর্ত্তিনী বলিয়া **ন পশ্যামি**=দেখিতেছিনা—ঐরূপ বলিয়া মনে করিতেছি না **অহম্**=আমি অথবা আমার ন্যায় অন্য কোনও যোগাভ্যাসনিপুণ ব্যক্তিও তাহা মনে করিতে পারে না। অর্জ্জুনের শঙ্কা করিবার অভিপ্রায় এই যে ভগবদুক্ত ঐ প্রকার যোগ দীর্ঘকালস্থায়ী হইতে পারেনা। তুমি যে উহাকে দীর্ঘকালস্থায়ী বলিয়া মনে করিতে পারিতেছ না তাহার কারণ কি? উত্তর—**চঞ্চলত্বাৎ**=যেহেতু মন চঞ্চল; মনের এই চঞ্চলতাহেতু আমি ঐরূপ অসম্ভাবনা শঙ্কা করিতেছি।৩৩

অনুবাদ—মনের ঐ যে চঞ্চলত্ব বলা হইয়াছে তাহা সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ অর্থাৎ সকল লোকেরই তাহা বিদিত; তাহাই এক্ষণে উপপাদিত করিতেছেন (যুক্তি দ্বারা সমর্থন করিতেছেন)।—হে কৃষ্ণ! মন

নিবারয়িতুমশক্যানপি কৃষতি নিবারয়তি, তেষামেব সর্ব্বথা প্রাপ্তুমশক্যানপি পুরুষার্থা নাকর্ষতি প্রাপয়তীতি বা কৃষ্ণঃ তেন রূপেণ সম্বোধয়ন্ দুর্নিবারমপি চিত্তচাঞ্চল্যং নিবার্য্য দুষ্প্রাপমপি সমাধিসুখং ত্বমেব প্রাপয়িতুং শক্নোষীতি সূচয়তি।১ ন কেবলমত্যর্থং চলম্, কিন্তু "প্রমাথি" শরীরমিন্দ্রিয়াণি চ প্রমথিতুং ক্ষোভয়িতুং শীলং যস্য তৎ ক্ষোভকতয়া শরীরেন্দ্রিয়সংঘাতস্য বিবশতাহেতুরিত্যর্থঃ।২ কিঞ্চ বলবদভিপ্রেতাদ্বিষয়াৎ কেনাপ্যু-পায়েন নিবারয়িতুমশক্যম্, কিঞ্চ দৃঢ়ং বিষয়বাসনাসহস্রানুস্যূততয়া ভেত্তুমশক্যং ; তন্তু-নাগবদচ্ছেদ্যমিতি ভাষ্যে। তন্তুনাগো নাগপাশঃ তান্তনীতি গুর্জ্জরাদৌ প্রসিদ্ধো মহাহ্রদ-নিবাসী জন্তুবিশেষো বা।৩ তস্যাতিদৃঢ়তয়া বলবতো বলবত্তয়া প্রমাথিনঃ প্রমাথিতয়া-তিচঞ্চলস্য মহামত্তবনগজস্যেব মনসো নিগ্রহং নিরোধং নির্ব্বৃত্তিকতয়াবস্থানং সুদুষ্করং সর্ব্বথা কর্ত্তুমশক্যমহং মন্যে, বায়োরিব। যথাকাশে দোধূয়মানস্য বায়োর্নিশ্চলত্বং সম্পাদ্য নিরোধনমশক্যং তদ্বদিত্যর্থঃ।৪ অয়ম্ভাবঃ—জাতেঽপি তত্ত্বজ্ঞানে প্রারব্ধকর্ম্মভোগায়

চঞ্চল অর্থাৎ অত্যধিক চলনশীল, সর্ব্বদা চলন স্বভাব—ইহা সকলের নিকটেই প্রসিদ্ধ আছে। যে সমস্ত পাপাদি দোষ নিবারিত করা অসম্ভব ভক্তের সেই সমস্ত পাপাদি দোষকেও তুমি কর্ষণ কর অর্থাৎ নিবারণ কর, আবার যে সমস্ত পুরুষার্থ লাভ করা তাহাদের পক্ষে সর্ব্বথা অসাধ্য সেই সমস্ত পুরুষার্থও তুমি তাহাদেরই জন্য আকর্ষণ কর (তাহাদের পাওয়াইয়া দাও)—এই কারণে তুমি কৃষ্ণ (এই কারণে তোমায় কৃষ্ণ বলা হয়)। সুতরাং সেইরূপ অর্থাৎ 'কৃষ্ণ' এইরূপ সম্বোধন করিয়া অর্জ্জুন ইহাই সূচিত করিতেছেন যে আমার চিত্তচাঞ্চল্য দুর্নিবার (অক্লেশে নিবারণ করা অসম্ভব) হইলেও তাহা নিবারিত করিয়া দুষ্প্রাপ (পাওয়া কষ্টকর) যে সমাধি-সুখ তাহাও তুমিই আমাকে পাওয়াইতে পারিবে।১ মন যে কেবল অত্যধিক চঞ্চল শুধু তাহাই নহে কিন্তু তাহা প্রমাথী,—প্রমথিত করা অর্থাৎ শরীর ও ইন্দ্রিয়াদিকে প্রমথিত করা, বিক্ষোভিত (বিকৃত) করা যাহার স্বভাব তাহা [illegible]। অভিপ্রায় এই যে মন শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি সঙ্ঘাতের বিক্ষোভ (বিকার) জন্মাইয়া তাহাদিগকে বিবশ (পরতন্ত্র) করিয়া দেয়।২ আরও তাহা বলবৎ—অর্থাৎ তাহার অভিপ্রেত বিষয় হইতে তাহাকে কোনও উপায়ে নিবারিত করিতে পারা যায় না ; এবং তাহা দৃঢ়—অর্থাৎ সহস্র (অসংখ্য) বিষয়-বাসনার দ্বারা ওতপ্রোতভাবে বদ্ধ থাকায় তাহাকে ভেদ করিতেও পারা যায় না। এস্থলে ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"ইহা তন্তুনাগের ন্যায় অচ্ছেদ্য।" ভাষ্যের এই 'তন্তুনাগ' শব্দের অর্থ নাগপাশ; অথবা ইহা গুর্জ্জরাদি (গুজরাট) দেশে প্রসিদ্ধ 'তান্তনী' নামে খ্যাত মহাহ্রদ-নিবাসী জন্তুবিশেষ।৩ সেই যে মন তাহা অত্যন্ত দৃঢ় বলিয়া বলবান্‌পদার্থ অপেক্ষাও বলবান্, তাহা প্রমথনশীল পদার্থ অপেক্ষাও অধিক প্রমথনশীল ; একারণে তাহা অত্যন্ত চঞ্চল। মহামত্ত বনহস্তীর ন্যায় সেই মনের **নিগ্রহম্**=নিরোধ করা—তাহাকে নির্ব্বৃত্তিকরূপে (বৃত্তিশূন্য করিয়া) অবস্থাপিত করা **সুদুষ্করম্**=অতি দুষ্কর—তাহা করা সর্ব্বপ্রকারেই অসম্ভব বলিয়া **অহং মন্যে**=আমি মনে করি। **বায়োরিব**=বায়ুর ন্যায় ; অর্থাৎ আকাশে দোধূয়মান (অত্যধিক অস্থিরভাবে প্রবহনশীল) বায়ুকে নিশ্চল করিয়া তাহার নিরোধ করা যেমন অসম্ভব এস্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে।৪ ইহার ভাবার্থ

জীবতঃ পুরুষস্য কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বসুখদুঃখরাগদ্বেষাদিলক্ষণশ্চিত্তধর্ম্মঃ ক্লেশহেতুত্বাদ্বাধিতানুবৃত্ত্যাপি বন্ধো ভবতি, চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপেণ তু যোগেন তস্য নিবারণং জীবন্মুক্তিরিত্যুচ্যতে। যস্যাঃ সম্পাদনেন স যোগী পরমো মত ইত্যুক্তম্।৬ তত্রেদমুচ্যতে—বন্ধঃ কিং সাক্ষিণো নিবার্য্যতে? কিং বা চিত্তাৎ? নাদ্যস্তত্ত্বজ্ঞানেনৈব সাক্ষিণো বন্ধস্য নিবারিতত্বাৎ। ন তু দ্বিতীয়ঃ স্বভাববিপর্য্যয়াযোগাদ্বিরোধিসম্ভাবাচ্চ। ন হি জলাদার্দ্রত্বমগ্নের্বোষ্ণত্বং নিবারয়িতুং শক্যতে, "প্রতিক্ষণপরিণামিনো হি ভাবা ঋতে চিতিশক্তেঃ" ইতি ন্যায়েন প্রতিক্ষণপরিণামস্বভাবত্বাচ্চিত্তস্য প্রারব্ধভোগেন চ কর্ম্মণা

এইরূপ,—তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগের নিমিত্ত যিনি জীবন ধারণ করিতেছেন তাদৃশ জীবন্মুক্ত পুরুষের কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষাদিরূপ যে সকল চিত্তধর্ম্ম আছে বাধিতানুবৃত্তিরূপেও সেগুলি বন্ধ ছাড়া আর কিছুই নহে। অর্থাৎ জীবন্মুক্তপুরুষের তত্ত্বজ্ঞানোদয় হইয়াছে; সুতরাং তাঁহার কাছে অজ্ঞান এবং অজ্ঞানের কার্য্য কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি সমস্তই বাধিত হইয়া গিয়াছে। কাজেই তাঁহার আর বন্ধ থাকা যদিও সম্ভব নহে, তথাপি প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ তাঁহার থাকে; তাহাকে বাধিতানুবৃত্তি বলা হয়। সুতরাং তৎকালে কর্ত্তৃত্ব, ভোর্ক্তৃত্বাদিরূপ যে সমস্ত চিত্তধর্ম্ম থাকে সেগুলিকেও বন্ধই বলা হয়।৫ (প্রশ্ন হইতে পারে, এতাদৃশ বন্ধই যদি রহিল তাহা হইলে আর তাঁহার মুক্তি হইল কই? সুতরাং মুক্তি না থাকিলে তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলা যায় কিরূপে? তদুত্তরে বক্তব্য) চিত্তবৃত্তি-নিরোধরূপ যোগের দ্বারা তাহাদের নিবৃত্তি করাই জীবন্মুক্তি নামে অভিহিত হয়। অর্থাৎ তিনি সেগুলিকে রুদ্ধ করেন বলিয়াই জীবন্মুক্ত।৬ ইহা (এই জীবন্মুক্তি) যিনি সম্পাদন করিতে পারিয়াছেন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে "স যোগী পরমো মতঃ"—তিনিই পরম যোগী বলিয়া [illegible]হিত হন"—।৬ এস্থলে এইরূপ প্রশ্ন করা যাইতে পারে,—এই যে বন্ধের নিবৃত্তি বলা হইল ইহা কি [illegible] সাক্ষিচৈতন্যের বন্ধন নিবৃত্তি অথবা ইহা চিত্তের বন্ধননিবৃত্তি? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটী সঙ্গত নহে অর্থাৎ সাক্ষীর বন্ধন নিবৃত্ত করা হয় ইহা বলা যায়না; কারণ তত্ত্বজ্ঞান হইলেই সাক্ষীর বন্ধ নিবৃত্ত হইয়া যায় (কাজেই বাধিতানুবৃত্তিবশে উত্তরকালে কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি চিত্তধর্ম্মরূপ যে বন্ধন থাকে বলা হইয়াছে, এবং চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগের দ্বারা তাহার নিবারণ হইলে জীবন্মুক্তি হয় এইরূপ যে বলা হইয়াছে তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সাক্ষীর বন্ধন নিবৃত্তি হয় স্বীকার করিলে আর তাহা সঙ্গত হইতে পারে না)।৭ আর দ্বিতীয় পক্ষটীও অর্থাৎ চিত্তেরই বন্ধনের নিবৃত্তি হয়—এই পক্ষটীও স্বীকার্য্য হইতে পারে না; কারণ স্বভাবের বিপর্য্যয় হওয়া অসম্ভব। অর্থাৎ রাগদ্বেষাদিরূপ বন্ধনই হইতেছে চিত্তের স্বভাব; চিত্তের নাশ ব্যতীত তাহাদের নিবৃত্তি (নাশ) হইতে পারেনা, ইহাও বটে এবং তাহার বিরোধী ভাবেরও সম্ভাব থাকে বলিয়াও চিত্তের বন্ধননিবৃত্তি হইতে পারেনা। ইহার দৃষ্টান্ত যেমন জলের আর্দ্রতা অথবা বহ্নির উষ্ণতা নিবারিত করা যায় না। আরও "চিতিশক্তি ছাড়া সমস্ত ভাবপদার্থই প্রতিক্ষণপরিণামী (প্রত্যেক ক্ষণেই তাহাদের পরিণাম বা অন্যথা ভাব হইয়া থাকে)"—এই নিয়ম অনুসারে প্রতিক্ষণে পরিণামপ্রাপ্ত হওয়াই চিত্তের স্বভাব; কাজেই বন্ধনাশের বিরোধী প্রতিক্ষণ-পরিণামিত্ব রহিয়াছে বলিয়াও চিত্তের বন্ধ নিবৃত্তি হইতে পারেনা। প্রারব্ধভোগ যে কর্ম্ম অর্থাৎ তত্ত্ব-

শ্রীভগবানুবাচ

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ। হে মহাবাহো! মনঃ দুর্নিগ্রহং চলং চ, অসংশয়ম্; তু হে কৌন্তেয়! অভ্যাসেন বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বলিলেন হে মহাবাহো! মন যে দুর্নিগ্রহ ও চল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু হে কৌন্তেয়! অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা উহাকে নিগৃহীত করা যায় ॥ ৩৫

কৃৎস্নাবিদ্যাতৎকার্য্যনাশনে প্রবৃত্তস্য তত্ত্বজ্ঞানস্যাপি প্রতিবন্ধং কৃত্বা স্বফলদানায় দেহেন্দ্রিয়াদিকমবস্থাপিতম্। ন চ কর্ম্মণা স্বফলসুখদুঃখাদিভোগশ্চিত্তবৃত্তিভির্বিনা সম্পাদয়িতুং শক্যতে।৮ তস্মাদযদ্যপি স্বাভাবিকানামপি চিত্তপরিণামানাং যথা কথঞ্চিদ্যোগেনাভিভবঃ শক্যতে কর্ত্তুম্, তথাপি তত্ত্বজ্ঞানাদিব যোগাদপি প্রারব্ধফলস্য কর্ম্মণঃ প্রাবল্যাদবশ্যংভাবিনি চিত্তস্য চাঞ্চল্যে যোগেন তন্নিবারণমশক্যমহ. স্ববোধাদেব মন্যে। তস্মাদনুপপন্নমেতদাত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমদর্শী পরমো যোগী মত ইত্যর্জ্জুনস্যাক্ষেপঃ ॥ ৯—৩৪ ॥

জ্ঞানের পূর্ব্ব হইতেই যে কর্ম্ম বিপাকোন্মুখ হইয়াছে তাহা সমগ্র অবিদ্যা এবং অবিদ্যার কার্য্যের বিনাশে প্রবৃত্ত যে তত্ত্বজ্ঞান তাহারও প্রতিবন্ধকতা করিয়া নিজ ফল প্রদানের নিমিত্ত দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে অবস্থাপিত করিয়া থাকে অর্থাৎ প্রারব্ধ ভোগের নিমিত্ত অবিদ্যার বিক্ষেপশক্তি তত্ত্বজ্ঞানেরও প্রতিবন্ধকতা করিয়া থাকে। আর কর্ম্ম যে চিত্তবৃত্তি বিনাই নিজ ফল সুখ দুঃখাদিভোগ সম্পাদন করিবে তাহাও সম্ভব নহে অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি না থাকিলে কর্ম্ম সুখ-দুঃখাদিভোগ জন্মাইতে পারেনা। অথচ প্রারব্ধ কর্ম্ম সুখ-দুঃখাদিভোগ অবশ্যই করাইবে। সুতরাং তজ্জন্য চিত্তবৃত্তিও থাকিবে। আর চিত্তবৃত্তি থাকিলে, রাগদ্বেষাদি চিত্তবৃত্তিরূপ বন্ধ যখন অবশ্যই থাকিয়া যায় তখন তন্নিবৃত্তিরূপ [illegible] কিরূপে সম্ভব হয়?৮ অতএব যদিও চিত্তের স্বাভাবিক পরিণামগুলিকে যোগবলে কথঞ্চিৎ (কোনওরূপে) অভিভূত করিতে পারা যায় তথাপি প্রারব্ধফল যে কর্ম্ম তাহা যেমন তত্ত্বজ্ঞান অপেক্ষাও বলবৎ (কেন না তত্ত্বজ্ঞান হইলেও প্রারব্ধফল কর্ম্ম এবং তৎকালীন চিত্তবৃত্তি ও দেহেন্দ্রিয়াদি নষ্ট হয় না), সেইরূপ চিত্তবৃত্তিও যোগের অপেক্ষা অবশ্যই প্রবল। আর তাহা হইলে চিত্তের চাঞ্চল্য যখন অবশ্যম্ভাবী (কারণ প্রারব্ধফল কর্ম্মের বলবত্তা নিবন্ধন চিত্তধর্ম্ম সকল অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে) তখন আমি (অর্জ্জুন) নিজ বুদ্ধিবলেই মনে করিতেছি যে যোগপ্রভাবে সেই চিত্তচাঞ্চল্য নিবৃত্ত করা অসম্ভব। আর তাহা হইলে "আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমদর্শী" ইত্যাদি "স যোগী পরমো মতঃ" ইত্যন্ত শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে তাহা অনুপপন্ন অর্থাৎ অসঙ্গত হইয়া পড়ে। ইহাই অর্জ্জুনের আক্ষেপ অর্থাৎ আশংসা বা আপত্তি।৯—৩৪॥

ভাবপ্রকাশ—লয় বিক্ষেপশূন্য সমত্বরূপ যে যোগের কথা বলা হইল ইহা লাভ করা অসম্ভব বলিয়াই অর্জ্জুনের মনে হইতেছে। মন অতীব চঞ্চল; বায়ুকে নিরোধ করা যেমন দুঃসাধ্য, মনকে দমন করাও ঐরূপ দুঃসাধ্য বলিয়া অর্জ্জুনের ধারণা হইতেছে।৩৩-৩৪

তমিমমাক্ষেপং পরিহরন্ শ্রীভগবানুবাচ অসংশয়মিতি। সম্যগ্বিদিতং তে চিত্তচেষ্টিতমতো নিগ্রহীতুং শক্ষ্যসীতি সন্তোষেণ সম্বোধয়তি, মহাবাহো! মহান্তৌ সাক্ষান্মহাদেবেনাপি সহ কৃতপ্রহরণৌ বাহূ যস্যেতি নিরতিশয়মুৎকর্ষং সূচয়তি।১ প্রারব্ধকর্ম্মপ্রাবল্যাদসংযতাত্মনা দুর্নিগ্রহং দুঃখেনাপি নিগ্রহীতুমশক্যম্। প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়মিতি বিশেষণত্রয়ং পিণ্ডীকৃত্য এদদুক্তম্।২ চলং স্বভাবচঞ্চলং মন ইত্যসংশয়ং নাস্ত্যেব সংশয়োঽত্র সত্যমেবৈতদ্ব্রবীষীত্যর্থঃ। এবং সত্যপি সংযতাত্মনা সমাধিমাত্রোপায়েন যোগিনাভ্যাসেন বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে নিগৃহ্যতে সর্ব্ববৃত্তিশূন্যং ক্রিয়তে তন্মন ইত্যর্থঃ।৩ অনিগ্রহীতুরসংযতাত্মনঃ সকাশাৎ সংযতাত্মনো নিগ্রহীতুর্বিশেষদ্যোতনায় তুশব্দঃ। মনোনিগ্রহেঽভ্যাসবৈরাগ্যয়োঃ সমুচ্চয়বোধনায় চশব্দঃ।৪ হে কৌন্তেয়েতি পিতৃষ্বস্থপুত্রস্ত্বমবশ্যং ময়া সুখীকর্ত্তব্য ইতি স্নেহসম্বন্ধসূচনেনাশ্বাসয়তি।৫ অথ প্রথমার্দ্ধেন চিত্তস্য হঠনিগ্রহো ন সম্ভবতীতি দ্বিতীয়ার্দ্ধেন তু ক্রমনিগ্রহঃ সম্ভবতীত্যুক্তম্।৬ দ্বিবিধো হি মনসো নিগ্রহঃ

অনুবাদ—উক্ত আক্ষেপের (আপত্তির) পরিহারকল্পে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—চিত্তের চেষ্টিত অর্থাৎ স্বভাব কি তাহা তোমার নিকট সম্যক্ বিদিত রহিয়াছে, এ কারণে তুমি ইহাকে নিগৃহীত (নিরুদ্ধ) করিতে পারিবে; এইজন্য সন্তোষসহকারে (খুসী হইয়া) ভগবান্ অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিতেছেন, হে **মহাবাহো**!—যাঁহার বাহুদ্বয় মহান্—কারণ সাক্ষাৎ মহাদেবেরও সহিত তাহা যুদ্ধ করিয়াছে; এইরূপে তাঁহার নিরতিশয় উৎকৃষ্টতা সূচিত করিতেছেন—।১ প্রারব্ধ কর্ম্ম বলবৎ বলিয়া অসংযতাত্মা ব্যক্তির পক্ষে মন দুর্নিগ্রহ—সে দুঃখেও তাহাকে নিগৃহীত করিতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত 'প্রমাথী', 'বলবৎ' এবং 'দৃঢ়' এই তিনটী বিশেষণ পিণ্ডীকৃত করিয়া (একঠাঁই করিয়া) "দুর্নিগ্রহম্" এই পদটী বলা হইয়াছে; অর্থাৎ দুর্নিগ্রহ বলায় পূর্ব্বকথিত 'প্রমাথী', 'বলবৎ' ও 'দৃঢ়' এই তিনটী [illegible] অর্থ প্রকাশ করা হইল।২ মন যে চল অর্থাৎ স্বভাবতঃ চঞ্চল তাহা অসংশয়,—সে বিষয়ে আর সংশয়ই নাই; অর্থাৎ তুমি এ কথা ঠিকই বলিতেছ। কিন্তু এরূপ হইলেও, যে যোগী সংযতাত্মা এবং যিনি কেবলমাত্র সমাধিরূপ উপায়কে অবলম্বন করিয়াছেন তিনি অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে গৃহীত—নিগৃহীত অর্থাৎ সর্ব্ববৃত্তিশূন্য করিতে পারেন।৩ অনিগ্রহীতা (মনকে যে নিগৃহীত অর্থাৎ নিরুদ্ধ করিতে পারে না তাদৃশ) অসংযতান্তঃকরণ ব্যক্তি হইতে সংযতাত্মা মনো-নিগ্রহীতা ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যদ্যোতন করিবার জন্য ("অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়" এই স্থলে) 'তু' শব্দটী যোগ করা হইয়াছে। আর মনোনিগ্রহ বিষয়ে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের সমুচ্চয় (একযোগিতা) বুঝাইবার জন্য 'চ' শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে অর্থাৎ মনোনিরোধ করিতে হইলে অভ্যাস এবং বৈরাগ্য উভয়ই আবশ্যক—অভ্যাস ও বৈরাগ্য মিলিতভাবে মনোনিগ্রহের সাধন।৪ "হে কৌন্তেয়"—এইপ্রকার স্নেহ সম্বোধন করিয়া ইহাই সূচিত করিতেছেন যে তুমি আমার পিতৃষ্বসার পুত্র, সুতরাং তোমায় আমার অবশ্যই সুখী করা উচিত,—এইজন্য এই প্রকার স্নেহ সম্বন্ধ জানাইয়া অর্জ্জুনকে আশ্বাস দিতেছেন।৫ এস্থলে এই শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে বলা হইয়াছে যে চিত্তের হঠ-নিগ্রহ সম্ভব নহে অর্থাৎ হঠাৎ—একেবারে যে চিত্তকে জোর করিয়া নিরুদ্ধ করা যাইবে তাহা হইতে পারে না। আর শ্লোকের দ্বিতীয় অর্দ্ধে বলা হইয়াছে

হঠেন ক্রমেণ চ। তত্র চক্ষুঃশ্রোত্রাদীনি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি বাক্‌পাণ্যাদীনি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ তদ্গোলকমাত্রোপরোধেন হঠান্নিগৃহ্যন্তে। তদ্দৃষ্টান্তেন মনোঽপি হঠেন নিগ্রহীষ্যামীতি মূঢ়স্য ভ্রান্তির্ভবতি। ন চ তথা নিগ্রহীতুং শক্যতে তদ্গোলকস্য হৃদয়কমলস্য নিরোদ্ধুমশক্যত্বাৎ। অতএব ক্রমনিগ্রহ এব যুক্তঃ।৭ তদেতদ্ভগবান্ বশিষ্ঠ আহ,—"উপবিশ্যোপবিশ্যৈব চিত্তজ্ঞেন মুহুর্ম্মুহুঃ। ন শক্যতে মনো জেতুং বিনা যুক্তিমনিন্দিতাম্॥ অঙ্কুশেন বিনা মত্তো যথা দুষ্টমতঙ্গজঃ। অধ্যাত্মবিদ্যাধিগমঃ সাধুসঙ্গম এব চ॥ বাসনাসংপরিত্যাগঃ প্রাণস্পন্দনিরোধনম্। এতাস্তা যুক্তয়ঃ পুষ্টাঃ সন্তি চিত্তজয়ে কিল॥ সতীষু যুক্তিষ্বেতাসু হঠান্নিয়ময়ন্তি যে। চেতস্তে দীপমুৎসৃজ্য বিনিঘ্নন্তি তমোঽঞ্জনৈঃ॥" ইতি।৮ ক্রমনিগ্রহে চাধ্যাত্মবিদ্যাধিগম এক উপায়ঃ। সা হি দৃশ্যস্য মিথ্যাত্বং দৃগ্বস্তুনশ্চ পরমার্থসত্যপরমানন্দস্বপ্রকাশত্বং বোধয়তি। তথাচ সত্যেতন্মনঃ স্বগোচরেষু দৃশ্যেষু মিথ্যাত্বেন প্রয়োজনাভাবং প্রয়োজনবতি চ পরমার্থসত্যপরমানন্দরূপে দৃগ্বস্তুনি স্বপ্রকাশত্বেন

যে ক্রমিকভাবে চিত্তের নিগ্রহ (নিরোধ) করা যাইতে পারে।৬ মনের নিগ্রহ দুইপ্রকার—হঠভাবে এবং ক্রমিকভাবে। তন্মধ্যে আবার চক্ষুঃ, কর্ণ প্রভৃতি যে জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্‌পাণি প্রভৃতি যে কর্ম্মেন্দ্রিয় তাহাদের গোলককে মাত্র নিরুদ্ধ করিলে অর্থাৎ তাহাদের অধিষ্ঠানকে নিরুদ্ধ করিতে পারিলে সেইগুলিকে হঠভাবে (হঠাৎ) নিগৃহীত করা যায়। আর সেই দৃষ্টান্তে মূঢ় ব্যক্তির এইপ্রকার ভ্রান্তি হইয়া থাকে যে 'মনকেও আমি হঠাৎ নিরুদ্ধ করিব'। কিন্তু তাহাকে সেভাবে নিরুদ্ধ করা যায় না। কারণ মনের গোলক অর্থাৎ অধিষ্ঠান যে হৃদয়কমল (হৃৎপদ্ম) তাহাকে নিরুদ্ধ করিতে পারা যায় না। এই কারণেই মনের ক্রমনিরোধই সমীচীন।৭ ভগবান্ বশিষ্ঠদেব এই সমস্ত কথাই বলিয়া গিয়াছেন, যথা—"যেমন অঙ্কুশ (ডাঙশ) ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা দুষ্ট হস্তীকে আ[illegible] করা যায় না সেইরূপ চিত্তজ্ঞ ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ উপবেশন করিয়াও অনবদ্য যুক্তি ব্যতীত [illegible] যোগ বিনা মনকে জয় করিতে পারেন না। অধ্যাত্মবিদ্যালাভ, সাধুসমাগম, বাসনার সম্যক্ পরিত্যাগ এবং প্রাণস্পন্দের নিরোধ এইগুলিই সেই যুক্তি অর্থাৎ যোগ যেগুলি চিত্তজয়ের নিমিত্ত পুষ্ট হওয়া আবশ্যক। (মনোনিগ্রহের) এই সমস্ত যুক্তি (যোগ বা উপায়) থাকিতে যাহারা হঠকারিতা অবলম্বন করিয়া চিত্তকে নিরুদ্ধ করিতে চায় তাহারা দীপ পরিত্যাগ করিয়া অঞ্জন দিয়া (কজ্জল দিয়া) অন্ধকার নাশ করিবার প্রয়াস করে। অর্থাৎ দীপ ছাড়িয়া কাজল দিয়া অন্ধকার নষ্ট করিবার প্রয়াস যেমন ব্যর্থ সেইরূপ উক্ত যোগ পরিত্যাগ করিয়া হঠকারিতাপূর্ব্বক মনোনিরোধ করিবার চেষ্টাও বিফল।৮ চিত্তের এই যে ক্রমনিগ্রহ অধ্যাত্মবিদ্যালাভ ইহার একটী উপায়। অর্থাৎ অধ্যাত্মবিদ্যালাভ হইতে চিত্তের ক্রমনিরোধ সম্পাদিত হয়। সেই অধ্যাত্মবিদ্যা ইহাই বুঝাইয়া দেয় যে দৃশ্য বস্তু মাত্রেই মিথ্যা আর যাহা দৃক্ বস্তু অর্থাৎ দ্রষ্টা বা চেতন তাহা পরমার্থ সত্য, পরমানন্দ স্বপ্রকাশস্বরূপ। এরূপ হইলে পর, এই মন যখন স্বগোচর অর্থাৎ নিজ বিষয় বা গ্রাহ্য যে দৃশ্য পদার্থ সকল সেইগুলিতে কোনও প্রয়োজন দেখিতে পায় না, কারণ সেগুলি মিথ্যা, আবার প্রয়োজনবান্ অর্থাৎ পরমপুরুষার্থস্বরূপ পরমার্থসত্য পরমানন্দরূপ যে দৃক্ বস্তু তাহাকেও নিজের অগোচর অর্থাৎ

স্বাগোচরত্বং বুদ্ধা নিরিন্ধনাগ্নিবৎ স্বয়মেবোপশাম্যতি।৯ যস্তু বোধিতমপি তত্ত্বং ন সম্যগ্ বুধ্যতে, যো বা বিস্মরতি, তয়োঃ সাধুসঙ্গম এবোপায়ঃ-সাধবো হি পুনঃ পুনর্ব্বোধয়ন্তি স্মারয়ন্তি চ।১০ যস্তু বিদ্যামদাদিদুর্ব্বাসনয়া পীড্যমানো ন সাধূননুবর্ত্তিতুমুৎসহতে, তস্য পূর্ব্বোক্তবিবেকেন বাসনাপরিত্যাগ এবোপায়ঃ।১১ যস্তু বাসনানামতিপ্রাবল্যাৎ তাস্ত্যক্তুং ন শক্নোতি তস্য প্রাণস্পন্দনিরোধ এবোপায়ঃ। প্রাণস্পন্দনবাসনয়োশ্চিত্তপ্রেরকত্বাৎ তয়োর্নিরোধে চিত্তশান্তিরুপপদ্যতে।১২ তদেতদাহ স এব,—"দ্বে বীজে চিত্তবৃক্ষস্য প্রাণস্পন্দন-বাসনে। একস্মিংশ্চ তয়োঃ ক্ষীণে ক্ষিপ্রং দ্বে অপি নশ্যতঃ॥১৩ প্রাণায়ামদৃঢ়াভ্যাসৈর্যুক্ত্যা চ গুরুদত্তয়া। আসনাশনযোগেন প্রাণস্পন্দো নিরুধ্যতে॥১৪ অসঙ্গব্যবহারিত্বাদ্ভবভাবনবর্জ্জনাৎ। শরীরনাশদর্শিত্বাদ্বাসনা ন নিবর্ত্ততে॥১৫

অবিষয় বুঝিতে পারে, কারণ তাহা স্বপ্রকাশ বলিয়া কাহারও গ্রাহ্য বা বিষয় হয় না তখন তাহা (সেই মন) ইন্ধনবিহীন অগ্নির ন্যায় স্বতঃই নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়।৯ [**তাৎপর্য্য** এই যে, দৃশ্য জড় বস্তু মাত্রেই মিথ্যা এবং তাহা বন্ধের হেতু হওয়ায় দুঃখের আকর। সত্য বটে যে তাহাই মনের গ্রাহ্য তথাপি তাহা দুঃখনিদান; এ কারণে সংস্কৃত মন আর তাহার দিকে ধাবিত হয় না। পক্ষান্তরে আত্মা পরমার্থ সত্য পরমানন্দ স্বপ্রকাশস্বরূপ; তাহা পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া তাহাই পুরুষার্থ—তাহাতেই পুরুষের সকল প্রয়োজন সুসিদ্ধ হয়। কাজেই মনের তদভিমুখে অগ্রসর হওয়াই উচিত। কিন্তু সেই পরমান্দস্বরূপ প্রত্যগ্ বস্তু দৃক্স্বরূপ; সুতরাং তাহা কখনও দৃশ্য হইতে পারে না। কাজেই মন তদভিমুখীন হইলেও তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে না। সুতরাং তৎকালে মন দৃশ্যজড় পদার্থের অভিমুখে যায় না আবার প্রত্যগ্ বস্তুর দিকে ধাবিত হইলেও তাহাকে পাইতে পারে না। এইজন্য তাহা কাষ্ঠবিহীন অগ্নির ন্যায় স্বয়ং নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়।] ৯ আর যে ব্যক্তি বোধিত (উপদিষ্ট) তত্ত্বও বুঝিতে পারে না অথবা যে ব্যক্তি বুঝিলেও তাহা বিস্মৃত হয় তাহার পক্ষে সাধুসংসর্গই মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়। কারণ সাধুগণ তত্ত্ব বিষয় পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়া দেন এবং তাহা স্মরণ করাইয়াও দেন।১০ আর যে ব্যক্তি বিদ্যার গর্ব্ব প্রভৃতি দুর্ব্বাসনার দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া সাধুগণের অনুবৃত্তি করিতে ইচ্ছা করে না তাহার পক্ষে পূর্ব্বে যে বিবেকবিজ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে সেই বিবেকপূর্ব্বক বাসনা পরিত্যাগই মনোনিরোধের একমাত্র উপায়।১১ আর যে ব্যক্তি নিজ বাসনাজালের অত্যধিক প্রবলতা নিবন্ধন সেগুলিকে ত্যাগ করিতে পারে না তাহার পক্ষে প্রাণস্পন্দনের নিরোধই মনোনিগ্রহের উপায় স্বরূপ। কেন না প্রাণস্পন্দন এবং বাসনা এই দুইটাই চিত্তের প্রেরক বলিয়া সেই দুইটার নিরোধ করিতে পারিলে চিত্তের শান্তি অর্থাৎ নিবৃত্তি বা নিরোধ ঘটিতে পারে।১২ এই সমস্ত কথাই সেই বশিষ্ঠদেবই বলিয়া গিয়াছেন, যথা—"চিত্তবৃক্ষের বীজ দুইটী—প্রাণস্পন্দন ও বাসনা। তাহাদের মধ্যে যদি একটার ক্ষয় হয় তাহা হইলে দুইটাই শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়।১৩ দৃঢ়ভাবে প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে, গুরুদত্ত যোগ অবলম্বনে, এবং আসনযোগ ও অশনযোগ অর্থাৎ শাস্ত্রীয় নিয়মে আসনাভ্যাস করিলে এবং ভোজন বিষয়ে সংযত হইলে প্রাণের স্পন্দন নিরুদ্ধ হইয়া যায়।১৪ অসঙ্গব্যবহারিতা থাকিলে অর্থাৎ সকল বস্তুতেই উদাসীনভাবে

বাসনাসংপরিত্যাগাচ্চিত্তং গচ্ছত্যচিত্ততাম্। প্রাণস্পন্দনিরোধাচ্চ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥১৬ এতাবন্মাত্রকং মন্যে রূপং চিত্তস্য রাঘব!। মন্ভাবনং বস্তুনোঽন্তর্ব্বস্তুত্বেন রসেন চ ॥১৭ যদা ন ভাব্যতে কিঞ্চিৎ হেয়োপাদেয়রূপি যৎ। স্থীয়তে সকলং ত্যক্ত্বা তদা চিত্তং ন জায়তে ॥ ১৮ অবাসনত্বাৎ সততং যদা ন মন্যতে মনঃ। অমনস্তা তদোদেতি পরমাত্মপদপ্রদা ॥" ইতি।১৯ অত্র দ্বাবেবোপায়ৌ পর্য্যবসিতৌ প্রাণস্পন্দনিরোধার্থমভ্যাসঃ, বাসনাপরিত্যাগার্থঞ্চ বৈরাগ্যমিতি। সাধুসঙ্গমাধ্যাত্মবিদ্যাধিগমৌ ত্বভ্যাসবৈরাগ্যোপপাদকতয়ান্যথাসিদ্ধৌ তয়োরেবান্তর্ভবতঃ। অতএব ভগবতাভ্যাসেন বৈরাগ্যেণ চেতি দ্বয়মেবোক্তম্। ২০ অতএব ভগবান্ পতঞ্জলিরসূত্রয়ৎ "অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ" ইতি। তাসাং প্রাগুক্তানাং প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতিরূপেণ পঞ্চবিধানামনন্তানামাসুরত্বেন ক্লিষ্টানাং

প্রবৃত্ত হইলে, সংসার ভাবনা পরিত্যাগ করিলে এবং শরীরের বিনাশ অর্থাৎ নশ্বরত্ব দর্শন করিলে আর বাসনার প্রবৃত্তি হয় না।১৫ আর বাসনাকে সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগ করিলে এবং প্রাণস্পন্দের নিরোধ করিলে চিত্ত অচিত্ততাপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ চিত্ত নিজ স্বরূপ হারাইয়া থাকে, সুতরাং চিত্তনিরোধ করিতে হইলে এইগুলির মধ্যে যেটাতে অভিরুচি হয় সেইটী গ্রহণ কর।১৬ হে রাঘব! বহির্বস্তুকে অন্তর্বস্তুরূপে রসের সহিত অর্থাৎ অনুরাগের সহিত সতৃষ্ণভাবে যে চিন্তা করা ইহাকেই আমি চিত্তের স্বরূপ বলিয়া মনে করি।১৭ যখন চিত্তে হেয়োপাদেয়রূপী (যাহা কখনও হেয় অর্থাৎ পরিত্যাজ্য আবার কখনও বা উপাদেয় অর্থাৎ গ্রহণীয় হয় তাদৃশ) কোনও বস্তুরই চিন্তা করা না হয় কিন্তু চিত্ত সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান করে তখন আর চিত্ত উৎপন্ন হয় না অর্থাৎ তখন চিত্ত স্বরূপ হারাইয়া থাকে।১৮ মন যখন বাসনাবিহীন হইয়া যায়, সুতরাং আর মনন (বিষয়-চিন্তন) করে না তখন পরমাত্মপদদায়িনী অর্থাৎ কৈবল্যদায়িনী অমনস্তা (অচিন্ততা) উদিত হয়।"১৯—এস্থলে মনোনিরোধের দুইটী উপায়ই পর্য্যবসিত হইল,—অর্থাৎ দুইটী উপায়ই শেষ পর্য্যন্ত উহার কারণরূপে দাঁড়াইল; দুইটী হইতেছে প্রাণস্পন্দ নিরোধের নিমিত্ত অভ্যাস এবং বাসনা পরিত্যাগের জন্য বৈরাগ্য। আর সাধুসঙ্গ এবং অধ্যাত্মবিদ্যাধিগমরূপ যে দুইটী উপায় তাহা অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের উপপাদক (সমর্থক); এ কারণে ঐ দুইটি এখানে 'অন্যথাসিদ্ধ' অর্থাৎ কারণতার বহির্ভূত। যেহেতু অভ্যাস এবং বৈরাগ্যই মনোনিরোধের কারণ। আর সাধুসমাগম এবং অধ্যাত্মবিদ্যালাভ এ দুইটী ঐ অভ্যাস এবং বৈরাগ্যেরই অন্তর্ভুক্ত। আর যাহা কারণের সমর্থক বা সহায় তাহাকে কারণ বলা হয় না, কিন্তু তাহা অন্যথাসিদ্ধ। এই কারণেই মূলে "অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে" এই সন্দর্ভে 'অভ্যাসেন' এবং 'বৈরাগ্যেণ' এই অংশে অভ্যাস এবং বৈরাগ্য এই দুইটীই উপায়রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে।২০ এই কারণেই ভগবান্ পতঞ্জলি সূত্রে বলিয়াছেন,"অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা তাহাদের (চিত্তবৃত্তিগুলির) নিরোধ করিতে হয়"। সেইগুলির (সেই অনন্ত চিত্তবৃত্তিগুলির) যেগুলিকে প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি এইপ্রকারে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছে এবং যেগুলির মধ্যে কতকগুলি আসুর বলিয়া ক্লিষ্টস্বরূপ আবার যেগুলির মধ্যে কতকগুলি দৈব সুতরাং অক্লিষ্টস্বরূপ— সেই সকল প্রকারেরই চিত্তবৃত্তির যে নিরোধ অর্থাৎ ইন্ধনবিহীন অগ্নির ন্যায় উপশম (নির্ব্বাণপ্রাপ্তি বা

দৈবত্বে নাক্লিষ্টানামপি বৃত্তীনাং সর্ব্বাসামপি নিরোধো নিরিন্ধনাগ্নিবদুপশমাখ্যঃ পরিণামোঽভ্যাসেন বৈরাগ্যেণ চ সমুচ্চিতেন চ ভবতি।২১ তদুক্তং যোগভাষ্যে, "চিত্তনদী নামোভয়তোবাহিনী বহতি কল্যাণায় বহতি পাপায় চ। তত্র যা কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারা বিবেকনিম্না সা কল্যাণবহা, যা ত্ববিবেকনিম্না সংসারপ্রাগ্‌ভারা সা পাপবহা। তত্র বৈরাগ্যেণ বিষয়স্রোতঃ খিলীক্রিয়তে। বিবেকদর্শনাভ্যাসেন চ কল্যাণস্রোত উদ্ঘাট্যতে ইত্যুভয়াধীনশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" ইতি।২২ প্রাগ্‌ভারনিম্নপদে "তদা বিবেকনিম্নং কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারং চিত্তমিত্যত্র ব্যাখ্যায়তে।২৩ যথা তীব্রবেগোপেতং নদীপ্রবাহং সেতুবন্ধনেন নিবার্য্য কুল্যাপ্রণয়নেন ক্ষেত্রাভিমুখং তির্য্যক্ প্রবাহান্তরমুৎপাদ্যতে, তথা বৈরাগ্যেণ চিত্তনদ্যা বিষয়প্রবাহং নিবার্য্য সমাধ্যভ্যাসেন চ প্রশান্তবাহিতা সংপাদ্যতে ইতি দ্বার-

স্বরূপহানি) নামক পরিণাম তাহা সমুচ্চিত (মিলিত) অভ্যাস ও বৈরাগ্য হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে।২১ যোগদর্শনের ভাষ্যে এইরূপ কথিত আছে যথা,—"চিত্তরূপ নদী উভয়দিকেই বহিয়া থাকে, তাহা পুরুষের কল্যাণের নিমিত্তও বহিয়া থাকে এবং পাপের জন্যও বহিতে থাকে। তন্মধ্যে যখন কৈবল্য চিত্তনদীর প্রাগ্‌ভার (উচ্চভূমি বা উৎপত্তি স্থান) হয় এবং তাহা বিবেকনিম্না (বিবেক-গভীরা) হয় অর্থাৎ বিবেক তাহাতে অগাধ গভীরভাবে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকে তখন তাহা কল্যাণবহা। আর যখন সংসার চিত্তনদীর প্রাগ্‌ভার (উচ্চভূমি বা উৎপত্তি স্থান হয়) এবং তাহা অবিবেক-গভীরা হয়—অবিবেক যখন তাহাতে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকে তখন তাহা পাপবহা হয়। তন্মধ্যে বৈরাগ্যের দ্বার বিষয়রূপ স্রোত আবদ্ধ (প্রতিহত) হইয়া যায় এবং বিবেক দর্শনের অভ্যাসে কল্যাণস্রোত উদ্‌ঘাটিত (অপ্রতিবন্ধক) হইয়া থাকে।—এই কারণে চিত্তবৃত্তির নিরোধ উভয়াধীন অর্থাৎ তাহা বৈরাগ্য ও অভ্যাসের সাপেক্ষ।"২২ 'প্রাগ্‌ভার' ও 'নিম্ন' এই দুইটী [illegible] অভিপ্রেত অর্থ "তৎকালে চিত্ত বিবেকনিম্ন ও কৈবল্য-প্রাগ্‌ভার হইয়া থাকে" এই সূত্রের ব্যাখ্যা[illegible] বলা যাইতেছে।২৩ যেমন তীব্রবেগ বিশিষ্ট যে নদীপ্রবাহ সেতু বাঁধিয়া (বাঁধ দিয়া) তাহা আটক করিয়া পশ্চাৎ কুল্যা প্রণয়ন পূর্ব্বক অর্থাৎ কাটা খাল করিয়া সেই তীব্র বেগবিশিষ্ট নদীপ্রবাহ হইতে অন্য একটী তির্য্যগ্‌গামী ক্ষেত্রাভিমুখ প্রবাহ করা হয় সেইরূপ বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তনদীর বিষয়রূপ প্রবাহ বন্ধ করিয়া সমাধি অভ্যাসবলে তাহার মধ্যে প্রশান্তবাহিতা সম্পাদন করা হয়। সুতরাং দ্বার ভেদ থাকায় ইহাদের সমুচ্চয়ই স্বীকার করিতে হয় অর্থাৎ বৈরাগ্য বিষয় প্রবাহনিরোধের দ্বারস্বরূপ এবং সমাধি-অভ্যাস প্রশান্ত বাহিতার দ্বার স্বরূপ বলিয়া বৈরাগ্য ও অভ্যাস উভয়ে মিলিত হইয়া মনোনিরোধ রূপ কার্য্য সম্পাদন করে। আর যদি ইহাদের একদ্বারত্ব হইত অর্থাৎ বৈরাগ্যের দ্বারা যাহা সম্পাদিত হয় অভ্যাসের দ্বারাও যদি তাহাই সম্পাদিত হইত তাহা হইলে ইহাদের 'ব্রীহি ও যবের ন্যায়' বিকল্প হইয়া পড়িত। অভিপ্রায় এই যে "ব্রীহিভির্যজেত যবৈর্বা" এইশাস্ত্রে ব্রীহির দ্বারা অথবা যবের দ্বারা পুরোডাশ প্রস্তুত করিবার বিধান আছে; ইহারা উভয়েই পুরোডাশ নিষ্পাদনের এক একটী দ্বার, কেন না ব্রীহি হইতেও পুরোডাশ হয় আবার যব হইতেও তাহা হয়। সুতরাং পুরোডাশ প্রস্তুত করিতে হইলে, হয় ব্রীহি না হয় যব আবশ্যক—দুইটীরই

ভেদাৎ সমুচ্চয় এব। একদ্বারত্বে হি ব্রীহিযববদ্বিকল্পঃ স্যাদিতি।২৪ মন্ত্রজপদেবতাধ্যানাদীনাং ক্রিয়ারূপাণামাবৃত্তিলক্ষণোঽভ্যাসঃ সম্ভবতি, সর্ব্বব্যাপারোপরমস্য তু সমাধেঃ কো নামাভ্যাস ইতি শঙ্কাং নিবারয়িতুমভ্যাসং সূত্রয়তি স্ম—"তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ" ইতি।২৫ তত্রস্বরূপাবস্থিতে দ্রষ্টরি বিশুদ্ধে চিদাত্মনি চিত্তস্যাবৃত্তিকস্য প্রশান্তবাহিতারূপ নিশ্চলতা স্থিতিস্তদর্থং যত্নো মানস উৎসাহঃ স্বভাবচাঞ্চল্যাদ্বহিঃপ্রবাহশীলং চিত্তং সর্ব্বথা নিরোৎসামীত্যেবংবিধঃ। স আবর্ত্ত্যমানোঽভ্যাস ইত্যুচ্যতে।২৬ "স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ।"—অনির্ব্বেদেন দীর্ঘকালসেবিতো বিচ্ছেদাভাবেন নিরন্তরাসেবিতঃ সৎকারেণ শ্রদ্ধাতিশয়েন বা সেবিতঃ সোঽভ্যাসঃ দৃঢ়ভূমির্ব্বিষয়সুখবাসনয়া চালয়িতুমশক্যো ভবতি।২৭ দীর্ঘকালত্বেঽপি বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্য সেবনে শ্রদ্ধাতিশয়াভাবে চ লয়বিক্ষেপকষায়সুখাস্বাদানামপরিহারে ব্যুত্থানসংস্কারপ্রাবল্যাদদৃঢ়ভূমিরভ্যাসঃ ফলায়

আবশ্যকতা নাই, কারণ একটীর দ্বারাই অভিপ্রেত বিষয় সিদ্ধ হইয়া যায়। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনোনিরোধরূপ একই প্রয়োজন নিষ্পাদিত হইলেও বৈরাগ্য বিষয়স্রোত রুদ্ধ করিয়া দেয় এবং অভ্যাস চিত্তের মধ্যে প্রশান্তবাহিতা অর্থাৎ নিরোধ-সংস্কারপরম্পরা জন্মাইয়া থাকে। কাজেই ইহাদের উভয়ের দ্বারা দুইটি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইলে পর তবেই চিত্তের নিরোধ হয়। এই কারণে দ্বারভেদ নিবন্ধন প্রয়োজন ভিন্ন ভিন্ন হইতেছে বলিয়া ইহাদের বিকল্প নাই; সুতরাং সমুচ্চয়ই স্বীকার্য্য।২৪ মন্ত্রজপ এবং দেবতাধ্যান প্রভৃতির আবৃত্তি অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানরূপ অভ্যাস করা সম্ভব হয় বটে, কেন না ইহারা ক্রিয়াস্বরূপ, কিন্তু সমাধি হইতেছে সকল প্রকার ব্যাপারের অর্থাৎ ক্রিয়ার উপরম বা নিবৃত্তিস্বরূপ; সুতরাং তাহার আবার অভ্যাস কি?—এই প্রকার শঙ্কা হইতে পারে। তাহা দূর করিবার নিমিত্ত এস্থলে অভ্যাস বলিতে কি বুঝায় তাহা ভগবান্ পতঞ্জলি সূত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা,—"তদ্বিষয়ে স্থিতির জন্য যে যত্ন তাহার নাম অভ্যাস"।২৫ 'তত্র'=তদ্বিষয়ে অর্থাৎ স্বরূপাবস্থিত শুদ্ধ চিদাত্মাস্বরূপ যে দ্রষ্টা তাঁহাতে, অবৃত্তিক অর্থাৎ বৃত্তিবিহীন চিত্তের যে প্রশান্তবাহিতারূপ নিশ্চলতা তাহার নাম স্থিতি; তাহার জন্য যে যত্ন অর্থাৎ 'স্বাভাবিক চঞ্চলতাবশতঃ বহিঃপ্রবহণস্বভাব চিত্তকে আমি যে কোন উপায়েই হউক নিরুদ্ধ করিব' এই প্রকার যে মানস উৎসাহ, তাহাই যদি আবর্ত্তিত হয় অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ যদি ঐরূপ মানস উৎসাহ রূপ যত্ন করা হয় তাহা হইলে তাহাকে অভ্যাস বলা হয়।২৬ "তাহা দীর্ঘকাল, নৈরন্তর্য্য (নিরন্তরতা) এবং সৎকার সহকারে অনুষ্ঠিত হইলে দৃঢ়ভূমি হইয়া থাকে।" (ইহার অর্থ)—সেই অভ্যাস যদি বিনা নির্ব্বেদে অর্থাৎ কোনরূপ খেদ না করিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া সেবিত অর্থাৎ অনুষ্ঠিত হয় এবং কোনরূপ বিচ্ছেদ না দিয়া যদি নিরন্তর (সতত) সেবিত হয়, এবং যদি তাহা সৎকার পূর্ব্বক অর্থাৎ অত্যধিক শ্রদ্ধাসহকারে সেবিত হয় তাহা হইলে তাহা দৃঢ়ভূমি হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহা এরূপ হইয়া দাঁড়ায় যে বিষয়বাসনা তাহাকে চালিত করিতে সমর্থ হয় না।২৭ যদি দীর্ঘকাল ধরিয়া সেবিত না হয় অথবা দীর্ঘকাল ধরিয়া সেবিত হইলেও যদি তাহা বিচ্ছিন্ন ভাবে অর্থাৎ মাঝে মাঝে ফাঁক দিয়া সেবিত হয় কিংবা যদি তাহাতে অত্যধিক শ্রদ্ধা না থাকে তাহা

ন স্থাদিতি ত্রয়মুপাত্তম্।২৮ বৈরাগ্যন্তু দ্বিবিধং পরং অপরঞ্চ। যতমানসংজ্ঞাব্যতিরেক-সংজ্ঞৈকেন্দ্রিয়সংজ্ঞাবশীকারসংজ্ঞাভেদৈরপরং চতুর্দ্ধা। তত্র পূর্ব্বভূমিজয়েনোত্তরভূমি-সম্পাদনবিবক্ষয়া চতুর্থমেবাসূত্রয়ৎ—"দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্" ইতি। স্ত্রিয়োঽন্নপানমৈশ্বর্য্যমিত্যাদয়ো দৃষ্টা বিষয়াঃ। স্বর্গো বিদেহতা প্রকৃতিলয় ইত্যাদয়ো বৈদিকত্বেনানুশ্রবিকা বিষয়াস্তেষু উভয়বিধেষপি সত্যামেব তৃষ্ণায়াং বিবেক-তারতম্যেন যতমানাদিত্রয়ং ভবতি।২৯ অত্র জগতি কিং সারং কিমসারমিতি গুরুশাস্ত্রা-ভ্যাং জ্ঞাস্যামি ইত্যুদ্যোগো যতমানম্ স্বচিত্তে পূর্ব্ববিদ্যমানদোষাণাং মধ্যেঽভ্যস্যমান-বিবেকেনৈতে পক্বাঃ এতেঽবশিষ্টা ইতি চিকিৎসকবদ্বিবেচনং ব্যতিরেকঃ।৩০ দৃষ্টানুশ্রবিক-বিষয়প্রবৃত্তের্দুঃখাত্মত্ববোধেন বহিরিন্দ্রিয়প্রবৃত্তিমজনয়ন্ত্যা অপি তৃষ্ণায়া ঔৎসুক্যমাত্রেণ

হইলে লয়, বিক্ষেপ এবং কষায়ের সুখাস্বাদের পরিহার হয় না; আর তাহা হইলে ব্যুত্থান সংস্কার বলবৎ বলিয়া সেই অভ্যাস দৃঢ়ভূমি হয় না; এবং তাহা হইলে তাহা ফলপ্রদও হইতে পারে না। এই কারণে সূত্রে 'দীর্ঘকাল' 'নৈরন্তর্য্য', এবং 'সৎকার' এই তিনটিই গৃহীত অর্থাৎ উল্লিখিত হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে ঐ অভ্যাসকে দৃঢ়ভূমি করিতে হইলে দীর্ঘকালসেবিত্ব, নিরন্তরসেবিত্ব ও সৎকার-সেবিত্ব এই তিনটাই আবশ্যক, একটীকেও বাদ দিলে চলিবে না।২৮ বৈরাগ্য দুই প্রকারের,—পরবৈরাগ্য ও অপরবৈরাগ্য। অপরবৈরাগ্য আবার যতমানসংজ্ঞা, ব্যতিরেকসংজ্ঞা, একেন্দ্রিয়সংজ্ঞা এবং বশীকারসংজ্ঞাভেদে চারি প্রকার। সেস্থলে পূর্ব্ব ভূমিকা জয় করিয়া অর্থাৎ আয়ত্ত করিয়া উত্তরভূমি সম্পাদন করিতে হয়, এইরূপ অভিপ্রায়ে ভগবান্ পতঞ্জলি প্রথম তিনটীর লক্ষণ না করিয়া চতুর্থ যে বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্য তাহারই লক্ষণ সূত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—"যে ব্যক্তি দৃষ্ট অর্থাৎ লৌকিক সুখে এবং আনুশ্রবিক অর্থাৎ বৈদিকক্রিয়া নিষ্পাদ্য পারত্রিক স্বর্গাদি সুখে বিতৃষ্ণ হই[illegible] [illegible] তাঁহার বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্য হইয়া থাকে।"—স্ত্রী, অন্ন, পানীয় ঐশ্বর্য্য প্রভৃতিগুলি হইতেছে দৃষ্ট বিষয়। আর স্বর্গ, বিদেহতা, প্রকৃতিলয় ইত্যাদিগুলি আনুশ্রবিক বিষয়; কেন না ইহারা বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান হইতে সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই উভয় প্রকার বিষয়েই তৃষ্ণা (কামনা) বিদ্যমান থাকিলেও তাহার মধ্যে বিবেকজ্ঞানের তারতম্য অনুসারে যতমানাদি নামে প্রসিদ্ধ তিন প্রকার বৈরাগ্য হইয়া থাকে অর্থাৎ চারি প্রকার বৈরাগ্যের মধ্যে প্রথম তিনটীতে বিষয়তৃষ্ণা বিদ্যমান থাকে। তবে তাহাদের উত্তরোত্তর গুলিতে পূর্ব্ব পূর্ব্বগুলির অপেক্ষা তৃষ্ণার অল্পতা হইয়া চতুর্থে তাহা একেবারেই থাকে না।২৯ এই জগতে সারবস্তু কি এবং অসার বস্তুই বা কি তাহা গুরুর নিকট হইতে এবং শাস্ত্র হইতে জানিব—এইপ্রকার যে উদ্যোগ তাহা **যতমান** সংজ্ঞা বৈরাগ্য।৩০ নিজ চিত্তে পূর্ব্বে যে সমস্ত দোষ বিদ্যমান ছিল তাহাদের মধ্য হইতে 'এইগুলি পরিপক্ক হইয়াছে এবং এইগুলি অবশিষ্ট আছে'—এইপ্রকার যে অভ্যস্যমানবিবেকের দ্বারা চিকিৎসকের ন্যায় পৃথক্ পৃথক্ করিয়া লওয়া তাহাই **ব্যতিরেক** সংজ্ঞক বৈরাগ্য।৩১ দৃষ্ট এবং আনুশ্রবিক বিষয়ে যে প্রবৃত্তি তাহা দুঃখস্বরূপ, এইপ্রকার বোধ হইলে যখন তৃষ্ণা (কামনা) আর বহিরিন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি জন্মায় না বটে কিন্তু তথাপি তাহা ঔৎসুক্য (আগ্রহ) সহকারে মনেই অবস্থান

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥ ৩৬ ॥

অসংযতাত্মনা যোগঃ দুষ্প্রাপঃ ইতি মে মতিঃ ; বশ্যাত্মনা তু উপায়তঃ যততা যোগঃ অবাপ্তুং শক্যঃ অর্থাৎ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে যোগ দুষ্প্রাপ্য ইহাই আমার বিশ্বাস ; কিন্তু যাঁহার চিত্ত বশীভূত হইয়াছে, তাদৃশ ব্যক্তি উপায় দ্বারা প্রযত্নশীল হইলে, ইহা লাভ করিতে পারেন ॥৩৬

মনস্যবস্থানমেকেন্দ্রিয়ম্।৩২ মনস্যপি তৃষ্ণাশূন্যত্বেন সর্ব্বথা বৈতৃষ্ণ্যং তৃষ্ণাবিরোধিনী চিত্তবৃত্তির্জ্ঞানপ্রসদারূপা বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্ সম্প্রজ্ঞাতস্য সমাধেরন্তরঙ্গং সাধনমসম্প্রজ্ঞাতস্য তু বহিরঙ্গম্।৩৩ তস্য ত্বন্তরঙ্গসাধনং পরমেব বৈরাগ্যম্।৩৪ তচ্চাসূত্রয়ৎ, "তৎপরং পুরুষখ্যাতেগুর্ণবৈতৃষ্ণ্যম্" ইতি। সম্প্রজ্ঞাতসমাধিপাটবেন গুণত্রয়াত্মকাৎ প্রধানাদ্বিবিক্তস্য পুরুষস্য খ্যাতিঃ সাক্ষাৎকার উৎপদ্যতে, ততশ্চাশেষগুণত্রয়ব্যবহারেষু বৈতৃষ্ণ্যং যদ্ভবতি তৎপরং শ্রেষ্ঠং ফলভূতং বৈরাগ্যম্। তৎপরিপাকনিমিত্তাচ্চ চিত্তোপশমপরিপাকাদবিলম্বেন কৈবল্যমিতি ॥ ৩৫—৩৫ ॥

যত্তু ত্বমবোচঃ প্রারব্ধভোগেন কর্ম্মণা তত্ত্বজ্ঞানাদপি প্রবলেন স্বফলদানায় মনসো বৃত্তিষুৎপদ্যমানাসু কথং তাসাং নিরোধঃ কর্ত্তুং শক্য ইতি ? তত্রোচ্যতে—উৎপন্নেঽপি তত্ত্বসাক্ষাৎকারে বেদান্তব্যাখ্যানাদিব্যাসংঙ্গাদালস্যাদিদোষাদ্বাভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং ন

করে—অর্থাৎ ঐ সমস্ত তৃষ্ণা মনে মনে থাকিয়া যায়—এইপ্রকার যে বৈরাগ্য তাহা **একেন্দ্রিয়** সংজ্ঞক বলা হয়।৩২ আর মনেও যখন তৃষ্ণা না থাকে তখন সকল রকমেই যে বিতৃষ্ণতা জন্মে অর্থাৎ তৃষ্ণার বিরুদ্ধ চিত্তবৃত্তি উদিত হয়—যাহাকে জ্ঞানপ্রসাদ বলা হয় তাহাই **বশীকারসং** বৈরাগ্য। এই যে বশীকারসংজ্ঞক বৈরাগ্য ইহা সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অন্তরঙ্গ সাধন এবং অস সমাধির বহিরঙ্গ সাধন।৩৩ পরবৈরাগ্যই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির অন্তরঙ্গ সাধন।৩৪ তাহাই ভগবা পতঞ্জলি সূত্রে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, যথা,—"পুরুষখ্যাতি হইলে যে গুণবিতৃষ্ণতা জন্মে তাহা পরবৈরাগ্য"। (ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ,—) সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে পটুতা জন্মিলে সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র যে পুরুষ তদ্বিষয়ক **খ্যাতি অর্থাৎ সাক্ষাৎকার** হইয়া থাকে। আর তাহা হইতে সকল প্রকার গুণেরই ব্যবহারে যে বিতৃষ্ণতা জন্মে অর্থাৎ কোনও গুণের উপর আর যে আসক্তি না থাকে তাহাই পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বা ফলভূত বৈরাগ্য সেই পরবৈরাগ্যের পরিপক্কতা হইলে তাহা হইতে চিত্তের উপশমেরও যে পরিপক্কতা জন্মে তাহ হইতেই অবিলম্বে কৈবল্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।৩৫—৩৫॥

অনুবাদ—তুমি যে বলিয়াছ—প্রারব্ধভোগ কর্ম্ম (যে কর্ম্ম বিপাকারূঢ় হইয়া ভোগ জন্মাইতেছে তাহা) তত্ত্বজ্ঞান অপেক্ষাও প্রবল বলিয়া তাহা তাহার নিজ ফল জন্মাইবার জন্য যখন মনের মধ্যে বহু বৃত্তি উৎপাদন করে তখন কিরূপে সেই মনের নিরোধ করা যাইতে পারে ?—ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে—। তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও (জন সমাজে) বেদান্ত ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া ইত্যাদি

সংযতো নিরুদ্ধ আত্মান্তঃকরণং যেন তেনাসংযতাত্মনা তত্ত্বসাক্ষাৎকারবতাপি যোগো মনো-বৃত্তিনিরোধঃ দুষ্প্রাপঃ দুঃখেনাপি প্রাপ্তুং ন শক্যতে। প্রারব্ধকর্ম্মকৃতাৎ চিত্তচাঞ্চল্যাদিতি চেৎ ত্বং বদসি, তত্র মে মতিঃ মম সম্মতিস্তৎ তথৈব ইত্যর্থঃ।১ কেন তর্হি প্রাপ্যতে? উচ্যতে—বশ্যাত্মনা তু বৈরাগ্যপরিপাকেণ বাসনাক্ষয়ে সতি বশ্যঃ স্বাধীনো বিষয়পারতন্ত্র্যশূন্য আত্মান্তঃকরণং যস্য তেন। তুশব্দোঽসংযতাত্মনো বৈলক্ষণ্যদ্যোতনার্থোঽবধারণার্থো বা।২ এতাদৃশেনাপি যততা যতমানেন বৈরাগ্যেণ বিষয়স্রোতঃখিলীকরণেঽপ্যাত্মস্রোত উদ্ঘাটনার্থমভ্যাসং প্রাগুক্তং কুর্ব্বতা যোগঃ সর্ব্বচিত্তচাঞ্চল্যনিমিত্তানি প্রারব্ধকর্ম্মাণ্য-প্যভিভূয় প্রাপ্তুং শক্যঃ।৩ কথমতিবলবতাং প্রারব্ধভোগানাং কর্ম্মণামভিভবঃ? উচ্যতে—উপায়তঃ উপায়াৎ। উপায়ঃ পুরুষকারস্তস্য লৌকিকস্য বৈদিকস্য বা প্রারব্ধকর্ম্মাপেক্ষয়া প্রাবল্যাৎ। অন্যথা লৌকিকানাং কৃষ্যাদিপ্রযত্নস্য বৈদিকানাং জ্যোতিষ্টোমাদিপ্রযত্নস্য বৈয়র্থ্যাপত্তেঃ। সর্ব্বত্র প্রারব্ধকর্ম্মসদসত্ত্ববিকল্পগ্রাসাৎ প্রারব্ধকর্ম্মসত্ত্বে ততএব ফল-

প্রকার ব্যাসঙ্গবশতঃ অথবা আলস্যাদিদোষ নিবন্ধন যিনি আত্মা অর্থাৎ অন্তঃকরণকে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা সংযত অর্থাৎ নিরুদ্ধ করেন নাই তাদৃশ অসংযতাত্মা ব্যক্তির তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইলেও তাঁহার পক্ষে মনোনিরোধ দুষ্প্রাপ অর্থাৎ দুঃখেও (কষ্টেও) তাহা পাওয়া যায় না—(তিনি অতি আয়াস সহকারে প্রয়াস করিলেও মনোনিরোধ করিতে পারেন না); কেন না তাঁহার প্রারব্ধকর্ম্মকৃত চিত্তচাঞ্চল্য বলবৎ রহিয়াছে—এই কথা যদি তুমি বল তাহা হইলে তাহাতে আমার মতি অর্থাৎ সম্মতি আছে; বাস্তবিক ইহা এইরূপই বটে।১ কোন্ ব্যক্তি তাহা হইলে মনোনিরোধ লাভ করিতে সমর্থ হন?—ইহার উত্তর বলা যাইতেছে—। যে ব্যক্তি কিন্তু বশ্যাত্মা অর্থাৎ বৈরাগ্যের পরিপক্কতাহেতু বাসনার ক্ষয় হওয়ায় যাঁহার আত্মা অর্থাৎ অন্তঃকরণ বশ্য অর্থাৎ স্বাধীন বিষয়পরাধীনতা বিহীন তিনি বশ্যাত্মা—। অসংযতাত্মা ব্যক্তি হইতে সংযতাত্মা পুরুষের বিলক্ষণতা (পার্থক্য) নির্দ্দেশ করিবার জন্য এখানে মূলশ্লোকে 'তু' এই শব্দটীর প্রয়োগ করা হইয়াছে; অথবা ইহা অবধারণার্থক (নিশ্চয়ার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে)—।২ তিনি এতাদৃশ হইলেও যত্নশীল হইয়া অর্থাৎ যতমানসংজ্ঞক বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তের বিষয়রূপ স্রোতকে আবদ্ধ করিয়া আত্মস্রোত উদ্ঘাটন করিবার নিমিত্ত যদি পূর্ব্বোক্ত অভ্যাসের অনুষ্ঠান করেন তাহা হইলে তিনি সকল প্রকার চিত্তবৃত্তির নিরোধ লাভ করিতে সমর্থ হন অর্থাৎ চিত্তের চাঞ্চল্যের হেতু স্বরূপ যে প্রারব্ধ কর্ম্মকূট সেইগুলিকে অভিভূত করিয়া তিনি চিত্তনিরোধ করিতে পারেন।৩ প্রারব্ধ-ভোগ কর্ম্ম অতিশয় বলবৎ; তাহাদিগকে কিরূপে অভিভূত করিতে পারা যায়? (উত্তর)—"উপায়তঃ"=উপায় অবলম্বন করিয়া তাহা করিতে হয়। উপায় বলিতে পুরুষকার; পুরুষকার লৌকিক বিষয়েই হউক অথবা বৈদিক বিষয়েই হউক তাহা প্রারব্ধকর্ম্ম অপেক্ষা প্রবল। তাহা না হইলে লৌকিকগণের কৃষি-প্রভৃতি বিষয়ে যে প্রযত্ন এবং বৈদিকগণের জ্যোতিষ্টোম আদি কর্ম্ম বিষয়ে যে প্রযত্ন তাহা বিফল হইয়া যায়। কারণ সকল স্থানেই প্রারব্ধকর্ম্মের সদসত্ত্ববিকল্পগ্রাস বিদ্যমান রহিয়াছে, অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্ম্মের সদসত্ত্বরূপ বিকল্প অভিপ্রেত

প্রাপ্তেঃ কিং পৌরুষেণ প্রযত্নেন, তদসত্ত্বে তু সর্ব্বথা ফলাসম্ভাবাৎ কিন্তেনেতি।৪ অথ কর্ম্মণঃ স্বয়মদৃষ্টরূপস্য দৃষ্টসাধনসম্পত্তিব্যতিরেকেণ ফলজননাসমর্থত্বাদপেক্ষিতঃ কৃষ্যাদৌ পুরুষপ্রযত্ন ইতি চেৎ যোগাভ্যাসেঽপি সমং সমাধানং তৎসাধ্যায়া জীবন্মুক্তেরপি সুখাতিশয়রূপত্বেন প্রারব্ধকর্ম্মফলান্তর্ভাবাৎ।৫ অথবা যথা প্রারব্ধকর্ম্মফলং তত্ত্বজ্ঞানাৎ প্রবলমিতি কল্প্যতে [কথ্যতে] দৃষ্টত্বাৎ তথা তস্মাদপি কর্ম্মণো যোগাভ্যাসঃ প্রবলোঽস্তু শাস্ত্রীয়স্য প্রযত্নস্য সর্ব্বত্র ততঃ প্রাবল্যদর্শনাৎ। তথাচাহ ভগবান্ বশিষ্ঠঃ।৬ "সর্ব্বমেবেহ হি সদা সংসারে রঘুনন্দন!। সম্যক্‌প্রযুক্তাৎ সর্ব্বেণ পৌরুষাৎ সমবাপ্যতে। উচ্ছাস্ত্রং শাস্ত্রিতঞ্চেতি পৌরুষং দ্বিবিধং স্মৃতম্। তত্রোচ্ছাস্ত্রমনর্থায়

বিষয়টিকে গ্রাস করিবার জন্য হাঁ করিয়া রহিয়াছে—। কারণ প্রারব্ধকর্ম্ম যদি থাকে তাহা হইলে তাহা হইতেই যখন ফলপ্রাপ্তি ঘটিতে পারে তখন আর পুরুষের প্রযত্নের প্রয়োজন কি? আর প্রারব্ধকর্ম্ম যদি না থাকে তাহা হইলে ফললাভ অসম্ভব, সুতরাং তাহাতেও পৌরুষ-প্রযত্ন প্রয়োজনশূন্য। [সুতরাং প্রারব্ধকর্ম্ম হয় থাকিবে, না হয় থাকিবে না; আর তাহা হইলে উভয়থাই (উভয় দিকেই) পুরুষকার নিষ্ফল। সুতরাং প্রারব্ধ কর্ম্মেরই সর্ব্বাপেক্ষা বলবত্তা স্বীকার করিলে পুরুষকে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে হয়, যেহেতু ফল পাওয়া বা না পাওয়া প্রারব্ধ কর্ম্মেরই অধীন, পুরুষকার তথায় প্রতিহত। সুতরাং বলিতে হয় যে প্রারব্ধকর্ম্ম প্রবল হইলেও তাহা যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল তাহা নহে।]৪ আর যদি বলা হয় যে, কর্ম্ম স্বয়ং অদৃষ্টস্বরূপ; তাহা দৃষ্ট (লৌকিক) সাধন সম্পত্তি অর্থাৎ চেষ্টাদি উপায় ব্যতীত ফলপ্রদানে অসমর্থ; কাজেই ফল জননের নিমিত্ত কৃষি প্রভৃতি বিষয়ে পুরুষকারেরও অপেক্ষা আছে, তাহা হইলে বলিব যে, যোগাভ্যাস পক্ষেও ত ঐরূপ সমাধান হইতে পারে। কারণ জীবন্মুক্তি যোগাভ্যাসনিষ্পাদ্য; সেই জীবন্মুক্তি আবার সুখাতিশয়স্বরূপ; আর সুখানুভব প্রারব্ধকর্ম্মফলেরই অন্তর্ভুক্ত। [কারণ মোক্ষের হেতুস্বরূপ যে চরম দেহ তাহা প্রারব্ধ কর্ম্ম[illegible]-স্বরূপ। আর সুখ-দুঃখাদিভোগ বিনা দেহ নিষ্প্রয়োজন। একারণে জীবন্মুক্তিরূপ যে সুখ তাহাও সেই প্রারব্ধ কর্ম্মেরই ফলস্বরূপ। সুতরাং কৃষি প্রভৃতি স্থলে অদৃষ্ট কর্ম্মটীকে ফলরূপে প্রকটিত করিতে হইলে যেমন পুরুষকার আবশ্যক এস্থলেও সেইরূপ প্রারব্ধ কর্ম্মটীকে জীবন্মুক্তিরূপ সুখাকারে অভিব্যক্ত করিতে হইলে যোগাভ্যাসরূপ পুরুষকার অত্যাবশ্যক। কাজেই এস্থলে যে পুরুষপ্রযত্ন নিষ্ফল তাহা বলা সমীচীন হয় না।]৫ অথবা, যেমন প্রারব্ধ কর্ম্মফলকে তত্ত্বজ্ঞান হইতেও বলবৎ বলিয়া কল্পনা করা হয়, কেননা ঐরূপই দৃষ্ট হইয়া থাকে (অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান উদিত হইলেও প্রারব্ধফল কর্ম্মের নিবৃত্তি হয় না, কিন্তু তাহার ভোগই হইতে থাকে, অথচ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে অজ্ঞানমূলক কর্ম্ম বাধিত হওয়াই উচিত, কিন্তু তাহা হয় না বলিয়াই তাহাকে তত্ত্বজ্ঞান অপেক্ষা প্রবল বলা হয়) সেইরূপ যোগাভ্যাসও সেই প্রারব্ধকর্ম্ম হইতে প্রবল হইতে পারে; যেহেতু শাস্ত্রীয় প্রযত্ন অর্থাৎ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পুরুষকার যে সকল স্থলেই সেই প্রারব্ধফল কর্ম্ম হইতেও বলবৎ তাহা শাস্ত্রেই উপদিষ্ট হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।৬ ভগবান্ বশিষ্ঠদেব তাহাই বলিয়াছেন, যথা—"হে রঘুনন্দন! সকলেই এই সংসারে সম্যক্‌প্রযুক্ত পুরুষকার হইতে সকল ফলই সর্ব্বদা লাভ করিতে পারে।

পরমার্থায় শাস্ত্রিতম্॥" উচ্ছাস্ত্রং শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধমনর্থায় নরকায়। শাস্ত্রিতং শাস্ত্রবিহিতং অন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারা পরমার্থায় চতুর্ষর্থেষু পরমায় মোক্ষায়।৭ "শুভাশুভাভ্যাং মার্গাভ্যাং বহন্তী বাসনাসরিৎ। পৌরুষেণ প্রযত্নেন যোজনীয়া শুভে পথি। অশুভেষু সমাবিষ্টং শুভেষ্বেবাবতারয়। স্বমনঃ পুরুষার্থেন বলেন বলিনাং বর॥ দ্রাগভ্যাসবশাদ্যাতি যদা তে বাসনোদয়ম্। তদাভ্যাসস্য সাফল্যং বিদ্ধি ত্বমরিমর্দ্দন॥" বাসনা শুভেতি শেষঃ।৮ "সন্দিগ্ধায়ামপি ভৃশং শুভামেব সমাহর। শুভায়াং বাসনাবৃদ্ধৌ তাত দোষো ন কশ্চন॥ অব্যুৎপন্নমনা যাবদ্ভবানজ্ঞাততৎপদঃ। গুরুশাস্ত্রপ্রমাণৈস্তং নির্ণীতং তাবদাচর॥ ততঃ পক্বকষায়েণ নূনং বিজ্ঞাতবস্তুনা। শুভোঽপ্যসৌ ত্বয়া ত্যাজ্যো বাসনৌঘো নিরোধিনা॥" ইতি।৯ তস্মাৎ সাক্ষিগতস্য সংসারস্যাবিবেক-নিবন্ধনস্য বিবেকসাক্ষাৎকারাদপনয়েঽপি প্রারব্ধকর্ম্মপর্য্যবস্থাপি তস্য চিত্তস্য স্বাভা-

পৌরুষ অর্থাৎ পুরুষকার আবার উচ্ছাস্ত্র এবং শাস্ত্রিতভেদে দুইপ্রকার। তন্মধ্যে উচ্ছাস্ত্র যে পুরুষকার তাহা অনর্থের কারণ হয় আর শাস্ত্রীয় পুরুষকার পরমার্থপ্রাপ্তি ঘটাইয়া থাকে।" এস্থলে 'উচ্ছাস্ত্র' বলিতে শাস্ত্রনিষিদ্ধ; তাহা অনর্থের কারণ অর্থাৎ নরকের হেতু। আর 'শাস্ত্রিত' অর্থ শাস্ত্রবিহিত; তাহা অন্তঃকরণশুদ্ধিকে দ্বার করিয়া (অগ্রে অন্তঃকরণ শুদ্ধি জন্মাইয়া তদনন্তর) পরমার্থ অর্থাৎ চারিপ্রকার পুরুষার্থের মধ্যে যাহা পরম (শ্রেষ্ঠ) সেই যে শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ মোক্ষ সেই মোক্ষের কারণ হয়।৭ "শুভ এবং অশুভ উভয় পথে বহমানা যে বাসনারূপ নদী তাহাকে পুরুষসাধ্য প্রযত্ন সহকারে শুভপথে প্রবাহিত করা উচিত। হে বলিশ্রেষ্ঠ রাঘব! অশুভ মার্গ সহস্রে সমাবিষ্ট নিজ মনকে (চিত্তনদীকে) পৌরুষ প্রভাবে শুভ মার্গে অবতারিত (স্থাপিত) কর। হে অরিনিসূদন! অভ্যাসবশে যখন তোমার বাসনা (শুভ বাসনা) ত্বরিত উদয়প্রাপ্ত হইবে (আবির্ভূত হইবে) তখন তোমার অভ্যাসের সাফল্য হইয়াছে বুঝিবে।" "বাসনোদয়ম্" এই স্থলের 'বাসনা'পদের অর্থ শুভ বাসনা।৮ সন্দিগ্ধ থাকিলেও শুভবাসনারই বেশীভাবে আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত, যেহেতু হে বৎস! শুভবাসনা বৃদ্ধি হইলে কোন দোষ নাই। তুমি যখন অব্যুৎপন্নমনা এবং অজ্ঞাততৎপদ অর্থাৎ তুমি যখন জ্ঞানরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পার নাই এবং সেই পরম পদও (জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদও) জানিতে পার নাই তখন গুরু, শাস্ত্র এবং প্রমাণের দ্বারা যাহা অবধারিত হইয়াছে তাহারই অনুষ্ঠান কর। তদনন্তর তোমার কষায় (বৈরাগ্য) পরিপক্ব হইলে এবং বস্তুর স্বরূপ অবগত হইলে তুমি নিরোধী হইয়া অর্থাৎ নিরোধসমাধিযুক্ত হইয়া ঐ শুভবাসনা প্রবাহকেও নিরোধসমাধি বলে পরিত্যাগ করিবে।"৯ অতএব এই সমস্ত হইতে ইহাই সিদ্ধ হয় যে অবিবেক জন্য যে সংসার অর্থাৎ বন্ধন তাহা সাক্ষিচৈতন্যগত; অর্থাৎ সাক্ষিচৈতন্যেরই অবিবেকাশ্রয়তা নিবন্ধন যে সংসার বা বন্ধন সাক্ষিচৈতন্যগত সেই বন্ধন বিবেক সাক্ষাৎকার দ্বারা দূরীভূত হইলেও অর্থাৎ আত্মতত্ত্ববোধের দ্বারা সাক্ষিচৈতন্যগত বন্ধের নিবৃত্তি হইলেও প্রারব্ধকর্ম্মের প্রভাবে চিত্ত পর্য্যবস্থাপিত হয় অর্থাৎ চিত্তের নাশ হয় না কিন্তু তাহা প্রারব্ধ কর্ম্মের প্রভাবে থাকিয়া যায় এবং সেই চিত্তের যে সমস্ত বৃত্তি আছে সেগুলি চিত্তের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইলেও যোগাভ্যাসের

অৰ্জ্জুন উবাচ

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিংকৃষ্ণগচ্ছতি ॥ ৩৭।

অৰ্জ্জুনঃ উবাচ।—হে কৃষ্ণ! শ্রদ্ধয়া উপেতঃ অযতিঃ যোগাৎ চলিতমানসঃ যোগসংসিদ্ধিম্ অপ্রাপ্য কাং গতিং গচ্ছতি অর্থাৎ অৰ্জ্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ! যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়াও শৈথিল্যবশতঃ যোগ হইতে বিচলিতচিত্ত হইয়াছেন, তিনি যোগসিদ্ধি লাভ না করিয়া কীদৃশী গতি লাভ করিবেন ॥৩৭

বিকীনামপি চিত্তবৃত্তীনাং যোগাভ্যাসপ্রযত্নেনাপনয়ে সতি জীবন্মুক্তঃ পরমো যোগী।১০ চিত্তবৃত্তিনিরোধাভাবে তু তত্ত্বজ্ঞানবানপ্যপরমো যোগীতি সিদ্ধম্। অবশিষ্টং জীবন্মুক্তি-বিবেকে সবিস্তরমনুসন্ধেয়ম্ ॥ ১১—৩৬ ॥

এবং প্রাগুক্তেন গ্রন্থেনোৎপন্নতত্ত্বজ্ঞানোঽনুৎপন্নজীবন্মুক্তিরপরমো যোগী মতঃ। উৎপন্নতত্ত্বজ্ঞান উৎপন্নজীবন্মুক্তিস্তু পরমো যোগী মত ইত্যুক্তম্। তয়োরুভয়োরপি জ্ঞানাদজ্ঞাননাশেঽপি যাবৎপ্রারব্ধভোগং কৰ্ম্ম দেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতাবস্থানাৎ প্রারব্ধ-ভোগকৰ্ম্মাপায়ে চ বৰ্ত্তমানদেহেন্দ্রিয়সংঘাতাপায়াৎ পুনরুৎপাদকাভাবাদ্বিদেহকৈবল্যং

প্রযত্নে সেগুলি দূরীভূত হইয়া থাকে; আর তাহা হইলেই সেই জীবন্মুক্ত পুরুষই তখন পরম যোগী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।১০ পক্ষান্তরে যাঁহার চিত্তবৃত্তিনিরোধ নাই তিনি তত্ত্বজ্ঞানবান্ হইলেও পরম যোগী নহেন কিন্তু তিনি অপরম যোগী। (এইরূপে, ২৪ শ্লোকের ৭—৯ অংশে যে আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছিল তাহার উত্তর দেওয়া হইল)। এসম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় 'জীবন্মুক্তি বিবেক' নামক গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে, তাহা বুঝিতে হইলে তৎস্থল হইতেই জানিয়া লইতে হইবে।১১—৩৬॥

ভাবপ্রকাশ—মনোনিগ্রহ দুঃসাধ্য হইলেও অসাধ্য নহে। যাঁহার কিছু সময় অভ্যাস হইয়াছে তিনি উপায় অবলম্বন করিয়া নিয়মমত চেষ্টা করিলে কৃতকাৰ্য্য হইতে পারিবেন। বৈরাগ্যের দ্বারা মনের বিষয়াভিমুখগতিকে মন্দীভূত করিয়া বিবেক দর্শনাভ্যাসের দ্বারা কল্যাণের দিকে মনের গতি ফিরাইয়া লইতে হয়। অসাধ্য বস্তুকে কখনও শাস্ত্র উপদেশ করেন না। মনের নিগ্রহ কঠিন সন্দেহ নাই—কিন্তু ইহা অসম্ভব নহে। ধীরে ধীরে অভ্যাসযোগ দ্বারা মনকে উপরত করিতে হয়।৩৫-৩৬

অনুবাদ—পূর্ব্ব গ্রন্থে (পূর্ব্বোক্ত সন্দর্ভে বাক্যগুলিতে) ইহাই বলা হইয়াছে যে যাঁহার তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু জীবন্মুক্তিহয় নাই তিনি অপরমযোগী; আর যাঁহার তত্ত্বজ্ঞানও জন্মিয়াছে এবং জীবন্মুক্তিও হইয়াছে তিনি পরমযোগী। উভয়প্রকার যোগীরই অজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান হইতে নাশপ্রাপ্ত হইলেও যতদিন না তাঁহাদের প্রারব্ধ কৰ্ম্মের ভোগ হয় ততদিন সেই কৰ্ম্ম বলবৎ রহিয়াছে বুঝিতে হইবে, কারণ সেই প্রারব্ধকৰ্ম্মের জন্যই তাঁহাদের দেহেন্দ্রিয়াদি সঙ্ঘাত বিদ্যমান থাকে। আর সেই প্রারব্ধভোগ কৰ্ম্মের নাশ হইলে পর বৰ্ত্তমান দেহেন্দ্রিয়াদি সঙ্ঘাতও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায়; এবং

প্রতি কাপি নাস্ত্যাশঙ্ক্যা।১ যস্তু প্রাক্তকর্ম্মভির্ব্বিবিদিষাপর্য্যন্তচিত্তশুদ্ধিঃ কৃতকার্য-ত্বাৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি পরিত্যজ্য প্রাপ্তপরমহংসপরিব্রাজকভাবঃ পরমহংসপরিব্রাজক-মাত্মসাক্ষাৎকারেণ জীবন্মুক্তং পরপ্রবোধনদক্ষং গুরুমুপসৃত্য ততো বেদান্তমহাবাক্যো-পদেশং প্রাপ্য তত্রাসম্ভাবনাবিপরীতভাবনাখ্যপ্রতিবন্ধনিরাসায় "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ইত্যাদি "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" ইত্যন্তয়া চতুর্লক্ষণমীমাংসয়া শ্রবণমননিদিধ্যাসনানি গুরুপ্রসাদাৎ কর্ত্তুমারভতে স শ্রদ্দধানোঽপি সন্নায়ুষোঽল্পত্বেনাল্পপ্রযত্নত্বাদলব্ধজ্ঞান-পরিপাকঃ শ্রবণমননিদিধ্যাসনেষু ক্রিয়মাণেষু এব মধ্যে ব্যাপদ্যতে স জ্ঞানপরিপাক-শূন্যত্বেনানষ্টাজ্ঞানো ন মুচ্যতে নাপ্যুপাসনাসহিতকর্ম্মফলং দেবলোকমনুভবত্যর্চ্চিরাদি-মার্গেণ, নাপি কেবলকর্ম্মফলং পিতৃলোকমনুভবতি ধূমাদিমার্গেণ, কর্ম্মণামুপাসনানাঞ্চ ত্যক্তত্বাৎ অত এতাদৃশো যোগভ্রষ্টঃ কীটাদিভাবেন কষ্টাং গতিমিয়াৎ, অজ্ঞত্বে

তাহার (নূতন দেহেন্দ্রিয়াদি সঙ্ঘাতের) পুনরুৎপাদক আর কিছু থাকে না অর্থাৎ সঞ্চিত কর্ম্মাদি না থাকায় তাঁহাদের আর নূতন ভোগায়তন দেহেন্দ্রিয়াদি উৎপন্ন হইতে পারে না; সুতরাং তখন যে তাঁহাদের (সেই উভয়প্রকার জ্ঞানীরই) বিদেহ কৈবল্য হয় তাহাতে আর কোন শঙ্কা বা সন্দেহই নাই।১ কিন্তু যে ব্যক্তি পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্ম কলাপের ফলে বিবিদিষা পর্য্যন্ত চিত্তশুদ্ধিলাভ করিয়াছেন অর্থাৎ পূর্ব্বে শাস্ত্রীয় কর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠান করিয়াছেন বলিয়া যাঁহার চিত্তশুদ্ধি জন্মিয়া শেষে বিবিদিষা (আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসা) উদিত হইয়াছে তিনি তখন কৃতকার্য্য হইয়াছেন অর্থাৎ তাঁহার করণীয় সমস্ত কর্ম্মই সারা হইয়াছে, তাঁহার আর তখন করণীয় কর্ম্ম নাই—; সুতরাং তিনি সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরমহংস পরিব্রাজক ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন—; আর যিনি তখন পরমহংস পরিব্রাজক, আত্মসাক্ষাৎকারবান্, জীবন্মুক্ত, পরের জ্ঞানোন্মেষে সুপটু এতাদৃশ কোন গুরুর নিকট উপসন্ন হইয়া, তাঁহার নিকট হইতে তিনি বেদান্তের (উপনিষদের) 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যের উপদেশ লাভ করিয়াছেন—; এবং বেদান্ত বাক্যের উপর যে অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনারূপ প্রতিবন্ধক প্রতিভাত হয় তাহা বিদূরিত করিবার নিমিত্ত তিনি তখন গুরুর প্রসাদলাভ পূর্ব্বক "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই সূত্রে আরব্ধ হইয়া "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" এই সূত্রে যাহার সমাপ্তি হইয়াছে সেই চতুর্লক্ষণী (সমন্বয়, অবিরোধ, সাধন ও ফল এই চারিটী লক্ষণবিশিষ্ট চতুরধ্যায়ী) উত্তর মীমাংসা শাস্ত্রানুসারে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন—; কিন্তু তিনি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলেও তাঁহার পরমায়ু অল্প বলিয়া তাঁহার প্রযত্নও অল্প হওয়ায় অর্থাৎ অল্পকালসেবিত হওয়ায় (যোগশাস্ত্রোক্ত দীর্ঘকাল সেবিত হইতে না পারায়) তাঁহার জ্ঞানের পরিপরিপক্কতালাভ হয় নাই—; এই অবস্থায় শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন করিতে করিতেই যদি তিনি এই মধ্যাবস্থাতেই মৃত হন তাহা হইলে তাঁহার জ্ঞানের পরিপাক না হওয়ায় তাঁহার অজ্ঞানও নষ্ট হয় নাই, কাজেই তিনি মুক্ত হইতে পারেন না—; আবার উপাসনাসহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে যে অর্চ্চিরাদিমার্গে দেবলোকপ্রাপ্তিরূপ ফল হয় তাহাও তিনি পাইতে পারেন না—; আর কেবল কর্ম্ম হইতে যে ধূমাদি মার্গে পিতৃলোক প্রাপ্তিরূপ ফল হয় তাহাও তাঁহার পাইবার উপায় নাই, কেন না

সতি দেবযানপিতৃযানমার্গাসম্বন্ধিত্বাৎ বর্ণাশ্রমাচারভ্রষ্টবদথবা কষ্টাং গতিং নেয়াৎ শাস্ত্রনিন্দিতকর্ম্মশূন্যত্বাদ্বামদেববদিতি সংশয়পর্য্যাকুলমনা অর্জ্জুন উবাচ অযতিরিতি—।২ যতির্যত্নশীলঃ—(অল্পার্থে নঞ, অলবণা যবাগূরিত্যাদিবৎ—। অযতিরল্পযত্নঃ শ্রদ্ধয়া গুরুবেদান্তবাক্যেষু বিশ্বাসবুদ্ধিরূপয়োপেতো যুক্তঃ—। শ্রদ্ধা চ স্বসহচরিতানাং শমাদীনা-মুপলক্ষণম্, "শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ শ্রদ্ধান্বিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি" ইতি শ্রুতেঃ—।৩ তেন নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক ইহামুত্রভোগবিরাগঃ শমদমোপরতিতিতিক্ষা-শ্রদ্ধাদিসম্পৎ মুমুক্ষুতা চেতি সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ গুরুমুপসৃত্য বেদান্তবাক্যশ্রবণাদি কুর্ব্বন্নপি পরমায়ুষোঽল্পত্বেন মরণকালে চেন্দ্রিয়াণাং ব্যাকুলত্বেন সাধনানুষ্ঠানাসম্ভবাৎ যোগাচ্চলিতমানসঃ শ্রবণাদিপরিপাকলব্ধজন্মনস্তত্ত্বসাক্ষাৎকারাৎ চলিতং তৎফলমপ্রাপ্তঃ তিনি (বিবিদিষা হেতু সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া) কর্ম্মকলাপ এবং উপাসনা এ সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং এতাদৃশ যে যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি তিনি কি কীটাদিভাব প্রাপ্ত হইয়া কষ্টপ্রদ গতি লাভ করেন? কারণ তিনি অজ্ঞ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ নহেন অথচ তিনি দেবযান ও পিতৃযান মার্গের সহিত সম্বন্ধবিহীন হইয়াছেন, কারণ তিনি বর্ণাশ্রমের আচার হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহার কি কষ্টকর গতিলাভ হয় না, অথবা তাঁহাকে ক্লেশপ্রদ গতিপ্রাপ্ত হইতে হয় না? কারণ তিনি বামদেবাদির ন্যায় শাস্ত্রনিন্দিত কর্ম্মশূন্য;—অর্থাৎ অধোগতি প্রাপ্তির হেতু হইতেছে শাস্ত্রগর্হিত কর্ম্ম করা; তিনি যখন তাহা করেন নাই তখন অধোগতিলাভ করিতেও ত পারেন না; আবার উর্দ্ধগতি যে লাভ করিবেন তাহাও ত হইতে পারে না, কারণ তাঁহার জ্ঞানোদয় হয় নাই বলিয়া মুক্তি হইতে পারে না; আর উপাসনা-মিশ্রিত কর্ম্ম না থাকায় দেবলোকলাভ হওয়াও তাঁহার সম্ভব নহে; এবং কেবল কর্ম্ম না থাকায় তাঁহার পিতৃলোকগতিও অসম্ভব—; তাহা হইলে তাদৃশ যোগী ব্যক্তির অবস্থা কি হয়?—এইপ্রকার সন্দেহে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—।১২ **অযতি** যতিপদের অর্থ যত্নশীল; 'অলবণ যবাগূ' (অল্প লবণযুক্ত যবাগূ—অন্ন বিশেষ) এই স্থলের ন্যায় 'অযতি' এ স্থলে 'নঞ্' ('অ' এই শব্দটী) অল্পার্থক—। সুতরাং অযতি বলিতে অল্প প্রযত্ন ব্যক্তি; শ্রদ্ধা অর্থ গুরুবাক্যে এবং বেদান্ত-বাক্যে বিশ্বাসবুদ্ধি; শ্রদ্ধয়োপেতঃ=সেইরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত—। 'শ্রদ্ধা' এই পদটী এস্থলে শ্রদ্ধার সহভাবী শমদমাদিরও উপলক্ষণ অর্থাৎ শ্রদ্ধাযুক্ত বলায় এখানে শমযুক্ত, দমান্বিত, উপরতিবিশিষ্ট এবং তিতিক্ষা-সম্পন্ন এইরূপ অর্থ উক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যেহেতু শ্রুতি বলিতেছে "শান্ত (শমযুক্ত), দান্ত (দমযুক্ত), উপরত (উপরতি বিশিষ্ট), তিতিক্ষু অর্থাৎ তিতিক্ষাসম্পন্ন, এবং শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আত্ম-মধ্যেই (নিজ মধ্যেই) আত্মদর্শন করিবে"—।৩ অতএব ইহা হইতে এইরূপ অর্থ দাঁড়ায়, নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা ও শ্রদ্ধাদিসম্পৎ এবং মুমুক্ষুত্ব এই চারিটী সাধনরূপ সম্পত্তি বিশিষ্ট হইয়া গুরূপসদনপূর্ব্বক বেদান্ত-বাক্যশ্রবণাদি করিতে থাকিলেও যিনি যোগ হইতে বিচলিতমানস হইয়াছেন অর্থাৎ পরমায়ুর অল্পতা নিবন্ধন এবং মরণকালে ইন্দ্রিয় সকল ব্যাকুল হওয়ায় তাঁহার পক্ষে আর সাধনার অনুষ্ঠান সম্ভব হয় নাই, কাজেই তাঁহার মানস যোগ হইতে অর্থাৎ শ্রবণাদির পরিপক্বতা হইতে যে তত্ত্বসাক্ষাৎকার জন্মে সেই তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইতে চলিত

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮ ॥

হে মহাবাহো ! ব্রহ্মণঃ পথি বিমূঢ়ঃ, অপ্রতিষ্ঠঃ উভয়-বিভ্রষ্টঃ ছিন্নাভ্রমিব ন নশ্যতি কচ্চিৎ অর্থাৎ হে মহাবাহো ! উভয় হইতে ভ্রষ্ট, সুতরাং অবলম্বনশূন্য এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়রূপ পথে বিমূঢ় হইয়া সে ব্যক্তি কি ছিন্ন-ভিন্ন-মেঘের ন্যায় বিনষ্ট হয় না ॥৩৮

মানসং যস্য সঃ যোগানিষ্পত্ত্যৈবাপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং তত্ত্বজ্ঞাননিমিত্তামজ্ঞানতৎকার্য্য-নিবৃত্তিমপুনরাবৃত্তিসহিতামপ্রাপ্যাতত্ত্বজ্ঞ এব মৃতঃ সন্ কাং গতিং হে কৃষ্ণ ! গচ্ছতি সুগতিং দুর্গতিং বা, কর্ম্মণাং পরিত্যাগাৎ জ্ঞানস্য চানুৎপত্তেঃ শাস্ত্রোক্তমোক্ষসাধনানুষ্ঠায়ি-ত্বাৎ শাস্ত্রগর্হিতকর্ম্মশূন্যত্বাচ্চ ॥৪—৩৭ ॥

এতদেব সংশয়বীজং বিবৃণোতি কচ্চিদিতি। কচ্চিদিতি সাভিলাষপ্রশ্নে। হে মহাবাহো ! মহান্তঃ সর্ব্বেষাং ভক্তানাং সর্ব্বোপদ্রবনিবারণসমর্থাঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়দান-সমর্থা বা চত্বারো বাহবো যস্যেতি প্রশ্ননিমিত্তক্রোধাভাবস্তদুত্তরদানসহিষ্ণুত্বঞ্চ সূচিতম্।১ ব্রহ্মণঃ পথি ব্রহ্মপ্রাপ্তিমার্গে জ্ঞানে বিমূঢ়ঃ বিক্ষিপ্তঃ অনুৎপন্নব্রহ্মাত্মৈক্য-সাক্ষাৎকার ইতি যাবৎ—।২ অপ্রতিষ্ঠঃ দেবযানপিতৃযানমার্গগমনহেতুভ্যামুপাসনাকর্ম্মভ্যাং

হইয়াছে অর্থাৎ তত্ত্বসাক্ষাৎকারের ফল অপ্রাপ্ত হইয়াছে— ; হে কৃষ্ণ ! তাদৃশ ব্যক্তির যোগ নিষ্পন্ন না হওয়ায় **যোগসংসিদ্ধি** অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞাননিমিত্ত (তত্ত্বজ্ঞান যাহার হেতু তাদৃশ) আত্মজ্ঞান হয় নাই, কাজেই তিনি অজ্ঞান ও অজ্ঞানের কার্য্যের নিবৃত্তি এবং অপুনরাবৃত্তি প্রাপ্ত না হইয়া অতত্ত্বজ্ঞ অবস্থাতেই মৃত হইয়াছেন সুতরাং তিনি কীদৃশী গতি লাভ করেন ?—তিনি কি সুগতি প্রাপ্ত হন অথবা দুর্গতিই লাভ করেন ; কারণ তিনি কর্ম্মকলাপ পরিত্যাগ করিয়াছেন, জ্ঞানও তাঁহার উৎপন্ন হয় নাই অথচ তিনি শাস্ত্রোক্ত মোক্ষসাধনের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকায় শাস্ত্রগর্হিত যে কর্ম্মহীনতা তাহাও প্রাপ্ত হইয়াছে (এই সমস্ত কারণে তাঁহার সদ্‌গতিলাভ অসম্ভব ; আবার তিনি যখন মোক্ষমার্গে উন্নীত তখন তাঁহার দুর্গতিপ্রাপ্তিও ত হইতে পারে না) ।৪—৩৭

অনুবাদ—সংশয়ের বীজস্বরূপ (পূর্ব্বোক্ত) ঐ কথাটাই বিবৃত করিয়া বলিতেছেন "কচ্চিৎ" ইত্যাদি। 'কচ্চিৎ' এই শব্দটী ঔৎসুক্যযুক্তপ্রশ্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। হে মহাবাহো !—যাঁহার চারিটী বাহু মহান্ অর্থাৎ সকল ভক্তেরই সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব নিবারণ করিতে সমর্থ ; অথবা যাহা পুরুষার্থচতুষ্টয় প্রদান করিতে সমর্থ ;—এইরূপ বলায় ইহাই সূচিত হইল যে তাঁহাকে এইপ্রকার প্রশ্ন করায় তাঁহার কোনরূপ ক্রোধ হইতে পারে না এবং উহার উত্তরদান করিবার সহিষ্ণুতাও তাঁহার আছে।১ **ব্রহ্মণঃ পথি**=ব্রহ্মপ্রাপ্তিমার্গে অর্থাৎ জ্ঞানে **বিমূঢ়ঃ**=বিমূঢ়, বিচিত্ত হইয়া অর্থাৎ—ব্রহ্ম এবং আত্মার (পরমাত্মা ও প্রত্যগাত্মার) একতা সাক্ষাৎকার করিতে না পারিয়া— ।২ **অপ্রতিষ্ঠঃ**=দেবযানমার্গে ও পিতৃযান-মার্গে গমনের হেতুস্বরূপ উপাসনা ও কর্ম্মরূপ প্রতিষ্ঠাবিহীন সাধনবিরহিত হইয়া,—কারণ তিনি উপাসনা

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে॥ ৩৯॥

হে কৃষ্ণ! মে এতৎ সংশয়ম্ অশেষতঃ ছেত্তুম্ অর্হসি; ত্বদন্যঃ অস্য সংশয়স্য ছেত্তা ন হি উপপদ্যতে অর্থাৎ হে কৃষ্ণ! আমার এই সংশয় তুমি নিঃশেষ রূপে ছেদন কর, এই সংশয় ছেদন করিবার তুমি ভিন্ন আর কেহ নাই॥৩৯

প্রতিষ্ঠাভ্যাং সাধনাভ্যাং রহিতঃ সোপাসনানাং সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং পরিত্যাগাৎ।৩ এতাদৃশ উভয়বিভ্রষ্টঃ কর্ম্মমার্গাজ্ জ্ঞানমার্গাচ্চ বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব বায়ুনা ছিন্নং বিশকলিতং পূর্ব্বস্মান্মেঘাদ্‌ভ্রষ্টমুত্তরমেঘঞ্চাপ্রাপ্তমভ্রং যথা বৃষ্ট্যযোগ্যং সদন্তরাল এব নশ্যতি তথা যোগভ্রষ্টোঽপি পূর্ব্বস্মাৎ কর্ম্মমার্গাদ্বিচ্ছিন্ন উত্তরঞ্চ জ্ঞানমার্গমপ্রাপ্তোঽন্তরাল এব নশ্যতি। কর্ম্মফলং জ্ঞানফলঞ্চ লব্ধুমযোগ্যো ন কিমিতি প্রশ্নার্থঃ।৪ এতেন জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়ো নিরাকৃতঃ। তস্মিন্ হি পক্ষে জ্ঞানফলাভাবেঽপি কর্ম্মফললাভসংভবেনোভয়বিভ্রষ্টত্বাসংভবাৎ। ন চ তস্য কর্ম্মসম্ভবেঽপি ফলকামনাত্যাগাৎ তৎফলভ্রংশবচনমবকল্পত ইতি বাচ্যম্, নিষ্কামাণামপি কর্ম্মণাং ফলসদ্ভাবস্যাপস্তম্ববচনোদাহরণেন বহুশঃ প্রতিপাদিতত্বাৎ, তস্মাৎ সর্ব্বকর্ম্মত্যাগিনং প্রত্যেবায়ং প্রশ্নঃ, অনর্থপ্রাপ্তিশঙ্কায়াস্তত্রৈব সম্ভবাৎ॥ ৫—৩৮॥

এবং অন্যান্য সমস্ত কর্ম্মই পরিত্যাগ করিয়াছেন—।৩ এইপ্রকারের **উভয়বিভ্রষ্টঃ**—কর্ম্মমার্গ এবং জ্ঞানমার্গ হইতে বিভ্রষ্ট ব্যক্তি **ছিন্নাভ্রম্ ইব**—বায়ুর দ্বারা ছিন্ন, বিশকলিত (খণ্ড খণ্ড) পূর্ব্বমেঘ হইতে ভ্রষ্ট এবং পরবর্ত্তী মেঘের সহিতও অমিলিত মেঘ যেমন বৃষ্টির অনুপযুক্ত হইয়া মধ্যস্থলেই নাশপ্রাপ্ত হয় সেইরূপ সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিও পূর্ব্বকালীন কর্ম্মমার্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন এবং পরবর্ত্তী জ্ঞানমার্গও লাভ করিতে পারেন নাই; এই অবস্থায় তিনি কি অন্তরালেই অর্থাৎ মধ্যস্থলেই নষ্ট হইয়া যান? তিনি কর্ম্মফল এবং জ্ঞানফল লাভ করিবার অযোগ্য নহেন কি?—ইহাই প্রশ্নের অভিপ্রেত অর্থ।৪ ইহার দ্বারা (এইরূপ প্রশ্ন করায়) জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়পক্ষ নিরাকৃত হইল। কারণ এই পক্ষে অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় পক্ষে এতাদৃশ ব্যক্তি জ্ঞানের ফল লাভ করিতে না পারিলেও কর্ম্মের ফল লাভ করিতে নিশ্চয়ই পারেন; এবং আর তাহা হইলে অর্জ্জুন যে উভয়বিভ্রষ্টত্বের বিষয় সন্দেহ করিতেছেন অর্থাৎ এতাদৃশ ব্যক্তি উভয় বিভ্রষ্ট হয় এইপ্রকার যে সন্দেহ করিয়াছেন তাহা আর সঙ্গত হয় না। আর, ইহার সমাধানকল্পে একথাও বলা যায়না যে, তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্ম সম্ভব হইলেও তিনি যখন ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন তখন তিনি কর্ম্মের ফললাভ হইতেও ভ্রষ্টই হইবেন, কাজেই এস্থলে যে ফলভ্রংশের কথা বলা হইয়াছে তাহাতে কোনরূপ অসঙ্গতি নাই,—কারণ নিষ্কাম কর্ম্ম সকলেরও যে (প্রাসঙ্গিক) ফল আছে তাহা আপস্তম্বাদির বচন উদ্ধৃত করিয়া বহুবার প্রতিপাদিত করা হইয়াছে। (সুতরাং তিনি ফলকামনা না করিলেও প্রাসঙ্গিক ফল যে উৎকর্ষ তাহা অবশ্যই হয়। আর তাহা হইলে অর্জ্জুনের প্রশ্ন সঙ্গত হয় না।) অতএব সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর সম্বন্ধেই অর্জ্জুন এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন, কারণ তাঁহারই বিষয়ে ঐ প্রকারে অনর্থপ্রাপ্তির শঙ্কা করা খাটে।৫—৩৮॥

শ্রীভগবান্ উবাচ

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥ ৪০॥

শ্রীভগবান্ উবাচ। হে পার্থ! ইহ তস্য বিনাশঃ নৈব, ন চ অমুত্র বিদ্যতে, হি হে তাত! কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং ন গচ্ছতি অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে পার্থ! ইহলোকে বা পরলোকে তাঁহার বিনাশ নাই। যেহেতু হে বৎস, শুভকার্য্যানুষ্ঠানকারী ব্যক্তি কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না॥৪০

যথোপদর্শিতসংশয়াপাকরণায় ভগবন্তমন্তর্য্যামিণমর্থয়তে পার্থ এতদিতি। এতদেতং পূর্ব্বোপদর্শিতং মে মম সংশয়ং হে কৃষ্ণ! ছেত্তুম্ অনে ভূমর্হস্যশেষতঃ সংশয়মূলাধর্ম্মাদ্যুচ্ছেদেন। মদন্যঃ কশ্চিদৃষির্ব্বা দেবো বা ত্বদীয়মিমং সংশয়মুচ্ছেৎস্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—ত্বদন্যঃ ত্বৎ পরমেশ্বরাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ শাস্ত্রকৃতঃ পরমগুরোঃ কারুণিকাদন্যঃ অনীশ্বরত্বেনাসর্ব্বজ্ঞঃ কশ্চিদৃষির্ব্বা দেবো বাস্য যোগভ্রষ্টপরলোকগতিবিষয়স্য সংশয়স্য ছেত্তা সম্যগুত্তরদানেন নাশয়িতা হি যস্মান্নোপপদ্যতে ন সম্ভবতি তস্মাৎ ত্বমেব প্রত্যক্ষদর্শী সর্ব্বস্য পরমগুরুঃ সংশয়মেতং মম ছেত্তুমর্হসীত্যর্থঃ॥ ৩৯॥

অনুবাদ—উক্তপ্রকারে প্রদর্শিত ঐ সংশয় দূর করিবার নিমিত্তই অন্তর্য্যামী ভগবানের নিকট অর্জ্জুন প্রার্থনা করিতেছেন।—('এতৎ' এই পদটীর ক্লীবলিঙ্গের ব্যত্যয় করিয়া 'এতম্' এইরূপে পুংলিঙ্গে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।) হে কৃষ্ণ! আমার এই যে সংশয় অর্থাৎ পূর্ব্বপ্রদর্শিত সন্দেহ, তাহা **অশেষতঃ**=অশেষভাবে অর্থাৎ সংশয়ের মূলীভূত যে অধর্ম্মাদি তাহার উচ্ছেদ পূর্ব্বক **ছেত্তুমঅর্হসি**=তোমার তাহা উচ্ছেদ করা অর্থাৎ অপনীত করা উচিত। আমিই কেন ইহা দূর করিব, আমি ছাড়া অন্য কোন ঋষিই হউক, অথবা দেবতাই হউক তোমার এই সংশয়ছেদ করিবেন—ভগবান্ যদি এইরূপ বলেন এইজন্য বলিতেছেন;—যে হেতু **ত্বদন্যঃ**=তোমা ভিন্ন কারুণিক, পরমগুরু, সর্ব্বজ্ঞ, শাস্ত্রকর্ত্তা ও ঈশ্বর যে তুমি সেই তুমি ছাড়া অন্য কোনও অনীশ্বর অসর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি, তিনি ঋষিই হউন অথবা দেবতাই হউন, **অস্য সংশয়স্য**=এই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির পরলোকগতিবিষয়ক যে সংশয় তাহার সম্যক্ (যথাযথ) উত্তর দান করিয়া উচ্ছেদ অর্থাৎ বিনাশ করিতে পারে না, সেই কারণে তোমারই আমার এই সংশয় ছেদন করা উচিত, কেন না তুমি প্রত্যক্ষদর্শী এবং সকলের পরমগুরু হইতেছ।৩৯॥

ভাবপ্রকাশ—মনোনিগ্রহ যখন আয়াসসাধ্য ব্যাপার এবং অল্প সময়ে সম্পন্ন হইবার বস্তু নহে তখন অর্জ্জুনের শঙ্কা হইতেছে যে সিদ্ধিলাভ করিবার পূর্ব্বে যদি দেহপাত হইয়া যায় তাহা হইলে এই মনোনিরোধ রূপ যোগ লাভ করিবার জন্য বহুল আয়াস ব্যর্থ হইয়া যাওয়ারই সম্ভব। তাই এই তিনটী শ্লোকে তিনি শ্রীভগবান্‌কে তাঁহার সংশয় মিটাইয়া দিবার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।৩৭-৩৯

এবমর্জ্জুনস্য যোগিনং প্রতিনাশাশঙ্কাং পরিহরন্নুত্তরং শ্রীভগবানুবাচ পার্থেতি। উভয়বিভ্রষ্টো যোগী নশ্যতীতি কোঽর্থঃ—কিমিহ লোকে শিষ্টগর্হণীয়ো ভবতি বেদবিহিত-কর্ম্মত্যাগাৎ যথা কশ্চিদুচ্ছৃঙ্খলঃ কিং বা পরত্র নিকৃষ্টাং গতিং প্রাপ্নোতি যথোক্তং শ্রুত্যা "অথৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণ চ ন তে কীটাঃ পতঙ্গা যদি দন্দশূকম্" ইত্যাদি। তথা চোক্তং মনুনা—"বান্তাশ্যুল্কামুখঃ প্রেতো বিপ্রো ধর্ম্মাৎ স্বকাচ্চ্যুতঃ" ইত্যাদি। তদুভয়মপি নেত্যাহ—হে পার্থ! নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য যথাশাস্ত্রং কৃতসর্ব্ব-কর্ম্মসন্ন্যাসস্য সর্ব্বতো বিরক্তস্য গুরুমুপসৃত্য বেদান্তশ্রবণাদি কুর্ব্বতোঽন্তরালে মৃতস্য যোগভ্রষ্টস্য বিদ্যতে।১ উভয়ত্রাপি তস্য বিনাশো নাস্তীত্যত্র হেতুমাহ—হি যস্মাৎ কল্যাণকৃৎ শাস্ত্রবিহিতকারী কশ্চিদপি দুর্গতিমিহাকীর্ত্তিং পরত্র চ কীটাদিরূপতাং ন গচ্ছতি। অয়ন্তু সর্ব্বোৎকৃষ্ট এব সন্ দুর্গতিং ন গচ্ছতীতি কিমু বক্তব্যমিত্যর্থঃ।২ তনোত্যাত্মানং পুত্ররূপেণেতি পিতা তত উচ্যতে।

অনুবাদ—যোগভ্রষ্ট যোগিগণের নাশ হয়, অর্জ্জুন এই প্রকার যে শঙ্কা করিয়াছিলেন তাহার পরিহারকল্পে শ্রীভগবান্ "পার্থ" ইত্যাদি শ্লোকে অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন।—আচ্ছা! উভয়তো-ভ্রষ্ট যোগী যে নষ্ট হয় এরূপ বলিবার অভিপ্রায় কি?—ইহার অর্থ কি এইরূপ যে, কোনও উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি বেদমার্গ পরিত্যাগ করায় যেমন শিষ্টজননিন্দিত হয় তাদৃশ যোগীও বেদমার্গভ্রষ্ট হইয়াছে বলিয়া সেইরূপ শিষ্টজনবিগর্হিত হইয়া থাকেন? অথবা ইহার অর্থ এইরূপ যে তিনি পরজন্মে নিকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন? যেমন বেদমার্গবিহীন উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তির নিকৃষ্ট গতি প্রাপ্তিসম্বন্ধে শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন, "সেই সমস্ত ব্যক্তি এই দেবযান ও পিতৃযান নামক মার্গদ্বয়ের কোনও একটীতে যাইতে পারে না, তাহারা কীট, পতঙ্গ অথবা দন্দশূক যোনি প্রাপ্ত হয়"। মনুও ঐরূপ বলিয়াছেন যথা,—"যে দ্বিজ নিজ ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হয় সে মরিয়া বান্তাশী (কুক্কুরাদি) অথবা উল্কামুখ (শৃগাল) হইয়া জন্মায়"। কিন্তু তাদৃশ যোগী ব্যক্তির শিষ্টজনবিগর্হণ অথবা নিকৃষ্টগতিপ্রাপ্তি এই দুইটীই হইতে পারেনা। তাহাই বলিতেছেন—হে পার্থ **নৈবেহ নামুত্র**=ইহলোকেই হউক অথবা পরলোকেই হউক **তস্য**=সেই ব্যক্তির অর্থাৎ যিনি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নিয়মমতে সমস্ত কর্ম্মের সন্ন্যাস করিয়াছেন এবং যিনি সমস্ত বিষয় হইতে বিরক্ত হইয়া গুরূপসদন পূর্ব্বক বেদান্তশ্রবণাদি করিতে করিতে মধ্য পথে মৃত হইয়া যোগভ্রষ্ট হইয়াছেন তাঁহার বিনাশ নাই অর্থাৎ তাঁহার ইহলোকে শিষ্টজননিন্দা এবং পরলোকে অধোগতি কোনটীই হইতেই পারে না।১ উভয়লোকেই যে তাঁহার বিনাশ নাই অর্থাৎ ইহলোকে যে সাধুজনগর্হণা নাই এবং পরলোকে ও যে অধোগতি নাই তাহার হেতু কি তাহাই বলিতেছেন "ন হি"। হে তাত! **হি**=যেহেতু **কল্যাণকৃৎ**=কল্যাণকারী অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানকারী কোনও ব্যক্তিই **দুর্গতিম্**=ইহলোকে অকীর্ত্তি এবং পরলোকে কীটাদিযোনিরূপ অধোগতি **ন গচ্ছতি**=পাইতে পারেন না। সুতরাং এই যে যোগী ব্যক্তি ইনি যখন সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তখন ইনি যে দুর্গতি প্রাপ্ত হইতে পারেনই না তাহা কি আর বলিতে হইবে?২ 'তাত' ইহার যৌগিক অর্থ এইরূপ,—যিনি আত্মাকে

স্বার্থিকেঽণি তত এব তাতঃ রাক্ষসবায়সাদিবৎ। পিতৈব চ পুত্র-রূপেণ ভবতীতি পুত্রস্থানীয়স্য শিষ্যস্য তাতেতি সম্বোধনং কৃপাতিশয়সূচনার্থম্।৩ যত্তুক্তম্ "যোগভ্রষ্টঃ কষ্টাং গতিং গচ্ছতি অজ্ঞত্বে সতি দেবযানপিতৃযান (ণ) মার্গান্যতরাসম্বন্ধিত্বাৎ স্বধর্ম্ম-ভ্রষ্টবৎ" ইতি তদযুক্তং, এতস্য দেবযানমার্গাসম্বন্ধিত্বেন হেতোরসিদ্ধত্বাৎ—।৪ পঞ্চাগ্নি-বিদ্যায়াং য ইত্থং বিদুর্যে চামী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে তেঽর্চ্চিরভিসম্ভবতীত্য-

(নিজেকে) পুত্ররূপে প্রকাশিত করেন তিনি 'তত'; সুতরাং এইপ্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'তত' বলিতে পিতাকে বুঝায়। আর রাক্ষস, বায়স প্রভৃতি শব্দের ন্যায় 'তত' শব্দের উত্তর স্বার্থে 'অণ্' প্রত্যয় করিলে 'তাত' এই পদটী সিদ্ধ হয়। [অর্থাৎ 'রক্ষস্' ও 'বয়স্' শব্দের উত্তর স্বার্থে 'অণ্' প্রত্যয় করিয়া রাক্ষস ও বায়স এইরূপ পদ সিদ্ধ হইয়াছে, এবং 'রক্ষস্' ও 'বয়স্' বলিলে যে অর্থ বুঝায় 'রাক্ষস' এবং 'বায়স' বলিলেও সেই অর্থ-ই বুঝাইয়া থাকে। যেখানে প্রত্যয় করিলে প্রকৃতির অর্থের কোনও পরিবর্ত্তন হয়না তাহাকেই স্বার্থিক প্রত্যয় বলা হয়। 'তত' এই শব্দের উত্তরও স্বার্থে 'অণ্' প্রত্যয় করিয়া 'তাত' এই পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং 'তত' বলিলে যে অর্থ বুঝায় 'তাত' বলিতেও সেই অর্থ-ই বুঝাইয়া থাকে।] পিতাই যে পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে (ইহা শ্রুতি হইতে সিদ্ধ হয়) সেই কারণে ঐরূপ ব্যুৎপত্তিবলে তাত শব্দের অর্থ হয় পুত্র। সুতরাং পুত্রস্থানীয় যে শিষ্য তাহাকে তাত বলিয়া সম্বোধন করায় তাহার উপর অতিশয় কৃপাই সূচিত হইতেছে।৩ তুমি যে বলিয়াছ,—যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি কষ্টকর গতি প্রাপ্ত হয়,—(ইতি প্রতিজ্ঞা) যেহেতু সে অজ্ঞ অথচ দেবযান ও পিতৃযান এই মার্গদ্বয়ের উভয়েরই সহিত সম্বন্ধবিহীন,—(ইতি হেতু) যেমন স্বধর্ম্মভ্রষ্ট ব্যক্তি,—(ইতি উদাহরণ), এই অনুমানে 'দেবযান-পিতৃযান-মার্গান্যতরাসম্বন্ধিত্ব'রূপ হেতুটী অর্থাৎ 'দেবযান ও পিতৃযান—এই উভয় প্রকার মার্গের উভয়েরই সহিত সে সম্বন্ধবিহীন এইরূপ যে 'হেতু-বাক্য' বলা হইয়াছে ইহা অসিদ্ধ; কারণ এইপ্রকার যোগী দেবযানমার্গসম্বন্ধী অর্থাৎ ইনি দেবযানমার্গের গতি লাভ করিয়া থাকেন। (সুতরাং হেতুটী অসিদ্ধ হওয়ায় অনুমানও অসিদ্ধ হইয়া পড়ায় তোমার ঐরূপ শঙ্কা অমূলক)।৪ এতাদৃশ ব্যক্তি যে দেবযানমার্গসম্বন্ধী তাহার কারণ, "যাঁহারা এইরূপ (পঞ্চাগ্নি বিদ্যার তত্ত্ব) অবগত আছেন তাঁহারা এবং ঐ যে সমস্ত পরিব্রাজক ব্যক্তিগণ বনমধ্যে শ্রদ্ধাকে সত্য (ব্রহ্ম) রূপে উপাসনা করেন তাঁহারাও অর্চ্চিঃ প্রাপ্ত হন, অর্চ্চিরাদি মার্গে অর্থাৎ দেবযান মার্গে গমন করেন" ইত্যাদি শ্রুতি পঞ্চাগ্নি বিদ্যার * প্রকরণে ইহাই বলিতেছেন যে, পঞ্চাগ্নি-

* পঞ্চাগ্নিবিদ্যা—শাস্ত্রে কথিত আছে যে দ্বিজাতিগণ প্রতিদিন প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে 'অগ্নিহোত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। যিনি যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র সম্পাদন করিয়া মৃত হন তিনি মরণানন্তর পিতৃলোক প্রাপ্ত হয়েন। পিতৃ-লোকভোগাবসানে যখন পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আসেন তখন তাঁহাকে দ্যুলোক, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রী এই পাঁচটী পদার্থের মধ্য দিয়া আসিতে হয়। শাস্ত্রে দ্যুলোক, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রী এই পাঁচটী পদার্থকে অগ্নিরূপে কল্পনা করিয়া এবং তদুপযোগী অন্যান্য কতকগুলি পদার্থকে অগ্নিহোত্রের সাধনরূপে কল্পনা করিয়া উপাসনা করিবারও বিধান আছে যিনি ঐরূপ উপাসনা করেন তিনি নিত্যাগ্নিহোত্রী হউন বা নাই হউন তাঁহাকে আর দক্ষিণায়নমার্গে পিতৃলোকে গমন করিতে হয় না। তিনি উত্তরায়ণপথে অর্চ্চিরাদি মার্গে দেবলোক প্রাপ্ত হন। দ্যুলোক আদি:কে ঐরূপে অগ্নি কল্পনা করিয়া যে ভাবনাত্মক মানসিক অগ্নিহোত্র করা এবং জীবের গমনাগমনের কারণ তত্ত্বতঃ অবধারণ করা তাহারই নাম পঞ্চাগ্নিবিদ্যা।

বিশেষেণ পঞ্চাগ্নিবিদামিবাতৎক্রতূনাং শ্রদ্ধাসত্যবতাং মুমুক্ষুণামপি দেবযানমার্গেণ ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিকথনাৎ—।৫ শ্রবণাদিপরায়ণস্য চ যোগভ্রষ্টস্য শ্রদ্ধান্বিতো ভূত্বেত্যনেন শ্রদ্ধায়াঃ প্রাপ্তত্বাৎ, শান্তো দান্তো ইত্যনেন চানৃতভাষণরূপবাগ্ব্যাপারনিরোধরূপস্য চ সত্যত্বলব্ধত্বাৎ—।৬ বহিরিন্দ্রিয়াণামুচ্ছৃঙ্খলব্যাপারনিরোধো হি দমঃ। যোগশাস্ত্রে চ, "অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপবিগ্রহা যমাঃ" ইতি যোগাঙ্গত্বেনোক্তত্বাৎ।৭ যদি তু সত্য-শব্দেন ব্রহ্মৈবোচ্যতে তদাপি ন ক্ষতিঃ, বেদান্তশ্রবণাদেরপি সত্যব্রহ্মচিন্তনরূপত্বাৎ।৮ অতৎক্রতুত্বেঽপি চ পঞ্চাগ্নিবিদামিব ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিসম্ভবাৎ।৯ তথাচ স্মৃতিঃ—

বিৎ ব্যক্তিগণের ন্যায় যাঁহারা অতৎক্রতু—অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মবিহীন কিন্তু শ্রদ্ধা ও সত্যপরায়ণ তাদৃশ মুমুক্ষুগণেরও অবিশেষে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।৫ আর, শ্রবণাদিপরায়ণ যোগভ্রষ্টব্যক্তির পক্ষেও "শ্রদ্ধান্বিত হইয়া" ইত্যাদি শাস্ত্রে শ্রদ্ধা অবলম্বনীয়রূপে বিহিত হইয়াছে, এবং "শান্ত দান্ত হইয়া" ইত্যাদি শাস্ত্রে মিথ্যাভাষণরূপ যে বাক্-ব্যাপার তাহার নিরোধরূপ সত্যও উপায়রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে (কাজেই তদুপাসনায় ত্যক্তজীবন ব্যক্তিরা যে দেবযান মার্গাবলম্বী নহে তাহা বলা চলে না।) ৬

তাৎপর্য্য এই যে, গৃহিগণের মধ্যে যাঁহারা পঞ্চাগ্নিবিদ্যা অবগত না হইয়া অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা দক্ষিণায়ন মার্গে পিতৃযানপথে চন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকেন এবং তথায় পুণ্যভোগ-কাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়া পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আসেন। আর যাঁহারা পঞ্চাগ্নিবিৎ হইয়া অগ্নি-হোত্রাদির অনুষ্ঠান করেন তাহারা উত্তরায়নমার্গে (অর্চ্চিরাদি মার্গে) দেবযানপথে দেবলোকে গমন করেন এবং তথা হইতে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করেন না এবং পঞ্চাগ্নিবিৎও নহেন এতাদৃশ যে বৈখানস প্রভৃতি আরণ্যকগণ এবং পরিব্রাজকগণ তাঁহাদের অবস্থা কি হয়? তাই শ্রুতি বলিতেছেন "যে চামী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে"— ঐ যে সমস্ত ব্যক্তি নির্জ্জন স্থানে শ্রদ্ধা সত্যের উপাসনা করিয়া থাকেন তাঁহারা ঊর্দ্ধগতি লাভ করেন। কাজেই তাঁহারাও অর্চ্চিরাদি মার্গে দেবলোকপ্রাপ্তিক্রমে ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন। পরিব্রাজক-গণ যে শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও সত্যপরায়ণ তাহা "শ্রদ্ধান্বিতো ভূত্বা" এবং "শান্তো দান্ত" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে প্রতীত হয়।]৬ (অনুবাদ—)—আর বহিরিন্দ্রিয় সকলের যে উচ্ছৃঙ্খল ব্যাপার তাহার যে নিরোধ তাহারই নাম দম; উহাই যোগশাস্ত্রে "অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ এইগুলি যম" এই সূত্রে যোগের অঙ্গরূপে কথিত হইয়াছে।৭ আর যদি সত্যশব্দের অর্থ ব্রহ্ম হয় তাহা হইলেও কোন ক্ষতি নাই * কারণ বেদান্ত শ্রবণাদি অনুষ্ঠানগুলি ব্রহ্মচিন্তাস্বরূপ।৮ কাজেই তাদৃশ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি অতৎক্রতু হইলেও অর্থাৎ যজ্ঞাদিরহিত হইলেও তাঁহারা পঞ্চাগ্নিবিৎ ব্যক্তিগণেরই মত ব্রহ্মলোক

* 'সত্য' শব্দের যথাশ্রুত অর্থ করিয়া দেখাইলেন যে সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিরও অর্চ্চিরাদি মার্গে গমন হয়। ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য উক্ত শ্রুতির ব্যাখ্যায় 'সত্য'শব্দের অর্থ ব্রহ্ম বলিয়াছেন। এই জন্য বলিতেছেন যে সত্যশব্দের যথাশ্রুত অর্থেও কোন অনুপপত্তি হয় না; আর সত্যশব্দের অর্থ ব্রহ্ম বলিলেও কোন প্রকার অসামঞ্জস্যের শঙ্কাই হইতে পারে না। অর্থাৎ সত্য শব্দের অর্থ ব্রহ্ম এই পক্ষ অবলম্বন করাই ভাল, ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত; তবে সত্যশব্দের যথাশ্রুত অর্থও এখানে গ্রহণ করা যায়।

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ৪১ ॥

যোগভ্রষ্টঃ পুণ্যকৃতাং লোকান্ প্রাপ্য শাশ্বতীঃ সমাঃ উষিত্বা শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে অভিজায়তে অর্থাৎ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যকর্ম্মা লোকদিগের প্রাপ্য স্বর্গাদি লাভ করিয়া তথায় বহুবর্ষ বাসসুখ অনুভব করেন ; অনন্তর পৃথিবীতে সদাচারসম্পন্ন ধনিগণের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন ॥৪১

"সন্ন্যাসাদ্ব্রহ্মণঃ স্থানম্" ইতি।১০ তথা প্রাত্যহিকবেদান্তবাক্যবিচারস্যাপি কৃচ্ছ্রা-শীতিতুল্যফলত্বং স্মর্য্যতে।১১ এবঞ্চ সন্ন্যাসশ্রদ্ধাসত্যব্রহ্মবিচারাণামন্যতমস্যাপি ব্রহ্ম-লোকপ্রাপ্তিসাধনত্বাৎ সমুদিতানাং তেষাং তৎসাধনত্বং কিং চিত্রম্।১২ অতএব সর্ব্বসুকৃতরূপত্বং যোগিচরিতস্য তৈত্তিরীয়া আমনন্তি—"তস্য এবং বিদুষো যজ্ঞস্য" ইত্যাদিনা।১৩ স্মর্য্যতে চ—স্নাতং তেন সমস্ততীর্থসলিলে সর্ব্বাপি দত্তাবনির্যজ্ঞানাঞ্চ কৃতং সহস্রমখিলা দেবাশ্চ সম্পূজিতাঃ। সংসারাচ্চ সমুদ্ধৃতাঃ স্বপিতর স্ত্রৈলোক্য-পূজ্যোঽপ্যসৌ যস্য ব্রহ্মবিচারণে ক্ষণমপি স্থৈর্য্যং মনঃ প্রাপ্নুয়াৎ ইতি ॥—৪০ ॥

তদেবং যোগভ্রষ্টস্য শুভকৃত্ত্বেন লোকদ্বয়েঽপি নাশাভাবে কিং ভবতীত্যুচ্যতে, প্রাপ্যেতি। যোগমার্গপ্রবৃত্তঃ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসী বেদান্তশ্রবণাদি কুর্ব্বন্নন্তরালে ম্রিয়মাণঃ কশ্চিৎ পূর্ব্বোপচিতভোগবাসনাপ্রাদুর্ভাবাৎ বিষয়েভ্যঃ স্পৃহয়তি। কশ্চিত্তু বৈরাগ্য-

পাইতে পারেন।৯ স্মৃতিশাস্ত্রও তাহাই বলিতেছে, সন্ন্যাস হইতে ব্রহ্মস্থান অর্থাৎ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়।১০ এইরূপ, প্রাত্যহিক বেদান্তবাক্য বিচারের ফল অশীতি কৃচ্ছ্র ব্রতের ফলের সমান হয় বলিয়া ও স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি ব্রতের যাহা ফল তাহার অশীতিগুণ ফল লাভ করা যায় প্রাত্যহিক বেদান্তবাক্য বিচার হইতে—ইহাও স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।১১ আর তাহাই যদি হয় তাহা হইলে সন্ন্যাস, শ্রদ্ধা, সত্য এবং ব্রহ্মবিচার ইহাদের যে কোন একটীই যখন ব্রহ্ম-লোক প্রাপ্তির হেতুস্বরূপ তখন ঐগুলি মিলিতভাবে যে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির সাধন হইবে তাহা আর বিচিত্র কি ?১২ এই কারণেই তৈত্তিরীয়গণ অর্থাৎ যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় শাখাধ্যায়িগণ যোগী ব্যক্তির চরিত্র অর্থাৎ আচরণকে "তস্যৈবং বিদুষো যজ্ঞস্য" ইত্যাদি বাক্যে সমস্ত ক্রতুর স্বরূপ (সর্ব্বযজ্ঞাত্মক) বলিয়া থাকেন অর্থাৎ তৈত্তিরীয় শাখায় যে শ্রুতিবচন আছে তাহা হইতেও জানা যায় যে যোগের অনুষ্ঠান সকল যজ্ঞের সমাহৃত ফল প্রদান করে।১৩ এ সম্বন্ধে এইরূপ স্মৃতিবচনও আছে, যথা—"যাঁহার মন ক্ষণকালের জন্যও ব্রহ্মবিচারে স্থিরতা প্রাপ্ত হয় তিনি সমস্ত তীর্থের জলে স্নান করিয়াছেন অর্থাৎ সমস্ত তীর্থের সলিলে স্নান করিলে যে পুণ্যলাভ হয় তাহা তিনি পাইয়াছেন ; তিনি সমস্ত পৃথিবীই দান করিয়াছেন অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবী দান করার ফল তিনি লাভ করিয়াছেন ; তিনি সমস্ত (অশ্বমেধ) যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছেন অর্থাৎ তজ্জন্য ফললাভ করিয়াছেন, তিনি সমস্ত দেবগণেরই অর্চ্চনা করিয়া-ছেন ; তিনি নিজ পিতৃপুরুষগণকে সংসার হইতে সম্যক্‌রূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং তিনি ত্রিভুবনেই পূজার পাত্র হইয়াছেন।"১৪—৪০॥

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্‌।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্‌ ॥ ৪২ ॥

অথবা ধীমতাম্‌ যোগিনাম্‌ এব কুলে ভবতি, ঈদৃশং যৎ জন্ম, লোকে এতৎ হি দুর্লভতরম্‌ অর্থাৎ অথবা তিনি যোগনিষ্ঠ জ্ঞানিগণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন ; ঈদৃশ জন্ম জগতে অতি দুর্লভ ॥

ভাবনাদার্ঢ্যান্ন স্পৃহয়তি। তয়োঃ প্রথমঃ প্রাপ্য পুণ্যকৃতামশ্বমেধাদিযাজিনাং লোকানর্চ্চিরাদিমার্গেণ ব্রহ্মলোকান্‌—একস্মিন্নপি ভোগভূমিভেদাপেক্ষয়া বহুবচনম্‌—। তত্র চোষিত্বা বাসমনুভূয় শাশ্বতীঃ ব্রহ্মপরিমাণেনাক্ষয়াঃ সমাঃ সংবৎসরান্‌, তদন্তে শুচীনাং শুদ্ধানাং শ্রীমতাং বিভূতিমতাং মহারাজচক্রবর্ত্তিনাং গেহে কুলে ভোগবাসনাশেষসদ্ভাবাদ-জাতশত্রুজনকাদিবদ্‌যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে। ভোগবাসনাপ্রাবল্যাদ্ব্রহ্মলোকান্তে সর্ব্বকর্ম্ম-সন্ন্যাসাযোগ্যো মহারাজো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

দ্বিতীয়ং প্রতিপক্ষান্তরমাহ অথবেতি। শ্রদ্ধাবৈরাগ্যাদিকল্যাণগুণাধিক্যে তু ভোগ-বাসনাবিরহাৎ পুণ্যকৃতাং লোকানপ্রাপ্যৈব যোগিনামেব দরিদ্রাণাং ব্রাহ্মণানাং ন তু

অনুবাদ—যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি এইপ্রকার শুভকৃৎ (কল্যাণকারী) বলিয়া ইহলোক ও পরলোক কোথায়ও তাঁহার বিনাশ নাই সত্য ; তথাপি তাঁহার কি ফল হয় তাহাই এক্ষণে "প্রাপ্য" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন। যাঁহারা যোগমার্গে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এতাদৃশ কর্ম্মসন্ন্যাসী ব্যক্তিগণের মধ্যে হয়ত কেহ কেহ বেদান্তশ্রবণাদি করিতে করিতে মধ্যপথে মৃত হন ; আর মরণকালে তাঁহার পূর্ব্বসঞ্চিতভোগবাসনার আবির্ভাব হওয়ায় তিনি হয়ত বিষয়স্পৃহা করিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ হয়ত বৈরাগ্যভাবনার দৃঢ়তা নিবন্ধন মরণকালে তাহা স্পৃহা করেন না অর্থাৎ জীবদ্দশায় তাঁহার বৈরাগ্যভাবনা দৃঢ়াভ্যস্ত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার চিত্তে মরণকালে ভোগবাসনার আবির্ভাব হয় না। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম পক্ষের ব্যক্তি অর্থাৎ যাঁহার চিত্তে মরণকালে বিষয়স্পৃহা প্রকটিত হয় তাদৃশ ব্যক্তি অর্চ্চিরাদিমার্গে গমন করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন যাহা অশ্বমেধযাজী প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্মকারী ব্যক্তিগণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মলোক একটি হইলেও ভোগের অবস্থার ভেদ অনুসারে অর্থাৎ তথায় যে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্টতর, উৎকৃষ্টতম ভিন্ন ভিন্ন ভোগ হয় সেই ভেদাভেদের বহুত্বকে বিবক্ষিত (লক্ষ্য) করিয়া উহাতে বহুবচন প্রয়োগ করা হইয়াছে। তিনি সেইখানে শাশ্বত বৎসর অর্থাৎ ব্রহ্মার পরিমাণ অনুসারে যে বৎসর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাদৃশ বহু বৎসর (তাহা লৌকিক পরিমাণে অসংখ্য বলিয়া শাশ্বত বলা হইয়াছে,) বাস করিয়া থাকেন। এবং তদনন্তর তাহার ভোগবাসনা প্রবল থাকে বলিয়া তিনি শুচি অর্থাৎ শুদ্ধ শ্রীমৎ অর্থাৎ বিভূতিশালী (ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন) মহারাজচক্রবর্ত্তী প্রভৃতিগণের গৃহে অর্থাৎ বংশে অজাতশত্রু, জনক আদি ব্যক্তির ন্যায় যোগভ্রষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, যেহেতু তখনও তাঁহার ভোগবাসনার অবশিষ্ট অংশ বিদ্যমান রহিয়াছে। তাদৃশ ব্যক্তি ব্রহ্মলোকে বাস করিবার পর কর্ম্মসন্ন্যাসের অযোগ্য মহারাজ হইয়া জন্মায় অর্থাৎ মহারাজ ক্ষত্রিয় হওয়ায় তিনি আর সর্ব্বকর্ম্মের সন্ন্যাস করিতে পারেন না কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াই কর্ম্মযোগী হইয়াই তিনি কর্ম্ম এবং ভোগের মধ্য দিয়াই ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হইয়া থাকেন ॥৪১॥

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩ ॥

তত্র পৌর্ব্ব-দেহিকং তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে ততশ্চ তে কুরুনন্দন! সংসিদ্ধৌ যততে অর্থাৎ হে কুরুনন্দন! ঐ দুই প্রকারের জন্মেই তিনি পূর্ব্বদেহজাত বুদ্ধি লাভ করেন। তাহার পর মোক্ষলাভার্থ অধিকতর প্রযত্ন করিয়া থাকেন ॥৪৩

শ্রীমতাং রাজ্ঞাং কুলে ভবতি ধীমতাং ব্রহ্মবিদ্যাবতাম্।১ এতেন যোগিনামিতি ন কর্ম্মি-গ্রহণম্।২ যৎ শুচীনাং শ্রীমতাং রাজ্ঞাং গেহে যোগভ্রষ্টজন্ম তদপি দুর্ল্লভং অনেকসুকৃত-সাধ্যত্বাৎ মোক্ষপর্য্যবসায়িত্বাচ্চ। যত্তু শুচীনাং দরিদ্রাণাং ব্রাহ্মণানাং ব্রহ্মবিদ্যাবতাং কুলে জন্ম এতদ্ধি প্রসিদ্ধং শুকাদিবৎ দুর্ল্লভতরং দুর্ল্লভাদপি দুর্ল্লভম্, লোকে যদীদৃশং সর্ব্বপ্রমাদকারণশূন্যং জন্মেতি দ্বিতীয়ঃ স্তূয়তে ভোগবাসনাশূন্যত্বেন সর্ব্ব-সন্ন্যাসার্হত্বাৎ ॥৩—৪২ ॥

এতাদৃশজন্মদ্বয়স্য দুর্ল্লভত্বং কস্মাৎ। যস্মাৎ—তত্র দ্বিপ্রকারেঽপি জন্মনি পূর্ব্বদেহে ভবং পৌর্ব্বদেহিকং সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসগুরূপসদনশ্রবণমননিদিধ্যাসনানাং মধ্যে যাবৎ-

অনুবাদ—(যাঁহার বিষয়ভোগবাসনা থাকে না তাদৃশ) দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য পক্ষান্তর বলিতেছেন "অথবা" ইত্যাদি। যদি কিন্তু তাদৃশ যোগীর শ্রদ্ধা, বৈরাগ্য প্রভৃতি কল্যাণকর গুণের আধিক্য থাকে তাহা হইলে তাঁহার ভোগবাসনা থাকে না, কাজেই তিনি পুণ্যকৃৎ ব্যক্তিগণের প্রাপ্য ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত না হইয়াই ধীমান্ অর্থাৎ বিভূতি বা ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন রাজগণের কুলে উৎপন্ন হয় না।১ এইরূপ অর্থ বিবক্ষিত হওয়ায় এস্থলে 'যোগিনাম্' এই পদের দ্বারা কর্ম্মীর কথা বলা হয় নাই অর্থাৎ যোগভ্রষ্ট তাদৃশ ব্যক্তি চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগপরায়ণ ব্যক্তিগণের কুলেই জন্মগ্রহণ করেন—কিন্তু কর্ম্মযোগিগণের বংশে তাঁহার জন্ম হয় না,—এইরূপ অর্থই এখানে বিবক্ষিত, কেন না যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি কর্ম্মীর গৃহে জন্মিবেন ইহা অসম্ভব।২ যোগী ব্যক্তি যে বিভূতিসম্পন্ন পবিত্র রাজগণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন তাহাও দুর্লভ ;—কারণ অনেক সুকৃতের বলেই তাহা হইয়া থাকে, এবং তাহা মোক্ষফলে পরিণত হয় অর্থাৎ সেখানে জন্মিয়াও তিনি মোক্ষলাভ করিতে পারেন।৩ আর শুদ্ধ, দরিদ্র, ব্রহ্মবিদ্যাশালী ব্রাহ্মণগণের কুলে যে জন্মগ্রহণ করা—(ইহা হয় না যে তাহা নহে কারণ) ইহা শুক প্রভৃতির দৃষ্টান্তে প্রসিদ্ধই আছে—তাহা সকল প্রকার প্রমাদের কারণবিহীন অর্থাৎ যাহা হইতে কোনওপ্রকার প্রমাদ হইতে পারে না, এতাদৃশ এই যে জন্ম ইহা কিন্তু জগতে দুর্লভতর অর্থাৎ শুচি, শ্রীমান্, রাজকুলে জন্মগ্রহণ করা অপেক্ষাও দুর্লভ,—এইরূপ দ্বিতীয়টীর প্রশংসা করা হইল, কারণ এতাদৃশ যে জন্ম তাহা ভোগবাসনাশূন্য বলিয়া তাহা সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসের উপযোগী।৪—৪২॥

অনুবাদ—এতাদৃশ জন্মদ্বয় যে দুর্লভ তাহার হেতু কি? তাহাই বলিতেছেন—। হে কৌরব! পূর্ব্বোক্ত দুইপ্রকার জন্মই যে দুর্লভ ইহার কারণ এই যে, সেই দুইপ্রকার জন্মেই তিনি **পৌর্ব্বদেহিকং**=পূর্ব্বদেহে উৎপন্ন সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস, গুরূপসদন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন ইহাদের

পর্য্যন্তমনুষ্ঠিতং তাবৎপর্য্যন্তমেব তং ব্রহ্মাত্মৈক্যবিষয়য়া বুদ্ধ্যা সংযোগং তৎসাধনকলাপমিতি যাবৎ—লভতে প্রাপ্নোতি।১ ন কেবলং লভতএব কিন্তু ততস্তল্লাভানন্তরং ভূয়োঽধিকং লব্ধায়া ভূমেরগ্রিমাং ভূমিং সম্পাদয়িতুং সংসিদ্ধৌ সংসিদ্ধির্মোক্ষঃ তন্নিমিত্তং যততে চ প্রযত্নং করোতি চ যাবন্মোক্ষং ভূমিকাং সম্পাদয়তীত্যর্থঃ।২ হে কুরুনন্দন! তবাপি শুচীনাং শ্রীমতাং কুলে যোগবিভ্রষ্টজন্ম জাতমিতি পূর্ব্ববাসনাবশাদনায়াসেনৈব জ্ঞানলাভো ভবিষ্যতীতি সূচয়িতুং মহাপ্রভাবস্য কুরোঃ কীর্ত্তনম্। অয়মর্থো ভগবদ্বশিষ্ঠবচনে ব্যক্তঃ। যথা শ্রীরামঃ—"একামথ দ্বিতীয়াং বা তৃতীয়াং ভূমিকামুত। আরূঢ়স্য মৃতস্যাথ কীদৃশী ভগবন্! গতিঃ॥"৪ পূর্ব্বং হি সপ্তভূময়ো ব্যাখ্যাতাঃ। তত্র নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকপূর্ব্বকাদিহামুত্রার্থভোগবৈরাগ্যাৎ শমদমশ্রদ্ধাতিতিক্ষাসর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাসাদিপুরঃসরা মুমুক্ষা শুভেচ্ছাখ্যা প্রথমা ভূমিকা সাধনচতুষ্টয়সম্পদিতি যাবৎ।৫ ততো গুরুমুপসৃত্য বেদান্তবাক্যবিচারণাত্মিকা দ্বিতীয়া ভূমিকা, শ্রবণমননসম্পদিতি যাবৎ।৬ ততঃ শ্রবণমননপরিনিষ্পন্নস্য তত্ত্বজ্ঞানস্য নির্ব্বিচিকিৎসতারূপা তনুমানসা নাম তৃতীয়া ভূমিকা, নিদিধ্যাসনসম্পদিতি যাবৎ।৭ চতুর্থী ভূমিকা তু তত্ত্বসাক্ষাৎকার

মধ্যে তাঁহার যেটী যে পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল সেই পর্য্যন্ত অর্থাৎ তদবধি **তং বুদ্ধিযোগম্**=ব্রহ্ম ও আত্মার একতাবোধরূপ বুদ্ধির সহিত সেই সংযোগ অর্থাৎ সাধনসমুদায় **লভতে**=লাভ করিয়া থাকেন।১ হে কুরুনন্দন! তিনি যে কেবল সেইটুকু প্রাপ্ত হইয়াই (স্থির) থাকেন তাহা নহে কিন্তু **ততঃ**=তাহার পর—তাহা লাভ করিবার পরেও তিনি **সংসিদ্ধৌ**=সংসিদ্ধির জন্য অর্থাৎ মোক্ষের উদ্দেশ্যে যে ভূমি (অবস্থা) লাভ করিয়াছেন সেই লব্ধ ভূমির অগ্রিম অর্থাৎ পরবর্ত্তী ভূমি সম্পাদন করিবার নিমিত্ত **ভূয়ঃ যততে**=অধিক যত্ন করিয়া থাকেন। অভিপ্রায় এই যে, তিনি পূর্ব্বজন্মে যে পর্য্যন্ত ভূমিকায় আরূঢ় হইয়াছিলেন ইহজন্মে তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া যতক্ষণ না মোক্ষ হয় তাবৎকাল (উত্তরোত্তর) ভূমিকা সকল যত্নসহকারে সম্পাদন করেন।২ "হে কুরুনন্দন!" এইরূপ সম্বোধনে এস্থলে মহাপ্রভাব কুরুর নাম কীর্ত্তন করিয়া ইহাই সূচিত করিতেছেন যে, তোমারও শুচি, শ্রীমান্ রাজবংশে যোগভ্রষ্ট জন্ম হইয়াছে, সেই কারণে পূর্ব্ববাসনাবশে তোমারও অনায়াসে জ্ঞানলাভ হইবে।৩ ভগবান্ বশিষ্ঠদেব এই বিষয়টী পরিস্ফুট করিয়া বলিয়াছেন, যথা,—"শ্রীরামচন্দ্র প্রশ্ন করিতেছেন, "ভগবান্! যিনি প্রথম, অথবা দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় ভূমিকায় আরোহণ করিয়া তদনন্তর মৃত হইয়াছেন তাঁহার গতি কি?"৪ সাতটী ভূমিকা কি তাহা পূর্ব্বে (৩।১৮ শ্লোকের টীকায়) ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক হইতে ঐহিক ও আমুত্রিক ভোগে বৈরাগ্য জন্মে এবং তাহা হইতে শম, দম, তিতিক্ষা ও সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসাদিপূর্ব্বক যে মুমুক্ষা অর্থাৎ মোক্ষেচ্ছা জন্মায় তাহাই শুভেচ্ছানামক প্রথম ভূমিকা।—ইহাকেই সাধনচতুষ্টয়সম্পত্তি বলা হয়।৫ তদনন্তর গুরূপসদনপূর্ব্বক বেদান্তবাক্যবিচারণারূপ দ্বিতীয় ভূমিকা—ইহারই নাম শ্রবণমননসম্পৎ।৬ তাহার পর শ্রবণ ও মনন হইতে পরিনিষ্পন্ন যে তত্ত্বজ্ঞান তাহার নির্ব্বিচিকিৎসতা (নিঃসন্দেহতা) রূপ তনুমানসা নামক তৃতীয় ভূমিকা;—ইহাই নিদিধ্যাসনসম্পৎ বলিয়া কথিত হয়।৭ আর

এব ।৮ পঞ্চমষষ্ঠসপ্তমভূময়স্তু জীবন্মুক্তেরবান্তরভেদা ইতি তৃতীয়ে প্রাগ্‌ব্যাখ্যাতম্ ।৯ তত্র চতুর্থীং ভূমিং প্রাপ্তস্য মৃতস্য জীবন্মুক্ত্যভাবেঽপি বিদেহকৈবল্যং প্রতি নাস্ত্যেব সংশয়ঃ ।১০ তদুত্তরভূমিত্রয়ং প্রাপ্তস্তু জীবন্নপি মুক্তঃ কিমু বিদেহ ইতি নাস্ত্যেব ভূমিকাচতুষ্টয়ে শঙ্কা ।১১ সাধনভূতভূমিকাত্রয়ে তু কর্ম্মত্যাগাৎ জ্ঞানালাভাচ্চ ভবতি শঙ্কেতি তত্রৈব প্রশ্নঃ ।১২ শ্রীবশিষ্ঠঃ—"যোগভূমিকয়োৎক্রান্তজীবিতস্য শরীরিণঃ। ভূমিকাংশানুসারেণ ক্ষীয়তে পূর্ব্বদুষ্কৃতম ॥ ততঃ সুরবিমানেষু লোকপালপুরেষু চ। মেরূপবনকুঞ্জেষু রমতে রমণীসখঃ॥ ততঃ সুকৃতসংভারে দুষ্কৃতে চ পুরা কৃতে। ভোগক্ষয়াৎ পরিক্ষীণে জায়ন্তে যোগিনো ভুবি॥ শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে গুপ্তে গুণবতাং সতাম্। জনিত্বা যোগমেবৈতে সেবন্তে যোগবাসিতাঃ॥ তত্র প্রাগ্‌ভাবনাভ্যস্তং যোগভূমিক্রমং বুধাঃ। দৃষ্ট্বা পরিপতন্ত্যুচ্চৈরুত্তরং ভূমিকাক্রমম্ ॥" ইতি। অত্র প্রাগুপচিতভোগবাসনাপ্রাবল্যাৎ

তত্ত্বসাক্ষাৎকারই চতুর্থী ভূমিকা ।৮ আর যে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম ভূমিকা সেগুলি জীবন্মুক্তিরই অবান্তরভেদ বুঝিতে হইবে। এইরূপে সপ্ত ভূমিকার বিষয় পূর্ব্বে তৃতীয় অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে ।৯ এইগুলির মধ্যে যিনি চতুর্থ ভূমিকায় আরোহণ করিয়া মৃত হইয়াছেন তাঁহার জীবন্মুক্তি না হইলেও তাঁহার যে বিদেহ-কৈবল্য অর্থাৎ দেহপতনের পর মুক্তি হয় তাহাতে কোনও সংশয় নাই ।১০ আর যিনি তাহার পরবর্ত্তী অর্থাৎ চতুর্থ ভূমিকার পরবর্ত্তী তিনটী ভূমিকা প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি যখন জীবিত থাকিয়াও মুক্ত হইতেছেন তখন তিনি বিদেহ হইলে অর্থাৎ দেহরক্ষা করিলে যে মুক্ত হইবেনই তাহা কি আর বলিতে হইবে? সুতরাং চতুর্থাবধিক শেষের ভূমিকায় আরূঢ় যোগিগণের মোক্ষবিষয়ে সন্দেহই উঠিতে পারে না ।১১ কিন্তু সাধনস্বরূপ যে প্রথম তিনটী ভূমিকা আছে তদারূঢ় অবস্থায় যে মুমুক্ষু ব্যক্তি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন অথচ, জ্ঞানলাভও করেন নাই; কাজেই (তাঁহার মোক্ষপ্রাপ্তি বিষয়ে) শঙ্কাসন্দেহ হইতে পারে। এইজন্য অর্জ্জুনের ঐ যে উক্তপ্রকার প্রশ্ন তাহা সেই তিনটী ভূমিকার সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে ।১২ তাহাই শ্রীবশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন, যথা—"যোগভূমিকোপলক্ষিত অবস্থায় অর্থাৎ (প্রথম তিনটী) যোগভূমিকায় থাকিতে থাকিতে যাঁহার প্রাণবায়ু উৎক্রান্ত হয়—তাদৃশ ব্যক্তির ভূমিকাংশ অনুসারে পূর্ব্ব পাপক্ষয় হয় অর্থাৎ তিনি যে ভূমিকায় যে পরিমাণে উঠিয়াছেন সেই অনুসারে তাঁহার পাপের ক্ষয় হইয়া থাকে। তাহার পর তিনি দিব্য রমণীগণের সহিত দেববিমানে, লোকপালনগরী মধ্যে এবং মেরুর উপবন কুঞ্জাদির মধ্যে বিহার করিয়া থাকেন। তদনন্তর পুণ্যপুঞ্জ এবং পূর্ব্বকৃত যদি কোন পাপ থাকে তাহারও পরিক্ষয় হইলে ভোগক্ষয় হয়; তখন তাঁহারা মর্ত্তে যোগী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা শুচি শ্রীমান্ গুণবান্ সাধু ব্যক্তিগণের গুপ্ত গৃহে (অর্থাৎ তাদৃশ ব্যক্তিরা জনসমাজে নিজেদের প্রকাশ করেন না এইজন্য তাঁহাদের গৃহাদিও জনবিরল গুপ্তস্থানে থাকে) জন্মগ্রহণ করিয়া যোগবাসনাযুক্ত হইয়া যোগেরই অভ্যাস করিতে থাকেন। সেইখানে সেই জ্ঞানী ব্যক্তিগণ পূর্ব্বকালীন ভাবনাপ্রভাবে অভ্যস্ত অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মে অভ্যস্ত ছিল বলিয়া সে জন্মে স্বতঃপ্রকাশিত যে যোগ ভূমিক্রম তাহা দেখিয়া উত্তরোত্তর ভূমিকাগুলিতে ক্রমিক-ভাবে দ্রুত আরোহণ করেন" ।১৩ পূর্ব্বসঞ্চিত ভোগবাসনা প্রবল হওয়ায় এবং অল্পকাল ধরিয়া

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥ ৪৪ ॥

তেনৈব হি পূর্ব্বাভ্যাসেন এব অবশঃ সঃ হ্রিয়তে; যোগস্য জিজ্ঞাসুরপি শব্দব্রহ্ম অতিবর্ত্ততে অর্থাৎ সেই পূর্ব্বদেহজাত অভ্যাসই তাঁহাকে বিষয় হইতে দূরে লইয়া যায়। কেবল যোগের স্বরূপ জিজ্ঞাসু হইলেও তিনি বৈদিক কর্ম্ম-ফল অপেক্ষা অধিকতর ফল লাভ করিয়া থাকেন ॥৪৪

অল্পকালাভ্যস্তবৈরাগ্যবাসনাদৌর্ব্বল্যেণ প্রাণোৎক্রান্তিসময়ে প্রাদুর্ভূত-ভোগস্পৃহঃ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসী যঃ সএবোক্তঃ।১৪ যস্তু বৈরাগ্যবাসনাপ্রাবল্যাৎ প্রকৃষ্টপুণ্যপ্রকটিত-পরমেশ্বরপ্রসাদবশেন প্রাণোৎক্রান্তিসময়েঽনুদ্ভূতভোগস্পৃহঃ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসী ভোগ-ব্যবধানং বিনৈব ব্রাহ্মণানামেব ব্রহ্মবিদাং সর্ব্বপ্রমাদকারণশূন্যে কুলে সমুৎপন্নস্তস্য প্রাক্তনসংস্কারাভিব্যক্তেরনায়াসেনৈব সম্ভবান্নাস্তি পূর্ব্বস্যেব মোক্ষং প্রত্যাশঙ্কেতি স বশিষ্ঠেন নোক্তঃ ভগবতা তু পরমকারুণিকেনাথবেতি পক্ষান্তরং কৃত্বোক্তএব স্পষ্টমন্যৎ ॥১৫—৪৩ ॥

নন্বু যো ব্রহ্মবিদাং ব্রাহ্মণানাং সর্ব্বপ্রমাদকারণশূন্যে কুলে সমুৎপন্নস্তস্য মধ্যে বিষয়-ভোগব্যবধানাভাবাদব্যবহিতপ্রাগ্‌ভবীয়সংস্কারোদ্বোধাৎ পুনরপি সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বকঃ জ্ঞানসাধনলাভো ভবতু নাম, যস্তু শ্রীমতাং মহারাজচক্রবর্ত্তিনাং কুলে বহুবিধবিষয়ভোগ-

অভ্যস্ত বৈরাগ্যবাসনা দুর্বল হওয়ায় প্রাণের উৎক্রান্তিকালে অর্থাৎ মৃত্যুকালে যাঁহাদের চিত্তে ভোগ-স্পৃহা প্রাদুর্ভূত হয় এতাদৃশ যে সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাসী ব্যক্তি তাঁহার কথাই এস্থলে এই শ্লোকগুলিতে বলা হইয়াছে।১৪ কিন্তু যে যোগী ব্যক্তির বৈরাগ্য বাসনা প্রবল থাকে বলিয়া যিনি স্বীয় প্রকৃষ্ট পুণ্যবলে পরমেশ্বরের প্রসাদলাভ করিয়াছেন প্রাণোৎক্রমণকালে তাঁহার চিত্তে ভোগস্পৃহা উদ্‌ভূত অর্থাৎ উৎপন্ন হয়না; সেই সন্ন্যাসী ভোগরূপ ব্যবধান বিনাই ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণগণেরই কুলে সমুৎপন্ন হয়েন; অর্থাৎ তাঁহাকে আর ঐ প্রকার স্বর্গসুখাদিভোগ করিয়া তদনন্তর বিলম্বে মুক্তি পাইতে হয়না। কারণ তাঁহার পূর্ব্বজন্মীয় সংস্কার অভিব্যক্ত হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার মোক্ষবিষয়ে কোনরূপ শঙ্কাই নাই; অর্থাৎ তাঁহার মোক্ষ অচিরভাবী;—ইঁহার বিষয়ে বশিষ্ঠদেব কোন কথা বলেন নাই, কিন্তু পরম কারুণিক ভগবান্ তাহা "অথবা" ইত্যাদি শ্লোকে পক্ষান্তর প্রদর্শন করিয়া উহা বলিয়া দিয়াছেন মূল শ্লোকের অপরাপর অংশ স্পষ্টই আছে।১৫—৪৩ ॥

অনুবাদ—আচ্ছা, যিনি ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণগণের বংশে উৎপন্ন হইয়াছেন, যে বংশে প্রমাদের অর্থাৎ যোগমার্গে অনবধানতার কোনও কারণ নাই তাঁহার মধ্যে বিষয়ভোগরূপ ব্যবধান নাই; সুতরাং তাঁহার অব্যবহিত পূর্ব্বজন্মের সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হইতে পারে; কাজেই তাঁহার পক্ষে না হয় পুনরায় সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বক জ্ঞানসাধনলাভ হইল অর্থাৎ জ্ঞানের যাহা সাধন তাহা তিনি লাভ করিলেন, ইহা সম্ভব। কিন্তু যিনি শ্রীমান্ (ঐশ্বর্য্যশালী) মহারাজ চক্রবর্ত্তিগণের বংশে বহুপ্রকার বিষয়ভোগরূপ ব্যবধান সহকারে উৎপন্ন হইয়াছেন অর্থাৎ স্বর্গাদিলোকে বহুবিধ বিষয়ভোগ করিয়া তদনন্তর

ব্যবধানেনোৎপন্নস্তস্য বিষয়ভোগবাসনাপ্রাবল্যাৎ প্রমাদকারণসম্ভবাচ্চ কথমব্যবহিত-জ্ঞানসংস্কারোদ্বোধঃ ক্ষত্রিয়ত্বেন সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসানর্হস্য কথং বা জ্ঞানসাধনলাভ ইতি তত্রোচ্যতে পূর্ব্বাভ্যাসেনেতি।১ অতিচিরব্যবহিতজন্মোপচিতেনাপি তেনৈব পূর্ব্বাভ্যাসেনৈব প্রাগর্জ্জিতজ্ঞানসংস্কারেণাবশোঽপি মোক্ষসাধনায় প্রযতমানোঽপি হ্রিয়তে স্ববশীক্রিয়তে অকস্মাদেব ভোগবাসনাভ্যো ব্যুত্থাপ্য মোক্ষসাধনোন্মুখঃ ক্রিয়তে, জ্ঞানবাসনায়া এবাল্প-

পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় তাদৃশ বংশে জন্মিয়াছেন তাঁহার মধ্যেত বিষয়ভোগবাসনা প্রবলভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং প্রমাদের অর্থাৎ যোগবিষয়ে অনবহিত হইবারও যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে; এরূপ হইলে তাঁহার সেই অত্যন্ত ব্যবহিত পূর্ব্বের (যোগ) সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হওয়া কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? আর তিনি (রাজকুলে জন্মগ্রহণ করায়) যখন ক্ষত্রিয় হইতেছেন বলিয়া সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাসের অনধিকারী তখন তাঁহার জ্ঞানলাভই বা কিরূপে হইতে পারে? (কারণ জ্ঞানের যাহা সাধন তাহা সন্ন্যাসপূর্ব্বকই লাভ করা যায়; অথচ তিনি ব্রাহ্মণ নহেন বলিয়া সন্ন্যাসে তাঁহার অধিকার নাই।)১ ইহার উত্তরে বলিতেছেন। তিনি অবশ হইলেও অর্থাৎ মোক্ষ সাধনে প্রযত্ন না করিলেও তাঁহার সেই পূর্ব্বজন্মীয় অভ্যাস অতি চিরব্যবহিত হইলেও অর্থাৎ সুদূর ব্যবধানযুক্ত হইলেও তিনি সেই পূর্ব্ব অভ্যাসের দ্বারাই অর্থাৎ পূর্ব্বোপার্জ্জিত জ্ঞানসংস্কারের প্রভাবেই তাহার বশবর্ত্তী হইয়া থাকেন। অভিপ্রায় এই যে তিনি অকস্মাৎই ভোগবাসনা সকল হইতে ব্যুত্থিত হইয়া অর্থাৎ তাহাতে বিমুখ হইয়া মোক্ষসাধনে উন্মুখ হইয়া পড়েন; ইহার কারণ এই যে জ্ঞানবাসনা অল্পকালমাত্র অভ্যস্ত হইলেও তাহা বস্তুবিষয়া অর্থাৎ পরমার্থ সত্য বস্তু তাহার আলম্বন; একারণে তাহা অবস্তুবিষয়ক ভোগবাসনাজাল হইতে প্রবল।২ [তাৎপর্য্য;—বিষয় যদি সত্য, স্থির ও দৃঢ় হয় তাহা হইলে তদ্বিষয়ক জ্ঞান এবং তজ্জন্য বাসনা ও দৃঢ় হইয়া থাকে; আর বিষয় যদি সত্য ও স্থির না হয় তাহা হইলে তদ্বিষয়ক জ্ঞান এবং সংস্কারও কখনও দৃঢ় হইতে পারেনা। জ্ঞানের দৃঢ়তা বলিতে ইহাই বুঝায় যে তাহা অন্য কোন জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় না। জাগতিক সমস্ত বস্তু ব্যাবহারিক সত্য হইলেও সেগুলি পরমার্থসৎ নহে এবং সেই কারণে সেগুলি সত্য ও নহে। কাজেই তদ্বিষয়ক জ্ঞানও দৃঢ় হইতে পারে না। প্রাতিভাসিক সত্য রজ্জুসর্প, শুক্তিরজতাদি যেমন তদপেক্ষা অধিক সত্য অর্থাৎ ব্যাবহারিক সত্য রজ্জুতত্ত্ব ও শুক্তিকাস্বরূপ আদি বস্তুজ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয়—কেননা উক্ত জ্ঞানগুলির বিষয়ীভূত সর্প বা রজতাদি সত্য ও স্থির না হওয়ায় উহার জ্ঞান ও তজ্জন্য সংস্কারও দৃঢ় নহে সেইরূপ ব্যাবহরিক সৎ জাগতিক বিষয়কজ্ঞানধারা এবং তজ্জন্য সংস্কার পরম্পরাও পরমার্থসৎ সনাতন (ত্রিকালাবাধ্য) বস্তু বিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হইয়া থাকে, কারণ সেইগুলির বিষয়ীভূত বস্তুগুলি সৎ ও স্থির নহে। আর পরমার্থসৎবস্তুবিষয়ক যে জ্ঞান তাহা কখনও বাধিত হইতে পারে না—উত্তরকালবর্ত্তী কোন ভ্রমজ্ঞান আসিয়া যে তাহার স্থান অধিকার করিবে তাহাও হইতে পারেনা। পূর্ব্বতন আচার্য্যগণ তাই বলিয়া থাকেন—"ভূতার্থপক্ষপাতো হি ধিয়াং স্বভাবঃ। তাবদেব ইয়ম্ অনবস্থিতা ভ্রাম্যতি ন যাবৎ তত্ত্বং প্রতিলভতে। তৎপ্রতিলম্ভে তত্রস্থিতপদা সতী সংস্কারবুদ্ধিঃ সংস্কারচক্রক্রমেণ আবর্ত্তমানম্ অনাদিম্ অপি তত্ত্ব সংস্কারবুদ্ধিক্রমং বাধতে।

কালাভ্যস্তায়া অপি বস্তুবিষয়ত্বেনাবস্তুবিষয়াভ্যো ভোগবাসনাভ্যঃ প্রাবল্যাৎ।২ পশ্য যথা ত্বমেব যুদ্ধে প্রবৃত্তো জ্ঞানায়াপ্রযতমানোঽপি পূর্ব্বসংস্কারপ্রাবল্যাদকস্মাদেব রণভূমৌ জ্ঞানোন্মুখোঽভূরিতি। অতএব প্রাগুক্তং "নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি" ইতি। অনেকজন্মসহস্রব্যবহিতোঽপি জ্ঞানসংস্কারঃ স্বকার্য্যং করোত্যেব সর্ব্ববিরোধ্যুপমর্দ্দেনেনেত্যভিপ্রায়ঃ। সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসাভাবেঽপি হি ক্ষত্রিয়স্য জ্ঞানাধিকারঃ স্থিত এব।৩ যথা পাটচ্চরেণ বহূনাং রক্ষিণাং মধ্যে বিদ্যমানমপি অশ্বাদিদ্রব্যং স্বয়মনিচ্ছদপি তান্ সর্ব্বানভিভূয় স্বসামর্থ্যবিশেষাদেবাপহ্রিয়তে। পশ্চাত্তু কদাপহৃতমিতি বিমর্শো ভবতি। এবং বহূনাং জ্ঞানপ্রতিবন্ধকানানাং মধ্যে বিদ্যমানোঽপি যোগভ্রষ্টঃ স্বয়মনিচ্ছন্নপি জ্ঞানসংস্কারেণ বলবতা স্বসামর্থ্যবিশেষাদেব সর্ব্বান্ প্রতিবন্ধকানভিভূয়াত্মবশী ক্রিয়তে ইতি হৃঞঃ প্রয়োগেণ সূচিতম্।৪ অতএব সংস্কারপ্রাবল্যাৎ জিজ্ঞাসুর্জ্ঞাতুমিচ্ছুরপি যোগস্য মোক্ষসাধনজ্ঞানস্য

বাহ্যাঅপি নিরুপদ্রবভূতার্থ স্বভাবস্য বিপর্য্যয়ৈঃ। ন বাধোঽনাদিমত্ত্বেঽপি বুদ্ধেস্তৎপক্ষপাততঃ।" অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির স্বভাবই হইতেছে যথার্থ বিষয়ের পক্ষপাতী হওয়া, এই ধীবৃত্তি ততক্ষণই অস্থিরভাবে ভ্রমণ করে অর্থাৎ বিষয়ান্তরগ্রহণ করে যতক্ষণ না ইহা তত্ত্বলাভ করিতে পারে অর্থাৎ সত্যবস্তুকে গ্রহণ করিতে পারে। একবার যদি সৎবস্তুকে গ্রহণ করিতে পারে তাহা হইলে তদ্বিষয়ে স্থানলাভ করিয়া সেই সংস্কার বুদ্ধি অবস্তুবিষয়ক সংস্কারধারাকে বাধিত করে—হঠাইয়া দেয়—হউক না কেন তাহা অনাদি। অর্থাৎ সংস্কার চক্র ক্রমে আবর্ত্তমান হওয়ায় সেই সংস্কারপুঞ্জ তত্ত্বসংস্কার অপেক্ষা অনেক অধিক হইলেও এবং তাহা অনাদি হইলেও যে নবোৎপন্ন তত্ত্বসংস্কার অপেক্ষা প্রবল হইবে তাহা হইতে পারেনা যেহেতু ঐ সমস্তগুলি তাহার অবাধ্যমানতার দৃঢ়তার কারণ নহে; কিন্তু সদ্বস্তুবিষয়কতাই দৃঢ়তার হেতু। তাহা যখন ইহার নাই তখন ইহা বাধিত হইবেই এবং উহা অক্ষুণ্ণভাবে দেদীপ্যমান থাকিবেই। সেই জন্য বাহ্য অর্থাৎ বেদবহির্ভূত নাস্তিকেরাও এইরূপ বলিয়া থাকে—"বিপর্য্যয়জ্ঞান অনাদি হইলেও নিরুপদ্রব (নির্বাক দৃঢ়) যে ভূতার্থের স্বভাব তাহা সেই বিপর্য্যজ্ঞানের দ্বারা বাধিত হইতে পারে না, যেহেতু বুদ্ধি সেই নিরুপদ্রব ভূতার্থের যে স্বভাব তাহারই পক্ষপাতী]।২ (অনুবাদ—) অর্জ্জুন! দেখ তুমিই ত ইহার নিদর্শন; তুমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেও এবং জ্ঞানলাভের জন্য প্রযত্ন না করিলেও তোমার জন্মান্তরের সংস্কারের প্রবলতাহেতু তুমি অকস্মাৎই যুদ্ধক্ষেত্রে জ্ঞানোন্মুখ হইয়াছে। এই কারণেইত পূর্ব্বে—"নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি"="এই নিষ্কামকর্ম্মযোগে অতিক্রম অর্থাৎ ফলের নাশ নাই" এইরূপ বলা হইয়াছে। জ্ঞানের যে সংস্কার তাহার মধ্যে অনেক জন্মের ব্যবধান থাকিলেও তাহা সকল প্রকার বিরোধী বিষয়কে দলিত করিয়া নিজ কার্য্য অবশ্যই সম্পাদন করিবে। আর ক্ষত্রিয়ের সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসে অধিকার না থাকিলেও জ্ঞানে অধিকার নিশ্চিতই আছে।৩ এস্থলে "হ্রিয়তে" এইরূপে 'হৃ' ধাতু প্রযুক্ত হওয়ায় ইহাই সূচিত হইতেছে যে, যেমন অশ্বাদিদ্রব্য বহুরক্ষিবর্গের মধ্যে থাকিলেও এবং সেইগুলি নিজে যাইতে ইচ্ছা না করিলেও কোন পাটচ্চর অর্থাৎ চোর নিজ সামর্থ্য বিশেষে সেই সমস্ত রক্ষিবর্গকে অভিভূত ব্য[illegible] সেই সমস্ত দ্রব্য অপহরণ করে সেইরূপ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিও বহু জ্ঞানপ্রতিবন্ধকের মধ্যে

প্রযত্নাদ্‌যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্‌॥ ৪৫॥

তু প্রযত্নাৎ যতমানঃ যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ ততঃ পরাং গতিং যাতি অর্থাৎ পরন্তু যে যোগী প্রযত্নশীল, তিনি নিষ্পাপ হইয়া এবং বহুজন্ম-সঞ্চিত সিদ্ধি লাভ করিয়া পরিশেষে পরমাগতি লাভ করেন॥৪৫

বিষয়ং প্রথমভূমিকায়াং স্থিতঃ সন্ন্যাসীতি যাবৎ। সোঽপি তস্যামেব ভূমিকায়াং মৃতোঽন্তরালে বহূন্ বিষয়ান্ ভুক্ত্বা মহারাজচক্রবর্ত্তিনাং কুলে সমুৎপন্নোঽপি যোগভ্রষ্টঃ প্রাগুপচিতজ্ঞানসংস্কারপ্রাবল্যাৎ তস্মিন্ জন্মনি শব্দব্রহ্ম বেদং কর্ম্মপ্রতিপাদকং অতিবর্ত্ততে অতিক্রম্য তিষ্ঠতি কর্ম্মাধিকারাতিক্রমেণ জ্ঞানাধিকারী ভবতীত্যর্থঃ। এতেনাপি জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়ো নিরাকৃত ইতি দ্রষ্টব্যম্। সমুচ্চয়ে হি জ্ঞানিনোঽপি কর্ম্মকাণ্ডাতিক্রমাভাবাৎ॥৫—৪৪॥

যদা চৈবং প্রথমভূমিকায়াং মৃতোঽপি অনেকভোগবাসনাব্যবহিতমপি বিবিধপ্রমাদকারণবতি মহারাজকুলেঽপি জন্ম লব্ধ্বাপি যোগভ্রষ্টঃ পূর্ব্বোপচিতজ্ঞানসংস্কারপ্রাবল্যেন কর্ম্মাধিকারমতিক্রম্য জ্ঞানাধিকারী ভবতি, তদা কিমু বক্তব্যং দ্বিতীয়ায়াং তৃতীয়ায়াং বা ভূমিকায়াং মৃতো বিষয়ভোগান্তে লব্ধমহারাজকুলজন্মা যদি বা ভোগমকৃত্বৈব লব্ধব্রহ্মবিদ্‌ব্রাহ্মণকুলজন্মা যোগভ্রষ্টঃ কর্ম্মাধিকারাতিক্রমেণ জ্ঞানাধিকারী ভূত্বা

বর্ত্তমান থাকিলেও এবং তিনি নিজে ইচ্ছা না করিলেও প্রবল জ্ঞানসংস্কার স্বীয় সংস্কার বিশেষের প্রভাবে সমস্ত প্রতিবন্ধকগুলিকে অভিভূত করিয়া সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিকে নিজের বশে লইয়া যায়।৪ অতএব সংস্কারের বলবত্তাহেতু যিনি **যোগস্য**=মোক্ষের সাধন যে জ্ঞান সেই জ্ঞানের বিষয় যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহা যিনি **জিজ্ঞাসুঃ**=জানিতে ইচ্ছুক, অর্থাৎ প্রথম ভূমিকায় অবস্থিত যে যোগী তিনিও যদি সেই ভূমিকামধ্যেই মৃত হয়েন, এবং তদনন্তর মধ্যদশায় বহুবিষয় উপভোগ করিয়া মহারাজ চক্রবর্ত্তীর বংশে উৎপন্ন হয়েন তবুও সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞান সংস্কারের প্রবলতানিবন্ধন সেই জন্মে শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ কর্ম্মপ্রতিপাদক বেদ অতিক্রম করিয়া অবস্থান করেন অর্থাৎ তিনি বেদের কর্ম্মকাণ্ডের অধিকারের বহির্ভূত হইয়া থাকেন। তিনি কর্ম্মাধিকার অতিক্রম করিয়া জ্ঞানের অধিকারী হয়েন ইহাই ফলিতার্থ। এইরূপ বলায়ও জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চয় পক্ষ নিরস্ত হইল বুঝিতে হইবে, কেন না সমুচ্চয় পক্ষ স্বীকার্য্য হইলে জ্ঞানী ব্যক্তিও কর্ম্মকাণ্ড অতিক্রম করিতে পারেন না।৫—৪৪

অনুবাদ—এইরূপে প্রথম ভূমিকায় থাকিয়াই মৃত হইলেও এবং বহু ভোগবাসনা দ্বারা ব্যবহিত হইলেও নানাপ্রকার প্রমাদবহুল যে মহারাজকুলে জন্ম তাহা লাভ করিয়াও যখন যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞানসংস্কারের বলবত্তানিবন্ধন কর্ম্মাধিকার অতিক্রম করিয়া জ্ঞানাধিকারী হইয়া থাকেন তখন যে ব্যক্তি দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় ভূমিকায় আরোহণ করিয়া মৃত হইয়াছেন, এবং বিষয়ভোগাবসানে মহারাজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন অথবা যিনি ভোগ না করিয়াই ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণের কুলে

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন॥ ৪৬॥

যোগী তপস্বিভ্যঃ জ্ঞানিভ্যঃ অপি অধিকঃ, কর্ম্মিভ্যশ্চ অধিকঃ মতঃ তস্মাৎ হে অর্জ্জুন! ত্বং যোগী ভব অর্থাৎ যোগী তপস্তাপরায়ণগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কর্ম্মকারিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার অভিমত; অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও॥

তৎসাধনানি সম্পাদ্য তৎফললাভেন সংসারবন্ধনান্মুচ্যতে ইতি।১ তদেতদাহ প্রযত্নাদিতি। "প্রযত্নাৎ" পূর্ব্বকৃতাদপ্যধিকমধিকং "যতমানঃ" প্রযত্নাতিরেকং কুর্ব্বন্ "যোগী" পূর্ব্বোপচিতসংস্কারবান্ "তেনৈব" যোগপ্রযত্নপুণ্যেন "সংশুদ্ধকিল্বিষঃ" ধৌতজ্ঞানপ্রতিবন্ধকপাপমলঃ—। অতএব সংস্কারোপচয়াৎ পুণ্যোপচয়াচ্চ অনেকৈর্জন্মভিঃ সংসিদ্ধঃ সংস্কারাতিরেকেণ পুণ্যাতিরেকেণ চ প্রাপ্তচরমজন্মা "ততঃ" সাধনপরিপাকাৎ "যাতি" "পরাং" প্রকৃষ্টাং "গতিং" মুক্তিং নাস্ত্যেবাত্র কশ্চিৎ সংশয় ইত্যর্থঃ॥২—৪৫॥

ইদানীং যোগী স্তূয়তেঽর্জ্জুনং প্রতি শ্রদ্ধাতিশয়োৎপাদনপূর্ব্বকং যোগং বিধাতুং তপস্বিভ্য ইতি। "তপস্বিভ্যঃ" কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিতপঃপরায়ণেভ্যোঽপি "অধিক" উৎকৃষ্টো।

জন্মলাভ করিয়াছেন তাদৃশ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি যে কর্ম্মাধিকার অতিক্রম করিয়া জ্ঞানের অধিকারী হইয়া সেই জ্ঞানের সাধনসমষ্টি সম্পাদন করতঃ তাহার ফললাভ করিয়া সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন তাহা কি আর বলিতে হইবে? ১ তাহাই "প্রযত্নাৎ" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন। **প্রযত্নাৎ**=প্রযত্নপূর্ব্বক অর্থাৎ পূর্ব্বে যে পরিমাণে প্রযত্ন করিয়াছিলেন তদপেক্ষা অধিক প্রযত্নসহকারে **যতমানঃ তু**=অর্থাৎ অধিক প্রযত্ন করিতে করিতে পূর্ব্বসঞ্চিত সংস্কারবান্ সেই যোগী সেই যোগপ্রযত্নরূপ পুণ্যের বলেই **সংশুদ্ধকিল্বিষঃ**=সংশুদ্ধকিল্বিষ হইয়া অর্থাৎ তাঁহার জ্ঞানের প্রতিবন্ধকস্বরূপ পাপরূপ যে মল তাহা ধৌত হওয়ায়—এবং এই কারণবশতঃ তাঁহার জ্ঞানসংস্কারধারা ও পুণ্য পরম্পরা উপচিত হওয়ায় তিনি অনেক জন্ম ধরিয়া সংসিদ্ধ হইয়া অর্থাৎ সংস্কারাধিক্য ও পুণ্যাতিরেক হেতু চরম জন্মপ্রাপ্ত হইয়া **ততঃ**=তাহা হইতে অর্থাৎ সেই সাধনপরিপাক হইতে **পরাংগতিম্**=পরমাগতি অর্থাৎ মুক্তি **যাতি**=প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এ বিষয়ে কোনরূপ সংশয়ই নাই।২—৪৫॥

ভাবপ্রকাশ—কল্যাণকামীর অর্থাৎ সন্মার্গাবলম্বী ব্যক্তির বিনাশ অসম্ভব। যে সাধক একবার কল্যাণের পথে যাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, যিনি অশুভ মার্গ ত্যাগ করিয়া বাসনা স্রোতকে শুভপথে যোজনা করিয়াছেন তাঁহার কখনও অসদ্‌গতি হইতে পারে না। তিনি চরম স্থান বা সিদ্ধি লাভ না করিতে পারিলেও দেহপাতানন্তর তাঁহার এমন জন্ম লাভ হয় যেস্থান হইতে তিনি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সাধনার পরের ভূমিতে আরোহণ করিতে সমর্থ হন। পূর্ব্ব জন্মের বাসনানুযায়ী তিনি পবিত্র রাজকুলে অথবা সাধক যোগীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বুদ্ধিযোগ লাভ করিয়া সিদ্ধির জন্য প্রযত্ন করেন; এইরূপ প্রযত্ন করিতে করিতে শুদ্ধির চরম ভূমি প্রাপ্ত হইয়া অন্তে মুক্তিলাভ করেন।৪০-৪৫

"যোগী" তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্ত্যনন্তরং মনোনাশবাসনাক্ষয়কারী—। "বিদ্যয়া তদারোহন্তি যত্র কামাঃ পরাগতাঃ। ন তত্র দক্ষিণা যান্তি নাবিদ্বাংসস্তপস্বিনঃ॥" ইতি শ্রুতেঃ।১ অতএব "কর্ম্মিভ্যো" দক্ষিণাসহিতজ্যোতিষ্টোমাদিকর্ম্মানুষ্ঠায়িভ্যশ্চাধিকো "যোগী" কর্ম্মিণাং তপস্বিনাঞ্চাজ্ঞত্বেন মোক্ষানর্হত্বাৎ "জ্ঞানিভ্যোঽপি" পরোক্ষজ্ঞানবদ্ভ্যোঽপি অপরোক্ষ-জ্ঞানবানধিকো মতো যোগী।২ এবমপরোক্ষজ্ঞানবদ্ভ্যোঽপি মনোনাশবাসনাক্ষয়াভাবাদ-জীবন্মুক্তেভ্যো মনোনাশবাসনাক্ষয়বত্ত্বেন জীবন্মুক্তো যোগ্যধিকো মতঃ মম সম্মতঃ। যস্মাদেবং তস্মাৎ তদধিকাধিকপ্রযত্নবলাৎ ত্বং যোগভ্রষ্টঃ ইদানীং তত্ত্বজ্ঞানমনোনাশ-বাসনাক্ষয়ৈর্যুগপৎ সম্পাদিতৈর্যোগী জীবন্মুক্তো যঃ "স যোগী পরমো মতঃ" ইতি প্রাগুক্তঃ স তাদৃশো ভব সাধনপরিপাকাৎ, হে অর্জ্জুনেতি শুদ্ধেতি সম্বোধনার্থঃ ॥৩—৪৬॥

অনুবাদ—এইবারে যোগবিষয়ে যাহাতে শ্রদ্ধাধিক্য হয় সেই নিমিত্ত এবং অর্জ্জুনের পক্ষে যোগই কর্ত্তব্য ইহা উপদেশ করিবার জন্য শ্রীভগবান্ "তপস্বিভ্যঃ" ইত্যাদি শ্লোকে যোগীর প্রশংসা করিতেছেন। যোগী ব্যক্তি অর্থাৎ যিনি মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় করিতে পারিয়াছেন তাদৃশ ব্যক্তি **তপস্বিভ্যঃ**=তপস্বিগণের অপেক্ষা ও অর্থাৎ কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি তপোনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের অপেক্ষাও **অধিকঃ**=উৎকৃষ্ট। শ্রুতি তাহাই বলিতেছেন, যথা—"বিদ্যাবলে তিনি সেই স্থানে আরোহণ করেন যেথা হইতে কামনা সকল পরাবৃত্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ সেই পদলাভ হইলে আর কোন কামনা থাকিতে পারেনা। দক্ষিণাগণ অর্থাৎ কেবল কর্ম্মপরায়ণ পিতৃযানগামী ব্যক্তিগণ তথায় যাইতে পারেন না এবং যাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞান উদিত হয় নাই এতাদৃশ তপস্বিগণও অর্থাৎ উত্তরামার্গ-গামিগণও তথায় যাইতে পারেন না অর্থাৎ দেবযান ও পিতৃযান মার্গের অধিকারী ব্যক্তি সেই পরমপদ পাইতে পারেন না।" যোগী ব্যক্তি তপস্বিগণের অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট সেই হেতু তিনি কর্ম্মিগণের অপেক্ষাও অর্থাৎ যাঁহারা দক্ষিণার সহিত জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তাদৃশ ব্যক্তিগণ হইতেও উৎকৃষ্ট ;-ইহার কারণ এই যে কর্ম্মিগণ এবং তপস্বিগণ অজ্ঞ বলিয়া অর্থাৎ তাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞান উদিত না হওয়ায় তাঁহারা মোক্ষের অনধিকারী। আর সেই জীবাত্মপরমাত্মা-ভেদ বিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞানবান্ যোগী **জ্ঞানিভ্যোঽপি অধিকঃ মতঃ**=জ্ঞানিগণের অপেক্ষাও অর্থাৎ পরোক্ষ জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণের অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট, ইহা আমার অভিমত।২ এইরূপ মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় হওয়ায় যিনি জীবন্মুক্তযোগী তিনি মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়হীন অজীবন্মুক্ত অপরোক্ষজ্ঞানবান্ ব্যক্তি অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ইহা আমার সম্মত।৫ ইহাই যখন তত্ত্ব হইতেছে তখন হে অর্জ্জুন! যোগভ্রষ্ট তুমিও এক্ষণে অধিক তদপেক্ষা অধিক প্রযত্ন বলে যুগপৎ তত্ত্বজ্ঞানলাভ, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় সম্পাদিত করিয়া তদ্দ্বারা সাধন পরিপক্ব করতঃ 'যে যোগী জীবন্মুক্ত সেই যোগী পরম বলিয়া আমার সম্মত' এই প্রকারে পূর্ব্বে যেরূপ যোগীর কথা বলিয়া আসিয়াছি সেইরূপ যোগী হও। 'হে অর্জ্জুন!' এইরূপ সম্বোধনের অর্থ 'হে শুদ্ধ!' অর্থাৎ তুমি যখন শুদ্ধ হইতেছ তখন তুমিও ঐরূপ হইতে পারিবে। 'অর্জ্জুন' শব্দটী শুদ্ধ বা শুভ্রের পর্য্যায় ; এইজন্য এখানে উহা নামবাচক না হইয়া গুণবাচক বলিয়া ধরিয়া ঐরূপ অর্থ করা হইয়াছে।৩—৪৬॥

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭॥

শ্রদ্ধাবান্ যঃ মদ্গতেন অন্তরাত্মনা মাং ভজতে সঃ সর্ব্বেষাং যোগিনামপি যুক্ততমঃ মে মতঃ অর্থাৎ যোগিগণের মধ্যে যিনি শ্রদ্ধাবান্ ও মদ্গতচিত্ত হইয়া কেবল আমাকে ভজনা করেন, তিনি যোগিগণের মধ্যে যুক্ততম ইহাই আমার অভিমত ॥৪৭

ইদানীং সর্ব্বযোগিশ্রেষ্ঠং যোগিনং বদন্নধ্যায়মুপসংহরতি যোগিনামিতি। "যোগিনাং" বসুরুদ্রাদিত্যাদিক্ষুদ্রদেবতাভক্তানাং "সর্ব্বেষামপি" মধ্যে ময়ি ভগবতি বাসুদেবে পুণ্যপরিপাকবিশেষাদ্গতেন প্রীতিবশান্নিবিষ্টেন মদ্গতেনান্তরাত্মনান্তঃকরণেন প্রাগ্ভবীয়-সংস্কারপাটবাৎ সাধুসঙ্গাচ্চ মদ্ভজনএব "শ্রদ্ধাবান"তিশয়েন শ্রদ্দধানঃ সন্ "ভজতে" সেবতে সততং চিন্তয়তি "যো মাং" নারায়ণমীশ্বরেশ্বরং সগুণং নির্গুণং বা মনুষ্যোঽয়-মীশ্বরান্তরসাধারণোঽয়মিত্যাদিভ্রমং হিত্বা, সএব মদ্ভক্তো যোগী "যুক্ততমঃ" সর্ব্বেভ্যঃ সমাহিতচিত্তেভ্যো যুক্তেভ্যঃ শ্রেষ্ঠো "মে" মম পরমেশ্বরস্য সর্ব্বজ্ঞস্য "মতো" নিশ্চিতঃ।১ সমানেঽপি যোগাভ্যাসক্লেশে সমানেঽপি ভজনায়াসে মদ্ভক্তিশূন্যেভ্যো মদ্ভক্তস্যৈব শ্রেষ্ঠত্বাৎ ত্বং মদ্ভক্তঃ পরমো যুক্ততমোঽনায়াসেন ভবিতুং শক্ষ্যসীতি ভাবঃ।২ তদনেনাধ্যায়েন কর্ম্মযোগস্য বুদ্ধিশুদ্ধিহেতোর্ম্মর্য্যাদাং দর্শয়তা ততশ্চ কৃতসর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসস্য সাঙ্গং যোগং বিবৃণ্বতা মনোনিগ্রহোপায়ং চাক্ষেপনিরাসপূর্ব্বকমুপদিশতা যোগভ্রষ্টস্য

ভাবপ্রকাশ—এই যোগ অর্থাৎ **পরম তত্ত্বের সহিত যুক্ততা** ব্যাপারাত্মক কর্ম্ম বা তপস্যা ও বিচারাত্মক জ্ঞান হইতে অনেক ঊর্দ্ধে অবস্থিত। সুতরাং এই যোগ অবলম্বন করাই সর্ব্বথা প্রয়োজন।৪৬

অনুবাদ—এক্ষণে কোন্ যোগী সকল যোগীর শ্রেষ্ঠ তাহা বলিবার ছলে "যোগিনাম্" ইত্যাদি শ্লোকে অধ্যায়ের উপসংহার করিতেছেন। বসু, রুদ্র, আদিত্য, প্রভৃতি ক্ষুদ্র দেবতাভক্ত সমস্ত যোগিগণের মধ্যে যে ব্যক্তি মদ্গত অর্থাৎ পুণ্যের পরিপাকহেতু—আমাতে ভগবান্ বাসুদেবে গত অর্থাৎ প্রীতিবশতঃ নিবিষ্ট অন্তঃকরণে—পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কারের পটুতাহেতু এবং সাধুসঙ্গ নিবন্ধন যিনি আমার উপাসনাতেই শ্রদ্ধাবান্ অর্থাৎ অধিক শ্রদ্ধা সম্পন্ন হইয়া আমায় অর্থাৎ ঈশ্বরেরও ঈশ্বর নারায়ণকে—ইনি মনুষ্য, ইনি অন্যান্য দেবতারই সমান এই প্রকার ভ্রম পরিত্যাগ করিয়া সগুণভাবেই হউক অথবা নির্গুণভাবেই হউক ভজনা করেন, সেবা করেন অর্থাৎ সর্ব্বদা ধ্যান করেন সেই মদ্ভক্ত (ঈশ্বরভক্ত) ব্যক্তি যুক্ততম অর্থাৎ সমাহিতচিত্ত যোগযুক্ত সমস্ত ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইহা আমার মত অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের সম্মত—ইহা নিশ্চিত।২ ইহার ভাবার্থ এই যে উভয়ের যোগাভ্যাস ক্লেশ এবং ভজনায়াস সমান হইলেও মদ্ভক্ত ব্যক্তিই ঈশ্বরে ভক্তিহীন জনগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মদ্ভক্ত (ঈশ্বরভক্ত) তুমিও অনায়াসেই যুক্ততম হইতে পারিবে।৩ এইরূপে এই

পুরুষার্থশূন্যতাশঙ্কাঞ্চ শিথিলয়তা কর্ম্মকাণ্ডং ত্বম্পদার্থনিরূপণঞ্চ সমাপিতম্। অতঃ পরং শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মামিতি সূচিতং ভক্তিযোগং ভজনীয়ঞ্চ ভগবন্তং বাসুদেবং তৎপদার্থং নিরূপয়িতুমগ্রিমমধ্যায়ষট্কমারভ্যত ইতি শিবম্ ॥৩—৪৭॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীবিশ্বেশ্বরসরস্বতীশ্রীপাদশিষ্য-শ্রীমন্মধুসূদনসরস্বতী-বিরচিতায়াং শ্রীভগবদ্গীতাগূঢ়ার্থদীপিকায়ামধ্যাত্মযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অধ্যায়ে ভগবান্ চিত্তশুদ্ধির হেতুস্বরূপ কর্ম্মযোগের মর্য্যাদা দেখাইয়া অর্থাৎ কর্ম্মযোগ চিত্তশুদ্ধিতে পরিসমাপ্ত হয় ইহা বলিয়া, তদনন্তর, যিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে যোগই যে অবলম্বনীয় তাহা বিবৃত করিয়া, আশঙ্কা নিরাসপূর্ব্বক মনোনিগ্রহের উপায় উপদেশ দিয়া, এবং যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুরুষার্থবিহীন হয় এইরূপ আশঙ্কা শিথিল করিয়া অর্থাৎ উহা দূর করিয়া 'ত্বং' পদার্থ নিরূপণরূপ কর্ম্মকাণ্ড শেষ করিলেন।৪ অতঃপর "শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাম্" ইত্যাদি সন্দর্ভে যে ভক্তিযোগ সূত্রিত হইয়াছে তাহা এবং ভজনীয় অর্থাৎ উপাস্য ভগবান্ বাসুদেবরূপ 'তৎপদার্থ' নিরূপণ করিবার নিমিত্ত পরবর্ত্তী ছয়টী অধ্যায় আরম্ভ করা হইবে। ইতি শিবম্।৪৭॥

ভাবপ্রকাশ—যোগিদের মধ্যে আবার যাঁহাদের পরম তত্ত্বের সহিত পরিচয় অতি ঘনিষ্ঠ—অর্থাৎ যাঁহারা পরম তত্ত্বে একান্ত আকৃষ্ট হইয়া ভক্ত বলিয়া পরিগণিত হয়েন তাঁহারাই শ্রেয়ঃ। কর্ম্মী বা তপস্বী পরম তত্ত্ব হইতে অনেক দূরে থাকেন, পরোক্ষ বিচারপরায়ণ জ্ঞানীও পরম তত্ত্বের আস্বাদন করিতে পারেন না। তাই এতাদৃশ সাধকগণ অপেক্ষা পরম তত্ত্বের অপরোক্ষ পরিচয় প্রাপ্ত যোগিগণ শ্রেষ্ঠ। আবার এইরূপ যোগিগণের মধ্যেও যাঁহাদের সহিত পরম তত্ত্বের পরিচয় অতীব ঘন তাঁহারা ভক্ত, তাঁহারা যুক্ততম যোগী। এই শ্লোকই দ্বিতীয় ষট্ক বা ভক্তি ষট্কের সূত্রস্থানীয়। ইহারই বিবৃতি সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত করা হইবে।৪৭

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীবিশ্বেশ্বর সরস্বতীপাদের শিষ্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতী কর্ত্তৃক বিরচিত শ্রীভগবদ্গীতার গূঢ়ার্থদীপিকা নামক টীকায় আত্মসংযমযোগ নাম ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥ ১॥

শ্রীভগবান্ উবাচ।—হে পার্থ! ময়ি আসক্তমনাঃ মদাশ্রয়ঃ [সন্] যোগং যুঞ্জন্ সমগ্রং মাম্ অসংশয়ং যথা জ্ঞাস্যসি তৎ শৃণু অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে পার্থ! তুমি আমাতে একান্ত নিবিষ্টচিত্ত ও আমার নিতান্ত শরণাপন্ন হইয়া যোগাভ্যাস করিতে করিতে আমাকে যেরূপে নিঃসন্দিগ্ধভাবে জানিতে পারিবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর॥১

যদ্ভক্তিং ন বিনা মুক্তির্যঃ সেব্যঃ সর্ব্বযোগিনাম্। তং বন্দে পরমানন্দঘনং শ্রীনন্দনন্দনম্॥ এবং কর্ম্মসন্ন্যাসাত্মকসাধনপ্রধানেন প্রথমষট্‌কেন জ্ঞেয়ং ত্বম্পদলক্ষ্যং সযোগং ব্যাখ্যায়াধুনা ধ্যেয়ব্রহ্মপ্রতিপাদনপ্রধানেন মধ্যমেন ষট্‌কেন তৎপদার্থো ব্যাখ্যাতব্যঃ।১ তত্রাপি "যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥"—ইতি প্রাগুক্তস্য ভগবদ্ভজনস্য ব্যাখ্যানায় সপ্তমোঽধ্যায় আরভ্যতে। তত্র কীদৃশং ভগবতো রূপং ভজনীয়ম্—? কথং বা তদ্গতোঽন্তরাত্মা স্যাৎ—?—ইত্যেতৎ দ্বয়ং প্রষ্টব্যমর্জ্জুনেনাপৃষ্টমপি পরমকারুণিক

অনুবাদ—যাঁহার উপর ভক্তি না থাকিলে মুক্তি হইতে পারেনা, যিনি সকল যোগিগণের উপাস্য—পরমানন্দস্বরূপ সেই নন্দনন্দনের বন্দনা করি। কর্ম্মসন্ন্যাসরূপ সাধনপ্রধান (মোক্ষের সাধনপ্রধান অর্থাৎ মোক্ষের সাধনস্বরূপ কর্ম্মসন্ন্যাসই প্রধানতঃ যথায় প্রতিপাদ্য সেই) প্রথম ষট্‌কে জ্ঞেয় যে 'ত্বং' পদের লক্ষ্য (লক্ষণাবোধ্য) অর্থ তাহা ব্যাখ্যা করা হইল এবং তাহার সহিত যোগেরও বিবরণ দেওয়া হইল। এইবারে ধ্যেয়ব্রহ্মপ্রতিপাদনপ্রধান মধ্যম ষট্‌কে অর্থাৎ ধ্যেয় ব্রহ্মই যথায় প্রধানতঃ প্রতিপাদ্য মাঝের সেই ছয়টী অধ্যায়ে 'তৎ'পদের অর্থ ব্যাখ্যা করা হইবে।১ তন্মধ্যেও আবার—"যোগিগণের মধ্যেও যিনি মদ্গতচিত্তে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমার উপাসনা করেন তিনিই যুক্ততম, ইহা আমার অভিমত" ইত্যাদি সন্দর্ভে পূর্ব্বে যে ভগবদ্ভজন উল্লিখিত হইয়াছে তাহারই ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্ত এই সপ্তম অধ্যায় আরব্ধ হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে এই সপ্তম অধ্যায়ে "যোগিনামপি" ইত্যাদি শ্লোকটীর অর্থই বিস্তৃত করিয়া বলা হইবে। আর তজ্জন্য অর্থাৎ সেই ভগবদ্-ভজনের জন্য ভগবানের কিরূপ রূপ উপাস্য, আর কিপ্রকারেই বা অন্তরাত্মা তদ্গত হইতে পারে, এই

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞা·মিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌জ্ঞাতব্যম'শিষ্য্যতে ॥ ২ ॥

অহং তে সবিজ্ঞানম্‌ ইদং জ্ঞানম্‌ অশেষতঃ বক্ষ্যামি ; যৎ জ্ঞাত্বা ইহ ভূয়ঃ অন্যৎ জ্ঞাতব্যং ন অবশিষ্যতে অর্থাৎ আমি তোমাকে বিজ্ঞান সহিত মদ্‌বিষয়ক সেই শাস্ত্রীয় জ্ঞান নিঃশেষে কহিব। তাহা জানিলে তোমার জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকিবে না ॥২

তয়া স্বয়মেব বিবক্ষুঃ শ্রীভগবানুবাচ ময়ীতি।২ "ময়ি" পরমেশ্বরে সকলজগদায়তনত্বাদি-বিবিধবিভূতিভাগিন্যাসক্তং বিষয়ান্তরপরিহারেণ সর্ব্বদা নিবিষ্টং মনো যস্য স ত্বম্,—অতএব "মদাশ্রয়ো" মদেকশরণঃ,—রাজাশ্রয়ো ভার্য্যাদ্যাসক্তমনাশ্চ রাজভৃত্যঃ প্রসিদ্ধো, মুমুক্ষুস্তু মদাশ্রয়ো মদাসক্তমনাশ্চ, ত্বং ত্বদ্বিধো বা "যোগং যুঞ্জন্" মনঃসমাধানং ষষ্ঠোক্ত-প্রকারেণ কুর্ব্বন্ "অসংশয়ং" যথা ভবত্যেবং "সমগ্রং" সর্ব্ববিভূতিবলশক্ত্যৈশ্বর্য্যাদিসম্পন্নং "মাং" যথা যেন প্রকারেণ জ্ঞাস্যসি, তৎ শৃণু উচ্যমানং ময়া ॥১॥

দুইটী প্রশ্ন অর্জ্জুনের জিজ্ঞাস্য ; কিন্তু অর্জ্জুন তাহা জিজ্ঞাসা না করিলেও শ্রীভগবান্ পরমকারুণিকতা-বশতঃ নিজেই তাহা বলিতে ইচ্ছা করিয়া "ময়ি" ইত্যাদি শ্লোক বলিতেছেন।২ **ময়ি**=আমার উপর অর্থাৎ সকল জগদায়তনত্ব (নিখিল জগতের আশ্রয়রূপতা) প্রভৃতি বিবিধ বিভূতিশালী ঈশ্বরের উপর **আসক্তমনাঃ**=আসক্ত অর্থাৎ বিষয়ান্তর পরিত্যাগ করিয়া আসক্ত অর্থাৎ নিবিষ্ট হইয়াছে মন যাহার সেইরূপ হইয়া এবং **মদাশ্রয়ঃ**=মদেকশরণ (আমিই একমাত্র আশ্রয় বা শরণ যাহার) সেইরূপ হইয়া—। এইরূপ বলিবার অভিপ্রায় এই যে রাজভৃত্য রাজাশ্রয় বটে কিন্তু তাহার ভার্য্যাদিতে আসক্তি থাকে ইহা প্রসিদ্ধ, কিন্তু যিনি মুমুক্ষু তিনি ঈশ্বরাশ্রয় ও ঈশ্বরাসক্তমনাঃ হইবেন। তুমি অথবা তোমার সদৃশ অন্য ব্যক্তি সেইরূপ ঈশ্বরাশ্রয় এবং ঈশ্বরসক্তমনাঃ হইয়া **যোগং যুঞ্জন্**=যোগযুক্ত হইয়া অর্থাৎ ষষ্ঠ অধ্যায়ে যেরূপ বলা হইয়াছে সেই প্রকারে মনঃসমাধান করিয়া **অসংশয়ম্** অসংশয়িতভাবে **সমগ্রং মাং**=সমগ্র আমাকে অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বিভূতি, বল, শক্তি ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ঈশ্বরকে **যথা**=যেরূপে **জ্ঞাস্যসি**=জানিতে পারিবে **তৎশৃণু**=তাহা আমি বলিতেছি তুমি শুন। ৩—১ ॥

ভাবপ্রকাশ—ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে 'মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা' যে ভজন তাহাই যুক্ততম যোগীর ভজন। এই শ্লোকই সপ্তম অধ্যায় হইতে যে ভক্তিষট্‌ক আরম্ভ হইয়াছে তাহার সূত্রস্থানীয়। সপ্তম অধ্যায়ের এই প্রথম শ্লোকটীতে শ্রীভগবান্ ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকটীর তাৎপর্য্য আরও বিশদ করিয়া বলিতেছেন। সকল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবদেক-শরণ হইয়া যোগে যুক্ত হইতে পারিলে পরমতত্ত্বের পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত যোগ কেবল শুদ্ধ ত্বংএর জ্ঞান দেয়। তত্ত্বের সমগ্রজ্ঞান ঐ যোগে লাভ হয় না—ঐ জ্ঞান যেন একাংশের জ্ঞান মাত্র ; তাই এখানে **সমগ্রং মাং**—তত্ত্বের পরিপূর্ণ জ্ঞানের কথাই যেন বিশেষ করিয়া বলিতেছেন। এই পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভ হয় বলিয়াই এই যোগীকে যুক্ততম বলা হইয়াছে। শুধু অন্তরে নহে, অন্তর বাহির উভয় ভূমিতে দর্শন এই যুক্ততম যোগীর বিশেষত্ব। ইহাই যেন আত্মযোগ ও ঈশ্বরযোগের প্রভেদ।১

জ্ঞাস্যসীত্যুক্তে পরোক্ষমেব তজ্‌জ্ঞানং স্যাদিতি শঙ্কাং ব্যাবর্ত্তয়ন্ স্তৌতি শ্রোতুরাভিমুখ্যায় ।১ "ইদং মদ্বিষয়ং স্বতোঽপরোক্ষং জ্ঞানং অসম্ভাবনাদিপ্রতিবন্ধেন ফলমজনয়ৎ পরোক্ষমিত্যুপচর্য্যতে, অসম্ভাবনাদিনিরাসে তু বিচারপরিপাকান্তে তেনৈব প্রমাণেন জনিতং জ্ঞানং প্রতিবন্ধাভাবাৎ ফলং জনয়দপরোক্ষমিত্যুচ্যতে বিচারপরিপাক-নিষ্পন্নত্বাচ্চ তদেব "বিজ্ঞানম্", তেন বিজ্ঞানেন সহিতমিদমপরোক্ষমেব "জ্ঞানং" শাস্ত্রজন্যং তে তুভ্যমহং পরমাপ্তঃ "বক্ষ্যাম্যশেষতঃ" সাধনফলাদিসহিতত্বেন নিরবশেষং কথয়িষ্যামি।২ শ্রৌতীমেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞামনুসরন্নাহ,—যজ্‌জ্ঞানং নিত্যচৈতন্যরূপং "জ্ঞাত্বা" বেদান্তজন্যমনোবৃত্তিবিষয়ীকৃত্য, "ইহ" ব্যবহারভূমৌ "ভূয়ঃ" পুনরপি "অন্যৎ" কিঞ্চিদপি জ্ঞাতব্যং "নাবশিষ্যতে", সর্ব্বাধিষ্ঠানসন্মাত্রজ্ঞানেন কল্পিতানাং সর্ব্বেষাং বাধে সন্মাত্রপরিশেষাৎ তন্মাত্রজ্ঞানেনৈব ত্বং কৃতার্থো ভবিষ্যসীত্যভিপ্রায়ঃ ॥৩—২॥

অনুবাদ—'তুমি জানিতে পারিবে' এইরূপ বলায় যে জ্ঞান বুঝায় তাহা হয়ত পরোক্ষ জ্ঞানও হইতে পারে (আর পরোক্ষ জ্ঞানের দ্বারা অপরোক্ষভ্রমরূপ অবিদ্যার নিবৃত্তি হইতে পারেনা বলিয়া তাদৃশ জ্ঞান উপদেশ দিবার আবশ্যক কি ?—) এই প্রকার শঙ্কা হইতে পারে বলিয়া সেই সংশয় দূর করিয়া শ্রোতার আভিমুখ্য অর্থাৎ তদভিমুখতা সম্পাদন করিবার জন্য "জ্ঞানম্" ইত্যাদি শ্লোকে সেই জ্ঞানেরই প্রশংসা করিতেছেন ।১ **ইদং** = মদ্বিষয়ক অর্থাৎ ঈশ্বর বিষয়ক এই যে জ্ঞান তাহা স্বভাবতঃ অপরোক্ষ হইলেও অসম্ভাবনা আদি প্রতিবন্ধক থাকায় তাহা যখন ফল জন্মাইতে পারেনা অর্থাৎ অবিদ্যানাশ করিতে পারে না তখন ইহা পরোক্ষ বলিয়া উপচরিত হয় অর্থাৎ ইহা স্বরূপতঃ অপরোক্ষ হইলেও পরোক্ষ এই গৌণনামে অভিহিত হইয়া থাকে, কারণ অপরোক্ষ জ্ঞানের ফল বা কার্য্য যে অপরোক্ষভ্রম দূর করা তাহা ইহা দ্বারা হয় না, কারণ তখনও অসম্ভবনাদিরূপ প্রতিবন্ধক রহিয়াছে। আর প্রতিবন্ধক থাকিলে কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে না। আর যখন অসম্ভাবনা প্রভৃতি প্রতিবন্ধক দূরীকৃত হয় তখন "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বেদান্তবাক্য বিচার পরিপক্ব (সুদৃঢ়) হইলে সেই বেদান্তবাক্য বিচারজনিত শব্দে প্রমাণের প্রভাবেই যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা অবিদ্যানাশরূপ ফল জন্মাইয়া থাকে, তখন তাহাকে অপরোক্ষ বলা হয়। আর তাহা বিচারপরিনিষ্পন্ন হওয়ায় অর্থাৎ বেদান্তবাক্য বিচার হইতে উৎপন্ন হওয়ায় তাহাকেই **বিজ্ঞান** বলা হয়। আমি তোমার পরম আপ্ত (পরম হিতৈষী), তোমাকে আমি সেই বিজ্ঞানের সহিত শাস্ত্রজন্য এই অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয়ই অশেষভাবে--অর্থাৎ তাহার সাধন এবং তাহার ফলের সহিত নিরবশেষভাবে বলিব ।২ শ্রুতিমধ্যে, একটী পদার্থের বিজ্ঞানের দ্বারা সমস্ত পদার্থের বিজ্ঞান হইতে পারে, এইপ্রকার যে প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ নির্দ্দেশ আছে তদনুসারে বলিতেছেন—**যৎ** = যাহা অর্থাৎ নিত্য চৈতন্যস্বরূপ যে জ্ঞান **জ্ঞাত্বা** = জানিলে অর্থাৎ বেদান্তবাক্য বিচারের পরিপক্কতা হইতে যে মনোবৃত্তি বিশেষ উৎপন্ন হয় সেই মনোবৃত্তির বিষয়ীভূত করিলে এই ব্যবহারক্ষেত্রে তোমার পুনরায় আর অন্য কিছুই জ্ঞাতব্য বলিয়া অবশিষ্ট থাকিবে না। সকল দ্বৈতপ্রপঞ্চেরই অধিষ্ঠানস্বরূপ যে সৎ পদার্থ কেবল তদ্বিষয়ে জ্ঞান জন্মিলেই সমস্ত অবিদ্যাকল্পিত পদার্থ বাধিত হইয়া যায় বলিয়া কেবলমাত্র সেই সৎ বস্তুটাই অবশিষ্ট থাকে। আর মাত্র তাহা জানিলেই তুমি কৃতার্থ হইবে, ইহাই অভিপ্রায় ।৩—২॥

তাৎপর্য্য—ছান্দোগ্য শ্রুতিতে এইরূপ একটী উপাখ্যান আছে,—পিতা আরুণি পুত্র শ্বেতকেতুকে গুরুসমীপে বেদাধ্যয়ন করিবার জন্য পাঠাইলেন। বার বৎসর অতীত হইলে পুত্র আচার্য্যকুল হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইল বটে কিন্তু পিতা দেখিলেন পুত্র বেশ পণ্ডিতম্মন্য এবং অবিনীতস্বভাব হইয়া গৃহে ফিরিয়াছে। এইরূপ দেখিয়া পিতা কথাপ্রসঙ্গে তাহাকে প্রশ্ন করিলেন—পুত্র! দেখিতেছি ত তুমি বেশ বৈদিক হইয়া আসিয়াছে, আচ্ছা! এমন কোন প্রশ্ন কি আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে যাহা শুনিলে সমস্ত অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত হইয়া যায়, যাহা মনন করিলে অচিন্তিত বিষয় সকলও চিন্তার বিষয়ীভূত হয় এবং অবিজ্ঞাত বিষয়ও বিশেষরূপে জ্ঞানগম্য হয়? ইহা যদি না জানিয়া থাক তাহা হইলে সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিলেও এবং অপরাপর সমস্ত বিষয় অধিগত হইলেও তুমি অকৃতার্থই রহিলে, যে হেতু ইহাই শ্রুতির শ্রেষ্ঠ উপদেশ—বেদাধ্যয়নের পরম ফল। এই সমস্ত শুনিয়া শ্বেতকেতু ত বিস্মিত হইয়া পড়িল; তখন সে পিতার নিকটেই সেই বিষয়ের উপদেশ পাইতে ইচ্ছা করিল। পিতা বলিলেন বৎস! দেখ, যদি একটী মৃন্ময় পদার্থের তত্ত্ব (স্বরূপ) অবগত হওয়া যায় তাহা হইলে জগতে আর কোনও মৃন্ময় বস্তুর স্বরূপ অবিদিত থাকে না, যেহেতু কার্য্য পদার্থ মাত্রই কারণ হইতে ভিন্ন নহে; সমস্ত মৃন্ময় পদার্থের মধ্যেই কেবলমাত্র মৃত্তিকা অংশটুকুই অনুগত, এবং সত্য; মৃদংশ বাদ দিলে আর কার্য্য বলিয়া অতিরিক্ত কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। মৃৎপদার্থের যে বিভিন্ন বিকার তাহা অবিদ্যার বিক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই নহে। হাঁড়ি, কলসী, সরা—এই সমস্তের নাম ও রূপ ছাড়া ইহাদের মধ্যে মৃদতিরিক্ত কোনও বস্তু খুঁজিয়া পাওয়া যায়না। এইরূপ এই অশেষভেদসঙ্কুল জগৎও নাম ও রূপ ছাড়া আর কিছুই নহে; ইহা যে 'সৎ' রূপে প্রতীয়মান হয় তাহার কারণ একমাত্র সৎপদার্থই ইহার সর্ব্বত্র ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান—সেই সৎ-অংশটুকু সরাইয়া লইলে এই প্রপঞ্চের কিছুই থাকেনা—ইহা অলীক হইয়া যায়। সেই সৎপদার্থই নিখিলজগতের কারণ, তাহাই নিখিল প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান, কোন বস্তুই সেই সৎপদার্থ হইতে ভিন্ন নহে। সেই সৎ পদার্থটীর বিষয় তত্ত্ববিৎ ব্যক্তির নিকট শুনিয়া বিচার করিয়া বিজ্ঞাত হইলে আর কিছুই শ্রোতব্য, মন্তব্য, অথবা বিজ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকেনা। তুমিও সেই সৎ তৎপদার্থ হইতে ভিন্ন নহ—"তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো!"—সৌম্য শ্বেতকেতো তুমি সেই সৎপদার্থই হইতেছে। ইহাই হইল একবিজ্ঞান দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান বিষয়ক উপদেশ।

ছান্দোগ্য উপনিষদে যেমন—"তত্ত্বমসি"—মহাবাক্য, সেইরূপ অন্যান্য উপনিষদেও "অহং ব্রহ্মাস্মি," "ব্রহ্মৈবাহমস্মি" ইত্যাদি মহাবাক্য আছে। এই প্রকার বেদান্ত মহাবাক্যের বিচারণা হইতে—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন হইতে—ব্রহ্ম ও আত্মার—পরমাত্মা ও প্রত্যগাত্মার নির্ব্বিকল্পক অভিন্নতাবোধরূপ অপরোক্ষ প্রমা অনুভূতি জন্মিয়া থাকে। জ্ঞান দুইপ্রকার অনুভূতি ও স্মৃতি। অনুভূতি আবার মতভেদে তিন চার, পাঁচ অথবা ছয় প্রকার। বৈদান্তিকগণ, প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি, শাব্দ, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি—এই ছয় প্রকার প্রমাণ হইতে ছয় প্রকার অনুভূতি স্বীকার করেন। তন্মধ্যে সকল মতেই কেবল প্রত্যক্ষই অপরোক্ষজ্ঞানের জনক;—প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য প্রমাণগুলির দ্বারা যে অনুভূতি জন্মে তাহা পরোক্ষ। * এই অনুভবও আবার প্রমা ও অপ্রমাভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে, যথার্থ

* জ্ঞানের পরোক্ষ ও অপরোক্ষতা রূপ বিভাগ করিবার হেতু এই যে ইন্দ্রিয়ের সহিত বস্তুর সম্বন্ধ হইলে তাহার স্বরূপটী যেভাবে অনুভূত হয়, তদ্ব্যতিরিক্ত অবস্থায় ঠিক সেই প্রকারের অনুভব হয়না, ইহা সর্ব্বজন সম্মত (স্বচক্ষে

জ্ঞানকে প্রমা বলা হয়; আর অযথার্থ জ্ঞানকে অপ্রমা বলা হয়। এইরূপ হইলে পর 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বেদান্ত বাক্য বিচার হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা যখন প্রত্যক্ষ নয় কিন্তু শাব্দজ্ঞান তখন তাহা হইতে কিরূপে অপরোক্ষ অনুভব জন্মিতে পারে। অথচ অপরোক্ষ প্রমানুভব না হইলে অপরোক্ষ ভ্রমও কেবলমাত্র যুক্তি তর্ক শ্রবণ মননাদি পরোক্ষজ্ঞানপ্রভাবে নিবৃত্ত হইতে পারেনা; যেমন দিগ্‌ভ্রম ইহার উদাহরণ। যে ব্যক্তির দিগ্‌ভ্রম হয়, তাহাকে যতই যুক্তি তর্কের দ্বারা বুঝান যাউক না কেন যতক্ষণ না সে নিজে তাহা অনুভব করে ততক্ষণ কিছুতেই তাহার সেই অপরোক্ষ দিগ্‌ভ্রম পরোক্ষ জ্ঞানোৎপাদক যুক্তিতর্ক প্রভাবেও অপসারিত হয় না। ইহার উত্তরে বৈদান্তিকগণ বলেন,—প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্যান্য প্রমাণ অপরোক্ষ জ্ঞান জননে অসমর্থ বলিয়া শব্দও অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারেনা, ইহা সাধারণ নিয়ম। কিন্তু তাই বলিয়া যে, কোন স্থলেও শব্দ অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মাইতে পারিবেনা তাহা নহে, কারণ শাস্ত্র বলিতেছে যে আত্মজ্ঞান হইতে অপরোক্ষ অধ্যাস নিবৃত্ত হইয়া থাকে; আর সেই যে আত্মজ্ঞান তাহা বেদান্ত শ্রবণ হইতেই উৎপন্ন হয়। কাজেই শাস্ত্রমতে জানা যায় যে বেদান্তশ্রবণ হইতে যে অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মে তাহা অপরোক্ষভ্রমরূপ আত্মানাত্মার অধ্যাসকে নিবৃত্ত করিয়া থাকে। শব্দ হইতে যে অপরোক্ষজ্ঞানও জন্মিতে পারে তদ্বিষয়ে একটী লৌকিক দৃষ্টান্তও আছে;—কোনও এক ব্যক্তি দশজন লোককে কোনও কার্য্যব্যপদেশে স্থানান্তরে প্রেরণ করে। সেই লোকগুলি যাইতে যাইতে পথিমধ্যে একটী নদীর সম্মুখীন হয় এবং সন্তরণপূর্ব্বক নদী পার হইয়া তাহারা দশজনেই নিরাপদে নদী উত্তীর্ণ হইয়াছে কিনা তাহা জানিবার জন্য তাহাদেরই মধ্যে একজন গণনা করিতে থাকে। কিন্তু গণনকালে নিজেকে বাদ দিয়া গণনা করিয়া দেখে যে তাহারা নয়জন রহিয়াছে। তখন সকলেই একজন লোক কোথায় গেল—বোধ হয় নদী স্রোতে ডুবিয়া গিয়াছে ভাবিয়া বড়ই বিমনা হইয়া দুঃখ করিতে থাকে। ইত্যবসরে কোন ব্যক্তি সেইস্থান দিয়া যাইতে যাইতে উক্ত ঘটনা দেখিয়া তাহাদিগকে পুনরায় গণনা করিতে বলেন। তাহারা ঠিক পূর্ব্বোক্তরূপেই গণনা করিয়া যখন নয়জন হইল তখন সেই আগন্তুক ব্যক্তি গণয়িতাকে দেখাইয়া বলিলেন 'দশমস্ত্বম্ অসি'—তুমি সেই দশম ব্যক্তি হইতেছ। এইরূপে তাহার যে অপরোক্ষ ভ্রম হইয়াছিল তাহা 'দশমস্ত্বমসি' এই শব্দ শ্রবণে যে অপরোক্ষজ্ঞান হইয়াছিল তদ্দ্বারাই নিবৃত্ত হইল। কাজেই দেখা গেল যে শব্দ হইতেও অপরোক্ষ-জ্ঞান জন্মিতে পারে। বস্তুতঃ জ্ঞানের অপরোক্ষ বলিতে অপরোক্ষার্থবিষয়কত্ব; অপরোক্ষবস্তু যদি জ্ঞানের বিষয় হয় তাহা হইলে সেই জ্ঞানও অপরোক্ষ হইবে। 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বেদান্ত বাক্য শ্রবণের বিষয় হইতেছে প্রত্যক্ চৈতন্য; তাহা সকলের নিকট সর্ব্বদাই অপরোক্ষ। কাজেই বেদান্ত শ্রবণ জন্য জ্ঞান শাব্দজ্ঞান হইলেও প্রত্যক্‌চৈতন্যরূপ অপরোক্ষ বস্তু তাহার বিষয় হইতেছে বলিয়া

অগ্নি দখিলে আর ধূমাদি দর্শনে অগ্নি অনুমান করিলে উভয় স্থলেই অনুভব জন্মে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া কি দুইটী একরূপ? এই রকম বিশ্বস্ত জনের নিকট কেহ শুনিল যে আমটী অতি মধুর; ইহাতে তাহার মাধুর্য্যবোধ জন্মিল; এবং নিজে তাহা রসনাসংযুক্ত করিল—তাহাতেও মাধুর্য্যবোধ হইল; কিন্তু এই উভয় প্রকার বোধ কি এক জাতীয়? কখনই নহে। এই জন্য ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগ হইতে যে জ্ঞান জন্মে তাহা প্রত্যক্ষ; তাহাকেই অপরোক্ষানুভব বলা হয়। তদ্ভিন্ন অন্য সমস্ত প্রমাণ থেকে যে জ্ঞান জন্মে এতাবৎই পরোক্ষ হইয়া থাকে।

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩ ॥

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ সিদ্ধয়ে যততি যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিৎ মাং তত্ত্বতঃ বেত্তি অর্থাৎ সহস্র সহস্র মানবের মধ্যে কোন ব্যক্তি জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য যত্ন করিয়া থাকে ; আবার সেরূপ সহস্র সহস্র সিদ্ধগণের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে পারেন ॥৩

অতিদুর্ল্লভং চৈতন্মদনুগ্রহমন্তরেণ মহাফলং জ্ঞানম্। যতঃ—"মনুষ্যাণাং" শাস্ত্রীয়জ্ঞানকর্ম্মযোগ্যানাং "সহস্রেষু" মধ্যে "কশ্চি"দেকোঽনেকজন্মকৃতসুকৃতসমাসাদিত-নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ সন্ যততি "যততে", "সিদ্ধয়ে" সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানোৎপত্তয়ে।১ "যততাং" যতমানানাং জ্ঞানায় "সিদ্ধানাং" প্রাগর্জ্জিতসুকৃতানাং সাধকানামপি মধ্যে "কশ্চি"দেকঃ শ্রবণমননিদিধ্যাসনপরিপাকান্তে "মা"মীশ্বরং "বেত্তি" সাক্ষাৎকরোতি, "তত্ত্বতঃ" প্রত্যগভেদেন "তত্ত্বমসি" ইত্যাদিগুরূপদিষ্টমহাবাক্যেভ্যঃ।২ অনেকেষু মনুষ্যেষু আত্মজ্ঞানসাধনানুষ্ঠায়ী পরমদুর্ল্লভঃ, সাধনানুষ্ঠায়িষ্বপি মধ্যে ফলভাগী পরমদুর্ল্লভ ইতি কিং বক্তব্যমস্য জ্ঞানস্য মাহাত্ম্যমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥৩—৩॥

ঐ জ্ঞানও যে অবশ্যই অপরোক্ষ হইবে তাহাতে সংশয় কি ? ইহাতে শঙ্কা হইতে পারে যে তাহা হইলে একবার মাত্র বেদান্ত বাক্য শ্রবণ করিলেই ত মুক্তি হইয়া পড়ে ! ইহার উত্তরে বক্তব্য,—প্রতিবন্ধক থাকিলে সামগ্রী (কারণ সমষ্টি) সত্ত্বেও যেমন কার্য্য জন্মে না সেইরূপ চিত্তবিক্ষেপ আদি পুরুষাপরাধরূপ প্রতিবন্ধক থাকায় একবার মাত্র বেদান্তবাক্য শ্রবণ করিলেও মুক্তি হইতে পারে না। সেই প্রতিবন্ধক নিবৃত্তির জন্য পুনঃ পুনঃ শ্রবণ এবং তাহার মনন ও নিদিধ্যাসন আবশ্যক।৩—২॥

অনুবাদ—এই যে মহাফল জ্ঞান ইহা আমার (ঈশ্বরের) অনুগ্রহ না হইলে অত্যন্ত দুর্লভ। কারণ,—শাস্ত্রীয়জ্ঞান ও কর্ম্মে যাহারা উপযুক্ত তাদৃশ সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে হয়ত কোনও এক ব্যক্তি বহুজন্মের পুণ্যপুঞ্জের ফলে নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক লাভ করিয়া সিদ্ধির নিমিত্ত অর্থাৎ সত্ত্বশুদ্ধিকে দ্বার করিয়া (সত্ত্বশুদ্ধিপূর্ব্বক) জ্ঞানোৎপত্তি লাভের জন্য যত্ন করিয়া থাকে।১ আবার যে সমস্ত ব্যক্তি জ্ঞানলাভের জন্য সতত সচেষ্ট তাদৃশ সিদ্ধগণের মধ্যে অর্থাৎ যাঁহারা পূর্ব্বে পুণ্য করিয়াছেন তাদৃশ সাধকগণের মধ্যেও হয়ত কোনও একজন শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের পরিপক্বতা হইলে গুরুর দ্বারা উপদিষ্ট 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বেদান্ত মহাবাক্যের প্রভাবে আমাকে—ঈশ্বরকে তত্ত্বতঃ অর্থাৎ প্রত্যগাত্মার (জীবাত্মার) সহিত অভিন্নভাবে বেদন করিতে পারে অর্থাৎ সাক্ষাৎ করিতে পারে।২ অভিপ্রায় এই যে বহু মনুষ্যের মধ্যেও আত্মজ্ঞান সাধনের যিনি অনুষ্ঠান করেন তাদৃশ ব্যক্তি অতি দুর্লভ। আবার আত্মজ্ঞান সাধনানুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণের মধ্যেও মোক্ষফলভাগী ব্যক্তি পরম দুর্লভ। সুতরাং এই জ্ঞানের যে মাহাত্ম্য কি তাহা আর কি বলিব।৩—৩॥

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥

ভূমিঃ আপঃ অনলঃ বায়ুঃ খং মনঃ বুদ্ধিঃ অহঙ্কার ইতি এব মে প্রকৃতিঃ অষ্টধা ভিন্না অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই আট প্রকারে আমার প্রকৃতি বিভক্ত ॥৪

এবং প্ররোচনেন শ্রোতারমভিমুখীকৃত্যাত্মনঃ সর্ব্বাত্মকত্বেন পরিপূর্ণত্বমবতারয়ন্নাদাবপরাং প্রকৃতিমুপন্যস্যতি ভূমিরিতি।১ সাঙ্খ্যৈর্হি পঞ্চতন্মাত্রাণ্যহঙ্কারো মহানব্যক্তমিত্যষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ, পঞ্চমহাভূতানি, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি, উভয়সাধারণং মনশ্চেতি ষোড়শবিকারা উচ্যন্তে; এতান্যেব চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানি।২ তত্র ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খমিতি পৃথিব্যপ্তেজোবায়্বাকাশাখ্যপঞ্চমহাভূতসূক্ষ্মাবস্থারূপাণি গন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শ-

ভাবপ্রকাশ--পরমতত্ত্বের যে পরিপূর্ণ জ্ঞান—ইহাই জ্ঞানের কার্য্য। এই জ্ঞানলাভ হইলে আর জ্ঞাতব্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তত্ত্বের সমগ্র জ্ঞান অর্থাৎ সর্ব্বাংশের জ্ঞান এবং পরোক্ষ ও অপরোক্ষ অনুভব যুক্ত সর্ব্বপ্রকারের জ্ঞানই এখানে শ্রীভগবানের অভিপ্রেত। এই জ্ঞান অতি দুরধিগম্য—সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কচিৎ কোনও ব্যক্তি এই জ্ঞানলাভে যত্নশীল হয়, আবার প্রয়াস করিলেও যে ইহা পাওয়া যায় তাহা নহে; যত্নশীল সাধকদের মধ্যেও কচিৎ কেহ তত্ত্বের প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। অর্জ্জুনের আগ্রহ বৃদ্ধির নিমিত্তই বোধ হয় শ্রীভগবান্ জ্ঞানের মহাফল বর্ণনা করিয়া পরে জ্ঞানের দুরধিগম্যত্ব বলিতেছেন। বিশেষভাবে প্রয়াস না করিলে এই মহাফল জ্ঞান লাভ করিবার কোনও সম্ভাবনাই নাই—ইহাই অর্জ্জুনকে দেখাইতেছেন।২—৩

অনুবাদ—এইরূপে প্ররোচনা দিয়া শ্রোতাকে আত্মজ্ঞানের দিকে অভিমুখ করিলেন; এইবারে আত্মা সর্ব্বাত্মক বলিয়া তাহা যে পরিপূর্ণ স্বরূপ তাহারও অবতারণা করিবার জন্য প্রথমতঃ "ভূমিঃ" ইত্যাদি শ্লোকে অপরা প্রকৃতির বিষয় বলিতেছেন।১ সাংখ্যমতাবলম্বিগণ বলিয়া থাকেন—পঞ্চ তন্মাত্র, অহঙ্কার, মহৎ ও অব্যক্ত এই আটটী প্রকৃতি। পাঁচটী মহাভূত, পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়, ও জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় উভয় সাধারণ মন—এই ষোলটী বিকার পদার্থ বলিয়া কথিত হয়। এইগুলিকেই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব বলা হয়।২ তন্মধ্যে "ভূমিরাপোঽনলোবায়ুঃ" ইত্যাদি অংশে ভূমি, অপ্, অনল, বায়ু ও খ অর্থাৎ আকাশ—ইহার দ্বারা পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ নামক পঞ্চ মহাভূতের সূক্ষ্মাবস্থাস্বরূপ গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটী তন্মাত্রই লক্ষিত হইয়াছে (অর্থাৎ যথাশ্রুতার্থক পৃথিবী আদি পাঁচটী মহাভূত প্রকৃতি নহে, কিন্তু ঐগুলি বিকৃতি বলিয়া সাংখ্যসম্মত। এই কারণে লক্ষণাবৃত্তিতে উহাদের অর্থ সূক্ষ্মাবস্থারূপ প্রকৃতি বুঝিতে হইবে।) বুদ্ধি এবং অহঙ্কার এই দুইটী শব্দ স্বার্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে অর্থাৎ উহাদের উহাই অর্থ; আর 'মনঃ' এই শব্দটীর দ্বারা অবশিষ্ট যে অব্যক্ত (প্রকৃতি) তাহাই লক্ষিত হইয়াছে অর্থাৎ লক্ষণাবৃত্তিতে ঐরূপ অর্থ জ্ঞাপিত হইতেছে। কারণ 'প্রকৃতি' এই শব্দের সমানাধিকারতানিবন্ধন উক্ত শব্দের স্বার্থের (মুখ্য অর্থের) হানি (পরিত্যাগ) অবশ্যই

শব্দাত্মকানি পঞ্চতন্মাত্রাণি লক্ষ্যন্তে। বুদ্ধ্যহঙ্কারশব্দৌ তু স্বার্থাবেব। মনঃশব্দেন চ পরিশিষ্টমব্যক্তং লক্ষ্যতে, প্রকৃতিশব্দসামানাধিকরণ্যেন স্বার্থহানেরাবশ্যকত্বাৎ।৩ মনঃ-শব্দেন বা স্বকারণমহঙ্কারো লক্ষ্যতে পঞ্চতন্মাত্রসন্নিকর্ষাৎ। বুদ্ধিশব্দস্ত্বহঙ্কারকারণে মহত্তত্ত্বে মুখ্যবৃত্তিরেব। অহঙ্কারশব্দেন চ সর্ব্ববাসনাবাসিতমবিদ্যাত্মকমব্যক্তং লক্ষ্যতে, প্রবর্ত্তকত্বাদ্য-সাধারণধর্ম্মযোগাচ্চ।২ ইত্যুক্তপ্রকারেণ "ইয়"মপরোক্ষা সাক্ষিভাস্যত্বাৎ "প্রকৃতি"র্মায়াখ্যা পারমেশ্বরী শক্তিরনির্ব্বচনীয়স্বভাবাৎ ত্রিগুণাত্মিকা "অষ্টধা ভিন্না" অষ্টভিঃ প্রকারৈর্ভেদ-মাগতা। সর্ব্বোঽপি জড়বর্গোঽত্রৈবান্তর্ভবতীত্যর্থঃ।৫ স্বসিদ্ধান্তে চ ঈক্ষণসঙ্কল্পাত্মকৌ

করিতে হইবে অর্থাৎ 'এই আটটী আমার প্রকৃতি' এইরূপ উক্ত হওয়ায় মনও যে একটী প্রকৃতি তাহা জ্ঞাপিত হয়। অথচ পূর্ব্বের সাতটীর দ্বারা প্রকৃতি উক্ত হইয়া গিয়াছে। এই কারণে 'মনঃ' শব্দটী অবশিষ্ট প্রকৃতি যে অব্যক্ত তাহারই লক্ষক। কিন্তু যথাশ্রুত অর্থে মন প্রকৃতি নহে, উহা পূর্ব্বোক্ত ষোলটী বিকারের অন্যতম।৩ অথবা 'মনঃ' এই শব্দটী মনের কারণ যে অহঙ্কার তাহারই লক্ষক অর্থাৎ লক্ষণাবৃত্তিতে তাদৃশ অর্থের বোধক, কেন না উহা পঞ্চতন্মাত্রের সমীপে পঠিত হইয়াছে। আর 'বুদ্ধি' এই শব্দটী অহঙ্কারের কারণ যে মহৎ-তত্ত্ব তাহাতেই মুখ্যবৃত্তি অর্থাৎ তাহাই ইহার বাচ্য অর্থ। আর 'অহঙ্কার' শব্দের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার বাসনার দ্বারা বাসিত যে অবিদ্যাত্মক অব্যক্ত তাহাই লক্ষণা বলে বোধিত হয়, কারণ উহাতে প্রবর্ত্তকত্ব আদি অসাধারণ ধর্ম্ম রহিয়াছে।৪ [তাৎপর্য্য এই যে, প্রকৃতি প্রকরণে পঠিত হওয়ায় শ্লোকোক্ত ভূমি আদি শব্দেরও যেমন মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণীয় সেইরূপ মনঃ ও অহঙ্কার এই দুইটি শব্দের মধ্যেও যে কোন একটীর মুখ্যার্থ ত্যাগ ও লক্ষ্যার্থ স্বীকার অবশ্যই করিতে হইবে। 'মনঃ' শব্দের অর্থ এখানে প্রসিদ্ধ ইন্দ্রিয় বিশেষ হইতে পারে না, কারণ সাংখ্যমতে তাহা প্রকৃতি নহে, কিন্তু মন ষোড়শ বিকারের অন্যতম বিকৃতি। আর 'অহঙ্কার' শব্দের অর্থ সাংখ্যসিদ্ধান্তে অহঙ্কারই হইতে পারে বটে, তবে উক্ত অর্থ করিতে হইলে অর্থক্রমানুরোধ পাঠক্রম ত্যাগ করিতে হয়, এবং তাহা দার্শনিকগণ অনুমোদনও করেন; আর 'মনঃ' শব্দটীকে অহঙ্কার শব্দের স্থানে বসাইতে হয়। এরূপ হইলে পর 'মনঃ' শব্দের অর্থ করিতে হয় অব্যক্ত বা মূলপ্রকৃতি। আর যদি পাঠক্রম পরিত্যাগ না করা হয় তাহা হইলে 'মনঃ' ও 'অহঙ্কার' এই উভয় শব্দেরই লক্ষণা করিয়া মনঃ বলিতে তৎকারণ অহঙ্কার এবং 'অহঙ্কার' বলিতে অব্যক্ত বা প্রধান এইরূপ অর্থ করিতে হয়। অহঙ্কারের অর্থ প্রকৃতি যে হয় না তাহা নহে, কারণ অহঙ্কার যেমন অহংবৃত্তির দ্বারা জীবকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করায় বলিয়া প্রবর্ত্তক মূল প্রকৃতি বা অব্যক্তও সেইরূপ সকল পদার্থের আদি কারণ হওয়ায় সকলের পরিণাম প্রবর্ত্তন করিয়া থাকে। কাজেই এইরূপ সাদৃশ্যে অহঙ্কারকেও প্রকৃতি বা অব্যক্ত বলা যায়।]৫ এই যে প্রকৃতি ইহা সাক্ষিভাস্য অর্থাৎ সাক্ষিচৈতন্যের প্রকাশ্য হওয়ায় অপরোক্ষ; ইহা মায়ানামে প্রসিদ্ধ, অনির্ব্বচনীয়স্বভাবা অর্থাৎ উহাকে সৎ কিংবা অসৎ এইরূপ এককোটিতে নির্ব্বচন (নিরূপণ) করা যায় না, ইহা ত্রিগুণময়ী পারমেশ্বরী শক্তি। উক্তপ্রকারে ইহা অষ্টধা ভিন্না অর্থাৎ আট রকম ভেদযুক্ত। সমস্ত জড়বর্গ ইহারই অন্তর্ভূত, ইহাই অভিপ্রেত অর্থ।৫

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫ ॥

ইয়ং তু অপরা ইতঃ পরাম্ অন্যাং জীবভূতাং মে প্রকৃতিং বিদ্ধি। হে মহাবাহো! যয়া জগৎ ধার্য্যতে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অষ্টধা ভিন্না প্রকৃতি 'অপরা' অর্থাৎ জড় বলিয়া নিকৃষ্টা। হে মহাবাহো! ইহা হইতে বিভিন্না জীবরূপা আমার প্রকৃতি অবগত হও; যাহা এই জগৎ ধারণ করিয়া আছে ॥৫

মায়াপরিণামাবেব বুদ্ধ্যহঙ্কারৌ; পঞ্চতন্মাত্রাণি চ পঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতানীত্য-সকৃদবোচাম ॥৬—৪॥

এবং ক্ষেত্রলক্ষণায়াঃ প্রকৃতেরপরত্বং বদন্ ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণাং পরাং প্রকৃতিমাহ অপরেয়মিতি। যা প্রাগষ্টধা উক্তা প্রকৃতি সর্ব্বাচেতনবর্গরূপা সেয়ম্"অপরা" নিকৃষ্টা জড়ত্বাৎ পরার্থত্বাৎ সংসারবন্ধনরূপত্বাচ্চ। "ইতস্ত্ব"অচেতনবর্গরূপায়াঃ ক্ষেত্রলক্ষণায়াঃ প্রকৃতেঃ"অন্যাং" বিলক্ষণাং, তু-শব্দাদযথাকথঞ্চিদপ্যভেদাযোগ্যাং "জীবভূতাং" চেতনা-ত্মিকাং ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণাং "মে" মমাত্মভূতাং বিশুদ্ধাং "পরাং" প্রকৃষ্টাং "প্রকৃতিং বিদ্ধি"। হে মহাবাহো! "যয়া" ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণয়া জীবভূতয়া অন্তরনুপ্রবিষ্টয়া প্রকৃত্যা "ইদং জগৎ" অচেতনজাতং "ধার্য্যতে" স্বতো বিশীর্য্যত্তৃত্তভ্যতে, "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" ইতি (ছাঃ উঃ ৬।৩।২) শ্রুতেঃ। ন হি জীবরহিতং ধারয়িতুং শক্যমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥৫॥

স্বসিদ্ধান্তে অর্থাৎ বেদান্তিমতে ভগবানেব ঈক্ষণ ও সংকল্পরূপ যে মায়ার পরিণামদ্বয় তাহাই বুদ্ধি ও অহঙ্কার; আর অপঞ্চীকৃত যে পঞ্চ মহাভূত তাহাই পঞ্চতন্মাত্র, ইহা অনেকবার বলা হইয়াছে।৬—৪॥

অনুবাদ—এইরূপে ক্ষেত্রনামক প্রকৃতিই যে অপরা তাহা বলিয়া এক্ষণে "অপরেয়ম্" ইত্যাদি শ্লোকে ক্ষেত্রজ্ঞরূপ পরা প্রকৃতির বিষয় বলিতেছেন। নিখিল অচেতনবর্গরূপ (জড়বর্গরূপ) যে আটপ্রকার প্রকৃতির বিষয় পূর্ব্বে কথিত হইল তাহা **অপরা** অর্থাৎ নিকৃষ্টা, যেহেতু তাহা জড়, তাহা পরার্থ অর্থাৎ পরের কিনা পুরুষের প্রয়োজনের জন্য এবং তাহা সংসারবন্ধন স্বরূপ।২ **ইতঃ তু**=আর এই জড়বর্গরূপ ক্ষেত্রনামক প্রকৃতি হইতে যাহা **অন্যাম্**=অর্থাৎ বিলক্ষণ,—এমন কি তাহা ইহার সহিত যথাকথঞ্চিৎ অভেদেরও অযোগ্য,—ইহাই 'তু' শব্দের দ্বারা বোধিত হইয়াছে, **জীবভূতাম্**=যাহা জীবভূত অর্থাৎ চেতনাত্মক ক্ষেত্রজ্ঞ নামে পরিচিত এবং যাহা **মে**=আমার আত্মভূত অর্থাৎ বিশুদ্ধ, হে মহাবাহো! তাহাকে তুমি **পরাং প্রকৃতিং বিদ্ধি**=পরা প্রকৃতি অর্থাৎ প্রকৃষ্টা প্রকৃতি বলিয়া জানিও। **যয়া**=যাহাদ্বারা অর্থাৎ জীবভূত অর্থাৎ সকলের অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট এবং ক্ষেত্রজ্ঞ নামে পরিচিত যে প্রকৃতির দ্বারা **ইদং জগৎ**=এই অচেতন জগৎ **ধার্য্যতে**=বিধৃত রহিয়াছে অর্থাৎ যে জগৎ স্বভাবতঃই বিশীর্ণ বিধ্বস্ত হইতে উন্মুখ তাহা এই

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥ ৬।

সর্ব্বাণি ভূতানি এতদ্‌যোনীনি ইতি উপধারয় অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ তথা প্রলয়ঃ অর্থাৎ সমস্ত ভূতই এই দ্বিবিধ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে—ইহা জানিবে। আমি প্রকৃতি সমন্বিত সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও সংহারের একমাত্র কারণ॥৬

উক্তপ্রকৃতিদ্বয়ে কার্য্যলিঙ্গকমনুমানং প্রমাণয়ন্ স্বস্য তদ্দ্বারা জগৎসৃষ্ট্যাদিকারণত্বং দর্শয়তি এতদ্যোনীনীতি।১ এতে অপরত্বেন পরত্বেন চ প্রাগুক্তে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণে প্রকৃতী যোনী যেষাং তান্যেতদ্যোনীনি "ভূতানি" ভবনধর্ম্মকাণি "সর্ব্বাণি" চেতনাচেতনাত্মকানি জনিমন্তি নিখিলানীত্যেবম্‌"উপধারয়" জানীহি। কার্য্যাণাং চিদচিদ্‌গ্রন্থিরূপত্বাৎ তৎকারণমপি চিদচিদ্‌গ্রন্থিরূপমনুমিনু ইত্যর্থঃ।২ এবং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণে মমোপাধিভূতে যতঃ প্রকৃতীভবতস্ততস্তদ্বা"অহং" সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বরোঽনন্তশক্তির্ম্মায়োপাধিঃ "কৃৎস্নস্য" চরাচরাত্মকস্য "জগতঃ" সর্ব্বস্য কার্য্যবর্গস্য "প্রভব" উৎপত্তিকারণম্, "প্রলয়স্তথা" বিনাশকারণম্, স্বাপ্নিকস্যেব প্রপঞ্চস্য মায়িকস্য মায়াশ্রয়ত্ববিষয়ত্বাভ্যাং মায়াবী অহমেবোপাদানং দ্রষ্টা চেত্যর্থঃ॥৩—৬॥

ক্ষেত্রজ্ঞরূপ আমার পরা প্রকৃতির প্রভাবেই উত্তব্ধ অর্থাৎ উর্দ্ধে বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। কারণ শ্রুতি বলিতেছেন—"এই জীবরূপ আত্মার দ্বারা অর্থাৎ মায়াকল্পিত নিজ অংশের দ্বারা আমি সকলের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যাকৃত করি।" অভিপ্রায় এই যে জগৎ জীবরহিত হইলে বিধৃত হইতে পারে না, আর এই জীবই হইতেছে ক্ষেত্রজ্ঞনামে অভিহিত পরা প্রকৃতি।৫॥

অনুবাদ—উক্তরূপ প্রকৃতি সিদ্ধ (প্রমাণিত) করিবার জন্য কার্য্যলিঙ্গক অনুমান অর্থাৎ কার্য্য হইতে যেখানে কারণের অনুমান করা হয় তাদৃশ অনুমান প্রমাণরূপে উপন্যস্ত করিবার ছলে তদ্দ্বারা নিজেই (ঈশ্বরই) যে জগৎ সৃষ্টির আদি কারণ তাহা দেখাইতেছেন "এতৎ" ইত্যাদি।১ এই দুইটী অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহাকে অপর ও পর বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইতেছে সেই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞনামক প্রকৃতিদ্বয় যাহাদের যোনি অর্থাৎ কারণ তাহা এতদ্‌যোনি; **সর্ব্বাণি**=সমস্ত **ভূতানি**=ভূত সকলই অর্থাৎ ভবনধর্ম্মা (উৎপত্তিশীল) চেতন এবং অচেতন সকল প্রকার উৎপত্তিশীল পদার্থই **এতদ্‌যোনি** অর্থাৎ উক্ত প্রকৃতিদ্বয়ই তাহাদের কারণ **ইতি উপধারয়**=ইহা তুমি জানিও। সমস্ত কার্য্যই চিদচিদ্‌গ্রন্থিস্বরূপ অর্থাৎ চেতন ও অচেতন সংযোগে উৎপন্ন; কাজেই তাহাদের কারণও চিদচিদ্‌গ্রন্থিস্বরূপ বলিয়া অনুমান করিও, ইহাই তাৎপর্য্য।২ আর ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞনামক এই প্রকৃতিদ্বয় আমার উপাধিস্বরূপ বলিয়া তদ্দ্বারা **অহম্**=আমি অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, অনন্তশক্তি, মায়োপাধি ঈশ্বর **কৃৎস্নস্য জগতঃ**=কৃৎস্ন চরাচরাত্মক জগতের,—নিখিল কার্য্যবর্গের **প্রভবঃ**=উৎপত্তিস্থান **তথা প্রলয়ঃ**—এবং প্রলয় অর্থাৎ বিনাশ কারণ হইতেছে। স্বাপ্নিক যে সৃষ্টি অর্থাৎ স্বপ্নে যে সমস্ত পদার্থজাত অবিদ্যাপ্রভাবে সৃষ্ট হইয়া ভাসমান হয় জীবই যেমন সেই

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭ ॥

হে ধনঞ্জয়! মত্তঃ পরতরম্ অন্যৎ কিঞ্চিৎ ন অস্তি; সূত্রে মণিগণা ইব ময়ি ইদং সর্ব্বং প্রোতং অর্থাৎ হে ধনঞ্জয়! আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এ জগতের সৃষ্টিসংহারের অন্য কোন কারণ নাই। সূত্রে গ্রথিত মণিগণের ন্যায় এই জগৎ আমাতে গ্রথিত আছে ॥৭

যস্মাদহমেব মায়য়া সর্ব্বস্য জগতো জন্মস্থিতিভঙ্গহেতুস্তস্মাৎ পরমার্থতঃ—। নিখিলদৃশ্যাকারপরিণতমায়াধিষ্ঠানাৎ সর্ব্বভাসকাৎ"মত্তঃ" সদ্রূপেণ স্ফুরণরূপেণ চ সর্ব্বানুস্যূতাৎ স্বপ্রকাশপরমানন্দচৈতন্যঘনাৎ পরমার্থসন্মাত্রাৎ স্বপ্নদৃশ ইব স্বাপ্নিকং মায়াবিন ইব মায়িকং শুক্তিশকলাবচ্ছিন্নচৈতন্যাদিবদজ্ঞানকল্পিতং রজতং "পরতরং" পরমার্থসত্যম্"অন্যৎ কিঞ্চি"দপি নাস্তি। হে ধনঞ্জয়! "ময়ি" কল্পিতং পরমার্থতো ন মত্তো ভিদ্যত ইত্যর্থঃ। "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" (বেঃ দঃ ২।১।১৪) ইতিন্যায়াৎ।১ ব্যবহারদৃষ্ট্যা তু "ময়ি" সদ্রূপে স্ফুরণরূপে চ "সর্ব্বমিদং" জড়জাতং "প্রোতং" গ্রথিতং মৎসত্তয়া সদিব মৎস্ফুরণেন চ স্ফুরদিব ব্যবহারায় মায়াময়ায় কল্পতে।২ সর্ব্বস্য সমস্তের সৃষ্টির ও বিনাশের হেতু, সেইরূপ এই যে মায়িক অর্থাৎ মায়াময় প্রপঞ্চ—মায়াবী আমিই মায়ার আশ্রয় ও বিষয় হইয়া ইহার উৎপাদক এবং দ্রষ্টা হইয়া থাকি, ইহাই শ্লোকের তাৎপর্য্য।৩—৬॥

অনুবাদ—আমিই যখন মায়াসহকারে নিখিল জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংসের হেতু অর্থাৎ কারণ তখন পরমার্থতঃ, **মত্তঃ**=আমা ছাড়া স্বাপ্নিক (স্বপ্নকালসৃষ্ট) বস্তু যেমন স্বপ্নদ্রষ্টা হইতে ভিন্ন নহে, মায়িক (মায়াসৃষ্ট বস্তু—ভেল্কি) যেমন মায়াবী ঐন্দ্রজালিক ছাড়া নহে এবং অজ্ঞান কল্পিত রজত যেমন শুক্তিকাখণ্ডাবচ্ছিন্ন চৈতন্য হইতে ব্যতিরিক্ত নহে, সেইরূপ হে ধনঞ্জয়! অশেষবিধ দৃশ্যরূপে যাহা পরিণত হয় সেই মায়ার অধিষ্ঠানস্বরূপ সর্ব্বপ্রকাশক আমা হইতে (পরমেশ্বর হইতে) অর্থাৎ যিনি 'সৎ'রূপে এবং স্ফুরণরূপে সকল পদার্থের মধ্যে অনুস্যূত, যিনি স্বয়ংপ্রকাশ পরমানন্দচৈতন্য স্বরূপ এবং সৎস্বরূপ সেই পরমেশ্বর হইতে **পরতরম্**=পরমার্থসৎ **অন্যৎ কিঞ্চিৎ ন**=অন্য কিছুই নাই যাহা আমার উপর কল্পিত তাহা পরমার্থতঃ আমা হইতে ভিন্ন নহে; ইহাই অভিপ্রেত অর্থ। ইহা বেদান্তদর্শনের "আরম্ভণ আদি (বাগারম্ভণ—শব্দনির্দ্দেশ্য বিকারমাত্র—তাহা সৎ নহে, ইত্যাদিপ্রকার) শব্দ (শ্রুতি) থাকায় সেই কার্য্য কারণ হইতে অনন্য" এই সূত্রসূচিত অধিকরণোক্ত নিয়ম অনুসারে সিদ্ধ হয়।১ (অর্থাৎ শ্রুতি বলিতেছেন বিকারপদার্থমাত্রই 'বাচারম্ভণং নামধেয়ম্'=বাক্য নির্দ্দেশ্য নাম ছাড়া আর কিছুই নহে, কিন্তু তাহার যে কারণ তাহাই মাত্র সত্য অর্থাৎ কার্য্যের কারণ হইতে স্বতন্ত্র সত্তা নাই, তাহা কারণের সহিত অভিন্ন যে তাহা নহে আবার ভিন্ন যে তাহাও নহে এবং ভিন্নাভিন্নও নহে কিন্তু অনির্ব্বচনীয় মিথ্যা মাত্র।" কাজেই নিখিল প্রপঞ্চরূপ অধ্যাসের অধিষ্ঠানস্বরূপ স্বপ্রকাশ সত্যানন্দ পরমেশ্বর হইতে ব্যতিরিক্ত স্বতন্ত্র সৎ কোন পদার্থ নাই)।২ তবে ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে **ময়ি**='সৎ'স্বরূপ

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

চৈতন্যগ্রথিতত্বমাত্রে দৃষ্টান্তঃ "সূত্রে মণিগণা ইব"ইতি।৩ অথবা "সূত্রে" তৈজসাত্মনি হিরণ্যগর্ভে স্বপ্নদৃশি স্বপ্নপ্রোতা "মণিগণা ইব"ইতি সর্ব্বাংশেঽপি দৃষ্টান্তো ব্যাখ্যেয়ঃ।৪ অন্যে তু—"পরমতঃ সেতূন্মানসম্বন্ধভেদব্যপদেশেভ্যঃ" (বেঃ দঃ ৩।২।৩১) ইতি সূত্রোক্তস্য পূর্ব্বপক্ষস্যোত্তরত্বেন শ্লোকমিমং ব্যাচক্ষতে।৫ "মত্তঃ" সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ সর্ব্বকারণাৎ "পরতরং" প্রশস্যতরং সর্ব্বস্য জগতঃ সৃষ্টিসংহারয়োঃ স্বতন্ত্রং কারণমন্যন্নাস্তি। হে ধনঞ্জয়! যস্মাদেবম্, তস্মান্ময়ি সর্ব্বকারণে সর্ব্বমিদং কার্য্যজাতং "প্রোতং" গ্রথিতং নান্যত্র।৬ সূত্রে মণিগণা ইবেতি দৃষ্টান্তস্তু গ্রথিতত্বমাত্রে, ন তু কারণত্বে। কনকে কুণ্ডলাদিবদিতি তু যোগ্যো দৃষ্টান্তঃ ॥৭—৭॥

এবং 'স্ফুরণ' স্বরূপ আমাতে অর্থাৎ পরমেশ্বরে **সর্ব্বমিদং**=নিখিল জড়বর্গ **প্রোতং**=গ্রথিত অর্থাৎ সমস্ত জড়পদার্থ আমারই সত্তায় যেন 'সৎ' বলিয়া আমারই স্ফুরণে (প্রকাশে) 'স্ফুরিত'—প্রকাশমান হইয়া মায়াকল্পিত ব্যবহারের উপযোগী হয়।২ সমস্ত বস্তুই যে চৈতন্যে গ্রথিত তাহার দৃষ্টান্ত **সূত্রে মণিগণা ইব**—যেমন মণিগণ সূত্রে গ্রথিত থাকে।৩ অথবা **সূত্রে** অর্থাৎ তৈজসাত্মা স্বপ্নকালীন দ্রষ্টা (আত্মা) যে হিরণ্যগর্ভ তাহাতেই যেমন স্বপ্নকালে স্বপ্নসৃষ্ট মণিগণ (দৃশ্য পদার্থ সকল) প্রোত (গ্রথিত) থাকে। এইরূপে দৃষ্টান্তটীর সর্ব্বাংশে ব্যাখ্যা করিতে হইবে অর্থাৎ এই প্রকার ব্যাখায় স্বপ্নদ্রষ্টা স্বয়ং স্বপ্নসৃষ্ট মণিগণের হেতু এবং তাহাতেই মণিগুলি গ্রথিত এইরূপে সূত্র এবং মণি উভয় অর্থেই দৃষ্টান্তটী প্রযুক্ত হইয়াছে।৪ অন্য কেহ কেহ—"এই আত্মা অপেক্ষাও পর অর্থাৎ উৎকৃষ্ট কোন বস্তু থাকিতে পারে, যে হেতু শ্রুতি আত্মার উল্লেখপ্রসঙ্গে ইঁহাকে সেতুর সহিত তুলনা করিয়াছেন, চতুষ্পাদ ও ষোড়শকল ইত্যাদি রূপে পরিমাণ নির্দ্দেশরূপ উন্মান উল্লেখ করিয়াছেন, 'এই জীবাত্মা তখন অতিক্রান্ত হয়' এইরূপে জীবাত্মার সহিত সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং 'এই যে আদিত্যমণ্ডলে হিরণ্ময় পুরুষ' ইত্যাদি বাক্যে আধার আধেয়ভাবে ভেদ উল্লেখ করিয়াছেন" —বেদান্তদর্শনের এই সূত্রে যে পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করা হইয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্ম অপেক্ষাও পর (উত্তম) অন্য কিছু থাকিতে পারে, কারণ শ্রুতিমধ্যে ঐ ভাবে সেতুত্ব, উন্মানবত্ত্ব, সম্বন্ধ এবং ভেদবত্ত্ব বোধিত হইয়াছে,—পরমতঃ ইত্যাদি সূত্রে এইপ্রকার যে পূর্ব্বপক্ষ করা হইয়াছে তাহারই উত্তর রূপে এই শ্লোকটী বলা হইয়াছে, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।৫ আর সে পক্ষে ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ,—হে ধনঞ্জয় "মত্তঃ"=সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বকারণ আমা অপেক্ষা "অন্যৎ পরতরং"=অন্য আর কিছু পরতর অর্থাৎ প্রশস্যতর অর্থাৎ সমগ্র জগতের সৃষ্টি ও সংহারের অন্য কোন স্বতন্ত্র কারণ নাই। যেহেতু ইহাই তত্ত্ব অতএব "ময়ি"=জগতের কারণস্বরূপ যে আমি সেই আমাতেই "সর্ব্বমিদং"=এই কার্য্যজাত "প্রোতং"=গ্রথিত, অন্য কিছুতে ইহা অবলম্বিত নহে।৬ আর এপক্ষে "সূত্রে মণিগণা ইব" এই অংশটী কেবল গ্রথিতত্বের দৃষ্টান্ত;—অর্থাৎ জগৎ কিরূপে ঈশ্বরে গ্রথিত তাহারই ইহা দৃষ্টান্ত মাত্র, ইহা কারণত্বের উদাহরণ নহে। অর্থাৎ প্রথম ব্যাখ্যায় ইহা কারণতারও দৃষ্টান্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল কিন্তু দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় আর তাহা বলিবার আবশ্যকতা নাই। এইপ্রকার ব্যাখ্যায় 'কনকে কুণ্ডলাদিই' উপযুক্ত দৃষ্টান্ত

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮ ॥

হে কৌন্তেয়! অহম্ অপ্সু রসঃ শশি-সূর্য্যয়োঃ প্রভা সর্ব্ববেদেষু প্রণবঃ খে শব্দঃ, নৃষু পৌরুষম্ অস্মি অর্থাৎ হে কৌন্তেয়! আমি জলে রসরূপে চন্দ্রসূর্য্যে প্রভারূপে, সর্ব্ববেদে প্রণবরূপে আকাশে শব্দতন্মাত্ররূপে এবং মনুষ্যে পৌরুষরূপে অবস্থিত আছি ॥৮

অবাদীনাং রসাদিষু প্রোতত্বপ্রতীতেঃ কথং ত্বয়ি সর্ব্বমিদং প্রোতম্ ইতি চ ন শঙ্ক্যং রসাদিরূপেণ চ মমৈব স্থিতত্বাদিত্যাহ পঞ্চভিঃ।১ "রসঃ" পুণ্যো মধুরঃ তন্মাত্ররূপঃ সর্ব্বাসামপাং সারঃ কারণভূতো যোঽপ্সু সর্ব্বাস্বনুগতঃ সোঽহম্, হে কৌন্তেয়! তদ্রূপে ময়ি সর্ব্বা আপঃ প্রোতা ইত্যর্থঃ।২ এবং সর্ব্বেষু পর্য্যায়েষু ব্যাখ্যাতব্যম্। ইযং বিভূতিরাধ্যানায়োপদিশ্যত ইতি নাতীবাভিনিবেষ্টব্যম্।৩ তথা "প্রভা" প্রকাশঃ "শশিসূর্য্যয়ো"রহমস্মি: প্রকাশসামান্যরূপে ময়ি শশিসূর্য্যৌ প্রোতাবিত্যর্থঃ।৪ তথা "প্রণব" ওঙ্কারঃ "সর্ব্ববেদেষু" অনুস্যূতোঽহম্। "তদযথা শঙ্কুনা অর্থাৎ সুবর্ণ মধ্যে সুবর্ণ কুণ্ডল যেমন তদব্যতিরিক্ত হইয়া বিদ্যমান থাকে সেইরূপে পরমেশ্বররূপ কারণে পরমেশ্বরানতিরিক্ত জগৎ অব্যতিবিক্তভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, এইরূপ দৃষ্টান্তই উপযুক্ত।৭—৩॥

অনুবাদ—আচ্ছা, রসাদি পদার্থেই ত জলাদি প্রোত রহিয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়; তাহা হইলে তোমাতে এই সমস্ত জগৎ কিরূপে প্রোত থাকিতে পারে?—এইপ্রকার শঙ্কা করা উচিত নহে, কারণ আমিই রসাদিরূপে অবস্থান করিতেছি। তাহাই ভগবান্ "রসোঽহম্" ইত্যাদি সন্দর্ভে আরম্ভ করিয়া পাঁচটী শ্লোকে বলিতেছেন।১ হে কুন্তীনন্দন! **রসঃ**=পুণ্য রস অর্থাৎ তন্মাত্র নামে প্রসিদ্ধ যে মধুর রস—যাহা সমস্ত জলের সার, কারণস্বরূপ এবং যাহা সকল জলে অনুগত তাহা **অহম্**=আমিই হইতেছি। তদ্রূপাপন্ন আমাতে (পরমেশ্বরে) সমস্ত জল প্রোত রহিয়াছে, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।২ সকল পর্য্যায়ে অর্থাৎ শশি, সূর্য্য প্রভৃতি দৃষ্টান্তগুলিতেও এইরূপেই ব্যাখ্যা করিয়া লইতে হইবে। আধ্যান অর্থাৎ চিন্তা বা উপাসনার নিমিত্তই ভগবান্ এইরূপ বিভূতির উপদেশ দিতেছেন, এই কারণে ইহার ব্যাখ্যায় আর অত্যধিক অভিনিবেশ দিবার আবশ্যক নাই।৩ আর আমিই **শশিসূর্য্যয়োঃ**=চন্দ্র ও সূর্য্যে **প্রভা অস্মি**= প্রকাশ হইতেছি।—অর্থাৎ প্রকাশসামান্যস্বরূপ আমাতেই চন্দ্র ও সূর্য্য প্রোত রহিয়াছে।৭

ভাবপ্রকাশ—জগতের সমস্ত বস্তুই শ্রীভগবান্ হইতে উদ্ভূত। জীব তাঁহার শুদ্ধা পরা প্রকৃতি —কারণ জীবরূপে তিনি অনুপ্রবিষ্ট হইয়া জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন। পঞ্চভূতের সূক্ষ্ম উপাদান পঞ্চতন্মাত্র, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—সেই ভগবানের অপরা প্রকৃতি। নিখিল জগৎ ভগবান্ হইতেই উদ্ভূত এবং তাঁহাতেই লীন হইয়া থাকে। শ্রীভগবানই পরমতত্ত্ব—তিনিই সর্ব্বকারণকারণ, তাঁহার আর কারণ নাই—তিনিই মূলতত্ত্ব। সর্ব্বভূত তাঁহাতে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে।৪—৭

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥ ৯ ॥

পৃথিব্যাং চ পুণ্যং গন্ধঃ বিভাবসৌ তেজঃ অস্মি ; সর্ব্বভূতেষু জীবনং তপস্বিষু চ তপঃ অস্মি অর্থাৎ আমি পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধ অগ্নিতে তেজোরূপে, সর্ব্বভূতে জীবনরূপে এবং তাপসগণে তপস্যা-রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছি ॥৯

সর্ব্বাণি পর্ণানি সংতৃণ্ণান্যেবমোঙ্কারেণ সর্ব্বা বাক্" ইতি শ্রুতেঃ। সংতৃণ্ণানি-গ্রথিতানি সর্ব্বা বাক্-সর্ব্বো বেদ ইত্যর্থঃ।৫ "শব্দঃ"পুণ্যস্তন্মাত্ররূপঃ "খে" আকাশেঽনুস্যূতোঽহম্, "পৌরুষং" পুরুষত্বসামান্যং "নৃষু" পুরুষেষু যদনুস্যূতং তদহম্।৬ সামান্যরূপে ময়ি সর্ব্বে বিশেষা প্রোতাঃ শ্রৌতৈর্দুন্দুভ্যাদিদৃষ্টান্তৈরিতি সর্ব্বত্র দ্রষ্টব্যম্ ॥৭—৮॥

"পুণ্যঃ" সুরভিরবিকৃতো "গন্ধঃ" সর্ব্বপৃথিবীসামান্যরূপস্তন্মাত্রাখ্যঃ "পৃথিব্যা"মনুস্যূতোঽহং। চকারো রসাদীনামপি পুণ্যত্বসমুচ্চয়ার্থঃ।১ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধানাং হি স্বভাবত এব পুণ্যত্বমবিকৃতত্বম্, প্রাণিনামধর্ম্মবিশেষাৎ তু তেষামপুণ্যত্বং ন তু স্বভাবত ইতি দ্রষ্টব্যম্।২ তথা "বিভাবসা"বগ্নৌ যৎ"তেজঃ" সর্ব্বদহনপ্রকাশনসামর্থ্যরূপমুষ্ণস্পর্শ-

প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু=আমিই নিখিলবেদমধ্যে প্রণব অর্থাৎ ওঙ্কাররূপে অনুস্যূত রহিয়াছি। শ্রুতিও তাহাই বলিতেছেন, "যেমন শঙ্কুমধ্যে সমস্ত পর্ণ বিদ্ধ (গ্রথিত) থাকে অর্থাৎ গাছের পাতার প্রত্যেক অংশই যেমন শিরাপ্রশিরাদিরূপে ব্যাপ্ত সেইরূপ ওঙ্কারেও সমস্ত বাক্ (বেদ) বিদ্ধ (গ্রথিত) রহিয়াছে।" এস্থলে "সংতৃণ্ণ" পদের অর্থ গ্রথিত; আর 'সর্ব্বা বাক্' বলিতে বেদ বুঝিতে হইবে। **শব্দঃ**=পুণ্য শব্দ, তন্মাত্ররূপ শব্দ **খে**=খ অর্থ আকাশ; সেই আকাশে আমি পুণ্যশব্দরূপে—শব্দতন্মাত্ররূপে অনুস্যূত রহিয়াছি এবং **নৃষু**=পুরুষমধ্যে **পৌরুষম্**= পুরুষত্বসামান্যরূপ যে পদার্থ, নিখিল পুরুষের অসাধারণ ধর্ম্ম তাহা আমিই।৬ বৃহদারণ্যক শ্রুতির দুন্দুভি আদি দৃষ্টান্তে অর্থাৎ "যেমন দুন্দুভি বাদিত হইতে থাকিলে তাহার (গম্ভীর) শব্দের মধ্যে সমস্ত বাহ্যশব্দ অন্তর্ভূত হইয়া যায় সেগুলিকে আর পৃথক্ গ্রহণ করিতে পারা যায় না" ইত্যাদি প্রকার দৃষ্টান্ত থাকায় এস্থলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে সামান্যস্বরূপ আমার (পরমাত্মার) মধ্যে সমস্ত বিশেষ পদার্থই প্রোত অর্থাৎ অনুস্যূত রহিয়াছে। ৭—৮॥

অনুবাদ—পুণ্যঃ অর্থাৎ সুরভি—অবিকৃত গন্ধ,—ইহাই পৃথিবীতন্মাত্র নামে প্রসিদ্ধ পৃথিবী-সামান্য। তদ্রূপে আমি পৃথিবী মধ্যে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছি। রসাদিরও পুণ্যত্ব সমুচ্চিত করিবার জন্য অর্থাৎ 'পুণ্য' এই পদটীকে রসাদিরও বিশেষণ রূপে ধরিবার নিমিত্ত "পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ" এই স্থলে 'চ' শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে।১ এস্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এগুলি স্বভাবতঃই পুণ্য এবং অবিকৃত; কিন্তু প্রাণিগণের অধর্ম্মবিশেষেই ঐগুলি অপুণ্যত্বাদিভাবাপন্ন হয়; পরন্তু উহারা স্বভাবতঃ ঐরূপ নহে।২ **বিভাবসৌ**=অগ্নিতে যে তেজঃ অর্থাৎ সমস্ত বস্তুর দাহ ও প্রকাশ করিবার সামর্থ্য আছে যাহাতে উষ্ণ স্পর্শ এবং শুক্ল ও ভাস্বর রূপ রহিয়াছে আমিই সেই পুণ্য তেজঃ

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্
বুদ্ধির্ব্দ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥ ১০

হে পার্থ! মাং সর্ব্বভূতানাং সনাতনং বীজং বিদ্ধি অহং বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ, তেজস্বিনাং তেজঃ অস্মি অর্থাৎ হে ধনঞ্জয়! আমাকে সর্ব্বভূতের সনাতন বীজ জানিও। আমিই বুদ্ধিমান্দিগের বুদ্ধি এবং তেজস্বিগণের তেজ ॥১০

সহিতং সিতভাস্বরং রূপং পুণ্যম্ তদহমস্মি।৩ চকারাদ্‌যো বায়ৌ পুণ্যঃ উষ্ণস্পর্শাতুরাণামাপ্যায়কঃ শীতস্পর্শঃ সোঽপ্যহমিতি দ্রষ্টব্যম্।৪ "সর্ব্বভূতেষু" সর্ব্বেষু প্রাণিষু-"জীবনং" প্রাণধারণমায়ুরহমস্মি; তদ্রূপে ময়ি সর্ব্বে প্রাণিনঃ প্রোতা ইত্যর্থঃ।৫ "তপস্বিষু" নিত্যং তপোযুক্তেষু বানপ্রস্থাদিষু যৎ তপঃ শীতোষ্ণক্ষুৎপিপাসাদিদ্বন্দ্বসহনসামর্থ্যরূপং তদহমস্মি, তদ্রূপে ময়ি তপস্বিনঃ প্রোতাঃ, বিশেষণাভাবে বিশিষ্টাভাবাৎ।৬ তপশ্চেতি চকারেণ চিত্তৈকাগ্র্যমান্তরং জিহ্বোপস্থাদিনিগ্রহলক্ষণং বাহ্যঞ্চ সর্ব্বং তপঃ সমুচ্চীয়তে ॥৭—৯॥

সর্ব্বাণি ভূতানি স্বস্ববীজেষু প্রোতানি, নতু ত্বয়ীতি চেন্নেত্যাহ—। যৎ "সর্ব্বভূতানাং" স্থাবরজঙ্গমানামেকং "বীজং" কারণং "সনাতনং" নিত্যং বীজান্তরানপেক্ষম্,

হইতেছি।৩ "তেজশ্চাস্মি" এই স্থলে 'চ' এই শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় ইহাও বুঝাইতেছে যে, উষ্ণস্পর্শক্লিষ্ট অর্থাৎ গ্রীষ্মসন্তপ্ত জীবের আপ্যায়ক (প্রীতিদায়ক) যে পবিত্র শীতল স্পর্শ বায়ুতে রহিয়াছে তাহাও আমিই হইতেছি।৪ **সর্ব্বভূতেষু**=সকল প্রাণীর মধ্যে আমি **জীবনম্**=প্রাণধারণ বা আয়ুঃ হইতেছি অর্থাৎ আয়ুঃস্বরূপ আমাতেই সমস্ত জীবগণ প্রোত রহিয়াছে।৫ আর **তপস্বিষু**=তপস্বিগণের মধ্যে অর্থাৎ যাহারা নিয়ত তপোযুক্ত তাদৃশ বানপ্রস্থাদিতে শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি দ্বন্দ্ব সহিবার সামর্থ্য রূপ যে তপঃ তাহাও আমিই হইতেছি, অর্থাৎ তদ্রূপাপন্ন অর্থাৎ তপঃস্বরূপাপন্ন আমাতেই সমস্ত তপস্বিগণ অনুস্যূত রহিয়াছে; কারণ বিশেষণের অভাব হইলে আর বিশিষ্টও থাকিতে পারে না।৬ [তাৎপর্য্য এই যে, তপঃপরায়ণ বলিয়া সেই সমস্ত ব্যক্তিরা তপস্বী; সুতরাং 'তপঃ' হইতেছে তাহাদের বিশেষণ। আবার আমিই সেই তপঃস্বরূপ হইতেছি। এই কারণে আমি যদি তদ্রূপাপন্ন না থাকি তাহা হইলে তপস্বীরাও থাকিতে পারে না। কাজেই তপস্বিগণ আমাতে অনুস্যূত রহিয়াছে।]৬ "তপশ্চাস্মি" এই স্থলে 'চ' শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় চিত্তের একাগ্রতারূপ আন্তর তপস্যা এবং জিহ্বা ও উপস্থ আদির নিগ্রহ অর্থাৎ সংযমরূপ যে বাহ্য তপঃ তাহাও সমুচ্চিত অর্থাৎ গৃহীত হইয়াছে।৭—৯॥

অনুবাদ—আচ্ছা, সমস্ত ভূতবর্গ স্ব স্ব বীজেই ত অনুস্যূত থাকে, তোমাতে ত তাহারা অনুস্যূত নহে? এরূপ বলা চলে না, কারণ,—হে পার্থ! **সর্ব্বভূতানাম্**=স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতবর্গের **বীজম্**=যে একমাত্র বীজ অর্থাৎ কারণ যাহা **সনাতনম্**=সনাতন অর্থাৎ নিত্য বীজান্তরানপেক্ষ (অন্য কোন বীজের সাপেক্ষ নহে অর্থাৎ অন্য কোন বীজ হইতে যাহা উৎপন্ন হয় না), যাহা কিন্তু প্রত্যেক কার্য্য ব্যক্তিতে ভিন্ন নহে কিংবা অনিত্যও নহে সেই যে

বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১ ॥

হে ভরতর্ষভ! অহং বলবতাং কামরাগবিবর্জ্জিতং বলং অস্মি; ভূতেষু ধর্ম্মাবিরুদ্ধঃ কামঃ অস্মি অর্থাৎ হে ভরতশ্রেষ্ঠ। আমিই বলবান্ দিগের কামরাগবর্জ্জিত বল এবং সমস্ত প্রাণিগণের ধর্ম্মের অবিরোধী কামও আমি॥১১

ন তু প্রতিব্যক্তি ভিন্নমনিত্যং বা তদব্যাকৃতাখ্যং সর্ব্ববীজং মামেব বিদ্ধি, ন তু মদ্ভিন্নং হে পার্থ! অতো যুক্তমেকস্মিন্নেব ময়ি সর্ব্ববীজে প্রোতত্বং সর্ব্বেষামিত্যর্থঃ।১ কিঞ্চ "বুদ্ধি"স্তত্ত্বাতত্ত্ববিবেকসামর্থ্যং তাদৃশবুদ্ধিমতামহমস্মি, বুদ্ধিরূপে ময়ি বুদ্ধিমন্তঃ প্রোতাঃ, বিশেষণাভাবে বিশিষ্টাভাবস্যোক্তত্বাৎ।২ তথা "তেজঃ" প্রাগল্ভ্যং পরাভিভবসামর্থ্যং পরৈশ্চানভিভাব্যত্বং "তেজস্বিনাং" তথাবিধপ্রাগল্ভ্যযুক্তানাং যত্তদহমস্মি, তেজোরূপে ময়ি তেজস্বিনঃ প্রোতা ইত্যর্থঃ॥৩—১০॥

অপ্রাপ্তো বিষয়ঃ প্রাপ্তিকারণাভাবেঽপি প্রাপ্যতামিত্যাকারশ্চিত্তবৃত্তিবিশেষঃ কামঃ, প্রাপ্তো বিষয়ঃ ক্ষয়কারণে সত্যপি ন ক্ষীয়তামিত্যেবমাকারশ্চিত্তবৃত্তিবিশেষো রঞ্জনাত্মা রাগঃ; তাভ্যাং বিশেষেণ বর্জ্জিতং—সর্ব্বথা তদকারণং রজস্তমোবিরহিতং যৎ স্বধর্ম্মানুষ্ঠানায় দেহেন্দ্রিয়াদিধারণসামর্থ্যং সাত্ত্বিকং বলং বলবতাং তাদৃশসাত্ত্বিকবল-

অব্যাকৃত নামক সমস্ত পদার্থের বীজ তাহা **মাং বিদ্ধি**=আমাকেই জানিবে অর্থাৎ আমিই সেই বীজ হইতেছি, তাহা আমা হইতে ভিন্ন নহে। সুতরাং সকলের বীজস্বরূপ একমাত্র আমাতেই সমস্ত যে প্রোত রহিয়াছে বলা হইয়াছে তাহা সঙ্গতই বটে।১ অধিক কি **বুদ্ধিঃ**=বুদ্ধি অর্থাৎ তত্ত্ব ও অতত্ত্বের বিবেক (পার্থক্য নির্দ্ধারণ) করিবার শক্তি; তাদৃশ বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের যে তাদৃশী বুদ্ধি তাহাও আমিই হইতেছি।—অর্থাৎ বুদ্ধিস্বরূপ আমাতেই সমস্ত বুদ্ধিমৎ পদার্থ প্রোত রহিয়াছে। কারণ বিশেষণের অভাব হইলে যে বিশেষ্যেরও অভাব হয় তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অর্থাৎ আমি বুদ্ধিস্বরূপ হইয়া আছি বলিয়াই তাহারা বুদ্ধিমান্, তাহা না হইলে তাহাদের বুদ্ধিমত্তাই থাকিতে পারে না।২ আর **তেজঃ**=তেজ অর্থ প্রগল্ভতা—অর্থাৎ পরকে অভিভূত করিবার সামর্থ্য এবং পরের দ্বারা অভিভূত না হইবার শক্তি; তেজস্বিগণের অর্থাৎ ঐ প্রকার প্রগল্ভতাশালী ব্যক্তিগণের ঐ প্রকার যে তেজঃ তাহাও আমিই হইতেছি। তেজঃস্বরূপ আমাতেই সমস্ত তেজস্বিগণ অনুস্যূত রহিয়াছে, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।৩—১০॥

অনুবাদ—পাইবার কারণ না থাকিলেও 'অপ্রাপ্ত বিষয়টী যেন আমি পাইতে পাই' এইপ্রকারের যে চিত্তবৃত্তি বিশেষ তাহার নাম কাম। ক্ষয় হইবার কারণ বর্ত্তমান থাকিতেও 'প্রাপ্ত বস্তটীর যেন ক্ষয় না হয়' এই প্রকার যে রঞ্জনাত্মক অর্থাৎ চিত্তরঞ্জক, মনোহর চিত্তবৃত্তিবিশেষ তাহার নাম রাগ। এই কাম ও রাগের দ্বারা বিশেষভাবে বর্জ্জিত অর্থাৎ যাহা তাদৃশ কাম ও রাগের কারণ নহে তাদৃশ রজঃ ও তমঃশূন্য যে সাত্ত্বিক বল—যাহা স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত দেহ ও ইন্দ্রিয় আদি ধারণ করিবার সামর্থ্য, যাহা **বলবতাম্**=বলবান ব্যক্তিগণের অর্থাৎ সংসার পরাঙ্মুখ তাদৃশ সাত্ত্বিক বলশালী ব্যক্তিগণের

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২ ॥

যে চ এব সাত্ত্বিকাঃ ভাবাঃ রাজসাঃ তামসাঃ তান্ সর্ব্বান মত্তঃ এব ইতি বিদ্ধি তেষু অহং ন তে ময়ি তু (বর্ত্তন্তে) অর্থাৎ যে যে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব জীবগণের কর্ম্মবশে উৎপন্ন হয়, তৎসমস্ত আমা হইতেই সমুদ্ভূত ; কিন্তু আমি তত্তাবতে অবস্থিত নহি পরন্তু তাহারাই আমাতে অবস্থিত আছে ॥১২

যুক্তানাং সংসারপরাঙ্মুখাণাং, তদহমস্মি,—তদ্রূপে ময়ি বলবন্তঃ প্রোতা ইত্যর্থঃ।১ চ-শব্দস্তুশব্দার্থে ভিন্নক্রমঃ। কামরাগবিবর্জ্জিতমেব বলং মদ্রূপত্বেন ধ্যেয়ম্, নতু সংসারিণাং কামরাগকারণং বলমিত্যর্থঃ। ক্রোধার্থো বা রাগশব্দো ব্যাখ্যেয়ঃ।২ ধর্ম্মো ধর্ম্মশাস্ত্রং তেনাবিরুদ্ধোঽপ্রতিষিদ্ধো ধর্ম্মানুকূলো বা, যো ভূতেষু প্রাণিষু "কামঃ" শাস্ত্রানুমতজায়াপুত্রবিত্তাদিবিষয়োঽভিলাষঃ সোঽহমস্মি। হে ভরতর্ষভ! শাস্ত্রাবিরুদ্ধ-কামভূতে ময়ি তথাবিধকামযুক্তানাং ভূতানাং প্রোতত্বমিত্যর্থঃ ॥৩—১১॥

কিমেবং পরিগণনেন—"যে চান্যে"ঽপি "ভাবা"শ্চিত্তপরিণামাঃ "সাত্ত্বিকাঃ" শমদমাদয়ঃ, যে চ "রাজসা" হর্ষদর্পাদয়ঃ, যে চ "তামসাঃ" শোকমোহাদয়ঃ, প্রাণিনাম-

ঐ প্রকার যে বল, তাহাও আমিই হইতেছি। অর্থাৎ ঐরূপে অবস্থিত আমাতেই বলবান্ ব্যক্তিগণ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।১ এস্থলে 'চ' শব্দটীর ক্রমভঙ্গ করিয়া যোজনা করিতে হইবে এবং ইহা 'তু' শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে অর্থাৎ ইহার অর্থ 'কিন্তু'। কামরাগ বিরহিত যে বল তাহাই আমার রূপ বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে, কিন্তু সংসারিক জীবগণের কামনার ও আসক্তির কারণস্বরূপ যে বল তাহা আমার বিভূতিরূপে ধ্যেয় নহে, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। অথবা 'রাগ' শব্দটী ক্রোধার্থক করিয়াও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে অর্থাৎ কামনা ও ক্রোধশূন্য যে বল তাহাই আমার স্বরূপ।২৪ ধর্ম্ম বলিতে এখানে ধর্ম্মশাস্ত্র; সেই ধর্ম্মশাস্ত্রের অবিরুদ্ধ অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্রের অপ্রতিষিদ্ধ অথবা ধর্ম্মের অনুকূল ভূতগণের, প্রাণিবর্গের যে কাম অর্থাৎ শাস্ত্রানুমোদিতভাবে স্ত্রী, পুত্র এবং বিত্ত প্রভৃতি বিষয়ে অভিলাষ, হে ভরতকুলধুরন্ধর! তাহাও আমিই হইতেছি।—শাস্ত্রের অবিরুদ্ধ যে কাম সেই কামস্বরূপ আমাতে সেই প্রকারের কামনাযুক্ত জীবনিকায় অনুস্যূত রহিয়াছে, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।৩—১১॥

ভাবপ্রকাশ—কেমন করিয়া সর্ব্বভূত তাঁহার মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে—তাহাই এই কয়টী শ্লোকে শ্রীভগবান্ বিশদ করিয়া বলিতেছেন। যে বস্তুর যাহা সার এবং যাহা আলম্বন তৎসমুদায়ই যে শ্রীভগবান্ স্বয়ং তাহাই দেখাইতেছেন; জলের রস, সূর্য্যচন্দ্রের জ্যোতিঃ, বেদের ওঙ্কার, আকাশের শব্দ, মানুষের পৌরুষ, পৃথিবীর গন্ধ, সূর্য্যের তেজ, ভূতবর্গের জীবনীশক্তি, তপস্বিগণের তপঃশক্তি ইত্যাদি সবই শ্রীভগবান্। তিনি ক্ষণকালও এই জগৎকে ছাড়িয়া নাই, তাঁহারই শক্তি দ্বারা এই জগৎ বিধৃত। তাঁহাতেই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়। তিনি ভিন্ন জগতের অন্য কারণ, অন্য আধার, অন্য আশ্রয় নাই।৮—১১

অনুবাদ—এই প্রকারে পরিগণনার আবশ্যকতা কি অর্থাৎ এইভাবে প্রত্যেকটী পৃথক্‌ভাবে নির্দ্দেশ করিবার দরকার কি?—অল্প কথায় বলিতে গেলে অন্যান্য যে সমস্ত ভাব অর্থাৎ চিত্তপরিণাম আছে

বিদ্যাকর্ম্মাদিবশাজ্জায়ন্তে, তান্ মত্ত এব জায়মানানিতি "অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভব" ইত্যাদ্যুক্তপ্রকারেণ বিদ্ধি সমস্তানেব।১ অথবা সাত্ত্বিকা রাজসাস্তামসাশ্চ ভাবাঃ সর্ব্বেঽপি জড়বর্গা ব্যাখ্যেয়াঃ বিশেষহেত্বভাবাৎ। এবকারশ্চ সমস্তাবধারণার্থঃ।২ এবমপি "ন ত্বহং তেষু", মত্তো জাতত্বেঽপি তদ্বশস্তদ্বিকাররূষিতো রজ্জুখণ্ড ইব কল্পিত-সর্পবিকাররূষিতোঽহং ন ভবামি সংসারীব। তে তু ভাবা ময়ি রজ্জামিব সর্পাদয়ঃ কল্পিতা মদধীনসত্তাস্ফূর্ত্তিকা মদধীনা ইত্যর্থঃ॥৩—১২॥

অর্থাৎ শম, দম প্রভৃতি যে সমস্ত সাত্ত্বিকভাব অথবা হর্ষ, দর্প প্রভৃতি যে সমস্ত রাজস ভাব কিংবা শোক, মোহ প্রভৃতি যে সমস্ত তামস ভাব আছে যেগুলি প্রাণিগণের মধ্যে অবিদ্যা এবং কর্ম্মাদি হইতে উৎপন্ন হয় সেই সমস্তগুলিই,—আমিই সমস্ত জগতের প্রভব উৎপত্তির (হেতু) ইত্যাদিরূপে যাহা বলা হইয়াছে সেই প্রকারে—আমা হইতেই উৎপন্ন হয় বলিয়া জানিও।১ অথবা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক **ভাব** অর্থাৎ সমুদায় জড়বর্গ, এইরূপেও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে কেন না সাত্ত্বিকাদি পদের শমদমাদিরূপ বিশেষ বিশেষ অর্থে ব্যাখ্যা করিবার কোন হেতু নাই ;—অর্থাৎ সামান্যার্থে ব্যাখ্যা করিলেও যখন ঐগুলিও অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায় তখন আর মাত্র ঐ শমাদিগুলিই সাত্ত্বিকাদি পদের অর্থ, এরূপ বলিবার প্রয়োজন নাই। আর **'এব'** শব্দটী সমস্তগুলিরই অবধারণ করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে অর্থাৎ সবগুলিই আমা থেকে উৎপন্ন, কেহ বাদ নাই—এই প্রকার অবধারণ (নিশ্চয়) 'এব' কারের অর্থ।২ কিন্তু এই প্রকার হইলেও অর্থাৎ সবগুলি আমা থেকে উৎপন্ন এবং আমাতে অবস্থিত হইলেও **নচাহং তেষু**—আমি তাহাদের মধ্যে অবস্থিত নহি অর্থাৎ সেইগুলি আমার অবস্থিতির হেতু নহে। কল্পিত সর্পই যেমন রজ্জুখণ্ডে থাকে, রজ্জুটী কিন্তু সর্পে থাকে না সেইরূপ সমস্ত প্রপঞ্চ আমা হইতে উৎপন্ন হইলেও আমি সংসারীর ন্যায় তাহাদের অধীন নহি অথবা তাহাদের বিকারের ন্যায় তন্মধ্যগত হই না। পক্ষান্তরে কল্পিত সর্প যেমন রজ্জুতে প্রতিষ্ঠিত এবং রজ্জুর সত্তায় ও স্ফুরণে প্রকাশশীল বলিয়া প্রতীত হয় সেইরূপ সেই সমুদয় পদার্থগুলিই আমার সত্তা ও স্ফুরণের অধীন হইয়া সৎ বলিয়া এবং স্ফুরণশীল বলিয়া প্রকাশ পায় ; কাজেই সেইগুলিই আমার অধীন কিন্তু আমি তাহাদের অধীন নহি, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।৩—১২

ভাবপ্রকাশ—৮ম হইতে ১১শ শ্লোক পর্য্যন্ত শ্রীভগবান্ সাত্ত্বিক ভাবগুলির উল্লেখ করিয়া তিনিই যে ঐ সকল সাত্ত্বিকভাব তাহা বলিয়াছেন। "আমি পৃথিবীর পুণ্য গন্ধ', 'আমি কামরাগ-বিবর্জ্জিত বল', 'আমি ধর্ম্মাবিরুদ্ধ কাম' ইত্যাদি কয়েকটী স্থলে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে তিনি সাত্ত্বিক ভাবমূর্ত্তি। এই উক্তি হইতে সন্দেহ হইতে পারে যে রাজস ও তামস ভাবগুলি তাহা হইলে শ্রীভগবান্ হইতে উদ্ভূত নহে তাহারা অন্য কারণ হইতে জাত ; তাহা হইলে শ্রীভগবান্ই যে সর্ব্ব-কারণকারণ, নিখিল জগতের প্রভব অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান—এই উক্তির সহিত বিরোধ হয়। তাই শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস সবই তাহা হইতে উদ্ভূত। তিনি ভিন্ন রাজস ও তামস ভাবেরও অন্য কারণ নাই। তাহা হইলে পূর্ব্ব শ্লোকগুলির সহিত বিরোধের আশঙ্কা পরিহার করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন—'তে ময়ি ন তু অহং তেষু'—তাহারা আমা হইতে জাত, আমাতেই

ত্রিভিগু´ণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

এভিঃ গুণময়ৈঃ ত্রিভিঃ ভাবৈঃ মোহিতম্ ইদং সর্ব্বং জগৎ এভ্যঃ পরম্ অব্যয়ং মাং ন অভিজানাতি অর্থাৎ এই ত্রিবিধ গুণময় ভাব দ্বারা মোহিত এই সমস্ত জগৎ আমাকে এই সকলের অতীত বলিয়া জানে না॥১৩

তব পরমেশ্বরস্য স্বাতন্ত্র্যে নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবত্বে চ সতি কুতো জগতস্ত্বদাত্মকস্য সংসারিত্বং ?—এবংবিধমৎস্বরূপাপরিজ্ঞানাদিতি চেৎ তদেব কুতঃ—?—ইত্যত আহ ত্রিভিরিতি।১ "এভিঃ" প্রাগুক্তৈ"স্ত্রিভি"স্ত্রিবিধৈ"গু´ণময়ৈঃ" সত্ত্বরজস্তমোগুণবিকারৈ "র্ভাবৈঃ" সর্ব্বৈরপি ভবনধর্ম্মিভিঃ "সর্ব্বমিদং জগৎ" প্রাণিজাতং "মোহিতং" বিবেকা-যোগ্যত্বমাপাদিতং সৎ"এভ্যো" গুণময়েভ্যো ভাবেভ্যঃ "পরম্" এষাং কল্পনাধিষ্ঠান মত্যন্তবিলক্ষণ"মব্যয়ং" সর্ব্ব-বিক্রিয়াশূন্যমপ্রপঞ্চমানন্দঘনমাত্মপ্রকাশমব্যবহিতমপি

অবস্থিত কিন্তু আমি তাহাদের মধ্যে নাই। আমি অধিষ্ঠান সত্তা, তাহাদের কল্পিত অর্থাৎ আরোপিত সত্তা। আমি কারন বটে কিন্তু আমি বিবর্ত্তকারণ। আমি না থাকিলে তাহারা থাকে না—ইহা সত্য—কিন্তু তাহারা না থাকিলেও আমি থাকি। পারমার্থিক দিক্ দিয়া দেখিলে আমার সহিত সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক সকল ভাবগুলির সহিত একই আধ্যাসিক সম্বন্ধ—অর্থাৎ আমি তাহাদের আশ্রয়, আমি তাহাদের আশ্রিত নহি। কিন্তু সাধনের দিক্ দিয়া দেখিলে সাত্ত্বিক ভাবগুলি আশ্রয় করিয়া আমাকে পাওয়া যায়. সাত্ত্বিক ভাবগুলির সহিত আমার একটু ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে ; তাহাই বলিবার জন্য রাজস তামসভাব বাদ দিয়া কেবল সাত্ত্বিক ভাবের উল্লেখ ৮ম হইতে ১১শ শ্লোক পর্য্যন্ত বলিয়াছি। কিন্তু পাছে ইহাতে তোমার ভুল ধারণা হয় যে তাহা হইলে রাজস তামস ভাব বুঝি আমার বাহিরে তাই বলিতেছি যে সকল ভাবই আমা হইতে জাত—আমিই তাহাদের একমাত্র আশ্রয় কিন্তু তাহারা আমার আশ্রয় নহে।১২

অনুবাদ—আচ্ছা, তুমিত পরমেশ্বর ; তুমি যখন স্বতন্ত্র এবং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব তখন জগৎ তোমার স্বরূপ হইয়াও কেন সংসারী অর্থাৎ অজ্ঞ জননমরণশীল হইল ? আমার এতাদৃশ স্বরূপ অবগত না হইবার জন্যই জগৎ সংসারী হইয়াছে—এইরূপ যদি উত্তর বল তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি তাহাই বা হইল কেন অর্থাৎ জগৎ তোমার স্বরূপ জানিল না কেন ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—।১ **এভিঃ**=এই পূর্ব্বোক্ত **ত্রিভিঃ**=ত্রিবিধ **গুণময়ৈঃ**=গুণময় অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বিকার স্বরূপ **ভাবৈঃ**=ভাব নিচয়ের দ্বারা অর্থাৎ ভবনধর্ম্মা (উৎপত্তিশীল) পদার্থ রাশিতে **সর্ব্বমিদং জগৎ**=এই সমগ্র জগৎ জীববর্গ **মোহিতং**=মোহিত অর্থাৎ বিবেকের অযোগ্যত্ব প্রাপিত হইয়া অর্থাৎ সৎ ও অসতের পার্থক্য নির্দ্ধারণ করিবার অযোগ্য হইয়া রহিয়াছে। এই কারণে ইহারা **এভ্যঃ**=এই সমস্ত গুণময় পদার্থ হইতে যাহা **পরম্**=পর অর্থাৎ ইহাদের ভ্রমকল্পিতত্বের যাহা অধিষ্ঠান এবং যাহা ইহাদিগর হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ,—বিপরীতস্বরূপ সেই **অব্যয়ম্**= সর্ব্বপ্রকারবিক্রিয়াবিরহিত, অপ্রপঞ্চ, আনন্দস্বরূপ, স্বয়ম্প্রকাশ অব্যবহিত অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪ ॥

এষা গুণময়ী দৈবী মম মায়া হি দুরত্যয়া যে মামেব প্রপদ্যন্তে তে এতাং মায়াং তরন্তি অর্থাৎ এই সত্বাদি ত্রিগুণময়ী আমার এই মায়া নিশ্চয় দুস্তরা; যাঁহারা আমারই শরণাপন্ন হইয়া ভজনা করেন, সেই মহাত্মারাই এই সুদুস্তর মায়া অতিক্রম করিতে পারেন ॥১৪

স্বরূপাপরিচয়াৎ সংসরতীবেত্যহো দৌর্ভাগ্যমবিবেকিজনস্যেত্যনুক্রোশং দর্শয়তি ভগবান্ ॥২—১৩॥

ননু যথোক্তানাদিসিদ্ধমায়াগুণত্রয়বদ্ধস্য জগতঃ স্বাতন্ত্র্যাভাবেন তৎপরিবর্জ্জনা-সামর্থ্যান্ন কদাচিদপি মায়াতিক্রমঃ স্যাদ্বস্তুবিবেকাসামর্থ্যহেতোঃ সদাতনত্বাদিত্যাশঙ্ক্য ভগবদেকশরণতয়া তত্ত্বজ্ঞানদ্বারেণ মায়াতিক্রমঃ সম্ভবতীত্যাহ দৈবীতি।১ "একো-দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ" (শ্বেতাঃ উঃ ৬।:২) ইত্যাদিশ্রুতিপ্রতিপাদিতে

আন্তর ও অন্তরঙ্গতম **মাম্**=আমাকে (পরমাত্মা ঈশ্বরকে) **নাভিজানাতি**=জানিতে পারে না। আর সেই কারণে স্বরূপ পরিচয় না থাকার জন্যই জীবগণ সংসরণ করিতেছে—গতাগতি লাভ করিতেছে—হায় অবিবেকী ব্যক্তির কি দুর্ভাগ্য! এই প্রকারে ভগবান্ অনুক্রোশ দেখাইতেছেন অর্থাৎ বিলাপ করিতেছেন।২—১৩॥

ভাবপ্রকাশ—সত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণের দ্বারা জগতের সবই মোহিত। ত্রিগুণ হইতেই জগতের উৎপত্তি, তাই জাগতিক যাহা কিছু কেহই ত্রিগুণের পারে অবস্থিত ত্রিগুণাতীত তত্ত্ব আমাকে জানিতে পারে না।১৩

অনুবাদ—পূর্ব্বে যে ত্রিগুণের কথা বলা হইল অনাদিসিদ্ধমায়ার সেই গুণত্রয়ে এই জগৎ বদ্ধ রহিয়াছে; এই কারণে জগতের স্বতন্ত্রতা না থাকায় উহার সেই ত্রিগুণকেও পরিত্যাগ করিবারও সামর্থ্য নাই। সুতরাং জগৎ কখনও মায়াকে অতিক্রম করিতে পারিবে না, যেহেতু বস্তুর বিবেক (পার্থক্য) অবধারণ করিতে না পারার যাহা হেতু তাহা সদাতন রহিয়াছে অর্থাৎ যে মায়াবশে সৎ ও অসতের পার্থক্য অবধারণ করিতে পারা যায় না তাহাই যখন সর্ব্বদা অক্ষুণ্ণভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে তখন কিরূপে সেই মায়ার কবল হইতে অব্যাহতি লাভ করা যাইতে পারে? এইরূপ শঙ্কা হইলে পর তাহার পরিহার কল্পে ভগবান্ বলিতেছেন—মায়া অতিক্রম করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে একমাত্র ভগবান্কে আশ্রয় করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা। ইহাতেই মায়া অতিক্রম করা সম্ভব; তাহাই বলিতেছেন—১ আমার দৈবী গুণময়ী এই মায়া দুরতিক্রমণীয়া।—ইহা **দৈবী** অর্থাৎ "সর্ব্বজীবে এক—অদ্বিতীয় দেব (দ্যোতনস্বভাব) স্বয়ম্প্রকাশ পদার্থ গূঢ় (অবিদ্যাপ্রচ্ছন্ন) রহিয়াছেন" ইত্যাদি শ্রুতি যাঁহার স্বরূপ প্রতিপাদন করিতেছেন, স্বতঃ দ্যোতনবান্ নির্ব্বিভাগ স্বপ্রকাশ চৈতন্য ও আনন্দস্বরূপ সেই যে দেব তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এবং তাঁহাকেই বিষয় করিয়া ইহা (মায়া, অবিদ্যা) কল্পিত হইয়া থাকে;—এই কারণে ইহাকে 'দৈবী' বলা হইয়াছে।

স্বতোদ্যোতনবতি দেবে স্বপ্রকাশচৈতন্যানন্দে নির্ব্বিভাগে তদাশ্রয়তয়া তদ্বিষয়তয়া চ কল্পিতা "আশ্রয়ত্ববিষয়ত্বভাগিনী নির্ব্বিভাগচিতিরেব কেবলে"ত্যুক্তেঃ (সং শাঃ ১।৩১৯)।২ "এষা" সাক্ষিপ্রত্যক্ষত্বেনাপলাপানর্হা, হিশব্দাৎ ভ্রমোপাদানত্বাদর্থাপত্তিসিদ্ধা চ—।৩ গুণময়ী সত্ত্বরজস্তমোগুণত্রয়াত্মিকা ত্রিগুণরজ্জুরিবাতিদৃঢ়ত্বেন বন্ধনহেতুঃ, "মম" মায়াবিনঃ পরমেশ্বরস্য সর্ব্বজগৎকারণস্য সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বশক্তেঃ স্বভূতা স্বাধীনত্বেন জগৎস্থষ্ট্যাদিনির্ব্বাহিকা, "মায়া" তত্ত্বপ্রতিভাসপ্রতিবন্ধেনাতত্ত্বপ্রতিভাসহেতুরাবরণবিক্ষেপশক্তিদ্বয়বত্যবিদ্যা সর্ব্বপ্রপঞ্চপ্রকৃতিঃ, "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্" (শ্বেতাঃ উঃ ৪।১৯) ইতিশ্রুতেঃ।৪ অত্রৈবং প্রক্রিয়া—জীবেশ্বর-

(সেই এক দেবই যে এই মায়ার আশ্রয় এবং বিষয় তাহা সংক্ষেপশারীরক নামক গ্রন্থের) "কেবল (অদ্বিতীয়) নির্ব্বিভাগ (জীব ও ঈশ্বর এই প্রকার বিভাগবিরহিত) যে (শুদ্ধ) চৈতন্য তাহাই অজ্ঞানের আশ্রয়ত্ব ও বিষয়ত্বপ্রাপ্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহাই অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয় হইয়া থাকে"—এই প্রকার উক্তি হইতে প্রমাণিত হয়।২ 'এষা' এইরূপ বলায় ইহাই বুঝাইতেছে যে, ইহা সাক্ষিচৈতন্যের প্রত্যক্ষ দ্বারা সকলেরই অনুভব সিদ্ধ; কাজেই ইহার অপলাপ করা চলে না অর্থাৎ 'ইহা নাই' এরূপ বলা যায় না। (দৈবী হ্যেষা—হি এষা) এস্থলে 'হি' শব্দটার প্রয়োগ থাকায় ইহাই বুঝাইতেছে যে ইহা, ভ্রমের উপাদান কারণ বলিয়া 'অর্থাপত্তি' নামক প্রমাণের দ্বারাও সিদ্ধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ এই যে চিদাশ্রয়া চিদ্বিষয়া মায়া ইহা প্রত্যক্ষ এবং অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ।৩ আর ইহা **গুণময়ী** অর্থাৎ সত্ত্বঃ রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়াত্মিকা,—ত্রিগুণ (তিন তার) রজ্জু যেমন অত্যন্ত দৃঢ় হওয়ায় বন্ধনের অত্যন্ত উপযোগী ইহাও সেইরূপ (জীবের বন্ধনের অত্যন্ত উপযোগী) বুঝিতে হইবে। এই মায়া **মম**—আমার অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি সর্ব্বজগতের কারণ মায়াবী পরমেশ্বরের স্বভূত অর্থাৎ অধিকৃত বস্তুস্বরূপ এবং ইহা আমার স্বএর (নিজের) অর্থাৎ পরমেশ্বরের অধীন হওয়ায় জগৎসৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য নির্ব্বাহিকা। ইহা **মায়া** অর্থাৎ অবিদ্যা; কারণ, ইহা তত্ত্বপ্রতিভাসের (বস্তুর স্বরূপপ্রকাশের) প্রতিবন্ধ জন্মাইয়া অতত্ত্বপ্রতিভাসের (মিথ্যা জ্ঞানের) হেতু হইয়া থাকে। এইজন্য ইহার আবরণ ও বিক্ষেপ নামক দুইটী শক্তি আছে বলিয়া স্বীকার করা হয়। আর এইরূপেই ইহা নিখিল প্রপঞ্চের প্রকৃতি (কারণ) হইয়া থাকে। "মায়াকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে এবং মায়াবী যিনি অর্থাৎ ঐ মায়া যাঁহাকে আশ্রয় ও বিষয় করিয়া থাকে তাঁহাকেই মহেশ্বর বলিয়া বুঝিতে হইবে" ইত্যাদি শ্রুতিই উক্ত বিষয়ে প্রমাণ।৪ এস্থলে জীবেশ্বরাদি বিভাগের প্রক্রিয়াটী এইরূপ;—শুদ্ধ যে চৈতন্য তাহা জীব, ঈশ্বর ও জগৎ ইত্যাদি বিভাগ বিরহিত। অনাদি অবিদ্যা সেই শুদ্ধ চৈতন্যেই অধ্যস্তা—অর্থাৎ কল্পিত। স্বচ্ছ দর্পণ যেমন মুখাভাস (মুখের প্রতিবিম্ব)—অবস্তুভূত মুখ গ্রহণ করে সেইরূপ সেই যে অবিদ্যা তাহা ত্রিগুণাত্মিকা হইলেও তাহাতে সত্ত্বগুণেরই প্রাধান্য রহিয়াছে; এ কারণে তাহা স্বচ্ছ অর্থাৎ প্রতিবিম্ব গ্রহণের যোগ্য; তাহা শুদ্ধ চৈতন্যে অধ্যস্ত হইয়া চিদাভাস গ্রহণ করে অর্থাৎ

জগদ্বিভাগশূন্যে শুদ্ধে চৈতন্যেঽধ্যস্তানাদিরবিদ্যা সত্ত্বপ্রাধান্যেন স্বচ্ছদর্পণ ইব মুখাভাসং চিদাভাসমাগৃহ্লাতি।৫ ততশ্চ বিম্বস্থানীয়ঃ পরমেশ্বর উপাধিদোষানাস্কন্দিতঃ প্রতিবিম্ব-স্থানীয়শ্চ জীব উপাধিদোষাস্কন্দিতঃ।৬ ঈশ্বরাচ্চ জীবভোগায়াকাশাদিক্রমেণ শরীরেন্দ্রিয়সংঘাতস্তদ্ভোগ্যশ্চ কৃৎস্নঃ প্রপঞ্চো জায়ত ইতি কল্পনা ভবতি।৭ বিম্বপ্রতি-বিম্বমুখানুগতমুখবচ্চ ঈশজীবানুগতং মায়োপাধিচৈতন্যং সাক্ষীতি কল্প্যতে তেনৈব চ স্বাধ্যস্তা মায়া তৎকার্য্যঞ্চ কৃৎস্নং প্রকাশ্যতে; অতঃ সাক্ষ্যভিপ্রায়েণ দৈবীতি।

অবিদ্যা ও চিৎস্বরূপ হইয়া প্রকাশ পায়। (অবিদ্যা জড় হইলেও তাহা দর্পণগত সূর্য্যের ন্যায় যে চিৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হয় ইহাকেই চিদাভাস বা চিৎপ্রতিবিম্ব গ্রহণ বলা হয়)।৫ আর তাহা হইলে অবিদ্যাতে যে চিৎপ্রতিবিম্ব পড়ে সেই প্রতিবিম্বের যাহা বিম্ব তাঁহাকে পরমেশ্বর বলা হয়; তিনি অবিদ্যারূপ উপাধির দোষে কোনরূপে আস্কন্দিত (সম্পৃক্ত) হন না। আর সেই যে প্রতিবিম্ব তাহাকেই জীব বলা হয়; তাহা অবিদ্যারূপ উপাধির দোষে আস্কন্দিত (দূষিত) হইয়া থাকে।৬ [তাৎপর্য্য—দর্পণে যে মুখপ্রতিবিম্ব হয় দর্পণে যদি উচ্চাবচতা বা মলিনতাদি দোষ থাকে তাহা হইলে সেই দোষগুলি বিম্বস্বরূপ মুখে লাগে না—মুখ স্বচ্ছ অবিকৃতই থাকে, কিন্তু সেইগুলি প্রতিবিম্বেই আরোপিত হয়—মুখের দর্পণমধ্যস্থিত প্রতিবিম্বটীই উচ্চাবচ ভাব প্রাপ্ত হয়, মলিন হইয়া যায়। সেইরূপ সত্ত্বপ্রধান অবিদ্যায় যে চিৎপ্রতিবিম্ব পড়ে তথায় বিম্বভূত চৈতন্যে (যাহাকে ঈশ্বর বলা হয় তাহাতে) কোন দোষ পড়ে না কিন্তু প্রতিবিম্ব-স্থানীয় যে চৈতন্য বা চিদাভাস যাহাকে জীব বলা হয় তাহাই অবিদ্যাবৃত অবিদ্যার দোষে দূষিত হইয়া থাকে।]৬ আর জীবের ভোগের নিমিত্ত ঈশ্বর হইতে আকাশাদিক্রমে শরীরেন্দ্রিয় সঙ্ঘাত এবং সেই শরীরীর ভোগ্য নিখিল প্রপঞ্চ (বিশ্ব) উৎপন্ন হইয়া থাকে—এইরূপ কল্পনা করা হয়।৭ শুদ্ধমুখ যেমন মুখবিম্ব ও মুখপ্রতিম্বের মধ্যে অনুগত থাকে সেইরূপ ঈশ্বররূপ যে চিৎ-বিম্ব এবং জীবরূপ যে চিৎপ্রতিবিম্ব তাহাদের উভয়ের মধ্যে অনুগত মায়োপাধি (মায়ারূপ উপাধি বিশিষ্ট) যে চৈতন্য তাহাকে **সাক্ষী** বলিয়া কল্পনা করা হয়।* সেই সাক্ষি-চৈতন্যের দ্বারাই স্বাধ্যস্ত (তদুপরি কল্পিত) মায়া এবং সেই মায়ার অশেষবিধ (সর্ব্বপ্রকার) কার্য্য প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই কারণে ভগবান্ সাক্ষিচৈতন্যাশ্রিত মায়াকে লক্ষ্য করিয়া—'দৈবী' (দেবসম্বন্ধীয়)

---

* এস্থলে হয়ত এরূপ সন্দেহ হইতে পারে যে, স্বপ্রতিবিম্বযুক্তদর্পণসন্নিহিত মুখই যখন বিম্ব তখন ঐ বিম্বভূত মুখ এবং প্রতিবিম্বমুখ ছাড়া অতিরিক্ত মুখ আবার কোথায় যাহাকে উভয়ানুগত বলা হইয়াছে? ইহার উত্তরে বক্তব্য, বিম্ব এবং প্রতিবিম্ব এই দুইটীই সাপেক্ষশব্দ। কারণ, প্রতিবিম্ব না থাকিলে বিম্ব হইতে পারে না। এজন্য বিম্ব বলিলেই প্রতিবিম্বও বোধিত হয়। কিন্তু বিম্বপ্রতিবিম্বভাব না থাকিলেও মুখ থাকে; কারণ দর্পণ সরাইয়া লইলে প্রতিবিম্ব থাকে না বলিয়া প্রতিবিম্বসাপেক্ষ বিম্বও থাকে না; তখন কেবলমাত্র মুখ, বিম্বপ্রতিবিম্ব সম্বন্ধ বিরহিত মুখ শুদ্ধ মুখই থাকিয়া যায়। এই শুদ্ধমুখকেই বিম্বপ্রতিবিম্ব-উভয়ানুগত মুখ বলা হইয়াছে। এইরূপ অবিদ্যাপ্রতিবিম্বিত যে চৈতন্য—অবিদ্যায় যে চিৎপ্রতিবিম্ব, যাহাকে চিদাভাস বলা হয় তাহাই জীব; আর সেই প্রতিবিম্বের যাহা বিম্ব তাহা ঈশ্বর; আর শুদ্ধ মুখের ন্যায় উভয়ানুগত যে চৈতন্য তাহাই সাক্ষী। ইহা বিবরণাচার্য্যের মত।—"অবিদ্যায়াং চিদাভাসো জীবো বিম্বচিদীশ্বরঃ।"—মায়াসন্নিহিত মায়োপহিত বিম্বচৈতন্য ঈশ্বর, আর অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত চৈতন্য জীব। প্রতিবিম্ব বিম্ব হইতে অতিরিক্ত নহে। বিম্ব স্বরূপতঃ সত্য। উভয়ের যে ভেদ প্রতীত হয় তাহাই মাত্র কল্পিত। মুক্তিতে এই ভেদ তিরোহিত হইয়া বিম্বভাবাপত্তি হয়। ইহার নাম প্রতিবিম্ববাদ।

বিম্বেশ্বরাভিপ্রায়েণ তু মমেতি ভগবতোক্তম্।৮ যদ্যপ্যবিদ্যাপ্রতিবিম্ব এক এব জীবস্তথাপ্যবিদ্যাগতানামন্তঃকরণ-সংস্কারাণাং ভিন্নত্বাৎ তদ্ভেদেনান্তঃকরণোপাধেস্তস্যাত্র ভেদব্যপদেশঃ "মামেব যে প্রপদ্যন্তে" দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ ন প্রপদ্যন্তে "চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মা"মিত্যাদিঃ। শ্রুতৌ চ "তদ্‌যো যো দেবানাং প্রত্যবুদ্ধ্যত স এব তদভবৎ তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণাম্" (বৃহদাঃ উঃ ১।৪।১০) ইত্যাদিঃ।৯ অন্তঃকরণোপাধিভেদ-পর্য্যালোচনে তু জীবত্বপ্রয়োজকোপাধেরেকত্বাদেকত্বেনৈবাত্র ব্যপদেশঃ—"ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু", "প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি", "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" ইত্যাদিঃ। শ্রুতৌ চ, "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মীতি, তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবৎ", (বৃহদাঃ উঃ ১।৪।১০) "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ", "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য, (ছাঃ উঃ ৬।৩।২)" "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।

এইরূপ বিশেষণ বলিয়াছেন অর্থাৎ 'দৈবী' এস্থলে 'দেব' পদে সাক্ষিচৈতন্য অভিহিত হইয়াছে; আর বিম্ব-ঈশ্বর-সম্বন্ধ মায়াকে লক্ষ্য করিয়া "মম"—'আমার' এইরূপ বিশেষণ দিয়াছেন অর্থাৎ 'মম' এস্থলে 'অস্মদ্' শব্দের দ্বারা পরমেশ্বর বোধিত হইয়াছে।৮ আর যদিও অবিদ্যাপ্রতিবিম্ব জীব একটীই মাত্র, অর্থাৎ এক জীববাদ অনুসারে বস্তুগত্যা যদিও জীব এক ছাড়া অনেক নহে তথাপি অবিদ্যাজনিত অন্তঃকরণসংস্কার সকল ভিন্ন ভিন্ন; এই কারণে অন্তঃকরণরূপ উপাধিরও ভেদ আছে; এই কারণে এস্থলে (গীতা মধ্যে)- "যাহারা কেবলমাত্র আমাকে আশ্রয় করে"; "দুষ্কর্ম্মাধিকৃত মোহপ্রতিহত ব্যক্তিগণ আমায় পাইতে পারে না"; "চারিপ্রকারের লোক আমার উপাসনা করিয়া থাকে"—ইত্যাদি স্থলে ঐ ভাবটী লক্ষ্য করিয়া জীবের ভেদ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আর শ্রুতিমধ্যেও—"দেবগণের মধ্যে যিনি যিনি ঐ তত্ত্ব প্রতিবুদ্ধ হইয়াছেন অর্থাৎ অবগত হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই তাহা হইয়াছেন অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া গিয়াছেন; সেইরূপ ঋষিগণের মধ্যে এবং মনুষ্যগণের মধ্যেও ঐরূপ হইয়াছে" ইত্যাদি বাক্যে ঐপ্রকার অভিপ্রায়েই ভেদ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।৯ আবার অন্তঃকরণ রূপ উপাধির ভেদপর্য্যালোচনা না করিয়া অর্থাৎ ভেদবিবক্ষা না করিয়া (কেন না তত্ত্বদৃষ্টিতে ভেদ বলিয়া কোন কিছুই নাই—সবই অভিন্ন একাকার) জীবত্বের প্রযোজক যে উপাধি অর্থাৎ অবিদ্যারূপ যে উপাধি থাকায় শুদ্ধ চৈতন্য জীবরূপে ব্যবহার যোগ্য হয় সেই উপাধির একত্ব নিবন্ধনই (কেন না মূলাবিদ্যা একটী ছাড়া বহু নহে) এই গীতামধ্যেই বহু স্থলে 'এক' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; যথা—"সমস্ত ক্ষেত্র অর্থাৎ দেহ মধ্যে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে"; "প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি জানিও"; "জীবজগতে আমারই সনাতন—শাশ্বত অংশ জীবস্বরূপ হইয়াছে" ইত্যাদি। শ্রুতিতেও ঐরূপ অর্থে একত্ব নির্দ্দেশ করা আছে, যথা—"অগ্রে এই সমস্ত ব্রহ্মই ছিল; তিনি আত্মাকে—(নিজেকে) জানিয়া ছিলেন—আমি ব্রহ্ম হইতেছি। এই কারণে তিনিই সমস্তস্বরূপ (সর্ব্বাত্মক) হইয়া-ছিলেন"; "সর্ব্বজীবে এক অদ্বিতীয় দেব গূঢ় (প্রচ্ছন্ন) রহিয়াছেন"; "এই জীবরূপ নিজ অংশেই অনুপ্রবিষ্ট হইয়া"; "কেশের অগ্রভাগের শততম ভাগকে পুনরায় শতভাগে কল্পনা করিলে যে

ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্প্যতে॥" (শ্বেতাঃ উঃ ৫।৯) ইত্যাদিঃ।১০ যদ্যপি দর্পণগতশ্চৈত্রপ্রতিবিম্বঃ স্বং পরঞ্চ ন জানাত্যচেতনাংশস্যৈব তত্র প্রতিবিম্বিতত্বাৎ, তথাপি চিৎপ্রতিবিম্বশ্চিত্ত্বাদেব স্বং পরঞ্চ জানাতি ; প্রতিবিম্বপক্ষে বিম্বচৈতন্য এবোপাধিস্থত্ব-মাত্রস্য কল্পিতত্বাৎ, আভাসপক্ষে তস্যানির্ব্বচনীয়ত্বেঽপি জড়বিলক্ষণত্বাৎ। স চ যাবৎ-স্ববিম্বৈক্যমাত্মনো ন জানাতি তাবজ্জলসূর্য্য ইব জলগতকম্পনাদিকমুপাধিগতং বিকারসহস্রমনুভবতি তদেতদাহ দুরত্যয়েতি।১১ বিম্বভূতেশ্বরৈক্যসাক্ষাৎকারমন্তরেণ

শততমভাগ পাওয়া যায় তাহাকে জীব বলিয়া জানিতে হইবে (অর্থাৎ তাহা যেমন অতি সূক্ষ্ম জীবও সেইপ্রকার অতি সূক্ষ্ম, তাহাই কিন্তু জীবের আকার বা প্রকার নহে) ; সেই জীবই আবার অনন্তস্বরূপ হইয়া থাকে" ইত্যাদি।১০ যদিও, দর্পণে চৈত্রনামক ব্যক্তির যে প্রতিবিম্ব পড়ে তাহা নিজেকে অথবা পরকে জানিতে পারে না অর্থাৎ সেই যে প্রতিবিম্ব তাহার স্ব-পরবোধ নাই, কেন না চৈত্রের যে অচেতনাংশ তাহাই সেই দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে তথাপি মায়ারূপ উপাধিতে যে চিৎপ্রতিবিম্ব হয় তাহা স্বপরবোধবান্,—তাহা নিজেকে এবং পরকে জানিতে পারে ; ইহার কারণ এই যে ইহা চিৎ অর্থাৎ চৈতন্য। (আশয় এই যে দর্পণে কোন মানুষের যে প্রতিবিম্ব পড়ে তাহা তাহার অচেতন শরীরেরই প্রতিবিম্ব হইয়া থাকে এই কারণে তাহা বোধবিহীন। কিন্তু জীব মায়াপ্রতিবিম্ব চৈতন্যেরই প্রতিবিম্ব কাজেই তাহা বোধহীন না হইয়া বোধশীলই হইয়া থাকে—যেহেতু প্রতিবিম্বের বোধবত্তা বা বোধহীনতা বিম্বের বোধবত্তা অথবা বোধহীনতা অনুসারেই হইয়া থাকে)। সুতরাং 'চিৎপ্রতিবিম্ব জীব' এই পক্ষে কেবলমাত্র যে উপাধিস্থত্ব অর্থাৎ অবিদ্যারূপ উপাধিদেশে প্রতিবিম্বসত্তা তাহাই বিম্বচৈতন্যে কল্পিত। আর আভাসপক্ষে * (বুদ্ধ্যুপহিত চৈতন্যই জীব এই মত) আভাস অনির্ব্বচনীয় হইলেও তাহা জড়বিলক্ষণ অর্থাৎ জড় হইতে ভিন্ন স্বরূপ, চিদচিৎস্বরূপ। কাজেই যেমন জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য ও আসল সূর্য্য অভিন্ন ইহা যতক্ষণ না অবধারিত হয় ততক্ষণ জলের কম্পনাদিতে জলসূর্য্যেরও কম্পনাদি বোধ হয় অর্থাৎ জলগত সূর্য্যও কাঁপিতেছে বলিয়া মনে হয় সেইরূপ সেই আভাসচৈতন্য (জীব) যতক্ষণ না বিম্বচৈতন্যের (শুদ্ধচিৎএর) সহিত নিজের একতা অবধারণ করিতে পারে ততক্ষণ তাহা উপাধি-জন্য সহস্র সহস্র বিকার অনুভব করিতে থাকে—অর্থাৎ বুদ্ধিরূপ উপাধির প্রভাবে নিজেকে কর্ত্তা, ভোক্তা, সুখী, দুঃখী ইত্যাদি রূপ বোধ করিয়া থাকে। এই সমস্ত কথা বুদ্ধিস্থ করিয়া ভগবান্ বলিতেছেন—**'দুরত্যয়া'**।১১

* বিবরণাচার্য্যের মতে বিম্বচৈতন্য ঈশ্বর আর প্রতিবিম্বচৈতন্য জীব। কিন্তু বার্ত্তিককার এবং সংক্ষেপ-শারীরককারের মতে শুদ্ধচৈতন্য বিম্বস্থানীয়। অজ্ঞানে যে চিৎপ্রতিবিম্ব তাহাই মায়োপহিতচৈতন্য ; তিনিই ঈশ্বর। আর বুদ্ধিতে যে চিৎপ্রতিবিম্ব তাহাই বুদ্ধ্যুপহিত বুদ্ধিতাদাত্ম্যাপন্ন চৈতন্য ; তাহাকেই জীব বলা হয়। বুদ্ধি নানা, কাজেই জীবও নানা। আর অজ্ঞান এক ; কাজেই ঈশ্বরও এক। এ পক্ষে জীব এবং ঈশ্বর উভয়ই শুদ্ধচিৎএর প্রতিবিম্ব। তবে বিবরণকারের ন্যায় সংক্ষেপশারীরিককারের মতে প্রতিবিম্ব বিম্ব হইতে অনতিরিক্ত এবং তাহা প্রতিবিম্বত্ব-রূপে মিথ্যা হইলেও বিম্বত্বরূপে সত্য ; বিম্বপ্রতিবিম্বের যে ভেদ দর্পণাদি উপাধিদেশে প্রতিবিম্বরূপে যে বিম্বসত্তা তাহা কল্পিত। কিন্তু বার্ত্তিককারের মতে প্রতিবিম্বটাই কল্পিত—স্বরূপতঃ মিথ্যা ; তাহা বিম্ব হইতে অভিন্ন নহে। কাজেই বুদ্ধ্যুপহিত বুদ্ধিতাদাত্ম্যাপন্ন জীব প্রতিবিম্বস্বরূপ বলিয়া তাহা স্বরূপতঃ অনির্ব্বচনীয় বা মিথ্যা। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা এই কল্পিত মিথ্যা জীবত্ব বাধিত হইলে শুদ্ধব্রহ্মভাবপত্তিরূপ মুক্তি হয়। সুতরাং এমতে এই বুদ্ধ্যুপহিত বুদ্ধিতাদাত্ম্যাপন্ন আত্মাকেই চিদাভাস বলা হইয়াছে। এই মতকে আভাসবাদ বলা হয়।

অত্যেতুং তরিতুমশক্যেতি দুরত্যয়া।১২ অতএব জীবোঽন্তঃকরণাবচ্ছিন্নত্বাৎ তৎসম্বন্ধমেবাক্ষাদিদ্বারা ভাসয়ন্ কিঞ্চিজ্জ্ঞো ভবতি।১৩ ততশ্চ জানামি করোমি ভুঞ্জে চেত্যনর্থশতভাজনং ভবতি।১৪ স চেদ্বিম্বভূতং ভগবন্তমনন্তশক্তিং মায়ানিয়ন্তারং সর্ব্ববিদং সর্ব্বফলদাতারমনিশমানন্দঘনমূর্ত্তিমনেকানবতারান্ ভক্তানুগ্রহায় বিদধতমারাধয়তি পরমগুরুমশেষকর্ম্মসমর্পণেন তদা বিম্বসমর্পিতস্য প্রতিবিম্বে প্রতিফলনাৎ সর্ব্বানপি পুরুষার্থানাসাদয়তি।১৫ এতদেবাভিপ্রেত্য প্রহ্লাদেনোক্তম্—"নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে। যদ্যদ্ জনো ভগবতে বিদধীত মানং তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ॥" ইতি।১৬ দর্পণপ্রতিবিম্বিতস্য মুখস্য তিলকাদিশ্রীরপেক্ষিতা চেদ্বিম্বভূতে মুখে সমর্পণীয়া সা স্বয়মেব তত্র প্রতিফলতি নান্যঃ কশ্চিৎ

এই মায়া দুরত্যয়া;—বিম্বভূত যে ঈশ্বর সেই ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার ব্যতীত ইহাকে অতিক্রম করা অসম্ভব; এই কারণে ইহা দুরত্যয়া।১২ এই কারণে জীব অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন বলিয়া, ইন্দ্রিয়াদিকে দ্বার করিয়া যাহা অন্তঃকরণে সম্বদ্ধ হয় মাত্র সেই বস্তুরই সে প্রকাশ (জ্ঞান) করিয়া থাকে; আর এই কারণেই জীব অল্পজ্ঞ হইয়া থাকে। ১৩[তাৎপর্য্য—অবিদ্যায় যে চিৎপ্রতিবিম্ব হয় তাহাই জীব, অন্তঃকরণ আবার তাহার অবচ্ছেদক হইয়া থাকে। কাজেই সেই সেই শরীরাবচ্ছিন্ন অন্তঃকরণ সেই সেই শরীরের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়সংসৃষ্ট হইলে তবেই সেই বিষয়টী জীবকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবে (জ্ঞাত হইবে)। এ কারণে শরীর পরিচ্ছিন্ন বলিয়া যৎকিঞ্চিৎ (অল্প) বিষয়ই জীবের প্রকাশ্য হয় এবং সেই কারণেই জীব স্বরূপতঃ বিভু হইলেও অল্পজ্ঞ হইয়া থাকে। যদি কেহ যোগাদি অভ্যাস করিয়া জ্ঞানের প্রতিবন্ধকস্বরূপ উপাধিগত এই পরিচ্ছিন্নতা দূর করিতে পারেন, অন্তঃকরণের ব্যাপকতা সাধন করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার জ্ঞানও ব্যাপক হইবে। এবং এইরূপে পরম ব্যাপকতা সাধিত হইলে তিনিও সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারিবেন। ফলতঃ তাদৃশ সর্ব্বজ্ঞতাসাধন জীবন্মুক্তেরই সম্ভব, অন্যের নহে।]১৩ আর সেই অল্পজ্ঞতা নিবন্ধন সেই জীব 'আমি জানিতেছি', 'আমি করিতেছি', 'আমি ভোগ করিতেছি' ইত্যাদিরূপে শত শত অনর্থের আশ্রয় (ভাগী) হইয়া থাকে।১৪ যিনি অনন্তশক্তি, যিনি মায়ার নিয়ন্তা, সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বফলদাতা ও আনন্দস্বরূপ এবং যিনি ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত অনিশ অনেক অবতার রূপে অবতীর্ণ হয়েন সেই বিম্বভূত পরমগুরু ভগবান্‌কে যদি সেই জীব সকল কর্ম্ম সমর্পণ পূর্ব্বক আরাধনা করে তাহা হইলে বিম্বে যাহা সমর্পিত হয় প্রতিবিম্বেও তাহাই প্রতিফলিত হয় বলিয়া (প্রতিবিম্বস্বরূপ) সেই জীব সকলপ্রকার পুরুষার্থই লাভ করিতে পারে।১৫ এই প্রকার অর্থ লক্ষ্য করিয়াই শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহ্লাদ বলিয়াছেন,—"নিজলাভেই পরিপূর্ণ আত্মপ্রভু অর্থাৎ আত্মবশী এই করুণ ব্যক্তি অর্থাৎ দয়ালু সাধক অবিদ্বান্ লোকের নিকট সম্মান বরণ করিতে চাহেন না। (কারণ লোকে তাঁহাকে যে সম্মান দিবে তাহাতে লোকের কিছুই হইবে না এবং তাঁহারও কিছুই হইবে না)। যেহেতু, মুখে শোভাসম্পাদন করিলে যেমন প্রতিমুখে অর্থাৎ দর্পণাদি প্রতিবিম্বে স্বতঃই শোভা ফুটিয়া উঠে সেইরূপ (চিৎপ্রতিবিম্ব) জীব (বিম্বভূত) ঈশ্বরে যাহা যাহা সমর্পণ করুক না কেন—যে প্রকার সম্মানই দিক্ না কেন, সেই সমস্তই তাহার নিজের (ইষ্টের) জন্য হইয়া থাকে।"১৬ যদি কেহ দর্পণাদিপ্রতিবিম্বিত মুখে তিলকাদি শোভা দেখিতে ইচ্ছা করে

তৎপ্রাপ্তাবুপায়োঽস্তি যথা, তথা বিম্বভূতেশ্বরে সমর্পিতমেব তৎপ্রতিবিম্বভূতো জীবো লভতে নান্যঃ কশ্চিৎ তস্য পুরুষার্থলাভেঽস্ত্যুপায় ইতি দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োরর্থঃ।১৭ তস্য যদা ভগবন্ত মনন্তমনবরতমারাধয়তোঽন্তঃকরণং জ্ঞানপ্রতিবন্ধকপাপেন রহিতং জ্ঞানানুকূল-পুণ্যেন চোপচিতং ভবতি তদাতিনির্ম্মলে মুকুরমণ্ডল ইব মুখমতিস্বচ্ছেঽন্তঃকরণে সর্ব্বকর্ম্ম-ত্যাগশমদমাদিপূর্ব্বকগুরূপসদনবেদান্তবাক্যশ্রবণমননিদিধ্যাসনৈঃ সংস্কৃতে তত্ত্বমসীতি-গুরূপদিষ্টবেদান্তবাক্যকরণিকাহংব্রহ্মাস্মীত্যনাত্মাকারশূন্যা নিরুপাধিচৈতন্যাকারা সাক্ষাৎ-কারাত্মিকা বৃত্তিরুদেতি।১৮ তস্যাঞ্চ প্রতিফলিতং চৈতন্যং সদ্য এব স্ববিষয়াশ্রয়ামবিদ্যা-মুন্মূলয়তি দীপ ইব তমঃ।১৯ ততস্তস্যা নাশাৎ তয়া বৃত্ত্যা সহাখিলস্য কার্য্যপ্রপঞ্চস্য নাশঃ, উপাদাননাশাদুপাদেয়নাশস্য সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তসিদ্ধত্বাৎ। তদেতদাহ ভগবান, "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" ইতি।২০ "আত্মেত্যেবোপাসীত" (বৃহদাঃ উঃ ১।৪।৭), "তদাত্মানমেবাবেৎ,"(বৃহদাঃ উঃ ১।৪।১০) "তমেব ধীরো বিজ্ঞায় (বৃহদাঃ উঃ ৪।৪।২৩) তমেব

তাহা হইলে তাহা বিম্বস্বরূপ মুখেই সম্পাদন করিতে (দিতে) হইবে, এইরূপ করিলে তাহা প্রতিবিম্বে আপনা আপনিই প্রতিফলিত হইবে, এ বিষয়ে আর অন্য কোন উপায় নাই; সেইরূপ বিম্বস্বরূপ ঈশ্বরে যাহা সমর্পিত হইবে তাহাই সেই বিম্বের প্রতিবিম্বস্বরূপ জীব প্রাপ্ত হইবে; জীবের পুরুষার্থ-লাভের আর অন্য কোন দৃষ্টান্ত নাই—ইহাই এস্থলে প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত এবং দার্ষ্টান্তিকের (উপমেয় এবং উপমানের—উপমার) তাৎপর্য্য।১৭ অনন্তস্বরূপ ভগবানের অনবরত অর্চ্চনা করিতে করিতে যখন সেই সাধকের অন্তঃকরণ জ্ঞানের প্রতিবন্ধকস্বরূপ যে পাপ সেই পাপবিহীন হইবে এবং জ্ঞানের অনুকূল পুণ্য তাহাতে সঞ্চিত হইবে তখন অতিনির্ম্মল দর্পণে যেমন মুখ (মলিনতাদি দোষশূন্য হইয়া) প্রতিবিম্বিত হয় সেইরূপ, সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ, শমদমাদিপূর্ব্বক গুরূপসদন, এবং বেদান্তবাক্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করায় যাহা সংস্কৃত—দোষশূন্য হইয়া গিয়াছে তাদৃশভাবে সংস্কৃত তাঁহার সেই অতি স্বচ্ছ অন্তঃকরণে গুরুকর্তৃক উপদিষ্ট "তত্ত্বমসি" এই বেদান্তবাক্য হইতে অনাত্মাকারবিরহিত 'আমিই ব্রহ্ম হইতেছি' এইপ্রকার নিরুপাধি (অবিদ্যারূপ উপাধিশূন্য) চৈতন্যস্বরূপ সাক্ষাৎকারাত্মিকা বৃত্তি উদিত হইয়া থাকে।১৮ আর দীপ যেমন সদ্য সদ্যই তমোবিনাশ করিয়া থাকে সেইরূপ সেই 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাকারা বৃত্তিতে প্রতিফলিত যে শুদ্ধ চৈতন্য তাহা সদ্যই স্ববিষয়া ও স্বাশ্রয়া অবিদ্যাকে উন্মূলিত করিয়া থাকে।১৯ অনন্তর সেই অবিদ্যার বিনাশ হইলে ব্রহ্মাকারা বৃত্তিও নষ্ট হইয়া যায় এবং তৎসঙ্গে অবিদ্যাকল্পিত নিখিল কার্য্য প্রপঞ্চই (তৎপুরুষাবচ্ছেদে) বিনষ্ট হইয়া যায়, কারণ উপাদানের নাশ হইলে উপাদেয় যে কার্য্য তাহারও যে নাশ হয় ইহা সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধ অর্থাৎ সকল দার্শনিকের অভিমত সিদ্ধান্তসম্মত। ইহাই ভগবান্ বলিয়াছেন—"যাঁহারা কেবলমাত্র আমাকেই প্রপন্ন হয়েন তাঁহারা মায়া উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন" ইত্যাদি।২০ "কেবলমাত্র আত্মা এই ভাবিয়াই উপাসনা করিতে হইবে," "ধীর অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তি কেবলমাত্র সেই ভগবান্‌কেই জানিয়া," "কেবলমাত্র সেই ভগবান্‌কে জানিয়াই অতিমৃত্যু অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হয়" ইত্যাদি শ্রুতিতে যেমন 'এব' শব্দটী অন্য উপরাগ বিহীনভাবে

বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি”(শ্বেতাঃ উঃ ৬।১৫) ইত্যাদিশ্রুতিষ্বিবেহাপি মামেবেত্যেবকারোঽপ্যনুপরক্তপ্রতিপত্ত্যর্থঃ।২১ মামেব সর্ব্বোপাধিরহিতং চিদানন্দং সদাত্মানমখণ্ডং যে“প্রপদ্যন্তে” বেদান্তবাক্যজন্যয়া নির্ব্বিকল্পকসাক্ষাৎকাররূপয়া নির্ব্বচনানর্হশুদ্ধচিদাকারত্বধর্ম্মবিশিষ্টয়া সর্ব্বসুকৃতফলভূতয়া নিদিধ্যাসনপরিপাকপ্রসূতয়া চেতোবৃত্ত্যা সর্ব্বাজ্ঞানতৎকার্য্যবিরোধিন্যা বিষয়ীকুর্ব্বন্তি তে যে কেচিৎ এতাং দুরতিক্রমণীয়ামপি মায়ামখিলানর্থজন্মভূবমনায়াসেনৈব “তরন্তি” অতিক্রামন্তি। “তস্য হ ন দেবাশ্চনাভূত্যা ঈশত আত্মা হ্যেষাং স ভবতি” (বৃহদাঃ উঃ ১।৪।১০) ইতিশ্রুতেঃ।২২ সর্ব্বোপাধিনিবৃত্ত্যা সচ্চিদানন্দঘনরূপেণৈব তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ।২২ বহুবচনপ্রয়োগো দেহেন্দ্রিয়াদিসংঘাতভেদনিবন্ধনাত্মভেদভ্রান্ত্যনুবাদার্থঃ।২৩ প্রপশ্যন্তীতি বক্তব্যে প্রপদ্যন্ত ইত্যুক্তেঃ—যে মদেকশরণাঃ সন্তো মামেব ভগবন্তং বাসুদেবমীদৃশমনন্তসৌন্দর্য্যসারসর্ব্বস্বমখিলকলাকলাপনিলয়ম্

অর্থাৎ দ্বৈতরহিতভাবে, নিষ্প্রপঞ্চরূপে সাক্ষাৎকার প্রতিপাদন করিয়া থাকে সেইরূপ “মামেব” এস্থলেও ‘এব’ শব্দটী অন্যানুপরক্তপ্রতিপত্তির নিমিত্ত প্রয়োগ করা হইয়াছে অর্থাৎ এখানে ‘এব’কার থাকায় ইহাই বুঝাইতেছে যে নিষ্প্রপঞ্চ অপাস্তসমস্তদ্বৈতভাবে ভগবৎসাক্ষাৎকারই একমাত্র মায়াজাল ছিন্ন করিবার উপায়।২১ যাঁহারা **মামেব**—আমাকেই অর্থাৎ সকলপ্রকার উপাধিবিহীন চিদানন্দসৎস্বরূপ অখণ্ড ঈশ্বরকে **প্রপদ্যন্তে**=প্রপন্ন হয়েন অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির বিষয়ীভূত করেন ;—সেই চিত্তবৃত্তিটী বেদান্তবাক্য হইতেই উৎপন্ন এবং তাহা নির্ব্বিকল্পকসাক্ষাৎকাররূপ হইবে ; যাহা নির্ব্বচনের অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা নিরূপণ করার অযোগ্য—বাক্যের দ্বারা যাহা প্রকাশ করা যায় না, তাদৃশ শুদ্ধচৈতন্যাকারত্বধর্ম্মবিশিষ্ট অর্থাৎ শুদ্ধচৈতন্য তাহাতে প্রতিফলিত হওয়ায় তাহা শুদ্ধচৈতন্য-স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়, তাহা সকলপ্রকারের অশেষ সুকৃতির ফলস্বরূপ, তাহা নিদিধ্যাসনের পরিপকতা হইলে তবেই উৎপন্ন হয় এবং তাহা সকলপ্রকার অজ্ঞানের ও অজ্ঞানের কার্য্যের বিরোধী — **তে**=সেই সমস্ত ব্যক্তি **মায়ামেতাং**=অশেষবিধ অনর্থের আকর এই মায়া দুরতিক্রমণীয় হইলেও ইহাকে অনায়াসে **তরন্তি**= অতিক্রম করিয়া থাকেন। “দেবগণও সেই ব্রহ্মভূত মুক্তকল্প পুরুষের অনিষ্ট করিতে পারেন না, যেহেতু তিনি এই সমস্ত জীববর্গেরই আত্মভূত হইয়া যান” ইত্যাদি শ্রুতি এ বিষয়ে প্রমাণ। ফলিতার্থ এই যে তাদৃশ ব্যক্তির সকলপ্রকার অজ্ঞানোপাধি তিরোহিত হইয়া যায় ; তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপেই অবস্থান করেন।২২ দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতিরূপ সঙ্ঘাতের (শরীরের) ভেদনিবন্ধন যে আত্মভেদ রূপ ভ্রান্তি অর্থাৎ প্রত্যেক আত্মাই (জীবই) বিভিন্ন এইপ্রকার যে ব্যবহারিক ভ্রম আছে দেহভেদই যাহার প্রয়োজক,—তাহারই অনুবাদ (অনুসরণ) করিয়া অর্থাৎ সেই ভ্রমানুসারেই “মায়ামেতাং তরন্তি তে” এই সন্দর্ভে “তে” এইস্থলে বহুবচন প্রয়োগ করা হইয়াছে।২৩ “প্রপশ্যন্তি” অর্থাৎ তাঁহারা আমায় সাক্ষাৎকার করেন” এইরূপ না বলিয়া “প্রপদ্যন্তে” = “প্রাপ্ত হয়েন” এইপ্রকার বলিবার। তাৎপর্য্য এই যে যাঁহারা একমাত্র আমাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন— অর্থাৎ যিনি অনন্তসৌন্দর্য্যের সার ও সর্ব্বস্ব-স্বরূপ যিনি সকল কলা-নিচয়ের আধার, যাঁহার চরণ-

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥

দুষ্কৃতিনঃ মূঢ়াঃ নরাধমাঃ মায়য়া অপহৃতজ্ঞানাঃ, আসুরং ভাবম্ আশ্রিতাঃ মাং ন প্রপদ্যন্তে অর্থাৎ মায়া দ্বারা অপহৃতজ্ঞান, দুষ্কৃতিশীল পাপিষ্ঠগণ আসুরিক ভাব প্রাপ্ত হওয়ায় আমার ভজনা করে না ॥১৫

অভিনবপঙ্কজশোভাধিকচরণকমলযুগলপ্রভমনবরতবেণুবাদননিরতবৃন্দাবনক্রীড়াসক্তমানসহেলোদ্ধৃতগোবর্দ্ধনাখ্যমহীধরং গোপালং নিষূদিতশিশুপালকংসাদিদুষ্টসঙ্ঘম্ অভিনবজলদশোভাসর্ব্বস্বহরণচরণং পরমানন্দঘনময়মূর্ত্তিমতিবৈরিঞ্চপ্রপঞ্চমনবরতমনুচিন্তয়ন্তো দিবসানতিবাহয়ন্তি, তে মৎপ্রেমমহানন্দসমুদ্রমগ্নমনস্তয়া সমস্তমায়াগুণবিকারৈর্নাভিভূয়ন্তে; কিন্তু মদ্বিলাসবিনোদকুশলা এতে মদুন্মূলনসমর্থা ইতি শঙ্কমানেব মায়া তেভ্যোঽপসরতি বারবিলাসিনীব ক্রোধনেভ্যস্তপোধনেভ্যঃ। তস্মান্মায়াতরণার্থী মামীদৃশমেব সন্ততমনুচিন্তয়েদিত্যপ্যভিপ্রেতং ভগবতঃ। শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়শ্চ অত্রার্থে প্রমাণীকর্ত্তব্যাঃ ॥ ২৪—১৪ ॥

যদ্যেবং তর্হি কিমিতি নিখিলানর্থমূলমায়োন্মূলনায় ভগবন্তং ভবন্তমেব সর্ব্বে ন প্রতিপদ্যন্তে? চিরসঞ্চিতদুরিতপ্রতিবন্ধাৎ ইত্যাহ ভগবান্ ন মামিতি। "দুষ্কৃতিনঃ"

কমলদ্বয়ের প্রভা অভিনব (সদ্যঃ প্রস্ফুটিত) পঙ্কজের শোভারও অধিক, যিনি অনবরত বংশীবাদননিরত হইয়া বৃন্দাবনে ক্রীড়ায় তদ্‌গতচিত্ত, যিনি গোবর্দ্ধন নামক গিরিবরকে অনায়াসে উদ্ধৃত করিয়াছেন, যিনি শিশুপাল কংস প্রভৃতি দুষ্ট গণের নিধনসাধন করিয়াছেন, যাঁহার চরণেন্দীবর অভিনব জলধরেরও শোভাসারাংশকে নিষ্প্রভ করিয়া দেয় এবং যিনি বিরিঞ্চির (ব্রহ্মার) প্রপঞ্চের অতীত অর্থাৎ অবিদ্যাকল্পিত সৃষ্টির বহির্ভূত, যাঁহার মূর্ত্তি পরমানন্দঘনময় অর্থাৎ কঠিনতাপ্রাপ্ত (জমাট বাঁধা) পরমানন্দ-ময় ঈদৃশ ভগবান্ গোপাল বাসুদেবকে অনিশ চিন্তা করিতে করিতে যাঁহারা দিন যাপন করেন, তাঁহারা আর কোনপ্রকার মায়াগুণপরিণামের দ্বারা অর্থাৎ মায়ার দ্বারা অথবা মায়ার কার্য্যের দ্বারা অভিভূত হন না, কারণ তাঁহাদের মন আমার প্রেমরূপ মহানন্দসমুদ্রে ডুবিয়া রহিয়াছে। পক্ষান্তরে বারবিলাসিনীগণ যেমন ক্রোধন তপোধনগণ সমীপ হইতে পলাইয়া যায় সেইরূপ 'আমার বিলাস বিনোদে নিপুণ এই সমস্ত ব্যক্তি আমাকেই উন্মূলিত করিতে পারে' এই আশঙ্কা করিয়া মায়াই ইঁহাদের নিকট হইতে সরিয়া যায়। অতএব যে ব্যক্তি মায়াকে উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছুক সে এই প্রকারেই আমাকে চিন্তা করিবে, ইহাই ভগবানের অভিপ্রায়। এ বিষয়ে শ্রুতি ও স্মৃতি বাক্যসকল প্রমাণস্বরূপে উদ্ধৃত করিয়া লইলেই চলিবে। ২৪-১৪ ॥

ভাবপ্রকাশ—ত্রিগুণই বন্ধনের হেতু। ত্রিগুণের পারে না যাইতে পারিলে বন্ধনমোচন হয় না। সবই ত্রিগুণের কার্য্য এবং ত্রিগুণের অধীন। একমাত্র আমিই ত্রিগুণের পারে, কেননা ত্রিগুণকে অতিক্রম করিয়া আছি। তাই আমাতে প্রপন্ন না হইলে, অধিষ্ঠান সত্তাকে আশ্রয় না করিলে, মায়ার হাত হইতে নিস্তার নাই, কল্পিতভ্রম নিবৃত্তির উপায়ান্তর নাই।১৪

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬ ॥

হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন! আর্ত্তঃ জিজ্ঞাসুঃ অর্থার্থী জ্ঞানী চ, চতুর্ব্বিধাঃ সুকৃতিনঃ জনাঃ মাং ভজন্তে অর্থাৎ হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন! আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী, এই চতুর্ব্বিধ সুকৃতিশালী ব্যক্তি আমার ভজনা করেন।১৬

দুষ্কৃতেন পাপেন সহ নিত্যযোগিনঃ, অতএব নরেষু মধ্যেঽধমা ইহ সাধুভির্গর্হণীয়াঃ পরত্র চানর্থসহস্রভাজঃ—। কুতো দুষ্কৃতমনর্থহেতুমেব সদা কুর্ব্বন্তি? যতো "মূঢ়াঃ" ইদমনর্থসাধনমিদমর্থসাধনমিতি বিবেকশূন্যাঃ—। সতি প্রমাণে কুতো ন বিবিঞ্চন্তি, যতো "মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ" শরীরেন্দ্রিয়সঙ্ঘাততাদাত্ম্যভ্রান্তিরূপেণ পরিণতয়া মায়য়া পূর্ব্বোক্তয়া অপহৃতং প্রতিবদ্ধং জ্ঞানং বিবেকসামর্থ্যং যেষাং তে তথা—। অতএব তে "দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ" ইত্যাদিনা অগ্রে বক্ষ্যমাণম্ "আসুরং ভাবং" হিংসানৃতাদিস্বভাবমাশ্রিতা মৎপ্রতিপত্ত্যযোগ্যাঃ সন্তো ন মাং সর্ব্বেশ্বরং "প্রপদ্যন্তে" ন ভজন্তে। অহো দৌর্ভাগ্যং তেষামিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—ইহাই যদি হয় অর্থাৎ ভগবদুপাসনাই যদি মায়াতরণের একমাত্র উপায় হয় তাহা হইলে অশেষবিধ অনর্থজালের মূলীভূত মায়াকে উচ্ছিন্ন করিবার জন্য যে আপনি ভগবান্ হইতেছেন সেই আপনাকেই লোকে অবলম্বন করে না কেন? (উত্তর—) চিরসঞ্চিত দুরিত অর্থাৎ পাপরূপ প্রতিবন্ধক বিদ্যমান থাকায় লোকে তাহা করিতে পারে না। তাহাই ভগবান্ "ন মাম্" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন।১ **দুষ্কৃতিনঃ**=দুষ্কৃতের সহিত অর্থাৎ পাপের সহিত যাহারা নিয়ত সংসৃষ্ট; এই কারণেই যাহারা **নরাধমাঃ**=নরগণের মধ্যে অধম—ইহলোকে সাধুগণগর্হিত এবং পরলোকে সহস্র সহস্র অনর্থভাগী; তাহারা অনর্থফলক দুষ্কর্ম্মই বা নিয়ত করে কেন? (উত্তর—) **মূঢ়াঃ**=যেহেতু তাহারা মূঢ় অর্থাৎ ইহা পুরুষার্থের সাধন (হেতু) এবং ইহা অনর্থের সাধন এই প্রকার বিবেচনা শূন্য—যখন প্রমাণ রহিয়াছে তখন তাহারা বিবেচনা করিতে পারে না কেন? (উত্তর—) **মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ**=যেহেতু তাহাদের জ্ঞান মায়ার দ্বারা অপহৃত—অর্থাৎ শরীরেন্দ্রিয়রূপ সংঘাতের উপর আত্মার তাদাত্ম্যভ্রমে যাহা পরিণত হয় অর্থাৎ যাহার জন্য দেহ ও আত্মার তাদাত্ম্যভ্রম হয় সেই পূর্ব্বোক্ত মায়ার দ্বারা তাহাদের জ্ঞান অর্থাৎ বিবেচনাশক্তি অপহৃত অর্থাৎ প্রতিবদ্ধ (অবরুদ্ধ) হইয়া রহিয়াছে, আর এই কারণেই তাহারা "আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ"=আসুর ভাব আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে—"দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ এবং পরুষতা" ইত্যাদি সন্দর্ভে অগ্রে যাহা বর্ণিত হইবে সেই আসুর ভাব অর্থাৎ হিংসা, অনৃত আদি স্বভাব অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। অতএব তাহারা আমায় পাইবার অনুপযুক্ত; এই কারণে তাহারা **মাং ন প্রপদ্যন্তে**=সর্ব্বেশ্বর আমার প্রপন্ন হয় না—উপাসনা করে না—কি দুর্ভাগ্য তাহাদের!! ১৫ ॥

ভাবপ্রকাশ—যাহারা পাপাচারী, যাহাদের চিত্ত নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা কলুষিত হইয়া গিয়াছে, সেই নরাধম সকল আমাকে আশ্রয় করিতে পারে না। মায়ার আসুর ভাব তাহাদিগকে এমনই ভাবে গ্রাস করিয়া ফেলে যে তাহাদের সমস্ত জ্ঞান লোপ পাইয়া যায়।১৫

যে ত্বাসুরভাবরহিতাঃ পুণ্যকর্ম্মাণো বিবেকিনস্তে পুণ্যকর্ম্মতারতম্যেন চতুর্ব্বিধাঃ সন্তো মাং ভজন্তে ক্রমেণ চ কামনারাহিত্যেন মৎপ্রসাদান্মায়াং তরন্তীত্যাহ চতুর্ব্বিধা ইতি।১ যে "সুকৃতিনঃ" পূর্ব্বজন্মকৃতপুণ্যসঞ্চয়া জনাঃ সফলজন্মানস্ত এব নান্যে, তে মাং "ভজন্তে" সেবন্তে, হে অর্জ্জুন! তে চ ত্রয়ঃ সকামা একোঽকাম ইত্যেবং চতুর্ব্বিধাঃ।২ "আর্ত্তঃ" আর্ত্ত্যা শত্রুব্যাধ্যাদ্যাপদা গ্রস্তস্তন্নিবৃত্তিমিচ্ছন্। যথা মখভঙ্গেন কুপিতে ইন্দ্রে বর্ষতি ব্রজবাসী জনঃ, যথা বা জরাসন্ধকারাগারবর্ত্তী রাজনিচয়ঃ, দ্যূতসভায়াং বস্ত্রাপকর্ষণে দ্রৌপদী চ, গ্রাহগ্রস্তো গজেন্দ্রশ্চ।৩ "জিজ্ঞাসু"রাত্মজ্ঞানার্থী মুমুক্ষুঃ যথা মুচুকুন্দঃ, যথা বা মৈথিলো জনকঃ, শ্রুতদেবশ্চ। নিবৃত্তে মৌসলে যথা চোদ্ধবঃ।৪ "অর্থার্থী ইহ বা পরত্র বা যদ্ভোগোপকরণং তল্লিপ্সুঃ। তত্রেহ যথা সুগ্রীবো বিভীষণশ্চ, যথা চোপমন্যুঃ, পরত্র যথা ধ্রুবঃ। এতে ত্রয়োঽপি ভগবদ্ভজনেন মায়াং তরন্তি।৫ তত্র জিজ্ঞাসুর্জ্ঞানোৎপত্ত্যা সাক্ষাদেব মায়াং তরতি, আর্ত্তোঽর্থার্থী চ জিজ্ঞাসুত্বং প্রাপ্যেতি বিশেষঃ।৬

অনুবাদ—পক্ষান্তরে যাঁহারা আসুরভাববিহীন, পুণ্যকর্ম্মা এবং বিবেকী তাঁহারা স্ব স্ব পুণ্যকর্ম্মের তারতম্যবশতঃ চারি ভাগে বিভক্ত; তাঁহারা আমারই উপাসনা করেন এবং ক্রমে কামনা-রহিত হন বলিয়া আমারই অনুগ্রহে মায়াকে অতিক্রম করেন। তাহাই ভগবান্ "চতুর্ব্বিধাঃ ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন।১ যাহারা সুকৃতী—অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মে পুণ্যসঞ্চয় করিয়া যে সমস্ত ব্যক্তি জন্ম সার্থক করিয়াছেন হে অর্জ্জুন! তাহারাই আমার ভজনা করে, সেবা করে,—অন্য ব্যক্তিরা নহে। আর সেই সমস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে তিন জাতীয় লোক সকাম এবং এক জাতীয় লোক অকাম—এইরূপে তাহারা চারিজাতীয়।২ তন্মধ্যে কেহ কেহ **আর্ত্তঃ**=আর্ত্তিগ্রস্ত অর্থাৎ শত্রু, ব্যাধি প্রভৃতি আপদ্গ্রস্ত হইয়া তাহার নিবৃত্তির-অভিলাষে আমার ভজন করে; যেমন যজ্ঞভঙ্গ হওয়ায়,—ইন্দ্র কুপিত হইয়া বৃষ্টি ঢালিতে থাকিলে পর, ব্রজবাসীরা আর্ত্ত হইয়া আমার শরণাপন্ন হইয়াছিল; অথবা জরাসন্ধের কারাগারে রুদ্ধ রাজগণ, দ্যূতক্রীড়ার সভায় বস্ত্রাকর্ষণকালে দ্রৌপদী এবং কুম্ভীরাক্রান্ত গজেন্দ্র যেমন আর্ত্ত হইয়া আমার শরণাপন্ন হইয়াছিল।৩ কেহ কেহ **জিজ্ঞাসুঃ**=আত্মজ্ঞানাভিলাষী মুক্তিকামী হইয়া আমার সেবা করে;—যেমন মুচুকুন্দ, অথবা যেমন মিথিলানাথ জনক এবং শ্রুতদেব; কিংবা মুষলপর্ব্ব নিবৃত্ত হইলে উদ্ধব যেমন আমার ভজনা করিয়াছিল।৪ কেহ কেহ **অর্থার্থী**=ইহলোকে অথবা পরলোকে যে ভোগোপকরণ তাহা লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়া আমার সেবা করে; তন্মধ্যে ইহলোকে ভোগ-লিপ্সু ভগবদুপাসক যেমন, সুগ্রীব ও বিভীষণ এবং উপমন্যু; পরলোকে ভোগাভিলাষী সেবক যেমন ধ্রুব। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী এই তিন জাতীয় লোকই ঈশ্বরোপাসনা করিয়া মায়া উত্তীর্ণ হইয়া থাকে।৫ তন্মধ্যে যে ব্যক্তি জিজ্ঞাসু তাঁহার জ্ঞান উৎপন্ন হয় বলিয়া তিনি সাক্ষাৎ (অব্যবহিতভাবে) মায়া উত্তীর্ণ হন; আর আর্ত্ত ও অর্থার্থী ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসুত্ব হইলে তদনন্তর জ্ঞান জন্মে এবং তাহা হইতে তাহারা মায়া অতিক্রম করে (সুতরাং ইহারা ব্যবহিতভাবে, পারম্পর্য্যে মায়া অতিক্রম করে),—ইহাই ইহাদের মধ্যে পার্থক্য।৬ আর্ত্ত এবং অর্থার্থী ব্যক্তিও জিজ্ঞাসু হইতে পারে এবং জিজ্ঞাসু ব্যক্তিও

আর্ত্তস্যার্থার্থিনশ্চ জিজ্ঞাসুত্বসম্ভবাজ্জিজ্ঞাসোশ্চার্ত্তত্বজ্ঞানোপকরণার্থার্থিত্বসম্ভবাদুভয়োর্ম্মধ্যে জিজ্ঞাসুরুদ্দিষ্টঃ। তদেতে ত্রয়ঃ সকামা ব্যাখ্যাতাঃ।৭ নিষ্কামশ্চতুর্থঃ ইদানীমুচ্যতে,—জ্ঞানী চ, জ্ঞানং ভগবত্তত্ত্বসাক্ষাৎকারস্তেন নিত্যযুক্তো জ্ঞানী তীর্ণমায়ো নিবৃত্তসর্ব্বকামঃ।৮ চকারো যস্য কস্যাপি নিষ্কামপ্রেমভক্তস্য জ্ঞানিন্যন্তর্ভাবার্থঃ।৯ হে ভরতর্ষভ! ত্বমপি জিজ্ঞাসুর্ব্বা জ্ঞানী বেতি কতমোঽহং ভক্ত ইতি মা শঙ্কিষ্ঠা ইত্যর্থঃ।১০ তত্র নিষ্কামভক্তো জ্ঞানী যথা সনকাদির্যথা নারদো যথা প্রহ্লাদো যথা পৃথুর্যথা বা শুকঃ।১১ নিষ্কামঃ শুদ্ধপ্রেমভক্তো যথা গোপিকাদির্যথা বাক্রূরযুধিষ্ঠিরাদিঃ।১২ কংসশিশুপালাদয়স্তু ভয়াদ্দ্বেষাচ্চ সন্ততভগবচ্চিন্তাপরা অপি ন ভক্তাঃ ভগবদনুরক্তেরভাবাৎ।১৩ ভগবদনুরক্তিরূপায়াস্তু ভক্তেঃ স্বরূপং সাধনং ভেদাস্তথাঽভক্তানামপি "ভগবদ্ভক্তিরসায়নে" অস্মাভিঃ সবিশেষং প্রপঞ্চিতাঃ, ইতীহোপরম্যতে ॥ ১৪—১৬ ॥

আর্ত্ত এবং জ্ঞানের উপকরণ (সাধন) স্বরূপ যে অর্থ তদর্থিত্ব হইতে পারে এই কারণে (মূলে "আর্ত্তঃ অর্থার্থী জিজ্ঞাসুঃ" এইরূপ না বলিয়া) জিজ্ঞাসুকে উভয়ের মাঝখানে ফেলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই প্রকারে এই তিনজাতীয় সকাম ভগবদুপাসকের বিষয় বর্ণিত হইল।৭ এক্ষণে নিষ্কাম—চতুর্থ প্রকার ব্যক্তির বিষয় বলা হইতেছে **জ্ঞানী চ**—। জ্ঞান অর্থ ঈশ্বরের স্বরূপসাক্ষাৎকার করা; সেই জ্ঞানের সহিত যিনি নিত্যযুক্ত অর্থাৎ সকল সময়েই যাঁহার ভগবৎ-তত্ত্ব সাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞান রহিয়াছে তাদৃশ জ্ঞানী অর্থাৎ তীর্ণমায় (যিনি মায়া অতিক্রম করিয়াছেন) নিবৃত্ত সর্ব্বকাম (যাঁহার সকল প্রকার কামনা নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে তাদৃশ) ব্যক্তিও আমার উপাসনা করেন।৮ যে কোনও নিষ্কাম প্রেমভক্ত ব্যক্তি যে জ্ঞানীরই অন্তর্ভূত তাহা বুঝাইবার জন্য "জ্ঞানী চ" এই স্থলে '**চ**' শব্দটীর প্রয়োগ করা হইয়াছে।৯ অতএব ওহে ভরতকুলধুরন্ধর তুমিও 'আমি জিজ্ঞাসু, না জ্ঞানী?—ভক্তগণের মধ্যে কোন্ জাতীয়?'—এই প্রকার সংশয় করিও না, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।১০ তন্মধ্যে, নিষ্কাম ভক্ত জ্ঞানীর উদাহরণ সনক প্রভৃতি মহর্ষি; অথবা যেমন নারদ, প্রহ্লাদ, পৃথু এবং শুকদেব।১১ নিষ্কাম শুদ্ধ প্রেমভক্ত যেমন গোপিকা প্রভৃতিরা অথবা যেমন অক্রূর বা যুধিষ্ঠির প্রভৃতি।১২ কংস, শিশুপাল প্রভৃতি ব্যক্তিরা সতত ভগবচ্চিন্তারত হইলেও ভক্ত নহে, কারণ তাহাদের ভগবদ্ভক্তি ছিল না।১৩ ঈশ্বরানুরাগরূপ যে ভক্তি তাহার স্বরূপ, তাহার সাধন এবং তাহার ভেদ আর ভক্ত ব্যক্তিগণেরও স্বরূপ ভেদাদি ভগবদ্ভক্তিরসায়ন নামক গ্রন্থে আমি সবিশেষ বিবৃত করিয়াছি, এই কারণে এস্থলে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলাম।১৪—১৬॥

ভাবপ্রকাশ—যাঁহারা কিন্তু পুণ্যকর্ম্মা, যাঁহারা সুকৃতিশালী তাঁহারা আমাকে জানিয়া আমার ভজনা করেন। আমার ভজনই উদ্ধারের একমাত্র উপায়। পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ আমার ভজন করেন, তাঁহারা বিপদে পড়িলে আমাকেই ডাকেন, অর্থকামী বা জ্ঞানকামী হইয়াও আমাকেই আশ্রয় করেন, জ্ঞানলাভ করিয়াও আমাতেই তাঁহাদের পরম পরিতোষ জন্মে।১৬

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

তেষাং নিত্যযুক্তঃ একভক্তিঃ জ্ঞানী বিশিষ্যতে অহং হি জ্ঞানিনঃ অত্যর্থং প্রিয়ঃ, স চ মম প্রিয়ঃ অর্থাৎ তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বদা মৎপরায়ণ আমাতেই একমাত্র ভক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ আমি জ্ঞানীর অতি প্রিয় এবং জ্ঞানীও আমার অতি প্রিয় ॥১৭

নমু "ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ" ইত্যনেন তদ্বিলক্ষণাঃ সুকৃতিনো মাং ভজন্ত ইত্যর্থাৎ প্রাপ্তেঽপি তেষাং চাতুর্ব্বিধ্যম্ "চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাম্" ইত্যনেন দর্শিতাঃ, ততস্তে সর্ব্বে সুকৃতিন এব নির্ব্বিশেষাদিতি চেৎ তত্রাহ তেষামিতি। তেষাং চতুর্ব্বিধানামপি সুকৃতিত্বে নিয়তেঽপি সুকৃতাধিক্যেন নিষ্কামতয়া প্রেমাধিক্যাৎ— চতুর্ব্বিধানাং তেষাং মধ্যে "জ্ঞানী" তত্ত্বজ্ঞানবান্ নিবৃত্তসর্ব্বকামঃ "বিশিষ্যতে" সর্ব্বতোঽতিরিচ্যতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইত্যর্থঃ।১ যতো "নিত্যযুক্তঃ" ভগবতি প্রত্যগভিন্নে সদা সমাহিতচেতাঃ বিক্ষেপকাভাবাৎ।২ অতএব "একভক্তিঃ" একস্মিন্ ভগবত্যেব ভক্তিরনুরক্তির্যস্য স তথা, তস্যানুরক্তিবিষয়ান্তরাভাবাৎ।৩ "হি" যস্মাৎ "প্রিয়ো" নিরুপাধিপ্রেমাস্পদম্ "অত্যর্থ" মত্যন্তাতিশয়েন জ্ঞানিনোঽহং প্রত্যগভিন্নঃ পরমাত্মা চ, তস্মাদত্যর্থং

অনুবাদ—"মূঢ় দুষ্ক্রিয়াসক্ত নরাধম ব্যক্তিরা আমার শরণাপন্ন হয় না" ইত্যাদি সন্দর্ভে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে ইহাই অর্থাপত্তি বলে প্রাপ্ত হয় যে উক্ত লক্ষণের বিপরীত ভাবাপন্ন সুকৃতী ব্যক্তিরা আমার ভজনা করে। তথাপি "চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাম্" ইত্যাদি সন্দর্ভে উক্ত সুকৃতী ব্যক্তিরা যে চারি জাতীয় তাহা দেখান হইয়াছে। এই কারণে যদি কেহ মনে করে যে উক্ত চারি প্রকারের সুকৃতী ব্যক্তিগণ নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ উহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই তাহার উত্তর এই যে— উক্ত চারি জাতীয় ব্যক্তিই যে সুকৃতী তাহা নিশ্চিত; তথাপি উহাদের মধ্যে সুকৃতের আধিক্যবশতঃ যিনি নিষ্কাম হইয়াছেন তাঁহার মধ্যে ভগবৎপ্রেমেরও আধিক্য আছে; কাজেই—। **তেষাম্**=উক্ত চতুর্ব্বিধ ব্যক্তিগণের মধ্যে **জ্ঞানী**=তত্ত্বজ্ঞান উদিত হওয়ায় যাঁহার সকল প্রকার কামনা নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে তাদৃশ ব্যক্তিই **বিশিষ্যতে**=বিশিষ্ট হইয়া থাকেন অর্থাৎ তিনি সকলের চেয়ে অতিরিক্ত,—সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়া থাকেন।১ ইহার কারণ এই যে তাদৃশ ব্যক্তি **নিত্যযুক্তঃ** অর্থাৎ তাঁহার চিত্তবিক্ষেপক অন্তরায় না থাকায় (যে সমস্ত অন্তরায়ের ফলে চিত্তবিক্ষেপ হয় তাহা না থাকায়) তিনি প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন যে ভগবান্ (পরমাত্মা) তাঁহাতে সর্ব্বদা সমাহিতচিত্ত হইয়া থাকেন।২ আবার এই কারণেই অর্থাৎ সর্ব্বদা ঈশ্বরে সমাহিতচিত্ত হওয়ার জন্যই তিনি **একভক্তিঃ**=একমাত্র ভগবানেই যাঁহার ভক্তি অর্থাৎ অনুরাগ আছে সেইরূপ ব্যক্তি একভক্তি; কারণ তাঁহার আর অন্য কোন অনুরাগের বিষয় নাই।৩ **হি**=যে হেতু **অহম্**—আমি অর্থাৎ জীবাভিন্ন পরমেশ্বর জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট **অত্যর্থং**=নিরতিশয় **প্রিয়ঃ**=নিরুপাধিক প্রেমের আস্পদ, **চ**=সেই হেতু **সঃ**=সেই জ্ঞানী ব্যক্তিও **মম প্রিয়ঃ**—আমার অর্থাৎ পরমেশ্বরের

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্‌।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্‌ ॥ ১৮ ॥

এতে সর্ব্বে এব উদারাঃ জ্ঞানী তু আত্মা এব মে মতম্‌ হি যুক্তাত্মা সঃ অনুত্তমাং গতিং মাম্‌ এব অস্থিতঃ অর্থাৎ ইহারা সকলেই মহান্‌ বটে, কিন্তু জ্ঞানী ভক্ত আমারই স্বরূপ ; কারণ, তিনি সদা আমাতেই সমাহিত হইয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট গতিস্বরূপ আমাকেই আশ্রয় করিয়াছেন ॥১৮

স মম পরমেশ্বরস্য প্রিয়ঃ। আত্মা প্রিয়োঽতিশয়েন ভবতীতি শ্রুতিলোকয়োঃ প্রসিদ্ধমেবেত্যর্থঃ ॥ ৪—১৭ ॥

তৎ কিমার্ত্তাদয়স্তব ন প্রিয়াঃ ? ন অত্যর্থমিতি বিশেষণাদিত্যাহ উদারা ইতি। "এতে" আর্ত্তাদয়ঃ সকামা অপি মদ্ভক্তাঃ সর্ব্বে ত্রয়োঽ"প্যুদারা এব" উৎকৃষ্টা এব পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতানেকসুকৃতরাশিত্বাৎ। অন্যথা হি মাং ন ভজেয়ুরেব, আর্ত্তস্য জিজ্ঞাসোরর্থার্থিনশ্চ মদ্বিমুখস্য ক্ষুদ্রদেবতাভক্তস্যাপি বহুলমুপলম্ভাৎ, অতো মম প্রিয়া এব তে। ন হি জ্ঞানবানজ্ঞো বা কশ্চিদপি ভক্তো মমাপ্রিয়ো ভবতি। কিন্তু যস্য যাদৃশী ময়ি প্রীতির্ম্মমাপি তত্র তাদৃশী প্রীতিরিতি স্বভাবসিদ্ধমেতৎ।১ তত্র সকামানাং ত্রয়াণাং কাম্যমানমপি প্রিয়মহমপি প্রিয়ঃ। জ্ঞানিনস্তু প্রিয়ান্তরশূন্যস্যাহমেব নিরতিশয়প্রীতিবিষয়ঃ, অতঃ সোঽপি মম নিরতিশয়প্রীতিবিষয় ইতি বিশেষঃ। অন্যথা হি মম কৃতজ্ঞতা ন স্যাৎ, কৃতঘ্নতা চ স্যাৎ।২ অতএবাত্যর্থমিতি বিশেষণমুপাত্তং প্রাক্‌।৩ যথা

অত্যধিক প্রিয়। আত্মা যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম তাহা শ্রুতি ও লোকব্যবহারে প্রসিদ্ধই আছে। অভিপ্রায় এই যে পরমেশ্বর জ্ঞানীর আত্মভূত বলিয়া নিরতিশয় প্রেমাস্পদ ; আবার জ্ঞানী পরমেশ্বরের আত্মভূত হওয়ায় তাঁহার নিকট প্রিয়তম।৪—১৭॥

অনুবাদ—তবে কি আর্ত্ত প্রভৃতি প্রপন্ন ব্যক্তিরা তোমার প্রিয় নহে ? (উত্তর) না,—তাহা নহে ; এই কারণেই জ্ঞানী ব্যক্তি আমার অত্যধিক প্রিয়—এই স্থলে **"অত্যর্থম্‌"** এই বিশেষণটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। অর্থাৎ তাহারাও আমার প্রিয় বটেই ; তবে জ্ঞানী ব্যক্তি আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। তাহাই "উদারাঃ" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন। আর্ত্ত প্রভৃতি এই যে তিন জাতীয় সকাম মদ্‌ভক্ত লোক ইহারা সকলেই **উদারাঃ** অর্থাৎ উৎকৃষ্ট, কেন না তাহাদের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য সম্ভার রহিয়াছে ; তাহা যদি না থাকিত তাহা হইলে তাহারা আমার উপাসনাই করিত না। কারণ এমন অনেক দেখা যায় যে যাহারা আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু এবং অর্থার্থী তাহারা আমার উপাসনায় বিমুখ ; তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার উপাসনায় নিযুক্ত থাকে।১ এ কারণে তাহারা নিশ্চয়ই আমার প্রিয়। কারণ জ্ঞানীই হউক অথবা অজ্ঞই হউক কোনও ভক্ত কখন আমার অপ্রিয় নহে ; তবে আমার উপর যাহার যেরূপ যে পরিমাণ প্রীতি আমারও যে তাহার উপর সেইরূপ প্রীতি হইবে, ইহা স্বভাব সিদ্ধ।২ তন্মধ্যে ত্রিবিধ সকাম ব্যক্তিগণের নিকটে কাম্যমান বস্তও প্রিয় এবং আমিও প্রিয়। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি প্রিয়ান্তরশূন্য (তাঁহার আর অন্য কিছু প্রিয় নাই)—আমিই তাঁহার

হি "যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতী"ত্যত্র (ছাঃ উঃ ১।১।১০) তরবর্থস্য বিবক্ষিতত্বাদ্বিদ্যাদিব্যতিরেকেণ কৃতমপি কর্ম্ম বীর্য্যবদ্ভবত্যেব, তথাত্যর্থং জ্ঞানী ভক্তো মম প্রিয় ইত্যুক্তেঃ যো জ্ঞানব্যতিরেকেণ ভক্তঃ সোঽপি প্রিয় ইতি পর্য্যবস্যত্যেব অত্যর্থমিতি বিশেষণস্য বিবক্ষিতত্বাৎ।৪ উক্তং হি, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" ইতি।৫ অতো মামাত্মত্বেন জ্ঞানবান্ জ্ঞানী আত্মৈব ন মত্তো ভিন্নঃ কিং ত্বহমেব স ইতি মম "মতং" নিশ্চয়ঃ।৬ তুশব্দঃ সকামভেদ দর্শিত্রিতয়াপেক্ষয়া নিষ্কামত্বভেদাদর্শিত্ববিশেষদ্যোতনার্থঃ।৭ হি যস্মাৎ স জ্ঞানী "যুক্তাত্মা" সদা ময়ি সমাহিতচিত্তঃ সন্ "মাং" ভগবন্তমনন্তমানন্দঘনমাত্মনমেবা"নুত্তমাং" সর্ব্বোৎ-কৃষ্টাং গতিং গন্তব্যং পরমং ফল"মাস্থিতঃ" অঙ্গীকৃতবান্, ন তু মদ্ভিন্নং কিমপি ফলং স মন্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৮—১৮ ॥

নিকটে নিরতিশয় প্রীতির বিষয় (যার পর নাই প্রিয় বস্তু); এই কারণে সেই জ্ঞানী ব্যক্তিও আমার নিকট নিরতিশয় প্রীতির বিষয়; ইহাই ইহাদের মধ্যে বিশেষ বা পার্থক্য। তাহা যদি না হইত অর্থাৎ প্রিয়ান্তরবিরহিত জ্ঞানী ব্যক্তিরা যদি আমার যার পর নাই প্রিয় না হইত তাহা হইলে আমার কৃতজ্ঞতা থাকিত না কিন্তু কৃতঘ্নতা আসিত। এই কারণে পূর্ব্বে "অত্যর্থম্" = 'অত্যধিক' এইরূপ বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে।৩ "লোকে বিদ্যার সহিত অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান সহকারে শ্রদ্ধা সহকারে এবং উপনিষৎ অর্থাৎ যোগ বা একাগ্রতা সহ যাহা করে তাহা অধিক বীর্য্যশালী হইয়া থাকে" (অর্থাৎ অজ্ঞানী অশ্রদ্ধালু ব্যাসক্তচিত্ত ব্যক্তির কৃত কর্ম্ম অপেক্ষা অধিক ফলপ্রসূ হয়। অভিপ্রায় এই যে তাদৃশ ব্যক্তির কৃত কর্ম্ম যে ফল দেয় না তাহা নহে, তাহাও ফলপ্রদ হয়, তবে ঈদৃশ ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে অধিক ফলদায়ী হয়) এই বাক্যে "বীর্য্যবত্তরম্" এই স্থলে 'তরপ্' প্রত্যয়ের অর্থ যেমন বিবক্ষিত, কেননা বিদ্যাদি বিনাও কর্ম্ম করিলে সেই কর্ম্মও অবশ্যই বীর্য্যবৎ হয় সেইরূপ 'জ্ঞানী ভক্ত আমার অত্যধিক প্রিয়' এই কথা বলিলে, 'যে ব্যক্তি জ্ঞান ব্যতিরেকে আমার ভক্ত সেও আমার প্রিয়' এই প্রকার অর্থেই পর্য্যবসিত হয়; কেন না 'অত্যর্থম্' এই বিশেষণটীর অর্থ বিবক্ষিত।৪ এই কারণেই ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন—"যাহারা যেরূপে আমার প্রপন্ন আমিও তাদের নিকট সেইরূপভাবে আত্মপ্রকাশ করি"।৫ এই কারণে যিনি আমায় স্বীয় আত্মা বলিয়া জানিয়াছেন সেই **জ্ঞানী** ব্যক্তি **আত্মৈব** = আমার আত্মস্বরূপই হইতেছেন, তিনি আমা হইতে ভিন্ন নহেন, কিন্তু আমিই তিনি অর্থাৎ আমিই তৎস্বরূপ—ইহাই **মে মতম্** = আমার মত অর্থাৎ নিশ্চয়।৬ সকাম এবং ভেদদর্শী পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ ভক্ত অপেক্ষা নিষ্কাম এবং অভেদদর্শী ব্যক্তি যে উৎকৃষ্ট তাহাই সূচিত করিবার জন্য এখানে 'তু' শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে।৭ **হি** = যেহেতু—ইহার কারণ এই যে **সঃ** = সেই **জ্ঞানী** ব্যক্তি **যুক্তাত্মা** = সর্ব্বদা আমাতেই সমর্পিতচিত্ত হইয়া **মাম্** = আমাকেই অর্থাৎ অনন্ত, আনন্দ স্বরূপ আত্মভূত ভগবান্কেই **অনুত্তমাম্** = সর্ব্বোৎকৃষ্ট **গতিম্** = গন্তব্য পরম ফল বলিয়া **আস্থিতঃ** = অবলম্বন করিয়াছেন; কিন্তু তিনি আমা ছাড়া আর অন্য কোন ফল ইচ্ছা করেন না, (কাজেই তিনি আমার আত্মভূত) ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।৮—১৮॥

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ ১৯॥

বহূনাং জন্মনাং অন্তে জ্ঞানবান্ সর্ব্বং বাসুদেবঃ ইতি মাং প্রপদ্যতে স মহাত্মা সুদুর্লভঃ অর্থাৎ বহুজন্মের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুণ্য সঞ্চয়ে অবশেষে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি সমস্ত জগৎই বাসুদেব, এইরূপে আমায় জানিতে পারেন; সুতরাং তাদৃশ মহাত্মা অতি দুর্লভ॥১৯

যস্মাদেবং তস্মাৎ বহূনাং জন্মনাং কিঞ্চিৎকিঞ্চিৎপুণ্যোপচয়হেতূনামন্তে চরমে জন্মনি সর্ব্বসুকৃতবিপাকরূপে বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি জ্ঞানবান্ সন্ মাং নিরুপাধিপ্রেমাস্পদং "প্রপদ্যতে" সর্ব্বদা সমস্তপ্রেমবিষয়ত্বেন ভজতে, সকলমিদমহঞ্চ বাসুদেব ইতি দৃষ্ট্যা সর্ব্বপ্রেম্নাং ময্যেব পর্য্যবসায়িত্বাৎ।১ অতঃ স এবং জ্ঞানপূর্ব্বকমদ্ভক্তিমান্ "মহাত্মা-" ত্যন্তশুদ্ধান্তঃকরণত্বাজ্জীবন্মুক্তঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টো ন তৎসমোঽন্যোঽস্তি, অধিকস্তু নাস্ত্যেব। অতঃ "সুদুর্ল্লভঃ" মনুষ্যাণাং সহস্রেষু দুঃখেনাপি লব্ধুমশক্যঃ। অতঃ স নিরতিশয়মৎ প্রীতিবিষয় ইতি যুক্তমেবেত্যর্থঃ॥ ২—১৯॥

অনুবাদ—যে হেতু ইহাই তত্ত্ব সেই কারণে **বহূনাম্ জন্মনাম্**—কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুণ্য সঞ্চয়ের কারণীভূত বহু জন্মের পর অর্থাৎ যদি প্রত্যেক জন্মেই অল্প বিস্তর পুণ্য সঞ্চিত হয় তাহা হইলে তাদৃশ বহু জন্মের পর **অন্তে**—চরম জন্মে অর্থাৎ সমস্ত পুণ্যের বিপাক হইতে, সমস্ত পুণ্যের ফলে যাহা উৎপন্ন হয় সেই অন্তিম জন্মে (যে জন্মে আত্মজ্ঞান হয়), **বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি জ্ঞানবান্**—'বাসুদেবই সমস্ত' এই প্রকার জ্ঞান সম্পন্ন হইয়া **মাম্**—আমাকে—নিরুপাধিক প্রেমের ভাজন পরমেশ্বরকে **প্রপদ্যতে**—প্রপন্ন হয়েন অর্থাৎ সর্ব্বদা সকল প্রকার প্রেমের বিষয় রূপে সেবা করিয়া থাকেন; কারণ তৎকালে, 'এই সমস্তই বাসুদেবস্বরূপ আমিও বাসুদেব স্বরূপ' এই প্রকার দৃষ্টিতে অর্থাৎ ঐরূপ জ্ঞানে তাঁহার সমস্ত প্রেম আমাতেই পর্য্যবসিত হয়। আর এই কারণেই **সঃ**—ঈদৃশ জ্ঞান পূর্ব্বক ভগবদ্ ভক্তি বিশিষ্ট **মহাত্মা**—অন্তঃকরণ অত্যন্ত শুদ্ধ হওয়ায় যিনি জীবন্মুক্ত সর্ব্বোত্তম—। তাঁহার সমান আর কেহই নাই, তাঁহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যক্তি ত থাকিতেই পারে না। এই কারণে সহস্র সহস্র মনুষ্য মধ্যে তাদৃশ মহাপুরুষ **সুদুর্লভঃ**—অতি দুর্লভ, বহু কষ্টেও তাদৃশ ব্যক্তি মেলে না। কাজেই তিনি যে আমার নিকট যার পর নাই প্রীতির বিষয় হইবেন ইহা সঙ্গতই বটে।২—১৯॥

ভাবপ্রকাশ—পূর্ব্ব শ্লোকে বর্ণিত চারি প্রকার ভক্তের মধ্যে জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা আমার তত্ত্বজ্ঞ, সর্ব্বদাই তাঁহারা আমাতে যুক্ত। আর যুক্তই বা কেন বলিব? তাঁহারা আমার আত্মস্বরূপই, তাই জ্ঞানী সর্ব্বোৎকৃষ্ট গতি আমাকেই প্রাপ্ত হন। অন্য তিন প্রকার ভক্তের কিছু ব্যবধান থাকে, জ্ঞানীর আমি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ—অব্যবধান—তাই আমি জ্ঞানীর অতি প্রিয়, জ্ঞানীও আমার অত্যন্ত প্রিয় হয়। অব্যবধানে অনুভূতিই চরম লক্ষ্য। জ্ঞানীর এই সাক্ষাৎ অপরোক্ষানুভূতি হয় বলিয়া জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ—এই জ্ঞানই পরাকাষ্ঠা—ইহাই চরমা গতি, এই জ্ঞান অতি দুর্লভ, বহুজন্মের সংস্কারোপচয়ে এই জ্ঞান লাভ হয়।১৭—১৯

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেহন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০ ॥

তৈঃ তৈঃ কামৈঃ হৃতজ্ঞানাঃ তং তং নিয়মম্ আস্থায় স্বয়া প্রকৃত্যা নিয়তাঃ অন্যদেবতাঃ প্রপদ্যন্তে অর্থাৎ নানাবিষয়ক সেই সেই কামনা দ্বারা যাহাদের জ্ঞান আচ্ছাদিত হইয়াছে, তাহারা স্ব স্ব স্বভাবানুরূপ নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক অন্য দেবতার আরাধনা করে ॥২০

তদেবমার্ত্তাদিভক্তত্রয়াপেক্ষয়া জ্ঞানিনো ভক্তস্যোৎকর্ষস্তেষাম্, "জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে" ইত্যত্র প্রতিজ্ঞাতো ব্যাখ্যাতঃ। অধুনা তু সকামত্বে ভেদদর্শিত্বে চ সমেহপি দেবতান্তরভক্তাপেক্ষয়ার্ত্তাদীনাং ত্রয়াণাং স্বভক্তানামুৎকর্ষঃ "উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে" ইত্যত্র প্রতিজ্ঞাতো ভগবতা ব্যাখ্যায়তে কামৈরিত্যারভ্য যাবদধ্যায়সমাপ্তি।১ সমানেহপ্যায়াসে সকামত্বে ভেদদর্শিত্বে চ মদ্ভক্তা ভূমিকাক্রমেণ সর্ব্বোৎকৃষ্টং মোক্ষাখ্যং ফলং লভন্তে, ক্ষুদ্রদেবতাভক্তাস্তু ক্ষুদ্রমেব পুনঃপুনঃ সংসরণরূপং ফলম্। অতঃ সর্ব্বেহপ্যার্ত্তা জিজ্ঞাসবোহর্থার্থিনশ্চ মামেব প্রপন্নাঃ সন্তোহনায়াসেন সর্ব্বোৎকৃষ্টমোক্ষাখ্যং ফলং লভন্তামিত্যভিপ্রায়ঃ পরমকারুণিকস্য ভগবতঃ।২ তত্র পরমপুরুষার্থফলমপি ভগবদ্ভজনমুপেক্ষ্য ক্ষুদ্রফলে ক্ষুদ্রদেবতাভজনে পূর্ব্ববাসনাবিশেষ এবাসাধারণো হেতুরিত্যাহ তৈস্তৈরিতি।৩ মোহনস্তম্ভনাকর্ষণবশীকরণমারণোচ্চাটনাদিবিষয়ৈর্ভগবৎসেবয়া লব্ধুমশক্যত্বেনাভিমতৈস্তৈস্তৈঃ ক্ষুদ্রৈঃ কামৈরভিলাষৈঃ হৃতমপহৃতং ভগবতো বাসুদেবা-

অনুবাদ—এইরূপে "তাঁহাদের মধ্যে নিত্য-যুক্ত এক-ভক্তি জ্ঞানী ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট" এই সন্দর্ভে 'আর্ত্ত প্রভৃতি ভক্তের তুলনায় জ্ঞানী ভক্তই উৎকৃষ্ট' এইরূপ যে নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল তাহার ব্যাখ্যা করা হইল। ঈশ্বর ভক্ত ত্রিবিধ লোক এবং অন্য দেবতাভক্ত লোক ইহাদের সকামত্ব ও ভেদদর্শিত্ব সমান হইলেও অর্থাৎ ইহারা সকলেই সকাম ও ভেদদর্শী হইলেও দেবতান্তর ভক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা ভগবদ্ভক্ত আর্ত্ত জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী এই ত্রিবিধ লোকের উৎকর্ষ অধিক—এইরূপ যাহা "উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে অর্থাৎ ইহারা সকলেই উদার অর্থাৎ উৎকৃষ্ট"—এই স্থানে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন এক্ষণে ভগবান্ এই অধ্যায়ের সমাপ্তি পর্য্যন্ত সেই বিষয়টীরই ব্যাখ্যা করিবেন।১ অন্য দেবতাভক্ত লোক এবং ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তি ইঁহাদের ভজনক্লেশ এবং ভেদদর্শিত্ব সমান হইলেও যাহারা আমার ভক্ত তাহারা ত্রিবিধ ভূমিকাক্রমে সর্ব্বোত্তম মোক্ষরূপ ফল লাভ করে। আর যাহারা ক্ষুদ্রদেবতাভক্ত তাহারা পুনঃ পুনঃ সংসাররূপ ক্ষুদ্র ফলই পাইয়া থাকে। অতএব আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী সকলেই আমারই প্রপন্ন হইয়া বিনা ক্লেশে মোক্ষরূপ উৎকৃষ্টতম ফল লাভ করুক ইহাই পরমকারুণিক ভগবানের অভিপ্রায়।২ ভগবদারাধনার ফল পরম পুরুষার্থ হইলেও তাহা উপেক্ষা করিয়া যাহার ফল অতি ক্ষুদ্র (তুচ্ছ) সেই দেবতান্তর ভজনে লোকে যে প্রবৃত্ত হয় পূর্ব্বজন্মের বাসনাবিশেষই তাহার অসাধারণ কারণ। তাহাই ভগবান্ "কামৈঃ" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন।৩ মোহন, স্তম্ভন, আকর্ষণ, বশীকরণ, মারণ এবং উচ্চাটন প্রভৃতি যে সমস্ত বিষয় ভগবৎ সেবায় লাভ করিতে পারা

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ ২১ ॥

যো যো ভক্তঃ যাং যাং তনুং শ্রদ্ধয়া অর্চ্চিতুম্ ইচ্ছতি, অহং তস্য তস্য তাম্ এব অচলাং শ্রদ্ধাং বিদধামি অর্থাৎ যে যে ভক্ত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দেবতারূপা মদীয়া যে যে মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করে, অন্তর্যামি-স্বরূপ আমি সেই সেই শ্রদ্ধাসমন্বিত ব্যক্তির ভক্তি সেই সেই দেবতাতে দৃঢ় করিয়া দিই ॥২১

দ্বিমুখীকৃত্য তত্তৎফলদাতৃত্বাভিমতক্ষুদ্রদেবতাভিমুখ্যং নীতং জ্ঞানমন্তঃকরণং যেষাং তেঽন্যদেবতাঃ ভগবতো বাসুদেবাদন্যাঃ ক্ষুদ্রদেবতাঃ তং তং নিয়মং জপোপবাস-প্রদক্ষিণনমস্কারাদিরূপং তত্তদ্দেবতারাধনে প্রসিদ্ধং নিয়মমাস্থায়াশ্রিত্য প্রপদ্যন্তে ভজন্তে, তত্তৎক্ষুদ্রফলপ্রাপ্তীচ্ছয়া। ক্ষুদ্রদেবতামধ্যেঽপি কেচিৎ কাঞ্চিদেব ভজন্তে, স্বয়া প্রকৃত্যা নিয়তাঃ অসাধারণয়া পূর্ব্বাভ্যাসবাসনয়া বশীকৃতাঃ সন্তঃ ॥ ৫—২০ ॥

তত্তদ্দেবতাপ্রসাদাৎ তেষামপি সর্ব্বেশ্বরে ভগবতি বাসুদেবে ভক্তির্ভবিষ্যতীতি ন শঙ্কনীয়ম্, যতঃ যেষাং মধ্যে যো যঃ কামী যাং যাং "তনুং" দেবতামূর্ত্তিং "শ্রদ্ধয়া" জন্মান্তরবাসনাবলপ্রাদুর্ভূতয়া ভক্ত্যা সংযুক্তঃ সন্নর্চ্চিতুং অর্চ্চয়িতুমিচ্ছতি প্রবর্ত্ততে—। চৌরাদিকস্যার্চ্চতের্ণিজভাবপক্ষে রূপমিদম্—। তস্য তস্য কামিনস্তামেব দেবতাতনুং প্রতি "শ্রদ্ধাং" পূর্ব্ববাসনাবশাৎ প্রাপ্তাং ভক্তিমচলাং স্থিরাং "বিদধামি" করোম্যহ-

যায় না বলিয়া কথিত আছে সেই সেই ক্ষুদ্র (তুচ্ছ) বিষয়ের দ্বারা অর্থাৎ অভিলাষের দ্বারা যাহাদের জ্ঞান অর্থাৎ অন্তঃকরণ হৃত অর্থাৎ অপহৃত হইয়াছে অর্থাৎ ভগবান্ বাসুদেবের নিকট হইতে বিমুখ হইয়া সেই সেই ফলপ্রদ ক্ষুদ্র দেবতার অভিমুখে স্থাপিত হইয়াছে সেই সমস্ত ব্যক্তি সেই সেই দেবতার আরাধনায় প্রসিদ্ধ জপ, উপবাস, প্রদক্ষিণ, নমস্কার প্রভৃতিরূপ সেই সেই নিয়ম অবলম্বন করিয়া সেই সেই তুচ্ছ ফলাভিলাষে অন্য দেবতাগণের অর্থাৎ ভগবান্ বাসুদেব হইতে ভিন্ন অন্য ক্ষুদ্র দেবতা সকলের প্রপন্ন হয় অর্থাৎ উপাসনা করে। দেবতাগণের মধ্যেও আবার কেহ কেহ হয়ত কোন একটী বিশেষ দেবতারই আরাধনা করে। আর এরূপ যে করে তাহা তাহারা **প্রকৃত্যা নিয়তাঃস্বয়া** = স্বীয় প্রকৃতির দ্বারা অর্থাৎ তাহার নিজের অসাধারণ যে পূর্ব্বাভ্যাসবাসনা তাহারই বশীভূত হইয়া ঐরূপ করিয়া থাকে ।৪—২০॥

অনুবাদ—সেই সেই দেবতার অনুগ্রহে ভগবান্ বাসুদেবের উপর তাহাদের ভক্তি জন্মিবে—এরূপ মনে করা উচিত নহে। ইহার কারণ কি তাহাই বলিতেছেন—। তাহাদের মধ্যে যে যে কামনাবান্ ব্যক্তি যে যে দেবমূর্ত্তিকে শ্রদ্ধা সহকারে অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করে অর্থাৎ প্রবৃত্ত হয়—।"অর্চ্চিতুম্" "এই পদটীতে চুরাদি গণীয় 'অর্চ্চ্' ধাতুর উত্তর যখন নিচ্ প্রত্যয় যুক্ত না হয় তখনকার এইরূপ,—অর্থাৎ চুরাদিগণীয় 'অর্চ্চ' ধাতুর উত্তর স্বার্থে 'নিচ্' প্রত্যয় হয় বলিয়া চুরাদিগণীয় অর্চ্চ ধাতুর উত্তর 'তুম্' প্রত্যয় করিলে 'অর্চ্চয়িতুম্' পদ হয়; এখানে তাহা না হইয়া যখন 'অর্চ্চিতুম্' প্রয়োগ করা হইয়াছে, তখন এখানে 'নিচ্' হয় নাই বুঝিতে হইবে—।১ সেই সেই কামী ব্যক্তির পক্ষে অন্তর্য্যামী আমি সেই দেবমূর্ত্তির

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যা রাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥ ২২ ॥

সঃ তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ [সন্] তস্যাঃ রাধনম্ ঈহতে ততশ্চ ময়া এব বিহিতান্ কামান্ হি লভতে অর্থাৎ সেই সকল ভক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া, সেই সেই দেব-মূর্ত্তির অর্চ্চনা করে এবং সেই সেই দেবতাবিশেষ হইতে যে অভিলষিত পদার্থ লাভ করিয়া থাকে, তৎসমুদয় আমারই বিহিত ॥২২

মন্তর্য্যামী, ন তু মদ্বিষয়াং শ্রদ্ধাং তস্য তস্য করোমীত্যর্থঃ। তামেব শ্রদ্ধামিতি ব্যাখ্যানে যচ্ছব্দানন্বয়ঃ স্পষ্টস্তস্মাৎ প্রতিশব্দমধ্যাহৃত্য ব্যাখ্যাতম্ ॥ ২১ ॥

স স কামী "তয়া" মদ্বিহিতয়া স্থিরয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যাঃ দেবতাতন্বা "রাধনং" পূজনমীহতে নির্ব্বর্ত্তয়তি।১ উপসর্গরহিতোঽপি রাধয়তিঃ পূজার্থঃ, সোপসর্গত্বে হ্যাকারঃ শ্রূয়েত।২ লভতে চ ততস্তস্যাঃ দেবতাতন্বাঃ সকাশাৎ কামানীপ্সিতান্ তান্ পূর্ব্বসঙ্কল্পিতান্, হি প্রসিদ্ধম্, ময়ৈব সর্ব্বজ্ঞেন সর্ব্বকর্ম্মফলদায়িনা তত্তদ্দেবতান্তর্য্যামিণা "বিহিতান্" তত্তৎফলবিপাকসময়ে নির্ম্মিতান্।৩ হিতান্ মনঃপ্রিয়ানিত্যেকপদং বা; অহিতত্বেঽপি হিততয়া প্রতীয়মানানিত্যর্থঃ ॥ ৪—২২ ॥

প্রতিই তাহার পূর্ব্ববাসনা প্রাপ্ত যে শ্রদ্ধা তাহা অচলা অর্থাৎ স্থিরা করিয়া দিই কিন্তু আমার উপর তাহাদের শ্রদ্ধা সম্পাদন করি না।২ "তামেব" এই স্থলে তাম্' পদটীকে শ্রদ্ধার সর্ব্বনাম করিয়া ব্যাখ্যা করিলে যে (যো যঃ এই স্থানে প্রযুক্ত) 'যৎ' শব্দের অন্বয় হইতে পারেনা তাহা অতি স্পষ্ট অর্থাৎ ঐ প্রকার ব্যাখ্যায় 'যৎ'শব্দের অনন্বয়রূপ দোষ হয়। এই কারণে 'তাম্' এই পদটীর পর একটী 'প্রতি' শব্দ উহ্য করিয়া ইহাকে 'তনুং' এই পদের সর্ব্বনামরূপে ব্যাখ্যা করা হইল।৩—২১ ॥

অনুবাদ—সঃ=সেই কামনাবান্ ব্যক্তি **তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ**=আমা কর্তৃক বিহিত সেই অচলা শ্রদ্ধা সংযুক্ত হইয়া **তস্যাঃ**=তাহার অর্থাৎ সেই দেবমূর্ত্তির **রাধনম্**=আরাধনা অর্থাৎ পূজা **ঈহতে**—সম্পাদন করে।১ 'রাধ্' ধাতুর পূর্ব্বে উপসর্গ না থাকিলেও তাহা পূজার্থে প্রযুক্ত হয়। কারণ যদি এখানে 'আ' এই উপসর্গ থাকিত তাহা হইলে (সন্ধির নিয়মানুসারে) সেই 'আ'কারটীর লোপ না হইয়া তাহা পঠিতই থাকিত। (কাজেই 'তস্যারাধনম্' এস্থলে 'তস্যাঃ রাধনম্' এইরূপ দুইটী পদ থাকায় 'আরাধনম্' অর্থাৎ আ—উপসর্গযুক্ত রাধ্ ধাতুর প্রয়োগ হয় নাই)।২ আর সেই সমস্ত ব্যক্তি সেই দেবমূর্ত্তির নিকট হইতে যে ঈপ্সিত পূর্ব্বসঙ্কল্পিত সেই সমস্ত কামনা লাভ করে, ইহা প্রসিদ্ধ; এই কারণে 'হি' শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে। আর সেই সমস্ত ফল, সেই সেই দেবতারও অন্তর্য্যামী সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বফলদায়ী আমা কর্ত্তৃকই সেই সেই ফলের বিপাক কালে নির্ম্মিত হইয়া থাকে।৩ 'হি তান্' এই অংশটীকে পৃথক্ না করিয়া একপদও করা যায়; তাহা হইলে অর্থ হইবে "হিতান্" অর্থাৎ মনঃপ্রিয়। এরূপ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বাস্তবিক সেগুলি হিতকর নহে, কিন্তু অহিত হইলেও অজ্ঞতা বশতঃ সেইগুলি হিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়।৪—২২ ॥

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥ ২৩ ॥

তু অল্পমেধসাং তেষাং তৎ ফলম্ অন্তবৎ দেবযজঃ দেবান্ যান্তি, মদ্ভক্তাঃ মাং যান্তি অর্থাৎ সেই অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ যে ফল প্রাপ্ত হয়, তাহা বিনশ্বর ; দেবযজনকারিগণ বিনশ্বর দেবলোক প্রাপ্ত হয়, আর আমার ভক্তগণ অবিনশ্বর আমাকেই লাভ করেন ॥২৩

যদ্যপি সর্ব্বা অপি দেবতাঃ সর্ব্বাত্মনো মমৈব তনবস্তদারাধনমপি বস্তুতো মদারাধনমেব সর্ব্বত্রাপি চ ফলদাতান্তর্য্যাম্যহমেব, তথাপি সাক্ষান্মদ্ভক্তানাঞ্চ তেষাঞ্চ বস্তুবিবেকাবিবেককৃতং ফলবৈষম্যং ভবতীত্যাহ অন্তেতি।১ "অল্পমেধসাং" মন্দপ্রজ্ঞত্বেন বস্তুবিবেকাসমর্থানাং "তেষাং" তত্তদ্দেবতাভক্তানাং তন্ময়া বিহিতমপি তত্তদ্দেবতারাধনজং ফলং অন্তবদেব বিনাশ্যেব, ন তু মদ্ভক্তানাং বিবেকিনামিবানন্তং ফলং তেষামিত্যর্থঃ।২ কুত এবম্? যতো দেবানিন্দ্রাদীন্ অন্তবত এব "দেবযজো" মদন্যদেবতারাধনপরা যান্তি প্রাপ্নুবন্তি।৩ মদ্ভক্তাস্তু ত্রয়ঃ সকামাঃ প্রথমং মৎপ্রসাদাদভীষ্টান্ কামান্ প্রাপ্নুবন্তি। অপি-শব্দপ্রয়োগাৎ ততো মদুপাসনাপরিপাকান্মামনন্তমানন্দঘনমীশ্বরমপি যান্তি প্রাপ্নুবন্তি।৪ অতঃ সমানেঽপি সকামত্বে মদ্ভক্তানামন্যদেবতাভক্তানাঞ্চ মহদন্তরম্, তস্মাৎ সাধূক্তম্, "উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে" ইতি ॥ ৫—২৩ ॥

অনুবাদ—যদিও সমস্ত দেবতাই সর্ব্বাত্মা (সর্ব্ব-স্বরূপ) আমারই মূর্ত্তি, সুতরাং তাহাদের আরাধনা আমারই আরাধনা এবং অন্তর্য্যামী আমিই সকল স্থলে ফলদাতা তথাপি যাহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমার ভক্ত আর যাহারা সেই অন্য দেবতাভক্ত ইহাদের মধ্যে বস্তুবিবেক ও বস্তুর অবিবেক নিবন্ধন ফলবৈষম্য আছে অর্থাৎ আমার সাক্ষাৎ ভক্তদের বস্তুবিবেক আছে কিন্তু দেবতান্তর ভক্তদের বস্তু বিবেক নাই এই কারণে উভয়ের ফলেরও তারতম্য রহিয়াছে। তাহাই "অন্তবৎ তু" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন। **অল্পমেধসাম্**=যাহারা মন্দপ্রজ্ঞ বলিয়া বস্তু বিবেকে অসমর্থ **তেষাং**=তত্তৎ দেবতাভক্ত সেই ব্যক্তিগণের **তৎ**=সেই সেই দেবতার উপাসনা জন্য সেই যে ফল তাহা আমা কর্ত্তৃকই বিহিত হইলেও তাহা অবশ্যই **অন্তবৎ**=বিনশ্বর ; আমার ভক্ত—বিবেকী ব্যক্তিগণের ফল যেমন অনন্ত তাহাদের ফল সেরূপ নহে, ইহাই তাৎপর্য্য।২ এরূপ হইবার কারণ কি? (উত্তর—) ইহার কারণ এই যে **দেবযজঃ**=আমা ছাড়া অন্য দেবতার ভক্ত ব্যক্তিগণ **দেবান্**=অন্তবিশিষ্ট ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে **যান্তি**=প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাহারা ইন্দ্রাদিদেবগণের সালোক্য প্রাপ্ত হয় ; আবার ইন্দ্রাদি দেবগণও চিরস্থায়ী নহে, তাহারাও বিনশ্বর ; কাজেই তদুপাসকগণের ফলও বিনশ্বরই হইয়া থাকে।৩ কিন্তু **মদ্ভক্তাঃ**=যাহারা আমার ভক্ত—সেই যে তিন জাতীয় সকাম ব্যক্তি তাহারা আমার অনুগ্রহে প্রথমতঃ অভীষ্ট কামনা সকলের সাফল্য লাভ করে এবং তদনন্তর আমার উপাসনায় অর্থাৎ ভগবদুপাসনার পরিপক্কতা হইলে অনন্ত আনন্দস্বরূপ আমাকে (ঈশ্বরকে) প্রাপ্ত হইয়া থাকে—। "মামপি" এস্থলে 'অপি' শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় এইরূপ অর্থ প্রতীত হয়। অতএব ঈশ্বরোপাসক

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ ২৪ ॥

অবুদ্ধয়ঃ মম অব্যয়ম্ অনুত্তমং পরং ভাবম্ অজানন্তঃ, অব্যক্তং মাং ব্যক্তিম্ আপন্নং মন্যন্তে অর্থাৎ মন্দবুদ্ধিগণ আমার অব্যয় ও সর্ব্বোৎকৃষ্টস্বরূপ অবগত নহে; তাহারা প্রপঞ্চের অতীত আমাকে শরীরী বলিয়া মনে করে ॥২৪

এবং ভগবদ্ভজনস্য সর্ব্বোত্তমফলত্বেঽপি কথং প্রায়েণ প্রাণিনো ভগবদ্বিমুখাঃ ইত্যত্র হেতুমাহ ভগবান্ অব্যক্তমিতি। অব্যক্তং দেহগ্রহণাৎ প্রাক্ কার্য্যাক্ষমত্বেন স্থিতমিদানীং বসুদেবগৃহে ব্যক্তিং ভৌতিকদেহাবচ্ছেদেন কার্য্যক্ষমতাং প্রাপ্তং কঞ্চিজ্জীবমেব মন্যন্তে মামীশ্বরমপ্যবুদ্ধয়ো বিবেকশূন্যাঃ। অব্যক্তং সর্ব্বকারণমপি মাং ব্যক্তিং কার্য্যরূপতাং মৎস্যকূর্ম্মাদ্যনেকাবতাররূপেণ প্রাপ্তমিতি বা।১ কথং তে জীবাস্ত্বাং ন বিচিন্বন্তি? তত্রাবুদ্ধয় ইত্যুক্তম্ হেতুং বিবৃণোতি—পরং সর্ব্বকারণরূপমব্যয়ং নিত্যং মম ভাবং স্বরূপং সোপাধিকমজানন্তস্তথা নিরুপাধিকমপ্যনুত্তমং সর্ব্বোৎকৃষ্টমনতিশয়াদ্বিতীয়পরমানন্দঘনমনন্তং মম স্বরূপমজানন্তো জীবানুকারিকার্য্যদর্শনাজ্জীবমেব কঞ্চিন্মাং মন্যন্তে। ততো মামীশ্বরত্বেনাভিমতং বিহায় প্রসিদ্ধং দেবতান্তরমেব

এবং দেবতান্তরপূজক ব্যক্তিগণের সকামতা সমান হইলেও তাহাদের মধ্যে মহৎ পার্থক্য রহিয়াছে। সুতরাং "উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে" এরূপ যে বলা হইয়াছে তাহা সঙ্গতই হইয়াছে।৫—২৩॥

ভাবপ্রকাশ—যাহার যেমন শ্রদ্ধা, আমি তাহাকে তেমনই দান করিয়া থাকি। যে যাহা ভালবাসে, যে যাহা চায়, আমি তাহাকে তাহাই দিয়া থাকি। অল্পবুদ্ধি মানব ক্ষুদ্রদেবতার ভজন করে অর্থাৎ নানাপ্রকার বিষয়কামনা লইয়াই ব্যস্ত থাকে। তাহাদিগকে আমি বিষয়ই দান করি। তাহারা অল্পবুদ্ধি—তাহারা জানে না যে তাহাদের কামনার ফল ক্ষণস্থায়ী তাই তাহারা উহাই চায়, আমিও তাহাদের কামনানুযায়ী ফলদান করি।২০—২৩

অনুবাদ—ভগবদুপাসনার ফল এই প্রকারে সর্ব্বোত্তম হইলেও অধিকাংশ জীবই কেন তাহাতে বিমুখ হয়"অব্যক্তম্"ইত্যাদি শ্লোকে ভগবান্ তাহার কারণ বলিতেছেন। **অবুদ্ধয়ঃ**=বিবেকশূন্য ব্যক্তিগণ **অব্যক্তম্**=দেহগ্রহণের পূর্ব্বে কার্য্য করিতে অসমর্থরূপে অবস্থিত এক্ষণে কিন্তু বসুদেব ভবনে **ব্যক্তিম্ আপন্নম্**=ভৌতিক দেহাবচ্ছেদে কার্য্য করিবার সামর্থ্যযুক্ত আমাকে—ঈশ্বরকেও সাধারণ জীববিশেষ বলিয়াই **মন্যন্তে**=মনে করে। অথবা **'অব্যক্তম্ মাম্'** আমি সর্ব্বকারণ হইলেও সেই জগদীশ্বর আমাকে **ব্যক্তিম্ আপন্নম্**=মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি অনেক অবতাররূপে কার্য্যরূপতা প্রাপ্ত বলিয়া মনে করে।১ সেই জীবগণ যে তোমায় চিনিতে পারেনা তাহার হেতু কি? তাহা "অবুদ্ধয়ঃ" এই বিশেষণের দ্বারা কথিত হইয়াছে। এক্ষণে "পরম্" ইত্যাদি সন্দর্ভে তাহাই (সেই হেতুটাই) বিবৃত করিতেছেন। আমার পরম্=যাহা সকলের কারণস্বরূপ সেই **অব্যয়ম্**=নিত্য **মম ভাবম্**=আমার যে উপাধিবিশিষ্ট স্বরূপ তাহা **অজানন্তঃ**=না জানিয়া এবং **অনুত্তমম্**=সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিরতিশয় অদ্বিতীয় পরমানন্দস্বরূপ নিরুপাধিক অর্থাৎ উপাধিবিহীন আমার যে অনন্তস্বরূপ

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥ ২৫ ॥

অহং যোগমায়া-সমাবৃতঃ সর্ব্বস্য প্রকাশঃ ন [ভবামি] মূঢ়ঃ অয়ং লোকঃ অজম্ অব্যয়ং মাং ন অভিজানাতি অর্থাৎ আমি যোগমায়ায় অচ্ছাদিত থাকায় সকলের নিকট অভিব্যক্ত নহি ; এই মূঢ়ব্যক্তিগণ আমার স্বরূপজ্ঞানে অসমর্থ হইয়া আমায় জন্মহীন ও অব্যয় বলিয়া জানিতে সমর্থ হয় না ॥২৫

ভজন্তে, ততশ্চান্তবদেব ফলং প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। অগ্রে চ বক্ষ্যতে "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্" ইতি ॥ ২—২৪ ॥

নন্বু জন্মকালেঽপি সর্ব্বযোগিধ্যেয়ং শ্রীবৈকুণ্ঠস্থমৈশ্বরমেব রূপম্ আবির্ভাবিতবতি সংপ্রতি চ শ্রীবৎস-কৌস্তুভবনমালা-কিরীট-কুণ্ডলাদিদিব্যোপকরণশালিনি কম্বুকমলকৌমোদকী-চক্রবরধারিচতুর্ভুজে শ্রীমদ্বৈনতেয়বাহনে নিখিলসুরলোকসম্পাদিতরাজরাজেশ্বরাভিষেকা-দিমহাবৈভবে সর্ব্বসুরাসুরজেতরি বিবিধদিব্যলীলাবিলাসশীলে সর্ব্বাবতারশিরোমণৌ সাক্ষাদ্বৈকুণ্ঠনায়কে নিখিললোকদুঃখনিস্তারায় ভুবমবতীর্ণে বিরিঞ্চিপ্রপঞ্চাসম্ভবি-নিরতিশয়সৌন্দর্য্যসারসর্ব্বস্বমূর্ত্তৌ বাললীলাবিমোহিতবিধাতরি তরণিকিরণোজ্জ্বলদিব্য-পীতাম্বরে নিরূপমশ্যামসুন্দরে করদীকৃতপারিজাতার্থপরাজিতপুরন্দরে বাণযুদ্ধবিজিত-

তাহাও না জানিয়া আমার সাধারণ প্রাণীর সমান ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া কেহ কেহ আমাকে সাধারণ জীব বলিয়াই মনে করে। আর সেই কারণে যে আমায় অনীশ্বর বলিয়া ধারণা করিয়াছে সেই আমাকে ছাড়িয়া সেই সকল ব্যক্তি অন্যান্য প্রসিদ্ধ দেবতার উপাসনা করে। আর সেই কারণে তাহাদের ফলও অন্তবৎ অর্থাৎ বিনশ্বর হইয়া থাকে। শ্রীভবান্ও এই বিষয়টী অগ্রে "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্" ইত্যাদি সন্দর্ভে বলিবেন।২—২৪॥

অনুবাদ—আচ্ছা, সকল যোগিগণেই তোমার শ্রীবৈকুণ্ঠস্থিত যে ঐশ্বররূপ ধ্যান করেন, (বসুদেব সদনে) জন্মকালেও ত তুমি সেই নিজরূপ প্রকাশিত করিয়াছিলে আর এক্ষণেও তুমি শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, বনমালা, কিরীট, কুণ্ডল প্রভৃতি দিব্য (স্বর্গীয়) উপকরণ সকল ধারণ করিতেছ, তুমি চারি হস্তে শঙ্খ, পদ্ম, কৌমোদকী (গদা) এবং চক্র ধারণ করিতেছ, বিনতানন্দনকে বাহন করিয়া রহিয়াছ, অখিল দেবলোক তোমার রাজরাজেশ্বররূপের অভিষেক সম্পাদন করিয়া তোমার মহাবৈভব প্রকাশ করিয়া দিতেছে, তুমি নিখিল সুর ও অসুর সকলেরই বিজেতা, বিবিধদিব্যলীলায় বিলাস করা তোমার স্বভাব, তুমি সকল প্রকার অবতারের শিরোমণি স্বরূপ (পূর্ণাবতার) তুমি সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠের নায়ক (অধীশ্বর অর্থাৎ বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি বিধায়ক), তুমি নিখিল ভুবনের দুঃখ নিস্তার করিবার জন্য মর্ত্তে অবতীর্ণ, তোমার মূর্ত্তি বিরঞ্চির (ব্রহ্মার) প্রপঞ্চে (সৃষ্টিতে) যাহা সম্ভব নহে তাদৃশ নিরতিশয় সৌন্দর্য্যের সার ও সর্ব্বস্ব-স্বরূপ, তুমি বাললীলা প্রভাবে বিধাতাকেও বিমোহিত করিয়াছিলে, তোমার পীতবসন সূর্য্যের কিরণের ন্যায় উজ্জ্বল, তুমি এমন শ্যাম অথচ এমন সুন্দর যে তাহার উপমা নাই, পারিজাত বৃক্ষকে করস্বরূপে প্রদান করাইবার জন্য-তুমি

শশাঙ্কশেখরে সমস্তসুরাসুরবিজয়িনরকপ্রভৃতিমহাদৈতেয়প্রকরপ্রাণপর্য্যন্তসর্ব্বস্বহারিণি শ্রীদামাদিপরমরঙ্কমহাবৈভবকারিণি ষোড়শসহস্রদিব্যরূপধারিণ্যপরিমেয়গুণগরিমণি মহামহিমনি নারদমার্কণ্ডেয়াদিমহামুনিগণস্তুতে ত্বয়ি কথমবিবেকিনোঽপি মনুষ্যবুদ্ধি-জীববুদ্ধির্ব্বেত্যর্জুনাশঙ্কামপনিনীষুরাহ ভগবান্ নাহমিতি।১ অহং সর্ব্বস্য লোকস্য "ন প্রকাশঃ" স্বেন রূপেণ প্রকটো ন ভবামি, কিন্তু কেষাঞ্চিন্মদ্ভক্তানামেব প্রকটো ভবামীত্যভিপ্রায়ঃ।২ কথং সর্ব্বস্য লোকস্য ন প্রকটঃ ইত্যত্র হেতুমাহ "যোগমায়া-সমাবৃতঃ"।—যোগো মম সঙ্কল্পস্তদ্বশবর্ত্তিনী মায়া যোগমায়া তয়ায়মভক্তো জনো মাং স্বরূপেণ ন জানাত্বিতি সঙ্কল্পানুবিধায়িন্যা মায়য়া সম্যগাবৃতঃ—সত্যপি জ্ঞানকারণে জ্ঞানবিষয়ত্বাযোগ্যঃ কৃতঃ—। অতো যদুক্তম্ "পরং ভাবমজানন্তঃ" ইতি তত্র মম সঙ্কল্প এব কারণমিত্যুক্তং ভবতি। অতো মম মায়য়া "মূঢ়" আবৃতজ্ঞানঃ সন্নয়ং চতুর্ব্বিধভক্তবিলক্ষণো লোকঃ সত্যপি জ্ঞানকারণে মামজমব্যয়মনাদ্যনন্তং পরমেশ্বরং নাভিজানাতি, কিন্তু

পুরন্দর ইন্দ্রকেও পরাভূত করিয়াছিলে, তুমি বাণনামক অসুরের সহিত যুদ্ধকালে চন্দ্রচূড় শিবকেও পরাজিত করিয়াছিলে, যাহারা নিখিল সুর ও অসুরগণেরও বিজেতা নরক ইত্যাদি নামধারী সেই সমস্ত মহাদানব সঙ্ঘেরও তুমি প্রাণ পর্য্যন্ত সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছিলে (অর্থাৎ তাহাদের সর্ব্বস্বও নষ্ট করিয়া দিয়াছিলে অধিকন্তু তাহাদের প্রাণ সংহারও করিয়াছিলে), তুমি শ্রীদাম প্রভৃতি পরম রঙ্কেরও অর্থাৎ পরম দরিদ্রেরও মহাবৈভব সম্পাদন করিয়াছিলে, তুমি ষোড়শ সহস্র দিব্যরূপ ধারণ করিয়াছিলে, তোমার গুণ গরিমা অপরিমেয়, তোমার মহিমা মহান্, এবং নারদ মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি মুনিগণও তোমার স্তব করিয়া থাকেন;—এতাদৃশ তোমার উপর অবিবেকী ব্যক্তিরও কিরূপে মনুষ্যজ্ঞান অথবা জীব বলিয়া বোধ করা সম্ভবে?—অর্জ্জুনের এই প্রকার শঙ্কা অপনয়ন করিবার নিমিত্ত ভগবান্ বলিলেন—।১ **অহম্**=আমি **সর্ব্বস্য**=সকল লোকের নিকট **ন প্রকাশঃ**=নিজরূপে প্রকট হই না; কিন্তু কোন কোন ভক্তের নিকটেই আমি নিজরূপে আত্মপ্রকাশ করি।২ সকল লোকের নিকটে তুমি যে আত্মপ্রকাশ করনা তাহার হেতু কি? তাহাই বলিতেছেন—**যোগমায়া-সমাবৃতঃ**—। যোগ অর্থাৎ আমার (ঈশ্বরের) সঙ্কল্প; সেই যোগের বশবর্ত্তিনী যে মায়া তাহাই যোগমায়া। সেই যোগমায়া দ্বারা অর্থাৎ—অভক্ত লোক আমাকে যেন স্বরূপতঃ জানিতে না পারে, আমার সঙ্কল্পানুসারিণী আমার ঐ প্রকার মায়ার প্রভাবে সম্যক্‌রূপে আবৃত হইয়া থাকে বলিয়া—। জ্ঞানের কারণ বিদ্যমান থাকিলেও অর্থাৎ আমাকে উপলব্ধি করিবার বহু নিদর্শন থাকিলেও তাহাকে সেই মায়ার প্রভাবে জ্ঞানবিষয়ত্বের অযোগ্য হইতে হয়—। কাজেই "পরং-ভাবমজানন্তঃ" অর্থাৎ "আমার পরমস্বরূপ না জানিয়া" ইত্যাদি সন্দর্ভে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে ইহাই বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে যে তাহাদের সেই যে না জানা তাহাতে আমার সঙ্কল্পই কারণ। অর্থাৎ আমার সঙ্কল্প প্রভাবে অজ্ঞ লোক আমার স্বরূপ বুঝিতে পারেনা—। এই হেতু আমার মায়ায় **মূঢ়ঃ**=আবৃতজ্ঞান হওয়ায় **অয়ম্ লোকঃ**=পূর্ব্বোল্লিখিত আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চারি প্রকার ভক্ত হইতে ভিন্ন যে সমস্ত লোক তাহারা, আমার স্বরূপ জ্ঞানের কারণ

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬ ॥

হে অর্জ্জুন! অহঞ্চ সমতীতানি বর্ত্তমানানি, ভবিষ্যাণি ভূতানি বেদ! মাং তু ন কোঽপি বেদ অর্থাৎ আমি অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই ত্রিকালবর্ত্তী সমস্ত ভূতগণের সকল বিষয়ই অবগত আছি কিন্তু হে অর্জ্জুন! আমাকে কেহই জানে না॥২৬

বিপরীতদৃষ্ট্যা মনুষ্যমেব কঞ্চিন্মন্যত ইত্যর্থঃ।৩ বিদ্যমানং বস্তু স্বরূপমাবৃণোত্যবিদ্যমানঞ্চ কিঞ্চিদ্দর্শয়তীতি লৌকিকমায়ায়ামপি প্রসিদ্ধমেতৎ ॥ ৪—২৫ ॥

অতো মায়য়া স্বাধীনয়া সর্ব্বব্যামোহকত্বাৎ স্বয়ং চ প্রতিবদ্ধজ্ঞানত্বাৎ "অহং" অপ্রতিবদ্ধসর্ব্ববিজ্ঞানঃ মায়য়া সর্ব্বান্ লোকান্ মোহয়ন্নপি "সমতীতানি" চিরবিনষ্টানি বর্ত্তমানানি চ ভবিষ্যাণি চ এবং কালত্রয়বর্ত্তীনি "ভূতানি" স্থাবরজঙ্গমানি সর্ব্বাণি "বেদ" জানামি, হে অর্জ্জুন! অতোঽহং সর্ব্বজ্ঞঃ পরমেশ্বর ইত্যত্র নাস্তি সংশয় ইত্যর্থঃ।১ "মান্তু," —তুশব্দো জ্ঞানপ্রতিবন্ধদ্যোতনার্থঃ —। মাং সর্ব্বদর্শিনমপি মায়াবিনমিব মন্মায়ামোহিতঃ

অর্থাৎ বহু নিদর্শন থাকিলেও **মাম্**=আমাকে—অজম্ অব্যয়ম্=অনাদি অনন্ত পরমেশ্বরকে **ন অভিজানাতি**=জানিতে পারে না; প্রত্যুত তাহারা বিপরীত দৃষ্টিবশতঃ আমায় সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় কোন একটী মানুষ বলিয়াই মনে করে, ইহাই অভিপ্রেত অর্থ।৩ মায়া যে বিদ্যমান বস্তুর স্বরূপকেও আবৃত করে এবং তাহাতে অবিদ্যমান অন্য কিছু দেখাইয়া দেয় ইহা লৌকিক মায়াতেও প্রসিদ্ধ আছে। অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিক আদির ইন্দ্রজাল ক্রীড়ায়ও দেখিতে পাওয়া যায় যে, সে মায়াপ্রভাবে বস্তুর স্বরূপকে আবৃত করিয়া তাহার স্থলে অন্য কোন অকল্পিতপূর্ব্ব বস্তু দেখাইয়া থাকে। সুতরাং পারমেশ্বরী মায়াও যে অজ্ঞ জীবের নিকট পরমেশ্বরের স্বরূপ আবৃত করিয়া তাহার স্থানে অন্য কিছু দেখাইবে অর্থাৎ তাহাকে সাধারণ জীব বলিয়া প্রতিপন্ন করাইবে তাহা আর বিচিত্র কি?৪—২৫॥

ভাবপ্রকাশ—আমার তত্ত্ব না জানিয়া লোকে আমার ব্যক্তরূপ দেখিয়া আমাকে সসীম মনে করিয়া আমাকে অনাদর করে। মূঢ় লোক আমার মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন হয় বলিয়া আমার প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারে না।২৪—২৫

অনুবাদ—সুতরাং আমার অধীন সেই মায়ার প্রভাবে যখন সকলকেই ব্যামোহযুক্ত করিতে পারি আর আমি স্বয়ং অপ্রতিবদ্ধজ্ঞান—আমার জ্ঞান কোথাও প্রতিহত হয় না। সুতরাং তখন—। হে অর্জ্জুন! আমি অপ্রতিবদ্ধসর্ব্ববিজ্ঞান—সকল বিষয়ের বিশেষ জ্ঞান আমার অপ্রতিহত; আমি মায়াপ্রভাবে সমস্ত লোককে মোহিত করিতে থাকি, তথাপি আমি সমতীত বিষয়সকল—যে সমস্ত বিষয় বহুদিন হইল বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে তৎসমুদয়, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ—এই প্রকারে ত্রিকালবর্ত্তী স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত পদার্থের বিষয়ই জানি। এ কারণে আমি যে সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর তদ্বিষয়ে সংশয় নাই, ইহাই অভিপ্রায়।১ "মাং তু" এস্থলে যে 'তু' শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে উহা

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ২৭ ॥

হে পরন্তপ ভারত ! সর্গে ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন, দ্বন্দ্বমোহেন সর্ব্বভূতানি সম্মোহং যান্তি—অর্থাৎ হে পরন্তপ ! প্রাণিগণের স্থূলদেহের উৎপত্তিকালে ভূতগণ ইচ্ছা এবং দ্বেষ-জনিত সুখদুঃখাদিতে সম্যক্‌রূপে মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।২৭

"কশ্চন" কোঽপি মদনুগ্রহভাজনং মদ্ভক্তং বিনা "ন বেদ" মন্মায়ামোহিতত্বাৎ, অতো মত্তত্ত্ববেদনাভাবাদেব প্রায়েণ প্রাণিনো মাং ন ভজন্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২—২৬ ॥

যোগমায়াং ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানপ্রতিবন্ধে হেতুমুক্ত্বা দেহেন্দ্রিয়সংঘাতাভিমানাতিশয়-পূর্ব্বকং ভোগাভিনিবেশং হেত্বন্তরমাহ ইচ্ছাদ্বেষেতি। ইচ্ছাদ্বেষাভ্যামনুকূলপ্রতিকূল-বিষয়াভ্যাং সমুত্থিতেন শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বনিমিত্তেন মোহেন অহং সুখী অহং দুঃখীত্যাদিবিপর্য্যয়েণ সর্ব্বাণ্যপি ভূতানি "সংমোহং" বিবেকাযোগ্যত্বং "সর্গে" স্থূল-দেহোৎপত্তৌ সত্যাং যান্তি।১ হে ভারত হে পরন্তপেতি সংবোধনদ্বয়স্য কুলমহিম্না স্বরূপশক্ত্যা চ ত্বাং দ্বন্দ্বমোহাখ্যঃ শত্রুর্নাভিভবিতুমলমিতি ভাবঃ।২ ন হীচ্ছাদ্বেষরহিতং কিঞ্চিদপি ভূতমস্তি। ন চ তাভ্যামাবিষ্টস্য বহির্বিবষয়মপি জ্ঞানং সম্ভবতি কিং

দ্বারা জ্ঞানের প্রতিবন্ধ সূচিত হইতেছে; অর্থাৎ জ্ঞানের প্রতিবন্ধক রহিয়াছে বলিয়া আমায় পায় না। কিন্তু আমি সর্ব্বদর্শী হইলেও লোকে মায়াবীর মায়ায় মোহিত হইয়া যেমন তাহাকে দেখিতে পায় না সেইরূপ আমার কৃপার পাত্র আমার ভক্ত ছাড়া অন্য কেহই আমাকে দেখিতে পায় না, ইহার কারণ তাহারা আমার মায়ায় মোহিত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং আমার তত্ত্ব (স্বরূপ) জানে না বলিয়াই অধিকাংশ ব্যক্তি আমার উপাসনা করে না, ইহাই অভিপ্রায়।২—২৬॥

অনুবাদ—ভগবৎ-স্বরূপ অবগত হইবার যে প্রতিবন্ধক তাহার হেতু হইতেছে যোগমায়া, ইহা পূর্ব্ব শ্লোকে বলা হইল। দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির যে সঙ্ঘাত তাহাতে অত্যধিক অভিমান অর্থাৎ আসক্তি থাকায় যে ভোগানুরাগ জন্মে তাহাও ঈশ্বরতত্ত্ব বিজ্ঞানের প্রতিবন্ধকের অপর হেতু; তাহাই বলিতেছেন—। হে অরিন্দম ভরতকুলাবতংস ! অনুকূল বিষয়ে যে ইচ্ছা এবং প্রতিকূল বিষয়ে যে দ্বেষ ইহা হইতে শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্বের (পরস্পর বিরোধী ভাবদ্বয়ের) হেতু যে মোহ সমুত্থিত হয় অর্থাৎ ইচ্ছা বা দ্বেষ বশতঃ 'আমি সুখী' অথবা 'আমি দুঃখী' এইপ্রকার যে বিপর্য্যয় বা মোহ জন্মায়, সেই কারণে **সর্ব্বভূতানি**=সমস্ত জীবই, **সর্গে**=স্থূলদেহ উৎপন্ন হইলে **সম্মোহং যান্তি**=মোহগ্রস্ত হয়, বিবেকলাভের অনুপযুক্ত হয়।১ 'হে ভারত, হে পরন্তপ' এই প্রকারে দুইবার সম্বোধন করিবার অভিপ্রায় এই যে তোমার বংশমহিমা এবং নিজশক্তির প্রভাবে দ্বন্দ্ব ও মোহনামক শত্রু তোমায় অভিভূত করিতে পারিবে না।২ (ইহার আশয় এইরূপ,) কোনও প্রাণী ইচ্ছাদ্বেষবিরহিত নহে; আর তদাবিষ্ট ব্যক্তির অর্থাৎ ইচ্ছা ও দ্বেষ যাহাকে পাইয়া বসিয়াছে তাহার বহি-র্বিষয়ক জ্ঞান হওয়াই সম্ভব নহে, আত্মবিষয়ক

যেষামন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

যেষাং তু পুণ্যকর্ম্মণাং জনানাং পাপম্ অন্তগতং দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তাঃ দৃঢ়ব্রতাঃ তে মাং ভজন্তে অর্থাৎ যে পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তিদিগের পাপ বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহারাই দ্বন্দ্বমোহবিনির্ম্মুক্ত হইয়া একান্তমনে আমাকে ভজনা করেন ॥২৮

পুনরাত্মবিষয়ম্। অতো রাগদ্বেষব্যাকুলান্তঃকরণত্বাৎ সর্ব্বাণ্যপি ভূতানি মাং পরমেশ্বরমাত্মভূতং ন জানন্তি, অতো ন ভজন্তে ভজনীয়মপি ॥ ৩—২৭ ॥

যদি সর্ব্বভূতানি সম্মোহং যান্তি, কথং তর্হি "চতুর্বিধা ভজন্তে মাম্" ইত্যুক্তম্? সত্যং সুকৃতাতিশয়েন তেষাং ক্ষীণপাপত্বাদিত্যাহ যেষামিতি। "যেষান্তু" ইতরলোকবিলক্ষণানাং জনানাং সফলজন্মনাং পুণ্যকর্ম্মণামনেকজন্মসু পুণ্যাচরণশীলানাং তৈস্তৈঃ পুণ্যৈঃ কর্ম্মভির্জ্ঞানপ্রতিবন্ধকং পাপ"মন্তগতং" অন্তমবসানং প্রাপ্তম্, তে পাপাভাবেন তন্নিমিত্তেন "দ্বন্দ্বমোহেন" রাগদ্বেষাদিনিবন্ধনবিপর্য্যাসেন স্বতএব "নির্ম্মুক্তাঃ" পুনরাবৃত্ত্যযোগ্যত্বেন ত্যক্তাঃ "দৃঢ়ব্রতাঃ" অচাল্যসঙ্কল্পাঃ সর্ব্বথা ভগবানেব ভজনীয়ঃ, স চৈবংরূপ এবেতি প্রমাণজনিতাপ্রামাণ্যশঙ্কাশূন্যবিজ্ঞানাঃ সন্তো মাং পরমাত্মানং "ভজন্তে" অনন্যশরণাঃ

জ্ঞান হওয়া ত দূরের কথা। এই হেতু সমস্ত প্রাণীরই অন্তঃকরণ রাগ, দ্বেষ প্রভৃতির দ্বারা আকুলিত হইয়া থাকে বলিয়া জীবগণ স্ব স্ব আত্মভূত পরমেশ্বর আমাকে জানিতে পারে না; আর এই কারণেই আমি উপাস্য হইলেও তাহারা আমার উপাসনা করে না। ৩—২৭॥

ভাবপ্রকাশ—আমি মায়ার অতীত বলিয়া আমার জ্ঞান কখনও আচ্ছন্ন হয় না। জীবগণের রাগদ্বেষজনিত মোহনিবন্ধন জ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়া যায়। ২৬—২৭

অনুবাদ—আচ্ছা, সকল প্রাণীই যদি মোহগ্রস্ত হইল তাহা হইলে 'চারি জাতীয় ব্যক্তি আমার উপাসনা করিয়া থাকে' এইরূপ যে বলিলে তাহা কিরূপে সম্ভব হয়? (উত্তর—) কথা সত্য বটে, তথাপি পুণ্যাধিক্য বশতঃ তাহাদের পাপক্ষয় হইয়াছে; কাজেই তাহারা আমার ভজনা করিয়া থাকে। তাহাই বলিতেছেন—। সাধারণ লোকসকল হইতে স্বতন্ত্রভাবাপন্ন পুণ্যকর্ম্মা সফলজন্মা যে সমস্ত ব্যক্তি বহু জন্ম ধরিয়া পুণ্যানুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের সেই সেই পুণ্যকর্ম্মের প্রভাবে জ্ঞানের প্রতিবন্ধকস্বরূপ যে পাপ তাহা অন্তগত—অবসানপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ দূর হইয়া যায়। সেই কারণে তাঁহাদের পাপ না থাকায় সেই পাপ হইতে যে দ্বন্দ্বমোহ অর্থাৎ রাগাদ্বেষাদিনিমিত্তক যে বিপর্য্যাস তাহা হইতে তাঁহারা স্বতই মুক্ত হইয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহারা পুনরাবৃত্তির অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মমরণরূপ সংসারের অযোগ্য হওয়ায় রাগদ্বেষাদির দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া থাকেন। (অভিপ্রায় এই যে রাগদ্বেষাদি তাঁহাকে আপনিই ছাড়িয়া যায়, সেইগুলিকে পরিত্যাগ করিবার জন্য তাঁহাকে আর যত্ন করিতে হয় না।) তখন তাঁহারা **দৃঢ়ব্রতাঃ**—অর্থাৎ স্থির সঙ্কল্প হইয়া বুঝিয়া থাকেন যে 'ভগবান্ই একমাত্র সকল রকমে উপাস্য, আর সেই ভগবানের স্বরূপ এইরূপ', এই প্রকারে প্রমাণ বলে

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্ ॥ ২৯ ॥

জরামরণ-মোক্ষায় মাম্ আশ্রিত্য যে যতন্তি তে তৎ (পরং) ব্রহ্ম অধ্যাত্মং অখিলং কর্ম্ম চ বিদুঃ অর্থাৎ জরামরণ হইতে মুক্তিলাভার্থ যাঁহারা আমাকে আশ্রয় করিয়া প্রযত্নশীল হন, তাঁহারা সেই পরব্রহ্মকে, সমস্ত অধ্যাত্ম এবং সমুদয় কর্ম্মকে অবগত হন ॥ ২৯

সন্তঃ সেবন্তে।১ এতাদৃশাএব "চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাম্" ইত্যত্র সুকৃতিশব্দেনোক্তাঃ। অতঃ সর্ব্বভূতানি সম্মোহং যান্তীত্যুৎসর্গঃ, তেষাং মধ্যে যে সুকৃতিনস্তে সম্মোহশূন্যাঃ মাং ভজন্ত ইত্যপবাদ ইতি ন বিরোধঃ।২ অয়মেবোৎসর্গঃ প্রাগপি প্রতিপাদিতঃ, "ত্রিভির্গুণময়ৈ-র্ভাবৈঃ" ইত্যত্র। তস্মাৎ সত্ত্বশোধকপুণ্যকর্ম্মসঞ্চয়ায় সর্ব্বদা যতনীয়মিতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

অথেদানীমর্জ্জুনস্য প্রশ্নমুত্থাপয়িতুং সূত্রভূতৌ শ্লোকাবুচ্যেতে। অনয়োরেব বৃত্তিস্থানীয় উত্তরোঽধ্যায়ো ভবিষ্যতি।১ যে সংসারদুঃখান্নির্ব্বিণ্ণা "জরামরণমোক্ষায়" জরামরণাদি-

তাঁহাদের বিজ্ঞান, ঈশ্বরবিষয়কবিশেষজ্ঞান অপ্রামাণ্যশঙ্কা শূন্য হইয়া যায় অর্থাৎ তাঁহাদের সেই যে ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান তাহাতে অপ্রামাণ্যের কোনও কারণ নাই বলিয়া তাহাতে অপ্রামাণ্যের সন্দেহও হয় না। কাজেই তাঁহারা আমারই অর্থাৎ পরমাত্মারই ভজনা করিয়া থাকেন অর্থাৎ অনন্যশরণ হইয়া সেবা করিয়া থাকেন।১ "চতুর্বিধা ভজন্তে" ইত্যাদি সন্দর্ভে যে "সুকৃতিনঃ" এই পদটী ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার দ্বারা এইপ্রকারের ব্যক্তিই ঘোষিত হইয়াছে। সুতরাং 'সমস্ত প্রাণীই মোহ প্রাপ্ত হয়' এইরূপ যাহা বলা হইয়াছে ইহা হইতেছে উৎসর্গ অর্থাৎ সাধারণ নিয়ম; আর 'তাহাদের মধ্যে যাঁহারা সুকৃতী, সম্মোহবিহীন তাঁহারা আমার সেবা করিয়া থাকেন' ইহা হইতেছে অপবাদ অর্থাৎ বিশেষ নিয়ম; কাজেই ইহাদের মধ্যে আর কোন বিরোধ হইতে পারিল না। "ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈঃ" ইত্যাদি সন্দর্ভে পূর্ব্বে এই সাধারণ নিয়মটীই প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব যাহার প্রভাবে চিত্ত শুদ্ধ হয় তাদৃশ চিত্তশোধক পুণ্যকর্ম্ম সঞ্চয় করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্ন করা কর্ত্তব্য, ইহাই ভাবার্থ।২—২৮॥

ভাবপ্রকাশ—পুণ্যকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমশঃ যে সকল ব্যক্তিগণের পাপক্ষয় হইয়া চিত্ত নির্ম্মল হয় তাঁহাদের মোহ কাটিয়া যায় এবং তাঁহারাই দৃঢ়ব্রত হইয়া ভজন করিতে সমর্থ হন। সাধারণ লোক যে দৃঢ়ভাবে ভজন করিতে পারে না তাহার কারণ তাহাদের পাপ এবং তজ্জন্য চিত্তকালুষ্য।২৮

অনুবাদ—পরবর্ত্তী অধ্যায়ে অর্জ্জুন যে দুইটী প্রশ্ন করিবেন তাহার উত্থিতির জন্য অর্থাৎ সেই দুইটী প্রশ্ন উঠাইবার জন্য এক্ষণে তাহার সূত্রস্বরূপ (বীজস্বরূপ) অথবা তাহার সূচক দুইটী শ্লোক ভগবান্ বলিতেছেন। পরবর্ত্তী অধ্যায় এই দুইটী শ্লোকেরই বৃত্তিস্বরূপ অর্থাৎ ব্যাখ্যা-স্বরূপ হইবে। অর্থাৎ পরবর্ত্তী অধ্যায়ে যাহা কিছু বলা হইবে তাহা এই দুইটী শ্লোকেরই বিবরণ।১ **যে**=যাঁহারা অর্থাৎ সংসারের দুঃখে নির্বেদপ্রাপ্ত যে সমস্ত ব্যক্তিরা **জরামরণ-**

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০ ॥

যে চ সাধিভূতাধিদৈবং সাধিযজ্ঞং চ মাং বিদুঃ, তে যুক্তচেতসঃ প্রয়াণকালেঽপি, মাং বিদুঃ ; অর্থাৎ যাহারা অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ সহিত আমাকে জানেন, আমাতে যুক্তচিত্ত তাঁহারা মরণকালেও আমাকে জানিতে পারেন ॥৩০

বিবিধদুঃসহসংসারদুঃখনিরাসায় তদেকহেতুং মাং সগুণং ভগবন্ত"মাশ্রিত্য" ইতর-সর্ব্ববৈমুখ্যেন শরণং গত্বা যতন্তি "যতন্তে" মদর্পিতানি ফলাভিসন্ধিশূন্যানি বিহিতানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি, তে ক্রমেণ শুদ্ধান্তঃকরণাঃ সমস্তজ্জগৎকারণং মায়াধিষ্ঠানং শুদ্ধং পরং "ব্রহ্ম" নির্গুণং তৎপদলক্ষ্যং মাং বিদুঃ।১ তথা আত্মানং শরীরমধিকৃত্য প্রকাশমানং "কৃৎস্নং" উপাধ্যপরিচ্ছিন্নং ত্বংপদলক্ষ্যং বিদুঃ।৩ "কর্ম্ম চ" তদুভয়বেদনসাধনং গুরূপসদনশ্রবণমননা"দ্যখিলং" নিরবশেষং ফলাব্যভিচারী বিদুর্জ্জানন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪—২৯ ॥

ন চৈবম্ভূতানাং মদ্ভক্তানাং মৃত্যুকালেঽপি বিবশকরণতয়া মদ্বিস্মরণং শঙ্কনীয়ম্,— যতঃ "সাধিভূতাধিদৈবং" অধিভূতাধিদৈবাভ্যাং সহিতং তথা "সাধিযজ্ঞঞ্চ" অধিযজ্ঞেন

মোক্ষায়—জরামরণের কবল হইতে মুক্তি পাইবার নিমিত্ত অর্থাৎ জরা, মরণ, প্রভৃতি বহু প্রকার দুঃসহ সাংসারিক দুঃখ দূর করিবার জন্য—। সেই দূরীকরণের একমাত্র কারণস্বরূপ **মাম্**=আমাকে অর্থাৎ সগুণ ভগবান্‌কে **আশ্রিত্য**=অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে বিমুখতা পূর্ব্বক ঈশ্বরের শরণ লইয়া **যতন্তি**=যত্ন করেন অর্থাৎ ফলাভিলাষবিহীন হইয়া ঈশ্বরার্পণ সহকারে বিহিতকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন সেই ক্রমে অর্থাৎ সেইরূপভাবে পরে পরে তাঁহাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে **তে**=তাঁহারা **তদ্ ব্রহ্ম**=যিনি জগতের কারণস্বরূপ যিনি মায়ার অধিষ্ঠানস্বরূপ, যাহা 'তৎ'পদের লক্ষ্য অর্থাৎ লক্ষণাশক্তিতে নির্দ্দেশ্য অর্থ সেই শুদ্ধ নির্গুণ পরম ব্রহ্ম আমাকে **বিদুঃ**=জানিতে পারেন।২ আর তাঁহারা **অধ্যাত্মম্**=আত্মাকে অর্থাৎ শরীরকে বিষয় করিয়া যাহা প্রকাশমান, অর্থাৎ শরীরাবচ্ছেদে যাহা প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং যাহা 'ত্বং'পদের লক্ষ্য সেই উপাধ্যপরিচ্ছিন্ন জীবকেও **কৃৎস্নং**=সমগ্রভাবে অবগত হয়েন।৩ এবং তাঁহারা **কর্ম্ম**='তৎ'পদের লক্ষ্য যে ব্রহ্ম পরমাত্মা এবং 'ত্বং' পদের লক্ষ্য যে জীব প্রত্যগাত্মা এই উভয়কে জানিতে হইলে যে সাধনের দরকার সেই গুরূপসদন, শ্রবণ মনন প্রভৃতি কর্ম্মকেও **অখিলম্**=নিরবশেষভাবে, ফলের যাহাতে ব্যভিচার অর্থাৎ অপ্রাপ্তি না ঘটে সেই ভাবে জানিয়া থাকেন। অর্থাৎ ক্রিয়ার বৈগুণ্য হইলে ফলেরও বৈগুণ্য হয় ; এই কারণে তাঁহারা জীব ও ব্রহ্মের অভেদসাক্ষাৎকার যাহাতে অবশ্যই উৎপন্ন হয় সেইরূপ ভাবে সেই সাক্ষাৎকারের সাধনস্বরূপ গুরূপসদন, শ্রবণ, মনন প্রভৃতি কর্ম্মের স্বরূপ অবগত হইয়া থাকেন।৪—২৯॥

অনুবাদ—আমার এতাদৃশ ভক্তগণের করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাম যে তাহাদের মৃত্যুকালে বিবশ হইয়া যাইবে সুতরাং তৎকালে তাঁহারা যে আমায় ভুলিয়া যাইবেন এরূপ সংশয় করা উচিত হইবে না। কারণ **যে**=যাঁহারা আমায় সাধিভূতাধিদৈবরূপে এবং সাধিযজ্ঞরূপে অবগত

চ সহিতং মাং যে "বিদু"শ্চিন্তয়ন্তি, তে "যুক্তচেতসঃ" সন্তস্তৎসংস্কারপাটবাৎ "প্রয়াণকালে" প্রাণোৎক্রমণকালে করণগ্রামস্যাত্যন্তব্যগ্রতায়ামপি,—চকারাদযত্নেনৈব মৎকৃপয়া, মাং সর্ব্বাত্মানং "বিদু"র্জানন্তি, তেষাং মৃতিকালেঽপি মদাকারৈব চিত্তবৃত্তিঃ পূর্ব্বোপচিতসংস্কারপাটবাদ্ভবতি। তথা চ তে মদ্ভক্তিযোগাৎ কৃতার্থা ইতি ভাবঃ।১ অধিভূতাধিদৈবাধিযজ্ঞশব্দানুত্তরেঽধ্যায়েঽর্জ্জুনপ্রশ্নপূর্ব্বকং ব্যাখ্যাস্যতি ভগবানিতি সর্ব্বমনাবিলম্।২ তদত্রোত্তমাধিকারিণং প্রতি জ্ঞেয়ং মধ্যমাধিকারিণং প্রতি চ ধ্যেয়ং লক্ষণয়া মুখ্যয়া চ বৃত্ত্যা তৎপদপ্রতিপাদ্যং ব্রহ্ম নিরূপিতম্॥ ৩—৩০॥

আছেন অর্থাৎ অধিভূত, এবং অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সহিত জানিয়া থাকেন—চিন্তা করিয়া থাকেন তাঁহারা যুক্তচেতাঃ হওয়ায়—সর্ব্বদা ভগবানে সমাহিত চিত্ত হওয়ায় সংস্কারের পটুতাহেতু অর্থাৎ ভগবৎ-চিন্তারূপ সংস্কারের দৃঢ়তা নিবন্ধন প্রয়াণকালে—প্রাণের উৎক্রমণকালে (মৃত্যু সময়ে) ইন্দ্রিয়নিচয় অত্যধিকব্যগ্র (ব্যাকুল) হইলেও আমার অনুগ্রহ হেতু বিনা প্রযত্নেই সর্ব্বস্বরূপ আমাকে (পরমেশ্বরকে) অবগত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বসঞ্চিত ঈশ্বরচিন্তাজনিত সংস্কার অতি পটু (প্রবল) হওয়ায় মরণকালেও তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি ঈশ্বরাকারা হইয়া থাকে। সুতরাং তাঁহারা আমার (ঈশ্বরের) ভক্তিযোগনিবন্ধন কৃতার্থ (কৃতকৃত্য) হইয়া থাকেন, ইহাই ভাবার্থ।১ অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞ বলিতে কি বুঝায় তাহা ভগবান্ পরবর্ত্তী অধ্যায়ে অর্জ্জুনের মুখে প্রশ্ন উঠাইয়া তাহার উত্তর ছলে ব্যাখ্যা করিবেন; কাজেই সমস্ত বিষয়ই নিঃসন্দেহ হইল। এই প্রকারে উত্তম অধিকারীর পক্ষে যাহা জ্ঞেয় এবং মধ্যম অধিকারীর পক্ষে যাহা ধ্যেয়—এবং মুখ্যবৃত্তিতে ও লক্ষণা শক্তিতে যাহা 'তৎ'পদের প্রতিপাদ্য সেই ব্রহ্ম এই স্থানে নিরূপিত হইল।৩—৩০॥

ভাবপ্রকাশ—শ্রীভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়া দৃঢ়ব্রত হইয়া ভজন করিলে পরমতত্ত্বকে জানা যায়; অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ প্রভৃতি সমস্ত তত্ত্বই জানিতে পারা যায়। এইরূপে সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইলে মরণকালেও তত্ত্ববিস্মৃতি হয় না।২৯—৩০

ইতি শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীবিশ্বেশ্বর সরস্বতীপাদের শিষ্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতী কর্ত্তৃক বিরচিত শ্রীমৎ ভগবদ্গীতার গূঢ়ার্থদীপিকা নামক টীকায় **জ্ঞান বিজ্ঞান যোগ** নামক সপ্তম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ।

অর্জ্জুন উবাচ

কিং তদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম ।
অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১ ॥
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্মধুসূদন ।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২ ॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ—হে পুরুষোত্তম ! তৎ ব্রহ্ম কিম্ ? অধ্যাত্মং কিম্ ? কর্ম্ম কিম্ ? অধিভূতং চ কিং প্রোক্তম্ ? কিং চ অধিদৈবম্ উচ্যতে ? হে মধুসূদন ! কঃ অধিযজ্ঞঃ কথং ? প্রয়াণকালে চ নিয়তাত্মভিঃ কথং জ্ঞেয়ঃ অসি ?—অর্থাৎ অর্জ্জুন বলিলেন—হে পুরুষোত্তম ! ব্রহ্ম কে ? অধ্যাত্ম কি ? কর্ম্মই বা কি ? অধিভূত কাহাকে বলে ? অধিদৈবই বা কাহাকে বলে ? অধিযজ্ঞ কে ? কিরূপে তিনি এই দেহে অবস্থান পূর্ব্বক যজ্ঞে অধিষ্ঠান করেন ? হে মধুসূদন ! মরণকালে সমাহিতচিত্ত পুরুষগণ কি উপায়ে তোমায় জানিতে পারেন ? ॥ ১-২

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে "তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্" ইত্যাদিনা সার্দ্ধশ্লোকেন সপ্ত পদার্থা জ্ঞেয়ত্বেন ভগবতা সূত্রিতাস্তেষাং বৃত্তিস্থানীয়োঽয়মষ্টমোঽধ্যায় আরভ্যতে। তত্র সূত্রিতানি সপ্ত বস্তূনি বিশেষতো বুভুৎসমানঃ শ্লোকাভ্যাম্ অর্জ্জুন উবাচ—।১ তৎ জ্ঞেয়ত্বেনোক্তং ব্রহ্ম কিং সোপাধিকং নিরুপাধিকং বা ।২ এবমাত্মানং দেহমধিকৃত্য তস্মিন্নধিষ্ঠানে তিষ্ঠতীত্যধ্যাত্মং কিং শ্রোত্রাদিকরণগ্রামো বা প্রত্যক্‌চৈতন্যং বা ।৩ তথা

অনুবাদ—পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ের শেষে ভগবান্ "তে ব্রহ্ম তদ্ বিদুঃ কৃৎস্ন মধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্" ইত্যাদি দেড়টী শ্লোকে সাতটী পদার্থ অর্থাৎ সাতটী বিষয় জ্ঞেয় বলিয়া সূচিত করিয়া দিয়াছেন। সেই সাতটী পদার্থেরই ব্যাখ্যাস্বরূপে এই অষ্টম অধ্যায় বলা হইতেছে। সেই স্থলে যে সাতটী বিষয় সূত্রাকারে বলা হইয়াছে সেইগুলিকেই বিশেষভাবে বুঝিবার জন্য অর্জ্জুন "কিং তদ্‌ব্রহ্ম" ইত্যাদি দুইটী শ্লোকে প্রশ্ন করিতেছেন।১ **তৎ**=সেই ব্রহ্ম—যাঁহাকে জ্ঞেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইল সেই ব্রহ্ম **কিম্**=কিরূপ ?—তাহা কি সোপাধিক না নিরুপাধিক ? এইরূপ **অধ্যাত্মম্**=আত্মাকে অর্থাৎ দেহকে অবলম্বন করিয়া সেই দেহরূপ অধিষ্ঠানে (আশ্রয়ে) যাহা থাকে সেই অধ্যাত্মটী **কিম্**=কি—অধ্যাত্ম বলিতে কি শ্রোত্র (কর্ণ) প্রভৃতি করণগ্রাম (ইন্দ্রিয়নিচয়) বুঝিব অথবা অধ্যাত্ম বলিতে প্রত্যক্ চৈতন্য (জীবাত্মাকে) বুঝিব ? আর "অখিলং কর্ম্ম" এই স্থলে যে কর্ম্মের কথা বলা

"কর্ম্ম চাখিলম্" ইত্যত্র কিং কর্ম্ম যজ্ঞরূপমন্যদ্বা, "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ" ইতি শ্রুতৌ দ্বৈবিধ্যশ্রবণাৎ।৪ তব মম চ সমত্বাৎ কথং ত্বং মাং পৃচ্ছসি? ইতি শঙ্কামপনুদন্ সর্ব্বপুরুষেভ্য উত্তমস্য সর্ব্বজ্ঞস্য তব ন কিঞ্চিদজ্ঞেয়মিতি সম্বোধনেন সূচয়তি হে পুরুষোত্তমেতি।৫ অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তং পৃথিব্যাদিভূতমধিকৃত্য যৎ কিঞ্চিৎ কার্য্যং অধিভূতপদেন বিবক্ষিতম্ কিং বা সমস্তমেব কার্য্যজাতম্।৬ চকারঃ সর্ব্বেষাং প্রশ্নানাং সমুচ্চয়ার্থঃ।৭ অধিদৈবং কিমুচ্যতে দেবতাবিষয়মনুধ্যানং বা সর্ব্বদৈবতেষ্বাদিত্যমণ্ডলাদিষ্বনুস্যূতং চৈতন্যং বা॥ ৮—১॥

অধিযজ্ঞো যজ্ঞমধিগতো দেবতাত্মা বা পরব্রহ্ম বা। স চ কথং কেন প্রকারেণ চিন্তনীয়ঃ? কিং তাদাত্ম্যেন কিং বাত্যন্তাভেদেন।২ সর্ব্বথাপি স কিমস্মিন্দেহে বর্ত্ততে, ততো বহির্ব্বা? দেহে চেৎ স কোঽত্র বুদ্ধ্যাদিস্তদ্ব্যতিরিক্তো বা? অধিযজ্ঞঃ

হইয়াছে তাহার অর্থ কি যজ্ঞ, না অন্য কিছু? কারণ—"বিজ্ঞানই যজ্ঞ বিস্তারিত করে এবং তাহাই কর্ম্মসকল সম্পাদিত করে" ইত্যাদি শ্রুতিতে কর্ম্মপদ দুই রকম অর্থেই বোধিত হইয়াছে।৪ (অর্জ্জুন এইরূপ প্রশ্ন করায় হয়ত ভগবান বলিতে পারেন যে) তুমিও যেমন আমিওত সেইরূপ—উভয়েই যখন সমান তখন তুমি আমায় জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?—এইরূপ আশঙ্কা যাহাতে উঠিতে না পারে তাহার জন্য অর্জ্জুন বলিতেছেন—হে **পুরুষোত্তম**! এইরূপ সম্বোধন করায় ইহাই সূচিত হইতেছে যে তুমি সমস্ত পুরুষ অপেক্ষায়ই উত্তম;—কাজেই তুমি সর্ব্বজ্ঞ; তোমার কিছুই অবিদিত নাই। "অধিভূতং চ কিং প্রোক্তং"=অধিভূত বলিতেই বা কি বুঝায়?—পৃথিবী আদি পঞ্চভূত লইয়া যে কোন কার্য্য পদার্থ হইয়াছে তাহাকেই কি অধিভূত বলিতে চাহিতেছ, না সমস্ত কার্য্য পদার্থই অধিভূত অভিপ্রেত।৬ 'অধিভূতং চ' এই স্থলে এই 'চ' শব্দটী সকল প্রশ্নগুলির সমুচ্চয়—(একযোগ) বুঝাইবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়াছে।৭ "অধিদৈবং কিম্ উচ্যতে"=এবং অধিদৈব বলিতেই বা কি বুঝাইবে?—অধিদৈব বলিতে কি দেবতাবিষয়ক অনুধ্যান অর্থাৎ চিন্তা বা উপাসনা বুঝিতে হইবে, না আদিত্যমণ্ডলাদি সমস্ত দৈবতে (দেবসঙ্ঘে) যাহা অনুস্যূত অধিদৈবপদে সেই চৈতন্যকে বুঝিতে হইবে?৮—১॥

অনুবাদ—আর অধিযজ্ঞই বা কি?—যজ্ঞান্তবর্ত্তী কোন দেবতাকে কি অধিযজ্ঞ বলিয়া বুঝিব, অথবা পরব্রহ্মকেই অধিযজ্ঞ বলিয়া জানিব? আর সেই যিনি অধিযজ্ঞ তাঁহাকে "কথম্"=কি ভাবে চিন্তা করিতে হইবে?—তাদাত্ম্যজ্ঞানে চিন্তা করিব, না একেবারে নিজের সহিত অভিন্নবোধে ধ্যান করিব?১ আর যেরূপেই তিনি চিন্তনীয় হউন না কেন তিনি কি এই দেহের মধ্যেই আছেন, না দেহের বাহিরে রহিয়াছেন? যদি তিনি দেহমধ্যেই থাকেন তাহা হইলে তিনি "অত্র কঃ"=এ দেহে কোন্‌টি অর্থাৎ তিনি কি বুদ্ধি আদি স্বরূপ না তাহা হইতে ব্যতিরিক্ত?২ এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে "অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র" এই সন্দর্ভে অর্জ্জুন যে প্রশ্ন করিয়াছেন তাহা দুইটী প্রশ্ন নহে কিন্তু উহা সপ্রকার অর্থাৎ বিশেষণযুক্ত একটীই মাত্র প্রশ্ন। অর্থাৎ সেই অধিযজ্ঞকে

শ্রীভগবানুবাচ

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমং অক্ষরং ব্রহ্ম ; স্বভাবঃ অধ্যাত্মম্ উচ্যতে ; ভূতভাবোদ্ভবকরঃ বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কহিলেন—যিনি পরম অক্ষর তিনিই ব্রহ্ম ; স্বভাব—ইহাই অধ্যাত্ম নামে খ্যাত ; প্রাণিগণের উৎপত্তি ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি এতদুভয়কারী বিসর্গ কর্ম্ম বলিয়া কথিত হয় ॥৩

কথং কোঽত্রেতি ন প্রশ্নদ্বয়ম্, কিন্তু সপ্রকার এক এব প্রশ্ন ইতি দ্রষ্টব্যম্।৩ পরমকারুণিকত্বাদনায়াসেনৈব সর্ব্বোপদ্রবনিবারকস্য ভগবতোঽনায়াসেন মৎসন্দেহোপদ্রবনিবারণমীষৎকরমুচিতমেবেতি সূচয়ন্ সম্বোধয়তি হে মধুসূদনেতি।৪ প্রয়াণকালে চ সর্ব্বকরণগ্রামবৈয়গ্র্যাচ্চিত্তসমাধানানুপপত্তেঃ কথং কেন প্রকারেণ নিয়তাত্মভিঃ সমাহিতচিত্তৈর্জ্ঞেয়োঽসীতি উক্তশঙ্কাসূচনার্থশ্চকারঃ।৫ এতৎ সর্ব্বং সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ পরমকারুণিকত্বাচ্চ শরণাগতং মাং প্রতি কথয়েত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬ – ২ ॥

এবং সপ্তানাং প্রশ্নানাং ক্রমেণোত্তরং ত্রিভি শ্লোকৈঃ—। প্রশ্নক্রমেণ হি নির্ণয়ে প্রষ্টুরভীষ্টসিদ্ধিরনায়াসেন স্যাদিত্যভিপ্রায়বান্ ভগবানত্র শ্লোকে প্রশ্নত্রয়ং ক্রমেণ

কিরূপ জানিব—এই প্রকার একটী প্রশ্ন।৩ সর্ব্বোপদ্রব নিবারক ভগবান্ পরম কারুণিক ; কাজেই তিনি অনায়াসেই আমার সন্দেহরূপ উপদ্রব অতি সহজেই নিবারিত করিতে পারিবেন এবং তাহা তাঁহার করা উচিত,—এই প্রকার অর্থের ইঙ্গিত করিয়া অর্জ্জুন তাঁহাকে সম্বোধন করিতেছেন—'হে 'মধুসূদন!' ।৪ **প্রয়াণকালে** আর জীবের মৃত্যু সময়ে তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়চয়ের অতিশয় ব্যাকুলতা জন্মিয়া থাকে বলিয়া তৎকালে চিত্ত সমাধান করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হয়। তাহা হইলে "নিয়তাত্মভিঃ"=সমাহিতচিত্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা তৎকালে তুমি **কথম্**=কিরূপে **জ্ঞেয়ঃ অসি**=জ্ঞাত হইতে পার অর্থাৎ তাঁহারা কিরূপে তখন চিত্তকে একাগ্র করিয়া তোমাকে জানিতে পারেন? উক্ত সন্দেহ সূচিত করিবার জন্য 'প্রয়ানকালে চ' এই স্থলে 'চ' শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। তুমি যখন সর্ব্বজ্ঞ এবং পরমকারুণিক তখন তোমার শরণাগত আমাকে এই সমস্ত বিষয়ই বলিয়া দাও, ইহাই অভিপ্রায়।৫ – ২॥

ভাবপ্রকাশ—শ্রীভগবান্ সপ্তম অধ্যায়ের শেষ দুইটী শ্লোকে বলিয়াছেন যে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া ভজন করিলে ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ সবই জানা যায় এবং মরণকালেও ঐ যুক্তচিত্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে বিস্মৃত হন না। অর্জ্জুন ঐ সকল জানিবার জন্যই অষ্টম অধ্যায়ের প্রারম্ভেই এই দুইটী শ্লোকে উক্তবিষয়ক প্রশ্ন করিলেন।— ১-২

অনুবাদ—এই প্রকারে যে সাতটী প্রশ্ন করা হইল শ্রীভগবান্ "অক্ষরম্" ইত্যাদি তিনটী শ্লোকে সেগুলির যথাক্রমে উত্তর দিতেছেন। যে ক্রমে প্রশ্ন করা হইয়াছে সেই ক্রম অনুসারে যদি উত্তর দেওয়া হয় তাহা হইলে অনায়াসেই প্রশ্নকর্ত্তার অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে এই অভিপ্রায়ে ভগবান্-এই

নির্দ্ধারিতবান্। এবং দ্বিতীয়শ্লোকেঽপি প্রশ্নত্রয়ম্, তৃতীয়শ্লোকে ত্বেকমিতি বিভাগঃ।১ নিরুপাধিকমেব ব্রহ্মাত্র বিবক্ষিতং ব্রহ্মশব্দেন, ন তু সোপাধিকমিতি প্রথম-প্রশ্নস্যোত্তরমাহ অক্ষরমিতি—। অক্ষরং ন ক্ষরতীত্যবিনাশি অশ্নুতে বা সর্ব্বমিতি সর্ব্বব্যাপকম্। "এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি! ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থুলমনণু" (বৃহদাঃ উঃ ৩।৮।৮) ইত্যাদ্যুপক্রম্য "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ" ইত্যাদি মধ্যে পরামৃশ্য "এতস্মিন্নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ" ইত্যুপসংহৃতং শ্রুত্যা। সর্ব্বোপাধিশূন্যং সর্ব্বত্র প্রশাসিতৃ অব্যাকৃতা-কাশান্তস্য কৃৎস্নস্য প্রপঞ্চস্য ধারয়িতৃ অস্মিংশ্চ শরীরেন্দ্রিয়সংঘাতে বিজ্ঞাতৃ নিরুপাধিকং চৈতন্যং তদিহ ব্রহ্মেতি বিবক্ষিতম্।২ এতদেব বিবৃণোতি পরমিতি—। পরমং স্বপ্রকাশ-পরমানন্দরূপং, প্রশাসনস্য কৃৎস্নজড়বর্গধারণস্য চ লিঙ্গস্য তত্রৈবোপপত্তেঃ,"অক্ষরমম্বরান্তর-ধৃতেঃ" (বেঃ দঃ ১।৩।১০) ইতিন্যায়াৎ। ন ত্বিহাক্ষরশব্দস্য বর্ণমাত্রে রূঢ়ত্বাচ্ছ্রুতিলিঙ্গাধি-

প্রথম শ্লোকটীতে ক্রমাগত তিনটী প্রশ্নের নির্দ্ধারণ করিয়াছেন (উত্তর দিয়াছেন)। এইরূপ "অধিভূতম্" ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্লোকেও ক্রমিক তিনটী প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন এবং "অন্তকালে" ইত্যাদি তৃতীয় শ্লোকে অন্তিম একটী প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন—ইহাই এস্থলে শ্লোক তিনটীর উত্তরদান প্রণালীর বিভাগ বুঝিতে হইবে।১ "তে ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্লোকে সপ্তম অধ্যায়ের শেষে যে ব্রহ্মশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে নিরুপাধিক—সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত ব্রহ্মই বিবক্ষিত,—কিন্তু সোপাধিক ব্রহ্ম তাহাতে বিবক্ষিত নহে—এই বলিয়া প্রথম প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন **অক্ষরম্**=যাহা ক্ষরিত,—বিচ্যুত হয় না তাহারই নাম অক্ষর ; (সুতরাং অক্ষর অর্থ 'অবিনাশী' অথবা 'যাহা সমস্ত অশ্নুতে= ব্যাপিয়া থাকে তাহাই অক্ষর'—এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে অক্ষর বলিতে সর্ব্বব্যাপক বুঝায়।) শ্রুতিমধ্যে "গার্গি! ব্রাহ্মণগণ (ব্রহ্মবিৎগণ) এই সেই অক্ষরকে অস্থূল, অনণু বলিয়া থাকেন" ইত্যাদি সন্দর্ভে আরম্ভ করিয়া, "গার্গি! এই অক্ষরেরই প্রশাসনে সূর্য্য ও চন্দ্র গগনে বিধৃত হইয়া রহিয়াছে" "ইহা ছাড়া আর অন্য কোন দ্রষ্টা নাই" ইত্যাদি বাক্যে মধ্যস্থলে ঐ অক্ষরেরই পরামর্শ (আলোচনা) করিয়া এবং "গার্গি! এই অক্ষরেই আকাশ ওত ও প্রোত হইয়া রহিয়াছে—অর্থাৎ আকাশ অক্ষরেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে" ইত্যাদি বাক্যে উপসংহার করিয়া যাঁহার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, যিনি সকলপ্রকার উপাধিশূন্য, যিনি সকল স্থলে সকলেরই প্রকাশক, যিনি অব্যাকৃত হইতে আরম্ভ করিয়া আকাশ পর্য্যন্ত সমগ্র প্রপঞ্চের বিধারক এবং এই শরীরেন্দ্রিয়াদি সঙ্ঘাতেও যিনি বিজ্ঞাতা সেই যে নিরুপাধিক চৈতন্য তাহাই "অক্ষরং ব্রহ্ম" এই স্থলের ব্রহ্মপদের বিবক্ষিত অর্থ।' ঐ অক্ষরেরই বিবরণ বলিতেছেন **পরমম্**—।২ পরম অর্থ স্বয়ংপ্রকাশ পরমানন্দ স্বরূপ ; কারণ প্রশাসন (সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতির যথানিয়মে থাকিবার আদেশ) এবং সমগ্র জড়বর্গের বিধারণরূপ যে লক্ষণ (পরিচয়) শ্রুতি-মধ্যে বলা হইয়াছে তাহা তাঁহাতেই অর্থাৎ সেই ব্রহ্মেতেই সঙ্গত হয়" "অক্ষর বলিতে ব্রহ্মই বুঝায়, যেহেতু অম্বরান্ত অর্থাৎ পৃথিবী আদি আকাশ পর্য্যন্ত জড়বর্গের ধারণ তাঁহাতেই কেবল সম্ভবে" এই ন্যায় অনুসারে অর্থাৎ বেদান্ত দর্শনের এই সূত্র সূচিত অধিকরণোক্ত নিয়ম অনুসারে ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

করণন্যায়মূলকেন "রূঢ়ির্যোগমপহরতি" ইতি ন্যায়েন রথকারশব্দেন জাতিবিশেষবৎ-প্রণবাখ্যমক্ষরমেব গ্রাহ্যং তত্রোক্তলিঙ্গাসংভবাৎ ; "ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম" ইতি চ পরেণ

কিন্তু এখানে অক্ষর শব্দের অর্থ বর্ণ হইতে পারে না। সত্য বটে—অক্ষর শব্দটী বর্ণে রূঢ় অর্থাৎ উহার বর্ণ বাচকতাই প্রসিদ্ধ, আর একটী নিয়ম আছে যে—"রূঢ়ি যোগার্থকে অপহরণ করে" অর্থাৎ প্রকৃতিপ্রত্যয়যোগলভ্য অর্থ অপেক্ষা রূঢ় অর্থ (যে শব্দের যে অর্থে প্রসিদ্ধি বৃদ্ধ পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে সেই অর্থ) বলবান্,—এই নিয়মটী যে অমূলক তাহা নহে, কারণ মীমাংসা দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়পাদে চতুর্দ্দশ সূত্রে বিচারিত হইয়াছে,—"শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা ইহাদের মধ্যে পরবর্ত্তীগুলি পূর্ব্ববর্ত্তীগুলি অপেক্ষা দুর্ব্বল, কেননা পরবর্ত্তীগুলির বিনিয়োজকতারূপ অর্থ প্রতীত হইতে পূর্ব্বগুলি অপেক্ষা বিপ্রকর্ষ অর্থাৎ বিলম্ব হয়" অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তীগুলির উপর নির্ভর করিয়া পরবর্ত্তীগুলির অর্থ প্রতীত হইয়া থাকে,—কাজেই ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তীগুলি শীঘ্র উপস্থিত হয় বলিয়া প্রবল, পরবর্ত্তীগুলি বিলম্বে উপস্থিত হয় বলিয়া দুর্ব্বল।" রূঢ়ি অর্থ যোগার্থ অপেক্ষা প্রবল এই নিয়মের মূলে মীমাংসা দর্শনের ঐ শ্রুতি লিঙ্গাধিকরণ বিচারটী বিদ্যমান রহিয়াছে। রূঢ় অর্থ যে যোগার্থ অপেক্ষা প্রবল তাহা মীমাংসা দর্শনের ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম পাদের দ্বাদশ অধিকরণে বিচারিতও হইয়াছে। [অধিকরণটী যথা,—"বর্ষাসু রথকারোঽগ্নীনাদধীত"—"রথকার বর্ষাকালে অগ্নির আধান করিবে" ;—এখানে 'রথকার' শব্দটী 'সৌধন্বন' নামক জাতিবিশেষে রূঢ় ; আর তাহার যৌগিক অর্থ হইতেছে রথকর্ত্তা—সে ব্রাহ্মণও হইতে পারে ক্ষত্রিয়াদিও হইতে পারে। কিন্তু এখানে রূঢ়িমূলক অর্থ বলবান্ বলিয়া 'রথকার' শব্দের অর্থ সৌধন্বন নামক জাতিবিশেষই বুঝিতে হইবে কিন্তু রথ নির্ম্মাণকারী ব্রাহ্মণাদিকে বুঝাইবে না।] সুতরাং 'রূঢ়ি অর্থ যোগার্থ অপেক্ষা প্রবল' এই নিয়ম অনুসারে "অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং" এস্থলে অক্ষরশব্দটীর অর্থ প্রণবরূপ বর্ণই হওয়া উচিত। (যদ্যপি এই প্রকার আপত্তি হইতে পারে) তথাপি অক্ষর শব্দটীর এখানে প্রণবরূপ অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে না, কারণ এখানে অক্ষরের যে লক্ষণ রহিয়াছে তাহা বর্ণে সম্ভব হয় না। বিশেষতঃ অগ্রে "ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম" এইস্থলে যখন বিশেষণ দিয়া অক্ষর শব্দটী উল্লিখিত হইয়াছে সেই স্থলেই উহা বর্ণবাচক ; এখানেও যদি আবার উহা বর্ণবাচক হয় তাহা হইলে এখানের অক্ষর শব্দটী অনর্থক হইয়া পড়ে। এই কারণে "যাহারা আনর্থক্যদোষগ্রস্ত তাহাদের বলাবল বিপরীত হইয়া থাকে" অর্থাৎ সামান্যবিধি অনুসারে যাহাদের মধ্যে একটী প্রবল এবং অন্য একটী দুর্ব্বল বলিয়া অবধারিত আছে তাহাদের মধ্যে দুর্ব্বলটীর বাধ হইবার সম্ভাবনা হইলে সেটী যদি সর্ব্বথা অনর্থক হইয়া পড়ে—তাহার যদি কোন সার্থকতা না থাকে তাহা হইলে শাস্ত্রোক্তিরই অপ্রমাণ্য প্রসঙ্গ হইয়া যায়। একারণে শাস্ত্রের প্রামাণ্য অব্যাহত রাখিতে হইলে তথায় দুর্ব্বলটীরই বলবত্তা স্বীকার্য্য এবং প্রবলটীর অন্যথাকরণ বা স্থান সঙ্কোচ কর্ত্তব্য। কাজেই প্রণবরূপ বর্ণ যদি এখানে অক্ষর শব্দটীর অর্থ বিবক্ষিত হয় তাহা হইলে উহা অনর্থক হইয়া পড়ে ; এই কারণে ঐ রূঢ় অর্থ পরিত্যাগ করিয়া এখানে—'নাই ক্ষরণ (বিনাশ) যাহার তাহাই অক্ষর' এই প্রকার যৌগিক অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। আর ঐ অর্থে অক্ষর বলিতে ব্রহ্মই বুঝাইবে। সুতরাং রূঢ়ি" সিদ্ধ

বিশেষণাৎ, "আনর্থক্যপ্রতিহতানাং বিপরীতং বলাবলম্" ইতি ন্যায়াৎ। বর্ষাসু রথকার আদধীতেত্যত্র তু জাতিবিশেষে নাস্ত্যসংভব ইতি বিশেষঃ।৩ অনন্যথাসিদ্ধেন তু লিঙ্গেন শ্রুতের্ব্বাধঃ, "আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ" (বেঃ দঃ ১।১।২২) ইত্যাদৌ বিবৃতঃ। এতাবাংস্ত্বিহ বিশেষঃ, অনন্যথাসিদ্ধেন লিঙ্গেন শ্রুতের্ব্বাধে যত্র যোগঃ সংভবতি তত্র স এব গৃহ্যতে মুখ্যত্বাৎ, যথা "আজ্যৈঃ স্তুবতে পৃষ্ঠৈঃ স্তুবতে" ইত্যাদৌ। যথা চাত্রৈবাক্ষরশব্দে।৪ যত্র

অর্থ প্রবল এবং যৌগিক অর্থাৎ প্রকৃতি প্রত্যয়রূপ যোগ বশতঃ প্রাপ্ত যে অর্থ তাহা দুর্ব্বল হইলেও রূঢ় অর্থ গ্রহণ করিলে আনর্থক্য প্রসঙ্গ হইতেছে বলিয়া তাহা দুর্ব্বল সুতরাং পরিত্যাজ্য আর যৌগিক অর্থ—স্বভাবতঃ দুর্ব্বল হইলেও এখানে প্রবল সুতরাং গ্রহণীয় হইতেছে। আরও, অক্ষরশব্দে যদি বর্ণরূপ অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে "পৃথিব্যাদি আকাশান্ত ভূতনিচয়কে অক্ষরই বিধারণ করিতেছে," শ্রুতির এই উক্তি অসম্ভব হইয়া পড়ে।] কিন্তু "রথকার বর্ষাকালে অগ্নি আধান করিবে" এই স্থলে 'রথকার' শব্দে যদি কোন বিশেষ জাতিরূপ অর্থ গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে বাক্যার্থের কোনই অসঙ্গতি ঘটে না, ইহাই ইহাদের মধ্যে পার্থক্য (সুতরাং রথকার শব্দের দৃষ্টান্তে এখানে অক্ষর শব্দের রূঢ়ার্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে না)।৩ অনন্যথাসিদ্ধ লিঙ্গের দ্বারা যে শ্রুতির (শ্রৌত বা মুখ্য অর্থের) বাধ হয় তাহা বেদান্তদর্শনের "তাঁহারা বলিলেন আকাশই (এই লোকের গতি) এইস্থলে 'আকাশ' বলিতে ব্রহ্ম বুঝিতে হইবে, কেননা তথায় আকাশের যে সমস্ত বিশেষণ দেওয়া আছে তাহা ব্রহ্মেরই লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক" এই সূত্রে বিবৃত হইয়াছে। তবে সেস্থলে বিশেষ এই যে অনন্যথাসিদ্ধ নিরবকাশ লিঙ্গের দ্বারা শ্রুতির (শ্রৌত অর্থাৎ মুখ্য অর্থের) বাধ হইলে সেখানে সেই পদের যদি যৌগিক অর্থ সম্ভব হয় তবে তাহাই গ্রহণ করা উচিত, কেননা সেই যৌগিক অর্থই সেখানে অন্য গৌণ অর্থ অপেক্ষা প্রধান। ইহার উদাহরণ যেমন "আজ্যের দ্বারা স্তুতি করিবে, পৃষ্ঠের দ্বারা স্তুতি করিবে" এই স্থলের 'আজ্য' ও 'পৃষ্ঠ' শব্দ দুইটী। এখানে 'আজ্য' ও 'পৃষ্ঠ' এই শব্দ দুইটীর যথাশ্রুত মুখ্য অর্থ যথাক্রমে 'ঘৃত' এবং 'পশ্চাদ্‌ভাগ' গ্রহণ করিলে প্রতিপাদ্য বিষয়টীর অসঙ্গতি হয়; কাজেই এখানে শ্রুতি (শ্রৌত অর্থ) ত্যাগ করিয়া (অর্থ প্রকাশনসামর্থ্য) লিঙ্গ অনুসারে অন্য অর্থ গ্রহণ করা হয়। আর সেই অন্য গৌণ অর্থ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে অবয়বার্থ (প্রকৃতি প্রত্যয়লভ্য যৌগিক অর্থ) গ্রহণ করিলে অর্থের অসঙ্গতি হয় কিনা তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে। অবয়বার্থ গ্রহণ করিলে এখানে কোনও অসঙ্গতি হয় না বলিয়া তাহাই গ্রহণ করা হয়। * ইহারই অন্য দৃষ্টান্ত, যেমন, এইখানেই 'অক্ষর'

* মীমাংসাদর্শনের ১ম অধ্যায়ের ৪র্থ পাদের তৃতীয় অধিকরণে ইহা বিচারিত হইয়াছে। তথায় প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, "আজ্যৈঃ স্তুবতে" এই বাক্যের 'আজ্য' শব্দটী 'ঘৃত' রূপ দ্রব্য বিশেষবোধক নহে। যদিও ঘৃতই আজ্য শব্দের রূঢ় অর্থ, তথাপি তথায় তাহা গ্রহণ করিলে বহু দোষের প্রসঙ্গ হয়। এ কারণে শ্রুতিমধ্যে 'যৎ আজিম্ ঈয়ুঃ তৎ আজ্যানাম্ আজ্যত্বম্' এই প্রকার যে নিরুক্তি করা আছে তদনুসারে তথায় আজ্য শব্দের যৌগিক অর্থ 'কর্ম্মবিশেষ'; সেই যৌগিক অর্থই তথায় গ্রহণীয়। "পৃষ্ঠৈঃ স্তুবতে" এই বাক্যের 'পৃষ্ঠ' শব্দটীও ঐরূপ "স্পর্শনাৎ পৃষ্ঠানি" এই প্রকার নিরুক্তি অনুসারে কর্ম্মবিশেষরূপ যৌগিক অর্থেই গ্রহণীয়; কিন্তু উহার রূঢ় অর্থ যে 'পশ্চাদ্ভাগ' তাহা গ্রহণীয় হইবে না।

তু যোগোঽপি ন সংভবতি তত্র গৌণী বৃত্তির্যথাকাশপ্রাণাদিশব্দেষু।৫ আকাশশব্দস্যাপি ব্রহ্মণি আ সমন্তাৎ কাশত ইতি যোগঃ সংভবতীতি চেৎ স এব গৃহ্যতামিতি পঞ্চপাদীকৃতঃ। তথাচ পারমর্ষং সূত্রম্, "প্রসিদ্ধেশ্চ" (বেঃ দঃ ১।৩।১৭) ইতি। কৃতমত্র বিস্তরেণ।৬ তদেবং কিং তদ্‌ব্রহ্মেতি নির্ণীতম্, অধুনা কিমধ্যাত্মমিতি নির্ণীয়তে।৭ যদক্ষরং ব্রহ্মেত্যুক্তম্, তস্যৈব স্বভাবঃ স্বো ভাবঃ স্বরূপং প্রত্যক্‌চৈতন্যং ন তু স্বস্য ভাব ইতি ষষ্ঠীসমাসঃ লক্ষণাপ্রসঙ্গাৎ, ষষ্ঠীতৎপুরুষবাধেন কর্ম্মধারয়পরিগ্রহস্য শ্রুতপদার্থান্বয়েন

শব্দটীতে ('ন ক্ষরতি' = যাহা ক্ষরিত অর্থাৎ বিচ্যুত, ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, এইপ্রকার) যৌগিক অর্থ গ্রহণ করা হইতেছে।৪ আর যেখানে যৌগিক অর্থ গ্রহণ করিলেও সঙ্গতি থাকে না তথায় গৌণী বৃত্তি অনুসারে গৌণ অর্থই গ্রহণ করা হয়। ইহার উদাহরণ যেমন (বেদান্তদর্শনের ১ম অধ্যায়ের ১ম পাদের ২২শ ও ২৩শ সূত্রে "অস্য লোকস্য কা গতিঃ। আকাশ ইতি হোবাচ" এই শ্রুতি বাক্যের এবং "সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি" এই শ্রুতিবাক্যের) 'আকাশ' ও 'প্রাণ' এই দুইটী শব্দকে ব্রহ্মবাচক বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে।৫ কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে 'আ সমন্তাৎ' অর্থাৎ সর্ব্বত্র যাহা 'কাশতে' অর্থাৎ প্রকাশমান তাহাই 'আকাশ'—এই প্রকার ব্যুৎপত্তিবলে 'আকাশ' শব্দের যৌগিক অর্থ যখন 'ব্রহ্ম' হইতে পারে তখন এস্থলে আর গৌণার্থ স্বীকার করা হয় কেন? ইহার উত্তরে পঞ্চপাদিকানামক নিবন্ধের প্রণেতা (পদ্মপাদাচার্য্য) বলেন, ইহাই যদি হয় তবে তাহাই গ্রহণ করা না কেন অর্থাৎ এস্থলে আকাশ শব্দের যৌগিক অর্থ যে ব্রহ্ম তাহা গ্রহণ করিতে কোন আপত্তি নাই। এ সম্বন্ধে পরমর্ষি বেদব্যাসের (বেদান্তদর্শনের) একটী সূত্রই রহিয়াছে যথা—"আকাশ শব্দ যে ব্রহ্মবাচক শ্রুতি মধ্যে সেরূপ প্রসিদ্ধও আছে।" এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দিবার আর প্রয়োজন নাই।৬ এইরূপে, অর্জ্জুন যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—'সেই ব্রহ্ম কি' তাহা নিরূপণ করা হইল। এক্ষণে 'কিমধ্যাত্মম্'—'অধ্যাত্ম কি' এই প্রশ্নের উত্তরে নিরূপণ করা যাইতেছে।৭ যে অক্ষরকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে তাঁহারই যাহা **স্বভাবঃ** = স্ব ভাব অর্থাৎ স্বরূপ যে প্রত্যক্ চৈতন্য তাহাই অধ্যাত্ম বলিয়া কথিত হয়,—তাহাই **অধ্যাত্মম্ উচ্যতে** = অধ্যাত্ম শব্দে অভিহিত হয়। 'স্বভাব'—এস্থলে কর্ম্মধারয় সমাস, ষষ্ঠীতৎপুরুষ নহে; কেন না তাহা হইলে পূর্ব্বপদে লক্ষণা করিতে হয় (যেহেতু তৎপুরুষ সমাসে পূর্ব্বপদে লক্ষণা হইয়া থাকে)। যেখানে ষষ্ঠী তৎপুরুষ এবং কর্ম্মধারয় উভয় প্রকার সমাসেরই সম্ভাবনা থাকে সেখানে ষষ্ঠী সমাসকে বাধা দিয়া (পরিত্যাগ করিয়া) কর্ম্মধারয় সমাসই স্বীকৃত হইয়া থাকে; কারণ তাদৃশ স্থলে কর্ম্মধারয় সমাস গ্রহণ করিলে শ্রুত (মুখ্য) পদার্থগুলিরই অন্বয় হয় (কিন্তু ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস গ্রহণ করিলে অশ্রুত পদার্থ অর্থাৎ লাক্ষণিক অর্থ কল্পনা করিয়া অন্বয় করিতে হয়)। [**তাৎপর্য্য**—মীমাংসা দর্শনের 'নিষাদস্থপতি-অধিকরণে' (৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ১ম পাদের ১৩শ অধিকরণে ৫১, ৫২ সূত্রের বিচার করা হইয়াছে,—"এতয়া নিষাদস্থপতিং যাজয়েৎ" অর্থাৎ এই ইষ্টির (যজ্ঞের) দ্বারা নিষাদ স্থপতিকে যাগ করাইবে"—এই শ্রুতিতে যে 'নিষাদ স্থপতি' শব্দটী আছে তাহার অর্থ কি? যদি ষষ্ঠী সমাস করা হয় তাহা হইলে অর্থ হইবে 'নিষাদগণের স্থপতি', আর যদি কর্ম্মধারয় সমাস করা হয় তাহা হইলে

নিষাদস্থপত্যধিকরণ সিদ্ধত্বাৎ। তস্মান্ন ব্রহ্মণঃ সম্বন্ধি কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপমেব। আত্মানং দেহমধিকৃত্য ভোক্তৃতয়া বর্ত্তমানমধ্যাত্মমুচ্যতে অধ্যাত্মশব্দেনাভিধীয়তে ন করণগ্রাম ইত্যর্থঃ।৮ যাগদানহোমাত্মকং বৈদিকং কর্ম্মৈবাত্র কর্ম্মশব্দেন বিবক্ষিতমিতি তৃতীয়প্রশ্নোত্তরমাহ —। ভূতানাং ভবধর্ম্মকাণাং স্থাবরজঙ্গমানাং ভাবমুৎপত্তিং উদ্ভবং বৃদ্ধিং চ করোতি যো বিসর্গস্ত্যাগস্তত্তচ্ছাস্ত্রবিহিতো যাগদানহোমাত্মকঃ স ইহ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ কর্ম্মশব্দেনোক্ত ইতি যাবৎ।৯ তত্র দেবতোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগো যাগ উত্তিষ্ঠদ্ধোমো বষট্‌কারপ্রয়োগান্তঃ। স এব উপবিষ্টহোমঃ স্বাহাকারপ্রয়োগান্তঃ আসেচনপর্য্যন্তো হোমঃ। পরস্বত্বাপত্তিপর্য্যন্তঃ স্বত্বত্যাগো দানম্‌। সর্ব্বত্র চ ত্যাগাংশোঽনুগতঃ।১০ তস্য চ ভূতভাবোদ্‌ভবকরত্বং "অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।

অর্থ হইবে 'নিষাদজাতীয় স্থপতি'। উক্ত স্থলে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে এই যে ষষ্ঠী সমাস করিলে পূর্ব্বপদে লক্ষণা করিতে হয় বলিয়া তাহা গ্রহণ করা উচিত নহে কিন্তু কর্ম্মধারয় সমাসই আশ্রয়ণীয় কারণ তাহা হইলে কোন পদেই লক্ষণা করিতে হয় না।৭ অতএব (ঐ নিয়ম অনুসারে) এখানেও 'স্বভাব' বলিতে স্বএর ভাব অর্থাৎ স্বসম্বন্ধবিশিষ্টভাব অর্থাৎ ব্রহ্মসম্বন্ধী (ব্রহ্মের) ভাব এরূপ অর্থ নহে, কিন্তু স্বই ভাব অর্থাৎ 'ব্রহ্মস্বরূপ' এইপ্রকার অর্থই গ্রহণীয়। 'যাহা আত্মাকে অর্থাৎ দেহকে অবলম্বন করিয়া ভোক্তারূপে বর্ত্তমান তাহাই অধ্যাত্ম',—তাহাই 'অধ্যাত্ম' শব্দের দ্বারা অভিহিত হয়। সুতরাং 'অধ্যাত্ম' অর্থ করণগ্রাম (ইন্দ্রিয়নিচয়) হইতে পারে না।৮ আর যাগ, দান এবং হোমরূপ যে বৈদিক কর্ম্ম তাহাই এস্থলে কর্ম্মশব্দের বিবক্ষিত অর্থ, এই বলিয়া তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—। **বিসর্গঃ**=শাস্ত্রবিহিত যাগ, দান ও হোমাত্মক যে ত্যাগ যাহা **ভূতভাবোদ্ভবকরঃ**=ভূতগণের অর্থাৎ ভবনধর্ম্মা (উৎপত্তিশীল) স্থাবর জঙ্গমাত্মক জীবগণের ভাব অর্থাৎ উৎপত্তি এবং উদ্‌ভব অর্থাৎ বৃদ্ধি সাধন করিয়া থাকে তাহাই (সেই 'বিসর্গ'ই) এখানে **কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ**=কর্ম্মশব্দের দ্বারা অভিহিত হয়।৯ (পূর্ব্বে যে যাগ, দান এবং হোমের কথা বলা হইল) তন্মধ্যে দেবতার উদ্দেশ্যে যে দ্রব্যত্যাগ তাহার নাম **যাগ**; এই যাগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া পঠ্যমানমন্ত্রের অন্তে অর্থাৎ মন্ত্রের শেষে 'বষট্‌' শব্দ প্রয়োগ করিয়া হোম (অগ্নিতে পুরোডাশাদি দ্রব্যপ্রক্ষেপ) করিতে হয়। আর সেই যাগেই যখন বসিয়া (না দাঁড়াইয়া) মন্ত্রের অন্তে 'স্বাহা' পদ প্রয়োগ করিয়া আসেচন পর্য্যন্ত অর্থাৎ ঘৃতাদিদ্রব দ্রব্য ত্যাগ করিয়া হোম করিতে হয় তখন তাহাকে **হোম** বলা হয়। আর, কোন বস্তুতে নিজ স্বত্ব ত্যাগ করিয়া তাহাতে যে অপরের স্বত্ব করাইয়া দেওয়া তাহার নাম **দান**। যাগ, দান ও হোম—ইহাদের সবগুলিতেই কিন্তু 'ত্যাগ' এই অংশটী অনুগত রহিয়াছে। অর্থাৎ যাগও একরকম ত্যাগ; হোমও এক রকম ত্যাগ; আবার দানও একরকম ত্যাগ।১০ তাদৃশ যে ত্যাগ তাহা যে জীবগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধিসম্পাদন করিয়া থাকে তাহা—"অগ্নিতে যে আহুতি সম্যক্‌ অর্থাৎ বিধিপূর্ব্বক প্রক্ষিপ্ত হয় তাহা আদিত্যে (সূর্য্যসমীপে) উপস্থিত হয়, আদিত্য হইতে বৃষ্টি সাধিত হয়,

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্ ।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ॥ ৪ ॥

হে দেহভৃতাং বর! ক্ষরঃ ভাবঃ অধিভূতম্ ; পুরুষঃ অধিদৈবতম্ ; অত্র দেহে অহমেব অধিযজ্ঞঃ চ অর্থাৎ হে জীবশ্রেষ্ঠ! নশ্বর দেহাদি পদার্থ অধিভূত ; পুরুষ অধিদৈব এবং এই দেহে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত আমিই অধিযজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞাধিষ্ঠাতা, যজ্ঞাদির প্রবর্ত্তক ও ফলদাতা ॥৪

আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা॥” ইতি স্মৃতেঃ “তে বা এতে আহুতী হুতে উৎক্রামত” ইত্যাদি শ্রুতেশ্চ ॥ ১১—৩ ॥

সম্প্রত্যগ্রিমপ্রশ্নত্রয়স্যোত্তরমাহ, অধিভূতমিতি। ক্ষরতীতি ক্ষরো বিনাশী ভাবো যৎকিঞ্চিজ্জনিমদ্বস্তু ভূতং প্রাণিজাতমধিকৃত্য ভবতীত্যধিভূতমুচ্যতে।১ পুরুষো হিরণ্যগর্ভঃ সমষ্টিলিঙ্গাত্মা ব্যষ্টিসর্ব্বকরণানুগ্রাহকঃ, “আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধ” ইত্যুপক্রম্য, “স যৎ পূর্ব্বোঽস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বান্ পাপান্ ঔষত্তস্মাৎ পুরুষঃ”

বৃষ্টি হইতে অন্ন এবং অন্ন হইতে জীবগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে”—এই স্মৃতিবচন এবং “সেই এই অগ্নিহোত্রীয় আহুতিদ্বয় অগ্নিতে আহুত হইলে ঊর্দ্ধগামী হইয়া থাকে” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের উপদিষ্ট হইয়াছে।১১—৩॥

ভাবপ্রকাশ—ব্রহ্ম হইতেছেন পরম পদার্থ—তিনিই অবিনাশী সত্তা। অন্য যাহা কিছু অবিনাশী বলিয়া বোধ হয় তাহাদের মাত্র আপেক্ষিক অবিনাশিত্ব। চরম এবং পরম অবিনাশিত্ব একমাত্র ব্রহ্মসত্তারই আছে। সেই পরমব্রহ্মের প্রতিদেহে যে আত্মভাবে অবস্থান তাহাকেই অধ্যাত্মভাব বলে। যে বিসর্জ্জনরূপ বা ত্যাগরূপ ব্যাপার হইতে জীবভাবের উৎপত্তি হয় তাহাকেই কর্ম্ম বলে।—৩

অনুবাদ—এক্ষণে “অধিভূতম্” ইত্যাদি শ্লোকে অগ্রিম তিনটী প্রশ্নের অর্থাৎ ‘অধিভূত কাহাকে বলে, অধিদৈব বলিতে কি বুঝায় এবং অধিযজ্ঞই বা কি’ এই তিনটী প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন—। **ক্ষরঃ**=যাহা ক্ষরিত অর্থাৎ বিনাশপ্রাপ্ত হয় তাহার নাম ক্ষর ; সুতরাং ক্ষর অর্থ বিনশ্বর এমন যে **ভাবঃ**=জন্মশীল বস্তু তাহাই **অধিভূতম্**=অধিভূত নামে অভিহিত হয় ; কারণ ‘ভূত অর্থাৎ প্রাণিবর্গকে লইয়া প্রবৃত্ত হয়’ এইপ্রকার ব্যুৎপত্তিবলে ঐরূপ অর্থই পাওয়া যায়। আর **পুরুষঃ**=সমষ্টি লিঙ্গশরীর স্বরূপ হিরণ্যগর্ভ ; তিনি সমস্ত ব্যষ্টি করণের অর্থাৎ লিঙ্গশরীরের অনুগ্রাহক অর্থাৎ তাঁহারই অনুগ্রহে ব্যষ্টিভূত প্রত্যেক জীবের করণগ্রাম (ইন্দ্রিয়নিচয়) প্রেরিত হইতেছে। “অগ্রে অর্থাৎ নিখিল জীবসৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল মাত্র আত্মা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভই পুরুষের ন্যায় শিরঃপাণি আদি লক্ষণবিশিষ্ট ছিলেন” এইরূপে আরম্ভ করিয়া “যেহেতু তিনি সকলের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন এবং যেহেতু তিনি সমস্ত পাপকে অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভত্ব লাভেচ্ছু আসঙ্গপূর্ণ অন্যান্য ব্যক্তিকে পূর্ব্বেই ওষিত (দগ্ধ) করিয়াছিলেন এই কারণে তিনি পুরুষ” ইত্যন্ত সন্দর্ভে শ্রুতিমধ্যে ঐ সমষ্টিলিঙ্গশরীরস্বরূপ হিরণ্যগর্ভ বর্ণিত হইয়াছেন। আর “পুরুষশ্চাধিদৈবতম্” এই স্থলে ‘চ’ শব্দটী

ইত্যাদিশ্রুত্যা প্রতিপাদিতঃ। চকারাৎ "স বৈ শরীরি প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে। আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত॥" ইত্যাদিস্মৃত্যা চ প্রতিপাদিতঃ। অধিদৈবতং দৈবতান্যাদিত্যাদীন্যধিকৃত্য চক্ষুরাদিকরণান্যনুগৃহ্লাতীতি তথোচ্যতে। ২ অধিযজ্ঞঃ সর্ব্বযজ্ঞাধিষ্ঠাতা সর্ব্বযজ্ঞফলদায়কশ্চ। সর্ব্বযজ্ঞাভিমানিনী বিষ্ণ্বাখ্যা দেবতা "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" ইতি শ্রুতেঃ। স চ বিষ্ণুরধিযজ্ঞোঽহং বাসুদেব এব, ন মদ্ভিন্নঃ কশ্চিৎ। অতএব পরব্রহ্মণঃ সকাশাদত্যন্তাভেদেনৈব প্রতিপত্তব্য ইতি কথমিতি ব্যাখ্যাতম্। ৩ স চাত্রাস্মিন্ মনুষ্যদেহে যজ্ঞরূপেণ বর্ত্ততে বুদ্ধ্যাদিব্যতিরিক্তো বিষ্ণুরূপত্বাৎ। এতেন স কিমস্মিন্ দেহে ততো বহির্ব্বা, দেহে চেৎ কোঽত্র বুদ্ধ্যাদিস্তদ্ব্যতিরিক্তো বেতি সন্দেহো নিরস্তঃ। ৪ মনুষ্যদেহে চ যজ্ঞস্যাবস্থানং যজ্ঞস্য মনুষ্যদেহনির্ব্বর্ত্ত্যত্বাৎ। "পুরুষো বৈ যজ্ঞঃ পুরুষস্তেন যজ্ঞো যদেনং পুরুষ স্তনুতে"

ব্যবহৃত হওয়ায় ইহাই বুঝাইতেছেন যে স্মৃতিমধ্যেও তিনি ঐভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছেন; স্মৃতি যথা—"তিনিই প্রথম শরীরী, তিনিই পুরুষ নামে অভিহিত হন; তিনিই সমস্ত জীবগণের আদি কর্ত্তা; তিনিই প্রথমে জগতে ব্রহ্মারূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।" এই যে পুরুষ ইনিই **অধিদৈবতম্**—ইঁহাকেই অধিদৈবত বলা হয়, কারণ তিনি দৈবত অর্থাৎ আদিত্যাদি দেবতাগণকে আশ্রয় করিয়া জীবগণের চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রামের উপর অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। অভিপ্রায় এই যে জীবের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের অধিপতি এক একজন দেবতা আছেন; তাঁহারা সেই সেই ইন্দ্রিয়ের উপর আধিপত্য করিয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব বিষয় দেশে প্রেরিত করেন। হিরণ্যগর্ভ নামক যে সমষ্টিলিঙ্গাত্মা পুরুষ তিনিই সেই সেই দেবতাগণকে সেই সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতেছেন।২ **অধিযজ্ঞঃ**=সকল যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা এবং সকল যজ্ঞের ফলদাতা; সকল যজ্ঞের অভিমানিনী বিষ্ণুনামে প্রসিদ্ধ যে দেবতা তিনিই অধিযজ্ঞ; কারণ শ্রুতি বলিতেছেন "যজ্ঞই বিষ্ণু"। আমি বাসুদেবই সেই অধিযজ্ঞ বিষ্ণু হইতেছি; কিন্তু আমা হইতে ভিন্ন অন্য কেহ অধিযজ্ঞ নহে। এইরূপে 'পরব্রহ্মের সহিত অত্যন্ত অভিন্নরূপেই যে তাঁহাকে অর্থাৎ সেই অধিযজ্ঞ বিষ্ণুকে চিন্তা করিতে হইবে' ইহা দ্বারা 'কিরূপে', —এই প্রশ্নের ব্যাখ্যা বলা হইল।৩ আর তিনি অর্থাৎ সেই অধিযজ্ঞ পুরুষ এই মনুষ্যদেহেই বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে ব্যতিরিক্তভাবে যজ্ঞরূপে অবস্থান করিতেছেন, যেহেতু তিনি বিষ্ণুস্বরূপ। অভিপ্রায় এই যে যিনি বিশ্বব্যাপক তিনিই বিষ্ণু; কাজেই তিনি মনুষ্যদেহও ব্যাপিয়া রহিয়াছেন; এবং তিনি এই মনুষ্যদেহে যজ্ঞরূপে অবস্থান করিতেছেন।৪ কিরূপে এই মনুষ্যদেহে তিনি যজ্ঞরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন তাহা অগ্রে বলা হইবে। এইরূপ বলায় অর্থাৎ 'এই দেহেই আমি অধিযজ্ঞস্বরূপে রহিয়াছি' এই প্রকার উত্তর দেওয়ায় 'তিনি কি এই দেহেই আছেন না তাহার বাহিরে? যদি এই দেহে থাকেন তাহা হইলে তিনি কে? তিনি কি বুদ্ধি আদি অথবা তদ্ব্যতিরিক্ত'—এই প্রকার যে সন্দেহ উত্থাপন করা হইয়াছিল তাহার নিরাস করা হইল।৪ যজ্ঞ মনুষ্যদেহে অবস্থান করে—ইহার কারণ যজ্ঞ মনুষ্যদেহের দ্বারাই নিষ্পাদিত হয়। শ্রুতি তাহাই বলিতেছেন—"পুরুষই যজ্ঞ; যেহেতু পুরুষ যজ্ঞ সম্পাদন করে সেই হেতু পুরুষই

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্ ।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ কলেবরং মুক্ত্বা যঃ প্রয়াতি সঃ মদ্ভাবং যাতি তত্র সংশয়ঃ নাস্তি অর্থাৎ যিনি অন্তকালে আমায় স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া প্রয়াণ করেন, তিনি আমারই ভাব প্রাপ্ত হন ; ইহাতে সন্দেহ নাই ॥৫

ইত্যাদি শ্রুতেঃ। ৫ হে দেহভৃতাং বর ! সর্ব্বপ্রাণিনাং শ্রেষ্ঠেতি সম্বোধয়ন্। প্রতিক্ষণং মৎসম্ভাষণাৎ কৃতকৃত্যস্ত্বমেতদ্বোধযোগ্যোঽসীতি প্রোৎসাহয়ত্যর্জ্জুনং ভগবান্। অর্জ্জুনস্য সর্ব্বপ্রাণিশ্রেষ্ঠত্বং ভগবদনুগ্রহাতিশয়ভাজনত্বাৎ প্রসিদ্ধমেব ॥ ৬—৪ ॥

ইদানীং প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসীতি সপ্তমস্য প্রশ্নস্যোত্তরমাহ, অন্তকাল ইতি। মামেব ভগবন্তং বাসুদেবম্ অধিযজ্ঞং সগুণং বা নির্গুণং বা পরমমক্ষরং

যজ্ঞস্বরূপ।৫ (ভগবান্ অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিতেছেন—) হে **দেহভৃতাং বর**—দেহধারী প্রাণিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ !—এই প্রকারে সম্বোধন করিয়া ভগবান্ অর্জ্জুনকে এই বলিয়া প্রোৎসাহিত করিতেছেন যে তুমি যখন প্রতিক্ষণে আমার (ভগবানের) সহিত সম্ভাষণ করিতে পারিতেছ তখন তুমি কৃতকৃত্য হইয়াছ ; কাজেই তুমি আমার এই উপদেশ বুঝিবার উপযুক্ত হইতেছ। অর্জ্জুন যখন ভগবানের অতিশয় অনুগ্রহের ভাজন হইয়াছেন তখন তিনি যে সর্ব্ব প্রাণিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইহা প্রসিদ্ধ।৬—৪॥

ভাবপ্রকাশ—সমস্ত বিনাশশীল পদার্থের আশ্রয় বা অবলম্বনস্বরূপ যে ভাব তাহাই অধিভূত ভাব। পরম সত্তার অবিনাশি আত্মভাবটী যেমন অধ্যাত্মভাব, তেমনি (বিনাশশীল পদার্থেরও তিনিই আশ্রয় বলিয়া এই) বিনাশশীল পদার্থের আশ্রয়ভাবটীই তাঁহার অধিভূতভাব। তাঁহার ভাববৈচিত্র্য জন্যই বস্তুর বিনাশিত্ব ও অবিনাশিত্ব। বিনাশিভাবাশ্রয়ত্বই অধিভূতত্ব। জীবগণের চক্ষু প্রভৃতি করণবর্গের অনুগ্রাহক অর্থাৎ জ্ঞানদীপ্তি বিধায়ক রূপে তাহার দেবতাভাবে অবস্থানই অধিদৈবতত্ব ; আবার মনুষ্যদেহে অন্তর্য্যামিরূপে ফলদাতাভাবে তাঁহার অবস্থানই তাঁহার অধিযজ্ঞত্ব। ব্রহ্মের অবিকৃত স্বরূপস্থ জীবভাবই অধ্যাত্মভাব—এই ভাবকে আশ্রয় করিয়াই বলা যায় "জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।" ইহার পরে বিসর্জ্জনাত্মক কর্ম্ম হইতে ভূতের উদ্ভব অর্থাৎ সৃষ্টি। এই সৃষ্টির মধ্যে অধিভূত ভাব—অন্নময় কোষের সমপর্য্যায়, অধিদৈবত ভাব—প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষের সমপর্য্যায়, অধিযজ্ঞভাব আনন্দময় কোষের সমপর্য্যায় বলিয়া মনে হয়। এই পঞ্চকোষাতিরিক্ত অধ্যাত্মভাব বা স্বরূপভাবই জীবভাব।—৪

অনুবাদ—এক্ষণে "প্রয়াণকালে তোমায় কিরূপে জানিতে পারা যায়" এই সপ্তম প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন। **মাম্ এব**—আধ্যাত্মিক ব্রহ্মকে অর্থাৎ জীব ভাবাপন্ন ব্রহ্মকে স্মরণ না করিয়া কেবল আমাকে অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম অধিযজ্ঞ ভগবান্ বাসুদেবকে অথবা নির্গুণ অক্ষর পরম ব্রহ্মকে **স্মরন্**—সর্ব্বদা চিন্তা করিতে করিতে সেই চিন্তাজন্য সংস্কারের পটুতা নিবন্ধন (বলবত্তা হেতু),

ব্রহ্ম ন ত্বধ্যাত্মাদিকং স্মরন্ সদা চিন্তয়ন্ তৎসংস্কারপাটবাৎ সমস্তকরণগ্রামবৈয়গ্র্যবত্যন্ত-কালেঽপি স্মরন্ কলেবরং মুক্ত্বা শরীরেঽহংমমাভিমানং ত্যক্ত্বা প্রাণবিয়োগকালে যঃ প্রযাতি, সগুণধ্যানপক্ষে "অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্ল" ইত্যাদিবক্ষ্যমাণেন দেবযানমার্গেণ পিতৃ-যাণমার্গাৎ প্রকর্ষেণ যাতি, স উপাসকো মদ্ভাবং মদ্রূপতাং নির্গুণব্রহ্মভাবং হিরণ্যগর্ভ-লোকভোগান্তে যাতি প্রাপ্নোতি। ১ নির্গুণব্রহ্মস্মরণপক্ষে তু কলেবরং ত্যক্ত্বা প্রযাতীতি লোকদৃষ্ট্যেত্যভিপ্রায়ঃ, "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবলীয়ন্তে" ইতি শ্রুতেস্তস্য প্রাণোৎক্রমণাভাবেন গত্যভাবাৎ স মদ্ভাবং সাক্ষাদেব যাতি, "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" (বৃহদাঃ ৪।৪।৬) ইতি শ্রুতেঃ। ২ নাস্ত্যত্র দেহব্যতিরিক্ত আত্মনি মদ্ভাবপ্রাপ্তৌ বা সংশয়ঃ। আত্মা দেহাদ্যতিরিক্তো ন বা, দেহব্যতিরেকেঽপি ঈশ্বরাদ্ভিন্নো ন বেতি সন্দেহো ন বিদ্যতে, "ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ" (মুঃ উঃ ২।২।৮) ইতি শ্রুতেঃ। ৩ অত্র চ কলেবরং মুক্ত্বা প্রযাতীতি দেহাদ্ভিন্নত্বং মদ্ভাবং যাতীতি চেশ্বরাদভিন্নত্বং জীবস্যোক্তমিতি দ্রষ্টব্যম্॥ ৪—৫॥

সর্ব্বদা অর্থাৎ যে সময়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়নিচয়ের অত্যধিক ব্যাকুলতা জন্মে সেই অন্তকালেও (আমায় স্মরণ করতঃ) **কলেবরং মুক্ত্বা**=প্রাণবিয়োগকালে শরীরের উপর যে 'অহং' 'মম'='আমি' 'আমার' ইত্যাকার অভিমান থাকে তাহা পরিত্যাগ করিয়া **যঃ প্রযাতি**=যিনি প্রয়াণ করেন—তিনি যদি সগুণ ব্রহ্মের চিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন তাহা হইলে পিতৃযাণমার্গ অপেক্ষা উৎকৃষ্টরূপে অগ্নি, জ্যোতিঃ, অহঃ, শুক্লপক্ষ ইত্যাদি বক্ষ্যমান দেবমার্গে **প্র** অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে **যাতি**=গমন করেন এবং **সঃ**=সেই উপাসক পরে হিরণ্যগর্ভলোকে থাকিয়া তথাকার ভোগাবসানে **মদ্ভাবং যাতি**=মৎ-রূপতা অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।১ আর নির্গুণ ব্রহ্মপক্ষে অর্থাৎ যিনি নির্গুণ ব্রহ্ম চিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে 'কলেবর ত্যাগ করিয়া প্রয়াণ করেন' এই যে উক্তি ইহা লোকদৃষ্টি অনুসারে বুঝিতে হইবে অর্থাৎ লৌকিক দৃষ্টিতে তিনি যেন কলেবর ত্যাগ করিলেন এবং ঊর্দ্ধগতি লাভ করিলেন বলিয়া মনে হয়, বাস্তবিক কিন্তু তাহা নহে; কারণ "সেই ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তির প্রাণ আর উৎক্রমণ করে না অর্থাৎ ঊর্দ্ধগামী (লোকান্তরগামী) হয় না, কিন্তু এইখানে থাকিয়াই তাহা লীন হইয়া যায়"—এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে তাঁহার প্রাণের আর উৎক্রমণ অর্থাৎ ঊর্দ্ধগতি হয় না, কাজেই তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই মদ্ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মভাব অর্থাৎ বিদেহকৈবল্য প্রাপ্ত হন। তাই শ্রুতি বলিতেছেন—"তিনি ব্রহ্ম হইয়াই ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হন"।২ **অত্র**=এ বিষয়ে অর্থাৎ আত্মা যে দেহাদিব্যতিরিক্ত এবং এতাদৃশ ব্যক্তি যে আমার ভাব প্রাপ্ত হয় তদ্বিষয়ে **নাস্তি সংশয়ঃ**—সংশয় নাই। আত্মা দেহাদি হইতে ব্যতিরিক্ত কিনা, যদি তাহা দেহাদিব্যতিরিক্ত হয় তাহা হইলেও তাহা ঈশ্বর হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন? ইত্যাদিরূপ সন্দেহ আর থাকে না; যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন—"তখন সকল প্রকার সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়"।৩ এস্থলে ইহাও দ্রষ্টব্য যে "কলেবর ত্যাগ করিয়া প্রয়াণ করে" এইরূপ বলায় ইহার দ্বারা আত্মা যে দেহাদি হইতে ভিন্ন তাহা প্রতিপাদিত হইল এবং "মদ্ভাব (ব্রহ্মভাব) প্রাপ্ত হয়" এইরূপ বলায় জীব যে ঈশ্বর হইতে অভিন্ন তাহাও কথিত হইল।৪—৫॥

যং যং চাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ !
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬ ॥

যং যম্ অপি বা ভাবম্ অন্তে স্মরন্ কলেবরং হে কৌন্তেয় ! সদা তদ্‌ভাব ভাবিতঃ [সঃ] তং তম্ এব এতি অর্থাৎ হে কৌন্তেয় ! মৃত্যুসময়ে যে ব্যক্তি যাহা ভাবিতে ভাবিতে দেহত্যাগ করে, সর্ব্বদা সেই ভাবে চিত্ত নিমগ্ন থাকায় সে ব্যক্তি সেই ভাবই প্রাপ্ত হয় ।৬

অন্তকালে ভগবন্তমনুধ্যায়তো ভগবৎপ্রাপ্তির্নিয়তেতি বদিতুমন্যদপি যৎ কিঞ্চিৎ তৎকালে ধ্যায়তো দেহং ত্যজতস্তৎপ্রাপ্তিরবশ্যংভাবিনীতি দর্শয়তি যং যমিতি। ১ ন কেবলং মাং স্মরন্ মদ্ভাবং যাতীতি নিয়মঃ, কিং তর্হি ? যং যং ভাবং দেবতাবিশেষম্—। চকারাদন্যদপি যৎকিঞ্চিদ্বা স্মরংশ্চিন্তয়ন্নন্তে প্রাণবিয়োগকালে কলেবরং ত্যজতি, স তং তমেব স্মর্য্যমাণং ভাবমেব নান্যমেতি প্রাপ্নোতি। ২ হে কৌন্তেয়েতি পিতৃষ্বসৃ-পুত্রত্বেন স্নেহাতিশয়ং সূচয়তি। তেন চাবশ্যানুগ্রাহ্যত্বং, তেন চ প্রতারণাশঙ্কাশূন্যত্বমিতি। ৩ অন্তকালে স্মরণোদ্যমাসংভবেঽপি পূর্ব্বাভ্যাসজনিতা বাসনৈব স্মৃতিহেতুরিত্যাহ—সদা সর্ব্বদা, তস্মিন্ দেবতাবিশেষাদৌ, ভাবো ভাবনা বাসনা তদ্ভাবঃ স ভাবিতঃ

অনুবাদ—যে ব্যক্তি অন্তকালে ভগবচ্চিন্তা করে তাহার ভগবৎপ্রাপ্তি নিয়তা (অবশ্যম্ভাবিনী) এই তথ্যটী বলিবার জন্য "যং যম্" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীভগবান্ দেখাইতেছেন যে তৎকালে অন্য যাহা কিছু চিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ করা যায় তদ্রূপতা প্রাপ্তি অবশ্যই ঘটিয়া থাকে।১ কেবলমাত্র আমাকে স্মরণ করিলেই যে কেবল মদ্‌স্বরূপতা প্রাপ্ত হইবে এরূপ নিয়ম (বাঁধাবাঁধি) নাই, কিন্তু তৎকালে **যং যং চাপি ভাবম্** =যে যে ভাব অর্থাৎ দেবতাবিশেষ, অথবা 'চ' শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় বুঝা যায় যে অন্য যাহা কিছুও **স্মরন্** =চিন্তা করিতে করিতে সেই **অন্তে** =অন্তকালে —প্রাণবিয়োগ কালে **কলেবরং ত্যজতি**—দেহ ত্যাগ করে, হে কুন্তীনন্দন! সেই ব্যক্তি **তং তমেব** =সেই স্মর্য্যমাণ ভাবই **এতি** =প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ স্মর্য্যমাণ বস্তুর স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়।২ 'হে কৌন্তেয়' !—এরূপ সম্বোধন করার ইহাই অর্থ যে তুমি আমার পিতৃস্বসার পুত্র ; কাজেই তোমার উপর আমার স্নেহ অধিক। আর সেই কারণেই তুমি অবশ্যই আমার অনুগ্রহভাজন এবং সেই হেতু আমি তোমায় প্রতারণা করিতেছি এরূপ আশঙ্কা তোমার থাকিতে পারে না।৩ মরণকালে ঈশ্বরকে স্মরণ করিবার উদ্যম না থাকিলেও পূর্ব্বাভ্যাসজনিত বাসনাই স্মরণ করাইবার হেতু হয় অর্থাৎ বাসনা বা অভ্যাস বশতঃ তাহা স্বভাবতই স্মৃতিপথারূঢ় হয়, তাহার জন্য আর চেষ্টা করিতে হয় না ; তাহাই বলিতেছেন—। **সদা** =সর্ব্বদা **তদ্‌ভাবভাবিতঃ** =সেই দেবতাবিশেষ আদিতে যে ভাব অর্থাৎ ভাবনা বা বাসনা তাহাই তদ্‌ভাব ; সেই তদ্‌ভাব যাঁহার দ্বারা ভাবিত অর্থাৎ সম্পাদিত হইয়াছে তিনি 'তদ্‌ভাবভাবিত' অর্থাৎ যিনি সর্ব্বদা সেই চিন্তা করিয়া আসিয়াছেন। বহুব্রীহি সমাসে 'আহিতাগ্নি' প্রভৃতি কতকগুলি স্থলে পূর্ব্ব পদটীর পরনিপাতও হয় ; আর আহিতাগ্নি প্রভৃতি পদগুলি আকৃতিগণ। কাজেই উহাদের কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা না থাকায়

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্ম্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মাম্ অনুস্মর যুধ্য চ ; ময়ি অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ অসংশয়ঃ ত্বং মামেব এষ্যসি অর্থাৎ অতএব সর্ব্বদা আমাকে চিন্তা কর এবং সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও ; আমাতে মন এবং বুদ্ধি অর্পণ কর, তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ইহাতে সংশয় নাই ॥৭

সম্পাদিতো যেন স তথা, ভাবিততদ্ভাব ইত্যর্থঃ। আহিতাগ্ন্যাদেরাকৃতিগণত্বাদ্ভাবিতপদস্য পরনিপাতঃ। তদ্ভাবেন তচ্চিন্তনেন ভাবিতো বাসিতচিত্ত ইতি বা ॥ ৪—৬ ॥

যস্মাদেবং পূর্ব্বস্মরণাভ্যাসজনিতান্ত্যা ভাবনৈব তদানীং পরবশস্য দেহান্তর-প্রাপ্তৌ কারণম্, তস্মান্মদ্বিষয়কান্ত্যভাবনোৎপত্ত্যর্থং সর্ব্বেষু কালেষু পূর্ব্বমেবাদরেণ মাং সগুণমীশ্বরমনুস্মর চিন্তয়। যদ্যন্তঃকরণাশুদ্ধিবশান্ন শক্নোষি সততমনুস্মর্ত্তুং ততোঽন্তঃকরণশুদ্ধয়ে যুধ্য চ, অন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থং যুদ্ধাদিকং স্বধর্ম্মং কুরু। যুধ্যেতি যুধ্যস্বেত্যর্থঃ। ১ এবং চ নিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মানুষ্ঠানেনাশুদ্ধিক্ষয়াৎ ময়ি ভগবতি বাসুদেবে অর্পিতে সঙ্কল্পাধ্যবসায়লক্ষণে মনোবুদ্ধী যেন ত্বয়া স ত্বমীদৃশঃ সর্ব্বদা মচ্চিন্তনপরঃ সন্মামেবৈষ্যসি প্রাপ্স্যসি, অসংশয়ো নাত্র সংশয়ো বিদ্যতে। ২ ইদং চ সগুণব্রহ্মচিন্তন

এখানেও 'তদ্‌ভাব-ভাবিত' এই সমস্তপদটী আহিতাগ্নিগণীয় হওয়ায় উহার 'ভাবিত' এই পূর্ব্বপদটীর পরনিপাত হইয়াছে। সুতরাং উহার অর্থ 'ভাবিততদ্‌ভাব'। অথবা তদ্‌ভাবের দ্বারা অর্থাৎ সেই চিন্তার দ্বারা ভাবিত অর্থাৎ বাসিতচিত্ত, এইরূপও (তৎপুরুষ সমাসেও পদটী সিদ্ধ) হয় ।৪—৬॥

অনুবাদ—তৎকালে অর্থাৎ প্রয়াণকালে পরবশ (পরাধীন) জীবের পূর্ব্বকালীন অভ্যাস-সমুৎপন্ন চরম ভাবনাই যখন এই প্রকারে তাহার দেহান্তর প্রাপ্তির কারণ (তখন তাহার কি করা কর্ত্তব্য তাহাই "তস্মাৎ" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন)—। **তস্মাৎ**—সেইজন্য অর্থাৎ মদ্‌বিষয়ক অর্থাৎ ঈশ্বরবিষয়ক চরম ভাবনা যাহাতে উৎপন্ন হয় সেইজন্য পূর্ব্ব হইতেই **সর্ব্বেষু কালেষু**=সদা-সর্ব্বদা আদর সহকারে অর্থাৎ সযত্নে **মাম্ অনুস্মর**=আমায় স্মরণ কর অর্থাৎ সগুণ ঈশ্বরের ধ্যান কর। আর যদি অন্তঃকরণের অশুদ্ধতা নিবন্ধন আমায় সতত স্মরণ করিতে না পার তাহা হইলে তুমি **যুধ্য চ**=যুদ্ধ কর অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত যুদ্ধ প্রভৃতি স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। এস্থলে 'যুধ্য' এই পদটী 'যুধ্যস্ব' এই পদের স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে (অর্থাৎ আত্মনেপদী ধাতুটীর পরস্মৈপদের প্রয়োগে আর্ষ) ।১ আর এই প্রকারে নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তোমার চিত্তের অশুদ্ধি ক্ষয় হইলে তুমি **ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ**=আমার উপর অর্থাৎ ভগবান্ বাসুদেবের উপর অর্পিত হইয়াছে সংকল্পাত্মক মন এবং অধ্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি যাহা কর্ত্তৃক সে 'ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ' ; তাদৃশ হইয়া অর্থাৎ সর্ব্বদা ঈশ্বর চিন্তাপরায়ণ হইয়া **মাম্ এব এষ্যসি**=আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ; **অসংশয়ঃ**—ঐ বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই।২ এই প্রকারে এই যে সগুণব্রহ্মোপাসনা বলা হইল ইহা

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮ ॥

হে পার্থ! অভ্যাসযোগযুক্তেন নান্যগামিনা চেতসা দিব্যং পরমং পুরুষম্ অনুচিন্তয়ন্ যাতি অর্থাৎ হে পার্থ, অভ্যাসরূপ যোগে যুক্ত হইয়া, একাগ্র চিত্তদ্বারা জ্যোতির্ম্ময় পরম পুরুষকে (পরমেশ্বরকে) চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন ॥৮

মুপাসকানামুক্তং তেষামন্ত্যভাবনাসাপেক্ষত্বাৎ, নির্গুণব্রহ্মজ্ঞানিনাংতু জ্ঞানসমকালমেবা-জ্ঞাননিবৃত্তিলক্ষণায়া মুক্তেঃ সিদ্ধত্বান্নাস্ত্যন্ত্যভাবনাপেক্ষেতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৩—৭ ॥

তদেবং সপ্তানামপি প্রশ্নানামুত্তরমুক্ত্বা প্রয়াণকালে ভগবদনুস্মরণস্য ভগবৎ-প্রাপ্তিলক্ষণং ফলং বিবরীতুমারভতে অভ্যাসেতি। অভ্যাসঃ সজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহো ময়ি বিজাতীয়প্রত্যয়ানন্তরিতঃ ষষ্ঠে প্রাগ্ব্যাখ্যাতঃ ; স এব যোগঃ সমাধিস্তেন যুক্তং

উপাসক কর্ম্মীদিগের জন্যই বুঝিতে হইবে, কেননা তাঁহাদের ভগবৎপ্রাপ্তি অন্ত্যভাবনাসাপেক্ষ অর্থাৎ মৃত্যুকালীন ভাবনার উপর নির্ভর করে। কিন্তু যাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মবিৎ তাঁহাদের জ্ঞানোৎপত্তির সমকালেই অজ্ঞাননিবৃত্তিরূপ মুক্তি হয়; কাজেই তাঁহাদের আর সেজন্য অন্ত্যভাবনার অপেক্ষা নাই।৩—৭॥

ভাবপ্রকাশ—মৃত্যুকালে যে ভাব স্মরণ করিয়া যে ব্যক্তি দেহত্যাগ করে, সেই ব্যক্তি মৃত্যুর পরে সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়। শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করিতে পারিলে শ্রীভগবান্‌কেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সমস্ত জীবন অন্যচিন্তা করিয়া অন্তকালে এক মুহূর্ত্তের জন্য ভগবদ্‌স্মরণ হইলে ভগবান্‌কে পাওয়া যায়—ইহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না; এইজন্য আশঙ্কা হইতে পারে যে এইরূপ হইলে জগদ্ব্যাপার শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম হয়। এই আশঙ্কার নিরাস করিবার জন্য শ্রীভগবান্ বলিতেছেন "সদা তদ্ভাবভাবিতঃ।" সমস্ত জীবন ধরিয়া সর্ব্বদা ভগবদ্‌চিন্তা না করিলে অন্তকালে কখনও ভগবদ্‌স্মরণ হইতে পারে না। মৃত্যুকালে ইন্দ্রিয়াদি করণবর্গ, মন, বুদ্ধি সবই বিকল হইয়া পড়ে। পূর্ব্বাভ্যাসবশেই তখন স্মরণাদি হইয়া থাকে। সারা জীবন যাহার অভ্যাস করা যায় তাহাই তখন স্মরণপথে উদিত হয়। তাই জীবের কর্ত্তব্য অনুক্ষণ শ্রীভগবানের স্মরণ করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান করা। তাঁহাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিলে আপনা হইতেই তিনি বুদ্ধি ও মনে আরূঢ় হইয়া জীবকে কৃতার্থ করেন।—৫-৭

অনুবাদ—এইরূপে অর্জ্জুনের সাতটী প্রশ্নেরই উত্তর বলা হইল। এক্ষণে প্রয়াণকালে ঈশ্বরভাবনা করিলে ঈশ্বরপ্রাপ্তিরূপ যে ফল হয় বলা হইয়াছে তাহারই বিবরণ দিবার উপক্রম করিতেছেন। **অভ্যাসযোগযুক্তেন**—বিজাতীয় প্রত্যয়ের দ্বারা অনন্তরিত অর্থাৎ বিচ্ছেদবিহীন যে মদ্‌বিষয়ক অর্থাৎ ঈশ্বর বিষয়ক সজাতীয় (একজাতীয়) প্রত্যয়প্রবাহ অর্থাৎ জ্ঞানধারা তাহার নাম অভ্যাস; পূর্ব্বে ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ঐ অভ্যাসরূপ যে যোগ বা সমাধি সেই যোগযুক্ত অর্থাৎ সেইরূপ যোগে ব্যাপৃত অর্থাৎ আত্মাকারা বৃত্তি ছাড়া অন্য রকম যে সব বৃত্তি আছে তাহা

কবিং পুরাণমনুশাসিতার মণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্‌যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯ ॥
প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০ ॥

কবিং পুরাণম্ অনুশাসিতারম্ অণোঃ অণীয়াংসং সর্ব্বস্য ধাতারম্ অচিন্ত্যরূপম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ প্রয়াণকালে ভক্ত্যা যুক্তঃ অচলেন মনসা যোগবলেন চ সম্যক্ এব ভ্রুবোঃ মধ্যে প্রাণম্ আবেশ্য যঃ অনুস্মরেৎ সঃ তং দিব্যং পরং পুরুষম্ উপৈতি অর্থাৎ যিনি সেই সর্ব্বজ্ঞ, অনাদি, সর্ব্বনিয়ন্তা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ডপালক, অচিন্ত্যস্বরূপ, আদিত্যবৎ স্বপ্রকাশ, প্রকৃতির অতীত, পরম দিব্য পুরুষকে অন্তকালে একাগ্রচিত্তে ভক্তিপূর্ব্বক যোগবলে সুষুম্নাপথে ভ্রূদ্বয়মধ্যে প্রাণকে রক্ষা করিয়া ধ্যান করেন, তিনি সেই জ্যোতির্ম্ময় পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হন ॥৯-১০

তত্রৈব ব্যাপৃতং আত্মাকারবৃত্তীতরবৃত্তিশূন্যং যচ্চেতস্তেন চেতসা অভ্যাসপাটবেন নান্যগামিনা ন অন্যত্র বিষয়ান্তরে নিরোধপ্রযত্নং বিনাঽপি গন্তুং শীলমস্যেতি তেন পরমং নিরতিশয়ং পুরুষং পূর্ণং, দিব্যং দিবি দ্যোতনাত্মন্যাদিত্যে ভবং "যশ্চাসাবাদিত্য" ইতি শ্রুতেঃ, যাতি গচ্ছতি হে পার্থ! অনুচিন্তয়ন্ শাস্ত্রোচার্য্যোপদেশমনুধ্যায়ন্ ॥ ৮ ॥

পুনরপি তমেবানুচিন্তয়িতব্যং গন্তব্যং চ পুরুষং বিশিনষ্টি কবিমিতি। কবিং ক্রান্তদর্শিনং তেনাতীতানাগতাদ্যশেষবস্তুদর্শিত্বেন সর্ব্বজ্ঞং, পুরাণং চিরন্তনং সর্ব্বকারণ-

বিরহিত (কেবলমাত্র আত্মাকার বৃত্তিযুক্ত) এমন যে চিত্ত, **নান্যগামিনা**—যাহা অভ্যাসের পটুতা-নিবন্ধন অনন্যগামী অর্থাৎ নিরোধ বিষয়ে প্রযত্ন না করিলেও যাহা স্বভাবতই আর অন্য কোন বিষয়ান্তরে যায় না, সেইরূপ **চেতসা**=চিত্তে **অনুচিন্তয়ন্**—অনুচিন্তন করিতে থাকিলে অর্থাৎ শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশে ধ্যান করিতে থাকিলে হে পার্থ! সেই ব্যক্তি **পরমম্**=নিরতিশয় (যাহা অপেক্ষা আর কিছু অতিশয় থাকিতে পারে না তাদৃশ) **দিব্যম্**—দ্যোতনাত্মা অর্থাৎ স্বয়ম্প্রকাশ আদিত্যমণ্ডলাবস্থিত যে পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণস্বরূপ তত্ত্ব তাহা **যাতি**=প্রাপ্ত হয়েন। পুরুষ যে আদিত্যমণ্ডলে অবস্থিত আছেন তাহা—"আর ঐ আদিত্যে যিনি রহিয়াছেন" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানিতে পারা যায় ।৮॥

ভাবপ্রকাশ—অনুস্মরণের একমাত্র উপায় হইতেছে অভ্যাসযোগ। অভ্যাসই স্মরণের অন্তরঙ্গ সাধন। অন্যদিকে মনকে ধাবিত না হইতে দিয়া কেবলমাত্র পরমপুরুষের চিন্তায় রত থাকিতে পারিলে ঐ পরমপুরুষকেই প্রাপ্ত হওয়া যায় ।৮

অনুবাদ—সেই অনুচিন্তয়িতব্য গন্তব্য পুরুষের স্বরূপ কিরূপ তাহা পুনর্ব্বার বর্ণনা করিতেছেন—। তিনি **কবি** অর্থাৎ ক্রান্তদর্শী (অতীত বিষয়ের জ্ঞানশালী); কাজেই অতীত এবং অনাগত (ভবিষ্যৎ) প্রভৃতি অশেষবিধ বস্তু দর্শন করিয়া থাকেন বলিয়া তিনি সর্ব্বজ্ঞ; তিনি **পুরাণ**=চিরন্তন—অর্থাৎ সকলেরই কারণ বলিয়া তিনি অনাদি। তিনি **অনুশাসিতা** অর্থাৎ নিখিল জগতের নিয়ন্তা; তিনি অণু অপেক্ষাও অণুতর অর্থাৎ সূক্ষ্ম অকাশাদি পদার্থ অপেক্ষাও

স্থাদনাদিমিতি যাবৎ। ১ অনুশাসিতারং সর্ব্বস্য জগতো নিয়ন্তারং অণোরণীয়াংসং সূক্ষ্মাদপ্যাকাশাদেঃ সূক্ষ্মতরং তদুপাদানত্বাৎ। ২ সর্ব্বস্য কর্ম্মফলজাতস্য ধাতারং বিচিত্রতয়া প্রাণিভ্যো বিভক্তারং "ফলমত উপপত্তেঃ" ইতি ন্যায়াৎ। ৩ ন চিন্তয়িতুং শক্যমপরিমিত মহিমত্বেন রূপং যস্য তম্। ৪ আদিত্যস্যেব সকলজগদবভাসকো বর্ণঃ প্রকাশো যস্য তং সর্ব্বস্য জগতোঽবভাসকমিতি যাবৎ। ৫ অতএব তমসঃ পরস্তাৎ তমসো মোহান্ধকারাদজ্ঞানলক্ষণাৎ পরস্তাৎ প্রকাশরূপত্বেন তমোবিরোধিনমিতি যাবৎ। ৬ অনুস্মরেদনু চিন্তয়েৎ যঃ কশ্চিদপি স তং যাতীতি পূর্ব্বেণৈব সম্বন্ধঃ। স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যমিতি পরেণ বা সম্বন্ধঃ। ৭ - ৯ ॥

কদা তদনুস্মরণে প্রযত্নাতিরেকোঽভ্যস্যতে তদাহ,—প্রয়াণকালে অন্তকালে, অচলেন একাগ্রেণ মনসা, তং পুরুষং যোঽনুস্মরেদিত্যনুবর্ত্ততে। কীদৃশঃ, ভক্ত্যা পরমেশ্বরবিষয়েণ পরমেণ প্রেম্না যুক্তো যোগস্য সমাধের্ব্বলেন তজ্জনিতসংস্কারসমূহেন ব্যুত্থানসংস্কারবিরোধিনা চ যুক্ত। এবং প্রথমং হৃদয়পুণ্ডরীকে

সূক্ষ্ম, কেন না তিনি ইহাদেরও উপাদান; তিনি সকলের ধাতা অর্থাৎ প্রাণিগণের অশেষপ্রকার কর্ম্মের ফল বিচিত্র রূপে তাহাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়া থাকেন। তিনিই যে জীবগণের কর্ম্মফলবিধাতা তাহা "জীবগণের কর্ম্মের ফল এই পরমেশ্বর হইতেই নিষ্পাদিত হইয়া থাকে, কারণ ইহাই যুক্তি সিদ্ধ" এই ন্যায়ানুসারে অর্থাৎ বেদান্তদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের এই ৩৮শ সূত্র সূচিত অধিকরণোক্ত নিয়মানুসারে নির্ণীত হয়।৩ তিনি **অচিন্ত্যরূপ**—অপরিমিত মহিমা বলিয়া যাহা চিন্তা করিতে পারা যায় না, এতাদৃশ রূপ যাঁহার—।৪ তিনি **আদিত্যবর্ণ**—আদিত্যের বর্ণ যেমন জগৎ-প্রকাশক সেইরূপ যাঁহার বর্ণ অর্থাৎ প্রকাশ জগদবভাসক—জগতের প্রকাশক অর্থাৎ তিনি নিখিল বিশ্বের অবভাসক।৫ আর এই কারণেই তিনি **তমসঃ পরস্তাৎ**=তমের পরপারে—অর্থাৎ অজ্ঞানরূপ মোহান্ধকারের বাহিরে;—অর্থাৎ তিনি প্রকাশস্বরূপ (জ্ঞানস্বরূপ) বলিয়া তমের (অজ্ঞানের) বিরোধী।৬ এতাদৃশ সেই পুরুষকে **অনুস্মরেৎ যঃ**=যে কেহ চিন্তা করুক না কেন—'সেই ব্যক্তিই সেই পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে' এইরূপে পূর্ব্ব শ্লোকের এই অংশটীর সহিত ইহার অন্বয় হইবে। অথবা পরবর্ত্তী শ্লোকের "স তং পরং পুরুষ মুপৈতি দিব্যম্" এই অংশের সহিত ইহার অন্বয় করিতে হইবে।৭—৯॥

অনুবাদ—কখন তাহা হইলে ঈশ্বরচিন্তার নিমিত্ত অধিক প্রযত্ন আবশ্যক? তাহাই বলিতেছেন।—**প্রয়াণ কালে**=অন্তকালে অর্থাৎ মৃত্যু সময়ে **মনসা অচলেন**=অচলমনে অর্থাৎ একাগ্র মনে,—'সেই পুরুষকে যিনি চিন্তা করেন' এই অংশটী পূর্ব্ব শ্লোক হইতে অনুবৃত্ত হইবে। কিরূপ হইয়া তাঁহাকে স্মরণ করিতে হইবে? (উত্তর-) **ভক্ত্যা যুক্ত**=ভক্তিযুক্ত হইয়া অর্থাৎ পরমেশ্বরবিষয়ক পরম প্রেম যুক্ত হইয়া। **যোগবলেন চৈব**=যোগের বলে অর্থাৎ সমাধি প্রভাবে ব্যুত্থানকালীন সংস্কারের বিরোধী যে সমাধিজনিত সংস্কার তদ্‌যুক্ত হইয়া—। এইরূপ প্রাণকে প্রথমে হৃদয় পুণ্ডরীকে

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১ ॥

বেদবিদঃ যৎ অক্ষরং বদন্তি, বীতরাগা যতয়ঃ যৎ বিশন্তি, যৎ ইচ্ছন্তঃ ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তৎ পদং তে সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে অর্থাৎ বেদবিদ্‌গণ যাঁহাকে অক্ষর বলিয়া থাকেন, বিষয়-নিস্পৃহ যতিগণ যাঁহাতে প্রবেশ করেন, যাঁহাকে জানিবার জন্য গুরুকুলে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করেন, আমি সংক্ষেপে সেই প্রাপ্য বস্তুটির কথা বলিতেছি ॥১১

বশীকৃত্য তত ঊর্দ্ধগামিন্যা সুষুম্নয়া নাড্যা গুরূপদিষ্টমার্গেণ ভ্রুবোর্মধ্যে আজ্ঞাচক্রে প্রাণমাবেশ্য স্থাপয়িত্বা সম্যগপ্রমত্তো ব্রহ্মরন্ধ্রাদুৎক্রাম্য স এবমুপাসকস্তং কবিং পুরাণমনুশাসিতারমিত্যাদিলক্ষণং পরং পুরুষং দিব্যং দ্যোতনাত্মকমুপৈতি প্রতিপদ্যতে ॥ ১০ ॥

ইদানীং যেন কেনচিদভিধানেন ধ্যানকালে ভগবদনুস্মরণে প্রাপ্তে "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে বশীকৃত করিয়া তাহার পর ঊর্দ্ধগামিনী সুষুম্না নামক নাড়ীর মধ্য দিয়া গুরুকর্ত্তৃক উপদিষ্ট মার্গ অনুসারে ক্রমে অগ্রিম ভূমিগুলি জয় করিতে (আয়ত্ত করিতে) থাকিয়া **ভ্রুবোঃ মধ্যে**=ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে অর্থাৎ (ষট্‌চক্রান্তর্গত) আজ্ঞা নামক (ষষ্ঠ) চক্রে **প্রাণম্ আবেশ্য**=প্রাণকে স্থাপিত করিয়া এবং **সম্যক্**=অপ্রমত্ত হইয়া অর্থাৎ সকল রকমে অনবধানতা বিহীন হইয়া **সঃ**=তিনি অর্থাৎ এই জাতীয় উপাসক ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া উৎক্রান্ত হইয়া অর্থাৎ প্রাণত্যাগ করিয়া **তম্**=তাঁহাকে অর্থাৎ 'কবি পুরাণ অনুশাসিতা' ইত্যাদি লক্ষণাক্রান্ত **দিব্যং**=অর্থাৎ দ্যোতনাত্মক (স্বয়ম্প্রকাশ) **পরমং পুরুষং**=যে পরম পুরুষ তাঁহাকে **উপৈতি**=প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।১০॥

ভাবপ্রকাশ—মৃত্যুকালে ভক্তিবলে এবং যোগবলে বলীয়ান্ হইয়া ভ্রূদ্বয়মধ্যে আজ্ঞাচক্রে প্রাণকে স্থাপন করিয়া অচলমানস হইয়া সর্ব্বদা স্মর্য্যমান্ ঐ সর্ব্বজ্ঞ, সনাতন জগতের অধীশ্বর ও নিয়ামক, সূক্ষ্মদপি সূক্ষ্ম, জগতের বিধাতা, অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের পারে অবস্থিত, নিত্য চৈতন্য প্রকাশরূপ পুরুষকে চিন্তা করিতে করিতে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি পরমতত্ত্বকে প্রাপ্ত হন। এই শ্লোক দুইটীতে মৃত্যুকালে স্মরণের তত্ত্বের সর্ব্বাংশ ব্যাঘাত হইয়াছে। যিনি ভক্তিবলে বলীয়ান্ নহেন এবং যাঁহার যোগবল নাই—অর্থাৎ যোগ ও ভক্তি উভয় বলে যিনি বলীয়ান্ নহেন তিনি এই পরমাগতি লাভ করিতে পারেন না। ভগবদ্স্মরণ বলিতে শুধু মূর্ত্তি স্মরণ হইলেই হয় না—শ্রীভগবানের তত্ত্ব ফুটিয়া উঠা চাই। তিনি যে অনাদি ও অনন্ত, তিনি যে পূর্ণজ্যোতিঃ ও স্বপ্রকাশ, তিনি যে জীবের আদি বিধাতা ও নিয়ন্তা এই সব তত্ত্ব প্রকাশিত না হইলে ভগবদ্স্মরণ হইয়াছে বলা যায় না।—৯-১০

অনুবাদ—তৎকালে যে ভগবানের ধ্যান করিতে হইবে তাহা যে কোনও অভিধান অর্থাৎ মন্ত্রের দ্বারা করিলেই চলিবে এইরূপ মনে হইতে পারে। তন্নিবারণ কল্পে—"সকল বেদই যে পদের বিষয় প্রকাশ করিয়া থাকে, সমস্ত তপস্যা যে বিষয়ের তত্ত্ব জ্ঞাপন করে এবং যে পদ অভিলাষ করিয়া লোকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে আমি তোমাকে সংক্ষেপে সেই পদের বিষয় বলিতেছি তাহা হইতেছে 'ওম্'

পদংসংগ্রহেণ ব্রবীমীত্যোমি ইত্যেতৎ" (কঃ উঃ ১।২।১৫) ইত্যাদিশ্রুতিপ্রতিপাদিতত্বেন প্রণবেনৈবাভিধানেন তদনুস্মরণং কর্ত্তব্যং নান্যেন মন্ত্রাদিনেতি নিয়ন্তুমুপক্রমতে যদক্ষরমিতি। ১ যদক্ষরমবিনাশি ওঙ্কারাখ্যং ব্রহ্ম বেদবিদো বদন্তি, "এতদ্বৈতদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্" (বৃহদাঃ উঃ ৩।৮।৮) ইত্যাদি বচনৈঃ সর্ব্ববিশেষনিবর্ত্তনেন প্রতিপাদয়ন্তি। ২ ন কেবলং প্রমাণকুশলৈরেব প্রতিপন্নম্, কিন্তু মুক্তোপসৃপ্যতয়া তৈরপ্যনুভূতমিত্যাহ—বিশন্তি, স্বরূপতয়া সম্যগ্দর্শনেন যদক্ষরং যতয়ো যত্নশীলাঃ সন্ন্যাসিনো বীতরাগা নিস্পৃহাঃ—। ৩ ন কেবলং সিদ্ধৈরনুভূতং সাধকানামপি সর্ব্বোঽপি, প্রয়াসস্তদর্থ ইত্যাহ—যদিচ্ছন্তো জ্ঞাতুং নৈষ্ঠিকা ব্রহ্মচারিণো ব্রহ্মচর্য্যং গুরুকুলবাসাদি তপশ্চরন্তি যাবজ্জীবম্ তদক্ষরাখ্যং পদং পদনীয়ং তে তুভ্যং সংগ্রহেণ সংক্ষেপেণাহং প্রবক্ষ্যে প্রকর্ষেণ কথয়িষ্যামি যথা তব বোধো ভবতি তথা। অতস্তদক্ষরং কথং ময়া জ্ঞেয়মিত্যাকুলো মাভূরিত্যভিপ্রায়ঃ। ৪ অত্র চ পরস্য ব্রহ্মণো বাচকরূপেণ প্রতিমাবৎ প্রতীকরূপেণ চ "যঃ পুনরেতত্ত্রিমাত্রেণোমিত্যনেনাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত স তমধিগচ্ছতি" (প্রঃ উঃ ৫।৫) ইত্যাদি বচনৈর্মন্দমধ্যমবুদ্ধীনাং ক্রমমুক্তিফলকমুপাসনমুক্তং তদেবেহাপি বিবক্ষিতং ভগবতা অতো

এইপদ" ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রণবকেই তত্ত্ব বলিয়া প্রতিপাদিত করা হইয়াছে; কাজেই প্রণবরূপ অভিধানের (বাচকের) দ্বারাই ঈশ্বরানুস্মরণ করা কর্ত্তব্য, অন্য কোন মন্ত্রাদির দ্বারা নহে—এইরূপ নিয়ম অর্থাৎ ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিবার উপক্রমে এক্ষণে বলিতেছেন—। **যৎ অক্ষরম্**=যে অক্ষরের কথা অর্থাৎ ওঙ্কার নামে প্রসিদ্ধ অবিনাশী যে ব্রহ্মের বিষয় **বেদবিদঃ বদন্তি**=বেদবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন —"গার্গি! এই সেই অক্ষর যাহাকে ব্রহ্মবিৎগণ অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ বলিয়া থাকেন"— প্রমাণপটু ব্যক্তিগণই যে কেবল এইরূপে প্রতিপাদন করিয়া থাকেন তাহা নহে কিন্তু তাঁহারা তাঁহাকে মুক্তোপসৃপ্যরূপে—মুক্ত ব্যক্তিগণের গতিরূপে অনুভবও করিয়া থাকেন; তাই বলিতেছেন—। **যতয়ঃ**=যতিগণ অর্থাৎ যত্নশীল সন্ন্যাসিগণ **বীতরাগাঃ**=নিস্পৃহ হইয়া **যৎ**=যে অক্ষরে **বিশন্তি**= প্রবেশ করেন অর্থাৎ নিজস্বরূপভাবে সম্যক্ দর্শন সহকারে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন—।৩ আর কেবল সিদ্ধগণই যে তাহা অনুভব করিয়াছেন তাহা নহে কিন্তু সাধকগণেরও যে প্রয়াসপরম্পরা তৎসমস্তই কেবল তাঁহারই উদ্দেশ্যে; তাহাই বলিতেছেন—। **যৎ**=যে তত্ত্ব **ইচ্ছন্তঃ**=জানিতে ইচ্ছুক হইয়া নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ **ব্রহ্মচর্য্যম্**=গুরুকুলে বাস প্রভৃতি তপস্যা **চরন্তি**=যাবজ্জীবন অবলম্বন করিয়া থাকেন **তৎপদম্**=সেই যে অক্ষর নামক পদ অর্থাৎপদনীয় (প্রাপ্য তত্ত্ব) তাহা আমি **তে**=তোমায় **প্রবক্ষ্যে**=সংগ্রহরূপে অর্থাৎ সংক্ষেপে প্রকৃষ্টরূপে বলিতেছি যাহাতে তোমার বোধ জন্মিতে পারে। সুতরাং সেই অক্ষরতত্ত্ব আমি কিরূপে অবগত হইব, এই বলিয়া ব্যাকুল হইও না ইহাই অভিপ্রায়।৪ "যে ব্যক্তি কিন্তু ত্রিমাত্র 'ওম্' এই অক্ষরের দ্বারা পরমপুরুষের ধ্যান করেন তিনি তাঁহাকে প্রাপ্ত হন" ইত্যাদি শ্রুতিবচন নিচয়ে মন্দবুদ্ধি এবং মধ্যমবুদ্ধি ব্যক্তিগণের ক্রমমুক্তি প্রাপ্তির জন্য যে রূপ

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২ ॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩ ॥

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনঃ হৃদি নিরুধ্য মূর্দ্ধ্নি প্রাণম্ আধায় আত্মনঃ যোগধারণাম্ আস্থিতঃ [সন্] ওম্ ইতি একাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্ দেহং ত্যজন্ যঃ প্রয়াতি, সঃ পরমাং গতিং যাতি অর্থাৎ সমুদয় ইন্দ্রিয়দ্বার সংযত করিয়া মনকে হৃদয়ে নিরোধ করিয়া ভ্রূদ্বয়মধ্যে প্রাণকে স্থাপন করিয়া সমাধিতে অবস্থানপূর্ব্বক ওঁ এই ব্রহ্মবাচক একাক্ষর উচ্চারণ পূর্ব্বক আমার চিন্তা করিতে করিতে যিনি উত্তরায়ণ পথে গমন করেন, তিনি পরমা গতি প্রাপ্ত হন ॥১২-১৩

যোগধারণাসহিতমোঙ্কারোপাসনং তৎফলং স্বস্বরূপং ততোঽপুনরাবৃত্তিস্তন্মার্গশ্চেত্যর্থজাতমুচ্যতে যাবদধ্যায়সমাপ্তি ॥ ৫—১১ ॥

তত্র প্রবক্ষ্য ইতি প্রতিজ্ঞাতমর্থং সোপকরণমাহ সর্ব্বেতি দ্বাভ্যাং। সর্ব্বাণীন্দ্রিয়দ্বারাণি সংযম্য স্বস্ববিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহৃত্য বিষয়দোষদর্শনাভ্যাসাত্তদ্বিমুখতামাপাদিতৈঃ শ্রোত্রাদিভিঃ শব্দাদিবিষয়গ্রহণমকুর্ব্বন্—।১ বাহ্যেন্দ্রিয়নিরোধেঽপি মনসঃ প্রচারঃ

উপাসনা বিহিত আছে * এস্থলেও 'অক্ষর' এই শব্দটীকে ব্রহ্মের বাচকরূপে অথবা প্রতিমাদি যেমন বিষ্ণু আদি দেবতার প্রতীক সেইরূপ প্রতীকরূপে উপাসনা করিবার বিষয় বিধান করাই ভগবান্ অভিপ্রেত করিয়াছেন। এই কারণে এই অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত যোগ এবং ধারণার সহিত ওঙ্কারের উপাসনা, তাহার ফল, স্ব-স্বরূপ (ভগবৎস্বরূপ) সেই ভগবৎস্বরূপতাপ্রাপ্তি হইতে পুনর্ব্বার বিচ্যুত না হওয়া এবং সেই ফলপ্রাপ্তির মার্গ ইত্যাদি বিষয়সমূহ কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ ওঙ্কারকে সগুণ ব্রহ্মের প্রতীক ভাবিয়া উপাসনা করিলে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত ফল হইয়া থাকে। সেই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইতে হইলে কোন্ পথে কি ক্রমে যাইতে হয় তাহা, এবং যাঁহারা ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের ভোগ বাসনা রহিয়াছে তাঁহাদের যে পুনরাবৃত্তি হয় তাহা এবং যাঁহারা ভোগবাসনাবিহীন তাঁহারা ব্রহ্মলোকে নিরুপাধিকব্রহ্ম সাক্ষাৎ করিয়া মুক্তিলাভ করেন, তাহাদের পুনরাবৃত্তি হয়না—তাহাও এই অধ্যায়ে পরবর্ত্তী অংশ সমূহে বর্ণিত হইবে।৫—১১॥

অনুবাদ—তন্মধ্যে "আমি তোমাকে সেই পদের বিষয় সংক্ষেপে বলিতেছি" ইত্যাদি সন্দর্ভে যে বিষয়ের প্রতিজ্ঞা (নির্দ্দেশ বা উল্লেখ) করা হইয়াছে তাহাই তাহার অঙ্গোপাঙ্গের সহিত দুইটী শ্লোকে বলিতেছেন।—সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারগুলিকে **সংযম্য**=সংযত করিয়া অর্থাৎ স্ব স্ব বিষয় জাল হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া অর্থাৎ বিষয়ে পুনঃ পুনঃ দোষ দর্শন করতঃ শ্রোত্র আদি

* প্রশ্নোপনিষদে কথিত হইয়াছে যে ওঙ্কারই পর ব্রহ্ম এবং অপর ব্রহ্ম। তথায় ওঙ্কারকে ব্রহ্মের প্রতীকরূপে চিন্তা করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ওঁকার-'অ-উ-ম্'-এই মাত্রাত্রয়াত্মক। যাঁহারা এই মাত্রাত্রয়ের এক একটিকে ব্রহ্মপ্রতীকরূপে উপাসনা করেন তাঁহারা বিভিন্ন বিভিন্ন গতি প্রাপ্ত হন। আর যিনি ত্রিমাত্র ওঙ্কারকে সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী ব্রহ্মরূপে ভাবনা করেন তিনি তদ্‌ভাবপ্রাপ্ত হইয়া আর ফিরিয়া আসেনা, কিন্তু ক্রমে মুক্তি লাভ করেন। ক্রমে ক্রমে ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্ম লোক হইতে তত্ত্বজ্ঞানোদয়পূর্ব্বক যে মুক্তি লাভ হয় তাহাকে ক্রমমুক্তি বলে।

স্থাদিত্যত আহ—মনো হৃদি নিরুধ্য চ অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং ষষ্ঠে ব্যাখ্যাতাভ্যাং হৃদয়দেশে মনো নিরুধ্য নির্ব্বৃত্তিকতামাপাদ্য চ, অন্তরপি বিষয়চিন্তাম-কুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ—।২ এবং বহিরন্তরুপলব্ধিদ্বারাণি সর্ব্বাণি সংনিরুধ্য ক্রিয়াদ্বারং প্রাণমপি সর্ব্বতো নিগৃহ্য ভূমিজয়ক্রমেণ মূর্দ্ধ্যাধায় ভ্রুবোর্মধ্যে তদুপরি চ গুরূপদিষ্ট-মার্গেণাবেশ্যাত্মনো যোগধারণাং আত্মবিষয়সমাধিরূপাং ধারণামাস্থিতঃ। আত্মন ইতি দেবতাদিব্যাবৃত্ত্যর্থম্। ৩—১২॥

ওমিত্যেকং অক্ষরং ব্রহ্মবাচকত্বাৎ প্রতিমাবদ্‌ব্রহ্মপ্রতীকত্বাদ্বা ব্রহ্ম ব্যাহরন্নুচ্চরন্। ওমিতি ব্যাহরন্নিত্যেতাবতৈব নির্ব্বাহে একাক্ষরমিত্যনায়াসকথনেন স্তুত্যর্থং।১ ওমিতি ব্যাহরন্ একাক্ষরং একমদ্বিতীয়মক্ষরমবিনাশি সর্ব্বব্যাপকং ব্রহ্ম মাম্ ওমিত্যস্যার্থং স্মরন্নিতি বা। তেন প্রণবং জপংস্তদভিধেয়ভূতঞ্চ মাং চিন্তয়ন্মূর্দ্ধন্যয়া নাড্যা দেহং ত্যজন্

ইন্দ্রিয়গুলিকে তাহা হইতে বিমুখ করিয়া তাহাদের দ্বারা শব্দাদি বিষয় গ্রহণ না করিয়া (এইরূপ 'প্রত্যাহার' পরায়ণ হইয়া)—।১ বহিরিন্দ্রিয় নিরোধ করা হইলেও মন ও ত বিষয়ের দিকে ধাবিত হইতে পারে এই জন্য বলিতেছেন—**মনঃ হৃদি নিরুধ্য চ**—। ষষ্ঠ অধ্যায়ে (৩৫শ শ্লোকে) যে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের বিষয় বিবৃত করা হইয়াছে তদ্দ্বারা মনকে হৃদয়দেশে নিরুদ্ধ করিয়া অর্থাৎ মনের বৃত্তি-বিহীনতা সম্পাদন করিয়া, অর্থাৎ বাহিরে এবং ভিতরে মনের মধ্যেও (মনে মনেও) বিষয় চিন্তা না করিয়া—।২ এই প্রকারে বহিরিন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয়রূপ উপলব্ধির (জ্ঞানের) সকল দ্বারগুলিকে সম্যক্‌রূপে নিরুদ্ধ করিয়া, এমন কি সকল ক্রিয়াশক্তির দ্বারস্বরূপ যে প্রাণ তাহাকেও সর্ব্বতোভাবে নিগৃহীত (সংযত) করিয়া তাহাকে ভূমিজয়ক্রমে **মূর্দ্ধ্নি আধায়**=মস্তকে রাখিয়া অর্থাৎ গুরূপদিষ্ট মার্গ অনুসারে প্রাণকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে এবং তাহারও উপরে নিবেশিত করিয়া **আত্মনঃ যোগধারণাম্** =আত্মবিষয়ক সমাধিরূপ ধারণা **আস্থিতঃ**=অবলম্বন করিয়া—। দেবতাদির ব্যাবৃত্তি করিবার নিমিত্ত অর্থাৎ অন্যদেবতাবিষয়ক ধারণা যেন করা না হয়—এইরূপ অর্থ বুঝাইবার জন্য 'আত্মনঃ' এই পদটী প্রয়োগ করা হইয়াছে।৩—১২॥

অনুবাদ—আরও—'ওম্' এই যে একটী অক্ষর, যাহা ব্রহ্মের বাচক অথবা যাহা প্রতিমাদির ন্যায় ব্রহ্মের প্রতীক; কাজেই যাহা ব্রহ্ম বলিয়াই অভিহিত হয় তাহা **ব্যাহরন্**=উচ্চারণ করিতে থাকিয়া—। 'ওম্' এই শব্দটী উচ্চারণ করিবে—এই বলিলেই যখন বক্তব্য বিষয়টী পরিস্ফুট হয় (অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়) তথাপি যে "একাক্ষরম্" এই পদটী প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহার অভিপ্রায় এই যে (ইহা একটী অক্ষর মাত্র, অনেক পদ বিশিষ্ট বাক্য নহে, কাজেই অন্তকালেও) ইহা অনায়াসেই উচ্চারণ করা যাইতে পারে অর্থাৎ মরণকালে ইন্দ্রিয় সকল ব্যাকুল হয় বলিয়া তখন অনেকপদাত্মক বাক্য উচ্চারণ করা অতি কষ্টসাধ্য; কিন্তু 'ওম্' এটী একটী অক্ষর মাত্র; ইহা উচ্চারণ করিতে কোনও কষ্ট হইবে না (অথচ ইহা পরমপদের প্রাপক, এমনই ইহার মাহাত্ম্য!)—এইরূপে ইহার প্রশংসা করা হইল।১ অথবা, 'ওম্' এই শব্দ উচ্চারণ করিতে থাকিয়া এবং "একাক্ষরং ব্রহ্ম মাম্ অনুস্মরন্"— ইহার অর্থ—'ওম্' এই পদের অর্থ অর্থাৎ বাচ্য যে একাক্ষর অর্থাৎ এক—অদ্বিতীয় এবং অক্ষর,

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ ১৪॥

অনন্যচেতাঃ যঃ মাং নিত্যশঃ সততং স্মরতি, হে পার্থ! নিত্যযুক্তস্য তস্য যোগিনঃ অহং সুলভঃ [অস্মি] অর্থাৎ যিনি অনন্যমনা হইয়া সদা সর্ব্বক্ষণ আমায় চিন্তা করেন, সদা সমাহিতচিত্ত সেই যোগীর পক্ষে আমি অতীব সুলভ॥ ১৪॥

যঃ প্রযাতি, স যাতি দেবযানমার্গেণ ব্রহ্মলোকং গত্বা তদ্ভোগান্তে পরমাং প্রকৃষ্টাং গতিং মদ্রূপাং। ২ অত্র পতঞ্জলিনা "তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ" সমাধিলাভঃ ইত্যুক্ত্বা "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা" ইত্যুক্তং। প্রনিধানং চ ব্যাখ্যাতং "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ। তজ্জপস্তদর্থভাবনং" ইতি "সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ" ইতি চ। ইহ তু সাক্ষাদেব ততঃ পরমগতিলাভ ইত্যুক্তং। তস্মাদবিরোধায় "ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্নাত্মনো যোগধারণামাস্থিত" ইতি ব্যাখ্যেয়ং। বিচিত্র-ফলত্বোপপত্তের্ব্বা ন বিরোধঃ॥ ৫—১৩॥

অর্থাৎ অবিনাশী সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম সেই আমাকে স্মরণ করিতে থাকিয়া—। সুতরাং ফলিতার্থ হইল এই যে, প্রণবজপ করিতে করিতে এবং সেই প্রণবের অভিধেয় অর্থাৎ বাচ্য যে ঈশ্বর, সেই আমাকে চিন্তা করিতে করিতে মূর্দ্ধন্য নাড়ী পথে **দেহং ত্যজন্**=প্রাণ ত্যাগ করিয়া **যঃ প্রয়াতি**=যিনি প্রয়াণ করেন **স যাতি**=তিনি দেবযান মার্গে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া তদ্‌ভোগাবসানে **পরমাং গতিম্**=মৎস্বরূপতারূপ যে পরমা প্রকৃষ্টা গতি তাহা প্রাপ্ত হয়েন।২ এ বিষয়ে ভগবান্ পতঞ্জলি এইরূপ বলিয়াছেন—"যাঁহারা তীব্রসংবেগ অর্থাৎ উৎকট বৈরাগ্যশালী তাঁহাদের আসন্ন—(অদূরে সমাধিলাভ হইয়া থাকে)"; "ঈশ্বরের প্রণিধান অর্থাৎ ভক্তিবিশেষ হইতেও সমাধিলাভ হইয়া থাকে"।—প্রণিধান বলিতে কি বুঝায় তাহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। "প্রণবই সেই ঈশ্বরের বাচক।" "প্রণবের জপ এবং প্রণবার্থের ভাবনা অর্থাৎ চিন্তা—তাহা হইতেই চিত্ত একাগ্র হয়"। "ঈশ্বরের প্রণিধান হইতে সমাধিসিদ্ধি হয়।" (এইরূপে দেখা গেল যে ভগবান্ পতঞ্জলির মতে প্রণব পরম্পরাক্রমে পরমগতির প্রাপক)। এখানে কিন্তু ভগবান্ বলিলেন যে প্রণব স্মরণ হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই পরমগতিলাভ হইয়া থাকে। এইরূপে উভয়ের উক্তির মধ্যে যে বিরোধ হইতেছে তাহার অবিরোধ করিতে হইলে (এই শ্লোকের প্রথমার্দ্ধটী প্রথমে গ্রহণ করিয়া তদনন্তর পূর্ব্বশ্লোকের অন্তিম চরণটীর পাঠ ধরিতে হইবে। তাহা হইলে ইহার ব্যাখ্যা হইবে এইরূপ, যথা—'ওম্' এই একাক্ষর ব্রহ্ম উচ্চারণ করিতে করিতে আমায় চিন্তা করতঃ আত্মবিষয়ক যোগ ধারণ অবলম্বন করিয়া (যিনি প্রয়াণ করেন তিনি পরমাগতি প্রাপ্ত হন।) অথবা একই রকম কর্ম্ম হইতে বিচিত্র (বহুবিধ) ফল হওয়াও যখন সম্ভব তখন ভগবান্ পতঞ্জলি যেরূপ পরম্পরা ফল নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাও হয় এবং শ্রীভগবান্ যেরূপ সাক্ষাৎফল নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাও সম্ভব। কাজেই আর বিরোধ থাকিতে পারিল না। (মীমাংসা দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে 'যোগসিদ্ধ্যধিকরণ' নামে একটী অধিকরণ আছে। উক্ত যোগসিদ্ধি অধিকরণে দেখান হইয়াছে একই কর্ম্ম কামনাভেদে বিভিন্ন

য এবং বায়ুনিরোধবৈধুর্য্যেণ ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য মূর্দ্ধন্যয়া নাড্যা দেহং ত্যক্তুং স্বেচ্ছয়া ন শক্নোতি, কিন্তু কর্ম্মক্ষয়েণৈব পরবশো দেহং ত্যজতি তস্য কিং স্যাদিতি তদাহ অনন্যেতি। ১ ন বিদ্যতে মদন্যবিষয়ে চেতোযস্য সোঽনন্যচেতাঃ সততং নিরন্তরং নিত্যশো যাবজ্জীবং যো মাং স্মরতি, তস্য স্ববশতয়া পরবশতয়া বা দেহং ত্যজতোঽপি নিত্যযুক্তস্য সততসমাহিতচিত্তস্য যোগিনঃ সুলভঃ সুখেন লভ্যোঽহং পরমেশ্বরঃ ইতরেষামতিদুর্ল্লভোঽপি হে পার্থ! তবাহমতিসুলভো মা ভৈষীরিত্যভিপ্রায়ঃ।২ অত্র তস্যেতি ষষ্ঠী শেষে সংবন্ধসামান্যে। কর্ত্তরি ন লোকেত্যাদিনা নিষেধাৎ।৩ অত্র চানন্যচেতস্ত্বেন সংকারোঽত্যাদরঃ সততমিতি নৈরন্তর্য্যং নিত্যশ ইতি দীর্ঘকালত্বং স্মরণস্যোক্তম্ তেন "স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিরিতি" পাতঞ্জলং

প্রকার ফলপ্রদান করে। সুতরাং একই কর্ম্মের বিচিত্র ফলদাতৃত্ব যোগসিদ্ধিনয়সিদ্ধ হওয়ায় এস্থলে কোনরূপ বিরোধের আশঙ্কা নাই)।৩—১৩॥

ভাবপ্রকাশ—প্রণব অর্থাৎ একাক্ষর ব্রহ্ম পরমতত্ত্বের বিশেষ প্রতীক। সমস্ত বেদ এই প্রণবকে অবিনাশী অক্ষর বলিয়াছেন, ইহাতেই বীতরাগ যতিগণ বিলীন হন, ইহাকে জানিবার জন্যই ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান, এই প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক পরম-পুরুষের স্মরণই বিশেষ ফলপ্রদ। দেহত্যাগকালে যোগবলে সর্ব্বেন্দ্রিয় নিরোধপূর্ব্বক প্রাণকে মস্তকে উত্তোলন করিয়া ওঁ এই একাক্ষর মহামন্ত্র উচ্চারণ ও পরমপুরুষের স্মরণই পরমগতি প্রাপক।—১১-১৩

অনুবাদ—বায়ুনিরোধবিধুরতাহেতু অর্থাৎ বায়ুনিরোধে অসমর্থ হওয়ায় যে ব্যক্তি এই প্রকারে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে প্রাণকে বিনিবেশিত করিয়া নিজ ইচ্ছামত মূর্দ্ধণ্য নাড়ী পথে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারেন না কিন্তু তদ্দেহারম্ভক কর্ম্মের ক্ষয় হওয়ায় তদধীন হইয়া পরাধীনভাবে দেহ ত্যাগ করেন তাঁহার কি গতি হয় তাহাই "অনন্য" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন।১ যাঁহার চিত্ত আমি (ঈশ্বর) ছাড়া আর অন্য কোন বিষয়ে নিহিত নাই তিনি **অনন্যচেতাঃ**; সেই রূপ হইয়া **সততং**=নিরন্তর **নিত্যশঃ**=যাবজ্জীবন **যো মাং স্মরতি**=যিনি আমার স্মরণ করেন **তস্য নিত্যযুক্তস্য**=সেই যে নিত্যযুক্ত অর্থাৎ সতত সমাহিতচিত্ত যোগী তিনি স্বাধীনভাবে স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করুন কিংবা পরাধীন ভাবেই দেহ রক্ষা করুন না কেন তাঁহার সম্বন্ধে **অহম্**=আমি পরমেশ্বর **সুলভঃ**=সুলভ, যদিও অন্যের কাছে আমি দুর্লভ তথাপি তাদৃশ ব্যক্তি আমায় সুখেই অর্থাৎ অনায়াসেই লাভ করিয়া থাকেন। অতএব ওহে পার্থ! তুমিও যখন সেইরূপ হইতেছ তখন তোমার পক্ষেও আমাকে পাওয়া সহজ; কাজেই ভয় করিওনা, ইহাই অভিপ্রায়।২ এই শ্লোকে 'তস্য' এই পদটীতে শেষে অর্থাৎ সম্বন্ধ সামান্যে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে, কর্ত্তায় ষষ্ঠী নহে, কেননা "ন লোকাব্যয়" ইত্যাদি সূত্র অনুসারে খলর্থপ্রত্যয়যোগে কর্ত্তায় ষষ্ঠী নিষিদ্ধ থাকায় এখানে কর্ত্তায় ষষ্ঠী হইতে পারে না।৩ আর এই শ্লোকে 'অনন্যচেতা' বলায় স্মরণের সংকার ও অত্যাদর, 'সততম্' বলায় নৈরন্তর্য্য, 'নিত্যশঃ' বলায় দীর্ঘকালত্ব কথিত হইয়াছে। আর তাহা হইলে—দীর্ঘকাল ধরিয়া নৈরন্তর্য্য এবং সংকার সহকারে সেবিত (অনুষ্ঠিত) হইলে তাহা অর্থাৎ সেই অভ্যাস দৃঢ়ভূমি হইয়া থাকে"—এই

মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্‌।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫ ॥

মহাত্মানঃ মাম্‌ উপেত্য পুনঃ দুঃখালয়ম্‌, অশাশ্বতং জন্ম ন আপ্নুবন্তি পরমাং সংসিদ্ধিং গতাঃ অর্থাৎ মহাত্মারা আমাকে প্রাপ্ত হইলে, পুনরায় দুঃখের আলয়স্বরূপ অনিত্য জন্ম পরিগ্রহ করেন না। কারণ, তাঁহারা পরমা সিদ্ধি লাভ করেন ॥ ১৫ ॥

মতমনুস্মৃতং ভবতি। ৪ তত্র সততমিত্যভ্যাস উক্তোঽপি স্মরণপর্য্যবসায়ী। তেন যাবজ্জীবং প্রতিক্ষণং বিক্ষেপান্তরশূন্যতয়া ভগবদনুচিন্তনমেব পরমগতিহেতুর্মূর্দ্ধন্যয়া নাড্যা তু স্বেচ্ছয়া প্রাণোৎক্রমণং ভবতু নবেতি নাতীবাগ্রহঃ ॥ ৫—১৪ ॥

ভগবন্তং প্রাপ্তাঃ পুনরাবর্ত্তন্তে ন বেতি সন্দেহেনাবর্ত্তন্ত ইত্যাহ মামিতি। মামীশ্বরং প্রাপ্য পুনর্জ্জন্ম মনুষ্যাদিদেহসম্বন্ধং, কীদৃশং দুঃখালয়ং গর্ভবাসযোনিদ্বারনির্গমনাদি অনেকদুঃখস্থানং, অশাশ্বতমস্থিরং,দৃষ্টনষ্টপ্রায়ং ন আপ্নুবন্তি পুনর্নাবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ। ১ যতো মহাত্মানঃ রজস্তমোমলরহিতান্তঃকরণাঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ সমুৎপন্নসম্যগ্দর্শনা মল্লোকভোগান্তে পরমাং সর্ব্বোৎকৃষ্টাং সংসিদ্ধিং মুক্তিং গতাস্তে। ২ মাং প্রাপ্য সিদ্ধিং গতা ইতি বদতোপাসকানাং ক্রমমুক্তির্দ্দর্শিতা ॥ ৩—১৫ ॥

সূত্রে ভগবান্‌ পতঞ্জলি যে নিয়ম বলিয়া দিয়াছেন তাহার অনুসরণ করা হইল। ৪ যদিও উক্ত পাতঞ্জল সূত্রে "সঃ তু" এস্থলে "সঃ" এইরূপ বলায় সেই অভ্যাসের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তথাপি তাহা স্মরণেই পর্য্যবসিত হয় অর্থাৎ ঐ অভ্যাসের অর্থ স্মরণ। সুতরাং শ্লোকটীর ভাবার্থ এইরূপ—যাবজ্জীবন ধরিয়া প্রতিক্ষণে সকল প্রকার বিক্ষেপবিহীনভাবে যে ঈশ্বর চিন্তা তাহাই পরম গতি লাভের হেতু অর্থাৎ উপায়; মূর্দ্ধন্য নাড়ীপথে স্বইচ্ছায় প্রাণের উৎক্রমণ হউক বা না হউক তাহাতে অধিক আগ্রহ নাই অর্থাৎ তাহা না হইলে যে পরম গতি লাভ হইবে না এরূপ নহে, যদি মূর্দ্ধন্য নাড়ীপথে প্রাণের উৎক্রান্তি হয় ত ভালই। ৫—১৪॥

অনুবাদ—যাঁহারা ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের পুনরায় সংসার গতি পাইতে হয় কি না এরূপ সন্দেহ হইলে তদুত্তরে বলিতেছেন,—না,—তাঁহাদের পুনরাবর্ত্তন হয় না। **মাম্‌**=আমাকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে **উপেত্য**=প্রাপ্ত হইয়া আর **পুনর্জন্ম**=মনুষ্যাদি দেহের সহিত সম্বন্ধ (পাইতে হয় না)—। সেই দেহসম্বন্ধ কিরূপ? (উত্তর)—তাহা **দুঃখালয়ম্‌**=দুঃখের আলয় অর্থাৎ গর্ভবাস, যোনিপথে নির্গমন প্রভৃতি বহুবিধ দুঃখের স্থানস্বরূপ এবং তাহা **অশাশ্বতম্‌**=অস্থির—দৃষ্টনষ্টস্বরূপ অর্থাৎ তাহার স্বরূপ অতি ক্ষণিক—যখনই তাহা দৃষ্টিগোচর হয় তখনই তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। আমায় প্রাপ্ত হইলে তাদৃশ যে পুনর্জন্ম তাহা **ন আপ্নুবন্তি**=পাইতে হয় না অর্থাৎ পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না। ১ যেহেতু যাঁহারা আমায় প্রাপ্ত হন তাঁহারা **মহাত্মানঃ** অর্থাৎ তাঁহাদের অন্তঃকরণ রজঃ ও তমোরূপ মলবিহীন হওয়ায় তাঁহারা শুদ্ধসত্ত্ব এবং তাঁহাদের সম্যক্‌ দর্শন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান উদিত হওয়ায় তাঁহারা মদীয় লোকে ভোগ উপভোগ করিয়া তদবসানে **পরমাং**=সর্ব্বোৎকৃষ্ট **সংসিদ্ধিম্‌**=মুক্তি **গতাঃ**=প্রাপ্ত হইয়াছেন। এখানে, 'আমায় প্রাপ্ত হইয়া তদনন্তর তাঁহারা সিদ্ধিলাভ অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিয়াছেন' এইরূপ বলায় ক্রমমুক্তির কথাই বলা হইল। ৩—১৫॥

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ১৬॥

হে কৌন্তেয়! আ ব্রহ্ম-ভুবনাৎ লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনঃ, তু হে কৌন্তেয়! মাম্ উপেত্য পুনঃ জন্ম ন বিদ্যতে অর্থাৎ হে কৌন্তেয়! ব্রহ্মলোক হইতেও জীবগণকে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়; কিন্তু যাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন তাঁহাদের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না॥ ১৬॥

ভগবন্তমুপাগতানাং সম্যগ্দর্শিনামপুনরাবৃত্তৌ কথিতায়াং ততোবিমুখানামসম্যগ্দর্শিনাং পুনরাবৃত্তিরর্থসিদ্ধেত্যাহ আব্রহ্মেতি। আব্রহ্মভুবনাৎ,—ভবন্ত্যত্র ভূতানীতি ভুবনং লোকঃ—। অভিবিধাবাকারঃ—। ব্রহ্মলোকেন সহ সর্ব্বেঽপি লোকা মদ্বিমুখানাম-সম্যগ্দর্শিনাং ভোগভূময়ঃ পুনরাবর্ত্তিনঃ পুনরাবর্ত্তনশীলাঃ। ব্রহ্মভবনাদিতি পাঠে ভবনং বাসস্থানমিতি স এবার্থঃ। হে অর্জ্জুন! স্বতঃপ্রসিদ্ধমহাপৌরুষ! ১ কিং তদ্বদেব ত্বাং প্রাপ্তানামপি পুনরাবৃত্তির্নে'ত্যাহ—মামীশ্বরমেকমুপেত্য তু—। তুশব্দো লোকান্তর-বৈলক্ষণ্যদ্যোতনার্থঃ অবধারণার্থো বা। মামেব প্রাপ্য নির্ব্বৃতানাং হে কৌন্তেয়!—মাতৃতোঽপি প্রসিদ্ধমহানুভাব! পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে পুনরাবৃত্তির্না'স্তীত্যর্থঃ। ২ অত্রার্জ্জুনকৌন্তেয়েতি সংবোধনদ্বয়েন স্বরূপতঃ কারণতশ্চ শুদ্ধিজ্ঞ্া'নসংপত্তয়ে

অনুবাদ—যে সমস্ত সম্যক্‌দর্শী ব্যক্তি ভগবৎ-ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের পুনরাবৃত্তি হয় না, ইহা বলা হইল। এক্ষণে, যে সকল অসম্যক্‌দর্শী ব্যক্তি তাঁহাতে বিমুখ অর্থাৎ ঈশ্বরভক্তিরহিত তাহাদের পুনরাবৃত্তি যে অর্থতঃ সিদ্ধ (অর্থাপত্তিলভ্য) তাহাই বলিতেছেন—। যাহাতে ভূতগণ উদ্ভূত হয় তাহার নাম ভুবন; সুতরাং ভুবন অর্থ লোক (স্থান)। "আ ব্রহ্মভুবনাৎ" এস্থলে 'আ'এর অর্থ অভিবিধি অর্থাৎ ব্যাপ্তি। সুতরাং **আ ব্রহ্মভুবনাৎ** অর্থ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত। হে অর্জ্জুন!—**স্বতঃপ্রসিদ্ধ মহাপৌরুষ!** (যাহার মহৎ পৌরুষ স্বতই প্রসিদ্ধ—তুমি সেইরূপ!) ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্ত লোকই (স্থানই) ঈশ্বরবিমুখ অসম্যক্‌দর্শী ব্যক্তিগণের ভোগভূমি; এবং সেগুলির সকলেই **পুনরাবর্ত্তিনঃ**=পুনরাবর্ত্তনশীল। (অর্থাৎ ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হইলেও যখন ভোগান্তে তথা হইতে ফিরিয়া আসিতে হয়, তখন অন্যান্য লোকের ত কথাই নাই)। "ব্রহ্মভুবনাৎ" ইহার স্থলে যদি 'ব্রহ্মভবনাৎ' এইরূপ পাঠ ধরা হয় তাহা হইলে তাহার অর্থ ব্রহ্মের ভবন অর্থাৎ বাসস্থান, তথা হইতে; সুতরাং ইহারও অর্থ পূর্ব্বেরই মত।১ যাঁহারা তোমায় প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদেরও কি ঐরূপেই পুনরাবৃত্তি হয় না কি? ইহার উত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন—। 'তু' শব্দটী অন্য লোক হইতে ঈশ্বরলোকের বিলক্ষণতা (স্বতন্ত্রতা) জ্ঞাপন করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। অথবা ইহা অবধারণার্থকও হইতে পারে। (তাহা হইলে অর্থ হয় এইরূপ—) "মাম্"=আমাকে অর্থাৎ অক্ষর পরমেশ্বরকে কিন্তু **উপেত্য**=প্রাপ্ত হইলে অথবা যাঁহারা কেবলমাত্র আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া নিবৃ'ত হইয়াছেন (নিবৃ'তি লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন) তাঁহাদের, হে কুন্তীনন্দন!—তোমার মহানুভবতা (কুন্তী হইতেও) মাতৃকুল হইতেও প্রসিদ্ধ (কাজেই তুমি অবগত হইতে পারিবে)—আর **পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে**= পুনর্জ্জন্ম থাকে না অর্থাৎ তাঁহাদের পুনরাবৃত্তি হয় না।২ এস্থলে 'অর্জ্জুন' এবং 'কৌন্তেয়' এই দুইটী

সূচিতা। ৩ অত্রেয়ং ব্যবস্থা—যে ক্রমমুক্তিফলাভিরুপাসনাভির্ব্রহ্মলোকং প্রাপ্তাস্তেষামেব তত্রোৎপন্নসম্যগ্দর্শনানাং ব্রহ্মণা সহ মোক্ষঃ।৪ যে তু পঞ্চাগ্নিবিদ্যাদিভিরতৎক্রতবোঽপি তত্র গতাস্তেষামবশ্যংভাবি পুনর্জন্ম। অতএব ক্রমমুক্ত্যভিপ্রায়েণ "ব্রহ্মলোকমভিসংপদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্ততে (ছাঃ উঃ ৮।১৫।১) "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" (বেঃ দঃ ৪।৪।২২) ইতি শ্রুতিসূত্রয়োরুপপত্তিঃ। ইতরত্র,—তেষামিহ ন পুনরাবৃত্তিঃ "ইমং মানবমাবর্ত্তংনাবর্ত্তন্ত ইতি ইমমিতি চ বিশেষণাদ্গমনাধিকরণকল্পাদন্যত্র পুনরাবৃত্তিঃ প্রতীয়তে ॥ ৫--১৬॥

কথায় সম্বোধন করিয়া ভগবান্ ইহাই জানাইয়া দিতেছেন যে, তুমি অর্জ্জুন অর্থাৎ শুভ্র বা শুদ্ধ অর্থাৎ স্বরূপতঃ শুদ্ধ হইতেছ এবং তুমি কুন্তীর নন্দন—কাজেই তোমার কারণ অর্থাৎ উৎপত্তি স্থানও শুদ্ধ হইতেছে; এই প্রকারের উভয়শুদ্ধতা জ্ঞানসম্পত্তিলাভের হেতু। সুতরাং তুমি জ্ঞানলাভ করিবার যোগ্য হইতেছ।৩ এস্থলে মুক্তির যে ব্যবস্থা উক্ত হইয়াছে তাহা এইরূপ,—যে সমস্ত ব্যক্তি ক্রমমুক্তিফলক উপাসনাক্রমে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন কেবলমাত্র সেই সমস্ত ব্যক্তিরই তথায় সম্যক্ দর্শন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। আর তাহা হইলে পর অর্থাৎ সম্যক্ দর্শন উৎপন্ন হইলে পর কেবলমাত্র তাঁহাদেরই ব্রহ্মার সহিত মোক্ষ হইবে।৪ [অর্থাৎ ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকের আধিকারিক; তিনি জীবন্মুক্ত পুরুষ—প্রারব্ধবশে তথায় অবস্থিত। প্রারব্ধক্ষয়ে তাঁহার অধিকার ক্ষয় হইলে তিনি মুক্তিলাভ করিবেন এবং তাঁহার লোকে অবস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যে সমস্ত ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান হইবে কেবলমাত্র তাঁহারাই মুক্ত হইবেন।]৪ আর যাঁহারা অতৎক্রতু হইয়াও অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মোপাসনা-বিহীন হইয়াও পঞ্চাগ্নি বিদ্যা প্রভৃতির প্রভাবে সেই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের পুনর্জন্ম অবশ্যম্ভাবী। এই প্রকার ব্যবস্থা স্বীকার করিলে তবেই—"তিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, আর ফিরিয়া আসেন না" এই শ্রুতি বাক্যের এবং "ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের পুনরাবৃত্তি হয় না, কারণ শব্দ অর্থাৎ শ্রুতি তাহাই বলিতেছেন" বেদান্তদর্শনের এই সূত্রের উপপত্তি (যুক্তিযুক্ততা) হয়; তাহা না হইলে 'ইহ কল্পে তাঁহাদের পুনরাবৃত্তি হয় না' এইরূপ বলা উচিত ছিল; শ্রুতিতে যেমন বলা হইয়াছে "তাঁহারা এই মানব আবর্ত্তে আর আবর্ত্তিত হন না অর্থাৎ এই মনুর কল্পে অর্থাৎ এই মন্বন্তরে আর ফেরেন না কিন্তু অন্য কল্পে ফিরিয়া থাকেন অর্থাৎ পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন";—এই শ্রুতি বাক্যে 'ইহ' এবং 'ইমম্' এই দুইটী পদ থাকায় ইহাই প্রতীত হয় যে তাঁহারা যে কল্পে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন সেই কল্পে আর ফেরেন না। [তাৎপর্য্য—"ব্রহ্মলোকের সহিত সমস্ত লোকই ভোগভূমি বলিয়া পুনরাবর্ত্তনশীল" ভগবান্ এই কথা বলায় শঙ্কা হইতে পারে যে ব্রহ্মলোকেও মুক্তির সম্ভাবনা নাই। এইজন্য টীকাকার আচার্য্য 'এস্থলে এইরূপ ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে' ইত্যাদি সন্দর্ভে উহার নিরাস করিয়াছেন। ব্রহ্মলোকে দুই জাতীয় লোক যাইতে পারেন, যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া 'তৎক্রতু' হইয়াছেন সেই সমস্ত ব্যক্তি, তাঁহারাই মুক্তিলাভের যোগ্য—তবে তাঁহাদের সদ্যোমুক্তি নহে কিন্তু ক্রমমুক্তি। আর পঞ্চাগ্নিবিদ্যা প্রভৃতি কয়েক প্রকার বিদ্যার প্রভাবেও কেহ কেহ সত্যলোক প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা কিন্তু মুক্তির যোগ্য নহেন। যদি বলা হয় যে তাঁহারা মুক্তিভাগী হইবেন না কেন? তাহার উত্তরে বক্তব্য, তাঁহারা যে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন তাহা শ্রুতি হইতেই জানা যায়; আবার শ্রুতিই বলিতেছেন

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ॥ ১৭॥

সহস্রযুগপর্য্যন্তং ব্রহ্মণো যৎ অহঃ যুগসহস্রান্তাং রাত্রিঞ্চ বিদুঃ তে জনাঃ অহোরাত্রবিদঃ অর্থাৎ সহস্রযুগপর্য্যন্ত ব্রহ্মার যে একটি দিন এবং সহস্রযুগব্যাপিনী যে একটি রাত্রি, তাহা যাঁহারা যোগবলে অবগত আছেন, সেই সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ বস্তুতঃ অহোরাত্রবেত্তা। ১৭॥

ব্রহ্মলোকসহিতাঃ সর্ব্বে লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনঃ, কস্মাৎ? কালপরিচ্ছিন্নত্বাদিত্যাহ সহস্রেতি। মনুষ্যপরিমাণেন সহস্রযুগপর্য্যন্তং সহস্রং যুগানি চতুর্যুগানি পর্য্যন্তোঽবসানং যস্য তৎ—। "চতুর্যুগসহস্রং তু ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে" ইতি হি পৌরাণিকং বচনং।—তাদৃশং ব্রহ্মণঃ প্রজাপতেরহর্দ্দিনং যৎ যে বিদুঃ, তথা রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং চতুর্যুগ-সহস্রপর্য্যন্তাং যে বিদুরিতি বর্ত্ততে, তেঽহোরাত্রবিদঃ ত এবাহোরাত্রবিদো যোগিনো জনাঃ॥ যে তু চন্দ্রার্কগত্যৈব বিদুস্তে নাহোরাত্রবিদঃ স্বল্পদর্শিত্বাদিত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১৭॥

"ইমম্ মানবম্ আবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে"—এই মনুর সংসারে আর ফিরিয়া আসেন না। যদি একেবারেই অনাবৃত্তি শ্রুতির অভিপ্রেত হইত তাহা হইলে 'ইমম্' এই বিশেষণটী দিয়া আর বিশেষ করিয়া বলিতেন না। এই জন্য তাঁহাদের পুনরাবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী। পক্ষান্তরে যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা পূর্ব্বক 'তৎক্রতু' হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন—"ন চ পুনরাবর্ত্ততে"—তাঁহারা আর পুনরাবর্ত্তন করেন না;—এখানে কোনরূপ বিশেষণ দিয়া কাল পরিচ্ছেদ করা হয় নাই। এইজন্যই বলা হয় যে তাঁহারা মুক্তির যোগ্য—ক্রমমুক্তভাগী। ব্রহ্মলোকে ভোগ শেষ করিয়া ব্রহ্মলোকের যিনি আধিকারিক সেই কার্য্যব্রহ্ম যখন স্বকর্ম্মক্ষয়ে মুক্ত হইবেন তখন সেই সমস্ত ক্রমভুক্তিভাগী ব্যক্তিগণেরও তত্ত্বজ্ঞান উদয় হওয়ায় মুক্তি হইবে—ইহাই ক্রমমুক্তি। পূর্ব্বোক্ত ঐ যাঁহারা অতৎক্রতু—পঞ্চাগ্নি বিদ্যাদির প্রভাবে যাঁহারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের অবশ্যম্ভাবিনী পুনরাবৃত্তিকে লক্ষ্য করিয়াই এস্থলে ভগবান্ ঐরূপ বলিয়াছেন।৫—১৬॥]

ভাবপ্রকাশ—অনন্যস্মরণই ভগবৎপ্রাপ্তির সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ উপায়। একমাত্র ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইলে জন্মমৃত্যু, গতাগতির হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। ব্রহ্মলোক হইতেও পুনরায় এই মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিতে হয়। কেবলমাত্র শ্রীভগবান্‌কে পাইলে আর পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না।—১৪-১৬

অনুবাদ—ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্ত লোকই যে পুনরাবর্ত্তী তাহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে সেইগুলি সমস্তই কালপরিচ্ছিন্ন; (আর যাহা পরিচ্ছিন্ন তাহা অনিত্যই হইয়া থাকে)। তাহাই "সহস্র" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন। **সহস্রযুগপর্য্যন্তম্**=মনুষ্য পরিমাণের যে সহস্র যুগ অর্থাৎ সহস্র চতুর্যুগ তাহা পর্য্যন্ত অর্থাৎ অবসান যাহার তাহা সহস্রযুগপর্য্যন্ত; এ সম্বন্ধে পুরাণ-বচন যথা—"সহস্র সংখ্যক যে চতুর্যুগ তাহাই ব্রহ্মার দিন।" ব্রহ্মার সেইরূপ **যৎ অহঃ**=যে দিন তাহা **যে বিদুঃ**=যাঁহারা অবগত আছেন; এবং **রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং**=চতুর্যুগ সহস্রান্ত ব্রহ্মার যে রাত্রি তাহাও যাঁহারা অবগত আছেন—। এস্থলে পূর্ব্বোক্ত "যে বিদুঃ" এই অংশটীর অনুষঙ্গ হইবে—। **তেঽহোরাত্র-**

অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮ ॥

অহরাগমে অব্যক্তাৎ সর্ব্বাঃ ব্যক্তয়ঃ প্রভবন্তি; রাত্র্যাগমে তত্র অব্যক্তসংজ্ঞকে এব প্রলীয়ন্তে অর্থাৎ ব্রহ্মার দিন উপস্থিত হইলে, অব্যক্ত হইতে সমস্ত চরাচর ব্যক্ত পদার্থ উৎপন্ন হয় এবং ব্রহ্মার শয়নকালে পুনরায় অব্যক্তে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

যথোক্তৈরহোরাত্রৈঃ পক্ষমাসাদিগণনয়া পূর্ণং বর্ষশতং প্রজাপতেঃ পরমায়ুরিতি কালপরিচ্ছিন্নত্বেনানিত্যোঽসৌ। তেন তল্লোকাৎ পুনরাবৃত্তির্যুক্তৈব। যে তু ততোঽর্ব্বাচীনাস্তেষাং তদহর্মাত্রপরিচ্ছিন্নত্বাত্তত্তল্লোকেভ্যঃ পুনরাবৃত্তিরিতি কিমু বক্তব্যমিত্যাহ অব্যক্তাদিতি। ১ অত্র দৈনন্দিনসৃষ্টিপ্রলয়য়োরেব বক্তুমুপক্রান্তত্বাত্তত্র চাকাশাদীনাং সত্ত্বাদব্যক্তশব্দেনাব্যাকৃতাবস্থা নোচ্যতে, কিন্তু প্রজাপতেঃ স্বাপাবস্থৈব, স্বাপাবস্থঃ প্রজাপতিরিতি যাবৎ। ২ অহরাগমে প্রজাপতেঃ প্রবোধসময়ে অব্যক্তাত্তৎস্বাপাবস্থারূপাদ্ব্যক্তয়ঃ শরীরবিষয়াদিরূপা ভোগভূময়ঃ প্রভবন্তি ব্যবহারক্ষমতয়াঽভিব্যজ্যন্তে। ৩ রাত্র্যাগমে তস্য স্বাপকালে পূর্ব্বোক্তাঃ সর্ব্বা অপি ব্যক্তয়ঃ প্রলীয়ন্তে তিরোভবন্তি, যত আবির্ভূতাস্তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে কারণে প্রাগুক্তে স্বাপাবস্থে প্রজাপতৌ ॥ ১৮ ॥

বিদো জনাঃ=তাঁহারা অর্থাৎ সেই সমস্ত যোগী ব্যক্তিই অহোরাত্রজ্ঞ। যাহারা কেবল সূর্য্যের ও চন্দ্রের গতি অনুসারে দিবারাত্র অবধারণ করেন তাহারা অহোরাত্রবিৎ নহে, যেহেতু তাহারা অতি অল্পদর্শী, ইহাই অভিপ্রায়।১৭॥

অনুবাদ—ঐ যে অহোরাত্রের তত্ত্ব বলা হইল ঐরূপ অহোরাত্র অনুসারে পক্ষ মাস আদি গণনা করিয়া যে এক শত বর্ষ পূর্ণ হয় তাহাই ব্রহ্মার পরমায়ুঃ। কাজেই তাহা (ব্রহ্মার সেই পরমায়ুঃ) কাল পরিচ্ছিন্ন হইতেছে বলিয়া তাহা অনিত্য ; এই কারণে সেই ব্রহ্মলোক হইতেও যে পুনরাবৃত্তি হয় তাহা সঙ্গতই বটে। আর তাহা হইলে যে সমস্ত লোক (স্থান) তদপেক্ষাও নিকৃষ্ট সেই সমস্ত লোকগুলির অবস্থিতি আবার উক্ত ব্রাহ্মদিনের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ ব্রহ্মার এক একদিন যে পরিমাণ সেই পরিমাণ কাল মাত্র তাহাদের পরমায়ুঃ। সুতরাং সেই সমস্ত লোক হইতে যে পুনরাবৃত্তি হইবে তাহা কি আর বলিতে হইবে? তাহাই "অব্যক্তাৎ" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন।১ **অব্যক্তাৎ** এস্থলে অব্যক্ত পদের অর্থ যে জগতের অব্যাকৃত অবস্থা তাহা নহে, কারণ এখানে দৈনন্দিন সৃষ্টি এবং প্রলয়ের বিষয় বলিতে আরম্ভ করা হইয়াছে ; কাজেই সেই দৈনন্দিন সৃষ্টি প্রলয়ের মধ্যে আকাশাদি (অব্যক্তান্ত পদার্থ) অন্তর্ভূত হইয়াই যাইতেছে বলিয়া তাহার আর পৃথক্ উল্লেখ অনাবশ্যক। অতএব 'অব্যক্ত' পদের অর্থ এখানে প্রজাপতির নিদ্রাবস্থা অর্থাৎ অব্যক্ত অর্থ নিদ্রাবস্থাপন্ন প্রজাপতি—।২ **অহরাগমে**=অর্থাৎ (দিবা আগত হইলে) প্রজাপতির জাগরণকালে **অব্যক্তাৎ**=নিদ্রাবস্থারূপ প্রজাপতি হইতে **ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ**=সমস্ত ব্যক্তিগণ অর্থাৎ শরীর এবং বিষয় ইত্যাদি প্রকার ভোগভূমিসকল **প্রভবন্তি**=প্রভবযুক্ত হয় অর্থাৎ ব্যবহারযোগ্যরূপে অভিব্যক্ত হয়।৩ আর **রাত্র্যাগমে**=

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯ ॥

হে পার্থ! অয়ং এব ভূতগ্রামঃ ভূত্বা ভূত্বা রাত্র্যাগমে প্রলীয়তে, অহরাগমে অবশঃ প্রভবতি অর্থাৎ হে পার্থ পূর্ব্বকল্পে যে সকল জীব বর্ত্তমান ছিল, এই সেই সকল জীবই উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মার নিশাসমগমে বিলীন হইয়া যায় এবং দিবসাগমে তাহারাই কর্ম্মাদিপরতন্ত্র হইয়া পুনরায় উৎপন্ন হয় ॥ ১৯ ॥

এবমাশুবিনাশিত্বেঽপি সংসারস্য ন নিবৃত্তিঃ ক্লেশকর্ম্মাদিভিরবশতয়া পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভাবাৎ, প্রাদুর্ভূতস্য চ পুনঃ ক্লেশাদিবশেনৈব তিরোভাবাৎ। সংসারে বিপরিবর্ত্তমানানাং সর্ব্বেষামপি প্রাণিনামস্বাতন্ত্র্যাদবশানামেব জন্মমরণাদিদুঃখ-প্রবন্ধসংবন্ধাদলমনেন সংসারেণেতি বৈরাগ্যোৎপত্ত্যর্থং সমাননামরূপত্বেন চ পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভাবাৎ কৃতনাশাকৃতাভ্যাগমপরিহারার্থং চাহ ভূতগ্রাম ইতি। ১ ভূতগ্রামো ভূতসমুদায়ঃ স্থাবর-

সেই প্রজাপতির নিদ্রাকালে পূর্ব্বকথিত সমস্ত ব্যক্তিগণই **তত্রৈব**=যাহা হইতে আবির্ভূত হইয়াছিল সেই **অব্যক্তসজ্ঞকে**=অব্যক্ত নামক কারণমধ্যে অর্থাৎ পূর্ব্বকথিত নিদ্রাবস্থারূপ প্রজাপতিতেই **প্রলীয়ন্তে**=প্রলীন হয় অর্থাৎ তিরোহিত হয়।৪—১৮॥

ভাবপ্রকাশ—ব্রহ্মার দিনরাত্রির পরিমাণ আছে; ব্রহ্মার যখন দিন হয় তখন জগতের সৃষ্টি, যখন রাত্রি তখন জগতের প্রলয়। জীবগণ আপন আপন অদৃষ্ট বশতঃ একবার সৃষ্ট হয়, আবার প্রলীন হয়। ব্রহ্মলোক দীর্ঘাবস্থায়ী হইলেও অনিত্য।—১৭-১৮

অনুবাদ—সংসার এই প্রকারে আশুবিনাশী হইলেও নিবৃত্ত হইয়া যাইবার নহে, কেননা ক্লেশ কর্ম্ম প্রভৃতি হেতুগুলি যখন বর্ত্তমান থাকিয়া যাইতেছে তখন জীবগণকে অবশভাবে পুনঃ পুনঃ জন্মিতে হইবে, আবার যাহারা জন্মিয়াছে তাহাদেরও ক্লেশাদি কর্ম্মাশয়ের প্রভাবে পুনঃ পুনঃ মরিতেও হইবে। সংসারচক্রে বিশেষরূপে পরিবর্ত্তনশীল (ভ্রাম্যমাণ) সমস্ত জীবই অস্বতন্ত্র; তাহাদের স্বাতন্ত্র্য—স্বাধীনতা নাই; আর যাহারা অবশ—কর্ম্মাধীন তাহাদেরই জন্মমরণাদি দুঃখজালে বিজড়িত হইতে হয়। এই কারণে 'এই সংসারের আর প্রয়োজন নাই' এই প্রকারে সংসার বিষয়ে জীবগণের বৈরাগ্য জন্মাইবার জন্য ভগবান্ পরবর্ত্তী শ্লোকটী বলিতেছেন। অথবা সংসার অনাদি (কল্পান্তেও বস্তু সকলের আত্যন্তিক উচ্ছেদ হয় না); কেন না সাংসারিক পদার্থগণের নাম ও রূপ সমান অর্থাৎ প্রতিকল্পে নাম ও রূপ স্বতন্ত্র—বিভিন্ন প্রকার হয় না। আর নাম ও রূপ যখন রহিয়াছে তখন নামী এবং রূপীও অবশ্যই থাকে; তাহা হইলেই সংসারের অনাদিত্ব সিদ্ধ হয়; তাহা যদি না হইত তাহা হইলে কৃতনাশ এবং অকৃতাভ্যাগম নামক দোষ হইত [অর্থাৎ যাহা আছে তাহাকে নষ্ট করা—অপলাপ করা এবং যাহা নাই তাহার অভ্যাগম অর্থাৎ স্বীকার বা অদৃষ্ট কল্পনা করার নাম কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগম;—ইহা একটী দোষ। সংসারকে অনাদি না বলিলে ঐরূপ দোষের প্রসক্তি হইয়া আকস্মিকবাদ আসিয়া পড়ে। উহার পরিহারের জন্যও সংসারের অনাদিত্ব স্বীকার করিতে হয়।] তাহাই ভগবান্ "ভূতগ্রামঃ" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন।১ **ভূতগ্রামঃ**=স্থাবর

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০ ॥

তস্মাৎ তু অব্যক্তাৎ পরঃ অন্যঃ অব্যক্তঃ সনাতনঃ যঃ ভাবঃ সঃ সর্ব্বভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি অর্থাৎ সেই অব্যক্তেরও অতীত, ইন্দ্রিয়াদির অগোচর, যে একটি সনাতন ভাব বিদ্যমান আছে, সর্ব্বভূতের বিনাশেও উহা বিনষ্ট হয় না ॥ ২০ ॥

জঙ্গমলক্ষণো যঃ পূর্ব্বস্মিন্ কল্পে স্থিতঃ স এবায়ং এতস্মিন্ কল্পে জায়মানোঽপি নতু প্রতিকল্পমন্যোঽন্যশ্চ অসৎকার্য্যবাদানভ্যুপগমাৎ।২ "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ দিবঞ্চ পৃথিবীং চান্তরীক্ষমথো স্বঃ" ইতিশ্রুতেঃ "সমাননামরূপত্বাদাবৃত্তাবপ্যবিরোধো দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ" (বেঃ দঃ ১।৩।৩০) ইতিন্যায়াচ্চ। ৩ অবশ ইত্যবিদ্যাকামকর্ম্মাদিপরতন্ত্রঃ। হে পার্থ! স্পষ্টমিতরৎ ॥ ৪—১৯ ॥

এবমবশানামুৎপত্তিবিনাশপ্রদর্শনেনাব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিন ইত্যেতদ্ব্যাখ্যাতম্ অধুনা মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ইত্যেতদ্ব্যাচষ্টে দ্বাভ্যাং পর ইতি। ১ তস্মাচ্চরাচর-

জঙ্গমাত্মক ভূত সমুদায়; পূর্ব্বকল্পে যে ভূতগ্রাম ছিল **স এবায়ম্**=সেই এই ভূতসমুদায়ই এই কল্পে উৎপন্ন হইতে থাকিলেও তাহারা যে প্রত্যেক কল্পে অন্য হইয়া যাইতেছে তাহা নহে, অর্থাৎ তাহারা অন্য আকারে কল্পান্তরে (অন্য সৃষ্টিতে) উৎপন্ন হইলেও বস্তুতঃ ভিন্ন নহে; কারণ অসৎকার্য্যবাদ স্বীকার করা হয় না; অর্থাৎ যাহারা পূর্ব্বে ছিল না তাহারা উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ বলিলে অসতের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়, ইহা কিন্তু যুক্তিবিরুদ্ধ।২ (সংসার যে অনাদি তাহা শ্রুতি হইতেও সিদ্ধ হয়;—) কারণ শ্রুতি বলিতেছেন— "বিধাতা সূর্য্য, চন্দ্র, দ্যুলোক, পৃথিবী, অন্তরিক্ষ এবং স্বঃ অর্থাৎ স্বর্গলোক প্রভৃতিকে যথাপূর্ব্বই সৃষ্টি করিয়াছেন অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পে যেমন ছিল ইহকল্পেও সেগুলিকে ঠিক সেইরূপই সৃষ্টি করিয়াছেন"। "সংসারের আবৃত্তি হইলেও অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি এবং বিনাশ হইলেও প্রতিকল্পেই নাম এবং রূপ সমান থাকে বলিয়া এবং শব্দার্থসম্বন্ধের নিত্যতা স্বীকার করা হয় বলিয়া কোন বিরোধ হয় না অর্থাৎ ইন্দ্রাদি দেবব্যক্তি ভিন্ন হইলেও ইন্দ্রত্বের অভিন্নতা নিবন্ধন কোনও অসামঞ্জস্য ঘটিতে পারে না, যেহেতু শ্রুতিমধ্যে ঐরূপই উক্ত হইতে দেখা যায় এবং স্মৃতিও তাহাই প্রতিপাদন করিয়া থাকে" এই ন্যায় অনুসারে অর্থাৎ বেদান্তদর্শনের এই সূত্রসূচিত অধিকরণোক্ত নিয়ম মতেও সংসারের অনাদিত্ব সিদ্ধ হয়। **অবশঃ** ইহার অর্থ—অবিদ্যা, কামনা, কর্ম্ম প্রভৃতির অধীন। শ্লোকের অবশিষ্ট অংশের অর্থ স্পষ্টই রহিয়াছে।৩—১৯॥

অনুবাদ—এই প্রকারে, যাহারা অবশ অর্থাৎ কর্ম্মাদির অধীন তাহাদের উৎপত্তি ও বিনাশ দেখাইয়া পূর্ব্বোক্ত "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন" এই সন্দর্ভটীর ব্যাখ্যা করা হইল। এক্ষণে "পরঃ" ইত্যাদি সন্দর্ভে আরম্ভ করিয়া দুইটী শ্লোকে "মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে" এই অংশটীর ব্যাখ্যা বলিতেছেন।১ **তস্মাৎ অব্যক্তাৎ**=তাহা অপেক্ষা অর্থাৎ চরাচরাত্মক স্থূল

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১ ॥

[যঃ] অব্যক্তঃ অক্ষরঃ ইতি উক্তঃ; তং পরমাং গতিং আহুঃ; যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তৎ মম পরমং ধাম অর্থাৎ যিনি অব্যক্ত এবং জন্মনাশশূন্য, শ্রুতি তাঁহাকেই পরমা গতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে ভাব প্রাপ্ত হইলে পুনর্জ্জন্ম হয় না, তাহাই আমার পরম ধাম ॥ ২১ ॥

স্থূলপ্রপঞ্চকারণভূতাদ্ধিরণ্যগর্ভাখ্যাদব্যক্তাৎ পরো ব্যতিরিক্তঃ শ্রেষ্ঠো বা তস্যাপি কারণভূতঃ—।২ ব্যতিরেকেঽপি সালক্ষণ্যং স্যাদিতি নেত্যাহ অন্যোঽত্যন্তবিলক্ষণঃ "ন তস্য প্রতিমা অস্তি" (শ্বেতাঃ উঃ ৪।১৯) ইতি শ্রুতেঃ।৩ অব্যক্তো রূপাদিহীনতয়া চক্ষুরাদ্যগোচরো ভাবঃ কল্পিতেষু সর্ব্বেষু কার্য্যেষু সদ্রূপেণানুগতঃ। অতএব সনাতনো নিত্যঃ।৪ তুশব্দো হেয়াদনিত্যাদব্যক্তাদুপাদেয়ত্বং নিত্যস্যাব্যক্তস্য বৈলক্ষণ্যং সূচয়তি।৪এ তাদৃশো যো ভাবঃ স হিরণ্যগর্ভ ইব সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎস্বপি ন বিনশ্যতি উৎপদ্যমানেষ্বপি নোৎপদ্যত ইত্যর্থঃ।৫ হিরণ্যগর্ভস্য তু কার্য্যস্য ভূতাভিমানিত্বাত্তদুৎপত্তিবিনাশাভ্যাং যুক্তাবেবোৎপত্তিবিনাশৌ, ন তু তদনভিমানিনোঽকার্য্যস্য পরমেশ্বরস্যেতি ভাবঃ।৬—২০ ॥

যো ভাব ইহাব্যক্ত ইত্যক্ষর ইতি চোক্তেঽন্যত্রাপি শ্রুতিষু স্মৃতিষু চ তং ভাবমাহুঃ শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়শ্চ "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ"

প্রপঞ্চের কারণ স্বরূপ হিরণ্যগর্ভনামে প্রসিদ্ধ যে অব্যক্ত তাহা অপেক্ষাও যিনি পরঃ = শ্রেষ্ঠ বা ব্যতিরিক্ত। অর্থাৎ যিনি সেই অব্যক্তেরও কারণ—।২ ব্যতিরেক থাকিলেও অর্থাৎ পার্থক্য থাকিলেও এখানে সালক্ষণ্য অর্থাৎ একরূপতা থাকিতে পারে এইরূপ আশঙ্কা করা উচিত নহে; এইজন্য বলিতেছেন অন্যঃ;—তিনি সেই অব্যক্ত হইতে অন্য অর্থাৎ অত্যন্ত বিলক্ষণ বিপরীতস্বরূপ; কারণ শ্রুতি বলিতেছেন "তাঁহার প্রতিমা অর্থাৎ তুলনা নাই"। তাহা অব্যক্তঃ অর্থাৎ রূপাদিবিহীন হওয়ায় চক্ষুরাদির অবিষয়—চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় তাহাকে বিষয়ীভূত করিতে পারে না; তাহা ভাবঃ = সমস্ত কল্পিত কার্য্যের মধ্যেই 'সৎ'রূপে অনুগত; আর এই কারণে তাহা সনাতনঃ অর্থাৎ নিত্য।৩ "পরস্তস্মাৎ তু" এস্থলে 'তু' শব্দটীর প্রযোগ থাকায় ইহাই সূচিত হইতেছে যে—হেয়, অনিত্য, অব্যক্ত অপেক্ষা এই নিত্যস্বরূপ অব্যক্তের ইহাই বৈলক্ষণ্য যে ইহা উপাদেয় অর্থাৎ ইহাই একমাত্র অবলম্বনীয় পদার্থ।৪ এতাদৃশ যে ভাবপদার্থ তাহা হিরণ্যগর্ভের ন্যায় সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু = সমস্ত ভূতবর্গ বিনষ্ট হইতে থাকিলেও ন বিনশ্যতি - বিনষ্ট হয় না; এবং উৎপন্ন হইতে থাকিলেও উৎপন্ন হয় না। অব্যক্তের কার্য্যস্বরূপ যে হিরণ্যগর্ভ তাহা সমষ্টিভূতবর্গের অভিমানী; কাজেই সমষ্টি ভূতের উৎপত্তিতে অথবা বিনাশেতে তাঁহারও উৎপত্তি অথবা বিনাশ হওয়াই উচিত। পক্ষান্তরে যিনি সেই ভূতসমষ্টির অভিমানী নহেন এবং যিনি কার্য্যও নহেন সেই যে পরমেশ্বর তাঁহার উৎপত্তি ও বিনাশ হওয়া সম্ভব নহে—ইহাই ভাবার্থ।৫—২০॥

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥ ২২ ॥

হে পার্থ! ভূতানি যস্য অন্তঃস্থানি যেন ইদং সর্ব্বং ততং সঃ পরঃ পুরুষঃ তু অনন্যয়া ভক্ত্যা লভ্যঃ অর্থাৎ হে পার্থ! সমগ্র ভূতই যাঁহার অভ্যন্তরে অবস্থিত এবং যিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া বর্ত্তমান আছেন, সেই পরমপুরুষ অনন্যভক্তি দ্বারাই প্রাপ্য ॥ ২২ ॥

(কঠ উঃ ১।৩।১১) ইত্যাহুঃ। পরমামুৎপত্তিবিনাশশূন্যস্বপ্রকাশপরমানন্দরূপাং গতিং পুরুষার্থবিশ্রান্তিম্।১ যং ভাবং প্রাপ্য ন পুনঃ নিবর্ত্তন্তে সংসারায় তদ্ধাম স্বরূপং মম বিষ্ণোঃ পরমং সর্ব্বোৎকৃষ্টম্।২ মম ধামেতি রাহোঃ শির ইতিবদ্ভেদ-কল্পনয়া ষষ্ঠী। অতোঽহমেব পরমা গতিরিত্যর্থঃ ॥ ৩—২১ ॥

ইদানীং "অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ। তস্যাহং সুলভঃ" ইতি প্রাগুক্তং ভক্তিযোগমেব তৎপ্রাপ্ত্যুপায়মাহ পুরুষ ইতি। স পরো নিরতিশয়ো নিত্যঃ পুরুষঃ পরমাত্মাহং এব অনন্যয়া ন বিদ্যতেঽন্যো বিষয়ো যস্যাং তয়া প্রেমলক্ষণয়া

অনুবাদ—যে ভাব পদার্থটী এখানে **অব্যক্তঃ অক্ষর ইত্যুক্তঃ**='অব্যক্ত' 'অক্ষর' ইত্যাদি কথায় অভিহিত হইল এবং অন্যস্থলে শ্রুতি ও স্মৃতিমধ্যেও যাহা ঐরূপই কথিত হইয়াছে **তম্**=সেই ভাবপদার্থটীকেই "পুরুষ অপেক্ষা আর কিছু পর নাই, তাহাই কাষ্ঠা এবং তাহাই পরমা গতি" ইত্যাদি শ্রুতিসকল এবং অপরাপর স্মৃতিসকল **পরমাং**=উৎপত্তি বিনাশ রহিত স্বপ্রকাশ পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া **গতিম্**=পুরুষার্থের বিশ্রান্তি **আহুঃ**=বলিয়া থাকেন অর্থাৎ তাহাই পরম পুরুষার্থ।১ **যং প্রাপ্য**=যে ভাব প্রাপ্ত হইয়া **ন নিবর্ত্তন্তে**=আর সংসারে ফিরিতে হয় না **তৎ**=তাহাই **মম**=আমার অর্থাৎ বিষ্ণুর **পরমং**=সর্ব্বোৎকৃষ্ট **ধাম**=স্বরূপ।২ এস্থলে 'মম ধাম'='আমার স্বরূপ' এইরূপ যে ভেদবোধক ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা 'রাহুর শির' এইরূপ উক্তির ন্যায় অভেদে ভেদ কল্পনা করিয়াই ষষ্ঠীর প্রয়োগ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ পৌরাণিক মতে বিষ্ণুচক্রছিন্ন দৈত্যের দেহাংশটী কেতু আর মস্তকটী রাহু। তাহা হইলে পর রাহু স্বয়ংই যখন মস্তক-স্বরূপ তখন রাহুর আর স্বতন্ত্র মস্তক থাকিতে পারে না বলিয়া 'রাহুর মস্তক' এইরূপে যে ভেদে ষষ্ঠীর প্রয়োগ করা হয় তাহা অভেদে ভেদ কল্পনামূলক। সেইরূপ এস্থলেও 'আমার ধাম' এইরূপ যে ভেদে ষষ্ঠী প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা অভেদে ভেদ কল্পনামূলক, যেহেতু ভেদ বলিয়া কোন তাত্ত্বিক পদার্থ নাই। সুতরাং আমিই (বিষ্ণুই) পরমা গতি হইতেছি।৩—২১॥

ভাবপ্রকাশ—প্রলয়ে যে অব্যক্ততত্ত্বে জীব বিলীন হয় ঐ অব্যক্ত আপেক্ষিক, উহা বাস্তবিক পক্ষে অনিত্য। ঐ অব্যক্তের পারে যে পরম অব্যক্ত, যাহা পরম ও চরম অবিনাশী, ব্রহ্মাণ্ডের অন্ত হইলেও যাঁহার অন্ত হয় না, সেই পরমতত্ত্ব প্রাপ্তিই পরমাগতি। এই গতিলাভ হইলে আর মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিতে হয় না। ২০।২১

অনুবাদ—"যে ব্যক্তি অনন্যচিত্ত হইয়া আমায় সতত স্মরণ করেন আমি তাহার নিকট সহজলভ্য" এইরূপে পূর্ব্বে যে ভক্তিযোগের বিষয় কথিত হইয়াছিল সেই ভক্তিযোগই যে ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়

ভক্ত্যৈব লভ্যো নান্যথা।১ স কঃ? ইত্যপেক্ষায়ামাহ—যস্য পুরুষস্যান্তঃস্থান্যন্তর্ব্বর্ত্তীনি ভূতানি সর্ব্বাণি কার্য্যানি কারণান্তর্ব্বর্ত্তিত্বাৎ কার্য্যস্য। অতএব যেন পুরুষেণ সর্ব্বমিদং কার্য্যজাতং ব্যাপ্তম্।২ "যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্ যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ। বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বং॥ যচ্চ কিঞ্চিজ্জগৎ সর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপিচ। অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ। স পর্য্যগাৎ শুক্রন্" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ॥ ৩—২২॥

তাহাই এক্ষণে "পুরুষঃ" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন। **সঃ** = সেই যে **পরঃ** = নিরতিশয় **পুরুষঃ** = পরমাত্মা তিনি আমিই অর্থাৎ আমিই সেই পরম পুরুষ, তিনি **ভক্ত্যালভ্যঃ তু অনন্যয়া** = অনন্যা ভক্তি দ্বারাই লভ্য—অনন্যা ভক্তিবলেই তাঁহাকে লাভ করা যায়—।—যাহাতে আর অন্য কোন বিষয় থাকে না তাহাই অনন্য; তাদৃশী যে ভক্তি প্রেম যাহার লক্ষণ—প্রেম অর্থাৎ ভগবৎ প্রীতিই যাহার লক্ষণ তাহার প্রভাবেই তাঁহাকে লাভ করা যায়, অন্য উপায়ে নহে।১ যাঁহাকে লাভ করা যায় তিনি কে তাহাই বলিতেছেন—। **ভূতানি** = সমস্ত ভূতগণ অর্থাৎ সকল কার্য্যজাত **যস্যান্তঃস্থানি** = যাঁহার অন্তঃস্থ (অন্তর্বর্ত্তী), যেহেতু কার্য্যমাত্রেই কারণেরই অন্তর্বর্ত্তী হইয়া থাকে (আর তিনিই সকলের কারণ হইতেছেন)। আর এই কারণেই **যেন** = সেই পুরুষের দ্বারা **সর্ব্বমিদং** = এই সমগ্র জগৎ **ততম্** = পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে।২ এ সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্যগুলি যথা—"যাঁহা অপেক্ষা কিছুই পর অর্থাৎ উৎকৃষ্ট অথবা অপর অর্থাৎ নিকৃষ্ট নাই অর্থাৎ যিনি সমস্ত উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্টের মধ্যে অনুগত, আর যাঁহা অপেক্ষা কোন কিছু অণু অর্থাৎ সূক্ষ্ম নাই এবং জ্যায়ান্ অর্থাৎ বৃহৎও নাই"; স্তব্ধ নিষ্কম্প বৃক্ষ যেমন স্বপ্রতিষ্ঠিত থাকে সেইরূপ এক পদার্থ দ্যুলোকে রহিয়াছেন অর্থাৎ সেই পরমতত্ত্ব দ্যোতনাত্ম স্ব স্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত, সেই পুরুষ কর্তৃক এই সমুদয় পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে"; "জগতে যাহা কিছু দেখা যায় বা শুনা যায় নারায়ণ তৎসমুদয়েরই অন্তরে ও বাহিরে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন"; "সেই শুক্র অর্থাৎ শুভ্র বা বিশুদ্ধ জ্যোতিষ্মান্ পদার্থ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিলেন" ইত্যাদি।৩—২২॥

ভাবপ্রকাশ—সেই পরম পুরুষ, যিনি অব্যক্ত হইতেও শ্রেষ্ঠ, যিনি পরম অব্যক্ত, যিনি পরম গতি, যাঁহাকে পাইলে আর মর্ত্ত্যলোকে পুনরায় আসিতে হয় না, যিনি অন্তর বহিঃ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, কার্য্যজাত নিখিল ভূতনিচয় যাঁহার মধ্যে অবস্থান করিতেছে, সেই নিরতিশয় মহিমাময় পরম তত্ত্বকে একান্ত ভক্তি দ্বারা লাভ করা যায়। মনুষ্য হৃদয়ে শ্রীভগবান্ যে ভক্তিবীজ রোপন করিয়া দিয়াছেন ইহা মহামহীরুহে পরিণত হইয়া সর্ব্বোত্তম তত্ত্বকে প্রাপ্তি করাইয়া দেয় এবং কাষ্ঠাপ্রাপ্ত যে গতি তাহাই লাভ করাইয়া দেয়। মানুষ দেখিতে এতটুকু ক্ষুদ্রজীব হইলেও শ্রীভগবানের এমনই মহিমা যে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের কারণ ও আশ্রয় যে মহান্ বিরাট পুরুষ তাঁহাকেও ঐ ক্ষুদ্র মানব হৃদয়ের ভক্তিই লাভ করাইতে সমর্থ। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া সমস্ত মানব জাতিকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন যে পরমতত্ত্ব অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত শুনিয়া যেন ভয় পাইয়া যাইও না—তাঁহাকে লাভ করা যায় না তাহা যেন মনে করিও না। এই মহান্ পুরুষ, যাঁহার এতবড় মহিমা তিনি অনন্যা, অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারাই লভ্য হন।২২

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩ ॥

হে ভরতর্ষভ! যত্র কালে প্রযাতাঃ যোগিনঃ অনাবৃত্তিম্ আবৃত্তিং চ যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি অর্থাৎ হে ভারতশ্রেষ্ঠ! যে কালে গমন করিলে যোগীরা অনাবৃত্তি ও আবৃত্তি লাভ করেন, আমি সেই কাল বলিতেছি ॥ ২৩ ॥

সগুণব্রহ্মোপাসকাস্তৎপদং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে, কিন্তু ক্রমেণ মুচ্যন্তে। তত্র তল্লোক-ভোগাৎ প্রাগনুৎপন্নসম্যগ্দর্শনানাং তেষাং মার্গাপেক্ষা বিদ্যতে, নতু সম্যগ্দর্শিনামিব তদনপেক্ষেত্যুপাসকানাং তল্লোকপ্রাপ্তয়ে দেবযানমার্গ উপদিশ্যতে। পিতৃযাণমার্গো-পন্যাসস্তু তস্য স্তুতয়ে—।১ প্রাণোৎক্রমণানন্তরং যত্র যস্মিন্ কালে কালাভিমানিদেবতোপ-লক্ষিতে মার্গে প্রয়াতা যোগিনো ধ্যায়িনঃ কর্ম্মিণশ্চ অনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চ যান্তি, দেবযানে পথি প্রয়াতা ধ্যায়িনোঽনাবৃত্তিং যান্তি, পিতৃযাণে পথি প্রয়াতাশ্চ কর্ম্মিণ আবৃত্তিং যান্তি—।২ যদ্যপি দেবযানেঽপি পথি প্রয়াতাঃ পুনরাবর্ত্তন্তে ইত্যুক্তমাব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিন ইত্যত্র, তথাপি পিতৃযানে পথি গতা আবর্ত্তন্ত এব, ন কেঽপি তত্র

অনুবাদ—যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মের উপাসক তাঁহারা সেই পদ প্রাপ্ত হইয়া পুনরাবৃত্ত হন না, কিন্তু তাঁহারা ক্রমে মুক্তিলাভ করেন। আর সেই সেইখানে অর্থাৎ সেই ব্রহ্মলোকে সেই লোক ভোগ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের সম্যগ্দর্শন (আত্মদর্শন) হয় নাই বলিয়া তাঁহাদের মার্গাপেক্ষা আছে অর্থাৎ দেহত্যাগের পর অর্চ্চিরাদি মার্গ অবলম্বন করিয়াই তাঁহাদের সেইখানে যাইতে হয়; কিন্তু যাঁহারা সম্যক্দর্শী অর্থাৎ জ্ঞানী তাঁহাদের যেমন সেই মার্গের অপেক্ষা থাকে না সগুণোপাসক ক্রমমুক্তিভাক্ ব্যক্তিগণেরও যে সেইরকম মার্গাপেক্ষা নাই তাহা নহে। এই কারণে সগুণ ব্রহ্মোপাসক ব্যক্তিগণের কিরূপে সেই ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য দেবযানমার্গের বিষয় উপদেশ দিতেছেন। আর ইহার সঙ্গে যে পিতৃযাণমার্গেরও বর্ণনা করা হইতেছে তাহা দেবযান মার্গের প্রশংসা করিবার জন্যই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ পিতৃযাণমার্গের বিষয় এখানে অনাকাঙ্ক্ষিত হইলেও পিতৃযাণের মার্গের স্বরূপ দেখাইয়া ইহাই বুঝাইয়া দিতেছেন যে, এই পিতৃযাণমার্গে গতি অপেক্ষা দেবযানমার্গে গমন উৎকৃষ্ট। প্রাণোৎক্রমণের পর অর্থাৎ দেহত্যাগের পর **যত্র কালে**=যেকালে অর্থাৎ কালাভিমানিনী যে দেবতা আছেন তিনি যে মার্গের জ্ঞাপক সেই মার্গে **প্রয়াতাঃ**=যাঁহারা প্রয়াণ করিয়াছেন তাদৃশ **যোগিনঃ**=যোগিগণ অর্থাৎ ধ্যাননিষ্ঠ ব্যক্তিগণ এবং কর্ম্মিগণ যথাক্রমে **অনাবৃত্তিম্ আবৃত্তিং চৈব**= অনাবৃত্তি ও আবৃত্তি **যান্তি**=প্রাপ্ত হন অর্থাৎ যাঁহারা দেবযানমার্গে প্রয়াণ করিয়াছেন সেই সমস্ত ধ্যায়িগণ অর্থাৎ ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিগণ অনাবৃত্তি লাভ করেন এবং যাঁহারা পিতৃযাণপথে গমন করিয়াছেন সেই সমস্ত কর্ম্মিগণ আবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন অর্থাৎ সংসারে পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসেন—।২ এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে "আব্রহ্মভুবনাল্লোকা পুনরাবর্ত্তিনঃ"="ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্ত লোকই পুনরাবর্ত্তনশীল" ইত্যাদি সন্দর্ভে যদিও বলা হইয়াছে যে দেবযানমার্গে যাঁহারা গমন করেন তাঁহাদেরও ফিরিয়া আসিতে হয় তথাপি, যাঁহারা পিতৃযাণমার্গে প্রয়াণ করেন তাঁহাদের সকলকেই

ক্রমমুক্তিভাজঃ। দেবযানে পথি গতাস্তু যদ্যপি কেচিদাবর্ত্তন্তে প্রতীকোপাসকাস্তু তড়িল্লোকপর্য্যন্তং গতা হিরণ্যগর্ভপর্য্যন্তমমানবপুরুষনীতা অপি পঞ্চাগ্নিবিদ্যাদ্যুপাসকাঃ অতৎক্রতবো ভোগান্তে নিবর্ত্তন্ত এব তথাপি দহরাদ্যুপাসকাঃ ক্রমেণ মুচ্যন্তে ভোগান্তে ইতি ন সর্ব্ব এবাবর্ত্তন্তে। অতএব পিতৃযাণঃ পন্থা নিয়মেনাবৃত্তিফলত্বান্নিকৃষ্টঃ। অয়ং তু দেবযানপন্থা অনাবৃত্তিফলত্বাদতিপ্রশস্ত ইতি স্তুতিরুপপদ্যতে, কেষাঞ্চিদাবৃত্তাবপ্যনাবৃত্তিফলত্বস্যানপায়াৎ।৩ তং দেবযানং পিতৃযাণং চ কালং কালাভিমানিদেবতোপলক্ষিতং মার্গং বক্ষ্যামি হে ভরতর্ষভ!৪ অত্র কালশব্দস্য মুখ্যার্থত্বে অগ্নির্জ্জ্যোতির্ধূম-

ফিরিতে হয়, কেহই ক্রমমুক্তিলাভের অধিকারী হন না; কিন্তু যাঁহারা দেবযানমার্গে গমন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে যদিও কেহ কেহ ফিরিয়া আসেন—দেবযানমার্গগামীদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রতীকোপাসক তাঁহারা দেবযানমার্গে তড়িৎ-লোক পর্য্যন্তই গমন করিয়া থাকেন এবং ভোগান্তে তথা হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করেন; আর যাহারা পঞ্চাগ্নিবিদ্যাদির উপাসক সেই সমস্ত অতৎক্রতুর অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মোপাসনাবিহীন ব্যক্তিরাও দেবযান মার্গে গমন করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহারা ঐ মার্গে তড়িৎ লোক পর্য্যন্ত তত্তৎদেবতার অনুগ্রহে গমন করিলে পর অনন্তর অমানব দিব্য পুরুষ আসিয়া যদিও তাঁহাদিগকে তথা হইতে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান, তথাপি তাঁহাদিগকেও ভোগাবসানে ফিরিয়া আসিতেই হয়। তবে যাঁহারা দহরাদিবিদ্যার * উপাসক তাঁহারা (তৎক্রতু অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসক হওয়ায় ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত হইয়া তথায় ভোগাবসানে জ্ঞানলাভ করিয়া) ক্রমমুক্তি লাভ করেন; তাঁহাদিগকে আর ভোগাবসানে ফিরিতে হয়না;—কাজেই পিতৃলোকের ন্যায় ব্রহ্মলোক হইতে সকলকেই ফিরিতে হয় না। আর এই কারণে পিতৃযান মার্গ নিয়ত আবৃত্তিফলক অর্থাৎ তথা হইতে আবৃত্তিরূপ ফল অবশ্যম্ভাবী; কাজেই তাহা নিকৃষ্ট। পক্ষান্তরে এই যে দেবযানপথ ইহা অনাবৃত্তিফলক বলিয়া অর্থাৎ—ইহা হইতে অবশ্যই যে ফিরিতে হয় তাহা নহে বলিয়া ইহা প্রশস্ত; কাজেই ইহার প্রশংসা করা সঙ্গতই হইয়া থাকে। আর যদিও কেহ কেহ তথা হইতে ফিরিয়া আসে তথাপি তাহার (সেই ব্রহ্মলোকের) যে অনাবৃত্তিফলত্ব তাহা অক্ষুণ্ণ থাকে অর্থাৎ সকলকে ফিরিতে হয়না।৩ হে ভরতকুলধুরন্ধর! তোমায় আমি **তং কালম্**=সেই দেবযান ও পিতৃযানকাল অর্থাৎ কালাভিমানিনী দেবতা যে মার্গের

* হৃদয়দেশে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিলে উপাসক সুষুম্না নাড়ী পথে প্রাণত্যাগ করিয়া উৎক্রান্ত হইয়া অর্চ্চিরাদি মার্গে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি পূর্ব্বক ক্রমমুক্তির অধিকারী হন। হৃদয়দেশে সগুণ ব্রহ্ম যে উপাস্য, তাহা ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত হইয়াছে, যথা—"অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশ স্তস্মিন্ যদন্ত স্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ"—'এই ব্রহ্মপুরে (শরীরে) যে ক্ষুদ্র পুণ্ডরীকবেশ্ম অর্থাৎ পদ্মাকার গৃহ—হৃদয় পুণ্ডরীক আছে, ইহারও মধ্যে যে দহর আকাশ অর্থাৎ ক্ষুদ্র আকাশ—আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম ও সর্ব্বগত ব্রহ্ম আছেন, তাহার মধ্যে যাহা তাহাই অন্বেষণ করিতে হইবে, এবং তাহাই বিশেষরূপে জানিতে হইবে'—এইরূপে হৃৎপদ্মরূপ দহর (ক্ষুদ্র) গৃহ মধ্যে যে ব্রহ্মের উপাসনা যাহা বাহ্যবিষয়বিরক্ত প্রত্যাহারপরায়ণ ব্রহ্মচর্য্য ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিরই সম্ভব তাহাকে দহরবিদ্যা বা দহরোপাসনা বলা হয়।

শব্দানামনুপপত্তিঃ গতিসৃতিশব্দয়োশ্চেতি তদনুরোধেনৈকস্মিন্ কালপদ এব লক্ষণাশ্রিতা, কালাভিমানিদেবতানাং মার্গদ্বয়েঽপি বাহুল্যাৎ। অগ্নিধূময়োস্তদিতরয়োঃ সতোরপি অগ্নিহোত্রশব্দবদেকদেশেনাপ্যুপলক্ষণং কালশব্দেন, অন্যথা প্রাতরগ্নিদেবতায়া অভাবা "তৎপ্রখ্যং চান্যশাস্ত্রম্" (মীঃ দঃ ১।৩।৪) ইত্যনেন তস্য নামধেয়তা ন স্যাৎ। আম্রবণমিতি চ লৌকিকো দৃষ্টান্তঃ॥ ৫—২৩॥

জ্ঞাপক সেই মার্গের বিষয় **বক্ষ্যে**=বলিব।৪ এস্থলে শ্লোক মধ্যে যে 'কাল' শব্দটার প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহার যদি মুখ্য অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিতে যে অগ্নি, জ্যোতিঃ, এবং ধূম এই শব্দগুলি আছে তাহাদের অনুপপত্তি হয় অর্থাৎ তাহাদের অর্থের সঙ্গতি হয়না; আর এই শ্লোকে যে গমনের কথা বলা হইয়াছে এবং তিনটি শ্লোক পরে যে 'সৃতি' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহাও সঙ্গত হয়না (কেননা কালে অথবা অগ্নিতে কিংবা জ্যোতিঃতে বা ধূমেতে আবার যাইবে কি?—এবং সেইগুলি আবার সৃতি অর্থাৎ পথ হইবে কিরূপে?) কাজেই ইহাদের অর্থ সঙ্গতির অনুরোধে 'কাল' এই একটী শব্দেতেই লক্ষণা আশ্রয় করা ভাল অর্থাৎ কালপদের মুখ্য অর্থ পরিত্যাগ করিয়া এখানে উহার অর্থ কালাভিমানিনী দেবতা করিতে হইবে। এরূপ করিবার আরও কারণ এই যে দেবযান ও পিতৃযাণ এই উভয় মার্গেই কালাভিমানিনী দেবতা বহুলভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন অর্থাৎ ঐ মার্গদ্বয়ে অনেকগুলি কালাভিমানিনী দেবতার কথা শ্রুতি বচন হইতে জানিতে পারা যায়। আর অগ্নি ও ধূম ইহারা দুইটী যদিও কাল হইতে ভিন্ন স্বরূপ তথাপি অগ্নিহোত্র শব্দ যেমন ('অগ্নি' এই) একদেশের দ্বারা অন্য দেবতার উপলক্ষণ (জ্ঞাপক) কারণ অগ্নিহোত্রে কেবলমাত্র অগ্নিই দেবতা নহে,—কেবলমাত্র অগ্নির উদ্দেশেই হোম করা হয়না, যেহেতু প্রাতঃকালে সূর্য্য দেবতার উদ্দেশে হোম করা হয় এবং উভয়কালেই প্রজাপতিদেবতাকেও আহুতি দেওয়া হয়) ইহারাও সেইরূপ কালশব্দের উপলক্ষণ। যদি 'অগ্নিহোত্র' শব্দের একদেশে অর্থাৎ অগ্নি এই অংশটাকে উপলক্ষণ স্বীকার করা না হয় তাহা হইলে মীমাংসাদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের—"সেই বিধিৎসিত গুণের জ্ঞাপক অন্যশাস্ত্র আছে বলিয়া অর্থাৎ অগ্নিহোত্র বাক্যে যে গুণটীর বিধান করা হইয়াছে বলা হইতেছে সেই গুণটী শাস্ত্রের অন্য বচনের দ্বারা বিহিত হইয়াছে বলিয়া অগ্নিহোত্রাদি শব্দ কর্ম্মের নামধেয়"—এই চতুর্থ সূত্র অনুসারে অগ্নিহোত্র শব্দ কর্ম্মবিশেষের নামধেয় হইতে পারিত না, কারণ অগ্নিহোত্র হোমে প্রাতঃকালে অগ্নি দেবতা উদ্দেশ্য নহেন। অথবা আম্রবন এই লৌকিক দৃষ্টান্তটীও এস্থলে খাটিতে পারে অর্থাৎ কোন বনে অন্যান্য বৃক্ষ থাকিলেও আম্র বৃক্ষের বাহুল্য হেতু যেমন 'আম্রবন' এইরূপ প্রয়োগ করা হয় সেইরূপ কাল হইতে বিভিন্ন অগ্নি, জ্যোতিঃ এবং ধূম—এইগুলি থাকিলেও কালের আধিক্যহেতু এখানে 'কাল' শব্দটারই প্রয়োগ করা হইয়াছে; আর 'কাল' শব্দটার অর্থ এখানে কালাভিমানিনী দেবতা।৫ **তাৎপর্য্য**:—এই শ্লোকে 'কাল' এই পদের অর্থ কালাভিমানিনী দেবতা করিলে তবেই পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য থাকে, কারণ তাহা না হইলে এখানে যে গমনের কথা বলা হইয়াছে এবং পরে যে সৃতি অর্থাৎ পথের কথা বলা হইবে তাহার সঙ্গতি হয়না, কারণ কাল অর্থ সময়; তাহাতে আবার লোক যাইবে কি এবং

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪ ॥

অগ্নির্জ্যোতিঃ অহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্ তত্র প্রয়াতাঃ ব্রহ্মবিদঃ জনাঃ ব্রহ্ম গচ্ছন্তি অর্থাৎ তেজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, দিনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, শুক্লপক্ষাধিষ্ঠাত্রী দেবতা, উত্তরায়ণ ষণ্মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—এই সকল দেবতাগণের উপলক্ষিত মার্গে গমন করিয়া, সগুণ ব্রহ্মবিদ্গণ সগুণ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন ॥ ২৪ ॥

তত্রোপাসকানাং দেবযানং পন্থানমাহ অগ্নিরিতি। অগ্নির্জ্যোতিরিত্যর্চ্চিরভিমানিনী দেবতা লক্ষ্যতে, অহরিত্যহরভিমানিনী, ষণ্মাসা উত্তরায়ণমিতি উত্তরায়ণরূপষণ্মাসাভিমানিনী দেবতৈব লক্ষ্যতে "আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ" (বেঃ দঃ ৪।৩।৪) ইতি ন্যায়াৎ।১

তাহাই বা আবার পথ হইবে কিরূপে? তবে কাল শব্দের অর্থ কালাভিমানী দেবতা করিলে তাহা পথ অর্থাৎ স্থান বিশেষও হইতে পারে এবং যিনি তাহার অধিকারে নিযুক্ত তাঁহার কাছে গমনও সম্ভব হয়। এই একটী কালশব্দে লক্ষণা করিয়া উহার অর্থ তদভিমানী দেবতা করিলে পরে যে অগ্নি, জ্যোতিঃ, শুক্লপক্ষ, ষণ্মাস, উত্তরায়ণ, ধূম, রাত্রি ও কৃষ্ণপক্ষ এই গুলির কথা বলা হইবে তাহারও সামঞ্জস্য হয়, কেননা সেইগুলিও কাল বিশেষই বটে এবং তাহাদেরও অর্থ তত্তৎস্থানাভিমানী দেবতা। তবে কথা হইতেছে এই যে অগ্নি, ধূম ও জ্যোতিঃ—ইহারা ত আর কাল নহে, অথচ ইহারাও ঐগুলির অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং উহাদের সকলগুলিকে এক কথায় সাধারণ ভাবে কিরূপে কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করা সঙ্গত হয়? ইহার উত্তর দুইপ্রকারে হইতে পারে। এক,—কাল এই পদটীকে উপলক্ষণ বলা—অর্থাৎ কাল বলায় কাল এবং কালেতর অন্য যাহা কিছু আছে তৎসমুদয়ই অভিপ্রেত। এরূপভাবে প্রয়োগ হয়না যে তাহা নহে; যেমন অগ্নিহোত্র এই শব্দটী দেবতান্তরেরও উপলক্ষণ, কেন না অগ্নিহোত্র যজ্ঞে যে সায়ং ও প্রাতঃকালে হোমের বিধি আছে তাহাতে সায়ংকালীন হোমের উদ্দেশ্য (পূজার জন্য অভিপ্রেত) অগ্নিদেবতা হইলেও প্রাতঃকালে তিনি উদ্দেশ্য নহেন—কিন্তু সূর্য্য দেবতার উদ্দেশেই প্রাতঃকালে হোম বিহিত। অথচ একটীমাত্র দেবতার নামেই 'অগ্নিহোত্র' এই নাম করা হইয়াছে। সুতরাং 'অগ্নিহোত্র' এই শব্দের একদেশ অগ্নি এই শব্দটী যেমন সূর্য্যদেবতারও উপলক্ষণ অর্থাৎ জ্ঞাপক—এস্থলেও সেইরূপ 'কাল' এই শব্দটী কালেতর বস্তুরও জ্ঞাপক। অন্যপ্রকার সমাধান হইতেছে এই যে যথায় যাহার সংখ্যা অধিক থাকে তথায় তাহার নামেই পরিচয় দেওয়া হয়, যেমন অন্যান্য বৃক্ষ থাকিলেও আম গাছের বাহুল্যনিবন্ধন আম্রবণ বলা হয় সেইরূপ এস্থলেও কালবাচক শব্দের বাহুল্যহেতু 'কাল' এই শব্দ দিয়াই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।৫—২৩॥

অনুবাদ—তন্মধ্যে যাঁহারা উপাসক তাঁহাদের যে দেবযান মার্গে গতি হয় তাহাই "অগ্নিঃ" ইত্যাদি শ্লোক বলিতেছেন। 'অগ্নি' এবং 'জ্যোতিঃ' এই দুইটী শব্দের দ্বারা অর্চ্চিরভিমানিনী দেবতার লক্ষণা করা হইল অর্থাৎ এখানে উহাদের অর্থ অর্চ্চিরভিমানিনী দেবতা; 'অহঃ' এই পদটী অহরভিমানিনী দেবতার লক্ষক। 'শুক্লপক্ষ'—বলিতে শুক্লপক্ষাভিমানিনী দেবতা, এবং 'ষণ্মাসাত্মক উত্তরায়ণ' ইহারও এখানে লাক্ষণিক অর্থ উত্তরায়ণরূপ ষণ্মাসাভিমানিনী দেবতা। ইহা "অর্চ্চিরাদিরা আতিবাহিক চেতন দেববিশেষ অর্থাৎ অর্চ্চিরাদি শব্দে তদভিমানিনী চেতন

এতচ্চান্যাসামপি শ্রুত্যুক্তানাং দেবতানামুপলক্ষণার্থং। তথা চ শ্রুতিঃ "তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্ত্যর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্ যান্ ষড়ুদঙেতি মাসাংস্তান্। মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাদাদিত্যমাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎপুরুষোঽমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবপথো ব্রহ্মপথ এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে" (ছাঃ উঃ ৪।১৫।৫) ইতি।২ অত্র শ্রুত্যন্তরানুসারাৎ সংবৎসরানন্তরং দেবলোকদেবতা, ততো বায়ুদেবতা, তত আদিত্য ইত্যাকরে নির্ণীতং। ৩ এবং বিদ্যুতোঽ-

দেবতাই অভিহিত হয় (যে চেতনদেবতারা আতিবাহিক অর্থাৎ তাঁহারা মার্গাধিকারী ব্যক্তিগণকে তাহার ভোগের উপযুক্ত লোকে বহন করেন) যেহেতু শ্রুতিতে ঐরূপই প্রমাণ পাওয়া যায়" এই ন্যায় অনুসারে অর্থাৎ বেদান্ত দর্শনের এই সূত্র সূচিত অধিকরণোক্ত নিয়ম মতে সিদ্ধ হয়*।১ এই শ্লোকে যে অগ্নি, জ্যোতিঃ ইত্যাদি শব্দগুলির প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা শ্রুতিমধ্যে এতদতিরিক্ত যে সমস্ত দেবতা কথিত হইয়াছে তাহাদেরও উপলক্ষণ অর্থাৎ শ্লোকে যে কয়টী দেবতার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে দেবযান মার্গে তদতিরিক্ত আরও কতকগুলি দেবতা আছেন, ইহা শ্রুতি হইতে জানা যায়। সেই শ্রুতিবাক্য যথা—"তাঁহারা অর্চ্চিতে গমন করেন, অর্চ্চিঃ হইতে অহঃ, অহঃ হইতে আপূর্য্যমাণ পক্ষ অর্থাৎ শুক্লপক্ষ, শুক্লপক্ষ হইতে সূর্য্য যে ছয়মাস উত্তর দিকে গমন করেন সেই ছয় মাস রূপ উত্তরায়ণ, তাহা হইতে সম্বৎসর, সম্বৎসর হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে চন্দ্র, এবং চন্দ্রমা হইতে বিদ্যুৎ প্রাপ্ত হন; অমানব (দিব্য) পুরুষ আসিয়া সেখান হইতে তাঁহাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান; ইহাই দেবপথ অর্থাৎ দেবযান মার্গ; ইহাকেই ব্রহ্মপথ বলে; যাঁহারা এই মার্গে গমন করেন তাঁহারা এই মনুর কল্পে আর ফিরিয়া আসেন না"।২ এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, অন্য শ্রুতিবাক্যের সহিত এই শ্রুতিটীর একবাক্যতা রাখিতে হইলে এস্থলে সম্বৎসরের পর দেবলোক-দেবতা এবং তাহার পর বায়ুদেবতা তদনন্তর আদিত্য দেবতাকে প্রাপ্ত হন, এই প্রকার ক্রম হইবে। কারণ এইরূপ ভাবেই আকরে (বেদান্তদর্শনে শাঙ্কর ভাষ্য মধ্যে) নির্ণয় করা হইয়াছে।৩

* অর্চ্চিঃ এবং অহঃ প্রভৃতি শব্দে যে কেবল গন্তব্যস্থান বিশেষকে বুঝাইতেছে তাহা নহে, কিন্তু সেই স্থানের অধিকারে যাঁহারা নিযুক্ত সেই সেইস্থানের স্বামী তত্তদভিমানিনী দেবতাও ইহার অর্থ। অর্চ্চিঃ প্রভৃতি শব্দ যে তত্তৎস্থলাভিমানিনী দেবতারও বাচক তাহার কারণ শ্রুতিই বলিতেছেন—"তৎ পুরুষোঽমানবঃ, স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি"—অমানব—দিব্য পুরুষ আসিয়া তথা হইতে তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান"।—এখানে যখন শ্রুতি অমানবপুরুষকেই প্রাপকরূপে অর্থাৎ নেতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তখন ঐ স্থানগুলিতেও ঐরূপ বুঝিতে হইবে। বিশেষতঃ অর্চ্চিরাদিস্থান সকলও যখন তত্তৎলোকবাসীদের ভোগ ভূমি হইতেছে তখন সেখানকার কোনও অধিপতিও অবশ্যই আছেন। তাঁহারাই ঐ মার্গগামী ব্যক্তিকে স্থানান্তরে পাঠাইয়া দেন। বর্ত্তমানকালেও যেমন দেখা যায় যে, অপরাধী ব্যক্তিকে দারোগাবাবু নিজ থানা হইতে অপর থানায় পাঠাইয়া দেন—এইরূপে ক্রমে সেই অপরাধী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরিত হয়, এস্থলে উপক্রমণকারীর গতিও সেইরূপ। এই জন্য বেদান্ত দর্শনে ঐ সূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"ততোঽগ্নিস্বামিকং লোকং প্রাপ্তঃ অগ্নিনা অতিবাহ্যতে, বায়ুস্বামিকং বায়ুনা"—অর্থাৎ মার্গগামী ব্যক্তি অগ্নি যথাকার অধিপতি সেইলোকে যাইলে অগ্নি তাঁহাকে অন্যস্থানে পাঠাইয়া দেন, বায়ুস্বামিক লোকে যাইলে বায়ু তাঁহাকে লইয়া দিয়া আসেন।

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥ ২৫ ॥

ধূমঃ রাত্রিঃ কৃষ্ণঃ তথা ষণ্ মাসাঃ দক্ষিণায়নম্ তত্র যোগী চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ প্রাপ্য নিবর্ত্ততে অর্থাৎ ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়ন ছয় মাস ইহাদের উপলক্ষিত মার্গে গমন করিয়া কর্ম্মযোগী স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন এবং কর্ম্মক্ষয়ে সংসারে পুনরাগমন করেন ॥ ২৫ ॥

নন্তরং বরুণেন্দ্র-প্রজাপতয়স্তাবতা মার্গপরিপূর্ত্তিঃ।৪ তত্র অর্চ্চিরহঃশুক্লপক্ষোত্তরায়ণ-দেবতা ইহোক্তাঃ। সংবৎসরো দেবলোকো বায়ুরাদিত্যশ্চন্দ্রমা বিদ্যুদ্বরুণ ইন্দ্রঃ প্রজাপতিশ্চেত্যনুক্তা অপি দ্রষ্টব্যাঃ।৫ তত্র দেবযানমার্গে প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম কার্য্যোপাধিকং "কার্য্যংবাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ" (বেঃ দঃ ৪।৩।৭) ইতি ন্যায়াৎ। নিরুপাধিকং তু ব্রহ্ম তদ্দ্বারৈব ক্রমমুক্তিফলত্বাৎ।৬ ব্রহ্মবিদঃ সগুণব্রহ্মোপাসকা জনাঃ।৭ অত্র "এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্ত" ইতি শ্রুতাবিমমিতি বিশেষণাৎ কল্পান্তরে কেচিদাবর্ত্তন্ত ইতি প্রতীয়তে। অতএবাত্র ভগবতোদাসিতং শ্রৌতমার্গকথনেনৈব ব্যাখ্যানাৎ ॥ ৮—২৪ ॥

এইরূপ বিদ্যুৎপ্রাপ্তির পর বরুণ, ইন্দ্র ও প্রজাপতির সহিত মিলন হয়; আর ইহাতেই মার্গপূর্ত্তি অর্থাৎ দেবযানমার্গের সমাপ্তি হয়।৪ তন্মধ্যে এখানে—গীতায় এই শ্লোকে অর্চ্চিঃ, অহঃ, শুক্লপক্ষ, এবং উত্তরায়ণ এই সমস্তের অভিমানিনী দেবতাই উল্লিখিত হইয়াছে। আর সংবৎসর, দেবলোক, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্রমা, বিদ্যুৎ, বরুণ, ইন্দ্র এবং প্রজাপতি—এই সমস্ত দেবতাগুলি অনুক্ত হইলেও ইঁহারা বিবক্ষিত বুঝিতে হইবে।৫ **তত্র**=সেই দেবযানমার্গে **প্রয়াতাঃ**=যাঁহারা প্রয়াণ করেন তাঁহারা **ব্রহ্ম**=কার্য্যোপাধিক ব্রহ্ম **গচ্ছন্তি**=প্রাপ্ত হন অর্থাৎ তাঁহারা প্রজাপতি বা হিরণ্যগর্ভলোক প্রাপ্ত হন। "অর্চ্চিরাদিমার্গে যাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় তিনি কার্য্য ব্রহ্ম অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম প্রজাপতি বা হিরণ্যগর্ভ, যেহেতু গতিপূর্ব্বক যে প্রাপ্তি তাহাতে তাঁহাকে (কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভকে) প্রাপ্ত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত (কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়ায় অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হওয়ায় গতির আবশ্যকতা নাই, যেহেতু তিনি সর্ব্বত্র অবস্থিত,)—ইহা বাদরিনামক আচার্য্যের অভিমত"—বেদান্তদর্শনের এই সূত্রসূচিত অধিকরণোক্ত নিয়ম অনুসারে উহাই সিদ্ধ হয়। আর নিরুপাধিক যে ব্রহ্ম তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে ঐ ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিকেই দ্বার করিয়া পাইতে হয় অর্থাৎ সগুণ উপাসকগণ ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিক্রমেই নিরুপাধিক ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন; যেহেতু ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি ক্রমমুক্তিফলক—উহা হইতে ক্রমমুক্তি হয়।৬ **ব্রহ্মবিদঃ জনাঃ** অর্থ সগুণ ব্রহ্মোপাসক ব্যক্তিরা।৭ এস্থলে "এই দেবযানমার্গে যাঁহারা গমন করেন তাঁহারা এই মনুর কল্পে আর ফিরিয়া আসেন না" এই শ্রুতিবাক্যে **'ইমম্'** এইরূপ বিশেষণ থাকায় ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে অন্য কল্পে কেহ কেহ ফিরিয়া আসেন। আর এই কারণে এ বিষয়ে ভগবান্ উদাসীনতা অবলম্বন করিয়াছেন অর্থাৎ এ সম্বন্ধে আর কোন কথা বলেন নাই, কারণ তিনি যখন শ্রুত্যুক্ত মার্গের কথা বলিলেন তখন তাহার দ্বারা ইহাও কথিত হইয়া গিয়াছে।৮—২৪॥

দেবযানমার্গস্তুত্যর্থং পিতৃযাণমার্গমাহ ধূম ইতি। অত্রাপি ধূম ইতি ধূমাভিমানিনী দেবতা, রাত্রিরিতি রাত্র্যভিমানিনী, কৃষ্ণ ইতি কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনী, ষণ্মাসা দক্ষিণায়নমিতি দক্ষিণায়নাভিমানিনী লক্ষ্যতে। এতদপ্যন্যাসাং শ্রুত্যুক্তানামুপলক্ষণং।১ তথাহি শ্রুতিঃ,—"তে ধূমমভিসম্ভবন্তি ধূমাদ্রাত্রিং রাত্রেরপরপক্ষমপরপক্ষাদ্ যান্ ষড়্দক্ষিণেতি মাংসাংস্তান্নৈতে সম্বৎসরমভিপ্রাপ্নুবন্তি, মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাদাকাশমাকাশাচ্চন্দ্রমসমেষ সোমো রাজা তদ্দেবানামন্নং তংদেবা ভক্ষয়ন্তি তস্মিন্ যাবৎসংপাতমুষিত্বাথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে" (ছাঃ উঃ ৫।১০।৩-৫) ইতি।২ তত্র ধূমরাত্রিকৃষ্ণপক্ষদক্ষিণায়নদেবতা ইহোক্তাঃ। পিতৃলোক আকাশশ্চন্দ্রমা ইত্যনুক্তা অপি দ্রষ্টব্যাঃ।৩ তত্র তস্মিন্ পথি প্রয়াতাশ্চন্দ্রমসং জ্যোতিঃ ফলং যোগী কর্ম্মযোগীষ্টাপূর্ত্তদত্তকারী প্রাপ্যযাবৎসংপাতমুষিত্বা নিবর্ত্ততে।৪ সংপতত্যনেনেতি সংপাতঃ কর্ম্ম। তস্মাদেতস্মাদাবৃত্তিমার্গাদনাবৃত্তিমার্গঃ শ্রেয়ানিত্যর্থঃ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—এক্ষণে দেবযানমার্গের প্রশংসার্থে "ধূমঃ" ইত্যাদি শ্লোকে পিতৃযাণমার্গের বিষয় বলিতেছেন—। এস্থলেও পূর্ব্বের ন্যায় লক্ষণাবলে 'ধূম' অর্থ ধূমাভিমানিনী দেবতা, 'রাত্রি' অর্থ রাত্র্যভিমানিনী দেবতা, 'কৃষ্ণ' অর্থ কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনী দেবতা, 'ষণ্মাসাত্মক দক্ষিণায়ন' অর্থ দক্ষিণায়নাভিমানিনী দেবতা বুঝিতে হইবে। ইহাও আবার শ্রুতিকথিত অন্যান্য দেবতার উপলক্ষণ (জ্ঞাপক) অর্থাৎ এই কয়টী দেবতা নামতঃ উল্লিখিত হইলেও উক্ত মার্গের অপরাপর যে সমস্ত দেবতা শ্রুতিমধ্যে কথিত হইয়াছে সেইগুলিও এখানে ধরিয়া লইতে হইবে।১ সেই শ্রুতিবাক্য যথা,—"তাঁহারা ধূম প্রাপ্ত হন, ধূম হইতে রাত্রি, রাত্রি হইতে অপরপক্ষ (কৃষ্ণপক্ষ), এবং অপরপক্ষ হইতে সূর্য্য যে ছয় মাস দক্ষিণ দিকে গমন করেন সেই মাসষট্‌করূপ দক্ষিণায়ন প্রাপ্ত হন; ইহারা আর সম্বৎসর দেবতা প্রাপ্ত হন না; ষণ্মাস হইতে ইঁহারা পিতৃলোক, পিতৃলোক হইতে আকাশ, এবং আকাশ হইতে চন্দ্রমা প্রাপ্ত হন; ইহাই সোম, ইনি রাজা; তাহা দেবগণের অন্ন; দেবগণ তাহা ভক্ষণ করেন (অর্থাৎ তাহা দেবগণের উপভোগ্য—ইহা দেখিয়া দেবগণ ভোগজনিততৃপ্তি অনুভব করেন); যতকাল না স্বকৃত কর্ম্মের ক্ষয় হয় ততকাল সেইখানে থাকিয়া অনন্তর তাঁহারা (যে পথে যে ক্রমে গমন করিয়াছেন) সেই পথ লক্ষ্য করিয়াই পুনর্ব্বার প্রতিনিবৃত্ত হন।"২ এখানে ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, এবং দক্ষিণায়ন এই দেবতাগুলি নামতঃ উল্লিখিত হইয়াছে; ইহা ছাড়া পিতৃলোক, আকাশ এবং চন্দ্রমা, এই যে কয়টী দেবতা আছেন ইঁহারা নামতঃ অনুক্ত হইলেও এখানে বিবক্ষিত বুঝিতে হইবে। **তত্র**=সেই পথে যিনি প্রয়াণ করেন সেই **যোগী**=ইষ্টাপূর্ত্তদত্তকারী কর্ম্মযোগী **চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ**=সেই চন্দ্রলোক ভোগরূপ ফল **প্রাপ্য**=প্রাপ্ত হইয়া **নিবর্ত্ততে**='যাবৎসম্পাত' অর্থাৎ যতক্ষণ না কর্ম্মের ক্ষয় হয় ততকাল বাস করিয়া নিবৃত্ত হয়েন—ফিরিয়া আসেন।৪ 'যাহার জন্য সম্পতিত হয় তাহাই সম্পাত' এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'সম্পাত' অর্থ কর্ম্মক্ষয়। এই যে আবৃত্তিমার্গ ইহা হইতে অনাবৃত্তিমার্গ অর্থাৎ দেবযানমার্গ অধিক প্রশস্ত ইহাই বক্তব্য অর্থ।৫—২৫॥

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥ ২৬ ॥
নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥ ২৭ ॥

জগতঃ শুক্লকৃষ্ণে এতে গতী শাশ্বতে মতে একয়া অনাবৃত্তিং যাতি অন্যয়া পুনঃ আবর্ত্ততে অর্থাৎ শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুই পথ জগতে অনাদি বলিয়া প্রসিদ্ধ। শুক্ল-পথের দ্বারা অনাবৃত্তি ও কৃষ্ণ-পথের দ্বারা পুনরাবৃত্তি প্রাপ্ত হয় ॥ ২৬ ॥

হে পার্থ! এতে সৃতী জানন্ কশ্চন যোগী ন মুহ্যতি তস্মাৎ হে অর্জ্জুন! সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভব অর্থাৎ হে পার্থ! যে যোগী এই মার্গদ্বয় জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনি মোহ প্রাপ্ত হন না। অতএব তুমি নিয়ত যোগসম্পন্ন হও ॥ ২৭ ॥

উক্তৌ মার্গাবুপসংহরতি শুক্লেতি। শুক্লা অর্চ্চিরাদিগতিঃ জ্ঞানপ্রকাশময়ত্বাৎ, কৃষ্ণা ধূমাদিগতিঃ জ্ঞানহীনত্বেন তমোময়ত্বাৎ। তে এতে শুক্লকৃষ্ণে গতী মার্গৌ হি প্রসিদ্ধে সগুণবিদ্যাকর্ম্মাধিকারিণোঃ,জগতঃ সর্ব্বস্যাপি শাস্ত্রজ্ঞস্য শাশ্বতে অনাদিসম্মতে সংসারস্যানাদিত্বাৎ।১ তয়োরেকয়া শুক্লয়া যাত্যনাবৃত্তিং কশ্চিৎ, অন্যয়া কৃষ্ণযা পুনরাবর্ত্ততে সর্ব্বোঽপি ॥ ২—২৬ ॥

গতেরুপাস্যত্বায় তদ্বিজ্ঞানং স্তৌতি নৈত ইতি। এতে সৃতী মার্গৌ হে পার্থ! জানন্ ক্রমমোক্ষায়ৈকা পুনঃ সংসারায়াপরেতি নিশ্চিন্বন্ যোগী ধ্যাননিষ্ঠো ন

ভাবপ্রকাশ—যে কালে, যে পথে গমন করিলে মর্ত্ত্যলোকে পুনরায় আর আসিতে হয় না, এবং যে কালে, যে পথে গমন করলে আবার এই মর্ত্ত্যলোকে আসিতে হয় তাহাই বলিতেছেন। যাঁহারা সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্মবিদ্ তাঁহাদের ত প্রাণের উৎক্রমণই হয় না—তাঁহারা সদ্যোমুক্তি লাভ করেন। যাঁহারা ঐ অবস্থা লাভ করিতে পারেন নাই, যাঁহারা সগুণোপাসক তাঁহাদের দেবযান পথে ক্রমমুক্তি হয়। ইহাদেরও আর ফিরিয়া আসিতে হয় না। আর যাঁহারা কৃষ্ণমার্গে পিতৃযাণ পথে গমন করেন তাঁহাদের আবার এই মর্ত্ত্যলোকে পুনরাগমন করিতে হয়।২৩—২৫

অনুবাদ—এক্ষণে "শুক্ল" ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত মার্গদ্বয়ের উপসংহার করিতেছেন—। **শুক্লা গতি** হইতেছে অর্চ্চিরাদি গতি। ইহা শুক্লা; কারণ ইহা জ্ঞানপ্রকাশময় শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ। **কৃষ্ণা গতি** হইতেছে ধূমাদি গতি; ইহা কৃষ্ণা, কারণ ইহা জ্ঞানহীন বলিয়া তমোময়। এই যে প্রসিদ্ধ শুক্ল কৃষ্ণ গতিদ্বয় (মার্গদ্বয়) ইহারা **জগতঃ**=সগুণ বিদ্যা ও কর্ম্মাধিকারী সমগ্র জগতের অর্থাৎ তাদৃশ সকল পুরুষগণেরই হইয়া থাকে বলিয়া **শাশ্বতে মতে**=শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহাদিগকে শাশ্বত অর্থাৎ অনাদি বলিয়া থাকেন; অর্থাৎ সংসার অনাদি বলিয়া এই গতিদ্বয়ও অনাদি।১ ইহাদের মধ্যে **একয়া**= একটীতে অর্থাৎ শুক্লা গতিতে **অনাবৃত্তিং যাতি**=কেহ অনাবৃত্তি প্রাপ্ত হয়; আর **অন্যয়া**= অন্যটীতে অর্থাৎ কৃষ্ণাগতিতে **পুনঃ আবর্ত্ততে**=সকলকেই পুনরাবৃত্ত হইতে হয়।২—২৬॥

অনুবাদ—এই গতি উপাস্য অর্থাৎ অবলম্বনীয় একারণে "নৈতে" ইত্যাদি শ্লোকে সেই গতিরই যে বিশেষ জ্ঞান তাহার প্রশংসা করিতেছেন—। হে পার্থ! **এতে সৃতী**=এই মার্গদ্বয় **জানন্**=

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্ ।
অত্যেতি তৎসর্ব্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥ ২৮ ॥

বেদেষু, যজ্ঞেষু, তপঃসু দানেষু চ এব যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্ ইদং বিদিত্বা যোগী তৎ সর্ব্বম্ অত্যেতি আদ্যং পরং স্থানম্ উপৈতি চ অর্থাৎ বেদে, যজ্ঞে, তপস্যায় ও দানে যে সমস্ত পুণ্যফল শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, যোগী সেই সমস্ত ফল অতিক্রম করেন এবং জগতের মূল কারণস্বরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান অর্থাৎ বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হন ॥ ২৮ ॥

মুহ্যতি—কেবলং কর্ম্ম ধূমাদিমার্গ-প্রাপকং কর্ত্তব্যত্বেন ন প্রত্যেতি কশ্চন কশ্চিদপি ।১ তস্মাদ্ যোগস্যাপুনরাবৃত্তিফলত্বাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তঃ সমাহিতচিত্তো ভবাপুনরাবৃত্তয়ে হে অর্জ্জুন ! ॥২—২৭॥

পুনঃ শ্রদ্ধাবৃদ্ধ্যর্থং যোগং স্তৌতি—। বেদেষু দর্ভপবিত্রপাণিত্বপ্রাঙ্‌মুখত্বগুর্ব্বধীনত্বাদিভিঃ সম্যগধীতেষু, যজ্ঞেষ্বঙ্গোপাঙ্গসাহিত্যেন শ্রদ্ধয়া সম্যগনুষ্ঠিতেষু, তপঃসু শাস্ত্রোক্তেষু মনোবুদ্ধ্যাদ্যৈকাগ্র্যেণ শ্রদ্ধয়া সুতপ্তেষু, দানেষু তুলাপুরুষাদিষু দেশে কালে পাত্রে চ শ্রদ্ধয়া সম্যগ্দত্তেষু, যৎ পুণ্যফলং পুণ্যস্য ধর্ম্মস্য ফলং স্বর্গস্বারাজ্যাদি প্রদিষ্টং শাস্ত্রেণ,

অবগত হইয়া অর্থাৎ ইহাদের একটী ক্রমমুক্তিফলক এবং অপরটী পুনর্ব্বার সংসারদায়ক এইরূপ নিশ্চয় করিয়া **যোগী**=ধ্যাননিষ্ঠ ব্যক্তি **ন মুহ্যতি**=মুগ্ধ হন না **কশ্চিৎ**=কেহও অর্থাৎ কোনও ধ্যাননিষ্ঠ ব্যক্তি ধূমাদিমার্গপ্রাপক যে কেবল কর্ম্ম তাহাকেই মাত্র কর্ত্তব্যরূপে অবধারণ করেন না। অতএব যোগ অর্থাৎ উপাসনা যখন অপুনরাবৃত্তিফলক সেই কারণে হে অর্জ্জুন ! তুমি অপুনরাবৃত্তির নিমিত্ত **সর্ব্বেষু কালেষু**=সকল সময়েই **যোগযুক্তঃ ভব**=যোগযুক্ত হও অর্থাৎ সমাহিতচিত্ত হও।২—২৭॥

ভাবপ্রকাশ—ইহাই জগতের শাশ্বত নিয়ম—একটী আবৃত্তির পথ, অপরটী অনাবৃত্তির পথ ; একটী শুক্লমার্গ অপরটী কৃষ্ণমার্গ। শুক্লমার্গের যাত্রী অতি বিরল—কচিৎ কেহ এই পথে যাইতে পারেন, কৃষ্ণমার্গের যাত্রীই প্রায় সকলেই। এই উভয় পথের তত্ত্ব ভাল করিয়া জানিলে আর মোহগর্ত্তে পতিত হয় না। কোন্‌টীর ফল কি ইহা সম্যগ্‌রূপে বুঝিলে ক্ষুদ্রফলমার্গে যাইতে কাহারও ইচ্ছা হয় না।২৬—২৭

অনুবাদ—এতাদৃশ যোগের উপর যাহাতে লোকের শ্রদ্ধার আধিক্য হয় (শ্রদ্ধা বাড়ে) তজ্জন্য "বেদেষু" ইত্যাদি শ্লোকে পুনরায় তাহার প্রশংসা করিতেছেন—। **বেদেষু**=বেদসকলে অর্থাৎ দর্ভপবিত্র-পাণি হইয়া (হস্তে কুশনির্ম্মিত পবিত্র লইয়া), প্রাঙ্মুখ হইয়া গুরুর অধীনে থাকিয়া (গুরুমুখোচ্চারিত) বেদ অধ্যয়ন করিলে—। **যজ্ঞেষু**=যজ্ঞসকলে অর্থাৎ অঙ্গ এবং উপাঙ্গ (অঙ্গের অঙ্গ) সকলের সহিত শ্রদ্ধা সহকারে যজ্ঞসকল অনুষ্ঠিত হইলে। **তপঃসু**=তপস্যাসকলে অর্থাৎ মন, বুদ্ধি প্রভৃতির একাগ্রতা সম্পাদন করিয়া শ্রদ্ধার সহিত শাস্ত্রোক্ত তপস্যা যদি ভালভাবে তপ্ত (আচরিত) হয়, তাহা হইলে। **দানেষু**=দান সকলে—তুলাপুরুষ আদি যে সমস্ত দান আছে সেইগুলি যদি শাস্ত্রবোধিত বিশিষ্ট দেশে, (স্থানে) বিশিষ্ট কালে এবং বিশিষ্ট পাত্রে প্রদত্ত হয় তাহা হইলে এই সমস্ত কর্ম্মে **যৎ পুণ্যফলম্**=

অত্যেত্যতিক্রামতি তৎসর্ব্বং ইদং পূর্ব্বোক্তসপ্ত-প্রশ্ননিরূপণদ্বারেণোক্তং বিদিত্বা সম্যগনু-ষ্ঠানপর্য্যন্তমবধার্য্যানুষ্ঠায় চ যোগী ধ্যাননিষ্ঠঃ। ন কেবলং তদতিক্রামতি পরং সর্ব্বোৎকৃষ্ট-মৈশ্বরং স্থানমাদ্যং সর্ব্বকারণং উপৈতি প্রতিপদ্যতে চ সর্ব্বকারণং ব্রহ্মৈব প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। তদনেনাধ্যায়েন ধ্যেয়ত্বেন তৎপদার্থোব্যাখ্যাতঃ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমৎ পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীবিশ্বেশ্বরসরস্বতীয়পাদশিষ্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতী বিরচিতায়াং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা গূঢ়ার্থদীপিকায়াং অক্ষরপরব্রহ্মবিবরণং নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

পুণ্যের অর্থাৎ ধর্ম্মের যে স্বারাজ্য প্রভৃতি ফল **প্রদিষ্টম্**=শাস্ত্রে বোধিত হইয়াছে, **ইদং বিদিত্বা**= ইহা জানিয়া অর্থাৎ পূর্ব্বকথিত সাতটী প্রশ্নের নিরূপণকে দ্বার করিয়া এই যে সমস্ত বিষয় বলা হইল ইহা সম্যক্‌রূপে জানিয়া অর্থাৎ ইহার অনুষ্ঠান পর্য্যন্ত অবধারণ করিয়া **যোগী**=ধ্যাননিষ্ঠ ব্যক্তি **তৎ সর্ব্বম্**=ঐ সমস্ত ফলকে **অত্যেতি**=অতিক্রম করেন। তিনি যে কেবল ঐ সমস্ত ফল অতিক্রম করেন তাহা নহে কিন্তু **আদ্যম্ স্থানম্**=সকলের কারণস্বরূপ যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঈশ্বরীয় স্থান তাহা **উপৈতি**=প্রাপ্ত হন। অভিপ্রায় এই যে তিনি সকলের কারণস্বরূপ যে ব্রহ্ম তাহা প্রাপ্ত হন। এইরূপে এই অধ্যায়ে 'তৎ' পদার্থকে ('তত্ত্বমসি' বাক্যের তৎপদের অর্থ যে ঈশ্বর তাহাকে) ধ্যেয়রূপে বর্ণনা করা হইল।২৮॥

ভাবপ্রকাশ—শ্রুতিবিহিত কর্ম্মমার্গে, যজ্ঞ, দান ও তপস্যায় যে ফল লাভ হয়, এই নিষ্কামকর্ম্ম-যোগে সে সব ত লাভ হয়ই, তাহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়।২৮

ইতি শ্রীমৎ পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীবিশ্বেশ্বরসরস্বতীপাদশিষ্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতী বিরচিত শ্রীমদ্ভগবদগীতা গূঢ়ার্থদীপিকা নাম টীকায় **অক্ষর পরব্রহ্ম বিবরণ** নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—ইদং গুহ্যতমং তু বিজ্ঞানসহিতং জ্ঞানম্, অনসূয়বে তে প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা অশুভাৎ মোক্ষ্যসে অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কহিলেন, তুমি আমাতে দোষদৃষ্টি হীন ; এজন্য তোমাকে বিজ্ঞানের সহিত অতিগোপনীয় জ্ঞান কহিতেছি। ইহা জানিলে তুমি সংসার-বন্ধন হইতে সদ্যোমুক্ত হইবে ॥১

পূর্ব্বাধ্যায়ে মূর্দ্ধন্যনাড়ীদ্বারকেণ হৃদয়কণ্ঠভ্রূমধ্যাদিধারণাসহিতেন সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বার সংযমগুণকেন যোগেন স্বেচ্ছয়োৎক্রান্তপ্রাণস্যার্চ্চিরাদিমার্গেণ ব্রহ্মলোকং প্রয়াতস্য তত্র সম্যগ্‌জ্ঞানোদয়েন কল্পান্তে পরব্রহ্মপ্রাপ্তিলক্ষণা ক্রমমুক্তির্ব্যাখ্যাতা।১ তত্র অনেনৈব প্রকারেণ মুক্তির্লভ্যতে নান্যথেত্যাশঙ্ক্য "অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ তস্যাহং সুলভঃ" ইত্যাদিনা ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানাৎ সাক্ষান্মোক্ষপ্রাপ্তিরভিহিতা।২ তত্র চানন্যা ভক্তিরসাধারণো হেতুরিত্যুক্তং "পুরুষঃ স পরঃ পার্থ! ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া" ইতি।৩ তত্র পূর্ব্বোক্তযোগধারণাপূর্ব্বকপ্রাণোৎক্রমণার্চ্চিরাদিমার্গগমন-কালবিলম্বাদিক্লেশমন্তরেণৈব সাক্ষান্মোক্ষপ্রাপ্তয়ে ভগবত্তত্ত্বস্য তদ্ভক্তেশ্চ বিস্তরেণ

অনুবাদ—যিনি সকল ইন্দ্রিয়রূপ দ্বারগুলির সংযমরূপ গুণ সহকারে হৃদয়, কণ্ঠ, এবং ভ্রূমধ্য প্রভৃতি দেশে চিত্ত ধারণা পূর্ব্বক মূর্দ্ধণ্যনাড়ীদ্বারক যোগপ্রভাবে স্বেচ্ছাক্রমে প্রাণকে উৎক্রান্ত করিয়াছেন তিনি যে অর্চ্চিরাদি মার্গে ব্রহ্মলোকে প্রয়াণ করেন এবং সেখানে সম্যক্‌জ্ঞান উদিত হইলে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান হইলে ইহ কল্পাবসানে তাঁহার পরব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ যে ক্রমমুক্তি হয় তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।১ আর তাহাতে হয়ত শঙ্কা হইতে পারে যে কেবল এই উপায়েই মুক্তিলাভ করা যায় অন্য উপায়ে নহে, এই জন্য "যে ব্যক্তি অনন্যচিত্ত হইয়া নিত্য অর্থাৎ যাবজ্জীবন সতত আমায় স্মরণ করে আমি তাহার পক্ষে সহজলভ্য হই" এইরূপ বলিয়া—ভগবৎতত্ত্ববিজ্ঞান হইতেও যে মোক্ষপ্রাপ্তি হয় তাহাও তথায় বলা হইয়াছে।২ "হে পার্থ! সেই পরমপুরুষকে অনন্যা ভক্তির প্রভাবেই লাভ করা যায়" এই সন্দর্ভে সেখানে ইহাও বলা হইয়াছে যে ভগবদ্‌ভক্তিই ঈশ্বরপ্রাপ্তির অসাধারণ হেতু বা কারণ।৩ তন্মধ্যে ভগবদ্‌ভক্তি এবং ভগবৎতত্ত্ববিজ্ঞান প্রভাবে পূর্ব্বকথিত যোগধারণাপূর্ব্বক প্রাণোৎক্রমণ এবং অর্চ্চিরাদিমার্গে গমনরূপ কালবিলম্ব বিনাই যাহাতে সাক্ষাৎ

জ্ঞাপনায় নবমোঽধ্যায় আরভ্যতে।৪ অষ্টমে ধ্যেয়ব্রহ্মনিরূপণেন তদ্ধ্যাননিষ্ঠস্য গতিরুক্তা, নবমে তু জ্ঞেয়ব্রহ্মনিরূপেণন জ্ঞাননিষ্ঠস্য গতিরুচ্যত ইতি সংক্ষেপঃ।৫ তত্র বক্ষ্যমাণজ্ঞানস্তুত্যর্থাস্ত্রয়ঃ শ্লোকাঃ। ইদং প্রাগ্বহুধোক্তমগ্রেচ বক্ষ্যমাণমধুনোচ্যমানং জ্ঞানং শব্দপ্রমাণকং ব্রহ্মতত্ত্ববিষয়কং তে তুভ্যং প্রবক্ষ্যামি।৬ তুশব্দঃ পূর্ব্বাধ্যয়োক্তাদ্ধ্যানাজ্ জ্ঞানস্য বৈলক্ষণ্যমাহ। ইদমেব সম্যগ্ জ্ঞানং সাক্ষান্মোক্ষ প্রাপ্তিসাধনং, ন তু ধ্যানং তস্যাজ্ঞানানিবর্ত্তকত্বাৎ। তত্ত্বন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারে [ণে]-দমেব জ্ঞানং সংপাদ্য ক্রমেণ মোক্ষং জনয়তীত্যুক্তম্।৭ কীদৃশং জ্ঞানং? গুহ্যতমং গোপনীয়তমমতিরহস্যত্বাৎ। যতো বিজ্ঞানসহিতং ব্রহ্মানুভবপর্য্যন্তম্।৮ ঈদৃশমতিরহস্য-মপ্যহং শিষ্যগুণাধিক্যাদ্বক্ষ্যামি তে তুভ্যং অনসূয়বে। অসূয়া গুণেষু দোষদৃষ্টিস্তদাবি-ষ্করণাদিফলা সর্ব্বদায়মাত্মৈশ্বর্য্যখ্যাপনেনাত্মানং প্রশংসতি মৎপুরস্তাদিত্যেবংরূপা

সম্বন্ধেই মোক্ষপ্রাপ্তি হয় সেই জন্য সেই ভগবদ্ভক্তি এবং ভগবৎ-তত্ত্বের বিস্তৃত বিবরণ বলিবার নিমিত্ত এই নবম অধ্যায় আরম্ভ করিতেছেন।৪ অষ্টম অধ্যায়ে ধ্যেয় ব্রহ্মের:স্বরূপ নির্ণয় করিয়া, যাঁহারা সেই ব্রহ্মের ধ্যানে নিরত তাঁহাদের কি গতি হয় তাহা বলিয়াছেন; আর নবম অধ্যায়ে জ্ঞেয় ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় পূর্ব্বক জ্ঞান পরায়ণ ব্যক্তির কি গতি হয় তাহা বলিবেন। ইহাই হইল অতীত এবং প্রারিপ্সিত (যাহা আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন) অধ্যায় দ্বয়ের সংক্ষেপ প্রতিপাদ্য।৫ তন্মধ্যে এই অধ্যায়ে যে জ্ঞানের বিষয় বলা হইবে প্রথম তিনটী শ্লোকে সেই জ্ঞানের স্তুতি করা হইতেছে—। **ইদং**=পূর্ব্বে যাহার বিষয় বহুপ্রকারে বলা হইয়াছে এবং অগ্রে যাহা বলা হইবে ও এক্ষণে যাহার সম্বন্ধে বলা যাইতেছে সেই যে **জ্ঞানম্**=শব্দপ্রমাণক অর্থাৎ একমাত্র বেদ হইতে বিজ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান তাহা আমি **তে**=তোমায় **প্রবক্ষ্যামি**=বলিব।৬ এখানে যে "**তু**" শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য এই যে পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে ধ্যান কথিত হইয়াছে তাহা হইতে এই জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য (পার্থক্য) আছে। সেই বৈলক্ষণ্য হইতেছে এই যে—এই বক্ষ্যমাণ সম্যক্ জ্ঞানই মোক্ষপ্রাপক, কিন্তু ধ্যান মোক্ষের প্রাপক নহে অর্থাৎ ধ্যান হইতে মোক্ষ হয়না, কেন না তাহা অজ্ঞান নিবৃত্তি করিতে পারে না। তবে তাহা অন্তঃকরণশুদ্ধিকে দ্বার করিয়া অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি জন্মাইয়া এই জ্ঞান সম্পাদন (উৎপাদন) করে এবং তদনন্তর তাহা হইতে মোক্ষ হয় এইরূপ তাহা পরম্পরাক্রমে মোক্ষের জনক হয় এইরূপ বলা হইয়াছে।৭ সেই জ্ঞানটী কি প্রকার? (উত্তর—) তাহা **গুহ্যতমম্**=সর্ব্বাপেক্ষা অতিগোপনীয়, যে হেতু ইহা অতি রহস্য; আর ইহা যে অতিরহস্য তাহার কারণ এই যে ইহা **বিজ্ঞানসহিতম্**=ইহার পর্য্যন্তে (শেষে) ব্রহ্মানুভব রহিয়াছে অর্থাৎ ইহা হইতে ব্রহ্মানুভব (ব্রহ্মসাক্ষাৎকার) হয়।৮ এই প্রকারের **এই জ্ঞান** অতি রহস্য হইলেও আমি তোমায় ইহা বলিব, যেহেতু শিষ্যের যে সমস্ত গুণ থাকা দরকার করে তাহা তোমাতে বেশীভাবেই আছে। আর যেহেতু তুমি **অনসূয়ু** হইতেছ। বহুগুণের মধ্য থেকেও যে দোষদর্শন, যাহার ফলে দোষ আবিষ্কার করা হয় তাহার নাম অসূয়া; অর্থাৎ 'এ ব্যক্তি সর্ব্বদা নিজ ঐশ্বর্য্য কীর্ত্তন করিয়া আমার সমক্ষে নিজের প্রশংসা করিয়া থাকে' এই প্রকারে (কোনও গুণী ব্যক্তির) যে দোষ আবিষ্কার করা তাহাই অসূয়া; তাদৃশী অসূয়া তোমার

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্ ॥ ২ ॥

ইদং রাজগুহ্যং রাজবিদ্যা উত্তমং পবিত্রং প্রত্যক্ষাবগমং কর্ত্তুং সুসুখং অব্যয়ঞ্চ অর্থাৎ এই জ্ঞান রাজবিদ্যা ও রাজগুহ্য অর্থাৎ বিদ্যা ও গোপনীয় তত্ত্বের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, পরম পবিত্র, প্রত্যক্ষফলযুক্ত, ধর্ম্মসম্মত, অক্ষয়ফলপ্রদ ও সুখসাধ্য ॥২

তদ্রহিতায়। ৯ অনেনার্জ্জবসংযমাবপি শিষ্যগুণৌ ব্যাখ্যাতৌ।১০ পুনঃ কীদৃশং জ্ঞানম্? যজ্‌জ্ঞাত্বা প্রাপ্য মোক্ষ্যসে সদ্য এব সংসারবন্ধনাদশুভাৎ সর্ব্বদুঃখহেতোঃ ॥১১—১॥

পুনস্তদাভিমুখ্যায় তজ্‌জ্ঞানং স্তৌতি রাজবিদ্যেতি। রাজবিদ্যা সর্ব্বাসাং বিদ্যানাং রাজা সর্ব্বাবিদ্যানাশকত্বাৎ, বিদ্যান্তরস্য অবিদ্যৈকদেশবিরোধিত্বাৎ।১ তথা সর্ব্বেষাং গুহ্যানাং রাজা, অনেকজন্মকৃতসুকৃতসাধ্যত্বেন বহুভিরজ্ঞাতত্বাৎ। রাজদন্তাদিত্বাদুপসর্জ্জনস্য পরনিপাতঃ।২ পবিত্রমিদমুত্তমং প্রায়শ্চিত্তৈর্হি কিঞ্চিদেকমেব পাপং নিবর্ত্ততে, নিবৃত্তং চ তৎ স্বকারণে সূক্ষ্মরূপেণ তিষ্ঠত্যেব, যতঃ পুনস্তৎপাপমুপচিনোতি পুরুষঃ। ইদং তু অনেকজন্মসহস্রসঞ্চিতানাং সর্ব্বেষামপি পাপানাং স্থূলসূক্ষ্মাবস্থানাং তৎকারণস্য চাজ্ঞানস্য সদ্য এবোচ্ছেদকম্।৩ অতঃ সর্ব্বোত্তমং পাবনমিদমেব।

নাই।৯ ইহা দ্বারা শিষ্যের ঋজুতা এবং সংযম রূপ দুইটী গুণ যে আবশ্যক তাহাও জানাইয়া দেওয়া হইল।১০ সেই যে জ্ঞান তাহা পুনরায় কীদৃশ তাহাই বলিতেছেন—যৎ **জ্ঞাত্বা**=যাহা জানিয়া অর্থাৎ যে জ্ঞানলাভ করিয়া **অশুভাৎ**=অশেষবিধ দুঃখের কারণ যে সংসার বন্ধন তাহা হইতে **মোক্ষ্যসে**=সদ্যই মুক্তিলাভ করিবে।১১—১॥

অনুবাদ—সেই জ্ঞানে আভিমুখ্যের নিমিত্ত (ঔৎসুক্য বা আগ্রহ জন্মাইবার জন্য) পুনরায় "রাজবিদ্যা" ইত্যাদি শ্লোকে তাহারই প্রশংসা করিতেছেন—।১ ইহা **রাজবিদ্যা**=সমস্ত বিদ্যার রাজা, কারণ ইহা সমগ্র অবিদ্যার বিনাশ করিয়া থাকে; কিন্তু অন্যান্য যে সকল বিদ্যা আছে সেগুলি অবিদ্যার একদেশেরই (অংশবিশেষেরই) বিরোধী অর্থাৎ নাশক। ইহা **রাজগুহ্যম্**=সকল প্রকার গুহ্য (গুপ্ত) বিষয়ের রাজা, কারণ বহুজন্মসঞ্চিত পুণ্যের বলেই ইহা উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহা বহুলোকেরই অজ্ঞাত। এস্থলে তৎপুরুষ সমাসে উপসর্জ্জনীভূত অর্থাৎ গুণীভূত যে পূর্ব্বপদ তাহা "রাজদন্তাদিগণের পূর্ব্বপদের পরনিপাত হয় অর্থাৎ তৎপুরুষ সমাসে রাজদন্তাদিগণীয় পদের সমাস করিলে পূর্ব্বপদ পরে বসে (এই কারণে 'দন্তরাজ' না হইয়া 'রাজদন্ত' এইরূপই সমস্ত পদ হয়)"—এই নিয়মানুসারে এস্থলেও রাজবিদ্যা এবং রাজগুহ্য এই দুইটী সমস্তপদের বিদ্যা ও গুহ্য এই দুইটী পদ পরে বসিয়াছে।২ **পবিত্রম্ ইদম্ উত্তমম্**=ইহা উৎকৃষ্ট পবিত্রতা সম্পাদক; কারণ প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা কোন একটী বিশেষ পাপেরই নিবৃত্তি হয়; আবার তাহা নিবৃত্ত হইলেও নিজকারণে সূক্ষ্মরূপে থাকিয়াই যায়। আর এই কারণেই লোক পুনরায় সেই পাপ সঞ্চয় করে। কিন্তু এই যে বিদ্যা ইহা বহুসহস্র জন্মে যাহা সঞ্চিত যাহা স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত তাদৃশ সকল প্রকার পাপের এবং সেই পাপের কারণীভূত যে অজ্ঞান তাহারও সদ্য সদ্যই উচ্ছেদ করিয়া থাকে; এই কারণে ইহা সর্ব্বোত্তম এবং

নচাতীন্দ্রিয়ে ধর্ম্ম ইবাত্র কস্যচিৎ সন্দেহঃ, স্বরূপতঃ ফলতশ্চ প্রত্যক্ষত্বাদিত্যাহ প্রত্যক্ষাবগমম্—অবগম্যতেঽনেনেত্যবগমো মানং, অবগম্যতে প্রাপ্যত ইত্যবগমঃ ফলম্, প্রত্যক্ষমবগমো মানমস্মিন্নিতি স্বরূপতঃ সাক্ষিপ্রত্যক্ষত্বম্, প্রত্যক্ষোঽবগমোঽস্যেতি ফলতঃ সাক্ষিপ্রত্যক্ষত্বং। ময়েদং বিদিতমতো নষ্টমিদানীমত্র মমাজ্ঞানমিতি হি সার্ব্বলৌকিকঃ সাক্ষ্যনুভবঃ এবং লোকানুভবসিদ্ধত্বেঽপি তজ্‌জ্ঞানং "ধর্ম্ম্যং" ধর্ম্মাদনপেতং অনেকজন্মসঞ্চিতনিষ্কামধর্ম্মফলম্।৫ তর্হি দুঃসম্পাদং স্যান্নেত্যাহ—সুসুখং কর্ত্তুম্, গুরূপদর্শিত-বিচারসহকৃতেন বেদান্তবাক্যেন সুখেন কর্ত্তুং শক্যং ন দেশকালাদিব্যবধানমপেক্ষতে প্রমাণবস্তুপরতন্ত্রত্বাজ্‌জ্ঞানস্য।৬ এবমনায়াসসাধ্যত্বে স্বল্পফলত্বং স্যাদত্যায়াস

ইহাই পাবন অর্থাৎ পবিত্রতা সম্পাদক।৩ অতীন্দ্রিয়—যাহা ইন্দ্রিয়ের অবিষয় সেই ধর্ম্ম বিষয়ে যেমন সন্দেহ হইতে পারে এ বিষয়ে কিন্তু কাহারও সেইরূপ সন্দেহ হইতে পারে না, যে হেতু ইহা স্বরূপতঃ এবং ফলতঃ প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ধর্ম্মের স্বরূপ যেমন প্রত্যক্ষ করা যায় না (কাজেই তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে) ইহা সেরূপ নহে; ইহার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করা যায় এবং ইহার ফলও প্রত্যক্ষ হয়। তাহাই বলিতেছেন **প্রত্যক্ষাবগমম্**=যাহা দ্বারা অবগত হওয়া যায় তাহা অবগম; এইরূপে 'অবগম' বলিতে প্রমাণকে বুঝায়। আবার যাহা অবগত হওয়া যায় অর্থাৎ পাওয়া যায় তাহা অবগম এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে অবগম অর্থ ফল। প্রত্যক্ষ হইতেছে অবগম অর্থাৎ প্রমাণ যাহাতে তাহাই প্রত্যক্ষাবগম; সুতরাং প্রত্যক্ষাবগম বলিতে ইহাই বুঝায় যে ইহার স্বরূপ সাক্ষিচৈতন্যের প্রত্যক্ষগোচর। আবার প্রত্যক্ষ হইতেছে অবগম অর্থাৎ ফল যাহার তাহা প্রত্যক্ষাবগম। এইরূপে 'প্রত্যক্ষাবগম'পদের অর্থ এই যে, ইহার ফলও সাক্ষিচৈতন্যের প্রত্যক্ষগোচর। এইরূপ বলিবার কারণ এই যে এবিষয়ে—'আমি ইহা বিদিত হইয়াছি, এই কারণে এ বিষয়ে আমার যে অজ্ঞান ছিল তাহা এক্ষণে নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে' এই প্রকার যে সাক্ষিচৈতন্যসিদ্ধ অজ্ঞানবিষয়ক অনুভব তাহা সার্ব্বলৌকিক। অর্থাৎ সকল লোকেই ঐ প্রকারে অজ্ঞাতবিষয়ের বিশেষ্যরূপে স্বীয় অজ্ঞান অনুভব করিয়া থাকে। আর অজ্ঞাতবিষয়ের বিশেষ্যরূপে ঐপ্রকারে অজ্ঞানের যে অনুভব তাহা সাক্ষিচৈতন্যেরই বিষয় অর্থাৎ অপরোক্ষ হয়; কিন্তু তাহা কোন ইন্দ্রিয়মূলক প্রত্যক্ষ বা প্রত্যক্ষমূলক অনুমানাদির বিষয় হয় না; (ইহা পূর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকের ব্যাখ্যায় ১২৯—১৩৪ পৃষ্ঠা বলা হইয়াছে)। কাজেই ঐ অজ্ঞানের নাশ রূপ উহার ফলও প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ইহা সাক্ষিচৈতন্যের অপরোক্ষ হয়। সুতরাং 'ইহা প্রত্যক্ষাবগম' এইরূপ বলা সঙ্গতই হইয়াছে।৪ আর যে জ্ঞান ইহা এই প্রকারে সকল লোকেরই অনুভবসিদ্ধ হইলেও ইহা **ধর্ম্ম্যম্**=ধর্ম্ম হইতে অনপেত—অস্খলিত; অর্থাৎ অনেক জন্ম সঞ্চিত নিষ্কাম ধর্ম্মের ফলেই ইহা উৎপন্ন হয়।৫ তাহা হইলেত ইহা দুঃসম্পাদ অর্থাৎ ইহা সম্পাদন করা অতি কষ্টকর হয়? এই জন্য বলিতেছেন **"সুসুখম্"**—ইহা সম্পাদন করাও সুসুখ অর্থাৎ গুরুকর্তৃক প্রদর্শিত বিচারের সহিত বেদান্ত বাক্যের দ্বারা ইহাকে সুখে সম্পাদন করা যায়, কিন্তু ইহা দেশ, কাল আদি ব্যবধানের অপেক্ষা রাখে না, যেহেতু জ্ঞান প্রমাণ এবং বস্তুর অধীন; অর্থাৎ বস্তু থাকিলে এবং তাহার সহিত অনুভবের সাধন যে ইন্দ্রিয়াদি তাহার সম্বন্ধ হইলেই জ্ঞান জন্মিবে, তাহাতে দেশ কালাদি কোন ইতর বিশেষ

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥ ৩ ॥

হে পরন্তপ! অস্য ধর্ম্মস্য অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষাঃ মাম্ অপ্রাপ্য মৃত্যুসংসার-বর্ত্মনি নিবর্ত্তন্তে অর্থাৎ এই ধর্ম্মে যাহারা অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, তাহারা আমাকে না পাইয়া মৃত্যুব্যাপ্ত সংসার-মার্গে সতত ভ্রমণ করে ॥৩

সাধ্যানামেব কর্ম্মণাং মহাফলত্বদর্শনাদিতি নেত্যাহ—অব্যয়ম্, এবমনায়াসসাধ্যস্যাপ্যস্য ফলতো ব্যয়ো নাস্তীত্যব্যয়মক্ষয়ফলমিত্যর্থঃ।৭ কর্ম্মণাং ত্বতিমহতামপি ক্ষয়িফলত্বমেব "যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মিন্ লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি" (বৃহদাঃ উঃ ৩।৮।১) ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বাচ্ছ্রদ্ধেয়মেবাত্মজ্ঞানম্ ॥৯—২ ॥

ঘটাইতে পারিবে না।৬ আচ্ছা, ইহা যখন এইরূপ অনায়াসসাধ্য তখন ইহার ফল অতি অল্প, কেন না যে সমস্ত কর্ম্ম অতি আয়াসসাধ্য তাহাদেরই ফল অধিক হইয়া থাকে? এরূপ সন্দেহ করা সঙ্গত নহে; এই জন্য বলিতেছেন **অব্যয়ম্** ইহা এই প্রকারে অনায়াসসাধ্য হইলেও ফলতঃ ইহার কোন ব্যয় (অপচয়) নাই; এই কারণে ইহা অব্যয় অর্থাৎ ইহার ফল অক্ষয়।৭ পক্ষান্তরে কর্ম্ম যতই মহৎ হউক না কেন তাহার ফল যে ক্ষয়ী (অ-চিরস্থায়ী) তাহা—"গার্গি! যে ব্যক্তি এই অক্ষরতত্ত্ব না জানিয়া ইহলোকে দান করে, যাগযজ্ঞ করে অথবা বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া তপস্যাচরণ করে তাহার সেই কর্ম্ম অন্তবৎ (বিনশ্বরই) হইয়া থাকে"—এই শ্রুতি বাক্য হইতে প্রমাণিত হয়। অতএব আত্মজ্ঞানের উপর শ্রদ্ধা স্থাপন করা উচিত, যে হেতু ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট।৮—২॥

ভাবপ্রকাশ—সর্ব্বগুহ্যতম, সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সকল বিদ্যার রাজা যে ব্রহ্মবিদ্যা বা পরমতত্ত্বের অনুভব তাহাই এই নবম অধ্যায়ে বলিবেন বলিয়া শ্রীভগবান্ অধ্যায়ারম্ভে প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। এই পরম জ্ঞানের অধিকারী না পাইলে এই গুহ্যতম তত্ত্ব বলা যায় না—তাই অর্জ্জুনকে অসূয়ারহিত দেখিয়া শ্রীভগবান্ এই জ্ঞানের উপদেশ করিতেছেন। শ্রীভগবান্ অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষেও বলিয়াছেন যে এই গীতাজ্ঞান "মাং যো অভ্যসূয়তি" যে আমাকে অসূয়া করে তাহাকে কদাচ বলিবে না। "অসূয়া" হইতেছে সংস্কারগত বিদ্বেষভাব বা দোষদৃষ্টি। গুণের মধ্যেও দোষাবিস্করণ হইতেছে অসূয়ার স্বভাব। শ্রীভগবানের প্রতি অসূয়াশূন্যতা স্বভাবশুদ্ধির পরিচায়ক—সংস্কার শুদ্ধ না হইলে পরমতত্ত্ব শ্রীভগবানের প্রতি আকর্ষণ হয়না অর্থাৎ এই পরম জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায় না। এই জ্ঞান পরম পাবন যেহেতু ইহা বহুজন্মসঞ্চিত ধর্ম্মধর্ম্মাদিকে সমূলে ভস্মসাৎ করিয়া দেয়। ইহার ফল এই জগতেই অনুভব করা যায়—যজ্ঞাদির ন্যায় ইহার ফল পরলোকে ভোগ্য নহে। ইহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ নহে—পরন্তু বেদের ইহাই সারমর্ম্ম। যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান না করিয়া এই জ্ঞানের পথ অবলম্বন করিলে ধর্ম্মচ্যুত হইতে হয় না—কারণ সকল যজ্ঞাদি কর্ম্মের লক্ষ্য এবং পরিসমাপ্তি এই জ্ঞানে। আবার ইহা অবিনাশী এবং মহাফল হইলেও ইহা যজ্ঞাদির ন্যায় বহু আয়াসসাধ্য নহে।১—২

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥ ৪ ॥

অব্যক্তমূর্ত্তিনা ময়া ইদং সর্ব্বং জগৎ ততং সর্ব্বভূতানি মৎস্থানি অহং চ তেষু ন অবস্থিতঃ অর্থাৎ অব্যক্তমূর্ত্তি আমি এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছি ; সমগ্র ভূতই আমাতে স্থিত বটে, কিন্তু আমি কিছুতেই অবস্থিত নহি ॥৪

এবমস্য সুকরত্বে সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বে চ সর্ব্বেঽপি কুতোঽত্র ন প্রবর্ত্তন্তে, তথাচ ন কোঽপি সংসারী স্যাদিত্যত আহ অশ্রদ্দধানা ইতি।১ অস্যাত্মজ্ঞানাখ্যস্য ধর্ম্মস্য স্বরূপে সাধনে ফলে চ শাস্ত্রপ্রতিপাদিতেঽপ্যশ্রদ্দধানা বেদবিরোধিত্বহেতুদর্শনদূষিতান্তঃ-করণতয়া প্রামাণ্যম্ অমন্যমানাঃ পাপকারিণঃ অসুরসম্পদমারূঢ়াঃ স্বমতিকল্পিতেন উপায়েন কথঞ্চিদ্ যতমানা অপি শাস্ত্রবিহিতোপায়াভাবাদপ্রাপ্য মাং—মৎপ্রাপ্তি-সাধনমপ্যলব্ধা নিবর্ত্তন্তে নিশ্চয়েন বর্ত্তন্তে। ক ? মৃত্যুযুক্তে সংসারবর্ত্মনি, সর্ব্বদা জননমরণপ্রবন্ধেন নারকিতির্য্যগাদিযোনিষ্বেব ভ্রমন্তীত্যর্থঃ ॥৩

তদেবং বক্তব্যতয়া প্রতিজ্ঞাতস্য জ্ঞানস্য বিধিমুখেনেতরনিষেধমুখেন চ স্তুত্বাভিমুখীকৃতমর্জ্জুনং প্রতি তদেবাহ ময়েতি দ্বাভ্যাম্। ইদং জগৎ সর্ব্বং ভূতভৌতিক-

অনুবাদ—ভাল, ইহা যদি এইরূপ সহজসাধ্য এবং সর্ব্বোৎকৃষ্টই হইল তাহা হইলে সকল লোকেই ইহাতে প্রবৃত্ত হয় না কেন ? আর যদি সকলেই ইহাতে প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে কাহাকেও ত সংসারী হইতে হয় না। এইজন্য বলিতেছেন "অশ্রদ্দধানাঃ" ইত্যাদি। **অস্য ধর্ম্মস্য**=এই আত্মজ্ঞান রূপ ধর্ম্মের স্বরূপ কি, ইহার সাধন কি এবং ইহার ফলই কি তাহা শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইলেও তদ্বিষয়ে **অশ্রদ্দধানাঃ**=যাহারা ইহার মধ্যে বেদবিরুদ্ধভাবে কুহেতুদর্শন করায় দূষিতচিত্ত হইয়া ইহার প্রামাণ্য স্বীকার করে না সেই সমস্ত পাপকারী আসুরসম্পৎ সমাশ্রিত ব্যক্তিগণ নিজ নিজবুদ্ধি কল্পিত উপায়ে (সিদ্ধির জন্য) কোনওরূপ চেষ্টা করিতে থাকিলেও তাহারা শাস্ত্রবিহিত উপায়রহিত হওয়ায় **অপ্রাপ্য মাম্**=আমায় না পাইয়া,—এমন কি যে পথ অবলম্বন করিলে আমাকে (ঈশ্বরকে) পাওয়া যায় ভগবৎপ্রাপ্তির সেই যে সাধন তাহাও লাভ করিতে না পারিয়া **নিবর্ত্তন্তে**=নিশ্চিতই অবস্থিতি করে। কোথায় অবস্থিতি করে ? (উত্তর—) **মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি**= মৃত্যুযুক্ত সংসার পথে অবস্থিতি করে অর্থাৎ সর্ব্বদা জন্ম ও মরণচক্রে পতিত হইয়া নারকী তির্য্যক্ প্রভৃতি যোনি মধ্যে পরিভ্রমণ করে অর্থাৎ তাহারা নরক ভোগের জন্যই ক্ষুদ্র জীবজন্তুরূপে কেবল জন্মায় আর মরে।৩॥

ভাবপ্রকাশ—এই পরম ধর্ম্ম, বিদ্যার রাজা ব্রহ্মবিদ্যায় যাহাদের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়না, যাহারা ইহাতে কর্ম্মত্যাগ জন্য প্রত্যবায়রূপ অধর্ম্ম দেখিতে পায়, যাহারা ইহাই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম তাহা বুঝিতে না পারে, তাহারা পরমতত্ত্বপ্রাপ্ত না হইয়া মৃত্যুর পথে সংসারচক্রে ভ্রমণ করে।৩

অনুবাদ—ভগবান্ যে জ্ঞানের বিষয়ে বলিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন এইরূপে বিধিমুখে এবং ইতরনিষেধমুখে অর্থাৎ অন্বয়ব্যাবৃত্তভাবে তাহার প্রশংসা করায় অর্জ্জুন ইহাতে অভিমুখ

তৎকারণরূপং দৃশ্যজাতং মদজ্ঞানকল্পিতং ময়াঽধিষ্ঠানেনপরমার্থসত সদ্রূপেণ স্ফুরণরূপেণ চ ততং ব্যাপ্তং রজ্জুখণ্ডেনেব তদজ্ঞানকল্পিতং সর্পধারাদি।২ ত্বয়া বাসুদেবেন পরিচ্ছিন্নেন সর্ব্বং জগৎ কথং ব্যাপ্তং প্রত্যক্ষবিরোধাদিতি নেত্যাহ—। অব্যক্তা সর্ব্বকরণাগোচরীভূতা স্বপ্রকাশাদ্বয়চৈতন্যসদানন্দরূপা মূর্ত্তির্যস্য তেন ময়া ব্যাপ্তমিদং সর্ব্বং ন ত্বনেন দেহেনেত্যর্থঃ।৩ অতএব সন্তীব স্ফুরন্তীব মদ্রূপেণ স্থিতানি মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি স্থাবরাণি জঙ্গমানি চ। পরমার্থতস্তু ন চৈবাহং তেষু কল্পিতেষু ভূতেষ্ববস্থিতঃ কল্পিতাকল্পিতয়োঃ সম্বন্ধাযোগাৎ। অতএবোক্তং "যত্র যদধ্যস্তং তৎকৃতেন গুণেন দোষেণ বাণুমাত্রেণাপি ন সম্বধ্যতে" ইতি ॥৪—৪॥

(আগ্রহান্বিত) হইলে তাঁহাকে পুনরায় "ময়া" ইত্যাদি দুইটী শ্লোকে সেই জ্ঞানেরই বিষয় আবার বলিতেছেন—।১ অজ্ঞান নিবন্ধন যেমন রজ্জুখণ্ডে সর্পজলধারা প্রভৃতি ভাব কল্পিত হয় সেইরূপ **ইদং সর্ব্বং জগৎ**=ভূত, ভৌতিক এবং তাহাদের (ভূতভৌতিকের) কারণ, এতৎসর্ব্বাত্মক যে দৃশ্যসমুদয় যাহা মদাশ্রিত অজ্ঞান বশতঃ কল্পিত তাহা **ময়া**=যে আমি পরমার্থসৎ অধিষ্ঠান স্বরূপ সেই আমাকর্ত্তৃক সদ্রূপে এবং স্ফুরণরূপে **ততম্**=ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে; অর্থাৎ অধিষ্ঠানীভূত রজ্জুর সত্তায় এবং রজ্জুরই স্ফুরণে যেমন কল্পিত সর্পের বা জলধারার সত্তা এবং তাহার স্ফুরণ হয় (রজ্জুটীর অস্তিত্ব আছে বলিয়াই তদুপরি আরোপিত সর্প 'সৎ'এর ন্যায় প্রতীয়মান হয় এবং রজ্জুটীর প্রকাশ অর্থাৎ স্ফুরণ বা জ্ঞান গ্রাহ্যতা আছে বলিয়াই বলিয়াই সর্পটীও প্রকাশমান হয়) সেইরূপ জগদ্‌বিভ্রমের অধিষ্ঠানীভূত শুদ্ধ-চিৎস্বরূপ আমারই সত্তায় জগৎ সত্তাযুক্ত এবং আমারই স্ফুরণে (প্রকাশে) জগৎ স্ফুরণযুক্ত প্রতীয়মান হইতেছে; এই কারণে আমিই ইহার সর্ব্বস্ব—ইহাতে ওত প্রোতভাবে বিদ্যমান, আমাকে ছাড়িয়া ইহার স্বতন্ত্র সত্তা ও স্ফুরণ (প্রকাশ) নাই।২ আচ্ছা, তুমি ত বসুদেবনন্দন, পরিচ্ছিন্ন জীব; তোমার দ্বারা আবার কিরূপে সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত হইতে পারে? ইহাত প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ। এই জন্য বলিতেছেন,—না, তাহা নহে;—**অব্যক্তমূর্ত্তিনা**=অব্যক্ত অর্থাৎ সকলপ্রকার ইন্দ্রিয়ের অগোচর (যাহা কোনও ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে) স্বয়ম্প্রকাশ অদ্বিতীয় চৈতন্য ও সদানন্দস্বরূপ হইয়াছে মূর্ত্তি যাঁহার তিনি অব্যক্তমূর্ত্তি; সেইরূপ যে আমি সেই আমার দ্বারা এই সমগ্র চরাচর পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে; আমার এই দৃশ্যমান মূর্ত্তিতে জগৎ পরিব্যাপ্ত নহে; ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।৩ আর এই কারণেই আমারই সত্তায় এবং আমারই স্ফুরণে যেগুলি যেন সতের ন্যায়, যেন স্ফুরণযুক্তের ন্যায় রহিয়াছে সেইগুলি মৎস্থ; স্থাবর এবং জঙ্গমরূপ সমস্ত ভূতবর্গ ঐ ভাবে মৎস্থ অর্থাৎ আমাতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। কিন্তু পরমার্থতঃ সেই সমস্ত কল্পিত ভূতগণের মধ্যে আমি মোটেই অবস্থিত নহি, যেহেতু কল্পিত এবং অকল্পিতের মধ্যে তাত্ত্বিক সম্বন্ধ হইতে পারে না (কল্পিত এবং অকল্পিতের সম্বন্ধও কল্পিত—অর্থাৎ তাহা পারমার্থিক নহে)। এই কারণেই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বেদান্তদর্শনের অধ্যাসভাষ্যে বলিয়াছেন—"যাহার উপর যাহা অধ্যস্ত (আরোপিত) হয় সেই আরোপিত পদার্থের অণুমাত্রও দোষে বা গুণে সেই অধিষ্ঠানটী সংস্পৃষ্ট হয় না"।৪—৪॥

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫ ॥

ভূতানি চ ন মৎস্থানি, মে ঐশ্বরং যোগং পশ্য ; মম আত্মা ভূতভৃৎ ভূতভাবনঃ চ ন ভূতস্থঃ অর্থাৎ ভূতগণ আবার আমাতে অবস্থিতও নহে ; আমার ঐশ্বরিক কৌশল দর্শন কর ; আমি যাবতীয় ভূতগণের ধারক ও পালক, তথাপি আমি ভূতস্থ নহি ॥৫

অতএব দিবিষ্ঠ ইবাদিত্যে কল্পিতানি জলচলনাদীনি, ময়ি কল্পিতানি ভূতানি পরমার্থতো ময়ি ন সন্তি। ত্বমর্জ্জুনঃ প্রাকৃতীং মনুষ্যবুদ্ধিং হিত্বা পশ্য পর্য্যালোচয় মে যোগং প্রভাবমৈশ্বরং অঘটনঘটনচাতুর্য্যং মায়াবিন ইব মমাবলোকয়েত্যর্থঃ।১ নাহং কস্যচিদাধেয়ো নাপি কস্যচিদাধারস্তথাপ্যহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ময়ি চ সর্ব্বাণি ভূতানীতি মহতীয়ং মায়া। যতো ভূতানি সর্ব্বাণি কার্য্যাণ্যুপাদানতয়া বিভর্ত্তি ধারয়তি পোষয়তীতি চ ভূতভৃৎ, ভূতানি সর্ব্বাণি কর্ত্তৃতয়োৎপাদয়তীতি ভূতভাবনঃ।৩ এবমভিন্ননিমিত্তোপাদানভূতোঽপি মমাত্মা মম পরমার্থস্বরূপভূতঃ সচ্চিদানন্দঘনোঽসঙ্গাদ্বিতীয়স্বরূপত্বান্ন ভূতস্থঃ পরমার্থতো ন

ভাবপ্রকাশ—এই শ্লোক হইতে পূর্ব্বে যে জ্ঞানের প্রশংসা করিয়াছেন শ্রীভগবান্ সেই পরমজ্ঞানের কথা বলিতেছেন। এই শ্লোকে এবং পরবর্ত্তী শ্লোকে পরমতত্ত্বের স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। সর্ব্বোত্তম জ্ঞানে পরমতত্ত্বের এই স্বরূপ প্রকাশিত হয়। পরম তত্ত্বের স্বরূপের এমন সুন্দর বর্ণনা সকল দেশের শাস্ত্রেই বিরল। শ্রীভগবান্ই যে সকল বস্তুর আশ্রয় ও আধার, তাঁহাতেই যে সকল বস্তু অবস্থিত, তিনি ভিন্ন যে জগতের অন্য কারণ নাই—তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। সকল বস্তুর মূলে অব্যক্তরূপে শ্রীভগবান্ রহিয়াছেন—এই অনুভবই পরম জ্ঞান।৪

অনুবাদ—আর এই কারণেই,—শরাবাদিস্থ জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য সেই জলের কম্পনে কম্পিত হইলেও আকাশস্থিত সূর্য্যে যেমন জলজনিত কম্পন নাই সেইরূপ আমার উপর যে সমস্ত ভূতবর্গ (জগৎ) কল্পিত হইয়া রহিয়াছে পরমার্থতঃ তাহা আমাতে নাই। হে অর্জ্জুন! তুমি সাধারণ মনুষ্যের প্রাকৃত বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া আমার ঐশ্বরযোগ অর্থাৎ অঘটনঘটনচাতুর্য্য দেখ, পর্য্যালোচনা কর অর্থাৎ আমাকে মায়াবীর ন্যায় অবলোকন কর।১ অভিপ্রায় এই যে আমি কাহারও আধেয় নহি অথবা কাহারও আধারও নহি, তথাপি আমি সমস্ত ভূতবর্গের মধ্যে রহিয়াছি এবং সমস্ত ভূতবর্গও আমাতে রহিয়াছে, এ আমার মহতী মায়া।২ কারণ, যাহা উপাদান কারণ বলিয়া সমস্ত ভতবর্গকে ভরণ করে, ধারণ করে বা পোষণ করে তাহা **ভূতভৃৎ** ; এবং যাহা কর্ত্তৃরূপে সমস্ত ভূতের উৎপাদন করে তাহা **ভূতভাবন** ; এইরূপে আমার আত্মা অর্থাৎ আমি, ভূতভৃৎ এবং ভূতভাবন।৩ আমার আত্মা অর্থাৎ পরমার্থস্বরূপ সচ্চিদানন্দ-ঘন আমি এইরূপে জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদান হইলেও অর্থাৎ একই আমি জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ দুইই হইলেও **ন চ ভূতস্থঃ**=আমি পরমার্থতঃ ভূতগণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত নহি, কারণ আমি অসঙ্গ অদ্বিতীয়স্বরূপ। (অভিপ্রায় এই যে আমি অসঙ্গ বলিয়া কাহারও উপরে থাকিয়া আধেয়তা সম্বন্ধ করিতে পারি না ; আবার আমি অদ্বিতীয়—সজাতীয়

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্‌।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬ ॥

বায়ুঃ সর্ব্বত্রগঃ মহান্‌ যথা নিত্যম্‌ আকাশস্থিতঃ তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানি ইতি উপধারয় অর্থাৎ সর্ব্বত্রগামী মহাবেগবান্‌ বায়ু যেমন সতত আকাশে অবস্থিতি করে, ভূতগণও তদ্রূপ আমাতে স্থিত—ইহাই জানিও।৬

ভূতসম্বন্ধী, স্বপ্নদৃগিব ন পরমার্থতঃ স্বকল্পিতসম্বন্ধীত্যর্থঃ। মমাত্মেতি রাহোঃ শির ইতিবৎ ভেদকল্পনয়া ষষ্ঠী ॥ ৪—৫ ॥

অসংশ্লিষ্টয়োরপ্যাধারাধেয়ভাবং দৃষ্টান্তেনাহ যথেতি। যথৈবাসঙ্গস্বভাবে আকাশে স্থিতো নিত্যং সর্ব্বদা উৎপত্তিস্থিতিসংহারকালেষু বাতীতি বায়ুঃ সর্ব্বদা চলনস্বভাবঃ—। অতএব সর্ব্বত্র গচ্ছতীতি সর্ব্বত্রগঃ, মহান্‌ পরিমাণতঃ এতাদৃশোঽপি ন কদাপ্যাকাশেন সহ সংস্পৃজ্যতে—। তথৈবাসঙ্গস্বভাবে ময়ি সংশ্লেষমন্তরেণৈব সর্ব্বাণি ভূতান্যাকাশাদীনি মহান্তি সর্ব্বত্রগানি চ স্থিতানীত্যুপধারয় বিমৃশ্যাবধারয় ॥ ৬ ॥

বিজাতীয় স্বগত দ্বৈতবিরহিত বলিয়া আমার আধার এবং আধেয়ও কিছু থাকিতে পারে না; ইহার দৃষ্টান্ত—) যেমন স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তি নিজকল্পিত স্বপ্নসৃষ্ট বিষয়ে সংসৃষ্ট হয় না। এখানে "মম আত্মা" এইস্থলে 'রাহুর শির' এইরূপ উক্তির ন্যায় ভেদকল্পনা করিয়া (কাল্পনিক ভেদ ধরিয়া) ষষ্ঠী বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে।৪—৫॥

ভাবপ্রকাশ—এই শ্লোকে পরম তত্ত্বের অসঙ্গত্ব ও নির্লেপভাবের বিষয় বলা হইতেছে। পরমাত্মার এমনই ঐশ্বর মহিমা যে তিনি সকল বস্তুর আশ্রয় হইলেও কোনও বস্তুই তাহাতে লেপ দিতে পারে না। এক দিক দিয়া দেখিলে পরমাত্মা সর্ব্বকারণ, সর্ব্বগুণাধার, সর্ব্বেশ্বর; আবার আর একদিক দিয়া দেখিলে, কিছুই তাঁহাতে নাই, তিনি নির্লেপ, নির্গুণ, অসঙ্গ। সকল বস্তু তাঁহাতে আরোপিত, তিনি অধিষ্ঠান সত্তা। আরোপিত বস্তু যেমন অধিষ্ঠান সত্তাতে কোনও লেপ বা স্পর্শ দিতে পারে না, তেমনি জাগতিক বস্তু নিচয় পরমে কোনও স্পর্শ দিতে পারে না। ইহাই পরমতত্ত্বের পরমরূপ—পরমতত্ত্বের পূর্ণজ্ঞান হইলে এই transcendent স্বরূপের অনুভব হয়। তিনি সকল জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, সকল জগৎ তাহাতে অবস্থিত—ইহা তাঁহার immanentরূপ। আবার তিনি জগৎকে অতিক্রম করিয়া আছেন, জগৎ তাঁহাকে স্পর্শই করিতে পারে না, জগৎ ব্যাপার বা সৃষ্টি ব্যাপার তাঁহাকে বিন্দুমাত্র লেপ দিতে পারে না,—ইহাই তাহার লোকোত্তর অতিক্রান্ত রূপ, ইহাই সেই transcendentরূপ, ইহাই তাঁহার স্বরূপ।৫

অনুবাদ—পরস্পর অসংশ্লিষ্ট বস্তুদ্বয়েরও যে আধার আধেয়ভাব হইতে পারে তাহা দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইতেছেন—যাহা বহিয়া থাকে তাহার নাম বায়ু; বায়ু সর্ব্বদা চঞ্চল স্বভাব; আর এই কারণেই তাহা সর্ব্বত্র গমন করে বলিয়া সর্ব্বত্রগ এবং তাহা পরিমাণতঃ মহান্‌। বায়ু এতাদৃশ হইলেও অসঙ্গ-স্বভাব (যাহা কাহারও সহিত সংশ্লিষ্ট হয় না তাদৃশ) আকাশে অবস্থিত হইয়াও এবং তাহা নিত্য অর্থাৎ (জগতের) উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারকালেও বহিতে থাকিলেও তাহা যেমন আকাশের সহিত

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্ব্বশাৎ ॥ ৮ ॥

হে কৌন্তেয়! কল্পক্ষয়ে সর্ব্বাণি ভূতানি মামিকাং প্রকৃতিং যান্তি ; পুনঃ কল্পাদৌ তানি বিসৃজামি অর্থাৎ হে কৌন্তেয়! প্রলয়সময়ে এই ভূতসমুদয় আমার প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকে ; পুনরায় সৃষ্টিসময়ে আমি তাহাদিগকে সৃষ্টি করি ॥৭

স্বাং প্রকৃতিম্ অবষ্টভ্য প্রকৃতেঃ বশাৎ অবশং ইমং কৃৎস্নং ভূতগ্রামং পুনঃ পুনঃ বিসৃজামি অর্থাৎ আমি স্বাধীনা প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া তাহারই প্রভাবে কর্ম্মাদি-পরবশ নিখিল স্থাবরজঙ্গমাদি ভূতসমূহ বারংবার সৃষ্টি করি ॥৮

এবমুৎপত্তিকালে স্থিতিকালে চ কল্পিতেন প্রপঞ্চেনাসঙ্গস্যাত্মনোঽসংশ্লেষমুক্ত্বা প্রলয়েঽপি তমাহ সর্ব্বেতি। সর্ব্বাণি ভূতানি কল্পক্ষয়ে প্রলয়কালে মামিকাং মচ্ছক্তিত্বেন কল্পিতাং প্রকৃতিং ত্রিগুণাত্মিকাং মায়াং স্বকারণভূতাং যান্তি তত্রৈব সূক্ষ্মরূপেণ লীয়ন্ত ইত্যর্থঃ। হে কৌন্তেয়েত্যুক্তার্থম্। পুনস্তানি কল্পাদৌ সর্গকালে বিসৃজামি প্রকৃতাববিভাগাপন্নানি বিভাগেন ব্যনজ্মি অহং সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিরীশ্বরঃ ॥ ৭ ॥

কিং নিমিত্তা পরমেশ্বরস্যেয়ং সৃষ্টিঃ? ন তাবৎ স্বভোগার্থা, তস্য সর্ব্ব-সাক্ষিভূতচৈতন্যমাত্রস্য ভোক্তৃত্বাভাবাত্তথাত্বে বা সংসারিত্বেনেশ্বরত্বব্যাঘাতাৎ।১ নাপ্যন্যো

সংস্পৃষ্ট হয় না, ঠিক সেইরূপ আকাশাদি মহৎ অর্থাৎ সর্ব্বত্রগ ভূতসকল অসঙ্গস্বভাব আমাতে (পরমেশ্বরে) সংশ্লিষ্টতা বিনাই অবস্থিত রহিয়াছে, ইহা তুমি **উপধারয়**=উপধারণ কর অর্থাৎ বিবেচনাপূর্ব্বক অবধারণ করিও।৬।

ভাবপ্রকাশ—অসঙ্গ হইয়াও আধার হইতে পারে—তাহার লৌকিক দৃষ্টান্ত দিতেছেন। আকাশ বায়ুর আধার হইয়াও অসংশ্লিষ্ট থাকে।৬

অনুবাদ—এইরূপে, কল্পিত প্রপঞ্চের উৎপত্তিকালে এবং স্থিতিকালেও তাহার সহিত পরমাত্মার যে কোনপ্রকার সংশ্লেষ হয় না তাহা বলিয়া প্রলয়কালেও যে তাহা (সংশ্লেষ) হয় না তাহাই বলিতেছেন—হে কুন্তীনন্দন! **কল্পক্ষয়ে**=প্রলয়কালে **সর্ব্বাণি ভূতানি**=সমস্ত ভূতবর্গই **মামিকাং প্রকৃতিম্**=আমার শক্তিরূপে যাহা কল্পিত স্ব স্ব কারণভূত ত্রিগুণাত্মিকা সেই মায়াতে **যান্তি**=প্রয়াণ করে অর্থাৎ তন্মধ্যেই সূক্ষ্মরূপে প্রলীন হয়। 'কৌন্তেয়' এইরূপ সম্বোধন করিবার অর্থ কি তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আবার **কল্পাদৌ**=সৃষ্টিকালে **অহম্**=আমি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি ঈশ্বরই **বিসৃজামি**=পূর্ব্বে যেগুলি প্রকৃতিমধ্যে অবিভক্তরূপে ছিল সেগুলিকে বিভক্ত করিয়া অভিব্যক্ত করিয়া দিই।৭॥

অনুবাদ—পরমেশ্বরের এই যে সৃষ্টি ইহার নিমিত্ত কি অর্থাৎ কোন্ উদ্দেশ্য ইহার নিমিত্ত বা প্রয়োজক?—কি উদ্দেশ্যে পরমেশ্বর এই সৃষ্টি করিয়াছেন? তিনি যে নিজের ভোগের জন্য সৃষ্টি

ভোক্তা যদর্থেয়ং সৃষ্টিঃ চেতনান্তরাভাবাৎ, ঈশ্বরস্যৈব সর্ব্বত্র জীবরূপেণ স্থিতত্বাৎ, অচেতনস্য চাভোক্তৃত্বাৎ।২ অতএব নাপবর্গার্থাপি সৃষ্টিঃ, বন্ধাভাবাদপবর্গবিরোধিত্বাচ্চেত্যাদ্যনুপপত্তিঃ সৃষ্টের্মায়াময়ত্বং সাধয়ন্তী নাস্মাকং প্রতিকূলেতি ন পরিহর্ত্তব্যেত্যভিপ্রেত্য মায়াময়ত্বান্মিথ্যাত্বং প্রপঞ্চস্য বক্তুমারভতে ত্রিভিঃ প্রকৃতিমিতি।২ প্রকৃতিং মায়াখ্যামনির্ব্বচনীয়াং স্বাং স্বস্মিন্ কল্পিতামবষ্টভ্য স্বসত্তাস্ফূর্ত্তিভ্যাং

করিয়াছেন তাহা হইতে পারে না; কারণ তিনি সকলের সাক্ষিভূত শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ; কাজেই তাঁহার ভোক্তৃত্ব সম্ভবে না; আর যদি তাঁহার ভোক্তৃতা থাকে অর্থাৎ যদি তিনি ভোক্তা হন তাহা হইলে তিনি সংসারী হইয়া পড়েন এবং এরূপ হইলে তাঁহার ঈশ্বরত্বের ব্যাঘাত হইয়া পড়ে অর্থাৎ ভোক্তা হইয়া সংসারী হইলে আর তিনি ঈশ্বর হইতে পারিবেন না।১ আর অন্য কোন ভোক্তাও নাই যে তাহার ভোগের জন্য এই সৃষ্টি হইতেছে, কারণ ঈশ্বরাতিরিক্ত অন্য কোন চেতন পদার্থ ই নাই; যেহেতু ঈশ্বরই (মায়াবশতঃ) সর্ব্বত্র জীবরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন। আর অচেতন জড়বর্গ ভোক্তা হইতে পারে না।২ আর ঠিক এই সমস্ত কারণবশতই সৃষ্টিকে অপবর্গার্থকও বলা চলে না অর্থাৎ মোক্ষের জন্য যে সৃষ্টি হইতেছে তাহা বলা চলে না, কেন না পারমার্থিক বন্ধ বলিয়াই কিছু নাই; (আর যথাকথঞ্চিৎ বন্ধ স্বীকার করিলেও সৃষ্টি বন্ধের বিরোধী নহে যে তাহার নাশ করিয়া মোক্ষ ঘটাইবে, প্রত্যুত তাহা বন্ধের অনুকূল)। অধিক কি সৃষ্টি অপবর্গের জন্য হইতেই পারে না, যে হেতু ইহা অপবর্গের (মোক্ষের) বিরোধী। এইরূপে যে সৃষ্টির অনুপপত্তি অর্থাৎ অসঙ্গতি বা যুক্তিবিরোধিতা উপস্থিত হয় তাহা সৃষ্টির মায়াময়ত্বই প্রতিপন্ন করে; আর তাহাতে বৈদান্তিক আমাদের অনুকূলতা ছাড়া প্রতিকূলতা হয় না। কাজেই এইপ্রকার আপত্তি আমাদের (বেদান্তিগণের) পরিহরণীয় নহে অর্থাৎ উহার পরিহার বলা আমাদের অনাবশ্যক। [**তাৎপর্য্য**ঃ—উল্লিখিত যুক্তি অনুসারে সৃষ্টিকে ভোগার্থ কিংবা মোক্ষার্থ বলা চলে না, অথচ ইহার অপলাপও করা যায় না এবং ইহাতে অন্য কোন প্রয়োজনও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না যাহা পুরুষার্থপর্য্যবসায়ী হয়; কারণ, হয় ভুক্তি নয় মুক্তিই পুরুষের কাম্য হইয়া থাকে। যাহা এই দুইটীর বহির্ভূত তাহা অপুরুষার্থ। এই কারণে সৃষ্টিকে মায়াময় না বলিয়া আর উপায় নাই। মায়ার কার্য্যে কোন প্রয়োজন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; রজ্জুতে সর্প ভ্রম, মরুতে মরীচিকাভ্রম কেন হইল অর্থাৎ ইহার প্রয়োজন কি তাহা কি কেহ নির্ণয় করিতে পারেন, না তাহার জন্য চেষ্টা করেন? অথচ তাহা হইয়াছে বলিয়া তাহার অপলাপও করা যায় না। এই কারণেই ত তাহাকে মায়িক বলা হয়; সৃষ্টি সম্বন্ধেও তাহাই বুঝিতে হইবে। এই জন্য পূর্ব্বাচার্য্যগণ বলিয়া গিয়াছেন "নহি মায়ায়াং প্রয়োজনং কিঞ্চিৎ পশ্যামঃ" —"গভীর গবেষণা করিলেও মায়ার কার্য্য মধ্যে কোনও প্রয়োজন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।" এইজন্য পূজ্যপাদ গৌড়পাদাচার্য্য মাণ্ডূক্যকারিকায় বলিয়াছেন—"ভোগার্থং সৃষ্টি রিত্যন্যে ক্রীড়ার্থমিতি চাপরে। দেবস্যৈষ স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা।" অর্থাৎ,—কেহ কেহ বলেন সৃষ্টি ঈশ্বরের ভোগের জন্য অর্থাৎ ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব প্রকাশের নিমিত্ত, আবার কেহ কেহ বলেন সৃষ্টি তাঁহার ক্রীড়ার জন্য; বস্তুগত্যা কিন্তু তিনি যখন আপ্তকাম (পরিপূর্ণ কাম) তখন

ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥ ৯ ॥

হে ধনঞ্জয়! তেষু কর্ম্মসু অসক্তম্ উদাসীনবৎ আসীনং মাং তানি কর্ম্মাণি ন নিবধ্নন্তি :অর্থাৎ হে ধনঞ্জয়! সেই সকল সৃষ্ট্যাদি কর্ম্ম উদাসীনবৎ অবস্থিত আমাকে আবদ্ধ করিতে পারে না; কারণ আমি অনাসক্ত ॥৯

দৃঢ়ীকৃত্য তস্যাঃ প্রকৃতের্মায়ায়া বশাদবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশকারণাবরণবিশেষাত্মক-শক্তিপ্রভাবাজ্জায়মানমিমং সর্ব্বপ্রমাণসন্নিধাপিতং ভূতগ্রামমাকাশাদিভূতসমুদায়মহং মায়াবীব পুনঃ পুনর্ব্বিসৃজামি বিবিধং সৃজামি কল্পনামাত্রেণ স্বপ্নদৃগিব স্বাপ্ন-প্রপঞ্চম্ ॥ ৩—৮ ॥

অতঃ—নচ নৈব সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াখ্যানি তানি মায়াবিনেব স্বপ্নদৃশেব চ ময়া ক্রিয়মাণানি মাং নিবধ্নন্তি অনুগ্রহনিগ্রহাভ্যাং ন সুকৃতদুষ্কৃতভাগিনং কুর্ব্বন্তি মিথ্যা-

তাঁহার স্পৃহা থাকিতে পারে না; কাজেই ভোগ, ঈশ্বরত্বখ্যাপন অথবা ক্রীড়া কোনটীকেই সৃষ্টির প্রয়োজন বলা সমীচীন নহে। উহাদের একটী পক্ষও স্বীকার করিতে হইলে মায়ার আশ্রয় লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। কাজেই সৃষ্টি তাঁহার স্বভাব অর্থাৎ স্বশক্তি মায়ার অঘটনঘটনপটীয়স্ত্ব ছাড়া আর কি হইতে পারে? সুতরাং সাংখ্যেরা যে বলেন পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ সম্পাদন করাই সৃষ্টির প্রয়োজন তাহা সঙ্গত নহে। কাজেই উক্তপ্রকারের অসামঞ্জস্যে সৃষ্টির মায়াময়ত্ব এবং সেই কারণেই তাহার মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হয়। আর তাহা আমাদের (বেদান্তিগণের) সিদ্ধান্তের প্রতিকূল নহে বলিয়া উহার পরিহার করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে, কারণ উক্তপ্রকারে সৃষ্টির মায়াময়ত্ব এবং মিথ্যাত্ব বেদান্ত সিদ্ধান্ত সম্মত।] এইরূপ অভিপ্রায় লইয়া "প্রকৃতিম্" ইত্যাদি সন্দর্ভে আরম্ভ করিয়া তিনটী শ্লোকে ভগবান্ প্রপঞ্চ মায়াময় বলিয়া মিথ্যা, (এইরূপে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব) প্রতিপাদন করিবার উপক্রম করিতেছেন।২ **স্বাংপ্রকৃতিম্**=আমার নিজের উপরেই কল্পিত মায়ানামক অনির্ব্বচনীয় প্রকৃতিকে **অবষ্টভ্য**—নিজ সত্তা এবং নিজ স্ফুরণ প্রভাবে দৃঢ় করিয়া সেই **প্রকৃতেঃ বশাৎ**=মায়ার বশে অর্থাৎ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশের কারণস্বরূপ আবরণ ও বিক্ষেপশক্তির প্রভাবে উৎপদ্যমান **ইমং**=যাহা সর্ব্বপ্রমাণ দ্বারা উল্লিখিত হইয়া থাকে সেই—এই **ভূতগ্রামম্**—আকাশাদি রূপ যে ভূতবর্গ তৎসমুদয়কে আমি মায়াবীর ন্যায় (ঐন্দ্রজালিকের ন্যায়) পুনঃ পুনঃ বিসৃজামি কেবল কল্পনা দ্বারাই (ইচ্ছা প্রভাবেই) বিবিধপ্রকারে সৃষ্টি করি, স্বপ্নদর্শী ব্যক্তি যেমন স্বপ্নপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করিয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে ঐন্দ্রজালিক যেমন নিজ ইচ্ছাপ্রভাবে জনগণ সমক্ষে বিবিধ ঐন্দ্রজালিক সৃষ্টি করে, কিংবা স্বপ্নদর্শী ব্যক্তি যেমন স্বপ্নদশায় কেবল কল্পনা বলেই বহুবিধ সৃষ্টি করে এবং তাহারাই সেই সেই সৃষ্টির কর্ত্তা সেইরূপ আমিও কেবল কল্পনাবশে মায়াশক্তিতে এই মহৎ ইন্দ্রজালরূপ বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকি।৩—৮॥

অনুবাদ—অতএব হে ধনঞ্জয়! মায়াবী অথবা স্বপ্নদর্শীর ন্যায় আমাকর্ত্তৃক যে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সাধিত হয় সেইগুলি আমায় আবদ্ধ করিতে পারে না অর্থাৎ অনুগ্রহ অথবা নিগ্রহ করিয়া

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥ ১০ ॥

অধ্যক্ষেণ ময়া প্রকৃতিঃ সচরাচরং সূয়তে হে কৌন্তেয়, অনেন হেতুনা ইদং জগৎ বিপরিবর্ত্ততে অর্থাৎ হে কৌন্তেয়! আমার অধিষ্ঠান বশতঃ প্রকৃতি এই সচরাচর জগৎ প্রসব করিয়া থাকেন এবং এই হেতুবশতঃই জগৎ এইরূপে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয়॥১০

ভূতত্বাৎ।১ হে ধনঞ্জয়!—যুধিষ্ঠিররাজসূয়ার্থং সর্ব্বান্ রাজ্ঞো জিত্বা ধনমাহৃতবানিতি মহান্ প্রভাবঃ সূচিতঃ প্রোৎসাহার্থম্।২ তানি কর্ম্মাণি কুতো ন বধ্নন্তি? তত্রাহ— উদাসীনবদাসীনম্ যথা কশ্চিদুপেক্ষকো দ্বয়োর্ব্বিবদমানয়োর্জ্জয়াসংসর্গী তৎকৃতহর্ষবিষাদাভ্যামসংস্পৃষ্টো নির্ব্বিকার আস্তে, তদ্বন্নির্ব্বিকারতয়াসীনং; দ্বয়োর্ব্বিবদমানয়োরিহাভাবাদুপেক্ষকত্বমাত্রসাধর্ম্ম্যেণ বতিপ্রত্যয়ঃ।৩ অতএব নির্ব্বিকারত্বাত্তেষু সৃষ্ট্যাদিকর্ম্মস্বসক্তং অহং করোমীত্যভিমানলক্ষণেন সঙ্গেন রহিতং মাং ন নিবধ্নন্তি কর্ম্মাণীতি যুক্তমেব।৪ অন্যস্যাপি হি কর্ত্তৃত্বাভাবে ফলসঙ্গাভাবে চ কর্ম্মাণি ন বন্ধকারণানীত্যুক্তমনেন, তদুভয়সত্ত্বে তু কোশকার ইব কর্ম্মভির্ব্বধ্যতে মূঢ় ইত্যভিপ্রায়॥ ৫—৯ ॥

সেগুলি আমাকে পাপ পুণ্যের ভাগী করিতে পারে না, কারণ সেইগুলি স্বরূপতঃ মিথ্যা।১ 'হে ধনঞ্জয়' এই প্রকার সম্বোধন করিবার অভিপ্রায় এই যে, 'তুমি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের নিমিত্ত সকল রাজগণকেই জয় করিয়া ধন সংগ্রহ করিয়াছিলে বলিয়া তুমি মহাপ্রভাব হইতেছ'; এইরূপে অর্জ্জুনকে প্রোৎসাহিত করা হইল।২ সেই সমস্ত কর্ম্ম যে তোমায় নিবদ্ধ করে না ইহার কারণ কি? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—(যেহেতু আমি) **উদাসীনবৎ আসীন**;—যেমন দুইজন লোকে কলহ করিতে থাকিলে তাহাদের জয়ে বা পরাজয়ে অসংশ্লিষ্ট কোনও উপেক্ষক ব্যক্তি তাহাদের হর্ষে বা বিষাদে লিপ্ত না হইয়া নির্ব্বিকারচিত্তে বসিয়া থাকে আমিও সেইরূপ নির্ব্বিকারভাবে আসীন। তবে এখানে সেরূপ বিবদমান দুইটী লোক ত আর নাই; কাজেই কেবলমাত্র উপেক্ষকত্বরূপ সাধর্ম্ম্য থাকায় অর্থাৎ তথায় সেই তৃতীয় ব্যক্তিতে যেমন উপেক্ষকত্ব থাকে এখানেও আমাতে সেইরূপ উপেক্ষকতা রহিয়াছে;—এই অংশে এখানে সাধর্ম্ম্য (সাদৃশ্য) থাকায় 'উদাসীনবৎ' এস্থলে সাদৃশ্যার্থক 'বতি' প্রত্যয় হইয়াছে।৩ আর এই কারণে আমি নির্ব্বিকার বলিয়া সেই সৃষ্টি আদি কর্ম্মে আমি অসক্ত অর্থাৎ আমি সংশ্লিষ্ট নহি; অর্থাৎ 'আমি করিতেছি' ইত্যাকার অভিমানাত্মক সঙ্গ আমার নাই; কাজেই কর্ম্ম সকল আমাকে যে আবদ্ধ করিতে পারে না তাহা ত সঙ্গতই বটে।৪ এইরূপে এই সন্দর্ভে ইহাও বলা হইল যে অন্য কোন ব্যক্তিরও যদি এইপ্রকারে কর্ত্তৃত্বাভাব এবং ফলসঙ্গাভাব হয় অর্থাৎ কর্ম্ম করিয়াও 'আমি ইহার কর্ত্তা নহি এবং আমি ইহার ফলভোক্তাও নহি' এইরূপ বোধোদয় হয় তাহা হইলে তাহার পক্ষেও কর্ম্ম সকল বন্ধের হেতু হয় না; পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির ঐ উভয় প্রকার অভিমান আছে সেই মূঢ় ব্যক্তি কোষকারের ন্যায় (গুটিপোকার মত স্বকৃত) কর্ম্মজালে বদ্ধ হয়, ইহাই অভিপ্রায়।৫—৯॥

ভাবপ্রকাশ—শ্রীভগবান্ জগৎকে যেমন অসঙ্গভাবে এখন ধারণ করিয়া আছেন, তেমনি সৃষ্টি ও প্রলয়কালেও শ্রীভগবান্ অসঙ্গভাবেই ঐসব কর্ম্ম করিয়া থাকেন।৭—৯

ভূতগ্রামমিমং বিসৃজাম্যুদাসীনবদাসীনমিতি চ পরস্পরবিরুদ্ধমিতি শঙ্কাপরিহারার্থং পুনর্ম্মায়াময়ত্বমেব প্রকটয়তি ময়েতি।১ ময়া সর্ব্বতোদৃশিমাত্রস্বরূপেণাবিক্রিয়েণাধ্যক্ষেণ নিয়ন্ত্রা ভাসকেনাবভাসিতা প্রকৃতিঃ ত্রিগুণাত্মিকা সত্ত্বাসত্ত্বাদিভিরনির্ব্বাচ্যা মায়া সূয়তে উৎপাদয়তি সচরাচরং জগৎ,: মায়াবিনাধিষ্ঠিতেব মায়াকল্পিতগজতুরগাদিকম্ ন ত্বহং সকার্য্যমায়াভাসনমন্তরেণ করোমি ব্যাপারান্তরম্।২ হেতুনা নিমিত্তেনানেনাধ্যক্ষত্বেন হে কৌন্তেয়! জগৎ সচরাচরং বিপরিবর্ত্ততে বিবিধং পরিবর্ত্ততে জন্মাদিবিনাশান্তং বিকারজাতমনবরতমাসাদয়তীত্যর্থঃ অতো ভাসকত্বমাত্রেণ ব্যাপারেণ বিসৃজামীত্যুক্তম্।৩ তাবতা চাদিত্যাদেরিব কর্ত্তৃত্বাভাবাদুদাসীনবদাসীনমিত্যুক্তমিতি ন বিরোধঃ। তদুক্তম্, —"অস্য দ্বৈতেন্দ্রজালস্য যদুপাদানকারণম্ অজ্ঞানং তদুপাশ্রিত্য ব্রহ্ম কারণমুচ্যতে" ॥— ইতি শ্রুতিস্মৃতিবাদাশ্চাত্রার্থে সহস্রশ উদাহার্য্যাঃ ॥ ৪—১০ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে আমি এই ভূতগ্রামকে বিবিধপ্রকারে সৃষ্টি করিয়া থাকি আবার এখন বলা হইল যে আমি উদাসীনের ন্যায় থাকি; এই প্রকারের দুইটী উক্তি ত পরস্পর বিরুদ্ধ,—এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে; ইহার পরিহারের জন্য "ময়া" ইত্যাদি শ্লোকে পুনর্ব্বার সৃষ্টির মায়াময়ত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন।১ **অধ্যক্ষেণ**=অধ্যক্ষ অর্থ নিয়ন্তা; **ময়া**=আমাকর্ত্তৃক; অর্থাৎ অবিক্রিয় দৃশিমাত্র স্বরূপ (চিন্মাত্র স্বরূপ) সর্ব্বপ্রকাশক নিয়ন্তা আমা কর্ত্তৃক অবভাসিত হইয়া **প্রকৃতিঃ**=সংরূপে এবং অসংরূপে যাহাকে নিরূপণ করা যায় না সেই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া, মায়াবী ঐন্দ্রজালিক কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত অর্থাৎ প্রেরিত মায়া যেমন হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি উৎপাদন করে সেইরূপে এই **সচরাচরং**=চরাচরাত্মক জগৎ **সূয়তে**=উৎপাদন করিতেছে; আমি কিন্তু মায়া এবং মায়ার কার্য্যের প্রকাশ সাধন ছাড়া অন্য কোন ব্যাপার (কর্ম্ম) করি না অর্থাৎ আমি যে তাহাদের প্রকাশসাধনরূপ কর্ম্ম করি তাহাও নহে কিন্তু সেগুলি প্রকাশস্বরূপ আমার উপর কল্পিত বলিয়া আমারই প্রকাশে সেই মায়া এবং মায়ার কার্য্যজাত প্রকাশ পাইয়া থাকে।২ হে কৌন্তেয়! **অনেন হেতুনা**=আমার অধ্যক্ষতা অর্থাৎ প্রেরকতারূপ এই যে হেতু ইহারই জন্য **জগৎ**=এই সচরাচর জগৎ **বিপরিবর্ত্ততে**=বিপরিবর্ত্তিত হয়, বিবিধ প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে অর্থাৎ অনবরত জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মরণান্ত বিকার ধারা (ছয় প্রকার বিকার) প্রাপ্ত হয়।৩ অতএব (এই কারণে) কেবলমাত্র প্রকাশত্বরূপ (কল্পিত) ব্যাপার অনুসারেই বলিয়াছি যে আমি ইহাদিগকে বিবিধ প্রকারে সৃষ্টি করি। আর তাহাতেই সূর্য্য জগৎ প্রকাশ করিতেছে বলিলেও যেমন প্রকৃতপক্ষে সূর্য্যের কর্ত্তৃত্ব হয় না (কারণ সূর্য্য প্রকাশস্বভাব, প্রকাশরূপে বিরাজমান; তাহারই ফলে জগতের প্রকাশ হইয়া যাইতেছে); সেইরূপ আমারও বাস্তবিক কর্ত্তৃত্ব নাই; এইজন্যই বলিয়াছি—"উদাসীনবৎ আসীনম্"। এইরূপ হইলে পর আর উক্ত উক্তিদ্বয়ের মধ্যে কোন বিরোধ থাকিল না। এইরূপ কথিত আছে যথা—"এই দ্বৈতপ্রপঞ্চরূপ ইন্দ্রজালের উপাদান কারণ স্বরূপ যে অজ্ঞান তাহাকে অপেক্ষা করিয়াই ব্রহ্মকে কারণ বলা হয় অর্থাৎ মায়াই জগতের উপাদান কিন্তু ব্রহ্ম সেই মায়ার অধিষ্ঠান, ব্রহ্ম বিনা মায়ার সত্তা এবং প্রকাশ উভয়ই অসম্ভব হয়

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১ ॥
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২ ॥

মোহিনীং রাক্ষসীং আসুরীং চ প্রকৃতিমেব শ্রিতাঃ মোঘাশাঃ মোঘকর্ম্মাণঃ মোঘজ্ঞানাঃ বিচেতসঃ ভূতমহেশ্বরং মম পরং ভাবম্ অজানন্তঃ মূঢ়াঃ মানুষীং তনুম্ আশ্রিতং মাম্ অবজানন্তি অর্থাৎ নিষ্ফলাশাবিশিষ্ট নিষ্ফলকর্ম্মা, এবং বৃথা জ্ঞানী ও বিক্ষিপ্ত চিত্ত ব্যক্তিগণ বুদ্ধিভ্রংশকরী রাক্ষসী, আসুরী প্রকৃতি প্রাপ্ত হওয়ায় ঐ সকল মূঢ়গণ আমার সর্ব্বভূত-মহেশ্বর পরমভাব বিদিত হইতে না পারিয়া আমার মানবমূর্ত্তিতে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া থাকে ॥১১-১২

এবং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্ব্বজন্তূনামাত্মানমানন্দঘনমনন্তমপি সন্তম্—অবজানন্তি মাং সাক্ষাদীশ্বরোঽয়মিতি নাদ্রিয়ন্তে নিন্দন্তি বা মূঢ়া অবিবেকিনো জনাঃ। তেষামবজ্ঞাহেতুং ভ্রমং সূচয়তি মানুষীং তনুমাশ্রিতং—মনুষ্যতয়া প্রতীয়মানাং মূর্ত্তিমাত্মেচ্ছয়া ভক্তানুগ্রহার্থং গৃহীতবন্তং মনুষ্যতয়া প্রতীয়মানেন দেহেন ব্যবহরন্তমিতি যাবৎ। ততশ্চ মনুষ্যোঽয়মিতি ভ্রান্ত্যাচ্ছাদিতান্তঃকরণাঃ মম পরং ভাবং প্রকৃষ্টং পারমার্থিকং তত্ত্বং সর্ব্বভূতানাং মহান্তমীশ্বরমজানন্তো যন্নাদ্রিয়ন্তে নিন্দন্তি বা তদনুরূপমেব মূঢ়ত্বস্য ॥ ১১ ॥

বলিয়া ব্রহ্মকে জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ বলা হয়।" এ বিষয়ে শ্রুতি ও স্মৃতির হাজার হাজার (অসংখ্য) বচন উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।৪—১০॥

ভাবপ্রকাশ—প্রকৃতিই সব কর্ম্মের কর্ত্রী—কর্ম্মের যাহা কিছু লেপ তাহা প্রকৃতির মধ্যেই। শ্রীভগবান্ কেবল দ্রষ্টাভাবে, অধিষ্ঠাতা হইয়া, অবিক্রিয়ভাবে অবস্থান করেন; এই দ্রষ্টাভাবে অবস্থান হইতেই প্রকৃতির কার্য্য হইয়া থাকে। ইহা কেমন করিয়া হয় তাহা বুঝা কঠিন। ইহাই ঐশ্বরযোগ। ঈশ্বর ভূমিতে না উঠিলে কেমন করিয়া মাত্র সান্নিধ্য বা অধিষ্ঠান হইতে ব্যাপার বা কর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয় তাহা বুঝা যায় না।১০

অনুবাদ—এই প্রকারে আমি নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব সর্ব্বপ্রাণীর আত্মভূত এবং আনন্দঘন ও অনন্ত হইতেছি; তথাপি যে লোকে আমায় অবজ্ঞা করে তাহার কারণ,—**মূঢ়াঃ**=অবিবেকী ব্যক্তিরা **অবজানন্তি মাম্**=আমায় অবজ্ঞা করে অর্থাৎ ইনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর হইতেছেন এইরূপে আদর করে না, অথবা তাহারা কেবল আমার নিন্দাই করে। তাহারা যে অবজ্ঞা করে তাহার মূলে যে ভ্রম আছে তাহা সূচিত করিয়া দিবার জন্য বলিতেছেন **মানুষীং তনুম্ আশ্রিতম্**—সেই ভ্রমের হেতু হইতেছে এই যে আমি মানুষী মূর্ত্তি আশ্রয় করিয়া রহিয়াছি; ভক্তগণের উপর অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার জন্য আমি স্বেচ্ছায় মনুষ্যরূপে প্রতীয়মান মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া মনুষ্যরূপে প্রতীয়মান দেহের দ্বারা ব্যবহার করিতেছি (কাজেই অজ্ঞেরা আমায় সাধারণ মনুষ্য ভাবিয়া অবজ্ঞা করিতেছে)। এই হেতু 'ইনিও একজন সাধারণ মনুষ্য' এই প্রকার ভ্রমে অন্তঃকরণ আবৃত হওয়ায় তাহারা

তে চ ভগবদবজ্ঞাননিন্দনজনিতমহাদুরিতপ্রতিবদ্ধবুদ্ধয়ো নিরন্তরং নিরয়নিবাসার্হা এব—ঈশ্বরমন্তরেণ কর্ম্মাণ্যেব নঃ ফলং দাস্যন্তীত্যেবং রূপা মোঘা নিষ্ফলৈবাশা ফলপ্রার্থনা যেষাং তে।১ অতএবেশ্বরবিমুখত্বান্মোঘানি শ্রমমাত্ররূপাণ্যগ্নিহোত্রাদীনি কর্ম্মাণি যেষাং তে।২ তথা মোঘমীশ্বরাপ্রতিপাদককুতর্কশাস্ত্রজনিতং জ্ঞানং যেষাং তে।৩ কুত এবং ? যতো বিচেতসো ভগবদবজ্ঞানজনিতদুরিতপ্রতিবদ্ধবিবেকবিজ্ঞানাঃ।৪ কিঞ্চ তে ভগবদবজ্ঞানবশাৎ রাক্ষসীং তামসীং অবিহিতহিংসাহেতুদ্বেষপ্রধানাং আসুরীং চ রাজসীং শাস্ত্রানভ্যনুজ্ঞাতবিষয়ভোগহেতুরাগপ্রধানাং চ মোহিনীং শাস্ত্রীয়জ্ঞানভ্রংশহেতুং প্রকৃতিং স্বভাবমাশ্রিতা এব ভবন্তি।৫ ততশ্চ "ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ। কামক্রোধস্তথা লোভঃ" ইত্যুক্তনরকদ্বারভাগিতয়া নরকযাতনামেব তে সততমনুভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৬—১২ ॥

আমার **পরং ভাবং** অর্থাৎ পারমার্থিক তত্ত্ব—অর্থাৎ আমি যে সর্ব্বজীবের মহান্ ঈশ্বর হইতেছি এই পারমার্থিক তত্ত্ব **অজানন্তঃ**=না জানিয়া লোকে যে আমার অনাদর করে অথবা নিন্দা করে তাহা মূঢ়তার অনুরূপই বটে ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—আর সেই সমস্ত ব্যক্তি, ঈশ্বরের অবজ্ঞা ও নিন্দা করার জন্য মহৎ পাপে তাহাদের বুদ্ধি প্রতিবদ্ধ হওয়ায় তাহারা নিরন্তর নরকবাসেরই যোগ্য ; তাহাই "মোঘাশাঃ" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন। 'অনুষ্ঠিত কর্ম্মসকল ঈশ্বর বিনাই আমাদের ফল দান করিবে' এই প্রকারের মোঘা অর্থাৎ নিষ্কাম হইয়াছে আশা অর্থাৎ ফলপ্রার্থনা যাহাদের তাহারা **মোঘাশাঃ**।১ আর এইরূপে ঈশ্বরবিমুখ হওয়ায় তাহারা **মোঘকর্ম্মাণঃ**,—মোঘ অর্থাৎ কেবলমাত্র পরিশ্রমসার হইয়াছে কর্ম্ম অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদিরূপ কর্ম্ম যাহাদের তাহারা মোঘকর্ম্মা। ২ আর তাহারা **মোঘজ্ঞানাঃ** ;—মোঘ অর্থাৎ ঈশ্বরের অপ্রতিপাদক (ঈশ্বরের সত্তা অপ্রমাণিত করিবার জন্য প্রযুক্ত) যে কুতর্কশাস্ত্র অর্থাৎ অসৎ-তর্কজাল তাহাতে মোঘ (বিফল) হইয়াছে জ্ঞান যাহাদের তাহারা মোঘজ্ঞান ।৩ তাহাদের এরূপ হইবার কারণ কি ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—**বিচেতসঃ** ;—যেহেতু তাহারা বিচেতাঃ,—অর্থাৎ ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করার জন্য তাহাদের বিবেকবিজ্ঞান পাপে প্রতিবদ্ধ (আবৃত) হইয়া গিয়াছে।৪ অধিক কি ঈশ্বরের প্রতি অবজ্ঞাবশতঃ তাহারা রাক্ষসী এবং আসুরী মোহিনী প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। **রাক্ষসী প্রকৃতি** অর্থ—অবিহিত (বিধিশাস্ত্রাতিরিক্ত) হিংসার অনুষ্ঠান করায় তাহাদের প্রকৃতি দ্বেষপ্রধানা এবং তাহা তামসী (তমোগুণাভিভূত) হইয়া গিয়াছে। আর **আসুরী প্রকৃতি** বলিতে শাস্ত্রে যাহা অনুমোদিত হয় নাই তাদৃশ বিষয়ভোগজনক অনুরাগবহুল যে রাজসী (রজোগুণভিভূতা) প্রকৃতি তাহাই বুঝিতে হইবে। এই উভয় প্রকার প্রকৃতিই **মোহিনী** ;—যেহেতু উহারা শাস্ত্রীয় জ্ঞানভ্রংশের কারণ।৫ আর এই কারণে "কাম, ক্রোধ এবং লোভ এই তিনটী আত্মার নাশন অর্থাৎ অধোগতি প্রাপক নরকের তিনটী দ্বার হইতেছে" এই স্থলে যে নরকের কথা বলা হইয়াছে ঐ সমস্ত ব্যক্তি সেই নরকভোগী হয় বলিয়া তাহারা সতত নরকযাতনাই অনুভব করিয়া থাকে—ইহাই অভিপ্রায়। ৬—১২ ॥

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

হে পার্থ, তু দৈবীং প্রকৃতিম্ আশ্রিতাঃ মহাত্মানঃ অনন্যমনসঃ ভূতাদিম্ অব্যয়ং মাং জ্ঞাত্বা ভজন্তি অর্থাৎ হে পার্থ! পরন্তু দৈবী প্রকৃতি অবলম্বনকারী মহাত্মারা অনন্যচিত্ত হইয়া সর্ব্বভূতের কারণ ও অবিনশ্বর আমাকে জানিয়া উপাসনা করেন ॥১৩

ভগবদ্বিমুখানাং ফলকামনায়াস্তৎপ্রযুক্তস্য নিত্যনৈমিত্তিককাম্যকর্ম্মানুষ্ঠানস্য তৎপ্রযুক্তস্য শাস্ত্রীয়জ্ঞানস্য চ বৈয়র্থ্যাৎ পারলৌকিকফলতৎসাধনশূন্যাস্তে।১ নাপ্যৈহিকলৌকিকং কিঞ্চিৎ ফলমস্তি তেষাং বিবেকবিজ্ঞানশূন্যতয়া বিচেতসো হি তে। অতঃ সর্ব্বপুরুষার্থবাহ্যাঃ শোচ্যা এব সর্ব্বেষাং তে বরাকা—ইত্যুক্তম্। অধুনা কে সর্ব্বপুরুষার্থভাজোঽশোচ্যাঃ যে ভগবদেকশরণা ইত্যুচ্যতে—।২ মহাননেকজন্মকৃতসুকৃতৈঃ সংস্কৃতঃ ক্ষুদ্রকামাদ্যনভিভূত আত্মান্তঃকরণং যেষাং তেঽত এব "অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ" ইত্যাদিবক্ষ্যমাণাং দৈবীং সাত্ত্বিকীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ,—অত এবান্যস্মিন্মদ্ব্যতিরিক্তে নাস্তি মনো যেষাং তে ভূতাদিং সর্ব্বজগৎকারণমব্যয়মবিনাশিনং চ মামীশ্বরং জ্ঞাত্বা ভজন্তি সেবন্তে ॥৩—১৩॥

অনুবাদ—যাহারা ঈশ্বরবিমুখ তাহাদের ফলকামনা এবং তৎপ্রযুক্ত যে নিত্যনৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং তৎপ্রযুক্ত যে শাস্ত্রীয় জ্ঞান তৎসমস্তই বিফল; এই কারণে তাহারা পারলৌকিক ফল এবং তাহার সাধনবিরহিত। [অভিপ্রায় এই যে ফললাভ করিবার জন্য নিত্য, নৈমিত্তিক অথবা কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান আবশ্যক; কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইলে আবার শাস্ত্রীয় জ্ঞানও দরকার; ঈশ্বর-ভক্তিবিহীন শুষ্ক কর্ম্মিগণের উক্ত সবগুলিই ব্যর্থ হয় বলিয়া তাহাদের পারত্রিক শুভফলও নাই এবং যে সকল অনুষ্ঠান করিলে সেই ফললাভ হইবে সেগুলির অনুষ্ঠান করিলেও সেগুলি বিফল হয়; কাজেই সেগুলি না করারই সামিল]।১ আর তাহাদের ইহলোকেও কোন ফল নাই, যেহেতু তাহারা বিবেকবিজ্ঞানবিহীন বলিয়া বিচেতাঃ। এই কারণে সকল প্রকার পুরুষার্থের বহির্ভূত সেই সমস্ত বরাক ব্যক্তিরা সকলেরই শোকের (কৃপার) পাত্র,—ইহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে, কাহারা সকল-প্রকার পুরুষার্থভাগী এবং অশোচ্য, এইরূপ সন্দেহ হইলে তদুত্তরে বলিতেছেন—যাঁহারা একমাত্র ভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়াছেন তাঁহারাই অশোচ্য। তাহাই "মহাত্মানঃ" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন।২ যাঁহাদের আত্মা অর্থাৎ অন্তঃকরণ মহান্ অর্থাৎ অনেক জন্ম ধরিয়া পুণ্যানুষ্ঠান করায় সংস্কৃত হইয়াছে অর্থাৎ তাহা আর ক্ষুদ্রকামনায় অভিভূত হয় না, তাঁহারা **মহাত্মা**; এই কারণে তাঁহারা "অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ" ইত্যাদি সন্দর্ভে অগ্রে যাহা বলা হইবে সেই **দৈবী** অর্থাৎ সাত্ত্বিকী যে প্রকৃতি তাহা অবলম্বন করিয়াছেন; আর এই হেতু তাঁহারা **অনন্যমনাঃ** মদ্ব্যতিরিক্ত অন্য পদার্থে যাঁহাদের মন নাই, তাঁহারা সেরূপ হইয়াছেন। তাঁহারা **ভূতাদি** অর্থাৎ সর্ব্বজগতের কারণস্বরূপ **অব্যয়**—অবিনাশী আমাকে ঈশ্বরজ্ঞানে ভজনা করেন অর্থাৎ সেবা করেন। ৩—১৩॥

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪ ॥

সততং কীর্ত্তয়ন্তঃ দৃঢ়ব্রতাঃ যতন্তশ্চ ভক্ত্যা নমস্যন্তশ্চ নিত্যযুক্তাঃ মাম্ উপাসতে অর্থাৎ তাঁহারা নিরন্তর আমার নাম কীর্ত্তন পূর্ব্বক প্রযত্ন সহকারে দৃঢ়ব্রত হইয়া. ভক্তিসহকারে প্রণামপূর্ব্বক সর্ব্বদা অবহিত হইয়া আমার আরাধনা করেন ॥১৪

তে কেন প্রকারেণ ভজন্তীত্যুচ্যতে দ্বাভ্যাং সততমিতি। সততং সর্ব্বদা ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুমুপসৃত্য বেদান্তবাক্যবিচারেণ গুরূপসদনেতরকালে চ প্রণবজপোপনিষদাবর্ত্তনাদিভির্ম্মাং সর্ব্বোপনিষৎপ্রতিপাদ্যং ব্রহ্মস্বরূপং কীর্ত্তয়ন্তঃ বেদান্তশাস্ত্রাধ্যয়নরূপশ্রবণব্যাপারবিষয়ীকুর্ব্বন্ত ইতি যাবৎ—।১ তথা "যতন্তশ্চ" গুরুসন্নিধাবন্যত্র বা বেদান্তাবিরোধিতর্কানুসন্ধানেনাপ্রামাণ্যশঙ্কানাস্কন্দিতগুরূপদিষ্টমৎস্বরূপাবধারণায় যতমানাঃ শ্রবণনির্ধারিতার্থবাধশঙ্কাপনোদানুকূলতর্কানুসন্ধানরূপমননপরায়ণা ইতি যাবৎ।২ তথা "দৃঢ়ব্রতাঃ" দৃঢ়ানি প্রতিপক্ষৈশ্চালয়িতুমশক্যানি অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাদীনি

ভাবপ্রকাশ—যাহারা মোহগ্রস্ত, যাহারা অবিবেকী, যাহাদের প্রকৃতি আসুর এবং রাক্ষসভাবাপন্ন, তাহারা বিকৃতচেতা হয় এবং পরতত্ত্ব না জানিয়া ভগবান্‌কে মানুষ ভাবিয়া ভগবান্‌কে অবজ্ঞা করে। যাঁহাদের প্রকৃতি সাত্ত্বিক তাঁহারা কিন্তু ভগবান্‌কে অনন্যমনে ভজনা করেন। প্রকৃতি সাত্ত্বিক না হইলে শ্রীভগবানের তত্ত্ব ফুটে না। তত্ত্বের দর্শনই দর্শন; লৌকিক চক্ষে ভগবান্‌কে দেখিলেও মানুষ বলিয়া ভ্রম হয়।১১—১৩

অনুবাদ—তাঁহারা কি উপায়ে ভজনা (উপাসনা) করেন তাহাই দুইটী শ্লোকে বলিতেছেন—। ব্রহ্মনিষ্ঠ (ব্রহ্মপরায়ণ) গুরুর সমীপে উপগত হইয়া বেদান্তবাক্যের বিচার করতঃ এবং তদ্‌ভিন্ন অন্য সময়ে প্রণবজপ উপনিষদ্ আবৃত্তি প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা **সততং**=সর্ব্বদা **মাম্**=আমার বিষয় অর্থাৎ সকল উপনিষদেরই যাহা প্রতিপাদ্য সেই ব্রহ্মের স্বরূপ **কীর্ত্তয়ন্তঃ**=কীর্ত্তন করিয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহারা বেদান্তশাস্ত্রের অধ্যয়নরূপ যে শ্রবণ ব্যাপার (আত্মতত্ত্ব শ্রবণ ক্রিয়া) সেই ক্রিয়ার বিষয়ীভূত করেন (ফলিতার্থ এই যে তাঁহারা বেদান্তশাস্ত্র শ্রবণ দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপ নির্ণয়ে তৎপর থাকেন)।১ আর **যতন্তঃ চ**=তাঁহারা যত্নও করিয়া থাকেন অর্থাৎ গুরুর সন্নিধানেই হউক অথবা অন্য স্থলেই হউক বেদান্তের অবিরোধী (অনুকূল) তর্ক অনুসন্ধান (আলোচনা) করতঃ শ্রুত (বেদান্তশ্রবণের দ্বারা জ্ঞাত) ব্রহ্মতত্ত্ব যাহাতে অপ্রামাণ্যশঙ্কায় চিত্ত হইতে বিচালিত না হয় সেইরূপে গুরুকর্ত্তৃক উপদিষ্ট আমার স্বরূপ (ব্রহ্মস্বরূপ) অবধারণ করিবার জন্য যত্নপর হন। বেদান্ত শ্রবণের দ্বারা যে অর্থ নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার বাধ্যত্বশঙ্কা দূর করিবার নিমিত্ত তদনুকূল তর্কানুসন্ধান রূপ মনন করিতে তাঁহারা তৎপর;—ইহাই ফলিতার্থ।২ [**তাৎপর্য্য** এই যে, শাস্ত্র ও আচার্য্যের মুখারবিন্দ হইতে ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রুত হইলেও তাহার উপর নানাবিধ সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয় বলিয়া তাহার প্রামাণ্য সন্দেহসঙ্কুল হইয়া উঠে; শেষে হয়ত তাহার অপ্রামাণ্যবোধই চিত্তে দৃঢ় হয়। এইজন্য তাহা দূর করিবার নিমিত্ত শাস্ত্রে মননের বিধান। শাস্ত্রাচার্য্যোপদিষ্ট আত্মতত্ত্বের যাহা অনুলকু তাদৃশ যুক্তিতর্কের দ্বারা সেই অপ্রামাণ্যবুদ্ধিকে

ব্রতানি যেষাং তে শমদমাদিসাধনসম্পন্না ইতি যাবৎ।৩ তথা চোক্তং পতঞ্জলিনা,— "অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ" তে তু "জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্ব্বভৌমা মহাব্রতম্" ইতি। জাত্যা ব্রাহ্মণত্বাদিকয়া, দেশেন তীর্থাদিনা, কালেন চতুর্দ্দশ্যাদিনা, সময়েন যজ্ঞাদ্যন্যত্বেনানবচ্ছিন্না অহিংসাদয়ঃ সার্ব্বভৌমাঃ ক্ষিপ্তমূঢ়-বিক্ষিপ্তভূমিম্বপি ভাব্যমানাঃ কস্যামপি জাতৌ কস্মিন্নপি কালে যজ্ঞাদিপ্রয়োজনেঽপি হিংসাং ন করিষ্যামীত্যেবং রূপেণ কিঞ্চিদপ্যপর্য্যুদস্য সামান্যেন প্রবৃত্তা এতে মহাব্রত-মিত্যুচ্যন্ত ইত্যর্থঃ।৪ তথা নমস্যন্তশ্চ মাং কায়বাঙ্মনোভির্নমস্কুর্ব্বন্তশ্চ মাং ভগবন্তং বাসুদেবং সকলকল্যাণগুণনিধানমিষ্টদেবতারূপেণ গুরুরূপেণ চ স্থিতং।—চকারাৎ "শ্রবণং

দূর করিয়া তদ্বিষয়ক প্রামাণ্যকে যে দৃঢ় করা হয় তাহার নাম মনন। মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ ভগবৎ তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া যেমন তাঁহার সেবা করেন সেইরূপ তাঁহারা তাহা মনন করিয়া তদ্বিষয়ে সযত্ন হন]।২ আর তাঁহারা **দৃঢ়ব্রতাঃ**;—যাঁহাদের ব্রত অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহাদি ব্রত সকল দৃঢ় হইয়াছে অর্থাৎ তাহা এমন হইয়াছে যে বিরুদ্ধ যুক্তিজাল প্রয়োগ করিয়াও কোন বিপক্ষ (বিরুদ্ধমতাবলম্বী ব্যক্তি) তাহা চালিত করিতে পারে না—তাঁহারা দৃঢ়ব্রত; সুতরাং দৃঢ়ব্রত অর্থ শমদমাদিসাধনসম্পৎযুক্ত।৩ ভগবান্ পতঞ্জলিও ইহা বলিয়াছেন যথা,—"অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এইগুলি হইতেছে **যম**"। "সেই অহিংসাদিগুলি যখন জাতি, দেশ, কাল ও সময়ের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন (অসঙ্কুচিত) হয় তখন সেইগুলি **সার্ব্বভৌম মহাব্রত** নামে অভিহিত হয়"। (জাতিদেশ কাল ইত্যাদির অর্থ এইরূপ,—) জাতি অর্থ ব্রাহ্মণাদি; দেশ অর্থ তীর্থাদি; কাল অর্থ চতুর্দ্দশী প্রভৃতি; এবং সময় অর্থ যজ্ঞাদির কোন একটী (অহিংসাদিগুলি যখন এইগুলির দ্বারা অনবচ্ছিন্ন হয়);—। [**তাৎপর্য্য** এই যে, ব্রাহ্মণকে হিংসা করিবনা কিন্তু অন্য জাতির হিংসা করিব; এরূপ অহিংসা জাত্যবচ্ছিন্ন (কেবল ব্রাহ্মণজাতিতে সীমাবদ্ধ)। তীর্থে হিংসা করিব না,—কাহাকেও না;—এরূপ অহিংসা দেশাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ দেশবিশেষে আবদ্ধ। চতুর্দ্দশী সংক্রান্তি প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ কালে হিংসা করিব না, কাহাকেওনা;—এরূপ অহিংসা কালাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ কালবিশেষ সীমাবদ্ধ। এবং যজ্ঞ ছাড়া অন্য প্রয়োজনে হিংসা করিব না—এরূপ অহিংসা সময়াবচ্ছিন্ন। যখন এমন হইবে যে, কোনও প্রয়োজনে কোন কালেও কোনও স্থানে কোনও প্রাণীর হিংসা করিব না তখনই, অহিংসা—জাতি, দেশ, কাল ও সময়ের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন হইবে এবং তখন তাহা সার্ব্বভৌম মহাব্রত নামে অভিহিত হইবে। এইরূপ সত্য, অস্তেয় ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহের সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে।] অহিংসাদিগুলি ঐরূপে অবচ্ছিন্ন না হইয়া যখন সার্ব্বভৌম হয়—সর্ব্বভূমিতে অর্থাৎ মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত ভূমিতেও ভাব্যমান হয়—কোনও জাতির উপরে, কোনও স্থানে, কোনও কালে, এমন কি যজ্ঞাদি প্রয়োজনেও আমি হিংসা করিব না,—এইরূপে কোন কিছুকেও বাদ না দিয়া অর্থাৎ কোন কারণে অহিংসাদির সঙ্কোচ না করিয়া ঐগুলি যখন সামান্যাকারে প্রবৃত্ত হয় তখনই ঐগুলি মহাব্রত হয়।৪ আর তাঁহারা **নমস্যন্তঃ চ**=নমস্কার করিতে থাকেন **মাম্**=আমাকে অর্থাৎ যিনি সকলের ইষ্টদেবতা এবং গুরুরূপে অবস্থিত, অশেষ প্রকার কল্যাণগুণের যিনি নিবাস সেই ভগবান্

কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্" ॥—ইতি বন্দনসহচরিতং শ্রবণাদ্যপি বোদ্ধব্যম্।৫ অর্চ্চনং পাদসেবনমিত্যপি গুরুরূপে তস্মিন্ সুকরমেব।৬ অত্র মামিতি পুনর্ব্বচনং সগুণরূপপরামর্শার্থম্, অন্যথা বৈয়র্থ্য-প্রসঙ্গাৎ।৭—তথা ভক্ত্যা মদ্বিষয়েণ পরেণ প্রেম্ণা নিত্যযুক্তাঃ সর্ব্বদা সংযুক্তাঃ।—এতেন সর্ব্বসাধনপৌষ্কল্যং প্রতিবন্ধকাভাবশ্চ দর্শিতঃ।৮ "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ"॥ (শ্বেতাঃ উঃ ৬।২৩) ইতি শ্রুতেঃ।৯ পতঞ্জলিনা চোক্তম্,—"ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ" ইতি। (পাঃ দঃ ১।২৯) তত ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ প্রত্যক্‌চেতনস্য ত্বংপদলক্ষ্যস্যাধিগমঃ সাক্ষাৎকারো ভবতি অন্তরায়াণাং বিঘ্নানাং চাভাবো ভবতীতি সূত্রস্যার্থঃ।১০ তদেবং শমদমাদিসাধনসম্পন্না বেদান্তশ্রবণ-মননপরায়ণাঃ পরমেশ্বরে পরমগুরৌ প্রেম্ণা নমস্কারাদিনা চ বিগতবিঘ্নাঃ পরিপূর্ণ-সর্ব্বসাধনাঃ সন্তো মামুপাসতে বিজাতীয়প্রত্যয়ানন্তরিতেন সজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহেণ

বাসুদেবকে কায়মনোবাক্যে নমস্কার করিয়া থাকেন। "নমস্যন্তশ্চ" এস্থলে চ শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় বিষ্ণুর বন্দনার সহচরিত (সহভাবী) বিষ্ণুর নাম শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন" এই শ্রবণাদিগুলিও তাঁহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, বুঝিতে হইবে।৫ বিষ্ণুর অর্চ্চন এবং পাদসেবন কিরূপে হইবে এরূপ সংশয় করা উচিত নহে, যেহেতু গুরুরূপী বিষ্ণুর অর্চ্চন এবং পাদসেবন অতি সহজসাধ্য এবং তাহাই তাঁহার (বিষ্ণুর) অর্চ্চন ও পাদসেবন হইতেছে।৬ শ্লোকে পূর্ব্বার্দ্ধে একবার 'মাম্' বলিয়া পুনরায় উত্তরার্দ্ধেও 'মাম্' এই কথাটী দেওয়ার তাৎপর্য্য এই যে এরূপভাবে বিষ্ণুর সগুণ রূপেরই উপাসনা এস্থলে বিবক্ষিত, তাহা না হইলে ইহার ব্যর্থতা প্রসঙ্গ হয়। অভিপ্রায় এই যে, এরূপভাবে এখানে বিষ্ণুর সগুণ উপাসনার কথাই বলা হইয়াছে।৭ আর তাঁহারা "ভক্ত্যা নিত্যযুক্তাঃ"—ভক্তির সহিত অর্থাৎ মদ্বিষয়ক পরম প্রেমের সহিত নিত্যযুক্ত অর্থাৎ সতত বর্ত্তমান। এইরূপে ইহা দ্বারা সকল সাধনের পুষ্কলতা অর্থাৎ প্রাচুর্য্য এবং প্রতিবন্ধকের অভাব দেখান হইল। অর্থাৎ এইরূপে যে ভগবদুপসনা তাহাতে সকল প্রকার সাধনার প্রাচুর্য্য এবং এবং ঈশ্বরপ্রাপ্তির অপ্রতিবন্ধকতা হইয়া থাকে।৮ তাই শ্রুতি বলিতেছেন "দেব পরমাত্মায় যাঁহার পরা ভক্তি আছে এবং দেবতার উপর যেমন ভক্তি গুরুর প্রতিও যাঁহার তাদৃশী ভক্তি আছে, এই উপদিষ্ট বিষয়সকল সেই মহাত্মার নিকটই প্রকাশিত (স্ফুরিত) হয়"।৯ ভগবান্ পতঞ্জলিও তাহাই বলিয়াছেন—"তাহা হইতে প্রত্যক্ চৈতন্যের অধিগম (প্রাপ্তি) হয় এবং অন্তরায়েরও অভাব ঘটিয়া থাকে"। 'তাহা হইতে' অর্থ ঈশ্বরপ্রণিধান হইতে ; প্রত্যক্‌চেতনের অর্থাৎ 'ত্বং'পদের যাহা লক্ষ্য (লাক্ষণিক অর্থ) তাহার অধিগম অর্থাৎ সাক্ষাৎকার হয় এবং অন্তরায় সকলের অর্থাৎ বিঘ্নরাশিরও অভাব ঘটিয়া থাকে, ইহাই সূত্রটীর অর্থ।১০ এই প্রকারে সেই মহাত্মা ব্যক্তিরা শমদমাদিসাধনসম্পৎশালী হইয়া বেদান্তের শ্রবণ ও মননে তৎপর হইয়া পরমেশ্বর পরম গুরুর প্রতি প্রেম ও নমস্কারাদির দ্বারা বিগতবিঘ্ন হন ; তাঁহাদের সকল প্রকার সাধনা পরিপূর্ণ হইয়াছে বলিয়া সেইরূপ অবস্থায় তাঁহারা আমার উপাসনা করেন অর্থাৎ যাহা শ্রবণ ও মননের উত্তরভাবী (পরবর্ত্তী) যাহা বিজাতীয় প্রত্যেয়ের দ্বারা অনন্তরিত (অব্যবহিত)

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫ ॥

অন্যেঽপি চ জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তঃ মাম্ উপাসতে ; একত্বেন পৃথকত্বেন বিশ্বতোমুখং বহুধা অর্থাৎ অপর কেহ কেহ জ্ঞানরূপ যজ্ঞ দ্বারা আমার আরাধনা করেন ; কেহ কেহ বা আপনাকে আমার সহিত. অভেদজ্ঞানে ; কেহ কেহ বা পৃথক্ ভাবে আরাধনা করেন ; কেহ বা সর্ব্বাত্মক আমাকে নানাপ্রকারে উপাসনা করেন ॥১৫

শ্রবণমননোত্তরভাবিনা সন্তস্তৎ চিন্তয়ন্তি মহাত্মানঃ। অনেন নিদিধ্যাসনং চরমসাধনং দর্শিতম্।১১ এতাদৃশসাধনপৌষ্কল্যে সতি যদ্বেদান্তবাক্যজমখণ্ডগোচরং সাক্ষাৎকার-রূপমহং ব্রহ্মাস্মীতি জ্ঞানম্, তৎ সর্ব্বশঙ্কাকলঙ্কাস্পৃষ্টং সর্ব্বসাধনফলভূতং স্বোৎপত্তি-মাত্রেণ দীপ ইব তমঃ সকলমজ্ঞানং তৎকার্য্যঞ্চ নাশয়তীতি নিরপেক্ষমেব সাক্ষান্মোক্ষ-হেতুর্ন তু ভূমিজয়ক্রমেণ ভ্রূমধ্যে প্রাণপ্রবেশনং মূর্দ্ধন্যয়া নাড্যা প্রাণোৎক্রমণমর্চ্চিরাদি-মার্গেণ ব্রহ্মলোকগমনং তদ্ভোগান্তকালবিলম্বং বা প্রতীক্ষতে।১২ অতো যৎ প্রাক্ প্রতিজ্ঞাতং "ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে। জ্ঞানম্" ইতি তদেতদুক্তম্। ফলঞ্চাস্যাশুভান্মোক্ষণং প্রাগুক্তমেবেতীহ পুনর্নোক্তম্। এবমত্রায়ং গম্ভীরো ভগ-বতোঽভিপ্রায়ঃ। উত্তানার্থস্তু প্রকট এব ॥ ১৩—১৪॥

যে সজাতীয় (একজাতীয়) প্রত্যয়প্রবাহ (জ্ঞানধারা) তাহার দ্বারা সতত আমার চিন্তা (ধ্যান) করিয়া থাকেন। ইহার দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকারের চরম সাধন যে নিদিধ্যাসন তাহা দেখান হইল।১১ এতাদৃশ সাধনের পুষ্কলতা (আধিক্য) হইলে বেদান্ত হইতে সম্ভূত অখণ্ডবিষয়ক আত্মসাক্ষাৎকাররূপ 'আমি ব্রহ্ম হইতেছি' ইত্যাকারক যে জ্ঞান উদিত হয় তাহাতে কোন প্রকার শঙ্কা (সন্দেহ) রূপ কলঙ্ক স্পর্শ করিতে পারে না, তাহা সকল সাধনের ফলস্বরূপ, তাহা উৎপন্ন হইবামাত্রই প্রদীপ যেমন অন্ধকার নাশ করিয়া থাকে সেইরূপ সকল প্রকার অজ্ঞান এবং তাহার কার্য্যকে বিনষ্ট করিয়া থাকে ; এ কারণে তাহা নিরপেক্ষ ভাবেই সাক্ষাৎসম্বন্ধে মোক্ষলাভের হেতু অর্থাৎ তাহা কাহারও অপেক্ষা না করিয়া সাক্ষাৎসম্বন্ধেই মোক্ষ জন্মাইয়া থাকে ; কিন্তু তাহা ভূমিজয়ক্রমে ভ্রূমধ্যে প্রাণকে প্রবেশিত করণ, মূর্দ্ধন্য নাড়ীপথে প্রাণের উৎক্রমণ (দেহত্যাগ), অর্চ্চিরাদি মার্গে ব্রহ্মলোকগমন এবং ব্রহ্মলোকে ভোগের অবসান, এই প্রকার পারম্পর্য্যবশতঃ যে কাল বিলম্ব হয় তাহার অপেক্ষা রাখে না। অর্থাৎ যাঁহাদের উক্তপ্রকার সাধন পরিপুষ্ট হইয়াছে তাঁহাদের ক্রমমুক্তি না হইয়া সদ্যোমুক্তিই হইয়া থাকে।১২ অতএব পূর্ব্বে যে "এই গুপ্ততম জ্ঞান অসূয়াবিহীন তোমাকে আমি বলিব"—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছিল, তাহা ইহা দ্বারা বলা হইল। আর ইহার ফল হইতেছে অশুভ (সংসারবন্ধন) হইতে মুক্তিলাভ ; ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ; এ কারণে তাহা আর এখানে উল্লিখিত হইল না। এই প্রকারে এই শ্লোকে ভগবানের এই অতি গম্ভীর অভিপ্রায় নিহিত রহিয়াছে। আর শ্লোকটীর যাহা উত্তান অর্থ (আপাত প্রতীয়মান সোজাসুজি অর্থ) তাহা পরিস্ফুটই রহিয়াছে।১৩—১৪॥

ইদানীং য এবমুক্তশ্রবণমননিদিধ্যাসনাসমর্থাস্তেঽপি ত্রিবিধাঃ, উত্তমা মধ্যমা মন্দাশ্চেতি সর্ব্বেঽপি স্বানুরূপ্যেণ মামুপাসত ইত্যাহ জ্ঞানেতি। অন্যে পূর্ব্বোক্তসাধনানুষ্ঠানাসমর্থাঃ জ্ঞানযজ্ঞেন "ত্বং বা অহমস্মি ভগবোদেবতে অহং বৈ ত্বমসি" ইত্যাদি-শ্রুত্যুক্তমহংগ্রহোপাসনং জ্ঞানং, স এব পরমেশ্বরযজনরূপত্বাদ্ যজ্ঞস্তেন।১ চকার এবার্থে। অপিশব্দঃ সাধনান্তরত্যাগার্থঃ।২ কেচিৎ সাধনান্তরনিস্পৃহাঃ সন্ত উপাস্যোপাসকাভেদচিন্তারূপেণ জ্ঞানযজ্ঞেনৈকত্বেন ভেদব্যাবৃত্ত্যা মামেবোপাসতে চিন্তয়ন্ত্যুত্তমাঃ।৩ অন্যে তু কেচিন্মধ্যমাঃ পৃথক্ত্বেনোপাস্যোপাসকয়োর্ভেদেন "আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ" (ছাঃ উঃ ৩।১৯।১) ইত্যাদি শ্রুত্যুক্তেন প্রতীকোপাসনরূপেণ জ্ঞানযজ্ঞেন মামেবোপাসতে।৪ অন্যে ত্বহংগ্রহোপাসনে প্রতীকোপাসনে চাসমর্থাঃ কেচিন্মন্দাঃ

অনুবাদ—যাঁহারা এই প্রকারে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনে অসমর্থ তাঁহারাও উত্তম, মধ্যম ও মন্দ বা অধমভেদে ত্রিবিধ। কিন্তু তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব সামর্থ্য অনুসারে আমার উপাসনা করিয়া থাকেন; তাহাই এক্ষণে "জ্ঞানযজ্ঞেন" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন। **অন্যে**=পূর্ব্বোক্ত সাধনের অনুষ্ঠান করিতে যাহারা অসমর্থ এমন অন্য কেহ কেহ **জ্ঞানযজ্ঞেন**=জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা অর্থাৎ "হে ভগবন্ দৈবত! তুমিই আমি (মদাত্মক) হইতেছ এবং আমিই তুমি (ত্বদাত্মক) হইতেছি" ইত্যাদি শ্রুতিতে যে 'অহংগ্রহোপাসন'রূপ জ্ঞান কথিত হইয়াছে অর্থাৎ সোঽহং ভাবিয়া আত্মপূজারূপ যে জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে তাহাই পরমেশ্বরের যজনস্বরূপ বলিয়া তাহাই যজ্ঞ নামে অভিহিত হয়; সেই যজ্ঞের দ্বারাই—(কেহ কেহ আমার উপাসনা করেন)।১ এখানে **চ** শব্দটী 'এব'কারের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে অর্থাৎ 'জ্ঞানযজ্ঞেন চ' ইহার অর্থ 'জ্ঞানযজ্ঞেন এব'=জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারাই। আর **অপি** শব্দটীর তাৎপর্য্য এই যে তাঁহারা অন্য সাধন পরিত্যাগ করিয়াছেন।২ (সুতরাং উহার ফলিতার্থ এই যে) কোন কোন উত্তমাধিকারী ব্যক্তিগণ অন্য সাধনে নিস্পৃহ হইয়া **জ্ঞানযজ্ঞেন**=উপাস্য ও উপাসকের অভেদচিন্তারূপ জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা **একত্বেন**=সকল প্রকার ভেদ পরিত্যাগ করিয়া (সজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগতভেদ বিহীন ভাবিয়া **মাম্ উপাসতে**=আমার উপাসনা অর্থাৎ চিন্তা করেন।৩ আবার কোন কোন মধ্যম উপাসক **পৃথক্ত্বেন**=পৃথক্ ভাবে অর্থাৎ "আদিত্য (সূর্য্য) ব্রহ্ম হইতেছেন—এইরূপে উপাসনা করিবে" ইত্যাদি শ্রুতিমধ্যে যে প্রতীক-উপাসনা কথিত হইয়াছে—উপাস্য ও উপাসকের ভেদ বুদ্ধি পূর্ব্বক উক্ত প্রকার প্রতীক উপসনারূপ জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা আমারই উপাসনা করিয়া থাকে।৪ আর অন্য কেহ কেহ অর্থাৎ যাহারা অহংগ্রহ-উপাসনা ও প্রতীক উপাসনায় *

* প্রতীক-উপাসনা, সম্পৎ-উপাসনা, সম্বর্গ উপাসনা, অহংগ্রহ উপাসনা ইত্যাদিভেদে উপাসনা অনেক প্রকার। উক্ত সবগুলি উপাসনাতেই এক বস্তুতে অপর এক বস্তুর স্বরূপ আরোপ করিয়া চিন্তা করা হয়। কাজেই ঐ বস্তুদ্বয়ের মধ্যে একটী হয় অধিষ্ঠান এবং অন্যটী হয় আরোপ্য। যাহাতে অন্য বস্তুর আরোপ করা হয় তাহা অধিষ্ঠান আর যাহার আরোপ করা হয় তাহা আরোপ্য। যেমন শালগ্রাম শিলায় যে বিষ্ণুর উপাসনা করা হয় তথায় শালগ্রাম শিলাটী অধিষ্ঠান, আর বিষ্ণু অধিষ্ঠেয় বা আরোপ্য। যে স্থলে অধিষ্ঠান ও আরোপ্যের মধ্যে গুণাদিগত কোন সাদৃশ্য নাই অথচ উপাসনা করা হয় তথায় তাহাকে **প্রতীক-উপাসনা** বলে, যেমন শালগ্রামে বিষ্ণুর উপাসনা; মন, আদিত্য প্রভৃতিতে ব্রহ্মের

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্ ।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥ ১৬ ॥

অহং ক্রতুঃ অহং যজ্ঞঃ অহং স্বধা অহম্ ঔষধং অহং মন্ত্রঃ অহম্ আজ্যম্ অহম্ অগ্নিঃ অহং হুতম্ অর্থাৎ আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি ওষধিজাত অন্ন, (জীবের খাদ্য), আমি মন্ত্র, আমিই হোমসাধন ঘৃতাদি, আমি বহ্নি এবং আমিই হোম ॥১৬

কাঞ্চিদন্যাং দেবতাং চোপাসীনাঃ কানিচিৎ কর্ম্মাণি বা কুর্ব্বাণা বহুধা তৈস্তৈর্ব্বহুভিঃ প্রকারৈর্ব্বিশ্বরূপং সর্ব্বাত্মানং মামেবোপাসতে।৫ তেন তেন জ্ঞানযজ্ঞেনেতি উত্তরোত্তরাণাং ক্রমেণ পূর্ব্বপূর্ব্বভূমিলাভঃ ॥৬—১৫॥

যদি বহুধোপাসতে তর্হি কথং ত্বামেবেত্যাশঙ্ক্য আত্মনো বিশ্বরূপত্বং প্রপঞ্চয়তি চতুর্ভিঃ অহমিতি। সর্ব্বস্বরূপোঽহমিতি বক্তব্যে তত্তদেকদেশকথনমবয়ুত্যানুবাদেন

অসমর্থ তাদৃশ মন্দ অধিকারী ব্যক্তিগণ অন্য কোন কোন দেবতারও উপাসনা করিতে থাকিয়া এবং কতক কতক (বিহিত) কর্ম্মও করিতে থাকিয়া **বহুধা**=সেই সেই বহুপ্রকারে **বিশ্বতোমুখম্**= বিশ্বরূপ সর্ব্বাত্মা আমারই উপাসনা করিয়া থাকে।৫ আর উত্তরোত্তর (পরপর উল্লিখিত) ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূমিলাভ করিয়া থাকে অর্থাৎ মন্দ ব্যক্তি মধ্যম ভাব প্রাপ্ত হয় আবার মধ্যম অধিকারী উত্তমভাব প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানযজ্ঞ সাধন করিতে সমর্থ হয়।৬—১৫॥

ভাবপ্রকাশ—দৈবী প্রকৃতিসম্পন্ন মহাত্মারা ভগবান্‌কে সতত নমস্কার এবং কীর্ত্তনাদির দ্বারা ভজনা করেন; আবার কেহ বা আত্মাভিন্নরূপে ভগবান্‌কে জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা অহংগ্রহ উপাসনা করেন; আবার কেহ বা আদিত্য, চন্দ্ররূপে প্রতীকোপাসনা করেন, আবার কেহ বা বহুরূপে অবস্থিত আমাকে বহুপ্রকারে উপাসনা করেন।১৪—১৫

উপাসনা। আর যে স্থলে গুণগত সাদৃশ্য অনুসারে এক বস্তুতে অপরের উপাসনা করা হয় তথায় তাহা হয় **সম্পৎ-উপাসনা**। যেমন শাস্ত্রে শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার যে রূপ বর্ণিত হইয়াছে তদনুরূপ প্রতিমাতে যে শিব বিষ্ণু প্রভৃতির আরাধনা তাহা সম্পৎ-উপাসনা। প্রতীক ও সম্পৎ উপাসনার মধ্যে আরও বিশেষ পার্থক্য এই যে **প্রতীক-উপাসনায় অধিষ্ঠানটিরই প্রাধান্য**, তাহাই প্রধানতঃ চিন্তনীয়, আরোপটী তথায় অপ্রধান; আর **সম্পৎ-উপাসনায় অধিষ্ঠানটি অপ্রধান, তথায় অধিষ্ঠেয় বা আরোপ্যটিরই প্রাধান্য—আরোপ্যটিই প্রধানতঃ চিন্তনীয়**। অধিষ্ঠান ও আরোপ্যের মধ্যে কোনও বিশিষ্টক্রিয়াসম্বন্ধনিবন্ধন যে চিন্তন তাহার নাম **সম্বর্গ-উপাসনা**। আর উপাস্য ও উপাসকের অভেদভাবনারূপ যে ধ্যান তাহা **অহংগ্রহ-উপাসনা** নামে কথিত হয়। এ স্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, সমস্ত উপাসনাই শাস্ত্র-নির্দেশ অনুসারে করিতে হইবে, নিজ ইচ্ছা অনুসারে করিলে চলিবে না। কোন্ কোন্ স্থলে প্রতীক-উপাসনা, কোথায় সম্পৎ-উপাসনা, কোথায় সম্বর্গ-উপাসনা এবং কোথায় বা অহংগ্রহ-উপাসনা কর্ত্তব্য তাহা একমাত্র শাস্ত্র হইতেই জ্ঞাতব্য। অন্যথা তাহা নিষ্ফল। আর উপাসনার ফল হইতেছে উপাস্যসাক্ষাৎকার; নিষ্কাম ব্যক্তিগণের পক্ষে উপাস্যলোকপ্রাপ্তিপূর্ব্বক মুক্তি—ক্রমমুক্তি। কিন্তু সকাম ব্যক্তিগণ সেই সেই উপাসনাপ্রকরণীয় ফলই মাত্র প্রাপ্ত হন অর্থাৎ শাস্ত্রে যে উপাসনার প্রসঙ্গে যে ফল কীর্ত্তিত হইয়াছে সকাম উপাসকগণ কেবলমাত্র সেই ফলই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ক্রমমুক্তি তাঁহাদের জন্য নহে।

বৈশ্বানরে দ্বাদশকপালেঽষ্টাকপালত্বাদিকথনবৎ।১ ক্রতুঃ শ্রৌতোঽগ্নিষ্টোমাদিঃ, যজ্ঞঃ স্মার্ত্তো বৈশ্বদেবাদিঃ, মহাযজ্ঞত্বেন শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধঃ। স্বধাঽন্নং পিতৃভ্যো দীয়মানং,

অনুবাদ—যদি তাহারা বহুপ্রকারেই উপাসনা করে তাহা হইলে তাহারা যে তোমারই উপাসনা করে তাহা কিরূপে সম্ভবে? এই প্রকার সন্দেহ হইতে পারে বলিয়া ভগবান্ চারিটী শ্লোকে নিজের বিশ্বরূপতা প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—। যদিও এস্থলে 'আমি সর্ব্বস্বরূপ' ইহাই আসল বক্তব্য তথাপি বৈশ্বানরেষ্টিতে বিহিত দ্বাদশকপালের মধ্যে অষ্টাকপালত্বাদি যেমন পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পুনরুল্লিখিত হইয়াছে * এস্থলেও সেইরূপ বিশ্বের সেই সেই একদেশ (এক একটি অংশ) পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অনুবাদ পূর্ব্বক (উল্লেখ পূর্ব্বক) ভগবান্ যে তত্তৎস্বরূপ (সমষ্টিভাবে যেমন তিনি বিশ্বাত্মা ব্যষ্টিভাবেও তিনি প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ—কোন কিছুই তাঁহার স্বরূপের বহির্ভূত নহে) তাহা কথিত হইয়াছে।১ **ক্রতু** অর্থ শ্রুতিবিহিত অগ্নিষ্টোম আদি যজ্ঞ; **যজ্ঞ**=স্মৃতিবিহিত বলিবৈশ্বদেব আদি;—

---

* মীমাংসা দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের দ্বাদশ অধিকরণে বৈশ্বানরেষ্টি বিচারিত হইয়াছে। তাহাতে বিষয়বাক্যটী এইরূপ,—"বৈশ্বানরং দ্বাদশকপালং নির্ব্বপেৎ পুত্রে জাতে" অর্থাৎ পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে বৈশ্বানর দেবতার উদ্দেশে দ্বাদশকপাল অর্থাৎ দ্বাদশটী কপালে (শরাবে) সংস্কৃত পুরোডাশ দ্বারা যজ্ঞ করিবে। তদনন্তর আবার শ্রুতি বলিতেছেন—"যদষ্টাকপালো ভবতি গায়ত্র্যা এব এনং ব্রহ্মবর্চ্চসেন পুনাতি, যন্নবকপালঃ ত্রিবৃতা এব অস্মিন্ তেজো দধাতি, যদ্দশককপালো বিরাজা এব অস্মিন্ অন্নাদ্যং দধাতি, যদেকাদশকপালঃ ত্রিষ্টুভা এব অস্মিন্ ইন্দ্রিয়ং দধাতি, যদ্দ্বাদশকপালো জগত্যা এব অস্মিন্ পশূন্ দধাতি, যস্মিন্ জাতে এতামিষ্টিং নির্ব্বপতি পূত এব স তেজস্বী অন্নাদ ইন্দ্রিয়াবী পশুমান্ ভবতি"; অস্যার্থ—আটটী কপালে (শরাবে) সংস্কৃত পুরোডাশ দিয়া যে যজ্ঞ সম্পাদন করা হইবে তাহাতে সেই যজ্ঞ এই উৎপন্ন শিশুকে গায়ত্রীচ্ছন্দের স্বরূপ হইয়া ব্রহ্মবর্চ্চস দ্বারা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য তেজের দ্বারা পবিত্র করিয়া দিবে, নয়টী কপালে সংস্কৃত পুরোডাশের দ্বারা যে-যজ্ঞ করা হইবে তাহা ত্রিবৃহৎ ছন্দের স্বরূপ হইয়া এই শিশুর মধ্যে তেজ আধান করিবে, দশটী কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ দিয়া যে যজ্ঞ করা হইবে তাহা বিরাট ছন্দের স্বরূপ হইয়াই ইহার মধ্যে অন্নাদ্য সম্পাদন করিবে অর্থাৎ ইহাকে শস্যাদি সম্পন্ন করিবে, একাদশটী কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ দিয়া যে যজ্ঞ করা হইবে তাহা ত্রিষ্টুপছন্দের স্বরূপ হইয়াই ইহার মধ্যে (প্রশস্ত) ইন্দ্রিয় আধান করিবে, আর দ্বাদশটী কপালে সংস্কৃত পুরোডাশের দ্বারা যে যজ্ঞ সম্পাদিত হইবে তাহা জগতীচ্ছন্দ স্বরূপ হইয়াই ইহার জন্য বহু পশু উপস্থিত করিবে; যে বালক উৎপন্ন হইলে পিতা এই যজ্ঞ সম্পাদন করিবেন ইহাতে সেই বালক পবিত্রই হইয়া থাকে, সে তেজস্বী, অন্নাদ অর্থাৎ শস্যাদি-সম্পন্ন, ইন্দ্রিয়াবী অর্থাৎ প্রশস্ত ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট এবং পশুমান্ অর্থাৎ বহু পশুযুক্ত হইয়া থাকে।" এই স্থলে এইরূপ সন্দেহ হয় যে প্রথমে দ্বাদশকপাল যজ্ঞের বিধান করিয়া পরে আবার যে অষ্টাকপাল নবকপাল, দশকপাল ও দ্বাদশকপাল যজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে সেইগুলিও কি এক-একটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কর্ম্মের নামধেয় হইয়া এক একটী অপূর্ব্ব বিধি, অথবা, দ্বাদশ-কপালস্বরূপ প্রথমবিহিত যজ্ঞেরই ব্রহ্মবর্চ্চসাদি ফলের জন্য এইগুলি গুণবিধি, কিংবা এইগুলি অর্থবাদ। ইহাতে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে এই যে, ঐ গুলি কর্ম্মনামধেয়ও নহে কিংবা গুণবিধিও নহে; কিন্তু ঐ গুলি প্রথম বিহিত দ্বাদশ কপালেরই অংশ বিশেষ হওয়ায় ঐ শ্রুতি বাক্যগুলিতে এক একটী অংশের উল্লেখ করিয়া পৃথক্ পৃথক ভাবে অংশী প্রধান যে দ্বাদশকপাল যজ্ঞ তাহারই প্রশংসায় পর্য্যবসিত হওয়ায় উহারা অর্থবাদমাত্র। যেহেতু দ্বাদশ কপালের মধ্যে অষ্ট আদি সংখ্যাও অন্তর্ভূত হইয়া যায় এবং দ্বাদশ কপালের বিষয় বলিতে আরম্ভ করিয়া মধ্যে অন্য কয়েকটী বিষয় বলিয়া উপসংহারেও আবার সেই দ্বাদশকপালেরই কথা বলা হইয়াছে, এই কারণে দ্বাদশ কপালই এইখানে প্রধান এবং বিহিত। সেইরূপ এখানেও পরমেশ্বরের বিশ্বতোমুখতা আসল বক্তব্য হইলেও এক একটিকে স্বতন্ত্রভাবে নির্দ্দেশ করিয়া ফলতঃ অবয়বের নির্দ্দেশের দ্বারা অবয়বী পরমেশ্বরের বিশ্বরূপই প্রকটিত হইতেছে।

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥ ১৭ ।

অহম্ অস্য জগতঃ পিতা মাতা ধাতা পিতামহঃ বেদ্যং পবিত্রম্ ওঙ্কারঃ ঋক্ সাম যজুঃ এব চ অর্থাৎ আমি এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা ও পিতামহ এবং আমিই জ্ঞেয় বস্তু, শুদ্ধি সম্পাদক, ওঙ্কার এবং ঋক্-সাম-যজুর্ব্বেদ-স্বরূপ ॥১৭

ঔষধং ওষধিপ্রভমন্নং সর্ব্বৈঃ প্রাণির্ভিভুজ্যমানং ভেষজং বা ।২ মন্ত্রো যাজ্যাপুরোনু-বাক্যাদির্যেনোদ্দিশ্য হবির্দীয়তে দেবেভ্যঃ ।৩ আজ্যং ঘৃতং ; সর্ব্বহবিরুপলক্ষণমিদম্। অগ্নিরাহবনীয়াদিঃ হবিঃ-প্রক্ষেপাধিকরণং। হুতং হবনং, হবিঃপ্রক্ষেপঃ। এতৎ সর্ব্বমহং পরমেশ্বর এব ।৪ এতদেকৈকজ্ঞানমপি ভগবদুপাসনমিতি কথয়িতুং প্রত্যেকমহং শব্দঃ ।৫ ক্রিয়াকারকফলজাতং কিমপি ভগবদতিরিক্তং নাস্তীতি সমুদায়ার্থঃ ॥ ৬—১৬ ॥

কিঞ্চ অস্য জগতঃ সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য পিতা জনয়িতা, মাতা জনয়িত্রী, ধাতা পোষয়িতা তত্তৎ কর্ম্মফলবিধাতা বা। পিতামহঃ পিতুঃ পিতা, বেদ্যং বেদিতব্যং বস্তু।—পূয়তে অনেনেতি পবিত্রং পাবনং শুদ্ধি-হেতুঃ গঙ্গাস্নানগায়ত্রী-

ইহাই শ্রুতি ও স্মৃতি মধ্যে মহাযজ্ঞ নামে প্রসিদ্ধ ; **সুধা**=অর্থ পিতৃলোকের উদ্দেশে যে অন্ন দেওয়া হয় তাহা ; **ঔষধ**=অর্থ ওষধি (ধান্যাদি) সমুৎপন্ন অন্ন যাহা সকল প্রাণী ভোজন করে ; অথবা ঔষধ বলিতে ভেষজ (রোগনাশক ঔষধ) ।২ **মন্ত্র**=অর্থ যাজ্যা-পুরোনুবাক্যা প্রভৃতি ঋক্‌বিশেষ, যাহার দ্বারা (যাহা পাঠ করিয়া) দেবগণের উদ্দেশ্যে হবিঃপ্রদান করা হয় ।৩ **আজ্য** শব্দের অর্থ ঘৃত ; ইহা এখানে সকল হবির (দেবোদ্দেশে ত্যজ্যমান দ্রব্যের) উপলক্ষণ (জ্ঞাপক) রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে ; অর্থাৎ 'আজ্য' বলায় এখানে দেবতার উদ্দেশে যে যে বস্তু পরিত্যক্ত হয় তৎসমুদয়ই বুঝাইতেছে। **অগ্নি**=হবিঃপ্রক্ষেপের আধার আহবনীয় আদি নামে প্রসিদ্ধ যজ্ঞীয় অগ্নি ; **হুত** বলিতে হবন অর্থাৎ হবির্নিক্ষেপ—অগ্নিতে হবিঃ পরিত্যাগ করা।—এই যে সমস্ত বিষয়গুলি কথিত হইল এই সমস্তগুলিই আমি অর্থাৎ এগুলি পরমেশ্বরেরই স্বরূপ ।৪ ইহাদের প্রত্যেকটীর সম্বন্ধে যে বিশেষ বিশেষ জ্ঞান তাহাও যে ভগবানেরই উপাসনা—ইহা জানাইয়া দিবার জন্য মূলে ইহাদের প্রত্যেকটীর সহিত 'অহং' শব্দটীকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে ।৫ সমুদয় শ্লোকটীর ফলিত অর্থ হইবে এই যে, ঈশ্বরাতিরিক্ত ক্রিয়া, কারক ও ফল প্রভৃতি কিছুই নাই (সমস্তই ঈশ্বরস্বরূপ—ভগবদ্‌বিভূতি মাত্র) ।৬—১৬॥

অনুবাদ—অধিক কি আমিই এই জগতের অর্থাৎ নিখিল প্রাণিগণের **পিতা**=জনয়িতা (জনক), **মাতা**=জনয়িত্রী (জননী), **ধাতা**=পোষণকর্ত্তা, অথবা ধাতা অর্থ তাহাদের সেই সেই কর্ম্মের ফলবিধানকর্ত্তা, **পিতামহঃ**=পিতার পিতা, **বেদ্যম্**=বেদিতব্য (জ্ঞাতব্য) বস্তু ; আমিই **পবিত্রম্**='যাহার দ্বারা পূত হয়' এই ব্যুৎপত্তি বলে পবিত্র শব্দের অর্থ পাবন অর্থাৎ শুদ্ধির হেতুস্বরূপ গঙ্গাস্নান এবং গায়ত্রীজপ ইত্যাদি ; আমিই **ওঙ্কারঃ**=বেদিতব্য (জ্ঞাতব্য) যে

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্‌ ॥ ১৮ ॥

গতিঃ ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানম্‌ নিধানং বীজম্‌ অব্যয়ং অর্থাৎ আমি গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, শুভাশুভদ্রষ্টা, ভোগস্থান, আশ্রয়, হিতসাধক, স্রষ্টা, সংহর্ত্তা, আধার, লয়স্থান, কারণ এবং অবিনাশী ॥ ১৮

জপাদিঃ। বেদিতব্যে ব্রহ্মণি বেদনসাধনমোঙ্কারঃ।১ নিয়তাক্ষরপাদা ঋক্‌। গীতিবিশিষ্টা সৈব সাম। সামপদং তু গীতিমাত্রস্যৈবাভিধায়কমিত্যন্যৎ। গীতিরহিতমনিয়তাক্ষরং যজুঃ। এতত্ত্রিবিধং মন্ত্রজাতং কর্ম্মোপযোগি।২ চকারাদথর্ব্বাঙ্গিরসোঽপি গৃহ্যন্তে।৩ এবকারোঽহমেবেত্যবধারণার্থঃ ॥ ৪—১৭ ॥

কিঞ্চ গতিরিতি। গম্যত ইতি গতিঃ কর্ম্মফলম্‌, "ব্রহ্মা বিশ্বসৃজো ধর্ম্মো মহানব্যক্তমেব চ। উত্তমাং সাত্ত্বিকীমেতাং গতিমাহুর্ম্মনীষিণঃ" ইত্যেবং মন্বাদ্যুক্তম্‌।১ ভর্ত্তা পোষ্টা সুখসাধনস্যৈব দাতা, প্রভুঃ স্বামী মদীয়োঽয়মিতি স্বীকর্ত্তা। সাক্ষী সর্ব্বপ্রাণিনাং শুভাশুভদ্রষ্টা। নিবসন্ত্যস্মিন্নিতি নিবাসো ভোগস্থানম। শীর্য্যতে দুঃখমস্মিন্নিতি শরণং প্রপন্নানামার্ত্তিহৃৎ। সুহৃৎ প্রত্যুপকারানপেক্ষঃ সন্নুপকারী।

ব্রহ্ম তদ্বিষয়ক জ্ঞানের যাহা সাধন (যাহা জ্ঞেয় ব্রহ্মের বাচক) সেই ওঙ্কার হইতেছি (ওঙ্কার-তত্ত্বজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন)।১ আমিই **ঋক্‌ সাম** ও **যজুঃ** হইতেছি। যাহার অক্ষর সংখ্যা এবং পাদ (পদ্যের অংশবিশেষ—চতুর্থ অংশ) নিয়ত অর্থাৎ নিয়মবদ্ধ তাহার নাম 'ঋক'; সেই ঋকেরই মধ্যে যেগুলি গীতিবিশিষ্ট (গেয় অর্থাৎ গানযোগ্য) তাহাদের নাম 'সাম'। তবে 'সাম'পদটী কেবলমাত্র গীতিরই বাচক অর্থাৎ সাম বলিতে বৈদিক গানকেই বুঝায়—ইহা অবশ্য অন্য প্রাসঙ্গিক কথা; আর যাহা গীতিরহিত অর্থাৎ গানের অযোগ্য এবং যাহার অক্ষরসংখ্যা অনিয়ত (নিয়মবদ্ধ নহে) তাহার নাম যজুঃ। এই ত্রিবিধ মন্ত্র রাশিই যজ্ঞাদি কর্ম্মের উপযোগী। অর্থাৎ বেদের মন্ত্র সকল ঋক্‌, সাম ও যজুঃ এই প্রকার ত্রিবিধ ভেদযুক্ত; আর যজ্ঞাদি কর্ম্মেতেই ঐ মন্ত্রগুলির ব্যবহার হয়।২ **চ** শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় অথর্ব্বাঙ্গিরস (চতুর্থ বেদ) বিবক্ষিত বুঝিতে হইবে অর্থাৎ আমিই অথর্ব্বাঙ্গিরস—চতুর্থ বেদ স্বরূপ।৩ **'এব'** কারের অর্থ 'আমিই'—এইরূপ অবধারণ অর্থাৎ নিশ্চয় বুঝান।৪—১৭॥

অনুবাদ—অধিক কি, আমিই **গতি**;—যাহা গত অর্থাৎ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার নাম গতি; সুতরাং **গতি** অর্থ **কর্ম্মফল**। "ব্রহ্মা বিশ্বস্রষ্টার ধর্ম্ম, মহান্‌ ও অব্যক্ত—জ্ঞানিগণ ইহাকে উত্তমা সাত্ত্বিকী গতি বলিয়া থাকেন" ইত্যাদি প্রকার মনু প্রভৃতির বচন হইতে উহা নির্ণীত হয়।১ **ভর্ত্তা** অর্থ পোষ্টা (পোষণকর্ত্তা), কেবল সুখসাধনের প্রদাতা। **প্রভু** অর্থ স্বামী 'ইহা অথবা এই ব্যক্তি আমার' এইরূপে যিনি স্বীকার (গ্রহণ) করেন। **সাক্ষী** শব্দের অর্থ সকল জীবের শুভ ও অশুভের দ্রষ্টা। 'যাঁহাতে সকলে নিবাস করে' এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে **নিবাস** শব্দের অর্থ ভোগের স্থান বা আধার। 'যাহাতে (থাকিলে) সমস্ত দুঃখ বিশীর্ণ (নষ্ট) হয়'—

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥ ১৯ ॥

হে অর্জ্জুন। অহং তপামি, অহং বর্ষম্ উৎসৃজামি নিগৃহ্ণামি চ, অহম্ এব অমৃতং মৃত্যুঃ চ, সৎ অসৎ অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! আমিই তাপ দান করি, আমিই বারি বর্ষণ করি, বৃষ্টি আকর্ষণ করি; আমিই জীবন, আমিই মৃত্যু এবং আমিই সৎ ও অসৎ ॥১৯

প্রভব উৎপত্তিঃ, প্রলয়ো বিনাশঃ, স্থানং স্থিতিঃ। যদ্বা প্রকর্ষেণ ভবন্ত্যনেনেতি প্রভবঃ স্রষ্টা, প্রকর্ষেণ লীয়ন্তেঽনেনেতি প্রলয়ঃ সংহর্ত্তা, তিষ্ঠন্ত্যস্মিন্নিতি স্থানমাধারঃ। নিধীয়তে নিক্ষিপ্যতে তৎকালভোগাযোগ্যতয়া কালান্তরোপভোগ্যং বস্তস্মিন্নিতি নিধানং সূক্ষ্মরূপ-সর্ব্ববস্ত্বধিকরণং প্রলয়স্থানমিতি যাবৎ। শঙ্খপদ্মাদিনিধির্ব্বা। বীজমুৎপত্তিকারণম্। অব্যয়মবিনাশি, নতু ব্রীহ্যাদিবদ্বিনশ্বরম্। তেনানাদ্যনন্তং যৎ কারণং তদপ্যহমেবেতি পূর্ব্বেণৈব সম্বন্ধঃ ॥ ৩—১৮ ॥

কিঞ্চ তপামীতি। তপাম্যহমাদিত্যঃ সন্। ততশ্চ তাপবশাদহং বর্ষং পূর্ব্ববৃষ্টিরূপং রসং পৃথিব্যা নিগৃহ্ণাম্যাকর্ষামি কৈশ্চিদ্রশ্মিভিরষ্টসু মাসেষু। পুনস্তমেব নিগৃহীতং রসং চতুর্ষু মাসেষু কৈশ্চিদ্রশ্মিভিরুৎসৃজামি চ বৃষ্টিরূপেণ প্রক্ষিপামি চ ভূমৌ।

এইপ্রকার ব্যুৎপত্তিবলে **শরণ** শব্দের অর্থ যিনি প্রপন্নগণের অর্থাৎ আশ্রিতগণের আর্ত্তি (দুঃখ) হরণ করেন। **সুহৃৎ** অর্থ যিনি প্রত্যুপকারের অপেক্ষা না করিয়াই উপকার করেন। **প্রভব** অর্থ উৎপত্তি; **প্রলয়** অর্থ বিনাশ; **স্থান** অর্থ স্থিতি অর্থাৎ অবস্থিতি।২ অথবা 'যাঁহার জন্য প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হয় তিনি প্রভব' (এই প্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে) প্রভব শব্দের অর্থ স্রষ্টা; 'যাঁহাতে প্রকৃষ্টভাবে লীন হয়' তিনি প্রলয়; সুতরাং প্রলয় শব্দের অর্থ সংহর্ত্তা (সংহার কর্ত্তা)। যাঁহাতে অবস্থিতি করে এইরূপে স্থান শব্দের অর্থ আধার; যাঁহার মধ্যে কালান্তরে অর্থাৎ অন্য সময়ে উপভোগ্য বস্তুকে তৎকালে অর্থাৎ অন্য সময়ে ভোগের অযোগ্য করিয়া রাখিয়া দেওয়া হয় (অর্থাৎ উপযুক্ত সময়ে ভোগ করাইবার জন্য ভোগ্য বস্তু সকল যন্মধ্যে নিহিত হয়) তাহার নাম নিধান; এইরূপে নিধান অর্থ সমস্ত বস্তুর সূক্ষ্মরূপের যাহা অধিকরণ অর্থাৎ যাহাতে বস্তু সকল সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে—সকল পদার্থের সেই প্রলয় স্থান। অথবা নিধান শব্দের অর্থ শঙ্খ, পদ্ম প্রভৃতি নব (নয় প্রকার) নিধি। বীজ অর্থ উৎপত্তির কারণ; অব্যয় অর্থ অবিনশ্বর,—যাহার নাশ নাই, অর্থাৎ যাহা ব্রীহি (ধান্য) প্রভৃতির ন্যায় বিনাশশীল নহে। সুতরাং অনাদি অনন্ত যে কারণ তাহাও আমিই হইতেছি—এইরূপে পূর্ব্ব শ্লোকের সহিত ইহার সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে।৩—১৮॥

অনুবাদ—আরও, আমিই আদিত্য হইয়া জগতে উত্তাপ দিতেছি; আর সেই উত্তাপ প্রভাবে বৎসরের আট মাসে কতকগুলি রশ্মির দ্বারা আমিই **বর্ষম্**—পূর্ব্বে যাহা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল সেই রসকে পৃথিবী হইতে **নিগৃহ্ণামি**—উৎকর্ষণ করিতেছি অর্থাৎ ঊর্দ্ধে উঠাইতেছি। আবার ঊর্দ্ধে উত্থাপিত সেই রসকে আমিই চারি মাস ধরিয়া কতকগুলি কিরণ জালের প্রভাবে জগতে

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০ ॥

ত্রৈবিদ্যাঃ যজ্ঞৈঃ মাম ইষ্ট্বা পূতপাপাঃ স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে ; তে পুণ্যং সুরেন্দ্রলোকম্ আসাদ্য দিবি দিব্যান্ দেবভোগান্ অশ্নন্তি অর্থাৎ সোমপায়ী বেদবিদ্গণ যজ্ঞাদিদ্বারা আমার অর্চনা করিয়া পাপমুক্ত হন এবং স্বর্গ কামনা করেন ; তাঁহারা সেই পবিত্র দেবলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে দিব্য সুখ ভোগ করিয়া থাকেন ॥২০

অমৃতং চ দেবানাং সর্ব্বপ্রাণিনাং জীবনং বা।১ এবকারস্যাহমিত্যনেন সম্বন্ধঃ।২ মৃত্যুশ্চ মর্ত্ত্যানাং সর্ব্বপ্রাণিনাং বিনাশো বা। "সৎ," যৎসম্বন্ধিতয়া যদ্ বিদ্যতে তৎ তত্র সৎ।৩ "অসচ্চ" যৎসম্বন্ধিতয়া যন্ন বিদ্যতে তৎ তত্রাসৎ। এতৎ সর্ব্বমহমেব হে অর্জ্জুন! তস্মাৎ সর্ব্বাত্মানং মাং বিদিত্বা স্বস্বাধিকারানুসারেণ বহুভিঃ প্রকারৈর্ম্মামেবোপাসত ইত্যুপপন্নম্ ॥ ৪—১৯ ॥

এবমেকত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধাচেতি ত্রিবিধা অপি নিষ্কামাঃ সন্তো ভগবন্তমুপাসীনাঃ সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানোৎপত্তিদ্বারেণ ক্রমেণ মুচ্যন্তে।১ যে তু সকামাঃ সন্তো ন কেনাপি প্রকারেণ ভগবন্তমুপাসতে কিন্তু স্বস্বকামসাধনানি কাম্যান্যেব কর্ম্মাণ্যনুতিষ্ঠন্তি তে সত্ত্বশোধকাভাবেন জ্ঞানসাধনমনধিরূঢ়াঃ পুনঃ পুনর্জ্জন্মমরণপ্রবন্ধেন সর্ব্বদা সংসার-

বিসৃজামি=পৃথিবীতে বৃষ্টিরূপে পরিত্যাগ করিতেছি। আমিই **অমৃতম্**=দেবগণের অমৃত হইতেছি ; অথবা অমৃত শব্দের অর্থ সকল জীবের জীবনস্বরূপ জল।১ শ্লোকের উত্তরার্দ্ধের প্রথমাংশে যে 'এব' শব্দটী আছে 'অহম্' এই পদের সহিত তাহার সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে।২ আমিই মর্ত্ত্যগণের অর্থাৎ মরণশীলগণের মৃত্যু হইতেছি ; অথবা মৃত্যু অর্থাৎ জীবগণের বিনাশ। আমিই সৎ,—যাহার সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইয়া যাহা থাকে সেই স্থিত পদার্থটীকে তথায় সৎ বলা হয়।৩ আমিই অসৎ হইতেছি ;—যাহার সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইয়া যাহা না থাকে সেই অস্থিত পদার্থটিকে তথায় অসৎ বলা হয়। হে অর্জ্জুন! এই সমস্ত আমিই হইতেছি ; অতএব সর্ব্বস্বরূপ আমাকে অবগত হইয়া স্ব স্ব অধিকার অনুসারে বহুপ্রকারে আমারই উপাসনা করা হয়, এই প্রকার যাহা বলা হইয়াছিল তাহা যুক্তি সঙ্গতই হইল।৪—১৯॥

ভাবপ্রকাশ—শ্রীভগবান্ যে বহুরূপে অবস্থিত তাহাই এই শ্লোক কয়টীতে বলিতেছেন। তিনি বহুরূপে অবস্থিত বলিয়া যে ভাবেই উপাসনা করা হউক, তাহা তাঁহারই উপাসনা হয়। আদিত্যরূপে তিনি উত্তাপ প্রদান করিয়া জল শোষণ করেন, আবার বৃষ্টিরূপে তিনিই ঐ জল প্রদান করেন ; মৃত্যু-রূপে তিনি ; আবার অবিনাশী অমৃতও তিনি ; কার্য্যরূপেও তিনি, কারণরূপেও তিনি।১৬—১৯

অনুবাদ—যে সমস্ত ব্যক্তি নিষ্কাম হইয়া এইপ্রকারে উপাস্য উপাসকের একত্বরূপে, পৃথক্ত্বরূপে এবং উপাস্য দেবতাকে বহু ভাবিয়া বহুত্বরূপে—এই তিন প্রকারে ভগবানের উপাসনা করেন তাঁহাদের সত্ত্বশুদ্ধি এবং জ্ঞানোৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহাতে তাঁহারা ক্রমে মুক্তিলাভ করেন।১ পক্ষান্তরে যাহারা সকাম হইয়াও কোন প্রকারে ঈশ্বরের উপাসনা করে না, কিন্তু যাহা দ্বারা

দুঃখমেবানুভবন্তীত্যাহ দ্বাভ্যাং ত্রৈবিদ্যা ইতি।২ ঋগ্বেদযজুর্ব্বেদসামবেদলক্ষণা হৌত্রাধ্বর্য্যবৌদ্গাত্রপ্রতিপত্তিহেতবস্তিস্রো বিদ্যা যেষাং তে ত্রিবিদ্যা স্ত্রিবিদ্যা এব স্বার্থিকতদ্ধিতেন ত্রৈবিদ্যাস্তিস্রো বিদ্যা বিদন্তীতি বা বেদত্রয়বিদো যাজ্ঞিকা যজ্ঞৈরগ্নিষ্টোমাদিভিঃ ক্রমেণ সবনত্রয়ে বসুরুদ্রাদিত্যরূপং মামীশ্বরমিষ্ট্বা তদ্রূপেণ মামজানন্তোঽপি বস্তুবৃত্তেন

নিজ নিজ কামনা সাধিত হয় সেইরূপ কাম্য কর্ম্ম সকলেরই কেবল অনুষ্ঠান করে তাহাদের সত্ত্বের (চিত্তের) কোন কিছু শোধক থাকে না অর্থাৎ তাহাদের এমন কিছু কর্ম্ম নাই যাহাতে চিত্ত শুদ্ধ হইতে পারে; আর চিত্তশোধক কোন কিছু না থাকার জন্য তাহারা জ্ঞানসাধনেও অধিরূঢ় হইতে পারে না অর্থাৎ যাহাতে জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে সে পথে তাহারা যাইতে পারে না; কাজেই পুনঃ পুনঃ জন্মমরণরূপ প্রবন্ধে (প্রবাহে) থাকিয়া তাহারা কেবল সংসারদুঃখই ভোগ করিতে থাকে; তাহাই দুইটী শ্লোকে বলিতেছেন—।২ হৌত্র (হোতৃ সাধ্য), আধ্বর্য্যব (অধ্বর্যু সম্পাদ্য) এবং ঔদ্গাত্র (উদ্গাতৃ-অনুষ্ঠেয়) এই ত্রিবিধ প্রতিপত্তির (কর্ম্মের) হেতুস্বরূপ (অর্থাৎ যাহাতে উক্ত ত্রিবিধ কর্ম্মে ব্যুৎপত্তিলাভ করা যায় সেই প্রকারের) ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ এবং সামবেদরূপ তিনপ্রকার বিদ্যা * যাঁহাদের আছে তাঁহারা ত্রিবিদ্য; এই 'ত্রিবিদ্য' শব্দের উত্তর স্বার্থে তদ্ধিতপ্রত্যয় (অণ্ প্রত্যয়) করিয়া 'ত্রৈবিদ্য' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। অথবা যাঁহারা তিন বেদের তত্ত্ব বিদিত আছেন তাঁহারা ত্রৈবিদ্য; সুতরাং ত্রৈবিদ্য পদের অর্থ বেদত্রয়বিৎ যাজ্ঞিকগণ; তাঁহারা **যজ্ঞৈঃ**=অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের দ্বারা প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিনসবন ও তৃতীয়

* বেদ মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণাত্মক। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ অংশে দর্শপূর্ণমাসরূপ ইষ্টিযাগ, নিরূঢ়পশুবন্ধাদিরূপ পশুযাগ এবং অগ্নিষ্টোমাদিরূপ সোমযাগ এবং এই প্রকার অপরাপর কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে। আর সেই সেই কর্ম্মের যে বিশেষ বিশেষ অঙ্গোপাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হয় তাহাও ঐ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে উপদিষ্ট হইয়াছে। কল্পসূত্রকারগণ সেগুলি সংগ্রহ করিয়া সূত্রাকারে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেই সেই অনুষ্ঠান কালে যে মন্ত্রাদি পাঠ করিতে হয় তাহা বেদের মন্ত্রভাগে পঠিত হইয়া থাকে। এই মন্ত্রভাগকেই সংহিতা বলা হয়। সুতরাং মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক বেদের কর্ম্মকাণ্ডে যাগযজ্ঞাদিই প্রধান প্রতিপাদ্য। এই যজ্ঞ কর্ম্মে চারি জন ঋত্বিক্ প্রধান;—অধ্বর্য্যু, হোতা, উদ্গাতা এবং ব্রহ্মা। ইঁহাদের প্রত্যেকের আবার তিন তিন জন করিয়া সহকারী থাকেন। সুতরাং সাকল্যে ষোল জন ঋত্বিক্। অবশ্য সকল কর্ম্মেই ষোল জন ঋত্বিক্ আবশ্যক নহে, কিন্তু সোমযাগাদিতেই তাঁহাদের আবশ্যকতা। ঐ যে চারি জন প্রধান ঋত্বিক্ উঁহাদের মধ্যে অধ্বর্য্যুই যজ্ঞের অনুষ্ঠেয় ক্রিয়া সকল সম্পাদন করেন। হোতা নামক ঋত্বিক্ দেবতাগণের আবাহন করিয়া থাকেন; এই জন্য এই 'হোতৃ' শব্দটী আহ্বানার্থক 'হ্বে' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। উদ্গাতা নামক ঋত্বিকের কর্ম্ম হইতেছে সোমযাগাদিতে সাম গ.ন করা। আর এই তিন জন ঋত্বিকের যে স্খলন—ত্রুটি বিচ্যুতি—হয় ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক্ তাহা সংশোধন করিয়া দেন। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই যে চারিখানি বেদ আছে ইহাদের এক একটিতে প্রধানতঃ ঐ চারিজন ঋত্বিকের এক একজনের কৃত্য উপদিষ্ট হইয়াছে। যজুর্ব্বেদে অধ্বর্য্যু নামক ঋত্বিকের যাহা যাহা কর্ম্ম এবং যে যে মন্ত্র পাঠ্য তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে; এই জন্য যজুর্ব্বেদকে অধ্বর্যুবেদও বলা হয়। ঋগ্বেদের মধ্যে হৌত্র কর্ম্ম অর্থাৎ হোতা নামক ঋত্বিকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং তৎপাঠ্য মন্ত্র প্রধানতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে; এ কারণে তাহাকে হোতৃ বেদ ও বলা হয়। এইরূপ সামবেদে উদ্গাতার কর্ম্ম ও তৎপাঠ্য মন্ত্র সকল উপদিষ্ট হইয়াছে; এজন্য তাহাকে উদ্গাতৃবেদ আর অথর্ব্ববেদকে ব্রহ্মবেদও বলা হয়।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ ২১॥

তে তং বিশালং স্বর্গলোকং ভুক্ত্বা পুণ্যে ক্ষীণে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি। এবং ত্রয়ীধর্ম্মম্ অনুপ্রপন্নাঃ কামকামাঃ গতাগতং লভন্তে অর্থাৎ তাঁহারা সেই বিশাল স্বর্গলোকের সুখভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপে বেদ-বিহিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া সংসারে যাতায়াত করিয়া থাকেন॥২১

পূজয়িত্বা অভিষুত্য হুত্বা চ সোমং পিবন্তীতি সোমপাঃ সন্তস্তেনৈব সোমপানেন পূতপাপা নিরস্তস্বর্ভোগপ্রতিবন্ধকপাপাঃ সকামতয়া স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে, নতু সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানোৎপত্ত্যাদি।৩ তে দিবি স্বর্গে লোকে পুণ্যফলং সর্ব্বোৎকৃষ্টং সুরেন্দ্রলোকং শতক্রতোঃ স্থানমাসাদ্য দিব্যান্ মনুষ্যৈরলভ্যান্ দেবভোগান্ দেবদেহোপভোগ্যান্ কামানশ্নন্তি ভুঞ্জতে॥ ৪—২০॥

ততঃ কিমনিষ্টমিতি তদাহ ত ইতি। তে সকামাস্তং কাম্যেন পুণ্যেন প্রাপ্তং বিশালং বিস্তীর্ণং স্বর্গলোকং ভুক্ত্বা তদ্ভোগজনকে পুণ্যে ক্ষীণে সতি তদ্দেহনাশাৎ

সবন এই ত্রিবিধ সবনে যথাক্রমে বসু, রুদ্র ও আদিত্যরূপে † আমারই (ঈশ্বরেরই) **ইষ্ট্বা**= ইষ্টি (যজ্ঞ) করিয়া,—আমাকে বস্তুগত্যা না জানিলেও আমারই উদ্দেশে পূজা, অভিষব (সোমলতা হইতে রসনিষ্কাসন) ও হোম করিয়া **সোমপাঃ**=যাঁহারা সোম পান করেন তাঁহারা সোমপ, সেইরূপ হইয়া, সেই সোম পান হেতুই **পূতপাপাঃ**=তাঁহাদের স্বর্গভোগের প্রতিবন্ধকস্বরূপ যে পাপ তাহা নিরস্ত (দূরীভূত) হইয়া যায়; আর তাহা হইলে পর তাঁহারা **স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে**=স্বর্গগতি (স্বর্গলাভ) প্রার্থনা করেন, কারণ তাঁহারা সকাম; কিন্তু তাঁহারা সত্ত্বশুদ্ধি অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি এবং জ্ঞানোৎপত্তি ইত্যাদি অভিলাষ করেন না।৩ তাঁহারা **দিবি**= দ্যুলোকে অর্থাৎ স্বর্গলোকে **পুণ্যম্**=পুণ্যের ফলভূত সর্ব্বোৎকৃষ্ট যে সুরেন্দ্র লোক যাহা শতক্রতু (শত অশ্বমেধযাজী ইন্দ্রত্বপ্রাপ্ত) ইন্দ্রের স্থান তাহা **আসাদ্য**=লাভ করিয়া **দিব্যান্**= মনুষ্যগণের অলভ্য **দেবভোগান্**=দেবদেহে যেগুলি উপভোগ করা যায় তাদৃশ কাম (কাম্য বস্তু) সকল **অশ্নন্তি**=ভোগ করিতে থাকেন।৪—২০॥

অনুবাদ—তাঁহারা না হয় দেবদেহ লাভ করিয়া দেবভোগ সকল উপভোগ করিতে থাকিলেন; কিন্তু তাহাতে অনিষ্টটা কি? এই জন্য বলিতেছেন "তে তম্" ইত্যাদি। **তে**=সেই সমস্ত সকাম ব্যক্তিরা কামনা পূর্ব্বক পুণ্যলব্ধ সেই **বিশালম্**=বিস্তীর্ণ **স্বর্গলোকং ভুক্ত্বা**=

† শতপথ ব্রাহ্মণের চতুর্থ কাণ্ডের তৃতীয় প্রপাঠকের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে উপদিষ্ট হইয়াছে "বসূনামেব প্রাতঃ-সবনং রুদ্রাণাং মাধ্যন্দিনসবনমাদিত্যানাং তৃতীয়সবনম্" অর্থাৎ প্রাতঃসবনে বসুগণের পূজা করিতে হয়, মাধ্যন্দিন সবনে রুদ্রগণের এবং তৃতীয় সবনে আদিত্যগণের পূজা করিতে হয়। সবন অর্থ সোমযাগের একটী বিশেষ দিনে ('সুত্যাহ'নামক প্রধানযাগের দিনে) সোমলতা হইতে রসনিষ্কাসন করিয়া শাস্ত্রোক্ত বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের সহিত সেই সোমরসের অগ্নিতে আহুতি প্রভৃতি দিয়া বসু রুদ্রাদি দেবতার পূজা করা হয়। জগদ্ধাত্রী পূজা যেমন ত্রিকালীন—প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন এবং সায়াহ্নে তিনবার অনুষ্ঠেয় সোমযাগও সেইরূপ সুত্যাহে ঐ তিন কালে তিনবার অনুষ্ঠেয়।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ২২ ॥

অনন্যাঃ মাং চিন্তয়ন্তঃ যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে নিত্যাভিযুক্তানাং তেষাং যোগক্ষেমং অহং বহামি অর্থাৎ যাঁহারা অনন্যমনে চিন্তা করিয়া আমার উপাসনা করেন, সর্ব্বদা আমাতে একনিষ্ঠ সেই সকল ব্যক্তিদিগের যোগ ও ক্ষেম আমি বহন করিয়া থাকি ॥২২

পুনর্দ্দেহগ্রহণায় মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি পুনর্গর্ভবাসাদিযাতনা অনুভবন্তীত্যর্থঃ।১ পুনঃ পুনরেবং উক্তপ্রকারেণ। হি শব্দঃ প্রসিদ্ধ্যর্থঃ। ত্রৈধর্ম্ম্যং হৌত্রাধ্বর্য্যবৌদগাত্রধর্ম্মত্রয়ার্হং জ্যোতিষ্টোমাদিকং কাম্যং কর্ম্ম—। ত্রয়ীধর্ম্মমিতি পাঠেঽপি ত্রয্যা বেদত্রয়েণ প্রতিপাদিতং ধর্ম্মমিতি স এবার্থঃ। অনুপ্রপন্নাঃ;—অনাদৌ সংসারে পূর্ব্বপ্রতিপত্ত্যপেক্ষয়ানুশব্দঃ, পূর্ব্বপ্রতিপত্ত্যনন্তরং মনুষ্যলোকমাগত্য পুনঃ প্রতিপন্নাঃ কামকামা দিব্যান্ ভোগান্ কাময়মানা এবং গতাগতং লভন্তে কর্ম্ম কৃত্বা স্বর্গং যান্তি, তত আগত্য পুনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তীত্যেবং গর্ভবাসাদিযাতনাপ্রবাহস্তেষামনিশমনুবর্ত্তত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২—২১ ॥

স্বর্গলোক ভোগ করিয়া, **ক্ষীণে পুণ্যে**=যে পুণ্যের ফলে সেই ভোগ জন্মিয়াছিল সেই ভোগের জনক সেই পুণ্যের ক্ষয় হইলে সেই দেবদেহ নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া পুনরায় দেহ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত **মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি**=মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করেন অর্থাৎ—পুনরায় গর্ভবাসাদি যন্ত্রণা অনুভব করিয়া থাকেন।১ বার বার **এবম্**=এইরূপে উক্তপ্রকারে; 'হি' শব্দটী এখানে 'প্রসিদ্ধি' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ 'হি' শব্দের দ্বারা বুঝাইতেছে যে ইহা প্রসিদ্ধ—ত্রৈধর্ম্ম্য অর্থ হৌত্র, আধ্বর্য্যব, ও ঔদ্‌গাত্ররূপ ধর্ম্মত্রয় বিশিষ্ট জ্যোতিষ্টোমাদি কাম্য কর্ম্ম—। এস্থলে যদি 'ত্রয়ীধর্ম্মম্' এইপ্রকার পাঠ ধরা যায় তাহা হইলেও ত্রয়ী অর্থাৎ বেদত্রয়ের প্রতিপাদিত যে ধর্ম্ম তাহাই ত্রয়ীধর্ম্ম,—এপক্ষেও ওই পূর্ব্ব কথিত অর্থ-ই আসে। ঐ ত্রয়ীধর্ম্ম (ত্রৈধর্ম্ম্য) **অনুপ্রপন্নাঃ**= পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া;—'অনুপ্রপন্নাঃ' এস্থলে 'অনু' শব্দটি দিবার তাৎপর্য্য এই যে তাঁহারা পূর্ব্বে ঐরূপে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদনন্তর পুনরায় মনুষ্যলোকে আসিয়া পুনর্ব্বার আবার ঐ স্বর্গলোক প্রপন্ন (প্রাপ্ত) হইয়াছেন; **কামকামাঃ**=দিব্যভোগের প্রার্থী ব্যক্তিরা এইরূপে গতাগত (যাতায়াত) লাভ করিয়া থাকেন। অভিপ্রায় এই যে তাঁহার কর্ম্ম করিয়া স্বর্গে যান, স্বর্গ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আবার কর্ম্ম করেন, এইরূপে গর্ভবাসাদি যন্ত্রণাপ্রবাহ সততই তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে থাকে।২—২১॥

ভাবপ্রকাশ—যাঁহারা সাক্ষাৎভাবে ভগবানের উপাসনা না করিয়া যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান পূর্ব্বক অন্য দেবতারূপে ভজনা করেন তাঁহারা স্বর্গাদির ঐশ্বর্য্যের ভোগকামনায় চালিত হইয়াই ঐরূপে প্রবৃত্ত হয়েন। যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানদ্বারা তাঁহারা শুদ্ধ হন এবং ঐ শুদ্ধির ফলে তাঁহারা স্বর্গাদিলোকে গমন করিয়া তাঁহাদের কামনানুযায়ী ঐশ্বর্য্যভোগ করেন। কর্ম্মার্জ্জিত পুণ্যের ফল শেষ হইলে ঐ স্বর্গাদি

নিষ্কামাঃ সম্যগ্দর্শিনস্তু।—অন্যো ভেদদৃষ্টিবিষয়ো ন বিদ্যতে যেষাং তেঽনন্যাঃ সর্ব্বাদ্বৈতদর্শিনঃ সর্ব্বভোগনিস্পৃহাঃ।—অহমেব ভগবান্ বাসুদেবঃ সর্ব্বাত্মা ন মদ্ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিদস্তীতি জ্ঞাত্বা তমেব প্রত্যঞ্চং সদা চিন্তয়ন্তো মাং নারায়ণমাত্মত্বেন যে জনাঃ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নাঃ সন্ন্যাসিনঃ পরি সর্ব্বতোঽনবচ্ছিন্নতয়া পশ্যন্তি তে মদনন্যতয়া কৃতকৃত্যা এবেতি শেষঃ। অদ্বৈতদর্শননিষ্ঠানামত্যন্তনিষ্কামানাং তেষাং স্বয়ং প্রযতমানানাং কথং যোগক্ষেমৌ স্যাতাম্? ইত্যত আহ তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং নিত্যমনবরতমাদরেণ ধ্যানে ব্যাপৃতানাং দেহযাত্রামাত্রার্থমপ্যপ্রযতমানানাং যোগঞ্চ ক্ষেমঞ্চ অলব্ধস্য লাভং লব্ধস্য পরিরক্ষণং চ শরীরস্থিত্যর্থং যোগক্ষেমমকাময়মানানামপি বহামি প্রাপয়াম্যহং সর্ব্বেশ্বরঃ। "প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়। উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্" ইত্যুক্তম্। যদ্যপি সর্ব্বেষামেব

লোক হইতে পুনরায় এই মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। তাই যাহারা সকামী তাহাদের অপুনরাবৃত্তি লক্ষণ যে পরমগতি তাহা লাভ হয় না। তাহারা গতাগতের মধ্যেই থাকিয়া যায়। শ্রীভগবান্কে সাক্ষাৎভাবে ভজনা না করিলে গতাগতির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না।২০—২১

অনুবাদ—কিন্তু যাঁহারা নিষ্কাম এবং সম্যগ্দর্শী তাঁহারা—। **অনন্যাঃ**=যাঁহাদের নিকট অন্য অর্থাৎ ভেদদৃষ্টির যাহা বিষয়—যাহার জন্য ভেদদৃষ্টি হয় তাহা নাই তাঁহারা অনন্য; তাঁহারা অনন্য হইয়া অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বত্র অদ্বৈত দর্শন করিতে থাকিয়া সকলপ্রকার ভোগেই নিস্পৃহ হইয়া—। 'আমিই, ভগবান্ বাসুদেবই সকলের আত্মভূত, আমা ছাড়া অন্য কিছুই নাই'—এইরূপ জানিয়া সেই প্রত্যগাত্মাকেই **চিন্তয়ন্তঃ**=সর্ব্বদা চিন্তা করিতে থাকিয়া, যে সমস্ত ব্যক্তি অর্থাৎ শমদমাদি সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন যে সমস্ত সন্ন্যাসী ঐ প্রকারে **মাং**=নারায়ণ আমাকেই নিজ আত্মরূপে **পর্য্যুপাসতে**= 'পরি' অর্থাৎ সর্ব্বতঃ অনবচ্ছিন্নভাবে 'উপাসতে' অর্থাৎ দেখেন তাঁহারা আমা হইতে অনন্য হওয়ায় অর্থাৎ মৎস্বরূপ হওয়ায় কৃতকৃত্যই হইয়া থাকেন। অদ্বৈতদর্শনপরায়ণ অত্যন্ত নিষ্কাম সেই সমস্ত ব্যক্তি যখন নিজে নিজে কোনরূপ প্রযত্ন করেন না তখন কিরূপে তাঁহাদের যোগক্ষেম নিষ্পন্ন হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন।—**নিত্যাভিযুক্তানাম্**=নিত্য অর্থাৎ অনবরত আদরসহকারে যাঁহারা ধ্যানে ব্যাপৃত থাকায় এমন কি দেহযাত্রা নির্ব্বাহের জন্যও যাঁহারা প্রযত্ন (চেষ্টা) করেন না **তেষাম্**= তাঁহাদের **যোগক্ষেমম্**=অলব্ধ বস্তুর লাভের নাম যোগ, আর লব্ধ বস্তুর পরিরক্ষণের নাম ক্ষেম—তাঁহারা শরীরধারণের নিমিত্ত যোগক্ষেম প্রার্থনা না করিলেও **অহম্**=আমি সর্ব্বেশ্বর তাহা **বহামি**= বহন করি অর্থাৎ তাঁহাদের তাহা পাওয়াইয়া থাকি।২ এই জন্যই ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন—"আমি জ্ঞানী ব্যক্তির বড় আদরের বস্তু আর সেই জ্ঞানীও আমার বড় প্রিয় পাত্র", "ইহারা সকলেই উদার বটে তবে জ্ঞানী আমার আত্মস্বরূপ, ইহা আমার অভিমত।" ইত্যাদি।৩ যদিও ভগবান্ সকলেরই যোগক্ষেম বহন করিয়া থাকেন সত্য তথাপি অন্যের যত্ন উৎপাদন করিয়া তদ্দ্বারা তাহার যোগক্ষেম বহন করেন কিন্তু জ্ঞানিগণের জন্য তাঁহাদিগের মধ্যে প্রযত্ন উৎপাদন করিতে হয় না—ইহাই

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ২৩ ॥

হে কৌন্তেয়! শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ যে ভক্তাঃ অন্যদেবতাঃ অপি যজন্তে তে অপি মামেব অবিধিপূর্ব্বকম্ যজন্তি অর্থাৎ হে কৌন্তেয়! শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যে সকল ভক্ত অন্য দেবতারও অর্চ্চনা করেন, তাঁহারাও অবিধিপূর্ব্বক আমারই আরাধনা করিয়া থাকেন ॥২৩

যোগক্ষেমং বহতি ভগবান্, তথাপি অন্যেষাং প্রযত্নমুৎপাদ্য তদ্দ্বারা বহতি, জ্ঞানিনাং তু তদর্থং প্রযত্নমনুৎপাদ্য বহতীতি বিশেষঃ ॥ ৪—২২ ॥

নন্বন্যা অপি দেবতাস্ত্বমেব তদ্ব্যতিরিক্তস্য বস্তন্তরস্যাভাবাৎ, তথাচ দেবতান্তরভক্তা অপি ত্বামেব ভজন্ত ইতি ন কোঽপি বিশেষঃ স্যাৎ, তেন গতাগতং কামকামা বসুরুদ্রাদিত্যাদিভক্তা লভন্তে, অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং তু কৃতকৃত্যা ইতি কথমুক্তম্? তত্রাহ যেঽপীতি।১ যথা মদ্ভক্তা মামেব যজন্তি, তথা যেঽন্যদেবতানাং বস্বাদীনাং ভক্তা যজন্তে জ্যোতিষ্টোমাদিভিঃ শ্রদ্ধয়া আস্তিক্যবুদ্ধ্যা অন্বিতাঃ, তেঽপি মদ্ভক্তা ইব

বিশেষ। অর্থাৎ সাধারণ ব্যক্তির মধ্যে তিনি যোগক্ষেমের জন্য প্রযত্ন উৎপাদন করিয়া দেন, সুতরাং তাহারা সেই স্বীয় প্রযত্ন বলে যোগক্ষেমলাভ করে; কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি কোন প্রযত্ন করেন না অথচ তাঁহাদের যোগক্ষেম সিদ্ধ হইয়া যায়—অযাচিত অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁহাদের নিকট তাহা উপস্থিত হয়—ভগবান্ নিজেই যেন তাহা বহিয়া আনিয়া দিলেন।৪—২২॥

ভাবপ্রকাশ—সকামী ব্যক্তি নিজের কামনাপ্রাপ্তির কামনা করিয়া কাম্যফলই লাভ করেন কিন্তু ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন না। নিষ্কাম ভক্ত কেবল ভগবান্‌কেই চান, অন্য কিছুই কামনা করেন না। তিনি সর্ব্বদা ভগবানেই মগ্নচিত্ত হইয়া থাকেন; অন্য কোনও দিকেই তাঁহার দৃষ্টি থাকে না। ভগবান্ কিন্তু নিজেই এই নিষ্কামভক্তের লৌকিক কাম্য এবং প্রয়োজনীয় যাহা কিছু সমস্তই নিজেই প্রদান করিয়া থাকেন। নিষ্কাম ভক্তের কামনা ব্যতিরেকেই প্রয়োজনীয় সব বস্তু আপনিই আসিয়া যায় এবং ভগবান্‌কেও তাঁহারা প্রাপ্ত হন। সকাম ব্যক্তি অল্পদর্শী, তাই তাঁহার প্রাপ্তিও অল্প। নিষ্কাম ভগবৎসেবীর সবই লাভ হয়—কিছুরই অভাব হয় না। তাই কামনাত্যাগ করিয়া তাঁহার মহাফলই লাভ হয়—সমস্ত ক্ষুদ্রফল ঐ মহাফলে অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়।২২

অনুবাদ—আচ্ছা, অন্য যে সমস্ত দেবতা আছে তাহাও ত তুমিই, কেন না তোমা ছাড়া ত আর কোন বস্তুই নাই, তাহা হইলে যাহারা অন্য দেবতার ভক্ত তাহারা তোমারই উপাসনা করিয়া থাকে বলিয়াও আর এই উভয় প্রকার ব্যক্তিগণের মধ্যে কোনরূপ বিশেষ থাকিতে পারে না? তাহা হইলে পর "বসু-রুদ্র-আদিত্য প্রভৃতি দেবতার ভক্ত কামকামী ব্যক্তিগণ গতাগত (যাতায়াত) লাভ করিয়া থাকে" আর "যাঁহারা অনন্য হইয়া আমায় চিন্তা করেন তাঁহারা কৃতকৃত্য" এই প্রকার যে দুই রকম কথা বলিলে তাহা কিরূপে সঙ্গত হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—।১ আমার ভক্তেরা যেমন আমারই উপাসনা করিয়া থাকেন সেইরূপ যাহারা বসু প্রভৃতি অন্যান্য দেবতার ভক্ত হইয়া

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪ ॥

হি অহমেব সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুঃ চ, তে তু মাং তত্ত্বেন ন অভিজানন্তি অতঃ চ্যবন্তি অর্থাৎ আমিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও ফলদাতা ; ইহা যথাবৎ জানিতে পারে না বলিয়াই তাহারা সংসারে পুনরাবর্ত্তিত হয় ॥২৪

হে কৌন্তেয়! তত্তদ্দেবতারূপেণ স্থিতং মামেব যজন্তি পূজয়ন্তি অবিধিরজ্ঞানং তৎপূর্ব্বকং সর্ব্বাত্মত্বেন মামজ্ঞাত্বা মদ্ভিন্নত্বেন বস্বাদীন্ কল্পয়িত্বা যজন্তীত্যর্থঃ ॥ ২—২৩ ॥

অবিধিপূর্ব্বকত্বং বিবৃণ্বন্ ফলপ্রচ্যুতিমমীষামাহ অহমিতি। অহং ভগবান্ বাসুদেব এব সর্ব্বেষাং যজ্ঞানাং শ্রৌতানাং স্মার্ত্তানাঞ্চ তত্তদ্দেবতারূপেণ ভোক্তা চ, স্বেনান্তর্যামিরূপেণ অধিযজ্ঞত্বাৎ প্রভুশ্চ ফলদাতা চেতি প্রসিদ্ধমেতৎ।১ দেবতান্তরযাজিনস্তু মামীদৃশং তত্ত্বেন ভোক্তৃত্বেন প্রভুত্বেন চ ভগবান্ বাসুদেব এব বস্বাদিরূপেণ যজ্ঞানাং ভোক্তা স্বেন রূপেণ চ ফলদাতা ন তু তদন্যোঽস্তি কশ্চিদারাধ্য ইত্যেবং রূপেণ ন জানন্তি, অতো মৎস্বরূপাপরিজ্ঞানাৎ মহতায়াসেনেষ্ট্বাপি ময্যনর্পিতকর্ম্মাণস্তত্তদ্দেবলোকং ধূমাদিমার্গেণ গত্বা তদ্ভোগান্তে চ্যবন্তি প্রচ্যবন্তে, তত্তদ্ভোগজনককর্ম্মক্ষয়াত্তত্তদ্দেহাদিবিযুক্তাঃ পুনর্দ্দেহগ্রহণায় মনুষ্যলোকং প্রত্যাবর্ত্তন্তে।২ যে তু তত্তদ্দেবতাসু ভগবন্তমেব সর্ব্বান্তর্যামিণং পশ্যন্তো যজন্তে তে ভগবদর্পিত-

শ্রদ্ধান্বিত (আস্তিক্যবুদ্ধিযুক্ত) হইয়া **যজন্তে**=জ্যোতিষ্টোম আদি যজ্ঞ করে হে কুন্তীনন্দন! তাহারাও আমার ভক্তগণের ন্যায় সেই সেই দেবতারূপে অবস্থিত আমারই উপাসনা করিয়া থাকে ; তবে তাহারা তাহা অবিধিপূর্ব্বক করিয়া থাকে ; —**অবিধি** অর্থ **অজ্ঞান,** তৎপূর্ব্বক করিয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে তাহারা আমার সর্ব্বাত্মস্বরূপ না জানিয়া বসু প্রভৃতি দেবতাগুলিকে মদ্ব্যতিরিক্ত, —আমা হইতে ভিন্ন ভাবিয়া অর্চ্চনা করে।২—২৩॥

অনুবাদ—উক্ত অবিধিপূর্ব্বকত্বটী কি তাহাই বিবৃত করিয়া ঐ সমস্ত ব্যক্তির ফলপ্রচ্যুতি (ফলের ন্যূনতা) দেখাইতেছেন—। **অহম্**=আমি অর্থাৎ ভগবান্ বাসুদেবই যজ্ঞে পূজ্যমান সেই সেই দেবতারূপে শ্রৌত ও স্মার্ত্ত সকল প্রকার যজ্ঞেরই ভোক্তা ; কারণ আমি নিজে অন্তর্য্যামিরূপে **অধিযজ্ঞ**—যজ্ঞাধিষ্ঠাতা যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞপুরুষ ; সেই কারণে আমিই **প্রভুঃ**=যজ্ঞফলদাতা ; **হি**=ইহা প্রসিদ্ধই আছে।১ কিন্তু যাহারা অন্য দেবতার উপাসক তাহারা আমায় তত্ত্বতঃ জানে না অর্থাৎ আমায় ভোক্তা ও প্রভু বলিয়া জানে না—ভগবান্ বাসুদেবই যে বসুপ্রভৃতি দেবতারূপে যজ্ঞসকল ভোগ করিয়া থাকেন এবং তিনি নিজ স্বরূপে (পরমেশ্বররূপে) ফলদাতা, তিনি ছাড়া আর আরাধ্য (উপাস্য) কেহ নাই—এই প্রকারে আমায় জানিতে পারে না। কাজেই আমার স্বরূপ বিদিত না হওয়ায় তাহারা বহুকষ্টে যজ্ঞাদি করিলেও আমার উপর কর্ম্মফল সমর্পণ না করায় ধূমাদিমার্গে দেবলোক আদিতে গমন করে ; পরে তথাকার ভোগ শেষ হইলে চ্যুত হইয়া পড়ে অর্থাৎ যে কর্ম্মের জন্য সেই দেবাদিলোকে ভোগ উৎপন্ন হয় সেই ভোগজনক কর্ম্মের ক্ষয় হওয়ায় সেই দেহাদিও বিযুক্ত হইয়া যায় এবং তাহা হইলে পর পুনরায়

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥ ২৫ ॥

দেবব্রতাঃ দেবান্ যান্তি, পিতৃব্রতা পিতৄন্ যান্তি ভূতেজ্যাঃ ভূতানি যান্তি মদ্‌যাজিন অপি মাং যান্তি অর্থাৎ দেবযাজীরা দেবলোক, পিতৃযাজীরা পিতৃলোক এবং ভূতগণের অর্চনাকারিগণ ভূতলোক প্রাপ্ত হন, আর যিনি আমার অর্চনা করেন, তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥২৫

কর্ম্মাণস্তদ্বিদ্যাসহিতকর্ম্মবশাদর্চ্চিরাদিমার্গেণ ব্রহ্মলোকং গত্বা তত্রোৎপন্নসম্যগ্দর্শনা-স্তদ্ভোগান্তে মুচ্যন্ত ইতি বিবেকঃ ॥ ৩—২৪ ॥

দেবতান্তরযাজিনামনাবৃত্তিফলাভাবেঽপি তত্তদ্দেবতাযাগানুরূপক্ষুদ্রফলাবাপ্তিঃ ধ্রুবেতি বদন্ ভগবদ্‌যাজিনাং তেভ্যো বৈলক্ষণ্যমাহ যান্তীতি।১ অবিধিপূর্ব্বকযাজিনো হি ত্রিবিধা অন্তঃকরণোপাধিগুণত্রয়ভেদাৎ। তত্র সাত্ত্বিকা দেবব্রতাঃ দেবা বসুরুদ্রা-দিত্যাদয়স্তৎসম্বন্ধি ব্রতং বল্যুপহারপ্রদক্ষিণপ্রহ্বীভাবাদিরূপং পূজনং যেষাং তে তানেব দেবান্ যান্তি; "তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ।২ রাজসাস্তু পিতৃব্রতাঃ শ্রাদ্ধাদিক্রিয়াভিরগ্নিষ্বাত্তাদীনাং পিতৄণামারাধকাস্তানেব পিতৄন্ যান্তি।৩ তথা তামসা ভূতেজ্যা যক্ষরক্ষোবিনায়কমাতৃগণাদীনাং ভূতানাং পূজকাস্তান্যেব

দেহগ্রহণের জন্য মনুষ্যলোকে ফিরিয়া আসে।২ আর যাঁহারা সেই সেই দেবতার উপাসনা করিলেও তন্মধ্যে সর্ব্বান্তর্যামী ভগবানেরই স্বরূপ অবলোকন করিয়া (অনুভবকরিতে থাকিয়া) যজ্ঞাদি করেন তাঁহারা ভগবানের উপর সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ করেন; এবং তাদৃশ বিদ্যাসহকৃত কর্ম্মের প্রভাবে অর্চ্চিরাদিমার্গে ব্রহ্মলোকে যাইয়া থাকেন এবং সেখানে তাঁহার সম্যক্‌দর্শন (অদ্বৈতাত্মসাক্ষাৎকাররূপ তত্ত্বজ্ঞান) উৎপন্ন হওয়ায় তাঁহারা সেখানকার ভোগ শেষ করিয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন—ইহাই ইহাদের মধ্যে পার্থক্য।৩—২৪॥

অনুবাদ—যাহারা অন্যান্য দেবতার আরাধনা করে তাহাদের অনাবৃত্তি (মোক্ষ) রূপ ফল না হইলেও সেই সেই দেবতার আরাধনার উপযুক্ত ক্ষুদ্রফলপ্রাপ্তি যে অবশ্যই হইয়া থাকে তাহার উল্লেখ করিয়া তাহাদের অপেক্ষা ভগবদর্চ্চকগণের কি বৈলক্ষণ্য (পার্থক্য) তাহা বলিতেছেন—।১ যাহারা অবিধিপূর্ব্বক (অজ্ঞানপূর্ব্বক) উপাসনা করে তাহারা অন্তঃকরণের গুণত্রয়রূপ উপাধিভেদে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে সাত্ত্বিকগণ **দেবব্রত**;—দেব অর্থ বসু, রুদ্র, আদিত্য, প্রভৃতি; সেই দেবসম্বন্ধী অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশে হইয়াছে ব্রত অর্থাৎ বলি-উপহার, প্রদক্ষিণ এবং প্রহ্বীভাব (নততা, প্রণাম) ইত্যাদি রূপ পূজা যাহাদের তাহারা দেবব্রত। দেবব্রত ব্যক্তিগণ সেই দেবতাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে; কারণ শ্রুতি বলিতেছেন—"তাঁহাকে যে যে ভাবে উপাসনা করে তাহারা তাহাই হয় অর্থাৎ তদ্‌ভাবই প্রাপ্ত হয়"।২ আর যাহারা রাজস—রজোগুণপ্রধান, তাহারা **পিতৃব্রত**;—শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা তাহারা 'অগ্নিষ্বাত্ত' প্রভৃতি পিতৃপুরুষগণের আরাধনা করিয়া সেই পিতৃগণকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।৩ আর যাহারা তামস—তমোগুণপ্রধান তাহারা **ভূতেজ্য**;—তাহারা ভূতগণের অর্থাৎ

ভূতানি যান্তি।৪ অত্র দেবপিতৃভূতশব্দানাং তৎসম্বন্ধিলক্ষণয়োষ্ট্রমুখন্যায়েন সমাসঃ, মধ্যপদলোপিসমাসানঙ্গীকারাৎ প্রকৃতিবিকৃতিভাবাভাবেন চ তাদর্থ্যচতুর্থীসমাসাযোগাৎ।৫ অন্তে চ পূজাবাচীজ্যাশব্দপ্রয়োগাৎ পূর্ব্বপর্য্যায়দ্বয়েঽপি ব্রতশব্দঃ পূজাপর এব।৬ এবং দেবতান্তরারাধনস্য তত্তদ্দেবতারূপত্বমন্তবৎফলমুক্ত্বা ভগবদারাধনস্য ভগবদ্রূপত্বমনন্তং ফলমাহ—মাং ভগবন্তং যষ্টুং পূজয়িতুং শীলং যেষাং তে মদ্যাজিনঃ সর্ব্বাসু দেবতাসু ভগবদ্ভাবদর্শিনো ভগবদারাধনপরায়ণা মাং ভগবন্তমেব যান্তি।৭ সমানেঽপ্যায়াসে ভগবন্তমন্তর্যামিনমনন্তফলদমনারাধ্য দেবতান্তরমারাধ্যান্তবৎ ফলং যান্তীত্যহো! দুর্দ্দৈববৈভবমজ্ঞানমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৮—২৫ ॥

যক্ষ, রক্ষঃ, বিনায়ক এবং মাতৃকাগণ প্রভৃতি ভূতগণের পূজক; তাহারা সেই ভূতগণেরই ভাব প্রাপ্ত হয়।৪ এখানে 'দেবব্রত,' 'পিতৃব্রত' ও 'ভূতেজ্য' এই তিনটী স্থলে পূর্ব্বপদগুলিকে লক্ষণাবলে 'তৎসম্বন্ধবিশিষ্ট' এইরূপ অর্থের বাচক করিয়া, 'উষ্ট্রমুখ' এইস্থলে যেমন (উষ্ট্রমুখসাদৃশ্যে লক্ষণা করিয়া) সমাস করা হয়, সেইরূপ সমাস করিতে হইবে। এরূপ করিবার কারণ এই যে মধ্যপদলোপী সমাস স্বীকার করা হয় না; আর তাদর্থ্যচতুর্থীসমাস যে করা হইবে তাহাও হইতে পারে না, কেন না তাদর্থ্যচতুর্থীসমাস স্থলে সমস্যমান পদদ্বয়ের মধ্যে প্রকৃতিবিকৃতিভাব থাকা আবশ্যক (অর্থাৎ তথায় পূর্ব্বপদটী বিকৃতি এবং উত্তরপদটী প্রকৃতি হইয়া থাকে); এখানে কিন্তু তাহা হয় নাই বলিয়া চতুর্থী সমাসও হইতে পারে না।৫ এখানে অন্তে অর্থাৎ 'ভূতেজ্যা' এই শেষেরটীতে পূজা বাচক 'ইজ্যা' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে বলিয়া 'দেবব্রত' এবং 'পিতৃব্রত' এই দুইটী স্থলে যে 'ব্রত' শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে তাহারও অর্থ পূজা বুঝিতে হইবে।৬ অন্যান্য দেবতার আরাধনার ফল যে সেই সেই দেবতার ভাব প্রাপ্ত হওয়া এবং তাহা যে অন্তবৎ তাহা এই প্রকারে বলিয়া এইবারে বলিতেছেন যে ঈশ্বরাধনার ফল ঈশ্বরস্বরূপতাপ্রাপ্তি এবং তাহা অনন্ত। আমার (ঈশ্বরের) যাগ করা অর্থাৎ পূজা করা যাঁহাদের স্বভাব তাঁহারা মদ্যাজী; তাঁহারা অর্থাৎ যাঁহারা সকল দেবতার মধ্যে ভগবদ্ভাব দর্শন করেন ঈশ্বরারাধনাপরায়ণ সেই সমস্ত ব্যক্তিগণ আমাকে অর্থাৎ ভগবান্‌কেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।৭ অনান্য দেবতার উপাসনা করায় এবং ভগবানের উপাসনা করায় উভয় স্থলেই সমানই কষ্ট; তথাপি লোকে সর্ব্বান্তর্যামী অনন্ত ফলদাতা ভগবানের আরাধনা না করিয়া অন্য দেবতার পূজা করিতে থাকিয়া অন্তবৎ (বিনশ্বর) ফল প্রাপ্ত হয়,—হায়! অজ্ঞানের কি দুর্দ্দৈব বৈভব! অর্থাৎ অজ্ঞানের এই দুর্দ্দৈব প্রভাবেই লোকে সমান কষ্ট করিয়াও অনন্তফল প্রাপ্ত না হইয়া সান্ত ভঙ্গুর ফললাভ করে, ইহাই অভিপ্রায়*।৮—২৫॥

* এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, অন্য দেবতার উপাসনা করাটাই অল্প ফল লাভের কারণ, ইহা বলা ভগবানের অভিপ্রেত নহে; কিন্তু অন্য দেবতাকে ভগবান্ হইতে ভিন্ন ভাবিয়া যে উপাসনা, এইপ্রকার যে ভেদ সৃষ্টি তাহাই ফলাল্পতার হেতু। কারণ কোন দেবতাই ভগবান্ হইতে ভিন্ন নহেন—কোন দেবতার উপাসনাই ভগবদুপাসনার বহির্ভূত নহে। যে হেতু শ্রুতি বলিতেন,—"তদ্ যদিদমাহুরমুং যজ অমুং যজেত্যেকৈকং দেবমেতস্যৈব সা বিসৃষ্টিরেষ উ হ্যেব সর্ব্বে দেবাঃ" (বৃহদা উ ১।৪।৬) অর্থাৎ 'অমুক দেবতার পূজা কর, অমুক দেবতার অর্চ্চনা কর ইত্যাদি প্রকারে যে এক একটী

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬ ॥

যঃ মে ভক্ত্যা পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং প্রযচ্ছতি, অহং প্রযতাত্মনঃ ভক্ত্যুপহৃতং তৎ অশ্নামি অর্থাৎ যিনি ভক্তি সহকারে আমায় পত্র, পুষ্প, ফল বা জল অর্পণ করেন, আমি শুদ্ধচিত্ত ভক্তগণের সমর্পিত তৎসমুদয় গ্রহণ করিয়া থাকি ॥২৬

তদেবং দেবতান্তরাণি পরিত্যজ্যানন্তফলত্বাৎ ভগবত এবারাধনং কর্ত্তব্য-মতিসুকরত্বাচ্চেত্যাহ পত্রমিতি।১ পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং অন্যদ্বা অনায়াস-লভ্যং যৎ কিঞ্চিদ্বস্তু যঃ কশ্চিদপি নরো মে মহ্যং অনন্তমহাবিভূতিপতয়ে পরমেশ্বরায় ভক্ত্যা ন বাসুদেবাৎ পরমস্তি কিঞ্চিদিতিবুদ্ধি-পূর্ব্বিকয়া প্রীত্যা প্রযচ্ছতি ঈশ্বরায়

ভাবপ্রকাশ—যাঁহারা অন্য দেবতার ভজনা করেন তাঁহারাও একহিসাবে ভগবানেরই ভজনা করেন। কারণ শ্রীভগবান্ই সকল বস্তুর মূলতত্ত্ব; বহুরূপে তিনিই একমাত্র সৎ। কিন্তু ভগবান্ই যে সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর এই জ্ঞান না থাকিলে, একতত্ত্বের স্ফুরণ না হইলে, বহুর মূলে যে এক ইহার অনুভব না হইলে শ্রীভগবানের তত্ত্বের জ্ঞান হয় না। তাই বহুর জ্ঞানের উপরে না উঠিতে পারিলে, গতাগতিরূপ বহুত্বের মধ্যেই অবস্থিতি হয়। যাঁহারা "তত্ত্বেন জানন্তি", শ্রীভগবান্ই যে সর্ব্বকারণকারণ এক তত্ত্ব ইহা জানেন অর্থাৎ তিনি যে অবিনাশী, অচ্যুত ইহা জানেন তাঁহারাই কেবল চ্যুতি বা আবর্ত্তনের হাত হইতে নিস্কৃতি পান। যিনি যে স্তরে আছেন, যাঁহার তত্ত্বের যেরূপ জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয়, তিনি সেই স্তরেরই উপাসনা করেন এবং উপাসনানুরূপ ফল প্রাপ্ত হন। উপাসনার সর্ব্বোচ্চ ভূমিতে শ্রীভগবানের তত্ত্ব স্ফুরিত হয়, তখনই শ্রীভগবানের তাত্ত্বিক জ্ঞান হয় এবং এই জ্ঞানের ফলে পরমগতি লাভ হয়।২৩—২৫

অনুবাদ--অতএব দেখা গেল যে, অন্য দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভগবানেরই আরাধনা করা উচিত, কেননা তাহার ফল অনন্ত; এবং তাহা অতি সহজসাধ্য। তাহাই বলিতেছেন—।১ পত্র, পুষ্প, ফল, জল, কিংবা অনায়াসলভ্য অন্য যৎকিঞ্চিৎ বস্তু যে কোন লোক **মহ্যম্**=আমায় অর্থাৎ অনন্ত বিভূতির অধিপতি পরমেশ্বরকে **ভক্ত্যা**="বাসুদেব অপেক্ষা আর কিছু শ্রেষ্ঠ নাই" এইপ্রকার বুদ্ধিসহকৃত প্রীতিসহকারে **প্রযচ্ছতি**=প্রদান করেন অর্থাৎ ভৃত্য যেমন ঈশ্বর (প্রভুর) জন্য তাঁহারই দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দেয় সেইরূপ জগতে এমন কোন বস্তু নাই যাহা আমার সত্তার আস্পদ নহে অর্থাৎ আমার সত্তায় স্থিত নহে;—কাজেই সকল দ্রব্যই আমার সত্তায় সত্তাবৎ হওয়ায় সমগ্র জগৎই যখন আমার অর্জ্জিত (অধিগত) রহিয়াছে তখন ভক্তলোক

দেবতার পূজার কথা বলা হয় ইহা তাঁহারই (পরমেশ্বরেরই) বিসৃষ্টি অর্থাৎ সেই সেই দেবতা পরমেশ্বরেরই বিভূতি, যেহেতু এই পরমেশ্বরই সর্ব্বদেবাত্মক। ঋগ্বেদমধ্যে "ইন্দ্রং" মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্। একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।" (ঋগ্বেদ ১।১৩৪।৪৬)—ভাবার্থ এই যে, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, গরুত্মান্ নামক দিব্য সুপর্ণ প্রভৃতি যাহা কিছু, বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এক সৎস্বরূপ ব্রহ্মকেই সেই সেই নামে অগ্নি, যম মাতরিশ্বা প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করেন। আর যে রাজস, তামসাদি ভেদ বলা হইয়াছে তাহাও উপাসকের গুণানুসারে, উপাস্য পরমেশ্বরের উপাধির ভেদ অনুসারে বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ, উপাস্য যিনি তিনি তমোগুণাদিসংস্পৃষ্ট নহেন।

ভৃত্যবদুপকল্পয়তি মৎস্বত্বানাস্পদদ্রব্যাভাবাৎ সর্ব্বস্যাপি জগতো ময়ৈবার্জ্জিতত্বাৎ, অতো মদীয়মেব সর্ব্বং মহ্যমর্পয়তি জনঃ তস্য প্রীত্যা প্রযচ্ছতঃ প্রযতাত্মনঃ শুদ্ধবুদ্ধেস্তৎ পত্র-পুষ্পাদি তুচ্ছমপি বস্তু অহং সর্ব্বেশ্বরোঽশ্নামি অশনবৎ প্রীত্যা স্বীকৃত্য তৃপ্যামি।২ অত্র বাচ্যস্যাত্যন্ততিরস্কারদর্শনলক্ষিতেন স্বীকারবিশেষেণ প্রীত্যতিশয়হেতুত্বং ব্যজ্যতে। "ন হ বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি" (ছাঃ উঃ ৩।৬।১) ইতি শ্রুতেঃ।৩ কস্মাত্তুচ্ছমপি তদশ্নামি ? যস্মাৎ ভক্ত্যুপহৃতং ভক্ত্যা প্রীত্যা সমর্পিতং ; তেন প্রীত্যা সমর্পণং মৎস্বীকারনিমিত্তমিত্যর্থঃ।৪ অত্র ভক্ত্যা প্রযচ্ছতীত্যুক্ত্বা পুনর্ভক্ত্যুপহৃতমিতি বদন্নভক্তস্য ব্রাহ্মণত্বতপস্বিত্বাদি মৎস্বীকারনিমিত্তং ন ভবতীতি পরিসংখ্যাং সূচয়তি।৫ শ্রীদামব্রাহ্মণানীততণ্ডুলকণভক্ষণবৎ প্রীতিবিশেষপ্রতিবদ্ধভক্ষ্যাভক্ষ্যবিজ্ঞানো বাল ইব মাত্রাদ্যর্পিতং পত্রপুষ্পাদি ভক্ত্যর্পিতং সাক্ষাদেব ভক্ষয়ামীতি বা।৬

আমাকে আর আলাদা কি দিবেন তথাপি আমারই সমস্ত দ্রব্য আমাকে সমর্পণ করিবেন ; আর তিনি প্রীতিপূর্ব্বক প্রদান করিলে সেই **প্রযতাত্মনঃ**—শুদ্ধবুদ্ধি ব্যক্তির সেই পত্র, পুষ্প প্রভৃতি বস্তু তুচ্ছ হইলেও সর্ব্বেশ্বর আমি তাহা ভোজন করিয়া থাকি অর্থাৎ ভোজন করিলে যেরূপ প্রীতি হয় সেইরূপ প্রীতিসহকারে গ্রহণ করিয়া তাহাতে আমি পরিতৃপ্ত হই।২ এস্থলে 'অশ্নামি' এই পদের বাচ্য অর্থ হইতেছে ভোজন করা ; সেই বাচ্য অর্থ এখানে একেবারে অবিবক্ষিত নয় ; কিন্তু ভোজন করিতে হইলে প্রথমে স্বীকার অর্থাৎ গ্রহণ করিতে হয় ; সেই গ্রহণ করা রূপ অর্থের দ্বারা এখানে 'অশ্নামি'পদে প্রীতির আধিক্যই প্রকটিত হইতেছে। তাই শ্রুতি বলিতেছেন "দেবগণ ভোজন করেন না এবং পানও করেন না কিন্তু এই ভক্তিপূর্ব্বক নিবেদিত দ্রব্যরূপ অমৃতে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহারা পরিতৃপ্ত হন"।৩ সেই দ্রব্য অতি তুচ্ছ হইলেও যে তুমি তাহা ভোজন কর তাহার কারণ কি ? (উত্তর—) যেহেতু তাহা **ভক্ত্যুপহৃতম্**=ভক্তিপূর্ব্বক, প্রীতিপূর্ব্বক সমর্পিত। সুতরাং প্রীতিপূর্ব্বক যে সমর্পণ তাহাই আমার স্বীকারের হেতু অর্থাৎ প্রীতিপূর্ব্বক নিবেদন করিলে তাহা আমি গ্রহণ করি, ইহাই ভাবার্থ।৪ এই শ্লোকে 'ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি' এইস্থলে একবার 'ভক্তি'র কথা বলিয়া পুনরায় যে 'ভক্ত্যুপসংহৃতম্' এইস্থলে ভক্তির কথা বলা হইয়াছে তাহাতে ইহাই বুঝাইতেছে যে ব্রাহ্মণত্ব, তপস্বিত্ব প্রভৃতি আমার গ্রহণের হেতু নহে ; এইরূপে এখানে পরিসংখ্যা অর্থাৎ অন্যের নিষেধই বিবক্ষিত। অভিপ্রায় এই যে, যেহেতু ইনি ব্রাহ্মণ অথবা যেহেতু ইনি তপস্বী সুতরাং ইনি কোন দ্রব্য ভক্তি বিনাই দিলেও তাহা আমি গ্রহণ করিব এরূপ নহে ; কিন্তু ভক্তিসহকারে যিনি যাহা দিবেন—তিনি ব্রাহ্মণই হউন অথবা শূদ্রই হউন এবং সে বস্তু যতই তুচ্ছ হউক না কেন তাহা আমি গ্রহণ করিব ; কিন্তু ভক্তিহীনভাবে একজন ব্রাহ্মণ যদি অমৃতও দান করেন তাহা আমি গ্রহণ করি না, এইরূপ পরিসংখ্যা অর্থাৎ অন্যনিবৃত্তিই উক্ত ভক্তিশব্দের পুনরুল্লেখে সূচিত হইতেছে।৫ অথবা—শিশু যেমন মাতা বা অপর ব্যক্তি কর্ত্তৃক অর্পিত দ্রব্যে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার না করিয়া তাহাতে প্রীতি অনুভব করে সেইরূপ প্রীতিবিশেষের দ্বারা আমারও ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিজ্ঞান প্রতিবদ্ধ (রুদ্ধ) হইয়া যায় বলিয়া

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ২৭ ॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮ ॥

হে কৌন্তেয়! যৎ করোসি, যৎ অশ্নাসি, যৎ জুহোষি, যৎ দদাসি, যৎ তপস্যসি, তৎ মদর্পণং কুরুষ্ব। এবং শুভাশুভফলৈঃ কর্ম্মবন্ধনৈঃ মোক্ষ্যসে বিমুক্তঃ সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা মাম্ উপৈষ্যসি অর্থাৎ হে কৌন্তেয়! তুমি যাহা কিছু কর, যাহা কিছু আহার কর, হোম কর, দান কর বা তপস্যা কর, তৎসমস্তই আমাতে সমর্পণ কর। এই প্রকার করিলে, তুমি কর্ম্মজনিত শুভাশুভ ফলরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে এবং সন্ন্যাসযোগপূর্ব্বক বিমুক্ত হইয়া আমাকে লাভ করিবে ॥ ২৭-২৮

তেন ভক্তিরেব মৎপরিতোষনিমিত্তম্, নতু দেবান্তরবৎ বল্যুপহারাদিবহুবিত্তব্যয়ায়াসসাধ্যং কিঞ্চিদিতি দেবতান্তরমপহায় মামেব ভজতেত্যভিপ্রায় ॥ ৭—২৬ ॥

কীদৃশং তে ভজনং তদাহ যৎ করোষীতি। যৎ করোষি শাস্ত্রাদৃতেঽপি রাগাৎ প্রাপ্তং গমনাদি, যদশ্নাসি স্বয়ং তৃপ্ত্যর্থং কর্ম্মসিদ্ধ্যর্থং বা—। তথা যজ্জুহোষি শাস্ত্রবলান্নিত্যমগ্নিহোত্রাদি হোমং নির্ব্বর্ত্তয়সি—; শ্রৌতস্মার্ত্তসর্ব্বহোমোপলক্ষণমেতৎ—। তথা যদ্দদাসি অতিথি-ব্রাহ্মণাদিভ্যোঽন্নহিরণ্যাদি, তথা যত্তপস্যসি প্রতিসম্বৎসরমজ্ঞাত-প্রামাদিকপাপনিবৃত্তয়ে চান্দ্রায়ণাদি চরসি উচ্ছৃঙ্খলপ্রবৃত্তিনিরাসায় শরীরেন্দ্রিয়সংঘাতং

আমিও ভক্তজন কর্ত্তৃক অর্পিত পত্র পুষ্পাদি সাক্ষাৎ ভোজন করিয়া থাকি; শ্রীদামনামক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক আনীত তণ্ডুলকণা ভক্ষণ করাই ইহার নিদর্শন।৬ অতএব একমাত্র ভক্তিই আমার পরিতোষের কারণ হয়; কিন্তু প্রচুর অর্থ ও আয়াসসাধ্য বলি-উপহার আদি যেমন অন্যান্য দেবতার প্রীতির কারণ হয় আমার পক্ষে সেরূপ কিছুরই আবশ্যকতা নাই; সুতরাং অন্য দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া (অন্যান্য উপাধ্যবচ্ছিন্নরূপে ভেদদর্শনসহকারে পরোক্ষভাবে আমার পূজা না করিয়া) সাক্ষাৎ আমার আরাধনা কর, ইহাই অভিপ্রায়।৭—২৬॥

অনুবাদ—তোমার আরাধনা আবার কিরূপ, এইপ্রকার সংশয় হইলে তাহার উত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন "যৎ" ইত্যাদি। **যৎ করোষি**=তুমি যাহা কিছু করিতেছ—অর্থাৎ শাস্ত্রবিধান ব্যতীতও রাগপ্রাপ্ত (স্বভাবসিদ্ধ) গমনাদি যাহা করিতেছ, **যৎ অশ্নাসি**=নিজ তৃপ্তির জন্যই হউক অথবা শাস্ত্রীয় কর্ম্ম সিদ্ধির জন্যই হউক তুমি যাহা কিছু ভোজন করিতেছ, আর **যৎ জুহোষি**=যাহা কিছু হোম করিতেছ অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে নিত্য অগ্নিহোত্রাদি যে হোম নিষ্পাদন করিতেছ;—ইহা (এই হোম ক্রিয়া নির্দ্দেশটী) শ্রৌত ও স্মার্ত্ত উভয়প্রকার হোমের উপলক্ষণ অর্থাৎ জ্ঞাপক—অর্থাৎ তুমি শ্রৌত অগ্নিহোত্রাদি যে হোম করিতেছ এবং স্মার্ত্ত (স্মৃতিবিহিত) যে হোম করিতেছ, আর **দদাসি যৎ**=তুমি অতিথি ব্রাহ্মণ আদিকে যে অন্ন সুবর্ণ আদি দান করিতেছ, এবং তুমি **যৎ তপস্যসি**=যে তপস্যা করিতেছ অর্থাৎ অজ্ঞাত (অজ্ঞানকৃত) ও প্রামাদিক (প্রমাদ, অনবধানতা হেতু সঞ্চিত) পাপের ক্ষয়ের নিমিত্ত প্রতি সম্বৎসরে যে

সংযময়সীতি বা—। এতচ্চ সর্ব্বেষাং নিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মণামুপলক্ষণম্—। তেন যত্তব প্রাণিস্বভাববশাদ্বিনাপি শাস্ত্রমবশ্যংভাবি গমনাশনাদি, যচ্চ শাস্ত্রবশাদবশ্যংভাবি হোমদানাদি হে কৌন্তেয়! তৎ সর্ব্বং লৌকিকং বৈদিকঞ্চ কর্ম্ম অন্যেনৈব নিমিত্তেন ক্রিয়মাণং মদর্পণং ময্যর্পিতং যথা স্যাত্তথা কুরুষ্ব।১ আত্মনেপদেন সমর্পকনিষ্ঠমেব সমর্পণফলং ন তু ময়ি কিঞ্চিদিতি দর্শয়তি।২ অবশ্যংভাবিনাং কর্ম্মণাং ময়ি পরমগুরৌ সমর্পণমেব মদ্ভজনং ন তু তদর্থং পৃথগ্ ব্যাপারঃ কশ্চিৎ কর্ত্তব্য ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৩—২৭॥

এতাদৃশস্য ভজনস্য ফলমাহ শুভাশুভেতি। এবমনায়াসসিদ্ধেঽপি সর্ব্ব-কর্ম্মসমর্পণরূপে মদ্ভজনে সতি শুভাশুভে ইষ্টানিষ্টে ফলে যেষাং তৈঃ কর্ম্মবন্ধনৈর্ব্বন্ধন-রূপৈঃ কর্ম্মভির্মোক্ষ্যসে ময়ি সমর্পিতত্বাত্তব তৎসম্বন্ধানুপপত্তেঃ কর্ম্মভিস্তৎফলৈশ্চ ন সংস্রক্ষ্যসে।১ ততশ্চ সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা, সন্ন্যাসঃ সর্ব্ব-কর্ম্মণাং ভগবতি সমর্পণং— স এব যোগ ইব চিত্তশোধকত্বাদ্ যোগস্তেন যুক্তঃ শোধিত আত্মান্তঃকরণং যস্য

চান্দ্রায়ণব্রত প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিতেছে।—অথবা 'তপস্যা' করিতেছ ইহার অর্থ উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি সকলকে সংযত করিবার জন্য শরীরেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতকে যে সংযত করিতেছ—। এই যেগুলি বলা হইল ইহা দ্বারা সকল প্রকার নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের বিষয়ও বিজ্ঞাপিত হইল। সুতরাং ফলিতার্থ এই যে শাস্ত্রীয় বিধি বিনাই প্রাণীর স্বভাবহেতু গমন, ভোজন প্রভৃতি যে সমস্ত কর্ম্ম তোমার অবশ্যম্ভাবী এবং হোমদানাদি যে সমস্ত কর্ম্ম শাস্ত্রবিধি মতে অবশ্য কর্ত্তব্য হে কুন্তীনন্দন! **তৎ**=সেই সমস্তই অর্থাৎ বৈদিক অথবা লৌকিক কিংবা অন্য নিমিত্তবশত ক্রিয়মাণ সেই সমস্ত কর্ম্মই **কুরুষ্ব মদর্পণম্**=মদর্পণ কর অর্থাৎ যাহাতে সেইগুলি আমাতে (পরমেশ্বরে) অর্পিত হয় সেইরূপ কর।১ 'কুরুষ্ব' এ স্থলে আত্মনেপদের প্রয়োগ থাকায় ইহাই বুঝাইতেছে যে ঐরূপে সমর্পণ করিবার যে ফল তাহা সমর্পকনিষ্ঠ অর্থাৎ যিনি ঐরূপে সমর্পণ করিতেছেন তিনিই উহার ফল পাইবেন, কিন্তু আমাতে কিছু ফল আসিবে না অর্থাৎ আমি পরমেশ্বর সে ফলের ভাগী হইব না।২ যে সমস্ত কর্ম্ম অবশ্যম্ভাবী সেইগুলিকে পরম গুরু আমার উপর (পরমেশ্বরের উপর) সমর্পণ করাই আমার ভজনা—আরাধনা, তাহার জন্য আর অন্য কোন স্বতন্ত্র ব্যাপার আবশ্যক নহে, ইহাই অভিপ্রায়।৩—২৭॥

অনুবাদ—এতাদৃশ যে ভজন তাহার ফল কি তাহাই "শুভাশুভ" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন। **এবম্**=এইরূপে, ইহা অনায়াসসিদ্ধ হইলেও আমাতে সর্ব্বকর্ম্মের সমর্পণরূপ আমার আরাধনা করা হইলে **শুভাশুভফলৈঃ**=যাহাদের ফল শুভ ও অশুভ অর্থাৎ ইষ্ট ও অনিষ্ট—উভয়প্রকার সেই সকল **কর্ম্মবন্ধনৈঃ**=বন্ধন স্বরূপ কর্ম্ম হইতে **মোক্ষ্যসে**=তুমি মুক্তিলাভ করিবে। সমস্ত কর্ম্মই আমাতে সমর্পিত হওয়ায় তাহার সহিত তোমার আর কোন সংসর্গ (সম্বন্ধ) থাকিতে পারিবে না; আর কর্ম্মের সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকিলে কর্ম্মে এবং কর্ম্মফলে সংস্পৃষ্টও হইতে হইবে না।১ আর তাহা হইলে **সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা**=সন্ন্যাস অর্থাৎ সকল কর্ম্ম

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥ ২৯ ॥

অহং সর্ব্বভূতেষু সমঃ মে দ্বেষ্যো ন অস্তি প্রিয়ঃ ন অস্তি, যে তু মাং ভক্ত্যা ভজন্তি, তে ময়ি অহমপিচ তেষু অর্থাৎ আমি সর্ব্বজীবে সমভাবাপন্ন সুতরাং আমার দ্বেষ্য বা প্রিয় নাই; পরন্তু যাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করেন, তাঁহারা আমাতে থাকেন এবং আমিও সেই সকল ব্যক্তিতে থাকি ॥২৯

স ত্বং ত্যক্তসর্ব্বকর্ম্মা বা কর্ম্মবন্ধৈর্জীবন্নেব বিমুক্তঃ সন্ সম্যগ্দর্শনেনাজ্ঞানাবরণনিবৃত্ত্যা মামুপৈষ্যসি সাক্ষাৎ করিষ্যস্যহং ব্রহ্মাস্মীতি।২ ততঃ প্রারব্ধকর্ম্মক্ষয়াৎ পতিতেঽস্মিন্ শরীরে বিদেহকৈবল্যরূপং মামুপৈষ্যসি। ইদানীমপি সদ্রূপঃ সন্ সর্ব্বোপাধিনিবৃত্ত্যা মায়িকভেদব্যবহারবিষয়ো ন ভবিষ্যসীত্যর্থঃ ॥ ৩—২৮ ॥

যদি ভক্তানেবানুগৃহ্ণাতি নাভক্তান্, ততো রাগদ্বেষবত্ত্বেন কথং পরমেশ্বরঃ স্যাৎ ইতি নেত্যাহ সম ইতি।১ সর্ব্বেষু প্রাণিষু সমস্তুল্যোঽহং সদ্রূপেণ ভগবানের উপর অর্পণ করা; তাহাই যোগ;—তাহা যোগের ন্যায় চিত্তশোধক অর্থাৎ যোগে যেমন চিত্তশুদ্ধি হয় তাহাতেও সেইরূপ চিত্তশুদ্ধি হয়; একারণে তাহাকে যোগ বলা হইয়াছে; সেই সন্ন্যাসরূপ যোগের দ্বারা যাঁহার আত্মা অর্থাৎ অন্তঃকরণ যুক্ত অর্থাৎ শোধিত হইয়াছে তিনি সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা; তুমি সেইরূপ হইয়া অথবা সকল প্রকার কর্ম্ম (কর্ম্মফল) পরিত্যাগ করিয়া জীবিতকালেই **বিমুক্তঃ**=বিমুক্ত হইয়া অর্থাৎ সম্যক্‌দর্শন (তত্ত্বজ্ঞান) হওয়ায় অজ্ঞানরূপ আবরণের নাশ হইলে **মাম্ উপৈষ্যসি**=আমায় প্রাপ্ত হইবে—"অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাকারে আত্মসাক্ষাৎকার করিবে অর্থাৎ জীবন্মুক্তিলাভ করিবে।২ তদনন্তর প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইলে এই শরীর যখন পতিত অর্থাৎ বিগতপ্রাণ হইবে তখন আমায় প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ বিদেহ কৈবল্যলাভ করিবে। আর এখনও তুমি সৎস্বরূপ হইয়া সকলপ্রকার উপাধির নিবৃত্তি হইলে পর আর মায়াজন্য ব্যবহারের বিষয় হইবে না অর্থাৎ এখনই তোমার তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে সকলপ্রকার মায়াবরণরূপ উপাধি বিনষ্ট হইবে এবং তাহা হইলে তুমি সমস্তই মায়াময় জানিয়া আর মায়ার ব্যবহারে নিজেকে লিপ্ত দেখিবে না, (কিন্তু প্রারব্ধবশে জীবন্মুক্তি অনুভব করিতে থাকিবে) ।৩—২৮॥

ভাবপ্রকাশ—ভক্তিপূর্ব্বক ভগবান্‌কে যাহা কিছু অর্পণ করা যায়, একটু ফুল, জল, ফল, পাতা যাহা কিছু তাঁহাকে দেওয়া যায়, সেই ভক্তি উপহার তিনি গ্রহণ করেন। বহুমূল্য দ্রব্যাদি বা আয়াসসাধ্য উপকরণ না হইলে ভগবানের পূজা হয় না, তাহা নহে। ভক্তের ফুল জল উপকরণেই তিনি প্রসন্ন হন; তবে ঐ ফুলজল ভক্তিচন্দনযুক্ত হওয়া চাই। শুধু নির্দ্দিষ্ট সময়ে ফুলজল দিয়াই ভগবানের পূজা করিতে হয় তাহা নহে। সমস্ত সময় ধরিয়া যাহা কিছু অনুষ্ঠান করা যায়, যাগ, যজ্ঞ, দান, তপস্যা, খাওয়া দাওয়া যে কোনও কর্ম্ম করা হউক না কেন, সবই নিজের কর্ত্তৃত্বাভিমানত্যাগ করিয়া শ্রীভগবৎপ্রেরিত হইয়া অন্তর্য্যামীর অধীন হইয়া কর্ম্ম করিতেছি এই ভাব লইয়া করিতে হয়। তাহা হইলেই সমস্ত কর্ম্ম শ্রীভগবানে অর্পিত হইয়া যায় এবং এই অর্পণ যথাযথ হইলে সকল বন্ধন ক্ষয় হইয়া পরম পদ লাভ হয় ।২৬—২৮

স্ফুরণরূপেণানন্দরূপেণ চ স্বাভাবিকেনৌপাধিকেন চান্তর্য্যামিত্বেন অতো ন মম দ্বেষবিষয়ঃ প্রীতিবিষয়ো বা কশ্চিদস্তি সাবিত্রস্যেব গগনমণ্ডলব্যাপিনঃ প্রকাশস্য।২ তর্হি কথং ভক্তাভক্তয়োঃ ফলবৈষম্যম্? তত্রাহ—যে ভজন্তি তু, যে তু ভজন্তি সেবন্তে মাং সর্ব্বকর্ম্মসমর্পণরূপয়া ভক্ত্যা। অভক্তাপেক্ষয়া ভক্তানাং বিশেষদ্যোতনার্থস্তুশব্দঃ। কোঽসৌ ময়ি তে যে মদর্পিতৈর্নিষ্কামৈঃ কর্ম্মভিঃ শোধিতান্তঃকরণাস্তে নিরস্তসমস্তরজস্তমোমলস্য সত্ত্বোদ্রেকেণাতিস্বচ্ছস্যান্তঃকরণস্য সদা মদাকারাং বৃত্তিমুপনিষন্মানেনোৎপাদয়ন্তো ময়ি বর্ত্তন্তে। অহমপ্যতিস্বচ্ছায়াং তদীয়চিত্তবৃত্তৌ প্রতিবিম্বিতস্তেষু বর্ত্তে। চকারোঽবধারণার্থঃ ত এব ময়ি তেষ্বেবাহমিতি।৩ স্বচ্ছস্য হি দ্রব্যস্যায়মেব স্বভাবো যেন সংবধ্যতে তদাকারং গৃহ্ণাতীতি। স্বচ্ছদ্রব্যসংবদ্ধস্য চ বস্তুন এষ এব স্বভাবো যত্তত্র প্রতিফলতীতি। তথা অস্বচ্ছদ্রব্যস্যাপ্যেষ

অনুবাদ—তুমি ভগবান্ হইয়াও যদি কেবল ভক্তগণের উপরই অনুগ্রহ প্রকাশ কর আর অভক্তগণকে কৃপা না কর তাহা হইলে ত তুমি রাগদ্বেষবিশিষ্ট হইবে? আর রাগদ্বেষবিশিষ্ট হইলে তুমি কিরূপে পরমেশ্বর হইবে? এইরূপ সন্দেহ করা উচিত নহে; কেন তাহাই বলিতেছেন—।১ আমি সকল প্রাণীর পক্ষেই **সমঃ**=তুল্য, অর্থাৎ আমার স্বাভাবিক যে সৎরূপতা, স্ফুরণরূপতা এবং আনন্দরূপতা তাহার জন্য এবং ঔপাধিক যে অন্তর্যামিরূপতা তাহারও প্রভাবে সকল জীবের পক্ষেই আমি তুল্য অর্থাৎ সমভাবাপন্ন। এই কারণে গগনমণ্ডলব্যাপী সৌর কিরণের ন্যায় আমার কেহ বিদ্বেষের বিষয় নাই অথবা প্রীতির পাত্রও নাই।২ তাহাই যদি হয় তবে ভক্ত এবং অভক্ত ইহাদের ফলের বৈষম্য (তারতম্য) হয় কেন? ইহারই উত্তরে বলিতেছেন—**যে ভজন্তি তু**=যাঁহারা কিন্তু সর্ব্বকর্ম্মসমর্পণরূপ ভক্তি সহকারে আমার ভজনা করেন,—সেবা করেন—। অভক্তগণ অপেক্ষা ভক্তের যে বৈশিষ্ট্য আছে তাহা জানাইবার জন্য এখানে '**তু**' শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। সে কীদৃশ? (উত্তর—) **ময়ি তে**=মদর্পিত (ঈশ্বরে সমর্পিত) নিষ্কাম কর্ম্মহেতু অর্থাৎ তাঁহারা কর্ম্মফল ঈশ্বরে সমর্পিত করিয়া নিষ্কামভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে; আর তজ্জন্য সেই অন্তঃকরণের রজঃ ও তমোরূপ মল (অপবিত্রতা) দূরীভূত হওয়ায় তন্মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা উপনিষৎরূপ প্রমাণের দ্বারা (বেদান্তবাক্যের দ্বারা) সর্ব্বদা অন্তঃকরণে মদাকারা বৃত্তি (ভগবদাকারা বৃত্তি) উৎপাদন করিয়া আমারই মধ্যে বর্ত্তমান থাকেন। **তেষু চাপ্যহম্**=আর আমিও তাঁহাদের অতি স্বচ্ছ চিত্তবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া তাঁহাদের মধ্যেই থাকি। "তেষু চাপ্যহম্" এস্থলে '**চ**'=শব্দটী অবধারণার্থে অর্থাৎ নিশ্চয়ার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। (সুতরাং ফলিতার্থ এই যে) তাঁহারাই আমার মধ্যে থাকেন আর আমিও তাহাদের মধ্যেই থাকি।৩ স্বচ্ছ বস্তুর ইহাই স্বভাব যে তাহা যাহার সহিত সম্বন্ধ হয় তাহারই আকৃতি (স্বরূপের প্রতিবিম্ব) গ্রহণ করিয়া থাকে; আবার স্বচ্ছ দ্রব্যের সহিত সম্বদ্ধ দ্রব্যেরও স্বভাব এই যে তাহা সেই স্বচ্ছ দ্রব্যে প্রতিফলিত (প্রতিবিম্বিত) হয়। এইরূপ অস্বচ্ছ বস্তুরও ইহাই স্বভাব যে তাহা স্বসম্বদ্ধ দ্রব্যেরও আকার গ্রহণ করিতে

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥ ৩০॥

সুদুরাচারঃ অপি চেৎ অনন্যভাক্ মাং ভজতে সঃ সাধুঃ এব মন্তব্যঃ; হি সঃ সম্যক্ ব্যবসিতঃ অর্থাৎ নিতান্ত দুরাচার ব্যক্তিও যদি অন্য বস্তুতে আসক্তিহীন হইয়া আমার ভজনা করেন, তিনি সাধু বলিয়া গণ্য হন। কারণ তাঁহার অধ্যবসায় অতি সাধু॥৩০

এব স্বভাবো যৎ স্বসংবদ্ধস্যাপ্যাকারং ন গৃহ্নাতীতি; অস্বচ্ছদ্রব্যসংবদ্ধস্য চ বস্তুনঃ এষ এব স্বভাবো যৎ তত্র ন প্রতিফলতীতি। যথা হি সর্ব্বত্র বিদ্যমানোঽপি সাবিত্রঃ প্রকাশঃ স্বচ্ছে দর্পণাদাবেবাভিব্যজ্যতে ন ত্বস্বচ্ছে ঘটাদৌ, তাবতা ন দর্পণে রজ্যতি ন বা দ্বেষ্টি ঘটম্, এবং সর্ব্বত্র সমোঽপি স্বচ্ছে ভক্তচিত্তেঽভিব্যজ্যমানোঽস্বচ্ছে চাভক্তচিত্তে নাভিব্যজ্যমানোঽহং ন রজ্যামি কুত্রচিৎ, ন বা দ্বেষ্মি কঞ্চিৎ, সামগ্রীমর্য্যাদয়া জায়মানস্য কার্য্যস্যাপর্য্যনুযোজ্যত্বাৎ। বহ্নিবৎ কল্পতরুবচ্চাবৈষম্যং ব্যাখ্যেয়ম্॥ ৪—২৯॥

পারে না অর্থাৎ কোন বস্তু তাহার সহিত সম্বদ্ধ হইলেও তাহা তাহার প্রতিবিম্ব গ্রহণে সমর্থ হয় না; আবার অস্বচ্ছ দ্রব্যের সহিত যাহা সম্বদ্ধ হয় তাহারও ইহা স্বভাব যে তাহা সেই অস্বচ্ছদ্রব্যে প্রতিফলিত হয় না। সৌর আলোক যেমন সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও তাহা কেবল স্বচ্ছ দর্পণাদিতেই অভিব্যক্ত হয় কিন্তু অস্বচ্ছ ঘটাদিতে অভিব্যক্ত হয় না আর ইহার জন্য সূর্য্য যে দর্পণে অনুরক্ত বা ঘটাদির উপর বিরক্ত তাহা যেমন বলা চলে না সেইরূপ আমি—ঈশ্বর সকল স্থলেই তুল্যরূপ হইলেও ভক্তের স্বচ্ছ চিত্তেতেই অভিব্যক্ত হইয়া থাকি কিন্তু অভক্তের অস্বচ্ছ চিত্তে অভিব্যক্ত হই না; কাজেই আমি যে কাহারও অনুরক্ত তাহা নহে আবার কাহারও প্রতি যে বিদ্বেষযুক্ত তাহাও নহে। সামগ্রীর মর্য্যাদায় অর্থাৎ কারণসমষ্টির প্রভাবে যে কার্য্য উৎপন্ন হয় তাহার উপর পর্য্যনুযোগ করা যায় না—অর্থাৎ 'কেন এইরূপ হইল' এ প্রকার অভিযোগ তথায় করা চলে না। অগ্নির দৃষ্টান্ত দিয়া কিংবা কল্পতরুর দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিয়া ঈশ্বরের অবৈষম্যের (অপক্ষপাতিত্বের) সর্ব্বত্র সমরূপতার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। [অভিপ্রায় এই যে অগ্নিতে যে হাত দেয় তাহারই হাত পুড়িয়া থাকে, যে দেয় না তাহার হাত পোড়ে না,—কল্পতরুর কাছে যে ভাল কামনা করে তাহার তাহাও সিদ্ধ হয় আবার যে অসৎ কামনা করে তাহারও তাহাই সিদ্ধ হয় ইহাতে যেমন অগ্নি এবং কল্পতরুকে পক্ষপাতী বলা চলে না ঈশ্বর সম্বন্ধেও ঐরূপ বুঝিতে হইবে]।৪—২৯॥

ভাবপ্রকাশ—শ্রীভগবান্ সর্ব্ব ভূতে সম—তাঁহার শত্রুও নাই মিত্রও নাই। অগ্নির যেমন শত্রু-মিত্র নাই—যে নিকটে আসে সেই উত্তাপ পায়—দূরে থাকিলে উত্তাপ পায় না, তেমনই ভক্ত ভগবানের নিকটে থাকেন বলিয়াই ভগবান্‌কে পান, অভক্ত দূরে থাকে বলিয়া তাঁহার প্রসাদ পায় না। ইহাতে ভগবানের রাগদ্বেষ সূচিত হয়না। ভক্তের হৃদয় স্বচ্ছ বলিয়া তাহাতে ভগবানের প্রতিবিম্ব পড়ে, অভক্তের হৃদয় অস্বচ্ছ বলিয়া তাহাতে ভগবানের প্রতিবিম্ব পড়ে না। ইহাতে বিম্বের রাগদ্বেষ সূচিত হয় না। দর্পণের স্বচ্ছতা এবং অস্বচ্ছতা নিবন্ধনই প্রতিবিম্বপাত বা প্রতিবিম্বের অভাব হয়। ২৯

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১ ॥

ক্ষিপ্রং ধর্ম্মাত্মা ভবতি, শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি হে কৌন্তেয়! মে ভক্তঃ ন প্রণশ্যতি, ইতি প্রতিজানীহি অর্থাৎ সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মশীল হয় এবং নিত্য শান্তি প্রাপ্ত হয়; হে কৌন্তেয়! তুমি নির্ভয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পার যে, আমার ভক্ত কদাপি বিনষ্ট হয় না ॥৩১

কিঞ্চ মদ্ভক্তেরেবায়ং মহিমা যৎ সমেঽপি বৈষম্যমাপাদয়তি, শৃণু তন্মহিমানমিত্যাহ অপীতি। যঃ কশ্চিৎ সুদুরাচারোঽপি চেদজামিলাদিরিব অনন্যভাক্ সন্ মাং ভজতে কুতশ্চিদ্ভাগ্যোদয়াৎ সেবতে, স প্রাগসাধুরপি সাধুরেব মন্তব্যঃ। হি যস্মাৎ সম্যগ্ব্যবসিতঃ সাধুনিশ্চয়বান্ সঃ ॥ ৩০ ॥

অস্মাদেব সম্যগ্‌ব্যবসায়াৎ স হিত্বা দুরাচারতাং চিরকালমধর্ম্মাত্মাপি মদ্ভজন-মহিম্না ক্ষিপ্রং শীঘ্রমেব ভবতি ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মানুগতচিত্তঃ, দুরাচারত্বং ঝটিত্যেব ত্যক্ত্বা সদাচারো ভবতীত্যর্থঃ।১ কিঞ্চ শশ্বন্নিত্যাং শান্তিং বিষয়ভোগস্পৃহানিবৃত্তিং 'নিগচ্ছতি নিতরাং প্রাপ্নোত্যতিনির্ব্বেদাৎ।২ কশ্চিত্ত্বদ্ভক্তঃ প্রাগভ্যস্তং দুরাচারত্বমত্যজন্ন ভবেদপি ধর্ম্মাত্মা, তথাচ স নশ্যেদেবেতি নেত্যাহ ভক্তানুকম্পাপরবশতয়া কুপিত ইব ভগবান্নৈতদাশ্চর্য্যং মন্বীথাঃ হে কৌন্তেয়! নিশ্চিতমেব ঈদৃশং মদ্ভক্তের্মাহাত্ম্যম্। অতো বিপ্রতিপন্নানাং পুরস্তাদপি ত্বং প্রতিজানীহি সাবজ্ঞং সগর্ব্বঞ্চ প্রতিজ্ঞাং

অনুবাদ—আরও আমার উপর ভক্তি করার এমনই মাহাত্ম্য যে তাহা সমগণের মধ্যেও অর্থাৎ একজাতীয় ব্যক্তিগণের মধ্যেও বৈষম্য (তারতম্য) আনয়ন করে; সেই মাহাত্ম্যের বিষয় শুন—। অজামিল আদির ন্যায় কেহ যদি অতি দুরাচারও হয় এবং তথাপি যদি সে **অনন্যভাক্**=অনন্যশরণ হইয়া কোনও অবিজ্ঞাত সৌভাগ্যের বলে **ভজতে মাম্**=আমার সেবা করে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি পূর্ব্বে অসাধু থাকিলেও অধুনা **সাধুরেব স মন্তব্যঃ**=তাহাকে সাধু বলিয়াই মনে করিতে হইবে। "সম্যক্ ব্যবসিতো হি সঃ"=কারণ সে ব্যক্তি সম্যক্‌রূপে ব্যবসিত হইয়াছে—অর্থাৎ 'পরমেশ্বরের উপাসনা দ্বারাই কৃতার্থ হইব' এই প্রকার শোভন অধ্যবসায় সে করিয়াছে।৩০॥

অনুবাদ—এই সম্যক্ ব্যবসায়বশতই সেই ব্যক্তি দুরাচারতা পরিত্যাগ করিয়া—চিরকাল অধর্ম্মাত্মা হইলেও আমার উপাসনার প্রভাবে **ক্ষিপ্রম্**=শীঘ্রই **ভবতি ধর্ম্মাত্মা**=ধর্ম্মানুগতচিত্ত হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে সে শীঘ্রই দুরাচারতা পরিত্যাগ করিয়া সদাচারী হইয়া পড়ে।১ অধিক কি সেই ব্যক্তি **শশ্বৎ**=নিত্য **শান্তিম** বিষয়ভোগস্পৃহার নিবৃত্তি **নিগচ্ছতি**=নি অর্থাৎ অধিক ভাবে গচ্ছতি অর্থাৎ প্রাপ্ত হয় কারণ তাহার নির্ব্বেদ অতি উৎকট হইয়া পড়িয়াছে।২ আচ্ছা, তোমার কোনও ভক্ত যদি পূর্ব্বাভ্যস্ত দুরাচারতা ত্যাগ করিতে না পারে তাহা হইলে সে ত ধর্ম্মাত্মা নাও হইতে পারে; আর তাহা হইলে সে অবশ্যই নষ্ট হইবে (অধোগতি প্রাপ্ত হইবে)? ইহাতে ভক্তের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ ভগবান্ যেন কুপিত হইয়াই বলিতেছেন,—না তাহা নহে; ওহে কৌন্তেয়!

মং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৩২ ॥

হে পার্থ! যে অপি পাপাযোনয়ঃ স্যুঃ বৈশ্যাঃ তথা স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাঃ তে অপি মাং ব্যপ শ্রিত্য হি পরাং গতিং যান্তি অর্থাৎ হীন যোনিজাত জীবগণ—এমনকি বৈশ্য, শূদ্র ও নারী—ইহারাও যদি আমার সেবা করে, তবে নিশ্চয়ই পরমাগতি প্রাপ্ত হয় ॥৩২

কুরু, ন মে বাসুদেবস্য ভক্তোঽতিদুরাচারোঽপি প্রাণসঙ্কটমাপন্নোঽপি সুদুর্লভমযোগ্যঃ সন্ প্রার্থয়মানোঽপ্যতিমূঢ়োঽশরণোঽপি ন প্রণশ্যতি, কিন্তু কৃতার্থ এব ভবতি ইতি। দৃষ্টান্তশ্চাজামিলপ্রহ্লাদধ্রুবগজেন্দ্রাদয়ঃ প্রসিদ্ধা এব। শাস্ত্রঞ্চ "ন বাসুদেবভক্তানামশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ" ইতি ॥ ৩—৩১ ॥

এবমাগন্তুকদোষেণ দুষ্টানাং ভগবদ্ভক্তিপ্রভাবান্নিস্তারমুক্ত্বা স্বাভাবিকদোষেণ দুষ্টানামপি তমাহ মামিতি।১ হি নিশ্চিতম্, হে পার্থ! মাং ব্যপাশ্রিত্য শরণমাগত্য

তুমি ইহা আশ্চর্য্য মনে করিও না; আমার প্রতি ভক্তির এইরূপই যে মাহাত্ম্য তাহা নিশ্চিত। ইহা তুমি **প্রতিজানীহি**=প্রতিজ্ঞা করিও অর্থাৎ যাহারা এ বিষয়ে বিপ্রতিপন্ন—বিরুদ্ধমতাবলম্বী তাহাদের কাছেও তুমি অবজ্ঞা ও গর্ব্বের সহিত ইহা প্রতিজ্ঞা করিও যে, **মে**=আমার অর্থাৎ বাসুদেবের যে **ভক্ত**=সে যতই দুরাচার হউক না কেন, সে প্রাণ সঙ্কটপ্রাপ্ত হউক না কেন, সে অযোগ্য হইয়া সুদুর্লভ (আমাকে) পাইতে ইচ্ছা করুক না কেন এবং সে অতিমূঢ় ও অশরণ (রক্ষক বিহীন) হউক না কেন তথাপি সে **ন প্রণশ্যতি**=প্রনষ্ট হইবে না, কিন্তু সে কৃতার্থই হইয়া যাইবে। এ বিষয়ে অজামিল, প্রহ্লাদ, ধ্রুব এবং গজেন্দ্র প্রভৃতিই প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত। "বাসুদেবের যাঁহারা ভক্ত তাঁহাদের কখনও অশুভ হয় না" ইত্যাদি শাস্ত্রই এ বিষয়ে প্রমাণ।৩—৩১॥

ভাবপ্রকাশ—শ্রীভগবানের তত্ত্ব হৃদয়ে স্ফুরিত হইলে, একবার ঐ মূলতত্ত্বের সন্ধান মিলিলে, হৃদয় আপনি ঐ তত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অন্য সমস্ত ত্যাগ করিয়া মানুষ তখন শ্রীভগবানের ভজনা করিতে থাকে। এই মূলতত্ত্বজ্ঞানের বা ভগবদ্ভজনের এমনিই মহিমা যে অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও অতি শীঘ্র ধার্ম্মিক হইয়া উঠেন এবং অচিরে পরম শান্তি লাভ করেন। যিনি একবার ভগবান্‌কে জানিয়াছেন, যিনি একবার ঐ মূলের সন্ধান পাইয়া মূলকে ধরিয়াছেন তাঁহার কখনও বিনাশ হইতে পারে না। একবার ঐ তত্ত্বের স্পর্শ হইলে পূর্ব্বের বহুজন্মার্জ্জিত কালিমা বিধৌত হইয়া যায়। ভগবৎস্পর্শমণির এমনই মহিমা যে স্পর্শমাত্রেই ইহা অসাধুকে সাধু করিয়া তোলে।৩০—৩১

অনুবাদ—এইরূপে আগন্তুক দোষে অর্থাৎ ইহ জন্মকৃত কর্ম্মাদির জন্য যাহারা দোষযুক্ত হইয়াছে ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে তাহাদের যে নিস্তার হইয়া থাকে তাহা বলিয়া এক্ষণে "মাম্" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন যে যাহারা স্বাভাবিক দোষে দোষযুক্ত অর্থাৎ যাহারা জন্ম হইতেই অশুদ্ধ তাহাদেরও ভগবদ্ভক্তি প্রভাবে মুক্তি হয়।১ হে পার্থ! ইহা নিশ্চিত যে, যে সকল ব্যক্তি **মাং ব্যপাশ্রিত্য**= আমায় আশ্রয় করে,—আমার শরণাগত হয় তাহাদের যদি **পাপযোনি** অর্থাৎ জাতিদোষে

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥ ৩৩ ॥

পুণ্যাঃ ব্রাহ্মণাঃ তথা ভক্তাঃ রাজর্ষয়ঃ কিং পুনঃ? অনিত্যম্ অসুখম্ ইমং লোকং প্রাপ্য মাং ভজস্ব অর্থাৎ পুণ্যশীল ব্রাহ্মণ এবং ভক্ত ক্ষত্রিয়গণ যে পরমাগতি প্রাপ্ত হইবে, ইহাও কি বলিতে হইবে? অতএব তুমি এই অনিত্য ও দুঃখপূর্ণ সংসার লাভ করিয়া আমার উপাসনা কর ॥৩৩

যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়োঽন্ত্যজাস্তির্য্যঞ্চো বা জাতিদোষেণ দুষ্টাঃ। তথা বেদাধ্যয়নাদিশূন্যতয়া নিকৃষ্টাঃ স্ত্রিয়ো বৈশ্যাঃ কৃষ্যাদিমাত্ররতাঃ, তথা শূদ্রা জাতিতোঽধ্যয়নাদ্যভাবেন চ পরমগত্যযোগ্যাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্।২ অপিশব্দাৎ প্রাগুক্তদুরাচারা অপি ॥ ৩—৩২ ॥

এবং চেৎ পুণ্যাঃ সদাচারাঃ উত্তমযোনয়শ্চ ব্রাহ্মণাঃ তথা রাজর্ষয়ঃ সূক্ষ্মবস্তুবিবেকিনঃ ক্ষত্রিয়া মম ভক্তাঃ পরাং গতিং যান্তীতি কিং পুনর্ব্বাচ্যম্? অত্র কস্যচিদপি সন্দেহাভাবাদিত্যর্থঃ।১ যতো মদ্ভক্তেরীদৃশো মহিমা, অতো মহতা প্রযত্নেন ইমং লোকং সর্ব্বপুরুষার্থসাধনযোগ্যং অতি দুর্ল্লভঞ্চ মনুষ্যদেহমনিত্যমাশুবিনাশিনমসুখং গর্ভবাসাদ্যনেকদুঃখবহুলং লব্ধ্বা যাবদয়ং ন নশ্যতি তাবদতিশীঘ্রমেব ভজস্ব মাং শীঘ্রং শরণমাশ্রয়স্ব, অনিত্যত্বাদসুখত্বাচ্চাস্য বিলম্বং সুখার্থমুদ্যমঞ্চ মা কার্ষীস্ত্বঞ্চ

(উৎপত্তি দোষে) দুষ্ট অন্ত্যজ অথবা তির্য্যগ্ জাতিও হয় অথবা বেদাধ্যয়ন আদি রহিত হওয়ায় নিকৃষ্ট স্ত্রীজাতি হয়, কিংবা কেবলমাত্র কৃষিপ্রভৃতি কার্য্যে রত বৈশ্য হয় বা জন্মহেতুই (জন্মনিমিত্তক শূদ্রত্ববশতঃ) বেদাধ্যয়নাদি না থাকায় পরম গতিলাভের অযোগ্যও হয় তথাপি **তেঽপি**=তাহারাও **পরাং গতিং**=পরম গতি **যান্তি**=প্রাপ্ত হইয়া থাকে।২ "তেঽপি" এস্থলে **'অপি'** শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় ইহাই বুঝাইতেছে যে পূর্ব্বোক্ত দুরাচার ব্যক্তিরাও পরম গতিলাভ করে।৩—৩২॥

অনুবাদ—এরূপ হইলে পর **পুণ্যাঃ**=সদাচারী উত্তমযোনি অর্থাৎ উৎকৃষ্ট জাতি ব্রাহ্মণগণ **তথা**=আর **রাজর্ষয়ঃ**=রাজর্ষিগণ অর্থাৎ সূক্ষ্মবস্তুর বিবেক (বিজ্ঞান) বিষয়ে যাঁহারা কুশল তাদৃশ ক্ষত্রিয়গণ **ভক্তাঃ**=যদি আমার ভক্ত হন তাহা হইলে তাঁহারা যে পরমগতি প্রাপ্ত হইবেন তাহা কি আর বলিতে হইবে? অর্থাৎ তাঁহারা যে পরম গতিলাভ করিবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।১ ঈশ্বরভক্তির মহিমা যখন এইরূপ তখন তুমি মহান্ প্রযত্নবশতঃ **ইমং লোকং**=এই যে মনুষ্যদেহ যাহা সকল প্রকার পুরুষার্থ সাধনের উপযুক্ত এবং যাহা অতি দুর্লভ অথচ যাহা **অনিত্যম্**=আশুবিনাশী—ক্ষণভঙ্গুর এবং **অসুখম্**=গর্ভবাস আদি দুঃখে ভরা তাহা **প্রাপ্য**=লাভ করিয়া যতক্ষণ ইহা না বিনষ্ট হইয়া যায় তন্মধ্যে অতি শীঘ্রই তুমি **ভজস্ব মাম্**=আমার ভজনা কর অর্থাৎ আমার শরণাগত হও। ইহা যখন অনিত্য এবং অসুখপূর্ণ তখন তুমি বিলম্ব করিওনা এবং পার্থিব

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৩৪ ॥

মন্মনাঃ ভব ; মদ্ভক্তঃ মদ্‌ যাজী মাং নমস্কুরু ; এবং মৎপরায়ণঃ আত্মানং যুক্ত্বা মাম্‌ এব এষ্যসি অর্থাৎ তুমি মদ্গতচিত্ত মদ্ভক্ত ও মদুপাসক হও এবং আমাকে প্রণাম কর। এইরূপে আমার শরণাপন্ন হইয়া আমাতে মন সম্পূর্ণরূপে নিবেশিত করিলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৪

রাজর্ষিরতো মদ্ভজনেনাত্মানং সফলং কুরু। অন্যথা হ্যেতাদৃশং জন্ম নিষ্ফলমেব তে স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২—৩৩ ॥

ভজনপ্রকারং দর্শয়ন্নুপসংহরতি মন্মনা ইতি। রাজভক্তস্যাপি রাজভৃত্যস্য পুত্রাদৌ মনস্তথা স তন্মনা অপি ন তদ্ভক্ত ইত্যত উক্তং মন্মনাভব মদ্ভক্ত ইতি। তথা মদ্‌যাজী মৎপূজনশীলঃ মাং নমস্কুরু মনোবাক্কায়ৈঃ। এবমেভিঃ প্রকারৈর্ম্মৎপরায়ণো মদেকশরণঃ সন্নাত্মানমন্তঃকরণং যুক্ত্বা ময়ি সমাধায় মামেব পরমানন্দঘনং স্বপ্রকাশং সর্ব্বোপদ্রবশূন্যমভয়মেষ্যসি প্রাপ্স্যসি ॥ ৩৪ ॥

শ্রীগোবিন্দ-পদারবিন্দমকরন্দাস্বাদশুদ্ধাশয়াঃ সংসারাম্বুধিমুত্তরন্তি
সহসাপশ্যন্তি পূর্ণং মহঃ।
বেদান্তৈরবধায়ন্তি পরমং শ্রেয়স্ত্যজন্তি ভ্রমং দ্বৈতং স্বপ্নসমং বিদন্তি
বিমলাং বিদন্তি চানন্দতাং ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশ্রীবিশ্বেশ্বরসরস্বতী-শ্রীপাদশিষ্যশ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীবিরচিতায়াংশ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাগূঢ়ার্থদীপিকায়াং রাজগুহ্যযোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

সুখের জন্যও উদ্যম করিও না। আর তুমি রাজর্ষি হইতেছ, সুতরাং আমার আরাধনা করিয়া তুমি নিজ জন্ম সফল কর ; কারণ তাহা যদি না কর তাহা হইলে তোমার এই দুর্লভ জন্ম নিষ্ফলই হইবে, ইহাই অভিপ্রেত অর্থ।২—৩৩॥

ভাবপ্রকাশ—শ্রীভগবদাশ্রয়ই শ্রেয়োলাভের একমাত্র উপায়। দুরাচার ব্যক্তি সাধু হয় পূর্ব্বে বলিলেন। এখন বলিতেছেন যে শুধু আচারের নহে, সংস্কারেরও যদি দোষ থাকে সংস্কারগত দোষনিবন্ধন যদি নীচযোনিতেও জন্ম হয়, তাহা হইলেও কোনও বাধা হয় না। শ্রীভগবৎশরণতা সকল বাধা—কর্ম্মজন্য আচারের বাধাই হউক আর সংস্কার জন্য জন্মগত বাধাইহউক—সকল বাধাই অপসারণ করতে সমর্থ। যাঁহাদের সংস্কার শুদ্ধ, যাঁহারা পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে বা রাজর্ষিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা যে শ্রীভগবদাশ্রয়ে শ্রেয়োলাভ করিবেন ইহাতে ত কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না। যাহাদের সংস্কার অশুদ্ধ তাহারাও যখন শ্রেয়োলাভ করেন তখন যাহাদের সংস্কার শুদ্ধ তাহাদের কথা বলিবারই প্রয়োজন নাই। ৩২—৩৩

অনুবাদ—কিরূপে ভগবদ্‌ভজন করিতে হইবে "মন্মনাঃ" ইত্যাদি শ্লোকে তাহা দেখাইয়া অধ্যায়ের উপসংহার করিতেছেন—। রাজার ভৃত্য রাজভক্ত হইলেও তাহার মন থাকে তাহার

পুত্রাদির উপর ; আবার সে তন্মনা হইলেও অর্থাৎ পুত্রাদির উপর তাহার মন থাকিলেও তদ্ভক্ত নয় অর্থাৎ পুত্রাদিকে ভক্তি করে না বা করিতে পারে না এই জন্য বলা হইয়াছে **মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ**= তুমি মন্মনা (ঈশ্বরার্পিতচিত্ত) হও এবং মদ্ভক্ত (ঈশ্বরভক্ত) হও। আর তুমি **মদ্‌যাজী**= ঈশ্বর পূজাশীল হও, আর তুমি **মাং নমস্কুরু** আমায় (ঈশ্বরকে) কায়মনোবাক্যে নমস্কার কর। **এবম্**=এইরূপে এই সমস্ত উপায়ে তুমি মৎপরায়ণ (ঈশ্বরমাত্র পরায়ণ) এবং মদেকশরণ (ঈশ্বর মাত্রাবলম্বন) হইলে **আত্মানম্**= অর্থাৎ অন্তঃকরণকে **যুক্ত্বা**=আমাতে সমাহিত করিয়া **মামেব**= আমাকেই **এষ্যসি**=প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ সকল প্রকার উপদ্রবশূন্য, অভয় অর্থাৎ ভয়রহিত স্বপ্রকাশ পরমানন্দস্বরূপতা প্রাপ্ত হইবে।৩৪॥

শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মের মকরন্দ (মধু) আস্বাদন করায় যাঁহাদের আশয় (অন্তঃকরণ) শুদ্ধ হইয়াছে তাঁহারা অনায়াসে সংসার সাগর পার হইয়া থাকেন এবং তাঁহারা সেই পরিপূর্ণস্বরূপ যে জ্যোতিঃ তাহাও সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা বেদান্তবাক্যের দ্বারা পরম শ্রেয়ঃ (নিশ্রেয়স বা মুক্তি) অবধারণ করেন, তাঁহারা অবিদ্যারূপ ভ্রম পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তাঁহারা দ্বৈতপ্রপঞ্চকে স্বপ্নের সমান বোধ করিয়া থাকেন এবং বিমল আনন্দলাভ করেন।

ভাবপ্রকাশ—এই শেষ শ্লোকে শ্রীভগবান্ ভক্তিসাধনের সমস্ত অঙ্গই বলিতেছেন। কেবল ভগবান্‌কে লইয়া থাকা, তাঁহার স্মরণ, তাঁহার কথন, সর্ব্বদা কেবল মন তাঁহাতেই লাগাইয়া রাখা প্রয়োজন। সমস্ত মনটা ভগবান্‌কে দিয়া রাখিতে হয়। শ্রীভগবানের প্রীতির জন্যই সমস্ত কর্ম্ম করিতে হয়। কর্ম্মান্তরে সব কর্ম্মই ভগবৎকর্ম্ম এ বোধ যেন থাকে। ভগবান্‌কে সর্ব্বত্র দেখিয়া কেবল পুনঃ পুনঃ ভগবান্‌কে নমস্কার করিতে হয়। বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় সবই ভগবদারাধনায় অর্থাৎ তাঁহার ধ্যানে, তাঁহার স্মরণে, তাঁহার পূজায়, তাঁহার নমস্কারে, নিয়োজিত রাখিতে হয়। এই ভাবে সর্ব্বদা তাঁহাতে যুক্ত থাকিতে পারিলে, তাঁহাকে পাওয়া যায়। ৩৪

ইতি শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীবিশ্বেশ্বর সরস্বতীপাদের শিষ্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতীকর্ত্তৃক বিরচিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার গূঢ়ার্থদীপিকা নামক টীকায় **রাজবিদ্যা রাজগুহ্যযোগ** নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ ।
যত্তেহহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ।—হে মহাবাহো! ভূয়ঃ এব মে পরমং বচঃ শৃণু। যৎ প্রীয়মাণায় তে অহং হিতকাম্যয়া বক্ষ্যামি অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে মহাবাহো! তুমি আমার পরম বাক্য সকল পুনরায় শ্রবণ কর। আমার বাক্য শ্রবণে তুমি প্রীতি অনুভব করিতেছ, এজন্য তোমারই মঙ্গল-কামনায় আমি এই সকল কথা বলিতেছি ॥১

এবং সপ্তমাষ্টমনবমৈস্তৎপদার্থস্য ভগবতস্তত্ত্বং সোপাধিকং নিরুপাধিকং চ দর্শিতং। তস্য চ বিভূতয়ঃ সোপাধিকস্য ধ্যানে নিরুপাধিকস্য জ্ঞানে চোপায়ভূতাঃ "রসোহহমপ্সু কৌন্তেয়" ইত্যাদিনা সপ্তমে,"অহং ক্রতুরহং যজ্ঞ"ইত্যাদিনা নবমে চ সংক্ষেপেণোক্তাঃ।১ অথেদানীং তাসাং বিস্তরো বক্তব্যো ভগবতো ধ্যানায় তত্ত্বমপি দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বাৎ পুনস্তস্য বক্তব্যং জ্ঞানায়েতি দশমোহধ্যায় আরভ্যতে। অত্র প্রথমমর্জ্জুনং প্রোৎসাহয়িতুং শ্রীভগবানুবাচ—।২ ভূয় এব পুনরপি হে মহাবাহো! শৃণু মে মম পরং প্রকৃষ্টং বচঃ। যত্তে তুভ্যং প্রীয়মাণায় মদ্বচনাদমৃতপানাদিব প্রীতিমনুভবতে বক্ষ্যাম্যহং পরমাপ্তস্তব হিতকাম্যয়া ইষ্টপ্রাপ্তীচ্ছয়া ॥ ৩—১ ॥

অনুবাদ—এইরূপে সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে 'তৎ'পদার্থ ভগবানের সোপাধিক ও নিরুপাধিক তত্ত্ব (স্বরূপ) দেখান হইল। আর সপ্তম অধ্যায়ে"রসোহহমপ্সু কৌন্তেয়"ইত্যাদি শ্লোকে এবং নবম অধ্যায়ে "অহং ক্রতু রহং যজ্ঞঃ" ইত্যাদি শ্লোকে সংক্ষেপতঃ ভগবানের বিভূতি সকল বর্ণিত হইয়াছে; সেগুলি সোপাধিক ব্রহ্মের (ঈশ্বরের) ধ্যানের উপায়স্বরূপ (উপযোগী), আর নিরুপাধিক ব্রহ্মের জ্ঞানের উপায় স্বরূপ।১ এক্ষণে সেগুলি যাহাতে (সোপাধিক ব্রহ্ম) ভগবানের ধ্যানের উপযোগী হয় তজ্জন্য তাহার বিস্তৃত বিবরণ বলিতেছেন। আর এই তত্ত্বটীও দুর্বিজ্ঞেয়, কাজেই তদ্বিষয়ক জ্ঞানের জন্যও তাহা পুনরায় বলা উচিত অর্থাৎ দুর্বিজ্ঞেয় তত্ত্ব বুঝাইতে হইলে তদ্বিষয়ে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দেওয়া আবশ্যক। এই কারণে পুনর্বার তাহার উপদেশ দিবার জন্যও এই দশম অধ্যায় আরম্ভ করিতেছেন। তন্মধ্যে আবার অর্জ্জুনকে প্রথমতঃ উৎসাহিত করিবার জন্য শ্রীভগবান্ বলিলেন "ভূয় এব" ইত্যাদি।২ হে মহাবাহো! তুমি **ভূয়ঃ**=পুনরায় আমার **পরমং**=প্রকৃষ্ট বচন **শৃণু**=শুন; **যৎ**=যাহা **প্রীয়মাণায় তে**=যে তুমি আমার কথা শুনিয়া যেন অমৃতপান জন্য তৃপ্তি অনুভব করিতেছ সেই তোমাকে—তোমার পরম আপ্ত (হিতৈষী) আমি **হিতকাম্যয়া**=তোমার ইষ্ট প্রাপ্তির ইচ্ছায় **বক্ষ্যামি**=বলিব। ৩—১॥

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ২ ॥
যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

সুরগণাঃ মে প্রভবং ন বিদুঃ মহর্ষয়শ্চ ন। অহং দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ আদিঃ অর্থাৎ দেবগণও আমার আবির্ভাব সম্বন্ধে জানেন না; ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণও জানেন না; কারণ, আমি দেবতা ও মহর্ষিবৃন্দের আদি ॥২

যঃ মাম্ অনাদিম্, অজং লোক-মহেশ্বরঞ্চ বেত্তি স মর্ত্ত্যেষু অসংমূঢ়ঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে অর্থাৎ যিনি আমাকে অনাদি, জন্মরহিত ও সর্ব্বলোকের মহান্ ঈশ্বর বলিয়া জানেন, তিনিই সর্ব্ববিধ মোহবিমুক্ত হইয়া সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন ॥৩

প্রাগ্বহুধোক্তমেব, কিমর্থং পুনর্ব্বক্ষ্যসীত্যত আহ ন ম ইতি। প্রভবং প্রভাবং প্রভুশক্ত্যতিশয়ং প্রভবনমুৎপত্তিমনেকবিভূতিভিরাবির্ভাবং বা সুরগণাঃ ইন্দ্রাদয়ো-মহর্ষয়শ্চ ভৃগ্বাদয়ঃ সর্ব্বজ্ঞা অপি ন মে বিদুঃ।১ তেষাং তদজ্ঞানে হেতুমাহ—অহং হি যস্মাৎ সর্ব্বেষাং দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্ব্বশঃ সর্ব্বৈঃ প্রকারৈরুৎপাদকত্বেন বুদ্ধ্যাদিপ্রবর্ত্তকত্বেন চ নিমিত্তত্বেনোপাদানত্বেন চাদিঃ কারণম্। অতো মদ্বিকারাস্তে মৎপ্রভাবং ন জানন্তীত্যর্থঃ ॥ ২—২ ॥

ভাবপ্রকাশ—আর অর্জ্জুনের প্রশ্নের অপেক্ষা নাই—শ্রীভগবান্ নিজেই বলিয়া যাইতেছেন। শ্রীভগবানের কথা শুনিয়া অর্জ্জুন অমৃতপানের তৃপ্তি অনুভব করিতেছেন—বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে এক দিব্য যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছে। এই সম্বন্ধই পরম মঙ্গলের সূচনা করে। তাই শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনের কল্যাণের নিমিত্ত এই শুভ সুযোগ অবলম্বন করিয়া না থামিয়া বলিয়াই যাইতেছেন। নবম অধ্যায়ের প্রথমে বলিয়াছেন যে অর্জ্জুন অসূয়ারহিত তাই বলিতেছেন, এখন বলিলেন "প্রীয়মাণায় তে বক্ষ্যামি"। এখন অর্জ্জুনের সহিত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে—ইহা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও গভীরতর সম্বন্ধ। পূর্ব্বের অধিকার যেন negative মাত্র—দোষশূন্য—এটা যেন positiveও বটে—প্রীতিযুক্ত।—১॥

অনুবাদ—পূর্ব্বে যাহা বহু প্রকারে বলা হইয়াছে তাহা আবার বলিবে কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন "ন মে বিদুঃ" ইত্যাদি **সুরগণাঃ**=ইন্দ্রাদি দেবগণ, এবং **মহর্ষয়ঃ**=ভৃগু আদি মহর্ষিগণ সর্ব্বজ্ঞ হইলেও তাঁহারা **মে**=আমার যে **প্রভবম্**=প্রভাব, প্রভুশক্তির আধিক্য অথবা প্রভব অর্থাৎ প্রভবন অর্থাৎ উৎপত্তি,—আমার অনেক প্রকার বিভূতি সমন্বিত যে আবির্ভাব তাহা **ন বিদুঃ**= জানেন না।১ তাঁহারা যে তাহা জানেন না তাহার হেতু কি তাহাই বলিতেছেন—**হি**=যেহেতু **দেবানাং মহর্ষীণাং চ**=সকল দেবগণের ও মহর্ষিগণের **সর্ব্বশঃ** সকল প্রকারে অর্থাৎ তাঁহাদের উৎপাদকরূপে এবং তাঁহাদের বুদ্ধি আদির প্রবর্ত্তকরূপে তাঁহাদের নিমিত্তকারণ এবং উপাদান কারণ হওয়ায় **অহম্**=আমিই **আদিঃ**=কারণ হইতেছি। সুতরাং তাঁহারা যখন আমার বিকার অর্থাৎ কার্য্য তখন তাঁহারা আমার প্রভাব জানিতে পারেন না।২—২॥

বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥ ৪ ॥
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৫ ॥

বুদ্ধিঃ, জ্ঞানম্, অসংমোহঃ, ক্ষমা, সত্যং, দমঃ, শমঃ, সুখং, দুঃখং, ভবঃ, অভাবঃ, ভয়ং চ অভয়ম্ এব চ, অহিংসা, সমতা, তুষ্টিঃ, তপঃ, দানং, যশঃ, অযশঃ ভূতানাং পৃথগ্বিধাঃ ভাবাঃ মত্তঃ এব ভবন্তি অর্থাৎ বুদ্ধি, জ্ঞান, অব্যাকুলতা, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, সুখ, দুঃখ, উৎপত্তি, নাশ, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপ, দান, যশ এবং অযশ—প্রাণিগণের এই সকল পৃথক্ পৃথক্ ভাব আমা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥৪-৫

মহাফলত্বাচ্চ কশ্চিদেব ভগবতঃ প্রভাবং বেত্তীত্যাহ যো মামিতি। সর্ব্বকারণত্বান্ন বিদ্যতে আদিঃ কারণং যস্য তমনাদিং, অনাদিত্বাদজং জন্মশূন্যং লোকানাং মহান্তমীশ্বরং চ মাং যো বেত্তি, স মর্ত্ত্যেষু মনুষ্যেষু মধ্যে অসংমূঢ়ঃ সংমোহবর্জ্জিতঃ সর্ব্বৈঃ পাপৈর্মতিপূর্ব্বকৃতৈরপি প্রমুচ্যতে প্রকর্ষেণ কারণোচ্ছেদাত্তৎসংস্কারাভাবরূপেণ মুচ্যতে মুক্তো ভবতি ॥ ৩ ॥

আত্মনো লোকমহেশ্বরত্বং প্রপঞ্চয়তি বুদ্ধিরিতি। বুদ্ধিরন্তঃকরণস্য সূক্ষ্মার্থবিবেক-সামর্থ্যং, জ্ঞানমাত্মানাত্মসর্ব্বপদার্থাববোধঃ, অসংমোহঃ প্রত্যুৎপন্নেষু বোদ্ধব্যেষু

ভাবপ্রকাশ—শ্রীভগবান্ সকলের আদি, তিনি অনাদি ; সুতরাং তাঁহার উৎপত্তি দেবতা বা ঋষি কেহই জানেন না। তিনি যে অনাদি, তিনি যে সর্ব্বলোকমহেশ্বর তাহা জানিলেই সর্ব্বপাপবিমুক্তি হয়। শ্রীভগবান্ যে অজ ও অনাদি এই জ্ঞানই পরম জ্ঞান—ইহাই মুক্তির কারণ।২—৩॥

অনুবাদ—ভগবৎপ্রভাব জানার ফল মহৎ ; কাজেই কোনও এক আধ জন ব্যক্তি হয়ত তাঁহার প্রভাব জানিতে পারে। তাহাই বলিতেছেন—। যিনি সকলের কারণস্বরূপ বলিয়া যাঁহার আদি অর্থাৎ কারণ নাই তিনি **অনাদি** ; আর অনাদি বলিয়াই যিনি **অজ** অর্থাৎ জন্মশূন্য এবং যিনি লোক-গণের **মহান্ ঈশ্বর** সেই আমাকে **যো বেত্তি**=যিনি অবগত আছেন **মর্ত্ত্যেষু**=মনুষ্যগণের মধ্যে তিনি **অসংমূঢ়ঃ**=সম্মোহবর্জ্জিত হইয়া **সর্ব্বপাপৈঃ**=সকল প্রকার পাপ হইতে এমন কি বুদ্ধিপূর্ব্বক অর্থাৎ জ্ঞানতঃ (জেনে শুনেও) যাহা করা হইয়াছে সেই সমস্ত পাপ হইতেও তিনি **প্রমুচ্যতে**= প্রকৃষ্টভাবে অর্থাৎ যাহাতে কারণের উচ্ছেদ হওয়ায় আর সংস্কারও থাকিতে না পারে সেইভাবে মুক্ত হন। কেননা অবিদ্যারূপ কারণ থাকিলেই সংস্কার থাকিবে, আর সংস্কার থাকিলে পাপ অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখরূপ বন্ধনও থাকিবে ; কিন্তু ভগবৎ-তত্ত্ব অবগত হইলে অবিদ্যা এবং অবিদ্যার কার্য্য সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায় বলিয়া আর কোনরূপ সংস্কার থাকিতে পারেনা। এই কারণে তাঁহার আত্যন্তিক মুক্তি হইয়া থাকে।৩ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ যে নিজেকে লোকমহেশ্বর বলিলেন তাঁহার সেই লোক মহেশ্বরত্বেরই বিস্তৃত বর্ণনা করিতেছেন—। **বুদ্ধি** অর্থ অন্তঃকরণ অর্থাৎ সূক্ষ্ম বিষয়ের অবধারণ (নিশ্চয় করিবার) সামর্থ্য ;

কর্ত্তব্যেষু চাব্যাকুলতয়া বিবেকেন প্রবৃত্তিঃ, ক্ষমা আক্রুষ্টস্য তাড়িতস্য বা নির্ব্বিকারচিত্ততা, সত্যং প্রমাণেনাববুদ্ধস্যার্থস্য তথৈব ভাষণং, দমো বাহ্যেন্দ্রিয়াণাং স্ববিষয়েভ্যো নিবৃত্তিঃ, শমোঽন্তঃকরণস্য সা, সুখং ধর্ম্মাসাধারণকমনুকূলবেদনীয়ং, দুঃখমধর্ম্মাসাধারণকারণকং প্রতিকূলবেদনীয়ং, ভবঃ উৎপত্তিঃ, ভাবঃ সত্তা, অভাবোঽসত্তেতি বা, ভয়ং চ ত্রাসস্তদ্বিপরীতমভয়ং।১ এবচ, একশ্চকার উক্তসমুচ্চয়ার্থঃ, অপরোঽনুক্তাবুদ্ধ্যজ্ঞানাদিসমুচ্চয়ার্থঃ।২ এবেত্যেতে সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধা এবেত্যর্থঃ। মত্ত এব ভবন্তীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ॥৩—৪॥

অহিংসা প্রাণিনাং পীড়ায়াঃ নিবৃত্তিঃ, সমতা চিত্তস্য রাগদ্বেষাদিরহিতাবস্থা, তুষ্টির্ভোগ্যেম্বেতাবতাঽলমিতি বুদ্ধিঃ,তপঃ শাস্ত্রীয়মার্গেণ কায়েন্দ্রিয়শোষণং, দানং দেশে কালে শ্রদ্ধয়া যথাশক্ত্যর্থানাং সৎপাত্রে সমর্পণং, যশো ধর্ম্মনিমিত্তা লোকশ্লাঘারূপা প্রসিদ্ধিঃ,

জ্ঞান অর্থ আত্মা ও অনাত্মরূপ পদার্থের তত্ত্ব অর্থাৎ স্বরূপ অবগত হওয়া; **অসম্মোহ** বলিতে প্রত্যুৎপন্ন অর্থাৎ উপস্থিত (আগত) বোদ্ধব্য এবং কর্ত্তব্য বিষয় সকলে অব্যাকুলভাবে (ব্যাকুল না হইয়া) বিবেকপূর্ব্বক (বিবেচনা পূর্ব্বক) প্রবৃত্তি; **ক্ষমা** অর্থ কেহ আক্রোশ প্রকাশ করিতে থাকিলেও কিংবা কাহারও কর্ত্তৃক তাড়িত (উৎপীড়িত) হইলেও নির্ব্বিকারচিত্ততা (চিত্তের বিকার না হওয়া); **সত্য** বলিতে—যে অর্থ (বিষয়) প্রমাণপূর্ব্বক অবগত হওয়া গিয়াছে তাহাকে ঠিক সেইভাবেই বলা অর্থাৎ প্রকাশ করা; **দম** অর্থ বহিরিন্দ্রিয় সকলকে স্ব স্ব বিষয় হইতে নিবৃত্ত করা; **শম** অর্থ অন্তঃকরণকে বিষয় সকল হইতে নিবৃত্ত করা **সুখ** বলিতে ধর্ম্ম যাহার অসাধারণ কারণ অর্থাৎ ধর্ম্ম হইতেই যাহা জন্মে এবং যাহা অনুকূলবেদনীয় অর্থাৎ অন্তঃকরণের অনুকূল বৃত্তি বিশেষ উৎপাদন করে; **দুঃখ** পদের অর্থ অধর্ম্ম যাহার অসাধারণ কারণ এবং যাহা অন্তঃকরণের প্রতিকূলবেদনীয় তাদৃশ মনোবৃত্তিবিশেষ; **ভব** বলিতে উৎপত্তি আর **ভাব** বলিতে সত্তা; অথবা "ভবোঽভাবঃ" এইরূপ পাঠ ধরিলে ভব বলিতে ভাব অর্থাৎ সত্তা আর অভাব বলিতে অসত্তা; **ভয়** হইতেছে ত্রাস আর ইহার বিপরীত হইতেছে **অভয়**।১ শ্লোকে যে দুইটী **'চ'** শব্দের প্রয়োগ আছে তন্মধ্যে একটী উক্ত বিষয় সকলের সমুচ্চয় অর্থাৎ সাহচর্য্য জ্ঞাপন করিতেছে; আর অন্যটী অনুক্ত অবুদ্ধি অজ্ঞানাদির সমুচ্চয় অর্থাৎ সাহচর্য্য উল্লিখিত বলিয়া ধরিবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে।২ আর **এব** অর্থ এইগুলি এইরূপে সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ; 'ইহারা আমা হইতেই উৎপন্ন হয়'—পরবর্ত্তী শ্লোকের এই অংশের সহিত ইহাদের অন্বয় রহিয়াছে বুঝিতে হইবে।৩—৪॥

অনুবাদ—অহিংসা বলিতে প্রাণিগণের পীড়ানিবৃত্তি অর্থাৎ কোন জীবকে উৎপীড়ন না করা; **সমতা** বলিতে চিত্তের রাগ (অনুরাগ) দ্বেষ প্রভৃতি রহিত অবস্থা; **তুষ্টি** বলিতে ভোগ্য পদার্থে 'ইহাই পর্য্যাপ্ত' এইরূপ জ্ঞান; **তপঃ** বলিতে শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে দেহ ও ইন্দ্রিয়কে শুষ্ক করা। **দান** বলিতে উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত সময়ে শ্রদ্ধা সহকারে সৎপাত্রে যথাশক্তি অর্থ সমর্পণ করা; ধর্ম্মজন্য লোকশ্লাঘারূপ যে প্রসিদ্ধি তাহার নাম **যশঃ**; অধর্ম্মজন্য দোষকথনপূর্ব্বক লোকনিন্দারূপ যে প্রসিদ্ধি

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬ ॥

সপ্ত মহর্ষয়ঃ পূর্ব্বে চত্বারঃ মহর্ষয়ঃ তথা মনবঃ মদ্ভাবাঃ মানসাঃ জাতাঃ লোকে ইমাঃ যেষাং প্রজাঃ অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে ভৃগু আদি সপ্ত মহর্ষি তদ্ভিন্ন সনকাদি চারি মহর্ষি এবং চতুর্দ্দশ মনু—ইঁহারা আমারই প্রভাবসম্পন্ন এবং আমারই সঙ্কল্পমাত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। প্রজাসমূহ ইঁহাদের সন্ততি ॥৬

অযশস্ত্বধর্ম্মনিমিত্তা লোকনিন্দারূপা প্রসিদ্ধিঃ।১ এতে বুদ্ধ্যাদয়ো ভাবাঃ সকারণকাঃ পৃথগ্বিধাঃ ধর্ম্মাধর্ম্মাদিসাধনবৈচিত্র্যেণ নানাবিধাঃ ভূতানাং সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং মত্তঃ পরমেশ্বরাদেব ভবন্তি নান্যস্মাত্তস্মাৎ কিং বাচ্যং মম লোকমহেশ্বরত্বমিত্যর্থঃ ॥ ২—৫ ॥

ইতশ্চৈতদেবং—। মহর্ষয়ঃ বেদতদর্থদ্রষ্টারঃ সর্ব্বজ্ঞা বিদ্যাসংপ্রদায়প্রবর্ত্তকা ভৃগ্বাদ্যাঃ সপ্ত পূর্ব্বে সর্গাদ্যকালাবিভূ‍র্তাঃ। তথা চ পুরাণং, "ভৃগুং মরীচিমত্রিঞ্চ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুং। বশিষ্ঠং চ মহাতেজাঃ সোঽসৃজন্মনসা সুতান্॥ সপ্ত ব্রহ্মাণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতা।" ইতি। তথা চত্বারো মনবঃ সাবর্ণা ইতি প্রসিদ্ধাঃ।১ অথবা মহর্ষয়ঃ সপ্ত ভৃগ্বাদ্যাঃ, তেভ্যোঽপি পূর্ব্বে প্রথমাশ্চত্বারঃ সনকাদ্যা মহর্ষয়ঃ। মনবস্তথা স্বায়ম্ভুবাদ্যাশ্চতুর্দ্দশ।২ ময়ি পরমেশ্বরে ভাবো ভাবনা যেষাং তে মদ্ভাবা

তাহার নাম **অযশঃ**।১ এই যে বুদ্ধি প্রভৃতি **ভাবাঃ**=ভাব অর্থাৎ কার্য্যবিশেষ সকল কথিত হইল এইগুলি সকারণক (কারণের সহিত) **ভূতানাং** প্রাণিগণের নিকটে **পৃথগ্বিধাঃ**=ধর্ম্ম অধর্ম্ম আদি সাধনের বিচিত্রতানিবন্ধন নানাবিধ হইয়া **মত্তএব**=আমা হইতেই অর্থাৎ পরমেশ্বর হইতেই **ভবন্তি**= উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব আমার লোকমহেশ্বরত্বের বিষয় আর অধিক কি বলিব ?২—৫॥

অনুবাদ—আরও, কেন যে ইহা এইরূপ তাহার কারণ শুন অর্থাৎ আমার লোকমহেশ্বরত্বের আরও হেতু বলিতেছি শুন। **পূর্ব্বে**=সর্গের (সৃষ্টির) আদিকালে (আরম্ভে) আবিভূ‍র্ত **মহর্ষয়ঃ সপ্ত**=ভৃগু আদি যে সাত জন মহর্ষি অর্থাৎ যাঁহারা বেদ ও বেদার্থের দ্রষ্টা যাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ এবং যাঁহারা বিদ্যা সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক—। এ সম্বন্ধে পুরাণে এইরূপ কথিত হইয়াছে যথা—"ভৃগু, মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাত পুত্রকে সেই মহাতেজা প্রজাপতি সঙ্কল্পপূর্ব্বক মন হইতে সৃষ্ট করিলেন। এই সাতজন পুরাণ মধ্যে সপ্ত ব্রহ্ম বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন"। **তথা**=আর **চত্বারঃ মনবঃ**=সাবর্ণ (সবর্ণার পুত্র) এই নামে প্রসিদ্ধ যে চারিজন মনু আছেন।১ অথবা **মহর্ষয়ঃ সপ্ত**=ভৃগু প্রভৃতি সাতজন মহর্ষি ; এবং **পূর্ব্বে**=তাঁহাদেরও পূর্ব্বের **চত্বারঃ** চারিজন অর্থাৎ সনক আদি চারিজন মহর্ষি **মনবঃ তথা**=আর স্বয়ম্ভুব আদি চৌদ্দজন মনু।২ তাঁহারা **মদ্ভাবাঃ**=আমাতে অর্থাৎ পরমেশ্বরে ভাব অর্থাৎ ভাবনা বা চিন্তা যাঁহাদের তাঁহারা মদ্ভাব ; সেইরূপ **হইয়া** অর্থাৎ **আমার** (পরমেশ্বরের) চিন্তায় নিরত হইয়া ঈশ্বরের চিন্তাহেতু তাঁহাদের মধ্যে আমার জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যের শক্তি আবির্ভূত হইয়াছিল। তাঁহারা **মানসাঃ**=মনের সঙ্কল্প হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৭॥

যঃ মম এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ তত্ত্বতঃ বেত্তি সঃ অবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে অত্র সংশয়ঃ ন অর্থাৎ আমার এই বিভূতি এবং ঐশ্বর্য্যরূপ যোগ যিনি স্বরূপতঃ জ্ঞাত আছেন, তিনিই সংশয়রহিত হইয়া সম্যক্‌দর্শনযুক্ত; ইহাতে সন্দেহ নাই॥৭

মচ্চিন্তনপরাঃ মদ্ভাবনাবশাদাবির্ভূতমদীয়-জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তয় ইত্যর্থঃ মানসাঃ মনসঃ সঙ্কল্পাদেবোৎপন্নাঃ নতু যোনিজাঃ—।৩ অতোবিশুদ্ধজন্মত্বেন সর্ব্বপ্রাণিশ্রেষ্ঠা মত্ত এব হিরণ্যগর্ভাত্মনো জাতাঃ সর্গাদ্যকালে প্রাদুর্ভূতাঃ।৪ যেষাং মহর্ষীণাং সপ্তানাং চতুর্ণাং চ সনকাদীনাং মনূনাং চ চতুর্দ্দশানাং অস্মিন্ লোকে জন্মনা চ বিদ্যয়া চ সন্ততিভূতা ইমা ব্রাহ্মণাদ্যাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ॥ ৫—৬॥

এবং সোপাধিকস্য ভগবতঃ প্রভাবমুক্ত্বা তজ্‌জ্ঞানফলমাহ এতামিতি। এতাং প্রাগুক্তাং বুদ্ধ্যাদিমহর্ষ্যাদিরূপাং বিভূতিং বিবিধভাবং তদ্রূপেণাবস্থিতিং যোগং চ তত্তদর্থনির্ম্মাণসামর্থ্যং পরমৈশ্বর্য্যমিতি যাবৎ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ যথাবৎ, সোঽবিকম্পেনাপ্রচলিতেন যোগেন সম্যগ্‌জ্ঞানস্থৈর্য্যলক্ষণেন সমাধিনা যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ প্রতিবন্ধঃ কশ্চিৎ॥ ৭॥

যোনিজ নহেন অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষ সংসর্গ হইতে উৎপন্ন নহেন।৩ এই কারণে তাঁহাদের জন্ম বিশুদ্ধ বলিয়া তাঁহারা সকল প্রাণিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা আমা হইতেই অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভাত্মা (প্রজাপতি-স্বরূপ) আমা হইতেই সর্গাদ্যকালে (সৃষ্টির প্রারম্ভে) প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন।৪ **যেষাং**=এই লোকে এই জগতে যাঁহাদের অর্থাৎ ভৃগু আদি সাত জন এবং সনকাদি চারিজন ঐ যে মহর্ষি এবং স্বয়ম্ভুব আদি ঐ যে চৌদ্দ জন মনু তাঁহাদেরই **ইমাঃ**=এই সকলে অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি সকলে **প্রজাঃ**= অর্থাৎ জন্মক্রমে এবং বিদ্যালাভ ক্রমে ইহারা তাঁহাদেরই সন্ততিস্বরূপ হইতেছে।৫—৬॥

ভাবপ্রকাশ—জীবের জ্ঞান বুদ্ধি, সুখ দুঃখ, ভয় অভয়, যশঃ অযশঃ সবই নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে শ্রীভগবান্ হইতেই হইয়া থাকে। আমাদের যাহা কিছু ভালমন্দ সবই শ্রীভগবান্ হইতেই আসিয়াছে —এই ধারণা ঠিক ঠিক হইলে জীবের মোহ চলিয়া যায়, জীব পাপবিমুক্ত হয়। ভৃগু আদি সপ্ত ঋষি ও সাবর্ণ আদি চারিজন মনু যাঁহাদের দ্বারা সব সৃষ্ট হইয়াছে তাঁহারা সকলেই শ্রীভগবানের সঙ্কল্পজাত। ইহাই শ্রীভগবানের লোকমহেশ্বরত্ব।৪—৬।

অনুবাদ—এইরূপে সোপাধিক ঈশ্বরের প্রভাব (মাহাত্ম্য) বর্ণনা করিয়া সেই প্রভাব জানিলে যে কি ফল হয় তাহাই ভগবান্ "এতাম্" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন। যে ব্যক্তি আমার **এতাং বিভূতিং**=এই যে বিভূতি অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধি আদি রূপ এবং মহর্ষি রূপ যে ভাব উক্ত হইল অর্থাৎ সেইরূপে আমার যে অবস্থিতি এবং আমার **যোগম্**=সেই বিষয় নির্ম্মাণ করিবার যে সামর্থ্য অর্থাৎ আমার যে পরমৈশ্বর্য্য তাহা যিনি **তত্ত্বতঃ**=যথাবৎ যথাযথরূপে **বেত্তি**=

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৮ ॥

অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে; ইতি মত্বা বুধাঃ ভাব-সমন্বিতাঃ মাং ভজন্তে অর্থাৎ আমিই নিখিল জগতের উৎপত্তির হেতু এবং আমা হইতে সমুদয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা জ্ঞাত হইয়া, বুধগণ প্রীতিযুক্ত হইয়া আমার ভজনা করেন ॥৮

যাদৃশেন বিভূতিযোগয়োর্জ্ঞানেনাবিকম্পযোগপ্রাপ্তিস্তদ্দর্শয়তি চতুর্ভিঃ অহমিতি। অহং পরং ব্রহ্ম বাসুদেবাখ্যং সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভব উৎপত্তিকারণমুপাদানং নিমিত্তং চ স্থিতিনাশাদি চ সর্ব্বং মত্ত এব প্রবর্ত্ততে ভবতি।১ ময়ৈবান্তর্যামিণা সর্ব্বজ্ঞেন সর্ব্বশক্তিনা প্রের্য্যমাণং স্বস্বমর্য্যাদামনতিক্রম্য সর্ব্বং জগৎ প্রবর্ত্ততে চেষ্টত ইতি বা।২ ইত্যেবং মত্বা বুধাঃ বিবেকেনাবগততত্ত্বাঃ ভাবেন পরমার্থতত্ত্বগ্রহরূপেণ প্রেম্ণা সমন্বিতাঃ সন্তো মাং ভজন্তে ॥ ৩—৮ ॥

অবগত আছেন **সঃ**=তিনি **অবিকম্পেন**=অপ্রচলিত (অবিচাল্য) **যোগেন**=সম্যক্ জ্ঞানের স্থিরতারূপ সমাধিতে **যুজ্যতে**=যুক্ত হয়েন অর্থাৎ তাঁহার সম্যক্ জ্ঞান স্থিরতা লাভ করে, **নাত্র সংশয়ঃ**—ইহাতে আর কোন সংশয় অর্থাৎ প্রতিবন্ধক নাই।৭॥

ভাবপ্রকাশ—শ্রীভগবানের বিভূতি অর্থাৎ বিস্তাররূপ অর্থাৎ কেমন করিয়া তিনিই ভূতগণের স্রষ্টৃবর্গেরও স্রষ্টা এবং কেমন করিয়া তিনিই আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি, সুখ দুঃখ, ভয় অভয় ভাবে অবস্থিত ইহা জানিলে এবং কেমন করিয়া তাঁহার যোগের অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ ঈশ্বরীয় শক্তির প্রকাশ হয় ইহা বুঝিলে জীব অচ্যুতযোগ লাভ করে। শ্রীভগবানের যোগ এবং বিভূতি অর্থাৎ সৃষ্টি সামর্থ্য এবং বিস্তাররূপ অবগত হইলে সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বদা পরমতত্ত্বের দৃষ্টি থাকে—যেমন মূলে তেমনি বিস্তারে কোথায়ও পরমার্থ দৃষ্টির আর বিলোপ হয় না, তাই ভগবান্ বলিলেন "অবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে"।৭॥

অনুবাদ—ঈশ্বরের বিভূতি এবং যোগের বিষয়ে যে প্রকার জ্ঞান হইলে অবিকম্প যোগের অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞানস্থৈর্য্যের প্রাপ্তি ঘটে তাহাই "অহম্" ইত্যাদি চারিটী শ্লোকে বলিতে আরম্ভ করিতেছেন। **অহম্**=বাসুদেব নামক পরম ব্রহ্মই **সর্ব্বস্য**=নিখিল জগতের **প্রভবঃ**=উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ হইয়া উৎপত্তির হেতু হইতেছি। আর **সর্ব্বং**=নিখিল বিশ্বের যে স্থিতি বিনাশ ইত্যাদি সে সমস্তও **মত্তঃ প্রবর্ত্ততে**=আমা হইতেই প্রবৃত্ত হইতেছে অর্থাৎ নিষ্পাদিত হইতেছে।১ অথবা "মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে" ইহার অর্থ, অন্তর্যামী (যিনি সকলের অন্তঃকরণকে যমন করিতেছেন অর্থাৎ শুভাশুভ কর্ম্মে প্রেরণ করিতেছেন সেই অন্তর্যামী) সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি আমা কর্তৃকই প্রেরিত হইয়া এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড প্রবৃত্ত হইতেছে অর্থাৎ চেষ্টাযুক্ত হইতেছে।২ **ইতি মত্বা**=ইহা বিবেচনা করিয়া **বুধাঃ**=জ্ঞানিগণ **ভাবসমন্বিতাঃ**=বিবেকপূর্ব্বক তত্ত্বভাব অবগত হইয়া পরমার্থতত্ত্বগ্রহণরূপ প্রেম সংযুক্ত হইয়া **ভজন্তে মাম্**=আমার ভজনা করিয়া থাকেন।৩—৮॥

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্ ।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ৯ ॥

মচ্চিত্তাঃ মদ্গত-প্রাণাঃ মাং পরস্পরং বোধয়ন্তঃ নিত্যং কথয়ন্তঃ তুষ্যন্তি চ, রমন্তি চ অর্থাৎ আমাতে সমর্পিতচিত্ত, আমাতে সমর্পিতপ্রাণ, সাধুগণ পরস্পর আমার তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়া এবং আমারই কথা কীর্ত্তন করিয়া পরিতোষ ও সুখ প্রাপ্ত হন ॥৯

প্রেমপূর্ব্বকং ভজনমেব বিবৃণোতি মচ্চিত্তা ইতি। ময়ি ভগবতি চিত্তং যেষাং তে মচ্চিত্তাঃ। তথা মদ্গতা মাং প্রাপ্তাঃ প্রাণাশ্চক্ষুরাদয়ো যেষাং তে মদ্গতপ্রাণা মদ্ভজননিমিত্তচক্ষুরাদিব্যাপারা ময্যুপসংহৃতসর্ব্বকরণা বা। অথবা মদ্গতপ্রাণাঃ মদ্ভজনার্থজীবনা মদ্ভজনাতিরিক্তপ্রয়োজনশূন্যজীবনা ইতি যাবৎ।১ বিদ্বদ্গোষ্ঠীষু পরস্পরমন্যোন্যং শ্রুতিভির্যুক্তিভিশ্চ মামেব বোধয়ন্তঃ তত্ত্ববুভুৎসুকথয়া জ্ঞাপয়ন্তঃ।২ তথা স্বশিষ্যেভ্যশ্চ মামেব কথয়ন্ত উপদিশন্তশ্চ।৩ ময়ি চিত্তার্পণং তথা বাহ্যকরণার্পণং তথা জীবনার্পণং এবং সমা(না)নামন্যোন্যং মদ্বোধনং স্বন্যূনেভ্যশ্চ মদুপদেশনমিত্যেবংরূপং মদ্ভজনং তেনৈব তুষ্যন্তি চ, এতাবতৈব লব্ধসর্ব্বার্থা বয়মলমন্যেন লব্ধব্যেনেত্যেবংপ্রত্যয়রূপং সন্তোষং প্রাপ্নুবন্তি চ।৪ তেন সন্তোষেণ রমন্তি চ

অনুবাদ—প্রেম পূর্ব্বক যে ভগবদ্ভজন তাহাই বিবৃত করিয়া বলিতেছেন "মচ্চিত্তাঃ" ইত্যাদি। আমাতে অর্থাৎ ভগবানের উপর যাঁহাদের চিত্ত থাকে তাঁহারা **মচ্চিত্ত**। যাঁহাদের প্রাণ অর্থাৎ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সকল মদ্গত অর্থাৎ আমায় প্রাপ্ত হইয়াছে তাঁহারা **মদ্গতপ্রাণ**; সুতরাং মদ্গতপ্রাণ অর্থ যাঁহাদের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার (ক্রিয়া) ভগবদ্ভজনের নিমিত্তই হইয়া থাকে, কিংবা যাঁহাদের করণ (ইন্দ্রিয়) সকল আমাতে (ঈশ্বরে) উপসংহৃত (নিবেশিত) হইয়াছে। অথবা "মদ্গতপ্রাণাঃ" ইহার অর্থ যাঁহাদের প্রাণ অর্থাৎ জীবন আমার (ঈশ্বরের) উপাসনার জন্যই রহিয়াছে; ফলিতার্থ এই যে তাঁহাদের জীবন ঈশ্বর ভজন ছাড়া অন্য প্রয়োজনবিহীন।১ তাঁহারা বিদ্বদ্গোষ্ঠী মধ্যে (জ্ঞানিমণ্ডলের মধ্যে) **বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্**=শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারা পরস্পরের নিকট আমারই তত্ত্ব বোধিত করেন অর্থাৎ তত্ত্ববুভুৎসু কথায় (যাদৃশ কথায়, আলোচনায় তত্ত্ব বুঝিতে ইচ্ছুক হওয়া যায়), অর্থাৎ তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া তাহা বিজ্ঞাপিত করেন।২ আর তাঁহারা **কথয়ন্তঃ চ**= নিজ শিষ্যগণের নিকটে আমারই বিষয়ে কথা কহিয়া থাকেন অর্থাৎ ঈশ্বরেরই তত্ত্ব উপদেশ দিয়া থাকেন।৩ তাঁহারা আমাতেই চিত্ত (অন্তরিন্দ্রিয়) এবং বহিরিন্দ্রিয় এবং জীবন সমর্পণ করিয়া, এই প্রকারে সমান সমান ব্যক্তিগণের নিকট পরস্পর আমার (ঈশ্বরের) তত্ত্ব জিজ্ঞাসুভাবে নিবেদন করিতে থাকায় আর নিজ অপেক্ষা যাহারা ন্যূন (অপকৃষ্ট) তাহাদের নিকট ভগবৎ তত্ত্বের উপদেশ করিতে থাকায়—এইরূপে যে আমার (ঈশ্বরের) উপাসনা করা হয় তাঁহারা তাহাতেই **তুষ্যন্তি চ**= সন্তুষ্ট হন অর্থাৎ আমরা ইহাতেই সমস্ত পুরুষার্থ লাভ করিয়াছি, অন্য লব্ধব্য (লভ্য) বিষয়ে আর প্রয়োজন নাই—এই প্রকারের যে প্রত্যয় (বোধ) তাদৃশ সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন।৪ আর সেই সন্তোষ হেতু তাঁহারা **রমন্তি চ**=আরাম উপভোগও করেন অর্থাৎ প্রিয়সমাগম হইলে যেমন

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ১০॥

সততযুক্তানাং প্রীতিপূর্ব্বকং ভজতাং তেষাং তং বুদ্ধিযোগং দদামি, যেন তে মাম্ উপযান্তি অর্থাৎ সর্ব্বদা আমাতে আসক্তচিত্ত এবং প্রীতি পূর্ব্বক আমার ভজনাকারী সেই সকল ব্যক্তিকে আমি এইরূপ বুদ্ধিরূপ যোগ (উপায়) প্রদান করি যে, তদ্দ্বারা তাঁহারা আমায় প্রাপ্ত হন॥১০

রমন্তে চ প্রিয়সঙ্গমেনেব উত্তমং সুখমনুভবন্তি চ।৫ তদুক্তং পতঞ্জলিনা, "সন্তোষাদনুত্তমঃ সুখলাভ" ইতি। উক্তং চ পুরাণে, "যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখং। তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাং।" ইতি। তৃষ্ণাক্ষয়ঃ সন্তোষঃ॥ ৬—৯॥

যে যথোক্তেন প্রকারেণ ভজন্তে মাং—। সততং সর্ব্বদা, যুক্তানাং ভগবত্যেকাগ্র-বুদ্ধীনাম্। অতএব লাভপূজাখ্যাত্যাদ্যনভিসংধায় প্রীতিপূর্ব্বকমেব ভজতাং সেবমানানাং তেষাম্ অবিকম্পেন যোগেনেতি যঃ প্রাগুক্তস্তং বুদ্ধিযোগং মত্তত্ত্ববিষয়-সম্যগ্দর্শনং দদামি উৎপাদয়ামি। যেন বুদ্ধিযোগেন মামীশ্বরমাত্মত্বেনোপযান্তি যে মচ্চিত্তত্বাদি-প্রকারৈর্মাং ভজন্তে তে॥ ১০॥

উত্তম সুখলাভ হয় সেইরূপ সুখ অনুভব করিয়া থাকেন।৫ ভগবান্ পতঞ্জলিও তাহাই বলিয়াছেন—"সন্তোষ হইতে অনুত্তম (যার পর নাই) সুখ লাভ করা যায়।" পুরাণেও এইরূপ কথিত আছে, যথা,—"লোকে (জগতে) কামনা জন্য যে সুখ হয় তাহা এবং (মানবের ধারণায়) যে দিব্য মহৎ সুখ আছে তাহাও তৃষ্ণাহীনতা জন্য (সন্তোষ জনিত) সুখের ষোড়শ অংশেরও যোগ্য নহে অর্থাৎ তৃষ্ণারহিত হইলে—সন্তুষ্টিলাভ করিলে যে সুখলাভ করা যায় তাহা কামনা জন্য সুখ কিংবা স্বর্গীয় মহৎ সুখ অপেক্ষাও বহুগুণ অধিক।" 'তৃষ্ণাক্ষয়' বলিতে এখানে সন্তোষ বুঝিতে হইবে।৬—৯॥

ভাবপ্রকাশ—শ্রীভগবান্ সর্ব্বকারণকারণ, তিনি যে অনাদির আদি, এই জ্ঞানই ভক্তজীবনের প্রথম সোপান। এই মূলকারণজ্ঞানই পরমার্থজ্ঞান বা ভাবসমন্বিত ভজনের প্রথম ভূমি। এই জ্ঞানে আরূঢ় না হইলে ভাবসমন্বিত ভজন হয় না। পরমার্থজ্ঞানযুক্ত হইলে প্রীতিযুক্ত বা প্রেমমাখা ভজন হয়। তত্ত্বজ্ঞান-বিরহিত যে ভজন তাহা ভজনাভাসমাত্র। পরমার্থজ্ঞান ফুটিলে, মূলকারণভাবে তাঁহার সন্ধান মিলিলে, প্রেমপূর্ব্বক ভজন চলে। তখন কেবল তাঁহারই কথা চলিতে থাকে এবং তাঁহাতেই সমস্ত প্রাণমন সমর্পিত হইয়া যায়।৮—৯॥

অনুবাদ—যাঁহারা পূর্ব্ববর্ণিত নিয়মে আমার আরাধনা করেন **সততম্**=সর্ব্বদা **যুক্তানাম্**=ঈশ্বরে একাগ্রবুদ্ধি,—এই কারণেই অর্থাৎ ঈশ্বরের উপর একাগ্রবুদ্ধি হইবার জন্যই লাভ, পূজা (সম্মান) এবং খ্যাতি (যশঃ) ইত্যাদির অভিলাষ না করিয়াই **প্রীতিপূর্ব্বকং ভজতাং**=যাঁহারা কেবল প্রীতিবশতঃই আমার ভজনা করেন (সেবা করেন) তাঁহাদের আমি "অবিকম্পেন যোগেন" ইত্যাদি সন্দর্ভে পূর্ব্বে যে সম্যক্ জ্ঞানস্থৈর্য্যরূপ যোগের কথা বলা হইয়াছে **তং**=সেই **বুদ্ধিযোগম্**=

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১ ॥

তেষাম্ অনুকম্পার্থম্ এব অহম্ আত্মভাবস্থঃ ভাস্বতা জ্ঞানদীপেন, অজ্ঞানজং তমঃ নাশয়ামি অর্থাৎ তাঁহাদেরই অনুকম্পার্থ আমি তাঁহাদের আত্মভাবস্থ হইয়া, জ্ঞানরূপ অত্যুজ্জ্বল দীপ দ্বারা অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করি ॥ ১১

দীয়মানস্য বুদ্ধিযোগস্যাত্মপ্রাপ্তৌ ফলে মধ্যবর্ত্তিনং ব্যাপারমাহ তেষামিতি।১ তেষামেব কথং শ্রেয়ঃ স্যাদিত্যনুগ্রহার্থং আত্মভাবস্থ আত্মাকারান্তঃকরণবৃত্তৌ বিষয়ত্বেন স্থিতোঽহং স্বপ্রকাশচৈতন্যানন্দাদ্বয়লক্ষণ আত্মা তেনৈব মদ্বিষয়ান্তঃকরণপরিণামরূপেন জ্ঞানদীপেন দীপসদৃশেন জ্ঞানেন ভাস্বতা চিদাভাসযুক্তেনাপ্রতিবদ্ধেনাজ্ঞানজং অজ্ঞানোপাদানকং তমো মিথ্যাপ্রত্যয়লক্ষণং স্ববিষয়াবরণমন্ধকারং তদুপাদানাজ্ঞান-নাশেন নাশয়ামি সর্ব্বভ্রমোপাদানস্যাজ্ঞানস্য জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বাত্তদুপাদাননাশনিবর্ত্ত্যাত্বাচ্চো-পাদেয়স্য।২ যথা দীপেনান্ধকারে নিবর্ত্তনীয়ে দীপোৎপত্তিমন্তরেণ ন কর্ম্মণোঽভ্যাসস্য বাপেক্ষা বিদ্যমানস্যৈব চ বস্তুনোঽভিব্যক্তিস্ততো নানুৎপন্নস্য কস্যচিদুৎপত্তিস্তথা

ঈশ্বরতত্ত্ববিষয়ক সম্যক্ দর্শন **দদামি**=দান করি অর্থাৎ উৎপাদন করি। **যেন**=যে বুদ্ধিযোগের প্রভাবে **তে** তাঁহারা অর্থাৎ যাহারা মচ্চিত্তত্ব আদি নিয়মে আমার উপাসনা করেন সেই ব্যক্তিগণ **মাম্ উপযান্তি**=আমাকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে আত্মারূপে অর্থাৎ নিজ হইতে অভিন্নরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।১০॥

অনুবাদ—দীয়মান যে বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ আমি তাঁহাদের যে বুদ্ধিযোগ দান করি তাহার ফল হইতেছে আত্মপ্রাপ্তি ; ঐ বুদ্ধিযোগ হইতে আত্মপ্রাপ্তিরূপ ফল উৎপন্ন হইতে গেলে তাহার মধ্যে যে ব্যাপার (করণক্রিয়া) হয় তাহাই "তেষাম্" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন। অর্থাৎ বুদ্ধিযোগ কাহাকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া আত্মপ্রাপ্তিরূপ ফল জন্মায় তাহাই এই শ্লোকে বলিতেছেন।১ তাহাদের কিসে মঙ্গল হয় এইজন্য সেই সমস্ত ব্যক্তির উপর অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত আমি **আত্মভাবস্থ** হইয়া অর্থাৎ তাঁহাদের আত্মাকারা যে অন্তঃকরণবৃত্তি তাহাতে বিষয়রূপে অবস্থিত হইয়া অর্থাৎ স্বপ্রকাশ চৈতন্য ও আনন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় আত্মা আমাকে বিষয়ীভূত করিয়া তাঁহাদের অন্তঃকরণের যে পরিণাম হয় সেই অন্তঃকরণপরিণামরূপ **ভাস্বতা জ্ঞানদীপেন**=ভাস্বৎ জ্ঞানদীপের দ্বারা অর্থাৎ চিদাভাসযুক্ত অপ্রতিবদ্ধ দীপসদৃশ জ্ঞানের দ্বারা আমি তাঁহাদের **অজ্ঞানজম্**=অজ্ঞান যাহার উপাদান তাদৃশ **তমঃ**=মিথ্যাপ্রত্যয়রূপ স্ববিষয়াবরক যে অন্ধকার তাহা **নাশয়ামি**=তাহার উপাদানীভূতঅজ্ঞাননাশের দ্বারা বিধ্বস্ত করিয়া থাকি।২ [**তাৎপর্য্য**—শুদ্ধচিত্ত সেই সমস্ত ব্যক্তির নিদিধ্যাসন প্রবল হওয়ায় তাঁহাদের চিত্তে কোনওরূপ বিষয়ের সংস্পর্শ থাকে না—একমাত্র আত্মতত্ত্বই তাহাতে অপ্রতিহত অবিচ্ছিন্ন ধারায় বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। এইরূপ হইলে পর তাহাতে শুদ্ধচৈতন্য প্রতিফলিত হয়। সেই অন্তঃকরণবৃত্তিতে প্রতিফলিত চৈতন্যকে চিদাভাস বলা হয়। সেই চিদাভাস বা বৃত্তিজ্ঞানই বিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞান নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তাহাই সকল প্রকার

জ্ঞানেনাজ্ঞানে নিবর্ত্তনীয়ে ন জ্ঞানোৎপত্তিমন্তরেণান্যস্য কর্ম্মণোঽভ্যাসস্য বাপেক্ষা বিদ্যমানস্যৈব চ ব্রহ্মভাবস্য মোক্ষস্যাভিব্যক্তিস্ততো নানুৎপন্নস্যোৎপত্তির্যেন ক্ষয়িত্বং কর্ম্মাদিসাপেক্ষত্বং বা ভবেদিতি রূপকালঙ্কারেণ সূচিতোঽর্থঃ।৩ ভাস্বতেত্যনেন তীব্রপবনাদেরিবাসংভাবনাদেঃ প্রতিবন্ধকস্যাভাবঃ সূচিতঃ।৪ জ্ঞানস্য চ দীপসাধর্ম্ম্যং স্ববিষয়াবরণনিবর্ত্তকত্বং স্বব্যবহারে সজাতীয়পরানপেক্ষত্বং স্বোৎপত্ত্যতিরিক্তসহকার্য্যনপেক্ষত্বমিত্যাদিরূপকবীজং দ্রষ্টব্যং ॥ ৫—১১ ॥

অজ্ঞান এবং অজ্ঞানের যত সমস্ত কার্য্য আছে তাহাদের বিনাশক। তাহারই প্রভাবে অবিদ্যা ও অবিদ্যার কার্য্যকূট বিনষ্ট হইলে সাধক ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হন। উহাকেই এখানে ভাস্বৎ জ্ঞানদীপ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।]২ সকলপ্রকার ভ্রমের উপাদানীভূত যে অজ্ঞান তাহা জ্ঞাননিবর্ত্ত্য হইতেছে। আবার উপাদেয় অর্থাৎ কার্য্যের নাশ উপাদান অর্থাৎ কারণের নাশের অধীন হইয়া থাকে। প্রদীপের দ্বারা অন্ধকার নিবৃত্ত করিতে হইলে যেমন দীপের উৎপত্তি অর্থাৎ দীপ জ্বালাই অপেক্ষিত হয় কিন্তু অন্য কোন কর্ম্ম কিংবা ঐ দীপোৎপত্তির অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ দীপ জ্বালিবার আবশ্যকতা নাই, আর তাহাতে সেইখানে যে বস্তু বিদ্যমান থাকে তাহার কেবল অভিব্যক্তি অর্থাৎ প্রকাশ হইয়া থাকে, কিন্তু সেই দীপ প্রজ্বলিত করায় তথায় যে কোন অনুৎপন্ন বস্তুর উৎপত্তি হয় তাহা নহে, সেইরূপ জ্ঞানপ্রভাবে অজ্ঞান নাশ করিতে হইলে তজ্জন্য জ্ঞানের উৎপাদন ছাড়া অন্য কোন কর্ম্ম আবশ্যক নহে, কিংবা সেই জ্ঞানোৎপত্তিরই অভ্যাস অর্থাৎ পৌনঃপুন্যও (বার বার জ্ঞানোৎপাদন করাও) আবশ্যক নহে; অথচ সেই জ্ঞানোৎপত্তি বলে অজ্ঞান নাশ হইলে চিরবিদ্যমান ব্রহ্মভাবরূপ যে মোক্ষ তাহারই অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাতে অনুৎপন্ন বিষয়ের যে উৎপত্তি হইল তাহা নহে; সেইজন্য মোক্ষের ক্ষয়িত্ব অর্থাৎ কর্ম্মাদি সাপেক্ষতা হইল না—এইরূপ অর্থই এখানে (জ্ঞানদীপেন এই পদের) রূপক অলঙ্কারের দ্বারা সূচিত হইতেছে।৩ আর "ভাস্বতা" এই পদের দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে তীব্র পবনাদির ন্যায় এখানে অসম্ভাবনাদিরূপ প্রতিবন্ধকও নাই অর্থাৎ প্রবল বায়ু থাকিলে তথায় যেমন দীপ নিবিয়া যায় কিছুই প্রকাশ করিতে পারে না সেইরূপ অসম্ভাবনাদিরূপ প্রতিবন্ধক থাকিলে জ্ঞানও কার্য্যকারী হয় না; এখানে 'ভাস্বতা' এই পদের দ্বারা সেইরূপ প্রতিবন্ধক যে নাই তাহাই সূচিত হইতেছে।৪ আর জ্ঞানের সহিত প্রদীপের ইহাই সাধর্ম্ম্য (সাদৃশ্য) যে, দীপের ন্যায় জ্ঞানও স্ববিষয়ের অর্থাৎ প্রকাশ্য বিষয়ের আবরণ নিবৃত্ত করিয়া থাকে; আর ব্যবহারস্থলে তাহা প্রদীপের ন্যায় স্বজাতীয় অপরের অপেক্ষা রাখে না—তাহা নিজের উৎপত্তি ছাড়া অন্য কোন সহকারীর অপেক্ষা রাখে না। [অভিপ্রায় এই যে অন্ধকারে প্রদীপ ঘটাদি যে সকল বিষয় প্রকাশ করিয়া থাকে অন্ধকারই তাহাদের আবরণ; প্রদীপ সেই অন্ধকারের বিনাশ করে; জ্ঞানও সেইরূপ অজ্ঞান নাশ করিয়া তদ্দ্বারা আবৃত পরমাত্মবিষয়কে প্রকাশিত করে; (অজ্ঞান নাশই এস্থলে প্রকাশ্যতা); আর অন্ধকার নাশ করিতে ও ঘটাদি বিষয় প্রকাশ করিতে প্রদীপ যেমন অন্য প্রদীপের অপেক্ষা রাখে না, জ্ঞানও সেইরূপ অজ্ঞান নাশের জন্য অন্য কাহারও অপেক্ষা রাখে না—প্রদীপের ন্যায় তাহা নিজের উৎপত্তিরই কেবল অপেক্ষা করে।] এইরূপ সাদৃশ্যই এস্থলে রূপক অলঙ্কারের বীজ।৫—১১॥

অর্জ্জুন উবাচ

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥ ১২ ॥
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩ ॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ—ভবান্ পরং ব্রহ্ম, পরং ধাম পরমং পবিত্রং চ; সর্ব্বে ঋষয়ঃ, দেবর্ষিঃ নারদঃ, তথা অসিতঃ, দেবলঃ, ব্যাসশ্চ ত্বাং শাশ্বতং পুরুষং দিব্যম্ আদিদেবম্ অজং বিভুং চ আহুঃ, স্বয়ং চ এব মে ব্রবীষি অর্থাৎ অর্জ্জুন কহিলেন,—তুমি পরমব্রহ্ম, পরমধাম; এবং পরম পবিত্র। তুমি শাশ্বত, নিত্য, পুরুষ, স্বপ্রকাশ, সর্ব্বদেবের আদি, জন্মহীন ও বিশ্বব্যাপী। ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল এবং ব্যাস তোমাকে এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; এবং তুমিও স্বয়ং আমায় এইরূপই বলিতেছ ॥১২-১৩

এবং ভগবতো বিভূতিং যোগং চ শ্রুত্বা পরমোৎকণ্ঠিতঃ অর্জ্জুন উবাচ পরমিতি। "পরং ব্রহ্ম পরং ধাম" আশ্রয়ঃ প্রকাশোবা, "পরমং পবিত্রং" পাবনং চ ভবানেব। যতঃ "পুরুষং" পরমাত্মানং "শাশ্বতং" সর্ব্বদৈকরূপং দিবি পরমে ব্যোম্নি স্বস্বরূপে ভবং "দিব্যং" সর্ব্বপ্রপঞ্চাতীতং আদিং চ সর্ব্বকারণং দেবং চ দ্যোতনাত্মকং স্বপ্রকাশ"মাদিদেবং" অতএ"বাজং বিভুং" সর্ব্বগতং ত্বামাহুরিতি সম্বন্ধঃ। "আহুঃ" কথয়ন্তি "ত্বাম"নন্তমহিমানং "ঋষয়"স্তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠাঃ সর্ব্বে ভৃগুবশিষ্ঠাদয়ঃ। তথা দেবর্ষির্নারদঃ, অসিতোদেবলশ্চ ধৌম্যস্য জ্যেষ্ঠোভ্রাতা, ব্যাসশ্চ ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ। এতেঽপি ত্বাং পূর্ব্বোক্তবিশেষণং

ভাবপ্রকাশ—পূর্ব্বশ্লোকোক্ত প্রীতিযুক্ত ভজনের ফলে ভক্ত শ্রীভগবানের অনুকম্পাবশতঃ বুদ্ধিযোগ প্রাপ্ত হন। এই বুদ্ধিযোগই শ্রীভগবান্‌কে অর্থাৎ পরমতত্ত্বকে প্রাপ্ত করাইবার সাক্ষাৎ হেতু। সুসংস্কৃত বুদ্ধিই সম্যগ্‌দর্শনের উপায়,—প্রেমভজনের মহিমাবলে এই তত্ত্ব দর্শন ঘটে, শ্রীভগবান্ আত্মস্থ হইয়া ভক্তের অজ্ঞানান্ধকার সব দূর করিয়া দেন। বিবেকজ্ঞানরূপ দীপশিখা ভক্তিস্নেহাভিষিক্ত হইয়া অজ্ঞানান্ধকার নাশ করিয়া দেয়। জ্ঞানই সাক্ষাৎ মোক্ষপ্রাপক। শ্রীভগবানের অনুকম্পায় ভক্ত তাঁহার প্রেমভজনের ফলেই সেই পরমতত্ত্ব প্রাপক যে জ্ঞান তাহা প্রাপ্ত হন।১০—১১।

অনুবাদ—এই প্রকারে ভগবানের বিভূতি এবং যোগের বিষয় শুনিয়া অর্জ্জুন অতিশয় উৎকণ্ঠিত (আগ্রহান্বিত) হইয়া বলিতেছেন "পরং ব্রহ্ম" ইত্যাদি। আপনিই **পরং ব্রহ্ম** এবং **পরং ধাম**=আশ্রয় বা প্রকাশস্বরূপ হইতেছেন; আর আপনিই পরম **পবিত্র**=পাবন সকলের পবিত্রতা সম্পাদক হইতেছেন। যেহেতু **ত্বাম্**=আপনাকে ঋষিগণ **পুরুষম্**=পরমাত্মা, **শাশ্বতম্**=সর্ব্বদা একরূপ, **দিব্যম্**=পরম ব্যোমরূপ আপনার যে নিজ স্বরূপ তাহাই দিব, সেই দিব মধ্যে স্থিত অর্থাৎ নিখিল প্রপঞ্চের অতীত, **আদি**=সকলের কারণ, **দেবম্**=দ্যোতনস্বরূপ স্বপ্রকাশক, এবং এই কারণেই **অজং বিভুং**=সর্ব্বগত অনন্তমহিমা বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন।১২॥

ঋষিগণ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ ভৃগু, বশিষ্ঠ প্রভৃতি সব ব্রহ্মবিৎগণ, এবং দেবর্ষি নারদ,

সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
নহি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪ ॥

হে কেশব! যৎ মাং বদসি, এতৎ সর্ব্বম্ ঋতং মন্যে হি হে ভগবান্ দেবাঃ তে ন বিদুঃ দানবাশ্চ ন অর্থাৎ হে কেশব! তুমি আমাকে যাহা কহিতেছ, এ সমস্তই সত্য মনে করিতেছি। হে ভগবান্! কি দেবগণ কি দানবগণ, কেহই তোমার স্বরূপ অবগত নহেন ॥১৪

মে মহ্যমাহুঃ সাক্ষাৎ কিমন্যৈর্ব্বক্তৃভিঃ স্বয়মেব ত্বং চ মহ্যং ব্রবীষি। অত্র ঋষিত্বেঽপি সাক্ষাদ্বক্তৄণাং নারদাদীনামতিবিশিষ্টত্বাৎ পৃথগ্ গ্রহণম্ ॥ ১২,১৩ ॥

সর্ব্বমেতদুক্তমৃষিভিশ্চ ত্বয়া চ তদৃতং সত্যমেবাহং মন্যে, যন্মাং প্রতি বদসি কেশব! নহি ত্বদ্বচসি মম কুত্রাপ্যপ্রামাণ্যশঙ্কা, তচ্চ সর্ব্বজ্ঞত্বাত্ত্বং জানাসীতি কেশৌ ব্রহ্মরুদ্রৌ সর্ব্বেশাবপ্যনুকম্প্যতয়া বাত্যবগচ্ছতীতি ব্যুৎপত্তিমাশ্রিত্য নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যপ্রতিপাদকেন কেশবপদেন সূচিতং।১ অতো যদুক্তং "ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়" ইত্যাদি তৎ তথৈব। হি যস্মাৎ হে ভগবন্! সমগ্রৈশ্বর্য্যাদিসম্পন্ন! তে তব ব্যক্তিং

অসিত, ধৌম্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবল ও ব্যাসদেব অর্থাৎ ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন—ইঁহারাও সাক্ষাৎ আমার নিকটে আপনাকে পূর্ব্বোক্ত বিশেষণে বর্ণিত করিয়া থাকেন। অন্য বক্তার আবশ্যক কি আপনিই ত স্বয়ং ইহা আমাকে বলিতেছেন। নারদাদি সকলেই যখন ঋষি তখন 'ঋষিরা এই প্রকারে বর্ণনা করেন' এইরূপ বলিলেই যখন বিবক্ষিত অর্থ বলা হইত, তথাপি নারদাদিকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উল্লেখ করিয়া ইহাই জানাইয়া দিতেছেন যে ঋষিগণের মধ্যে ইঁহারা অতি বিশিষ্ট। অর্থাৎ ইঁহারা সকলে বিশিষ্ট ঋষি বলিয়া ইঁহাদের প্রত্যেকের নাম পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।১২—১৩॥

অনুবাদ—এই সমস্ত ব্যাপার যাহা ঋষিগণ বলিয়াছেন এবং আপনিও যাহা আমায় বলিলেন—হে কেশব! সেই সমুদয়ই আমি **ঋতং মন্যে**=সত্য বলিয়া মনে করি। আপনার কথায় কোন স্থলেও যে আমার অপ্রামাণ্যশঙ্কা নাই (আপনার কথা ঠিক কিনা, হয়ত ঠিক নহে—এই প্রকার জ্ঞান নাই), হে কেশব! তাহা আপনি সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া জানিতেই পারিতেছেন, যে হেতু আপনি সর্ব্বজ্ঞ 'ক' অর্থ ব্রহ্মা এবং 'ঈশ' অর্থ রুদ্র; ইঁহারা সর্ব্বেশ্বর হইলেও যিনি ইঁহাদিগকে অনুকম্প্য অর্থাৎ অনুকম্পাভাজন অনুগ্রহলাভের পাত্র বলিয়া বুঝেন অর্থাৎ ইঁহারাও যাঁহার অনুগ্রহলাভ করিতে সচেষ্ট তিনি **কেশব**; সুতরাং এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'কেশব' পদটী নিরতিশয় ঐশ্বর্য্যের প্রতিপাদক। আর ঐ পদটীর দ্বারা সম্বোধন করায় অর্জ্জুনের বিবক্ষিত অর্থ যে ঐরূপ (আপনি সর্ব্বজ্ঞ হওয়ায় ইহা জানিতে পারিতেছেন' এইরূপ) তাহা সূচিত হয়।১ অতএব আপনি যে বলিয়াছেন—"দেবগণ এবং মহর্ষিগণও আমার প্রভাব জানিতে সমর্থ নহেন"—তাহা সেইরূপই বটে। **হি**=যেহেতু হে ভগবন্!—হে সর্ব্বৈশ্বর্য্যাদিসম্পন্ন পুরুষ! দেবগণ অতিশয় জ্ঞানশালী হইলেও আপনার **ব্যক্তিম্**=প্রভাব **ন বিদুঃ**=জানিতে সমর্থ নহেন আর দানবগণ কিংবা মহর্ষিগণও তাহা জানেন না।২—১৪॥

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে॥ ১৫॥

হে পুরুষোত্তম! হে ভূতেশ! হে দেবদেব! হে জগৎপতে! ত্বং স্বয়ম্ এব আত্মনা আত্মানং বেত্থ অর্থাৎ হে পুরুষোত্তম! হে ভূতভাবন! হে ভূতেশ! হে দেবদেব! আদিত্যাদিরও প্রকাশক! হে জগৎপতে! তুমি আপনার দ্বারাই আপনাকে জান॥১৫

প্রভাবং জ্ঞানাতিশয়শালিনোঽপি দেবা ন বিদুর্নাপি দানবাঃ ন মহর্ষয় ইত্যপি দ্রষ্টব্যম্॥ ২—১৪॥

যতস্ত্বং তেষাং সর্ব্বেষামাদিরশক্যজ্ঞানশ্চাতঃ স্বয়মেব অন্যোপদেশাদিকমন্তরেণৈব ত্বমেবাত্মনা স্বরূপেণাত্মানং নিরুপাধিকং সোপাধিকং চ, নিরুপাধিকং প্রত্যক্ত্বেনাবিষয়তয়া, সোপাধিকং চ নিরতিশয়জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিশক্তিমত্ত্বেন বেত্থ জানাসি নান্যঃ কশ্চিৎ।১ অন্যৈর্জ্ঞাতুমশক্যমহং কথং জানীয়ামিত্যাশঙ্কামপনুদন প্রেমৌৎকণ্ঠ্যেন বহুধা সংবোধয়তি হে পুরুষোত্তম! ত্বদপেক্ষয়া সর্ব্বেঽপি পুরুষা অপকৃষ্টা এব অতস্তেষামশক্যং সর্ব্বোত্তমস্য তব শক্যমেবেত্যভিপ্রায়ঃ।২ পুরুষোত্তমত্বমেব বিবৃণোতি

অনুবাদ—যে হেতু আপনি তাঁহাদের সকলের আদি আর আপনার স্বরূপ জানাও যখন অসম্ভব এই কারণে আপনি **স্বয়মেব**—অন্যের উপদেশ বিনাই, **আত্মনা**—নিজেই অর্থাৎ নিজস্বরূপে, **আত্মানং**—নিরুপাধিক (উপাধিবিহীন) এবং সোপাধিক (উপাধিযুক্ত) উভয় প্রকার যে নিজ স্বরূপ তাহা **বেত্থ**—অবগত আছেন; তন্মধ্যে আপনার নিরুপাধিক যে স্বরূপ তাহা প্রত্যক্ অর্থাৎ জড়বিপরীত হওয়ায় ইন্দ্রিয়াদির অতীত; একারণে তাহাকে অবিষয় ভাবে জানেন এবং সোপাধিক যে স্বরূপ তাহাকে নিরতিশয় জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি শক্তিযুক্তরূপে জানেন, অন্য কেহ কিন্তু তাহা জানিতে পারে না।১ [**তাৎপর্য্য**—পদার্থ দুই প্রকার, পরাক্ ও প্রত্যক্; তন্মধ্যে জড় বিষয়কে পরাক্ বলা হয়; আর অন্তর্গত ইন্দ্রিয়াতীতচেতন পদার্থকে "প্রতীপম্ অঞ্চতি" কিনা যাহা দেহইন্দ্রিয়াদির বিপরীত পথে গমন করে অর্থাৎ যাহা দেহ ইন্দ্রিয়াদির সমানধর্ম্মা এবং তাহাদের বিষয় হয়না—এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে—শুদ্ধ আত্মাকে প্রত্যক্ বলা হয়; তাহা নিরুপাধিক—অবিদ্যাদি উপাধিবিহীন। তাহাই যখন মায়ারূপ উপাধিযুক্ত হয় তখন তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, অন্তর্যামী নামে অভিহিত হন। অর্জ্জুন বলিতেছেন হে ভগবন্ আপনার এই যে নিরুপাধিক ও সোপাধিক স্বরূপ তাহা অন্যের অজ্ঞেয়; একমাত্র আপনিই আপনার স্বরূপ অবগত আছেন।]১। অন্যের পক্ষে যাহা জানা অসম্ভব আমি তাহা কিরূপে জানিব? (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদি এইরূপ প্রশ্ন করেন এই জন্য) ইহার অপনোদনের (দূরীকরণের) উদ্দেশ্যে অর্জ্জুন প্রেমাতিশয্যে ভগবান্‌কে বহুপ্রকারে সম্বোধন করিতেছেন—হে **পুরুষোত্তম**! সকল পুরুষই তোমা অপেক্ষা অপকৃষ্ট, কাজেই তোমাকে জানা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব কিন্তু তুমি যখন সর্ব্বোত্তম তখন তোমার তাহা জানা অবশ্যই সম্ভব ইহাই অভিপ্রায়।২ ভগবান্ যে পুরুষোত্তম তাহা পুনরায় চারিটীপদে সম্বোধন করিয়া বুঝাইয়া দিতেছেন—। হে **ভূতভাবন**!—যিনি

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্ব্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬ ॥

ত্বং যাভিঃ বিভূতিভিঃ ইমান্ লোকান্ ব্যাপ্য তিষ্ঠসি, তাঃ দিব্যাঃ আত্মবিভূতয়ঃ অশেষেণ বক্তুম্ অর্হসি অর্থাৎ হে ভগবান্! তুমি যে যে বিভূতি দ্বারা এই লোক সমুদয় ব্যাপিয়া অবস্থিত আছ, তোমার সেই অলৌকিক বিভূতি সমূহ সবিশেষ বর্ণন কর ॥১৬

পুনশ্চতুর্ভিঃ সংবোধনৈঃ—। ভূতানি সর্ব্বাণি ভাবয়ত্যুৎপাদয়তীতি হে ভূতভাবন! সর্ব্বভূতপিতঃ!৩ পিতাপি কশ্চিন্নেষ্টস্তত্রাহ হে ভূতেশ! সর্ব্বভূতনিয়ন্তঃ!৪ নিয়ন্তাপি কশ্চিন্নারাধ্যস্তত্রাহ হে দেবদেব! দেবানাং সর্ব্বারাধ্যানামপারাধ্য!৫ আরাধ্যোঽপি কশ্চিন্ন পালয়িতৃত্বেন পতিস্তত্রাহ হে জগৎপতে! হিতাহিতোপদেশকবেদপ্রণেতৃত্বেন সর্ব্বস্য জগতঃ পালয়িতঃ!৬ এতাদৃশসর্ব্ববিশেষণবিশিষ্টস্ত্বং সর্ব্বেষাং পিতা সর্ব্বেষাং গুরুঃ সর্ব্বেষাং রাজাঽতঃ সর্ব্বৈঃ প্রকারৈঃ সর্ব্বেষামারাধ্য ইতি কিং বাচ্যং পুরুষোত্তমত্বং তবেতি ভাবঃ ॥ ৭—১৫ ॥

যস্মাদন্যেষাং সর্ব্বেষাং জ্ঞাতুমশক্যা অবশ্যং জ্ঞাতব্যাশ্চ তব বিভূতয়ঃ তস্মাৎ—। যাভির্ব্বিভূতিভিরিমান্ সর্ব্বান্ লোকান্ ব্যাপ্য ত্বং তিষ্ঠসি, তাস্তবাঽসাধারণবিভূতয়ো দিব্যা অসর্ব্বজ্ঞৈর্জ্ঞাতুমশক্যা হি যস্মাত্তস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞস্ত্বমেব তাঃ অশেষেণ বক্তুমর্হসি ॥১৬॥

সকল ভূতগণের ভাবন অর্থাৎ উৎপত্তি সাধন করেন তিনি ভূতভাবন; সুতরাং হে 'ভূতভাবন'! ইহার অর্থ হে সর্ব্বভূতপিতঃ!৩ পিতা হইলেও হয়ত কেহ কেহ ইষ্ট (প্রভু) হইতে পারেন না এই জন্য বলিতেছেন হে **ভূতেশ**!—হে সর্ব্বপ্রাণীর নিয়ন্তা (নিয়ামক)!৪ নিয়ন্তা হইলেও হয়ত সে ব্যক্তি আরাধনার পাত্র নাও হইতে পারেন এই জন্য বলিতেছেন হে **দেবদেব**!—দেবগণ, যাঁহারা সকলের আরাধ্য, তুমি তাঁহাদেরও আরাধনীয় হইতেছ।৫ আরাধনীয় হইলেও হয়ত কেহ কেহ পালয়িতা না হওয়ায় পতি হইতে পারেন না, এই জন্য বলিতেছেন হে **জগৎপতে**! কোন্টী হিত (হিতকর) এবং কোন্টী অহিত (অহিতকর) তাহা যাহাতে উপদিষ্ট হইয়াছে; সেই বেদের তুমি প্রণেতা; একারণে সেই বেদ প্রচার করায় তুমি নিখিল জগতের পালয়িতা।৬ এই সমস্ত বিশেষণ বিশিষ্ট যে তুমি সেই তুমি সকলের পিতা, সকলের গুরু, এবং সকলের রাজা হইতেছ; এই কারণে তুমি সকল প্রকারে সকলের আরাধনীয়; সুতরাং তুমি যে পুরুষোত্তম;—তোমার সেই পুরুষোত্তমত্ব কি আর বলিয়া জানাইতে হইবে?৭—১৫॥

অনুবাদ—তোমার বিভূতি সকল যখন অন্য কেহই জানিতে পারে না অথচ সেগুলি অবশ্য জানা উচিত সেই হেতু তাহা তোমার আমায় জানান উচিত; যে সমস্ত বিভূতির দ্বারা তুমি এই সমুদয় জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ তোমার সেই অসাধারণ বিভূতি সকল যখন দিব্য—অর্থাৎ যাহারা অসর্ব্বজ্ঞ তাহারা যখন তাহা জানিতে পারে না, সেই কারণে সর্ব্বজ্ঞ তুমি আমায় তাহা অশেষভাবে (সমগ্রভাবে) বল।১৬॥

কথং বিদ্যামহং যোগিং স্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া॥ ১৭ ॥
বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্॥ ১৮ ॥

হে যোগিন্! সদা ত্বাং পরিচিন্তয়ন্ অহং ত্বাং কথং বিদ্যাম্। হে ভগবন্! কেষু কেষু ভাবেষু চ ময়া চিন্ত্যঃ অসি অর্থাৎ হে যোগিন্! সর্ব্বদা কিরূপে চিন্তা করিতে করিতে আমি তোমায় জানিতে পারিব? হে ভগবন্ কোন্ কোন্ পদার্থ সমূহে আমি তোমায় চিন্তা করিব?॥১৭

হে জনার্দ্দন! আত্মনঃ যোগং বিভূতিঞ্চ বিস্তরেণ ভূয়ঃ কথয়, অমৃতং শৃণ্বতঃ মে তৃপ্তিঃ নাস্তি অর্থাৎ হে জনার্দ্দন! তোমার যোগৈশ্বর্য্য ও বিভূতির তত্ত্ব আমাকে পুনরায় সবিস্তার বল। কারণ তোমার অমৃতময় বচন শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তিবোধ হইতেছে না॥১৮

কিং প্রয়োজনং তৎকথনস্য তদাহ দ্বাভ্যাং কথমিতি। যোগো নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যাদি-শক্তিঃ সোঽস্যাস্তীতি হে যোগিন্! নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যাদিশক্তিশালিন্! অহমতি-স্থূলমতিস্ত্বাং দেবাদিভিরপি জ্ঞাতুমশক্যং কথং বিদ্যাং জানীয়াং সদা পরিচিন্তয়ন্ সর্ব্বদা ধ্যায়ন্।১ নন্থ মদ্বিভূতিষু মাং ধ্যায়ন্ জ্ঞাস্যসি তত্রাহ—কেষু কেষু চ ভাবেষু চেতনা-চেতনাত্মকেষু বস্তুষু ত্বদ্বিভূতিভূতেষু ময়া চিন্ত্যোঽসি হে ভগবন্!॥ ২—১৭॥

অতঃ আত্মনস্তব যোগং সর্ব্বজ্ঞত্বসর্ব্বশক্তিত্বাদিলক্ষণমৈশ্বর্য্যাতিশয়ং বিভূতিং চ ধ্যানালম্বনং বিস্তরেণ সংক্ষেপেণ সপ্তমে নবমে চোক্তমপি ভূয়ঃ পুনঃ কথয় সর্ব্বৈ-

অনুবাদ—তাহা বলিবার প্রয়োজন কি তাহাই দুইটী শ্লোকে বলিতেছেন—। যোগ অর্থ নিরতিশয় (সর্ব্বাতিশায়ী) ঐশ্বর্য্যাদিরূপ শক্তি; তাহা যাঁহার আছে তিনি যোগী; সুতরাং "হে যোগিন্!' ইহার অর্থ হে নিরতিশয় ঐশ্বর্য্য আদি শক্তিশালিন্! আমি অতি স্থূলবুদ্ধি হইতেছি; আর তোমাকে দেবতারাও জানিতে পারেন না; সুতরাং আমি সর্ব্বদা চিন্তা করিতে অর্থাৎ নিরন্তর ধ্যান করিতে থাকিলেও তোমাকে আমি কিরূপে জানিতে সমর্থ হইব?১ আমার বিভূতি সকলের মধ্যে আমায় চিন্তা করিতে থাকিলেই তুমি আমাকে জানিতে পারিবে। ইহার উত্তরে অর্জ্জুন বলিতেছেন—হে ভগবন্ কোন্ ভাবরাশির মধ্যে অর্থাৎ তোমার বিভূতিস্বরূপ চেতন ও অচেতন বস্তু সকলের মধ্যে কোন্ কোন্ স্থলে তোমায় আমি চিন্তা করিব?২—১৭॥

অনুবাদ—অতএব হে জনার্দ্দন! তোমার নিজের যে যোগ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিত্ব প্রভৃতিরূপ ঐশ্বর্য্যের অতিশয় (আধিক্য) এবং তোমার যে বিভূতি অর্থাৎ ধ্যানের আলম্বন (যাহাকে অবলম্বন করিয়া ধ্যান করা যায়) তাহা বিস্তৃতভাবে আমায় পুনরায় বল অর্থাৎ সপ্তম এবং নবম অধ্যায়ে যদিও তাহা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে তথাপি এক্ষণে পুনরায় তাহাই বিস্তৃতভাবে বল হে জনার্দ্দন!—তুমি সকল জনগণের দ্বারা অর্দ্দিত হও অর্থাৎ তাহারা অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সরূপ প্রয়োজন তোমারই নিকটে যাচ্ঞা করে এই কারণে যখন তোমার নাম জনার্দ্দন, সেই হেতু আমিও

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥ ১৯ ॥

শ্রীভগবান উবাচ—হন্ত হে কুরুশ্রেষ্ঠ! দিব্যাঃ আত্মবিভূতয়ঃ প্রাধান্যতঃ তে কথয়িষ্যামি ; হি মে বিস্তরস্য অন্তঃ নাস্তি অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আমার প্রধান প্রধান দিব্য বিভূতিগুলি তোমায় বলিতেছি ; কারণ আমার বিভূতির অন্ত নাই ॥১৯

র্জ্জনৈরভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সপ্রয়োজনং যাচ্যস ইতি হে জনার্দ্দন! অতো মমাপি যাচ্ঞা ত্বয্যুচিতৈব।১ উক্তস্য পুনঃ কথনং কুতো যাচসে তত্রাহ—তৃপ্তিরলংপ্রত্যয়েনেচ্ছাবিচ্ছিত্তির্নাস্তি, হি যস্মাচ্ছৃণ্বতঃ শ্রবণেন পিবতস্ত্বদ্বাক্যমমৃতং অমৃতবৎ পদে পদে স্বাদু।২ অত্র ত্বদ্বাক্যমিত্যনুক্তেরপহ্নুত্যতিশয়োক্তিরূপকসঙ্করোঽয়ং মাধুর্য্যাতিশয়ানুভবেনোৎকণ্ঠাতিশয়ং ব্যনক্তি ॥ ৩—১৮ ॥

যে তোমার নিকটে যাচ্ঞা করিতেছি তাহা অনুচিত নহে।১ যাহা কথিত হইয়াছে তাহাই আবার জানিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছ কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—। তৃপ্তি অর্থ অলংপ্রত্যয়ে (পর্য্যাপ্ততাবোধে—যথেষ্ট হইয়াছে মনে করিয়া) তদ্বিষয়ে ইচ্ছার বিরাম অর্থাৎ তাহাতে আর ইচ্ছা না হওয়া। যে হেতু সেই বাক্যরূপ অমৃত, যাহার প্রত্যেক পদগুলিই অমৃতের ন্যায় অতি স্বাদু (মধুর) তাহা শুনিয়া—সেই বাক্যামৃত পান করিয়াও আমার তৃপ্তি হইতেছে না।২ এস্থলে 'ত্বদ্‌বাক্যম্' ('আপনার কথা') এরূপ না বলিয়া কেবল 'অমৃতম্' এইরূপ বলায় অপহ্নুতি, অতিশয়োক্তি এবং রূপক এই ত্রিবিধ অলঙ্কারের সঙ্কর (মিশ্রণ) হইয়াছে ; এবং ইহাতে ইহাই পরিব্যক্ত হইতেছে যে ভগবানের সেই বাক্যে অত্যধিক মাধুর্য্য থাকায় তাহা অনুভব করিয়া তদ্বিষয়ে অর্জ্জুনের অত্যধিক উৎকণ্ঠা (আগ্রহ) জন্মিয়াছে।৩—১৮

ভাবপ্রকাশ—এখন আর অর্জ্জুনের পূর্ব্বের সন্দেহ নাই। ভগবান্ কেমন করিয়া বিবস্বান্‌কে উপদেশ দিয়াছিলেন এরূপ সন্দেহ আর অর্জ্জুনের নাই ; অর্জ্জুন এখন ভগবানের অনুগ্রহে বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। এখন তিনি ভগবান্‌কে পরমব্রহ্ম, আদিদেব, অজ, বিভু বলিয়া জানিয়াছেন। দেবতা বা মহর্ষি কেহই যে ভগবান্‌কে জানিতে পারেন না, তিনি যে স্বসম্বেদ্য, কেবল তিনি নিজেই যে নিজের মহিমা জানেন এ বিষয়ে আর অর্জ্জুনের কোনও সন্দেহ নাই। কেমন করিয়া এই আদিতত্ত্বের, কেমন করিয়া এই অজ, বিভু তত্ত্বের চিন্তা করা যায়, কেমন করিয়া চিন্তা করিলে সেই আদিতত্ত্বের দর্শন মিলে ইহাই এখন তাঁহার একমাত্র প্রশ্ন ; তাই ভগবান্‌কে তাঁহার বিভূতি ও যোগ সম্বন্ধে বিস্তার পূর্ব্বক বলিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। "আবার বল, "ভূয়ঃ কথয়," তুমি না বলিলে কেমন করিয়া আমরা বুঝিব, জানিব? তোমার বিস্তৃতভাবে বলা উচিত—না বলিলে আমরা ধারণা করিব কেমন করিয়া! আবার বল, তোমার বিভূতির কথা, তোমার যোগের কথা শুনিতে অমৃতপানের আস্বাদ মিলিতেছে, তুমি আবার বল, আমার শুনিয়া তৃপ্তি হইতেছে না"। ভগবৎতত্ত্ব—শ্রবণে এইরূপ উৎকট ইচ্ছা না জাগিলে প্রকৃত অধিকারী হওয়া যায় না।১২—১৮॥

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ২০ ॥

হে গুড়াকেশ! সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ আত্মা অহম্; ভূতানাম্ আদিঃ মধ্যং অন্তঃ চ অহমেব অর্থাৎ হে গুড়াকেশ! আমি সর্ব্বভূতের অন্তঃকরণে অবস্থিত আত্মা; ভূতগণের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারও আমি ॥২০

অত্রোত্তরং—। হন্তেত্যনুমতৌ, যত্ত্বয়া প্রার্থিতং তৎ করিষ্যামি মা ব্যাকুলো ভূরিত্যর্জ্জুনং সমাশ্বাস্য তদেব কর্ত্তুমারভতে। কথয়িষ্যামি প্রাধান্যতস্তা বিভূতীর্যা দিব্যা হি প্রসিদ্ধা আত্মনো মমাসাধারণা বিভূতয়ঃ হে কুরুশ্রেষ্ঠ! বিস্তরেণ তু কথনমশক্যং, যতো-নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে বিভূতীনাম্। অতঃ প্রধানভূতাঃ কাশ্চিদেব বিভূতীর্ব্ব-ক্ষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

তত্র প্রথমং তাবন্মুখ্যং চিন্তনীয়ং শৃণু—। সর্ব্বভূতানামাশয়ে হৃদ্দেশেঽন্তর্য্যামিরূপেণ প্রত্যগাত্মরূপেণ চ স্থিত আত্মা চৈতন্যানন্দঘনস্বয়াঽহং বাসুদেবএবেতি ধ্যেয়ঃ, হে গুড়াকেশ জিতনিদ্রেতি ধ্যানসামর্থ্যং সূচয়তি। এবং ধ্যানাসামর্থ্যে তু বক্ষ্যমাণানি ধ্যানানি কার্য্যাণি।১ তত্রাপ্যাদৌ ধ্যেয়মাহ—অহমেবাদিশ্চ উৎপত্তিঃ ভূতানাং প্রাণিনাং

অনুবাদ—এক্ষণে শ্রীভগবান্ "হন্ত" ইত্যাদি শ্লোকে ইহার উত্তর দিতেছেন। 'হন্ত' এই অব্যয়টী অনুমতি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'তুমি যাহা প্রার্থনা করিয়াছ তাহা আমি করিব তুমি ব্যাকুল হইও না'—এইরূপে অর্জ্জুনকে আশ্বাস দিয়া ভগবান্ তাহাই করিবার উপক্রম করিতেছেন অর্থাৎ নিজ বিভূতি সকল বর্ণনা করিবার উপক্রম করিতেছেন। হে কুরুকুলতিলক! আমার যে সমস্ত দিব্য আত্মবিভূতি অর্থাৎ অসাধারণ বিভূতি প্রসিদ্ধ আছে সেইগুলি আমি তোমাকে প্রধানতঃ বলিব; বিস্তৃতভাবে সেগুলি বলা অসম্ভব, কারণ **নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে**=আমার বিভূতি সকলের বিস্তৃতির অন্ত (সীমা বা শেষ) নাই। এই হেতু তাহাদের মধ্যে যেগুলি প্রধান তাহাবই কতক কতক বিভূতি বলিব।১৯॥

অনুবাদ—তন্মধ্যে প্রথমতঃ যাহা মুখ্য চিন্তনীয় (প্রধানতঃ চিন্তা করা উচিত) তাহা শুন—। হে **গুড়াকেশ**! হে জিতনিদ্র (নিদ্রাজয়ী) পুরুষ! আমি **সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ**=সকল জীবগণের আশয়ে অর্থাৎ হৃদয়দেশে অন্তর্য্যামিরূপে এবং প্রত্যগাত্মরূপে অবস্থিত **আত্মা**=চৈতন্য ও আনন্দ স্বরূপ; তুমি আমায় তাদৃশ বাসুদেবরূপেই চিন্তা করিবে। এস্থলে 'গুড়াকেশ' এইরূপ সম্বোধন করায় অর্জ্জুনের যে ধ্যানসামর্থ্য আছে তাহা সূচিত করিয়া দিতেছেন অর্থাৎ যিনি নিদ্রাকে জয় করিবার সামর্থ্য ধরেন তাঁহার ঈশ্বর চিন্তারও সামর্থ্য আছে। আর তোমার এই প্রকারের ধ্যান-সামর্থ্য যদি না থাকে তাহা হইলে বক্ষ্যমাণরূপে ধ্যান সকল তোমার কর্ত্তব্য।১ তন্মধ্যে আবার প্রথমে ধ্যেয় কি তাহা বলিতেছেন। **অহমেব**=আমিই **ভূতানাম্**=ভূতগণের অর্থাৎ জগতে চেতন বলিয়া যাহাদের অভিহিত করা হয় সেই সমস্ত প্রাণিগণের **আদিঃ**=উৎপত্তি, **মধ্যম্**=স্থিতি

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১ ॥

অহম্ আদিত্যানাং বিষ্ণুঃ, জ্যোতিষাং অংশুমান্ রবিঃ, মরুতাং মরীচিঃ, নক্ষত্রাণাং শশী অস্মি অর্থাৎ দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণু ; প্রকাশকদিগের মধ্যে আমি বিশ্বব্যাপী কিরণশালী সূর্য্য ; উনপঞ্চাশৎ মরুদ্গণের মধ্যে আমি মরীচি এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে আমিই চন্দ্রমা ॥২১

চেতনত্বেন লোকে ব্যবহ্রিয়মাণানাং, মধ্যং চ স্থিতিঃ অন্তশ্চ নাশঃ সর্ব্বচেতন-বর্গাণামুৎপত্তিস্থিতিনাশরূপেণ চাহমেব ধ্যেয় ইত্যর্থঃ ॥ ২—২০ ॥

এতদশক্তেন বাহ্যানি ধ্যানানি কার্য্যাণীত্যাহ আদিত্যানামিতাদি যাবদধ্যায়সমাপ্তি। আদিত্যানাং দ্বাদশানাং মধ্যে বিষ্ণুর্ব্বিষ্ণুনামাদিত্যোঽহং বামনাবতারো বা।১ জ্যোতিষাং প্রকাশকানাং মধ্যে রবিরংশুমান্ বিশ্বব্যাপী প্রকাশকঃ।২ মরুতাং সপ্তসপ্তকানাং মধ্যে মরীচিনামাহং, নক্ষত্রাণামধিপতিরহং শশী চন্দ্রমাঃ নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী।৩ ক্বচিৎ সম্বন্ধেঽপি, যথা ভূতানামস্মি চেতনেত্যাদৌ।৪ বামনরামাদয়শ্চাবতারাঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালিনোঽপ্যনেন রূপেণ ধ্যানবিবক্ষয়া বিভূতিষু পঠ্যন্তে। বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মীতি তেন রূপেণ

অন্তঃ চ=এবং বিনাশ হইতেছি। ভাবার্থ এই যে আমাকেই সমস্ত চেতনবর্গের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশরূপে এবং উৎপত্তি আদির কারণ ভাবিয়া ধ্যান করিতে হয়।২—২০॥

অনুবাদ—ইহাতে যিনি অসমর্থ অর্থাৎ এইভাবে চিন্তা করিতে যিনি না পারিবেন তিনি বাহ্য-বিষয়ের অর্থাৎ বহিঃপ্রকটিত ভগবদ্‌বিভূতির ধ্যান করিবেন। তাহাই এই অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত বলিতেছেন—। **আদিত্যানাম**=দ্বাদশ আদিত্যগণের মধ্যে **অহং বিষ্ণুঃ**=আমি বিষ্ণুনামক আদিত্য হইতেছি।* অথবা বিষ্ণু বলিতে বামন অবতার বুঝিতে হইবে।১ **জ্যোতিষাম্**=জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে অর্থাৎ প্রকাশশীল বস্তুগণের মধ্যে আমি **অংশুমান্**=মরীচিমালী রবি=সূর্য্য অর্থাৎ বিশ্বব্যাপক প্রকাশক হইতেছি।২ **মরুতাং**=সপ্তসপ্তক (উনপঞ্চাশৎ) মরুৎগণের (বায়ুগণের) মধ্যে আমি **মরীচিঃ**=মরীচি নামক হইতেছি। **নক্ষত্রাণাম্ অহং শশী**=আমি নক্ষত্রগণের মধ্যে নক্ষত্রেশ চন্দ্রমা হইতেছি। এস্থলে নির্দ্ধারে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে।৩ প্রায়ই এখানে এইরূপ স্থলে নির্দ্ধারে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে, কোথাও কোথাও "ভূতানামস্মি চেতনা" ইত্যাদি স্থলে সম্বন্ধেও ষষ্ঠী হইয়াছে।৪ যদিও বামন, রাম প্রভৃতি অবতারগুলি সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী অর্থাৎ তাঁহারা অংশ-স্বরূপ ভগবদ্‌বিভূতি নহেন কিন্তু তাঁহারা অংশিস্বরূপ, তথাপি সেই সেইরূপে তাঁহাদের ধ্যান করা

* দ্বাদশ আদিত্য যথা—ধাতা বিধাতা মিত্র, অর্য্যমা, রুদ্র, বরুণ, সূর্য্য, ভগ, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু।

কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে আদিত্যগণের (দেবগণের) জন্ম, একারণে দেবগণকে আদিত্য বলা হয়। তাঁহারই জঠরে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীভগবান্ বামনরূপে অবতীর্ণ হন। কাজেই 'আদিত্য' (অদিতিনন্দন) গণের মধ্যে বামনরূপী উপেন্দ্র (বিষ্ণু) শ্রেষ্ঠ।

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২ ॥
রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥ ২৩ ॥

বেদানাং সামবেদঃ অস্মি, দেবানাং বাসবঃ অস্মি, ইন্দ্রিয়াণাং চ মনঃ অস্মি, ভূতানাং চ চেতনা অস্মি অর্থাৎ বেদের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে আমি মন এবং ভূতগণের মধ্যে আমি চেতনা ॥২২

রুদ্রাণাং শঙ্করঃ অস্মি, যক্ষরক্ষসাং পাবকঃ অস্মি, শিখরিণাং মেরুঃ [অস্মি] অর্থাৎ একাদশ রুদ্রের মধ্যে আমি শঙ্কর; যক্ষরাক্ষসগণের মধ্যে আমি কুবের; অষ্টবসুর মধ্যে আমি অগ্নি এবং পর্ব্বতগণের মধ্যে আমি সুমেরু ॥২৩

ধ্যানবিবক্ষয়া স্বস্যাপি স্ববিভূতিমধ্যে পাঠবৎ।৫ অতঃপরঞ্চ প্রায়েণায়মধ্যায়ঃ স্পষ্টার্থ ইতি ক্বচিৎ কিঞ্চিদ্ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ৬—২১ ॥

চতুর্ণাং বেদানাং মধ্যে গানমাধুর্য্যেণাতিরমণীয়ঃ সামবেদোঽহমস্মি। বাসব ইন্দ্রঃ সর্ব্বদেবাধিপতিঃ। ইন্দ্রিয়াণামেকাদশানাং প্রবর্ত্তকং মনঃ, ভূতানাং সর্ব্বপ্রাণিসম্বন্ধিনাং পরিণামানাং মধ্যে চিদভিব্যঞ্জিকা বুদ্ধের্বৃত্তিশ্চেতনাঽহমস্মি ॥ ২২ ॥

রুদ্রাণামেকাদশানাং মধ্যে শঙ্করঃ। বিত্তেশো ধনাধ্যক্ষঃ কুবেরঃ, যক্ষরক্ষসাং যক্ষাণাং রাক্ষসানাং চ। বসূনামষ্টানাং পাবকোঽগ্নিঃ। মেরুঃ সুমেরুঃ শিখরিণাং শিখরবতাং অত্যুচ্ছ্রিতানাং পর্ব্বতানাম্ ॥ ২৩ ॥

উচিত এই অভিপ্রায়ে এই বিভূতি নির্দ্দেশ স্থলে তাঁহাদেরও উল্লেখ করা হইয়াছে। পূর্ব্বে যেমন—"বৃষ্ণিগণের (যদুবংশীয়গণের) মধ্যে আমি বসুদেব নন্দন হইতেছি" এই স্থলে বসুদেব নন্দনরূপেও আমায় চিন্তা করিবে এই অভিপ্রায়ে নিজ বিভূতির মধ্যে (নিজ অংশাভিব্যক্তির মধ্যেও) নিজের—অংশী বা পূর্ণস্বরূপ নিজের উল্লেখ করিয়াছেন এখানেও সেইরূপ বাসনাদির উল্লেখ করিলেন।৫ ইহার পর হইতে প্রায় সমস্ত স্থলেই এই অধ্যায়টীর অর্থ স্পষ্ট রহিয়াছে; এই জন্য (সকল স্থলে ব্যাখ্যা না করিয়া) কোন কোন স্থলে কিছু কিছু ব্যাখ্যা বলা হইবে।৬—২১

অনুবাদ—বেদানাম্=চারি বেদের মধ্যে আমি **সামবেদঃ অস্মি**=গানের মধুরতার জন্য যাহা অতিশয় মনোরম সেই সামবেদ হইতেছি। **দেবানাম্ অস্মি বাসবঃ**=দেবগণের মধ্যে আমি বাসব, সকল দেবগণের অধিপতি ইন্দ্র হইতেছি। **ইন্দ্রিয়াণাং**=একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আমি **মনশ্চাস্মি**=সকলের প্রবর্ত্তক মন হইতেছি। **ভূতানাং**=ভূতগণের মধ্যে অর্থাৎ সকল জীবগণের যে পরিণাম হইতেছে সেই পরিণামের মধ্যে **অস্মি চেতনা**=আমি চেতনা অর্থাৎ চৈতন্যের অভিব্যঞ্জিকা অর্থাৎ যাহাতে চৈতন্যের অভিব্যক্তি হয় সেই বুদ্ধিবৃত্তি হইতেছি। ২২ ॥

অনুবাদ—রুদ্রাণাং=একাদশ রুদ্রগণের মধ্যে **শঙ্করঃ চ অস্মি**=আমি শঙ্কর হইতেছি; **যক্ষরক্ষসাম্**=যক্ষ ও রক্ষঃ অর্থাৎ রাক্ষসগণের মধ্যে আমি **বিত্তেশঃ**=ধনাধ্যক্ষ কুবের হইতেছি। **বসূনাং**=অষ্ট বসুর মধ্যে আমি **পাবকঃ চ অস্মি**=পাবক নামক বসু হইতেছে। **শিখরিণাম্**=শিখরবান্ অত্যুন্নত পর্ব্বত গণের মধ্যে আমি মেরু হইতেছি। ২৩ ॥

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্‌।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪ ॥
মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্‌।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫ ॥

হে পার্থ! মাং পুরোধসাং মুখ্যং বৃহস্পতিং বিদ্ধি, অহং সেনানীনাং স্কন্দঃ, সরসাং সাগরঃ অস্মি অর্থাৎ পুরোহিতগণের মধ্যে আমি বৃহস্পতি, সেনাপতিগণের মধ্যে আমি কার্ত্তিকেয় এবং স্থির জলাশয়ের মধ্যে আমি সমুদ্র ॥২৪

অহং মহর্ষীণাং ভৃগুঃ, গিরাং একম্‌ অক্ষরম্‌ অস্মি; যজ্ঞানাং জপযজ্ঞঃ; স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ অস্মি অর্থাৎ মহর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু, বাক্যের মধ্যে আমি একাক্ষর অর্থাৎ ওঁকার, যজ্ঞ সমূহের মধ্যে জপরূপ যজ্ঞ এবং স্থাবরগণের মধ্যে হিমালয় ॥২৫

ইন্দ্রস্য সর্ব্বরাজশ্রেষ্ঠত্বাত্তৎপুরোধসং বৃহস্পতিং সর্ব্বেষাং পুরোধসাং রাজপুরোহিতানাং মধ্যে মুখ্যং শ্রেষ্ঠং মামেব হে পার্থ! বিদ্ধি জানীহি। সেনানীনাং সেনাপতীনাং মধ্যে দেবসেনাপতিঃ স্কন্দো গুহঃ অহমস্মি। সরসাং দেবখাতজলাশয়ানাং মধ্যে সাগরঃ সগরপুত্রৈঃ খাতো জলাশয়োঽহমস্মি ॥ ২৪ ॥

মহর্ষীণাং সপ্তব্রহ্মণাং মধ্যে ভৃগুরতিতেজস্বিত্বাদহম্‌। গিরাং বাচাং পদলক্ষণানাং মধ্যে একমক্ষরং পদমোঙ্কারোঽহমস্মি। যজ্ঞানাং মধ্যে জপযজ্ঞো হিংসাদিদোষশূন্যত্বেনাত্যন্তশোধকোঽহমস্মি ।১ স্থাবরাণাং স্থিতিমতাং মধ্যে হিমালয়োঽহম্‌।

অনুবাদ—হে পার্থ! **পুরোধসাম্‌**=পুরোহিতগণের মধ্যে **মুখ্যং**=প্রধান বৃহস্পতি **বিদ্ধি মাম্‌**=তুমি আমাকেই জানিও; কারণ ইন্দ্র সকল রাজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং তাঁহার যিনি পুরোহিত তিনিও সমস্ত রাজ-পুরোহিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। **সেনানীনাম্‌**=সেনাপতিগণের মধ্যে আমি দেব-সেনাপতি স্কন্দ –অর্থাৎ গুহ (কার্ত্তিকেয়) হইতেছি। **সরসাম্‌**=দেবখাত (স্বভাবতঃ খাত) জলাশয় সকলের মধ্যে **সাগরঃ অস্মি**=আমি সগরপুত্রগণ কর্ত্তৃক খাত (খনিত) যে জলাশয় তৎস্বরূপ হইতেছি। ২৪ ॥

অনুবাদ—মহর্ষীণাম্‌=সাতজন যে ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মার মানসসৃষ্ট ব্রাহ্মণ তাঁহাদের মধ্যে আমি ভৃগু হইতেছি; যেহেতু তিনি অতিশয় তেজস্বী। **গিরাম্‌**=পদাত্মক বাক্‌ সকলের মধ্যে **একমক্ষরম্‌ অস্মি**=আমি একটী অক্ষর অর্থাৎ ওঙ্কাররূপ একটী পদ হইতেছি। **যজ্ঞানাং**=যজ্ঞ সকলের মধ্যে **জপযজ্ঞঃ অস্মি**=আমি জপরূপ যজ্ঞ হইতেছি, কারণ তাহা হিংসাদি দোষবিহীন হওয়ায় অত্যন্ত শোধক (পবিত্রতা সম্পাদক)।১ **স্থাবরাণাম্‌**=স্থিতিশীল পদার্থ সকলের মধ্যে আমি হিমালয় হইতেছি। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে শিখরশালী বস্তুগণের মধ্যে আমি মেরু পর্ব্বত হইতেছি আবার এখানে বলিলেন স্থাবরগণের মধ্যে আমি হিমালয় হইতেছি—এইপ্রকারে পুনরুক্তি দোষ ঘটিতেছে, এইরূপ শঙ্কা করা উচিত নহে, যে হেতু স্থাবরত্বরূপে এবং শিখরবত্ত্বরূপে ইহাদের মধ্যে অর্থগত পার্থক্য রহিয়াছে। অর্থাৎ শিখরশালী পর্ব্বতগণের মধ্যে মেরুর শিখর সর্ব্বোচ্চতম; এইজন্য

অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ ॥
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬ ॥
উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥ ২৭ ॥

সর্ব্ববৃক্ষাণাং অশ্বত্থঃ, দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ, গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ, সিদ্ধানাং কপিলঃ মুনিঃ অর্থাৎ আমি বৃক্ষ সকলের মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্বদিগের মধ্যে চিত্ররথ এবং সিদ্ধবৃন্দের মধ্যে কপিল ॥২৬

অশ্বানাং গজেন্দ্রাণাং মাম্ অমৃতোদ্ভবম্ উচ্চৈঃশ্রবসং ঐরাবতঞ্চ নরাণাং মাং নরাধিপং বিদ্ধি অর্থাৎ অশ্বগণের মধ্যে এবং গজেন্দ্রগণের মধ্যে আমাকে অমৃতলাভার্থ ক্ষীরোদ-মন্থন হইতে সম্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা এবং ঐরাবত জানিবে; আর মনুষ্যদিগের মধ্যে আমায় নরপতি জানিবে ॥২৭

শিখরবতাং মধ্যে হি মেরুরহমিত্যুক্তং অতঃ স্থাবরত্বেন শিখরবত্ত্বেন চার্থভেদাদদোষঃ ॥ ২—২৫ ॥

সর্ব্বেষাং বৃক্ষাণাং বনস্পতীনামন্যেষাং চ। দেবা এব সন্তো যে মন্ত্রদর্শিত্বেন ঋষিত্বং প্রাপ্তাস্তে দেবর্ষয়স্তেষাং মধ্যে নারদোঽহমস্মি।১ গন্ধর্ব্বাণাং গানধর্ম্মাণাং দেবগায়কানাং মধ্যে চিত্ররথোঽহমস্মি। সিদ্ধানাং জন্মনৈব বিনা প্রযত্নং ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যাতিশয়ং প্রাপ্তানামধিগতপরমার্থানাং মধ্যে কপিলো মুনিরহং ॥ ২—২৬ ॥

অশ্বানাং মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবসমমৃতমথনোদ্ভবমশ্বং মাং বিদ্ধি। ঐরাবতং গজমমৃতমথনোদ্ভব গজেন্দ্রাণাং মধ্যে মাং বিদ্ধি। নরাণাং চ মধ্যে নরাধিপং রাজানং মাং বিদ্ধীত্যনুষজ্যতে ॥ ২৭ ॥

বলিলেন শিখরিগণের মধ্যে আমি মেরু; আর স্থাবর পদার্থের মধ্যে হিমালয়ের আয়তন সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ; এইকারণে বলিলেন স্থাবরগণের মধ্যে আমি হিমালয়; কাজেই এইরূপ বলিলে আর পুনরুক্তি দোষ হইতে পারিল না। ২৫ ॥

অনুবাদ—সমস্ত বৃক্ষ এবং বনস্পতিগণের মধ্যে আমি অশ্বত্থ বৃক্ষ হইতেছি। দেবর্ষিগণের মধ্যে আমি নারদ হইতেছি; দেবতাদেরই মধ্যে যাঁহারা মন্ত্রদর্শী হইয়া ঋষিত্ব লাভ করিয়াছেন তাঁহারা দেবর্ষি।১ গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে অর্থাৎ গানধর্ম্মা গায়ক বৃত্তি দেবগায়কগণের মধ্যে আমি চিত্ররথ নামক গন্ধর্ব্ব হইতেছি। সিদ্ধগণের মধ্যে—প্রযত্ন বিনাই (ইহ জন্মের চেষ্টা ব্যতীতই) যাঁহারা জন্মকাল হইতেই ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের অতিশয় (আধিক্য) প্রাপ্ত হইয়া পরমার্থ বস্তুলাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে আমি কপিল মুনি হইতেছি।২—২৬ ॥

অনুবাদ—অশ্বগণের মধ্যে আমাকে অমৃতমন্থনের সময়ে মথ্যমান সমুদ্র হইতে উৎপন্ন উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব জানিবে। গজরাজগণের মধ্যে আমায় অমৃতমন্থনোৎপন্ন ঐরাবত নামক গজেন্দ্র জানিবে। আর মনুষ্যগণের মধ্যে আমায় নরাধিপ অর্থাৎ নরপতি (রাজা) রূপে অবস্থিত জানিও। এস্থলে বিদ্ধি—'জানিও' এই পদটীর অনুষঙ্গ করিতে হইবে। ২৭ ॥

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্‌।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥ ২৮ ॥
অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্‌।
পিতৃণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্‌ ॥ ২৯ ॥

আয়ুধানাং অহং বজ্রং ; ধেনূনাং কামধুক্‌ অস্মি ; প্রজনঃ কন্দর্পঃ অস্মি ; সর্পাণাং বাসুকিঃ চ অস্মি অর্থাৎ আয়ুধসমূহের মধ্যে আমি বজ্র ; ধেনুগণের মধ্যে কামধেনু ; আমিসর্ব্বপ্রাণীর উৎপত্তিহেতু কন্দর্প, বিষধরগণের মধ্যে বাসুকি ॥২৮

অহং নাগানাং অনন্তঃ অস্মি ; যাদসাং চ বরুণঃ অস্মি ; পিতৃণাং অর্য্যমা অস্মি ; সংযমতাং যমঃ অস্মি অর্থাৎ আমি নির্ব্বিষ সর্প মধ্যে সর্পরাজ অনন্ত ; জলচরগণের মধ্যে অর্য্যমা এবং নিগ্রহকারিগণের মধ্যে যম ॥ ৯

আয়ুধানামস্ত্রাণাং মধ্যে বজ্রং দধিচেরস্থিসম্ভবমস্ত্রমহমস্মি। ধেনূনাং দোগ্ধ্রীণাং মধ্যে কামং দোগ্ধীতি কামধুক্‌ সমুদ্রমথনোদ্ভবা বশিষ্ঠস্য কামধেনুরহমাস্মি।১ কামানাং মধ্যে প্রজনঃ প্রজনয়িতা পুত্রোৎপত্ত্যর্থো যঃ কন্দর্পঃ কামঃ সোঽহমস্মি। চকারস্ত্বর্থো রতিমাত্রহেতুকামব্যাবৃত্ত্যর্থঃ।২ সর্পাশ্চ নাগাশ্চ জাতিভেদাভিদ্যন্তে। তত্র সর্পাণাং মধ্যে তেষাং রাজা বাসুকিরহমস্মি ॥ ৩—২৮ ॥

নাগানাং জাতিভেদানাং মধ্যে তেষাং রাজাঽনন্তশ্চ শেষাখ্যোঽহমস্মি।১ যাদসাং জলচরাণাং মধ্যে তেষাং রাজা বরুণোঽহমস্মি।২ পিতৃণাং মধ্যে অর্য্যমা নাম পিতৃরাজশ্চাহমস্মি।৩ সংযমতাং সংযমং ধর্ম্মাধর্ম্মফলদানেনানুগ্রহং নিগ্রহং চ কুর্ব্বতাং মধ্যে যমোঽহমস্মি ॥ ৪—২৯ ॥

অনুবাদ—আয়ুধ অর্থাৎ অস্ত্রগণের মধ্যে আমায় **বজ্রম্‌**=দধীচি মুনির অস্থি হইতে সমুৎপন্ন বজ্রনামক অস্ত্র জানিও। **ধেনূনাম্‌**=দুগ্ধবতীগণের মধ্যে আমি কামধুক্‌—কামদুঘা কামধেনু হইতেছি। যিনি কামনা দোহন করেন অর্থাৎ প্রদান করেন তাহাকে কামধুক্‌ বলা হয়। সেই কামদুঘা ধেনু সমুদ্রমন্থন হইতে সমুৎপন্ন হইয়া বশিষ্ঠের হইয়াছিল; আমি সেই কামধেনুস্বরূপ হইতেছি।১ কামসকলের মধ্যে যে **প্রজন কন্দর্প** অর্থাৎ যে কন্দর্প প্রজনয়িতা—ধর্ম্মার্থ পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত যাহা আবশ্যক আমি সেই কাম হইতেছি। "প্রজনশ্চাস্মি" এস্থলে 'চ' শব্দটী 'তু' এই অব্যয়ের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; সুতরাং ('তু' শব্দটীর অর্থ অন্যব্যাবৃত্তি অর্থাৎ অন্যের নিষেধ করা হওয়ায়) ইহাও কেবলমাত্র রতির জন্য যে কাম তাহার ব্যাবৃত্তি করিতেছে অর্থাৎ রতিমাত্রহেতুক যে কাম তাহা অশাস্ত্রীয়, অতি অপকৃষ্ট পশুবৃত্তি, কিন্তু শাস্ত্রোক্ত নিয়মে পুত্রোৎপাদন নিমিত্তক যে কাম তাহাই ভগবদ্‌বিভূতি।২ সর্প ও নাগ ভেদে ভুজঙ্গ জাতি দুইপ্রকার; তন্মধ্যে সর্পদের ভিতরে আমি সর্পরাজ বাসুকি হইতেছি।৩—২৮ ॥

অনুবাদ—সরীসৃপ জাতি বিশেষ নাগগণের মধ্যে আমি তাহাদের রাজা শেষনামক অনন্ত নাগ হইতেছি।১ **যাদসাম্‌**=জলচর জন্তুগণের মধ্যে আমি তাহাদের রাজা বরুণ হইতেছি।২ পিতৃগণের মধ্যে আমি অর্য্যমানামক পিতৃরাজ হইতেছি।৩ **সংযমতাম্‌**=সংযমনকারিগণের মধ্যে অর্থাৎ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ফলপ্রদান করিয়া যাঁহারা নিগ্রহ বা অনুগ্রহরূপ সংযমন করেন তাঁহাদের মধ্যে আমি যম হইতেছি।৪-২৯।

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্ ।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥ ৩০ ॥
পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্ ।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥ ৩১ ॥

দৈত্যানাং চ প্রহ্লাদঃ অস্মি, কলয়তাং অহং কালঃ, মৃগাণাঞ্চ মধ্যে অহং মৃগেন্দ্রঃ পক্ষিণাঞ্চ বৈনতেয়ঃ অর্থাৎ আমি দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ, সংখ্যা-গণনাকারীদিগের মধ্যে কাল, পশুগণ মধ্যে সিংহ এবং পক্ষিগণের মধ্যে গরুড় ॥ ৩০

পবতাং পবনঃ, শস্ত্রভৃতাং রামঃ অস্মি। ঝষাণাং মকরঃ অস্মি, স্রোতসাং জাহ্নবী অস্মি অর্থাৎ আমি বেগগামীর মধ্যে বায়ু; শস্ত্রধারিগণের মধ্যে রাম; মৎস্যগণের মধ্যে মকর এবং নদী সমূহের মধ্যে গঙ্গা ॥ ৩১

দৈত্যানাং দিতিবংশ্যানাং মধ্যে প্রকর্ষেণ হ্লাদয়ত্যানন্দয়তি পরমসাত্ত্বিকত্বেন সর্ব্বানিতি প্রহ্লাদশ্চাস্মি।১ কলয়তাং সংখ্যানং গণনং কুর্ব্বতাং মধ্যে কালোঽহম্।২ মৃগেন্দ্রঃ সিংহঃ মৃগাণাং পশূনাং মধ্যেঽহং। বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাং বিনতাপুত্রো গরুড়ঃ ॥ ৩—৩০ ॥

পবতাং পাবয়িতৄণাং বেগবতাং বা মধ্যে পবনো বায়ুরহমস্মি।১ শস্ত্রভৃতাং শস্ত্রধারিণাং যুদ্ধকুশলানাং মধ্যে রামো দাশরথিরখিলরাক্ষসকুলক্ষয়করঃ পরমবীরোঽহমস্মি।২ সাক্ষাৎস্বরূপস্যাপ্যনেন রূপেণ চিন্তনার্থং বৃষ্ণীণাং বাসুদেবোঽস্মীতিবদত্র পাঠ ইতি প্রাগুক্তং।৩ ঝষাণাং মৎস্যানাং মধ্যে মকরোনাম তজ্জাতিবিশেষঃ। স্রোতসাং বেগেন চলজ্জলানাং নদীনাং মধ্যে সর্ব্বনদীশ্রেষ্ঠা জাহ্নবী গঙ্গাহমস্মি ॥ ৪—৩১ ॥

অনুবাদ—দৈত্যানাম্=দিতির বংশে যাহারা সম্ভূত তাহাদের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ হইতেছি। যিনি পরম সাত্ত্বিকত্ব হেতু সকলকে প্রকৃষ্টরূপে আহ্লাদিত করেন—আনন্দিত করেন তিনি প্রহ্লাদ।১ **কলয়তাং**=কলনকারিগণের মধ্যে অর্থাৎ সংখ্যানগণনকারিগণের মধ্যে আমি কাল হইতেছি (যে হেতু কালকে অবলম্বন করিয়াই সংখ্যা করা হইয়া থাকে)।২ পশুগণের মধ্যে আমি মৃগেন্দ্র—সিংহ হইতেছি; পক্ষিগণের মধ্যে আমি বৈনতেয়—বিনতানন্দন গরুড় হইতেছি।৩—৩০ ॥

অনুবাদ—পবতাম্=পবিত্রতা সম্পাদকগণের মধ্যে অথবা বেগবৎ পদার্থগণের মধ্যে আমি পবন (বায়ু) হইতেছি।১ **শস্ত্রভৃতাম্**=শস্ত্রধারী যুদ্ধকুশল ব্যক্তিগণের মধ্যে আমি রাম—নিখিল রাক্ষসবংশবিধ্বংসকারী পরমবীর শ্রীরামচন্দ্র হইতেছি।২ "বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি" এইস্থলের ন্যায় এখানেও রামচন্দ্র ভগবানের সাক্ষাৎস্বরূপ হইলেও উপাসনার জন্য বিভূতিগণ মধ্যে পঠিত হইয়াছেন, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।৩ **ঝষানাম্**=মৎস্যগণের মধ্যে আমি মকর নামক তজ্জাতি বিশেষ হইতেছি। **স্রোতসাম্**=যাহাদের জল বেগে যায় সেই সমস্ত নদনদীর মধ্যে আমি সর্ব্বনদীশ্রেষ্ঠা জাহ্নবী গঙ্গা হইতেছি।৪—৩১ ॥

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহমর্জ্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ৩২ ॥

হে অর্জ্জুন! অহমেব সর্গাণাং আদিঃ, অন্তঃ, মধ্যং চ; বিদ্যানাং অধ্যাত্মবিদ্যা; প্রবদতাং চ অহং বাদঃ অর্থাৎ সৃষ্ট পদার্থ সমূহের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় আমি; বিদ্যাসমূহের মধ্যে আমি অধ্যাত্মবিদ্যা এবং বাদিগণের মধ্যে বাদ ॥৩২

সর্গাণামচেতনসৃষ্টীনামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চোৎপত্তিস্থিতিলয়া অহমেব হে অর্জ্জুন!১ ভূতানাং জীবাবিষ্টানাং চেতনত্বেন প্রসিদ্ধানামেবাদিরন্তশ্চ মধ্যং চেত্যুপক্রমে ইহ ত্বচেতনসর্গাণামিতি ন পৌনরুক্ত্যং।২ বিদ্যানাং মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা মোক্ষহেতুরাত্মতত্ত্ব-বিদ্যাহম্।৩ প্রবদতাং প্রবদৎসংবন্ধিনাং কথাভেদানাং বাদজল্পবিতণ্ডাত্মকানাং মধ্যে বাদোঽহম্।৪ ভূতানামস্মি চেতনেত্যত্র যথা ভূতশব্দেন তৎসংবন্ধিনঃ পরিণামা লক্ষিতা-স্তথেহ প্রবদচ্ছব্দেন তৎসংবন্ধিনঃ কথাভেদা লক্ষ্যন্তে। অতো নির্দ্ধারণোপপত্তিঃ। যথাশ্রুতে তূভয়ত্রাপি সম্বন্ধে ষষ্ঠী।৫ তত্র তত্ত্ববুভুৎস্বোর্বীতরাগয়োঃ সব্রহ্মচারিণোর্গুরুশিষ্যয়োর্ব্বা প্রমাণেন তর্কেণ চ সাধনদূষণাত্মা পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহস্তত্ত্বনির্ণয়পর্য্যন্তো বাদঃ।৬ তদুক্তং, —"প্রমাণতর্কসাধনোপালম্ভঃ সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহো

অনুবাদ—সর্গাণাং=সর্গগণের মধ্যে অর্থাৎ অচেতন সৃষ্টিগণের মধ্যে হে অর্জ্জুন! আমি আদি, অন্ত ও মধ্য অর্থাৎ উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়স্বরূপ হইতেছি।১ উপক্রমে অর্থাৎ বিভূতি বর্ণনার প্রারম্ভে (২০শ শ্লোকে) ভগবান্ বলিয়াছেন যে "ভূতগণের অর্থাৎ চেতন বলিয়া যেগুলি প্রসিদ্ধ আছে জীবাবিষ্ট সেই সমস্ত পদার্থের মধ্যে আমি আদি, মধ্য ও অন্ত হইতেছি," আর এখানে বলা হইতেছে যে 'আমি অচেতন সৃষ্টির আদি মধ্য ও অন্ত হইতেছি'। কাজেই আর পুনরুক্তি হইল না।২ **বিদ্যানাম্**=বিদ্যা সকলের মধ্যে আমি অধ্যাত্মবিদ্যা অর্থাৎ মোক্ষের হেতুভূত আত্মতত্ত্ববিদ্যা হইতেছি।৩ **প্রবদতাম্**=প্রবদৎগণের (বাবদুক বিচারপটু ব্যক্তিগণের) বিচারকালীন বাদ, জল্প ও বিতণ্ডাত্মক যে কথাভেদ আছে তন্মধ্যে আমি বাদস্বরূপ হইতেছি।৪ 'ভূতগণের মধ্যে আমি চেতনা স্বরূপ' এস্থলে যেমন ভূতশব্দের দ্বারা ভূতসম্বন্ধীয় অর্থাৎ ভূতগণের পরিণাম সকলই লক্ষিত (লক্ষণাদ্বারা বোধিত) হইয়াছিল সেইরূপ এই স্থলেও 'প্রবদৎ' শব্দে প্রবদৎসম্বন্ধীয় অর্থাৎ যাহারা বিচারমল্ল তাহাদের কথাভেদ সকলই লক্ষিত হইতেছে। (অভিপ্রায় এই যে 'প্রবদৎ' বলিতে এখানে বিচারকারী না বুঝাইয়া বিচার পদ্ধতির অংশ বিশেষই বুঝিতে হইবে। কাজেই 'প্রবদতাম্' এস্থলে নির্দ্ধারে ষষ্ঠী হইতে পারিল।) আর যদি যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করা যায় অর্থাৎ 'প্রবদৎ' বলিতে যদি বিচারকারীকেই বুঝায় এবং "ভূতানাং" বলিতে জীবগণকেই বুঝায় তাহা হইলে এই উভয়স্থলেই সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে বুঝিতে হইবে।৫ (ইহাদের মধ্যে বাদ বলিতে কি বুঝায় তাহা বলা যাইতেছে—) তত্ত্ববুভুৎসু অর্থাৎ পদার্থতত্ত্বজিজ্ঞাসু দুই জন বীতরাগ ব্যক্তির মধ্যে, কিংবা দুইজন সব্রহ্মচারী (ব্রহ্মচারী সতীর্থের) মধ্যে কিংবা গুরু ও শিষ্যের মধ্যে তত্ত্বনির্ণয়ের উদ্দেশ্যে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ গ্রহণ পূর্ব্বক যে স্বপক্ষসাধন ও প্রতিপক্ষের দূষণ করা হয় তাহার নাম বাদ। তত্ত্ব নির্ণয় করাই এই বাদের পর্য্যন্ত অর্থাৎ সীমা।৬ ইহা ন্যায় দর্শনের প্রথম

বাদ" ইতি।৭ বাদফলস্য তত্ত্বনির্ণয়স্য দুর্দুরূঢ়বাদিনিরাকরণেন সংরক্ষণার্থং বিজিগীষুকথে জল্পবিতণ্ডে জয়পরাজয়মাত্রপর্য্যন্তে।৮ তদুক্তং,—"তত্ত্বাধ্যবসায়সংরক্ষণার্থং জল্পবিতণ্ডে বীজপ্ররোহসংরক্ষণার্থং কণ্টকশাখাপ্রাবরণবদি"তি।৯ ছলজাতিনিগ্রহস্থানৈঃ পরপক্ষো দূষ্যতে ইতি জল্পে বিতণ্ডায়াঞ্চ সমানং। তত্র বিতণ্ডায়ামেকেন স্বপক্ষঃ স্থাপ্যতএব অন্যেন চ স দূষ্যতএব। জল্পে তু উভাভ্যামপি স্বপক্ষঃ স্থাপ্যতে উভাভ্যামপি পরপক্ষো দূষ্যতে ইতি বিশেষঃ।১০ তদুক্তং—"যথোক্তোপপন্নচ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানসাধনোপালম্ভো জল্পঃ। স প্রতিপক্ষস্থাপনাহীনো বিতণ্ডা" ইতি।১১ অতো বিতণ্ডাদ্বয়শরীরত্বাজ্জল্পো নাম নৈকা কথা, কিন্তু শক্ত্যতিশয়জ্ঞানার্থং সময়বন্ধমাত্রেণ প্রবর্ত্তত ইতি খণ্ডনকারাঃ।১২ তত্ত্বাধ্যবসায়পর্য্যবসায়িত্বেন তু বাদস্য শ্রেষ্ঠত্বমুক্তমেব॥ ১৩—৩২॥

অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে কথিত হইয়াছে; যথা—"প্রমাণ এবং তর্কের দ্বারা স্বপক্ষ সাধন ও প্রতিপক্ষের উপালম্ভ (দোষোদ্‌ভাবন) পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন এই পঞ্চাবয়ব বিশিষ্ট এবং সিদ্ধান্তের অবিরুদ্ধ যে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ গ্রহণ করা তাহার নাম বাদ"।৭ দুর্দুরূঢ় (কুতার্কিক অপ্রকম্প্য) বাদীকে নিরস্ত করিয়া এই বাদের ফল যে তত্ত্ব নির্ণয় তাহা রক্ষা করিবার নিমিত্তই বিজিগীষু (জয়েচ্ছু) ব্যক্তির জল্প ও বিতণ্ডারূপ দুইপ্রকার কথা অর্থাৎ বিচার বিশেষ হইয়া থাকে; এই জল্প ও বিতণ্ডার শেষে কেবলমাত্র জয় ও পরাজয় বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ জল্প ও বিতণ্ডার ফলে এক পক্ষের জয় ও অন্য পক্ষের পরাজয় মাত্রই হইয়া থাকে।৮ তাহাই ন্যায় দর্শনে কথিত আছে যথা—"কাঁটার বেড়া দেওয়ার উদ্দেশ্য যেমন অঙ্কুর (চারাগাছ) রক্ষা করা—সেইরূপ তত্ত্বনিশ্চয় অর্থাৎ নির্ণীত তত্ত্ব রক্ষা করিবার নিমিত্ত জল্প ও বিতণ্ডা আবশ্যক হইয়া থাকে"।৯ ছল, জাতি, ও নিগ্রহস্থান অবলম্বন পূর্ব্বক পর পক্ষকে যে দূষিত করা হয় তাহা জল্প ও বিতণ্ডা উভয়ত্রই সমান অর্থাৎ জল্পেতেও পরপক্ষ দূষণ করা হয় এবং বিতণ্ডাতেও তাহাই করা হইয়া থাকে। তবে তন্মধ্যে বিতণ্ডাতে কেবল একজন মাত্র নিজ পক্ষ স্থাপন করে এবং অন্য ব্যক্তির কোন স্ব পক্ষ নাই কিন্তু সে কেবল সেই পরপক্ষের দূষণ উদ্‌ভাবন করিতে থাকে—ইহাই জল্প ও বিতণ্ডার পার্থক্য।১০ ইহাও ন্যায় দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে কথিত হইয়াছে যথা—"যেখানে পক্ষ প্রতিপক্ষে পঞ্চাবয়বাদি সহকারে ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান উদ্‌ভাবনপূর্ব্বক পরপক্ষের দোষ দেখাইয়া স্বপক্ষস্থাপন করা হয় তাহার নাম **জল্প**"; "সেই জল্পই যদি প্রতিপক্ষস্থাপনা বিহীন হয় অর্থাৎ একজনের যদি কোন স্বপক্ষ না থাকে কিন্তু তিনি ছল, জাতি, নিগ্রহস্থান উদ্‌ভাবনা করিয়া কেবল পরপক্ষেরই দোষ প্রদর্শন করান তাহা হইলে সেই বিচারকে **বিতণ্ডা** বলা হয়"।১১ এ কারণে খণ্ডনখণ্ডগ্রন্থকার পূজ্যপাদ শ্রীহর্ষ বলেন, জল্প একটী কথা নহে; কারণ উহা বিতণ্ডাদ্বয়াত্মক; কিন্তু উহা বাদি-প্রতিবাদীর বিচারশক্তির উৎকর্ষ জ্ঞাত হইবার কোনও একটী নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক প্রবৃত্ত হয়।১২ ভগবান্ যে বলিলেন 'আমি প্রবদৎসম্বন্ধীয় কথা ভেদের মধ্যে বাদস্বরূপ হইতেছি'—ইহার কারণ বাদ তত্ত্বনির্ণয়ে পর্য্যবসিত হয় বলিয়া অর্থাৎ বাদের ফলে তত্ত্ব নিরূপণ হয় বলিয়া অন্যান্য কথার (বিচারের) মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ।১৩—৩২॥

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাঽহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩ ॥

অক্ষরাণাং অকারঃ অস্মি ; সামাসিকস্য দ্বন্দ্বঃ অস্মি ; অহমেব অক্ষয়ঃ কালঃ ; অহং বিশ্বতোমুখঃ ধাতা অর্থাৎ আমি অক্ষর-সমূহের মধ্যে অকার ; সমাস-সমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সমাস ; আমি প্রবাহরূপ কাল এবং আমিই বিশ্বতোমুখ ধাতা ॥৩৩

অক্ষরাণাং সর্ব্বেষাং বর্ণানাং মধ্যে অকারোঽহমস্মি। "অকারো বৈ সর্ব্বা বাগিতি" শ্রুতেস্তস্য শ্রেষ্ঠত্বং প্রসিদ্ধম্।১ দ্বন্দ্বঃ সমাস উভয়পদার্থপ্রধানঃ সামাসিকস্য সমাসসমূহস্য মধ্যেঽহমস্মি।২ পূর্ব্বপদার্থপ্রধানোঽব্যয়ীভাবঃ, উত্তরপদার্থপ্রধানস্তৎপুরুষঃ, অন্যপদার্থপ্রধানো বহুব্রীহিরিতি তেষামুভয়পদার্থসাম্যাভাবেনাপকৃষ্টত্বাৎ।৩ ক্ষয়কালাভিমানী অক্ষয়ঃ পরমেশ্বরাখ্যঃ কালঃ জ্ঞঃ কালকালো গুণী সর্ব্ববিদ্ য ইত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধোঽহমেব।৪ কালঃ কলয়তামহমিত্যত্র তু ক্ষয়ী কাল উক্ত ইতিভেদঃ।৫ কর্ম্মফলবিধাতৄণাং মধ্যে বিশ্বতোমুখঃ সর্ব্বতোমুখো ধাতা সর্ব্বকর্ম্মফলদাতেশ্বরোঽহমিত্যর্থঃ ॥৬— ৩৩ ॥

অনুবাদ—অক্ষরাণাম্ = সমস্ত বর্ণের মধ্যে **অকারোঽস্মি** = আমি অকার স্বরূপ হইতেছি। "অকারই সমস্ত বাক্‌স্বরূপ" এই শ্রুতিতে অকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। ১* **সামাসিকস্য** = সমাস সমূহের মধ্যে আমি উভয়পদার্থপ্রধান দ্বন্দ্ব সমাস হইতেছি।২ অব্যয়ীভাব সমাস পূর্ব্ব পদার্থ প্রধান, তৎপুরুষ সমাস উত্তরপদার্থ প্রধান এবং বহুব্রীহি সমাস অন্য পদার্থ প্রধান ;—ইহাদের মধ্যে উভয় পদার্থের সাম্য নাই অর্থাৎ অব্যয়ীভাব সমাসে উত্তর পদের অর্থ অপ্রধান, (গৌণ বা লাক্ষণিক) তৎপুরুষ সমাসে পূর্ব্ব পদটীর অর্থ অপ্রধান (লাক্ষণিক) এবং বহুব্রীহি সমাসে উভয় পদেরই অর্থ অপ্রধান (লাক্ষণিক); এই কারণে উহারা অপকৃষ্ট। (তন্মধ্যে বহুব্রীহি সমাসে উভয় পদেরই অর্থ লাক্ষণিক হওয়ায় উহা অপকৃষ্টতম) ; কিন্তু দ্বন্দ্ব সমাসে সমস্যমান সকল পদেরই সাম্য অর্থাৎ প্রাধান্য থাকায়—সকল পদের অর্থই সমপ্রধান হওয়ায় সমাসের মধ্যে উহাই শ্রেষ্ঠ)।৩ আমিই **অক্ষয় কাল** হইতেছি অর্থাৎ ক্ষয়িকালের অভিমানী পরমেশ্বরনামক কাল হইতেছি ; ইহা "যিনি জ্ঞ অর্থাৎ চেতনস্বরূপ এবং যিনি কালেরও কাল অর্থাৎ নাশক—ক্ষয়কালাভিমানী, এবং গুণী ও সর্ব্ববিৎ অর্থাৎ অবিদ্যা-সহকারে যিনি গুণবান্ এবং গুণবত্তাহেতু তিনি সর্ব্বজ্ঞ" ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ আছে।৪ "কালঃ কলয়তামহম্" এ স্থলে যে কালের কথা বলা হইয়াছে তাহা ক্ষয়ীকাল বুঝিতে হইবে ; সুতরাং তথাকার সহিত এখানকার উক্তির যে ভেদ রহিয়াছে তাহা বলা হইল। অভিপ্রায় এই যে অনিত্যকাল জীবিতাদির পরিমাণই তথায় বিবক্ষিত আর এখানে কালপদের অর্থ মহাকাল—পরমেশ্বর।৫ যাঁহারা কর্ম্মফলের বিধানকর্ত্তা তাঁহাদের মধ্যে আমি বিশ্বতোমুখ—সর্ব্বতোমুখ ধাতা অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মের ফলপ্রদাতা ঈশ্বর হইতেছি। ৬—৩৩ ॥

* সমস্ত বাক্‌ই যে অকারের অভিব্যক্তিবিশেষ তজ্জন্য শ্রুতি আরও বলেন—"সৈষা স্পর্শোষ্মভি র্ব্যজ্যমানা বহ্বী নানারূপা ভবতি"—এই অকাররূপ বাক্‌ই স্পর্শ ও উষ্ম আদির দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া অর্থাৎ কণ্ঠ তালু আদি বিভিন্ন স্থানে অভিঘাত করিয়া নানারূপে প্রকটিত হয়।

মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্ ।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্ম্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ৩৪ ॥

অহং সর্ব্বহরঃ মৃত্যুঃ; ভবিষ্যতাং উদ্ভবঃ; নারীণাং কীর্ত্তিঃ শ্রীঃ বাক্ স্মৃতিঃ মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা চ অর্থাৎ আমি সর্ব্বসংহারক মৃত্যু, এবং আমি আগামী প্রাণীদিগের উদ্ভবস্বরূপ; আর নারীগণের মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা, এই সপ্ত দেবতারূপ ॥৩৪

সংহারকারিণাং মধ্যে সর্ব্বহরঃ সর্ব্বসংহারকারী মৃত্যুরহম্।১ ভবিষ্যতাং ভাবিকল্যাণানাং য উদ্ভব উৎকর্ষঃ স চাহমেব।২ নারীণাং মধ্যে কীর্ত্তিঃ শ্রীর্ব্বাক্ স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমেতি চ সপ্ত ধর্ম্মপত্ন্যোঽহমেব।৩ তত্র কীর্ত্তির্ধার্ম্মিকত্বনিমিত্তা প্রশস্তত্বেন নানাদিগ্‌দেশীয়লোকজ্ঞানবিষয়তারূপা খ্যাতিঃ, শ্রীর্ধর্ম্মার্থকামসম্পৎ শরীরশোভা বা কান্তির্ব্বা। বাক্ সরস্বতী সর্ব্বস্যার্থস্য প্রকাশিকা সংস্কৃতা বাণী। চকারান্মূর্ত্ত্যাদয়োঽপি ধর্ম্মপত্ন্যো গৃহ্যন্তে ৪ স্মৃতিশ্চিরানুভূতার্থস্মরণশক্তিঃ। অনেকগ্রন্থার্থধারণাশক্তির্মেধা। ধৃতিরবসাদেঽপি শরীরেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতোত্তম্ভনশক্তিঃ, উচ্ছৃঙ্খলপ্রবৃত্তিকারণেন চাপল্যপ্রাপ্তৌ তন্নিবর্ত্তনশক্তির্ব্বা ক্ষমা হর্ষবিষাদয়োরবিকৃতচিত্ততা।৫ যাসামাভাসমাত্রসম্বন্ধেনাপি জনঃ সর্ব্বলোকাদরণীয়ো ভবতি, তাসাং সর্ব্বস্ত্রীষূত্তমত্বমতিপ্রসিদ্ধমেব ॥ ৬—৩২ ॥

অনুবাদ—যাহারা সংহারকারী তাহাদের মধ্যে আমি **সর্ব্বহরঃ**—সর্ব্ব সংহারকারী **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু হইতেছি। ১ আর **ভবিষ্যতাম্**—ভাবী যে কল্যাণ তাহাদের মধ্যে **উদ্ভবঃ**—যেটী উৎকৃষ্ট অর্থাৎ অভ্যুদয় বা অভ্যুদয়প্রাপ্তির যোগ্য আমি তাহাই হইতেছি। ২ স্ত্রীগণের মধ্যে আমিই কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা—এই সাতটী ধর্ম্মপত্নীস্বরূপ হইতেছি। ৩ তন্মধ্যে **কীর্ত্তি** অর্থ ধার্ম্মিকত্ব হেতু প্রশস্ততা নিবন্ধন (উৎকৃষ্ট হওয়ায়) নানা দিগ্‌দেশীয় লোকের নিকট জ্ঞাত হওয়ারূপ খ্যাতি। **শ্রী** অর্থ ধর্ম্মের জন্য যে কাম ও সম্পত্তি; অথবা শরীরের শোভা বা কান্তিকে শ্রী বলা হয়। **বাক্** অর্থ সরস্বতী—সমস্ত অর্থের যাহা প্রকাশক তাদৃশ যে সংস্কৃত বাণী তাহাকে বাক্ বলা হয়। "কীর্ত্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ" এ স্থলে 'চ' শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় মূর্ত্তি আদি ধর্ম্মপত্নীও গ্রহণীয়।৪ বহুপূর্ব্বে যে অর্থ (বিষয়) অনুভব করা হইয়াছিল তাহা স্মরণ করিবার যে শক্তি তাহা **স্মৃতি**। বহু গ্রন্থের অর্থ ধারণা করিবার যে শক্তি তাহার নাম **মেধা**। অবসন্নতা হইলেও শরীর ও ইন্দ্রিয়রূপ সংঘাতকে উত্তব্ধ করিবার (সতেজ করিবার) যে শক্তি তাহার নাম **ধৃতি**; অথবা উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির কারণসমধানে চপলতা-প্রাপ্তি ঘটিলে তাহাকে নিবৃত্ত করিবার যে শক্তি তাহার নাম ধৃতি। হর্ষ এবং বিষাদেও যে অবিকৃতচিত্ততা (চিত্ত বিকৃত না হওয়া) তাহার নাম **ক্ষমা**। ৫ ঐ যে কীর্ত্তি আদি বিষয়গুলি উক্ত হইলে উহাদের আভাসমাত্রের সম্বন্ধেই অর্থাৎ ঐগুলি লেশতঃ ও যদি কাহারও থাকে তাহা হইলেও সেই ব্যক্তি যখন সকল লোকের আদরের সামগ্রী হয়, তখন ঐ বিষয়গুলি যে সমস্ত স্ত্রী জাতির মধ্যে উত্তম হইবে তাহা অতি প্রসিদ্ধই বলিতে হইবে। ৬—৩৪ ॥

বৃহৎ সাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ॥ ৩৫ ॥

অহং সাম্নাং বৃহৎ সাম ; ছন্দসাং অহং গায়ত্রী ; মাসানাং অহং মার্গশীর্ষঃ ; ঋতুনাং কুসুমাকরঃ অর্থাৎ সাম-সমূহের মধ্যে আমি বৃহৎ সাম ; ছন্দঃ-সমূহের মধ্যে আমি গায়ত্রী। মাসসমূহের মধ্যে আমি মার্গশীর্ষ এবং ঋতুগণের মধ্যে আমি ঋতুরাজ বসন্ত ॥৩৫

বেদানাং সামবেদোঽস্মীত্যুক্তং তত্রায়মন্যো বিশেষঃ সাম্নামৃগক্ষরারূঢ়ানাং গীতিবিশেষাণাং মধ্যে "ত্বামিদ্ধি হবামহ" ইত্যস্যামৃচি গীতিবিশেষো বৃহৎসাম। তচ্চাতিরাত্রে পৃষ্ঠস্তোত্রং সর্ব্বেশ্বরত্বেনেন্দ্রস্তুতিরূপমন্যতঃ শ্রেষ্ঠত্বাদহম্।১ ছন্দসাং নিয়তাক্ষরপাদত্বরূপচ্ছন্দোবিশিষ্টানামৃচাং মধ্যে দ্বিজাতের্দ্বিতীয়জন্মহেতুত্বেন প্রাতঃসবনাদি সবনত্রয়-

অনুবাদ—পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে "আমি বেদসকলের মধ্যে সামবেদস্বরূপ হইতেছি" ; এক্ষণে সেই সামবেদেরই মধ্যে অন্য এক প্রকার বৈশিষ্ট্য দেখাইতেছেন—। সাম সকলের মধ্যে—ঋক্‌অক্ষরে আরূঢ় গীতি বিশেষের মধ্যে অর্থাৎ যে সমস্ত গানযোগ্য ঋক্ লইয়া গীতিবিশেষ নিষ্পাদিত হয় তাহাদের মধ্যে আমি বৃহৎসাম নামক সাম হইতেছি। "ত্বামিদ্ধি হবামহে" এই ঋক্‌টী লইয়া যে গীতিবিশেষ আছে (অর্থাৎ ঐ ঋক্‌টী অবলম্বন করিয়া যে বিশেষ গীতি হয়) তাহা **বৃহৎসাম**। ঐ যে বৃহৎসাম উহা অতিরাত্র নামক যজ্ঞের পৃষ্ঠস্তোত্র (স্তোত্র বিশেষ)। ইন্দ্র (পরমৈশ্বর্য্যশালী মহেশ্বর) সকলের ঈশ্বর, ঐ পৃষ্ঠস্তোত্রটী তাঁহারই স্তুতি স্বরূপ ; এ কারণে অন্যান্য সমস্ত স্তোত্র অপেক্ষা উহা শ্রেষ্ঠ। আর সেই কারণেই আমি ঐ বৃহৎসামস্বরূপ হইতেছি।১ ছন্দঃ সমুহের মধ্যে অর্থাৎ যাহাদের প্রত্যেক পাদের (চরণের) অক্ষরসংখ্যা নিয়ত (নিয়ম বদ্ধ—তদপেক্ষা কমও হইবে না, বেশীও হইবে না) তাদৃশ যে ছন্দঃ সেই ছন্দোবিশিষ্ট ঋক্‌সকলের মধ্যে আমি গায়ত্রী নামক ঋক্ মন্ত্রস্বরূপ হইতেছি। ইহার কারণ এই যে, গায়ত্রী (ঋক্) দ্বিজাতিগণের (দ্বিজগণের—বর্ণত্রয়ের) দ্বিতীয় জন্মের হেতু অর্থাৎ উপনয়নানন্তর (সাবিত্রী) গায়ত্রী উপদেশ প্রাপ্তি হইলে সংস্কারপ্রাপ্ত হওয়ায় ত্রৈবর্ণিকগণ দ্বিতীয় জন্মপ্রাপ্ত হন ; এ কারণে গায়ত্রী ঋক্‌ই তাঁহাদের দ্বিতীয় জন্ম প্রাপ্তির কারণ ; (গায়ত্রীই এই দ্বিতীয় জন্মে তাঁহাদের মাতা) ; আর (সোমযাগে) প্রাতঃসবন, মধ্যন্দিন সবন ও তৃতীয় সবন নামক যে ত্রিবিধ সবন (সোমরস নিষ্কাষণ পূর্ব্বক তাহা দ্বারা হোম করা যাহাতে প্রধান তাদৃশ যজ্ঞ) আছে গায়ত্রী সেই ত্রিবিধ সবনকেই পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে [**তাৎপর্য্য**—ঐ ত্রিবিধ সবনকালে যে ঋক্‌ই পাঠ্য হউক না কেন সেই সবগুলিতেই গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অন্তর্ভুক্ত থাকে অর্থাৎ প্রাতঃ সবন গায়ত্র—গায়ত্রীচ্ছন্দোনিবদ্ধমন্ত্রসাধ্য, মাধ্যন্দিন সবন ত্রৈষ্টুভ অর্থাৎ ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোনিবদ্ধমন্ত্রনিষ্পাদ্য এবং তৃতীয় সবন জাগত অর্থাৎ জগতীচ্ছন্দোনিবদ্ধমন্ত্রনির্বর্ত্ত্য। আবার গায়ত্রী, ত্রিষ্টুভ্ ও জগতীচ্ছন্দের প্রত্যেক চরণে যথাক্রমে আটটী, এগারটী ও বারটী করিয়া অক্ষর থাকে। কিন্তু এগার অথবা বার অক্ষরের মধ্যে গায়ত্রীছন্দের আটটী অক্ষরও অবশ্যই থাকিয়া যায়, কেন না আটকে বাদ দিয়া এগার কিংবা বারসংখ্যা পূর্ণ হইতে পারে না। এই কারণে ত্রিষ্টুপ্ ও জগতীচ্ছন্দের মধ্যে গায়ত্রীচ্ছন্দকে

ব্যাপিত্বেন ত্রিষ্টুপ্‌জগতীভ্যাং সোমাহরণার্থং গতাভ্যাং সোমো ন লব্ধোঽক্ষরাণি চ হারিতানি জগত্যা ত্রীণি ত্রিষ্টুভৈকমিতি চত্বারি তৈরক্ষরৈঃ সহ সোমস্যাহরণেন চ সর্ব্বশ্রেষ্ঠা গায়ত্রী ঋগহম্‌।২ চতুরক্ষরাণি হ বা অগ্রে ছন্দাংস্যাসুস্ততো জগতী সোমমচ্ছাপতৎ সা ত্রীণ্যক্ষরাণি হিত্বা জগাম ততস্ত্রিষ্টুপ্‌ সোমমচ্ছাপতৎ সৈকমক্ষরং হিত্বা পতত্ততোগায়ত্রীসোমমচ্ছাপতৎ সা তানি চাক্ষরাণি হরন্ত্যাগচ্ছৎ সোমং চ তস্মাদষ্টাক্ষরা গায়ত্রীত্যুপক্রম্য তদাহুর্গায়ত্রাণি বৈ সর্ব্বাণি সবনানি গায়ত্রী হোবৈতদুপসৃজমানৈরিতি শতপথশ্রুতেঃ, গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বংভূতমিত্যাদিচ্ছান্দোগ্যশ্রুতেশ্চ।৩ মাসানাং দ্বাদশানাং মধ্যেঽভিনবশালিবাস্তুশাকাদিশালী শীতাতপশূন্যত্বেন চ সুখহেতুর্মার্গশীর্ষোঽহম্‌।৪ ঋতূনাং ষণ্ণাং মধ্যে কুসুমাকরঃ সর্ব্বসুগন্ধিকুসুমানামাকরোঽতিরমণীয়ো বসন্তঃ, "বসন্তে

অন্তর্ভুক্ত থাকায় মাধ্যন্দিন সবনও ও তৃতীয় সবনে ত্রিষ্টুপ্‌ এবং জগতীচ্ছন্দে নিবদ্ধ মন্ত্রজপ করিতে হইলে গায়ত্রীচ্ছন্দও স্বতঃই পঠিত হয় বলিয়া গায়ত্রী ত্রিবিধ সবনকেই ব্যাপ্ত করিয়া থাকে।] আরও ত্রিষ্টুপ্‌ ও জগতী এই দুইটী ছন্দঃ সোম আহরণ (সংগ্রহ) করিবার জন্য গিয়াছিল কিন্তু সোম লাভ করিতে পারিল না অধিকন্তু (সোম আহরণ করিতে গিয়া) জগতী ছন্দঃ তিনটী এবং ত্রিষ্টুভ্‌ ছন্দঃ একটী এইরূপে তাহারা চারিটী অক্ষর হারাইয়া আসিল ; কিন্তু গায়ত্রী সেই হারান অক্ষরগুলির সহিত সোম আহরণ করিতে পারিয়াছিল অর্থাৎ হারান অক্ষরগুলিকেও সংগ্রহ করিল এবং সোমও আহরণ করিল। এই সমস্ত কারণে গায়ত্রী ঋক্‌ সকলের শ্রেষ্ঠ। আর সেই জন্য আমি সেই গায়ত্রী স্বরূপ হইতেছি।২ ইহা শতপথ শ্রুতিতে (শতপথ ব্রাহ্মণে) কথিত হইয়াছে যথা— ; "পূর্ব্বে ছন্দসকল (প্রত্যেক পাদে) চারিটী করিয়া অক্ষরযুক্ত ছিল ; তাহার পর জগতীচ্ছন্দঃ (সোমসংগ্রহ করিবার জন্য দেবগণকর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া) সোমের অভিমুখে গিয়াছিল, কিন্তু তাহা তিনটী অক্ষর ফেলিয়া চলিয়া গেল অর্থাৎ অসমর্থ হইয়া নিবৃত্ত হইল ; তদনন্তর ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দঃ (ঐ ভাবে) সোমের অভিমুখে গিয়াছিল, কিন্তু সেই ত্রিষ্টুপ্‌ ও একটী অক্ষর ফেলিয়া চলিয়া গেল অর্থাৎ অসমর্থ হইয়া নিবৃত্ত হইল। শেষে গায়ত্রী সোমের অভিমুখে যাইল। সেই গায়ত্রী সেই হারিত অক্ষরগুলিকে এবং সোমকেও লইয়া আসিল ; সেই হেতু গায়ত্রী অষ্টাক্ষরা" (পূর্ব্বসিদ্ধ চারিটী নিজ অক্ষর ছিল, এবং প্রাপ্ত চারিটী অক্ষরও তাহার নিজস্ব হইয়া গেল ; এই কারণে গায়ত্রী ছন্দে প্রত্যেক চরণে আটটী করিয়া অক্ষর থাকে) এইরূপে উপক্রম (আরম্ভ) করিয়া শেষে শ্রুতি বলিতেছেন যে "সেই জন্য জ্ঞানিগণ বলেন যে সমস্ত সবনগুলিই গায়ত্রীছন্দের দ্বারা পরিব্যাপ্ত ; এই যাহা আমরা উপসৃষ্ট হইতেছি তাহা গায়ত্রী ছাড়া আর কিছুই নহে"। ছান্দোগ্য উপনিষদেও হইয়াছে—"এই যে সমস্ত ভূত অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গমাত্মক প্রাণিজাত সেইগুলি গায়ত্রী ছাড়া আর কিছুই নহে"।৩ **মাসানাং**=দ্বাদশ মাসের মধ্যে আমি **মার্গশীর্ষঃ অস্মি**=মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ) মাস হইতেছি, কারণ ঐ মাসটী নূতন ধান্য এবং বাস্তূক প্রভৃতি শাকশালী হয় বলিয়া অর্থাৎ ঐ সময় অভিনব ধান্য এবং মনোরম বাস্তূক প্রভৃতি শাক উৎপন্ন হয় বলিয়া এবং ঐ সময়ে শীত ও আতপ অর্থাৎ অধিক শীত এবং অধিক গ্রীষ্ম না থাকায় উহা বড়ই সুখকর।৪ **ঋতুনাং**=ছয়টী ঋতুর মধ্যে

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥ ৩৬ ॥
বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ ॥ ৩৭ ॥

অহং ছলয়তাং দ্যূতম্ ; তেজস্বিনাং তেজঃ অস্মি ; অহং জয়ঃ অস্মি ; ব্যবসায়ঃ অস্মি, সত্ত্ববতাং সত্ত্বম্ অর্থাৎ আমি পরস্পর প্রবঞ্চকগণের দ্যূতরূপ ছল ; তেজস্বী পুরুষদিগের তেজ ; বিজয়ী পুরুষদিগের জয় ; ব্যবসায়িগণের ব্যবসায় এবং সত্ত্বযুক্তগণের সত্ত্ব ॥৩৬

অহং বৃষ্ণীনাং বাসুদেবঃ অস্মি ; পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ অস্মি ; মুনীনামপি ব্যাসঃ কবীনাং উশনাঃ নাম কবিঃ অস্মি অর্থাৎ আমি বৃষ্ণিবংশীয়গণের মধ্যে বাসুদেব, পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয়, মুনিগণের মধ্যে বেদব্যাস এবং কবিগণের মধ্যে শুক্র ॥৩৭

ব্রাহ্মণমুপনয়ীত "বসন্তে ব্রাহ্মণোঽগ্নীনাদধীত "বসন্তে বসন্তে জ্যোতিষা যজেত "তদ্বৈ বসন্ত এবাভ্যারভেত বসন্তো বৈ ব্রাহ্মণস্যর্ত্তু রিত্যাদিশাস্ত্রপ্রসিদ্ধোঽহমস্মি ॥ ৫—৩৫ ॥

ছলয়তাং ছলস্য পরবঞ্চনস্য কর্ত্তৄণাং সম্বন্ধি দ্যূতমক্ষদেবনাদিলক্ষণং সর্ব্বস্বাপহার-কারণমহমস্মি। তেজস্বিনামত্যুগ্রপ্রভাবাণাং সম্বন্ধি তেজোঽপ্রতিহতাজ্ঞত্বমহমস্মি। জেতৄণাং পরাজিতাপেক্ষয়োৎকর্ষলক্ষণো জয়োঽস্মি। ব্যবসায়িনাং ব্যবসায়ঃ ফলাব্যভি-চার্য্যুদ্যমোঽহমস্মি। সত্ত্ববতাং সাত্ত্বিকানাং ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যলক্ষণং সত্ত্বকার্য্যমেবাত্র সত্ত্বমহম্ ॥ ৩৬ ॥

আমি **কুসুমাকরঃ**=বসন্তঋতু ; কারণ উহা নানাবিধ সুরভি পুষ্পের আকর এবং অতি রমণীয় হইতেছে। আর "বসন্ত ঋতুতে ব্রাহ্মণ বালককে উপনীত (উপনয়ন সংস্কার সংস্কৃত) করিবে", "ব্রাহ্মণ বসন্ত ঋতুতে অগ্নি আধান করিবে", "প্রত্যেক বসন্ত ঋতুতে জ্যোতিঃনামক যজ্ঞ করিবে", "বসন্ত ঋতুতেই তাহা আরম্ভ করিবে", "বসন্তই ব্রাহ্মণগণের পক্ষে (প্রশস্ত) ঋতু"—ইত্যাদি শাস্ত্রে বসন্ত ঋতুরই পুনঃ পুনঃ উল্লেখ থাকায় বসন্ত অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ; আমি সেই বসন্ত ঋতু স্বরূপ হইতেছি।৫—৩৫॥

অনুবাদ—ছলয়তাম্=যাহারা পরবঞ্চনারূপ ছল করে তাহাদের সম্বন্ধে আমি **দ্যূতম্**=অক্ষক্রীড়াদিরূপ সর্ব্বস্বাপহারক দ্যূতস্বরূপ হইতেছি। **তেজস্বিনাম্**=যাঁহারা অতি উগ্র প্রভাব আমি তাঁহাদের **তেজঃ**=অপ্রতিহতাজ্ঞত্ব হইতেছি অর্থাৎ যে শক্তির প্রভাবে তাঁহাদের আজ্ঞা প্রতিহত হয় না আমি তাঁহাদের সেই শক্তিস্বরূপ হইতেছি। জেতৃগণের নিকটে আমি জয়স্বরূপ হইতেছি ; পরাজিত ব্যক্তি অপেক্ষা যে উৎকর্ষ তাহার নাম জয় ;—আমি সেই জয়স্বরূপ। **ব্যবসায়িনাম্**=যে সমস্ত পুরুষ উদ্যোগী উৎসাহশীল আমি তাঁহাদের **ব্যবসায়ঃ**=ফলের অব্যভিচারী উদ্যম হইতেছি অর্থাৎ যে উদ্যম বিফল হয় না—অবশ্যই ফলপ্রসূ হয় আমি তাদৃশ উদ্যমস্বরূপ। **সত্ত্ববতাম্**=যাঁহারা সাত্ত্বিক তাঁহাদের আমি **সত্ত্বম্**=ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যস্বরূপ সত্ত্বগুণের কার্য্যস্বরূপ হইতেছি। এখানে সত্ত্ব বলিতে সত্ত্বগুণের কার্য্যই বিবক্ষিত।৩৬॥

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥ ৩৮ ॥

অহং দময়তাং দণ্ডঃ অস্মি জিগীষতাং নীতিঃ অস্মি; গুহ্যানাং মৌনম্ এব চ অস্মি; জ্ঞানবতাং জ্ঞানম্ অস্মি অর্থাৎ আমি দমনকারীগণের সম্বন্ধে দণ্ড, জিগীষুগণের নীতি, গুহ্যার্থ বিষয়ে মৌন এবং তত্ত্ব জ্ঞানিগণের জ্ঞান ॥৩৮

সাক্ষাদীশ্বরস্যাপি বিভূতিমধ্যে পাঠস্তেন রূপেণ চিন্তনার্থ ইতি প্রাগেবোক্তম্। বৃষ্ণীনাং মধ্যে বাসুদেবো বসুদেবপুত্রত্বেন প্রসিদ্ধস্ত্বদুপদেষ্টায়মহম্। তথা পাণ্ডবানাং মধ্যে ধনঞ্জয়স্ত্বমেবাহম্। মুনীনাং মননশীলানামপি মধ্যে বেদব্যাসোঽহম্। কবীনাং ক্রান্তদর্শিনাং সূক্ষ্মার্থবিবেকিনাং মধ্যে উশনা কবিরিতি খ্যাতঃ শুক্রোঽহম্ ॥ ৩৭ ॥

দময়তামদান্তানুৎপথান্ পথি প্রবর্ত্তয়তামুৎপথপ্রবৃত্তৌ নিগ্রহহেতুর্দণ্ডো ঽহমস্মি। জিগীষতাং জেতুমিচ্ছতাং নীতির্ন্যায়ো জয়োপায়স্য প্রকাশকোঽহমস্মি।১ গুহ্যানাং গোপ্যানাং গোপনহেতুর্মৌনং বাচংযমত্বমহমস্মি। নহি তূষ্ণীং স্থিতস্যাভিপ্রায়ো জ্ঞায়তে।২ গুহ্যানাং গোপ্যানাং মধ্যে সম্যক্ সন্ন্যাসশ্রবণমননপূর্ব্বকমাত্মনো নিদিধ্যাসনলক্ষণং মৌনং বাহমস্মি।৩ জ্ঞানবতাং জ্ঞানিনাং যচ্ছ্রবণমনন-

অনুবাদ—যিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর তাঁহাকেও বিভূতি প্রকরণে উল্লেখ করিবার কারণ হইতেছে এই যে সেইরূপে লোকে তাঁহাকে চিন্তা করিবে, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। (এই অভিপ্রায়েই ভগবান্ বলিতেছেন) **বৃষ্ণীনাম্**=যদুবংশীয়গণের মধ্যে আমি **বাসুদেবঃ**=বসুদেবের পুত্ররূপে যিনি প্রসিদ্ধ, এক্ষণে তোমার যিনি উপদেষ্টা, তৎস্বরূপ হইতেছি। আর পাণ্ডবগণের মধ্যে আমি ধনঞ্জয়—তোমার স্বরূপ হইতেছি। **মুনীনাং**=যাঁহারা আত্মতত্ত্বমননশীল তাঁহাদের মধ্যে আমি বেদব্যাস এবং **কবীনাম্**=ক্রান্তদর্শী, সূক্ষ্ম পদার্থের বিবেকবুদ্ধি যাঁহাদের আছে তাঁহাদের মধ্যে আমি 'কবি' এই নামে প্রসিদ্ধ উশনা অর্থাৎ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য হইতেছি।৩৭॥

অনুবাদ—**দময়তাম্**=অদান্ত (দুর্দান্ত) উৎপথগামী ব্যক্তিগণকে যাঁহারা (দণ্ডদান পূর্ব্বক) ন্যায় পথে প্রবর্ত্তিত (চালিত) করেন তাঁহাদের কাছে আমি **দণ্ডঃ**=অদান্তগণের উৎপথে প্রবৃত্তি হইলে তাহাদের নিগ্রহের কারণ যে দণ্ড তৎস্বরূপ হইতেছি। **জিগীষতাম্**=অর্থাৎ যাহারা জয় করিতে ইচ্ছুক তাহাদের নিকট আমি **নীতিঃ**=ন্যায় অর্থাৎ তাহাদের বিজয়লাভের উপায়ের প্রকাশক নীতিস্বরূপ হইতেছি। **গুহ্যানাং**=গোপনীয় বস্তুসকলের মধ্যে আমি গোপনের হেতুস্বরূপ **মৌনং**=বাচংযমত্ব (বাক্‌সংযমাত্মক) হইতেছি; কারণ যে ব্যক্তি তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া থাকে (চুপ করিয়া থাকে) তাহার অভিপ্রায় জানা যায় না।২ অথবা,—**গুহ্য** অর্থাৎ গোপ্য বা গোপনীয় বিষয় সকলের মধ্যে আমি মৌনস্বরূপ হইতেছি; মৌন অর্থ সন্ন্যাস গ্রহণ এবং আত্মতত্ত্ব শ্রবণ ও মনন পূর্ব্বক যে নিদিধ্যাসন তাহাই বুঝিতে হইবে।৩ **জ্ঞানবতাং**=জ্ঞানিগণের **জ্ঞানং**=আত্মতত্ত্ব শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের পরিপক্কতা হইতে অদ্বিতীয় আত্মার সাক্ষাৎকাররূপ যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥ ৩৯ ॥
নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্ব্বিস্তরো ময়া ॥ ৪০ ॥

হে অর্জ্জুন! যদপি চ সর্ব্বভূতানাং বীজং তৎ অহম্; ময়া বিনা যৎ স্যাৎ চরাচরং ভূতং তৎ ন অস্তি অর্থাৎ যাহা সর্ব্বভূতের বীজ তাহাও আমি; আমা ভিন্ন থাকিতে পারে এমন কিছুই জগতে চর বা অচর নাই ॥৩৯

হে পরন্তপ! মম দিব্যানাং বিভূতীনাম্ অন্তঃ ন অস্তি; এষ তু বিভূতেঃ বিস্তরঃ ময়া উদ্দেশতঃ প্রোক্তঃ অর্থাৎ আমার অলৌকিক বিভূতির সীমা নাই। হে পরন্তপ, এই বিভূতির বাহুল্য আমি তোমায় সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিলাম ॥৪০

নিদিধ্যাসনপরিপাকপ্রভবমদ্বিতীয়াত্মসাক্ষাৎকাররূপং সর্ব্বাজ্ঞানবিরোধি জ্ঞানং তদহমস্মি ॥ ৪—৩৮ ॥

যদপি চ সর্ব্বভূতানাং প্ররোহকারণং বীজং তন্মায়োপাধিকং চৈতন্যমহমেব হে অর্জ্জুন! ময়া বিনা যৎ স্যাত্তবেচ্চরমচরং বা ভূতং বস্তু তন্নাস্ত্যেব, যতঃ সর্ব্বং মৎকার্য্যমেবেত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

প্রকরণার্থমুপসংহরন্ সংক্ষিপতি—। হে পরন্তপ! পরেষাং শত্রূণাং কামক্রোধ-লোভাদীনাং তাপজনক! মম দিব্যানাং বিভূতীনামন্ত ইয়ত্তা নাস্তি। অতঃ যাহা সকল প্রকার অজ্ঞানের বিরোধী অর্থাৎ নাশক আমি তাঁহাদের সেই জ্ঞানস্বরূপ হইতেছি।৪—৩৮॥

অনুবাদ—আর সমস্ত জীবগণের প্ররোহের অর্থাৎ উৎপত্তির কারণস্বরূপ মায়োপাধিক (মায়ারূপ উপাধি বিশিষ্ট) চৈতন্যরূপ যে বীজ, হে অর্জ্জুন! তাহাও আমিই হইতেছি। আমা ছাড়া চর অর্থাৎ জঙ্গমই হউক কিংবা অচর অর্থাৎ স্থাবরই হউক কোনও বস্তু যে হইবে (জন্মিবে) তাহা হইতে পারে না, যেহেতু সমস্ত পদার্থই আমার কার্য্যস্বরূপ হইতেছে।৩৯॥

ভাবপ্রকাশ—শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রধান প্রধান বিভূতির উল্লেখ করিতেছেন। বিস্তৃতরূপে তাঁহার বিভূতির বর্ণনা হইতে পারে না—তাঁহার বিভূতি অনন্ত, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ভগবান্ সকল ভূতের অন্তরে অবস্থিত, তিনিই ভূতগণের আদি, মধ্য ও অন্ত; অন্তরে ধ্যানের উপায় বলিয়া বাহ্য ধ্যানের উপায় বলিতেছেন। যাহারা আন্তর ধ্যানে অক্ষম, তাহারা বাহিরের বস্তু অবলম্বনে ধ্যান করিবে; সেই জন্য বাহিরের বস্তুর মধ্যে যাহাতে যাহাতে তাঁহার প্রকাশ অধিক সেই সব নির্দ্দেশ করিতেছেন।১৯—৩৯॥

অনুবাদ—এইবারে প্রকরণার্থের (প্রতিপাদ্য বিষয়ের) উপসংহার করিবার জন্য ভগবান্ সংক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—। হে পরন্তপ!—কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি পরগণের অর্থাৎ শত্রুগণের সন্তাপজনক অর্জ্জুন! আমার দিব্য বিভূতি সকলের অন্ত (ইয়ত্তা) নাই। এই কারণে যিনি সর্ব্বজ্ঞ তাঁহারও তাহা জানিবার বা বলিবার সামর্থ্য নাই, যেহেতু কেবল সৎ বস্তুই সর্ব্বজ্ঞতার

যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥ ৪১ ॥
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৪২ ॥

বিভূতিমৎ শ্রীমৎ উর্জ্জিতং যৎ যৎ সত্ত্বং তৎ তৎ এব মম তেজোঽংশসম্ভবং অবগচ্ছ অর্থাৎ যাহা ঐশ্বর্য্যযুক্ত, শ্রীসংযুক্ত, প্রভাবশালী ও বলশালী বস্তুজাত থাকিতে পারে, তৎসমুদয় আমার শক্তির অংশ হইতে উৎপন্ন জানিবে ॥৪১

অথবা, হে ধনঞ্জয়! এতেন বহুনা জ্ঞাতেন কিম্? অহম্ ইদং কৃৎস্নং জগৎ একাংশেন বিষ্টভ্য স্থিতঃ অর্থাৎ অথবা হে অর্জ্জুন! এইরূপ পৃথক পৃথক বহু জ্ঞানে তোমার প্রয়োজন কি?—আমি একাংশে সমুদয় জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থিত আছি ॥৪২

সর্ব্বজ্ঞেনাপি সা ন শক্যতে জ্ঞাতুং বক্তুং বা সন্মাত্রবিষয়ত্বাৎ সর্ব্বজ্ঞতায়াঃ। এষ তু ত্বাং প্রত্যুদ্দেশত একদেশেন প্রোক্তো বিভূতের্ব্বিস্তরো ময়া ॥ ৪০ ॥

অনুক্তা অপি ভগবতো বিভূতীঃ সংগ্রহীতুমুপলক্ষণমিদমুচ্যতে—। যদ্‌যৎ সত্ত্বং প্রাণি বিভূতিমদৈশ্বর্য্যযুক্তং তথা শ্রীমৎ শ্রীর্লক্ষ্মীঃ সম্পৎ শোভা কান্তির্বা তয়া যুক্তং, তথা ঊর্জ্জিতম্ বলাদ্যতিশয়েন যুক্তম্, তত্তদেব মম তেজসঃ শক্তেরংশেন সম্ভূতং ত্বমবগচ্ছ জানীহি ॥ ৪১ ॥

এবমবয়বশো বিভূতিমুক্ত্বা সাকল্যেন তামাহ অথবেতি। অথবেতি পক্ষান্তরে। বহুনৈতেন সাবশেষেণ জ্ঞাতেন কিং তব স্যাৎ, হে অর্জ্জুন! ইদং কৃৎস্নং সর্ব্বং জগদেকাংশেন একদেশমাত্রেণ বিষ্টভ্য বিধৃত্য ব্যাপ্য চাহমেব স্থিতো ন মদ্ব্যতিরিক্তং

বিষয় হইয়া থাকে অর্থাৎ যিনি সর্ব্বজ্ঞ, যাহা আছে (যাহা সৎ) তাহাই তিনি বলিতে পারেন। আমার বিভূতির এই যে বিস্তর অর্থাৎ বিস্তৃতি তাহা তোমাকে উদ্দেশেই বলা হইল অর্থাৎ তাহার একদেশ বা অংশ বিশেষই তোমার নিকট বর্ণিত হইল ।৪০॥

অনুবাদ—ভগবানের যে সমস্ত বিভূতি অনুক্ত রহিল সেইগুলিকেও গ্রহণ করিবার জন্য তাহার উপলক্ষণরূপে এইরূপ বলিতেছেন যে, **যৎ যৎ সত্ত্বং** = যে যে প্রাণবৎ বস্তু **বিভূতিমৎ** = ঐশ্বর্য্যযুক্ত, **শ্রীমৎ** = শ্রী বলিতে লক্ষ্মী, সম্পৎ, শোভা অথবা কান্তি, সেই শ্রীযুক্ত এবং **উর্জ্জিতম্** = বল আদির আধিক্য বিশিষ্ট **তৎ তৎ এব** = সেই সেই সমুদয় বস্তুই **মম তেজোঽংশসম্ভবম্** = আমার তেজের অর্থাৎ শক্তির অংশে সম্ভূত হইয়াছে **অবগচ্ছ** = ইহা তুমি জানিও ।৪১॥

ভাবপ্রকাশ—প্রধান প্রধান কতকগুলি বলিয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—এইভাবে কত আর বলিব—বলিয়া ত শেষ করা যাইবে না, তোমাকে মূলতত্ত্বটী বলিতেছি। যেখানেই ঐশ্বর্য্যাধিক্য দেখিবে, যেখানেই শোভাধিক্য দেখিবে, যেখানেই বলাধিক্য দেখিবে, সেখানেই আমার তেজের অংশ হইতে তাহা উদ্ভূত বলিয়া জানিবে। শোভা, ঐশ্বর্য্য, বল প্রভৃতি যাহা কিছু জাগতিক বস্তুর বৈশিষ্ট্য, তাহা সব আমারই; আমার বিভূতির ইহাই লক্ষণ, ইহাই সারতত্ত্ব ।৪০—৪১॥

কিঞ্চিদস্তি "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবীতি" শ্রুতেঃ। তস্মাৎ কিমনেন পরিচ্ছিন্নদর্শনেন সর্ব্বত্র মদ্দৃষ্টিমেব কুর্বিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৪২ ॥

কুর্ব্বন্তি কেঽপি কৃতিনঃ ক্বচিদপ্যনন্তে স্বান্তং বিধায় বিষয়ান্তরশান্তিমেব।
ত্বৎপাদপদ্মবিগলন্মকরন্দবিন্দুমাস্বাদ্য মাদ্যতি মুহুর্মধুভিন্মনো মে ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীবিশ্বেশ্বরসরস্বতী-শ্রীপাদশিষ্য শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীবিরচিতায়াং শ্রীমদ্‌গদগীতা-গূঢ়ার্থদীপিকায়াং
বিভূতিযোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ। ৫

অনুবাদ—এই প্রকারে অবয়বরূপে অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিভূতি নির্দ্দেশ করিয়া এক্ষণে সাকল্যে (সমগ্রভাবে) তাহারই বিষয় বলিতেছেন—। 'অথবা' ইহার অর্থ পক্ষান্তরে। হে অর্জ্জুন! এই সমস্ত বিষয়ের বাহুল্য নিঃশেষ ভাবে জানিলেই বা তোমার কি হইবে, তুমি জানিও যে এই কৃৎস্ন (সমগ্র) জগৎকে আমি **একাংশেন**=কেবল নিজ স্বরূপের একদেশের দ্বারা **বিষ্টভ্য**=বিধৃত করিয়া —পরিব্যাপ্ত হইয়া আমিই অবস্থান করিতেছি, কিন্তু আমা ছাড়া আর অন্য কিছুই নাই। শ্রুতিও তাহাই বলিতেছেন—"বিশ্বভূতগণ অর্থাৎ কালত্রয়বর্ত্তী যাবৎ প্রাণিনিকায় এই বিরাট্ পুরুষের পাদ অর্থাৎ চতুর্থ অংশ হইতেছে মাত্র, আর এই পুরুষের যে অবশিষ্ট ত্রিপাদ তাহা অমৃত অর্থাৎ বিনাশ-রহিত হইয়া 'দিবি' অর্থাৎ দ্যোতনাত্মক স্বপ্রকাশত্বরূপে অবস্থিত রহিয়াছে"। অতএব এই পরিচ্ছিন্ন দর্শনের প্রয়োজন কি, সকল স্থলেই তুমি পরমাত্মদৃষ্টি কর, ইহাই অভিপ্রায় ।৪২॥

কোনও কোনও কৃতী (কুশল) ব্যক্তিগণ কোনও এক (অনির্দ্দেশ্য) অনন্ত তত্ত্বে চিত্ত রাখিয়া চিত্তের বিষয়ান্তরাসক্তির উপশম করিতে পারেন, কিন্তু হে মধুভিৎ (মধুসূদন)! তোমার পাদপদ্ম হইতে ক্ষরিত মকরন্দ (মধু) আস্বাদন করিয়া আমার মন পুনঃ পুনঃ মত্ত হইতেছে অর্থাৎ তোমার প্রতীক উপাসনাতেই আমি চরিতার্থ হইয়াছি, আমার চিত্ত বিষয়ান্তরাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে, ইহাতেই নির্গুণ উপাসনার ফল লব্ধ হইয়াছে।

ভাবপ্রকাশ—শ্রীভগবান্ ভিন্ন কিছুই নাই। সমস্ত জগৎ তাঁহার এক অংশমাত্র। শ্রীভগবান্ এই জগৎকে অতিক্রম করিয়া আছেন, সারা বিশ্বটা তাঁহার একাংশমাত্র—ইহাই তাঁহার বিভূতির সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিচয় ।৪২॥

ইতি শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীবিশ্বেশ্বর সরস্বতী পাদের শিষ্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতী কর্ত্তৃক বিরচিত গীতার গূঢ়ার্থ দীপিকা নামক টীকায় **বিভূতিযোগ** নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ ।
যৎ ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥ ১

অর্জ্জুনঃ উবাচ ।—মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যম্ অধ্যাত্মসংজ্ঞিতং যৎ বচঃ ত্বয়া উক্তং তেন মম অয়ং মোহঃ বিগতঃ অর্থাৎ অর্জ্জুন কহিলেন, হে ভগবন্ ! তুমি আমার শোক নিবৃত্তির জন্য অনুগ্রহ করিয়া যে পরম গুহ্য, অধ্যাত্মতত্ত্বের উপদেশ দিলে তাহা শুনিয়া আমার মোহ বিনষ্ট হইল ॥ ১

পূর্ব্বাধ্যায়ে নানাবিভূতীরুক্ত্বা "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" ইতি বিশ্বাত্মকং পারমেশ্বরং রূপং ভগবতান্তেঽভিহিতং শ্রুত্বা পরমোৎকণ্ঠিতস্তং সাক্ষাৎ কর্ত্তুমিচ্ছন্ পূর্ব্বোক্তমভিনন্দন্ অর্জ্জুন উবাচ—। মদনুগ্রহায় শোকনিবৃত্ত্যুপকারায় পরমং নিরতিশয়পুরুষার্থপর্য্যবসায়ি গুহ্যং গোপ্যং যস্মৈ কস্মৈচিদ্বক্তুমনর্হমপি অধ্যাত্মসংজ্ঞিতং অধ্যাত্মমিতি শব্দিতমাত্মানাত্মবিবেকবিষয় "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্ব-মিত্যাদি" ষষ্ঠাধ্যায়পর্য্যন্তং ত্বংপদার্থপ্রধানং যত্ত্বয়া পরমকারুণিকেন সর্ব্বজ্ঞেনোক্তং বচো বাক্যং, তেন বাক্যেনাহমেষাং হন্তা, ময়ৈতে হন্যন্তে ইত্যাদি বিবিধ

অনুবাদ—পূর্ব্ব অধ্যায়ে নানাপ্রকার বিভূতি বর্ণনা করিয়া শেষে অধ্যায়ান্তে ভগবান্ বলিলেন "আমি নিজ স্বরূপের একাংশের দ্বারাই এই সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি"। ইহা শুনিয়া অর্জ্জুন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত (আগ্রহান্বিত) হইয়া তাহা (সেই বিভূতি বিস্তার) সাক্ষাৎকার করিবার অভিলাষ—পূর্ব্ব কথিত বিষয়ের অভিনন্দন করতঃ (প্রশংসাবাদ করতঃ) বলিলেন—। **মদনুগ্রহায়**=আমার উপর অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত অর্থাৎ যাহাতে আমার শোক নিবৃত্ত হয় সেই উপকার করিবার জন্য **পরমম্**=নিরতিশয় পুরুষার্থ পর্য্যবসায়ী **গুহ্যম্**=গোপ্য (গোপনীয়) যাহা যাহাকে তাহাকে বলা যায় না এবং যাহা **অধ্যাত্ম সংজ্ঞিতম্**=অধ্যাত্ম এই শব্দে অভিহিত হয় তাদৃশ আত্মা ও অনাত্মার বিবেক (পার্থক্যকে) অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ে "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্" ইত্যাদি সন্দর্ভে আরম্ভ করিয়া ষষ্ঠ অধ্যায় পর্য্যন্ত গ্রন্থে 'ত্বং' পদের অর্থ নিরূপণ পর **যৎ**=যে বাক্য **ত্বয়া**=সর্ব্বজ্ঞ তোমাকর্ত্তৃক **উক্তং**=কথিত হইয়াছে **তেন**= সেই সমস্ত বাক্যের দ্বারা **মম অয়ং মোহঃ**='আমি ইহাদের হন্তা (বধকর্ত্তা)', 'আমা কর্ত্তৃক

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ২

হে কমলপত্রাক্ষ! ত্বত্তঃ ময়া ভূতানাং ভবাপ্যয়ৌ বিস্তরশঃ শ্রুতৌ, অব্যয়ং মহাত্ম্যমপি চ অর্থাৎ হে কমললোচন, তোমার মুখে আমি ভূতগণের যে উৎপত্তি ও লয় হইয়া থাকে, তাহা এবং তোমার অব্যয় মাহাত্ম্যও সবিস্তর শ্রবণ করিলাম ॥ ২

বিপর্য্যাসলক্ষণো মাহোঽয়মনুভবসাক্ষিকো বিগতো বিনষ্টো মম তত্রাসকৃদাত্মনঃ সর্ব্ববিক্রিয়াশূন্যত্বোক্তেঃ ॥ ১ ॥

তথা সপ্তমাদারভ্য দশমপর্য্যন্তং তৎপদার্থনির্ণয়প্রধানমপি ভগবতো বচনং ময়া শ্রুতমিত্যাহ।১ ভূতানাং ভবাপ্যয়াবুৎপত্তিলয়ৌ ত্বত্তএব বিস্তরশো ময়া শ্রুতৌ নতু সঙ্ক্ষেপেণাসকৃদিত্যর্থঃ।২ কমলস্য পত্রে ইব দীর্ঘে রক্তান্তে পরমমনোরমে অক্ষিণী যস্য তব স ত্বং, হে কমলপত্রাক্ষ! অতিসৌন্দর্য্যাতিশয়োল্লেখোঽয়ং প্রেমাতিশয়াৎ।৩ ন কেবলং ভবাপ্যয়ৌ ত্বত্তঃ শ্রুতৌ মহাত্মনস্তব ভাবো মাহাত্ম্যমনতিশয়ৈশ্বর্য্যং বিশ্বসৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বেঽপ্যবিকারিত্বং শুভাশুভকর্ম্মকারয়িতৃত্বেপ্যবৈষম্যং বন্ধমোক্ষাদি-

ইহারা নিহত হইতেছে' ইত্যাদি রূপ নানাবিধ বিপর্য্যয়াত্মক আমার এই যে মোহ নিজ অনুভবই যাহার সাক্ষী অর্থাৎ যে মোহ আমি স্বয়ংই অনুভব করিতেছি তাহা **বিগতঃ**= বিনষ্ট হইয়াছে, কেন না তুমি সে স্থলে বহুবার ইহা বলিয়াছ যে আত্মা সকল প্রকার বিক্রিয়াশূন্য।২—১॥

অনুবাদ—আর সপ্তম অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া দশম অধ্যায় পর্য্যন্ত গ্রন্থে যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে 'তৎ' পদের অর্থ নির্ণয় যাহাতে প্রধানরূপে অবলম্বিত হইয়াছে ভগবানের সেই কথাও আমি শুনিয়াছি; তাহাই বলিতেছেন।১ **ভূতানাং**=ভূতগণের **ভবাপ্যয়ৌ**=ভব ও অপ্যয় অর্থাৎ উৎপত্তি ও প্রলয় যাহা তোমা হইতেই হয় তাহা আমি হে কমল পত্রাক্ষ—পদ্মপলাশ-লোচন! **ত্বত্তঃ**=তোমারই কাছ থেকে **বিস্তরশঃ শ্রুতঃ**=সবিস্তরে শুনিয়াছি—সংক্ষেপে শুনিয়াছি যে তাহা নহে।২ যঁাহার অক্ষিদ্বয় কমল পত্রের ন্যায় দীর্ঘ রক্তান্ত অর্থাৎ প্রান্তভাগে লোহিতাভ এবং পরম রমনীয়, তিনি কমলপত্রাক্ষ; এস্থলে প্রেমের আধিক্যবশতঃই অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এই ভাবে সৌন্দর্য্যের আধিক্য উল্লেখ করা হইয়াছে।৩ তোমার নিকট যে কেবল প্রাণিগণের উৎপত্তি ও বিনাশের কথাই শুনিয়াছি তাহা নহে কিন্তু তোমার যে **মাহাত্ম্যম্**= মহাত্মার যে ভাব তাহাই মাহাত্ম্য; তোমার যে সেই অর্থাৎ নিরতিশয় ঐশ্বর্য্য,—বিশ্বসৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব তাহা তোমাতে থাকিলেও তোমার যে অবিকারিতা, তুমি শুভ ও অশুভ কর্ম্মের কারয়িতা হইলেও তোমার যে অবৈষম্য অর্থাৎ (অপক্ষপাতিতা) এবং বন্ধ মোক্ষ প্রভৃতি বিচিত্র ফলদাতৃত্ব তোমাতে থাকিলেও তোমার অসঙ্গতা ও উদাসীনতা ইত্যাদি প্রকার অন্যান্য সর্ব্বাত্মতাদি সোপাধিক এবং নিরুপাধিক ও **অব্যয়ম্**=অক্ষয় যে মাহাত্ম্য তাহাও আমি শুনিয়াছি।

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥ ৬
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যৎ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭

হে ভারত! আদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রান্ অশ্বিনৌ তথা মরুতঃ পশ্য ; বহূনি অদৃষ্টপূর্ব্বাণি আশ্চর্য্যাণি পশ্য অর্থাৎ হে ভারত! আমার দেহে আদিত্য, বসু, রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং মরুদ্গণ দেখ ; এবং বহুবিধ অদৃষ্টপূর্ব্ব আশ্চর্য্য বস্তুসকল দর্শন কর ॥ ৬

হে গুড়াকেশ! ইহ মম দেহে অদ্য একস্থং কৃৎস্নং সচরাচরং জগৎ অন্যচ্চ যৎ দ্রষ্টুমিচ্ছসি পশ্য অর্থাৎ হে গুড়াকেশ! অধুনা আমার দেহে অবয়বরূপে অবস্থিত সমগ্র চরাচর এবং আরও যদি কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর, তাহাও দর্শন কর ॥ ৭

সংস্থানবিশেষা যেষাং তানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ মম রূপাণি পশ্য। অর্হে লোট্। দ্রষ্টুমর্হো ভব হে পার্থ! ॥ ৫ ॥

দিব্যানি রূপাণি পশ্যেত্যুক্ত্বা তান্যেব লেশতোঽনুক্রামতি দ্বাভ্যাং।১ পশ্যাদিত্যান্ দ্বাদশ বসূনষ্টৌ রুদ্রানেকাদশ অশ্বিনৌ দ্বৌ মরুতঃ সপ্ত সপ্তকানেকোনপঞ্চাশৎ, তথাঽন্যানপি দেবানিত্যর্থঃ।২ বহূন্যন্যান্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পূর্ব্বমদৃষ্টানি মনুষ্যলোকে ত্বয়া ত্বত্তোঽন্যেন বা কেনচিৎ পশ্যাশ্চর্য্যাণ্যদ্ভুতানি হে ভারত!৩ অত্র শতশোঽথসহস্রশঃ নানাবিধানীত্যস্য বিবরণং বহূনীতি আদিত্যানিত্যাদি চ অদৃষ্টপূর্ব্বাণীতি দিব্যানীত্যস্য আশ্চর্য্যাণীতি নানাবর্ণাকৃতীনীত্যস্যেতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৪—৬ ॥

তুমি **পশ্য**=দেখ, দেখিবার উপযুক্ত হও। এ স্থলে 'পশ্য' এই পদে অর্হ (যোগ্যতা) অর্থে লোটের প্রয়োগ হইয়াছে।২—৫

অনুবাদ—আমার দিব্যরূপ সকল দেখ এই বলিয়া 'পশ্য' ইত্যাদি সন্দর্ভে আরম্ভ করিয়া দুইটী শ্লোকে ভগবান্ লেশতঃ অর্থাৎ (সংক্ষেপে) সেই বহুরূপেরই বর্ণনা করিতেছেন। দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সপ্ত সপ্তক (উনপঞ্চাশৎ সংখ্যক) বায়ু দেখ। **তথা**= এবং অপরাপর দেবগণকেও তুমি দেখ, ইহাই 'তথা' শব্দে সূচিত।২ আর অন্যান্য বহু অদৃষ্টপূর্ব্ব, —মনুষ্যলোকে যাহা তুমি কিংবা তোমা ছাড়া অন্য কেহ পূর্ব্বে দেখে নাই এতাদৃশ আশ্চর্য্য অর্থাৎ অদ্ভুত বস্তুসকল হে ভারত—ভরতকুলতিলক! তুমি দেখ।৩ এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে 'শত শত এবং সহস্র সহস্র', 'নানাবিধ' এই অংশে যাহা বলা হইয়াছে 'বহু' আদিত্যগণ ইত্যাদি তাহারই বিবরণ। আর 'অদৃষ্টপূর্ব্ব' এই অংশটী 'দিব্য' ইহার বিবরণ, এবং 'আশ্চর্য্য' ইহা 'নানাবর্ণাকৃতি' ইহার বিবরণ; অর্থাৎ পূর্ব্ব শ্লোকের সেই সেই অংশগুলিই এই শ্লোকে ঐ বিশেষণগুলি দিয়া বিবৃত করা হইয়াছে।৪—৬॥

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮

তু অনেন স্বচক্ষুষা এব মাং দ্রষ্টুং ন শক্যসে ; তে দিব্যং চক্ষুঃ দদামি, মে ঐশ্বরং যোগং পশ্য অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! পরন্তু তুমি এই স্বীয় চক্ষু দ্বারা আমায় দেখিতে সমর্থ হইবে না! এজন্য আমি তোমাকে দিব্য জ্ঞানাত্মক চক্ষু দিতেছি, তুমি আমার অসামান্য অঘটন-ঘটনসামর্থ্য দর্শন কর ॥ ৮

ন কেবলমেতাবদেব সমস্তং জগদপি মদ্দেহস্থং দ্রষ্টুমর্হসীত্যাহ। ইহাস্মিন্মম দেহে একস্থং একস্মিন্নেবাবয়বরূপেণ স্থিতং জগৎ কৃৎস্নং সমস্তং সচরাচরং জঙ্গমস্থাবরসহিতং তত্র তত্র পরিভ্রমতা বর্ষকোটিসহস্রেণাপি দ্রষ্টুমশক্যম্ অদ্যাধুনৈব পশ্য, হে গুড়াকেশ! যচ্চান্যজ্জয়পরাজয়াদিকং দ্রষ্টুমিচ্ছসি তদপি সন্দেহোচ্ছেদায় পশ্য ॥ ৭ ॥

যত্তূক্তং মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি তত্র বিশেষমাহ।১ অনেনৈব প্রাকৃতেন স্বচক্ষুষা স্বভাবসিদ্ধেন চক্ষুষা মাং দিব্যরূপং দ্রষ্টুং ন তু শক্যসে ন শক্নোষি তু এব।২ শক্ষ্যসে ইতি পাঠে শক্তো ন ভবিষ্যসীত্যর্থঃ। সৌবাদিকস্যাপি শক্নোতের্দৈবাদিকঃ শ্যন্ ছান্দস ইতি বা, দিবাদৌ পাঠোবেত্যেব সাম্প্রদায়িকম্।৩

অনুবাদ—কেবলমাত্র এইটুকুই যে দেখিতে পাইবে তাহা নহে কিন্তু সমস্ত জগৎই যে আমার দেহস্থ—দেহে অবস্থিত তাহা তুমি দেখিতে পাইবে ; তাহাই "ইহ" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন।১ **ইহ**=এখানে অর্থাৎ আমার এই দেহে **সচরাচরম্**=স্থাবর ও জঙ্গমগণের সহিত **কৃৎস্নং**=সমগ্র **জগৎ**=ভুবন **একস্থং**=এক স্থানেতেই অবয়বরূপে অবস্থিত রহিয়াছে যাহা সেই সেই স্থলে পরিভ্রমণ করিতে থাকিয়া সহস্রকোটি বৎসরেও দেখা যায় না হে গুড়াকেশ তাহা তুমি **অদ্য**=এক্ষণেই আমার এই দেহে **পশ্য**=দেখ, **যচ্চ অন্যৎ**=আর, নিজেদের জয় পরাজয় রূপ অপরাপর যাহা কিছু **দ্রষ্টুম্ ইচ্ছসি**=দেখিতে ইচ্ছা করিতেছ তাহাও তুমি নিজ সংশয় দূর করিবার তরে দেখিয়া লও।২—৭॥

অনুবাদ—'যদি তাহা তুমি আমার দেখিবার যোগ্য মনে কর' এইরূপ যে বলা হইয়াছিল তাহারই উত্তরে "নতু" ইত্যাদি শ্লোকে বিশেষত্ব নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন অর্থাৎ দেখিতে হইলে কি বৈশিষ্ট্য আবশ্যক তাহা বলিতেছেন।১ (হে অর্জ্জুন!) তোমার এই যে প্রাকৃত অর্থাৎ লৌকিক স্বভাবসিদ্ধ নিজ চক্ষু তাহাতে কিন্তু তুমি দিব্যরূপ আমায় অর্থাৎ আমার দিব্যরূপ দেখিতে সমর্থ নহ অর্থাৎ দেখিতে সমর্থ হইবে না।২ যদি 'শক্ষ্যসে' এইরূপ পাঠ থাকে তাহা হইলে তাহার অর্থ তুমি সমর্থ হইবে না। 'শক্' ধাতু যদিও ভ্বাদিগণীয় তথাপি তাহার উত্তর দিবাদিগণের 'শ্যন্' আগম হইয়াছে ; অর্থাৎ ইহার উত্তর 'য' যোগ করিয়া দিবাদিগণীয় ধাতুর ন্যায় রূপ করা হইয়াছে। অথবা এই প্রয়োগটী ছান্দস অর্থাৎ বৈদিক প্রয়োগ অনুসারী। সাম্প্রদায়িকগণের মতে (কোন কোন বৈয়াকরণের মতে) শক্ ধাতু দিবাদিগণ

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯
অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥ ১০
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১

সঞ্জয়ঃ উবাচ—হে রাজন, মহাযোগেশ্বরঃ হরিঃ এবম্ উক্ত্বা ততঃ পার্থায় অনেকবক্ত্রনয়নম্ অনেকাদ্ভুতদর্শনম্ অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধং দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনং সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবম্ অনন্তং বিশ্বতোমুখং পরমম্ ঐশ্বরং রূপং দর্শয়ামাস অর্থাৎ সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন! মহাযোগেশ্বর হরি এই বলিয়া অর্জ্জুনকে অনেক মুখ ও নেত্রবিশিষ্ট, অনেক অদ্ভুত দর্শনীয় বস্তুবিশিষ্ট, অনেক দিব্য ভূষণে সমলঙ্কৃত, বিবিধ দিব্যাস্ত্র-সমন্বিত, দিব্য মাল্য ও দিব্য বস্ত্রধারী, দিব্য গন্ধ ও অনুলেপন-চর্চ্চিত, সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, প্রকাশস্বরূপ অপরিচ্ছিন্ন, সর্ব্বত্র মুখবিশিষ্ট—স্বকীয় ঐশ্বরিক রূপ দেখাইলেন ॥ ৯-১০-১১

তর্হি ত্বাং দ্রষ্টুং কথং শক্নুয়ামত আহ—দিব্যমপ্রাকৃতং মম দিব্যরূপদর্শনক্ষমং দদামি তে তুভ্যং চক্ষুস্তেন দিব্যেন চক্ষুষা পশ্য মে যোগমঘটনঘটনসামর্থ্যাতিশয়মৈশ্বরমীশ্বরস্য মমাসাধারণম্ ॥ ৪—৮ ॥

ভগবানর্জ্জুনায় দিব্যং রূপং দর্শিতবান, স চ তদ্দৃষ্ট্বা বিস্ময়াবিষ্টো ভগবন্তং বিজ্ঞাপিতবানিতীমং বৃত্তান্তমেবমুক্ত্বেত্যাদিভিঃ ষড়্ভিঃ শ্লোকৈর্ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি—।১ এবং নতু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেন চক্ষুষা অতোদিব্যং দদামি তে চক্ষুরিত্যুক্ত্বা ততো দিব্যচক্ষুঃপ্রদানাদনন্তরং হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! স্থিরো ভব শ্রবণায় মহান্ সর্ব্বোৎ-

পাঠেরও অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ দিবাদিগণীয় ধাতুর মধ্যে ও আত্মনেপদী শক্ ধাতু আছে; সুতরাং 'শক্যসে' এই পদটীর সাধুত্ব বিষয়ে কোন চিন্তাই নাই।৩ অর্জ্জুনের শঙ্কা হইতে পারে যে, তাহা হইলে আমি তোমায় কিরূপে দেখিতে সমর্থ হইব; ইহার উত্তরে বলিতেছেন—আমি তোমায় আমার দিব্যরূপ দর্শনের উপযুক্ত **দিব্যম্** অপ্রাকৃত—(অলৌকিক) চক্ষু দিব সেই দিব্যচক্ষে তুমি আমার **ঐশ্বরং যোগং**=ঐশ্বর অর্থাৎ যাহা ঈশ্বর আমারই অসাধারণ, সেই যোগ অর্থাৎ অঘটন-ঘটন সামর্থ্যের—অঘটন ঘটাইবার যে শক্তি তাহার আতিশয্য **পশ্য** দেখ।৬—৮॥

অনুবাদ—ভগবান্ অর্জ্জুনকে দিব্যরূপ দেখাইলেন আর অর্জ্জুনও তাহা দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয় তাহা ভগবান্‌কে জানাইলেন—এই বৃত্তান্তটিই সঞ্জয় "এবমুক্ত্বা" ইত্যাদি ছয়টী শ্লোকে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বলিতেছেন—।১ **এবম্ উক্ত্বা**=এইরূপ বলিয়া অর্থাৎ "তুমি কিন্তু তোমার এই লৌকিক নিজ চক্ষুতে আমায় দেখিতে সমর্থ নও, এ কারণে আমি তোমায় দিব্য চক্ষু দিতেছি" এই কথা বলিয়া, হে রাজন ধৃতরাষ্ট্র! আপনি শ্রবণ করিবার জন্য স্থির হউন, তাহার পর অর্থাৎ সেই দিব্য

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্‌যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥ ১২

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভাঃ যদি যুগপৎ উত্থিতা ভবেৎ, সা তস্য মহাত্মনঃ ভাসঃ সদৃশী স্যাৎ অর্থাৎ যদি আকাশে সহস্র সূর্য্যের প্রভা যুগপৎ প্রকাশিত হয়, তবে তাহা সেই মহাত্মার তেজঃপ্রভার সদৃশ হইতে পারে। ১২

কৃষ্ণশ্চাসৌ যোগেশ্বরশ্চেতি মহাযোগেশ্বরো হরি র্ভক্তানাং সর্ব্বক্লেশাপহারী ভগবান্ দর্শনাযোগ্যমপি দর্শয়ামাস পার্থায় একান্তভক্তায় পরমং দিব্যং রূপমৈশ্বরম্॥২—৯॥

তদেব রূপং বিশিনষ্টি—। অনেকানি বক্ত্রাণি নয়নানি চ যস্মিন্ রূপে, অনেকানামদ্ভুতানাং বিস্ময়হেতূনাং দর্শনং যস্মিন্, অনেকানি দিব্যান্যাভরণানি ভূষণানি যস্মিন্ দিব্যান্যনেকান্যুদ্যতান্যায়ুধানি অস্ত্রাণি যস্মিন্ তত্তথা রূপম্। দিব্যানি মাল্যানি পুষ্পময়ানি রত্নময়ানি চ তথা দিব্যাম্বরাণি বস্ত্রাণি চ ধ্রিয়ন্তে যেন তদ্দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যোগন্ধোঽস্যেতি দিব্যগন্ধস্তদনুলেপনং যস্য তৎ সর্ব্বাশ্চর্য্যময়মনেকাদ্ভুতপ্রচুরং দেবং দ্যোতনাত্মকং অনন্তমপরিচ্ছিন্নং বিশ্বতঃ সর্ব্বতোমুখানি যস্মিন্ তদ্রূপম্ দর্শয়ামাসেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ অর্জ্জুনো দদর্শেত্যধ্যাহারো বা॥ ১০।১১॥

চক্ষু প্রদান করিবার পর—**মহাযোগেশ্বরঃ**=যিনি মহান্ সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং যিনি যোগেশ্বর (যোগিগণের ঈশ্বর) সেই মহাযোগেশ্বর **হরিঃ**=যিনি ভক্তগণের সকল প্রকার ক্লেশ অপহরণ করেন সেই ভগবান্ নিজের যে **পরং**=দিব্য ঐশ্বর রূপ তাহা দেখিবার অযোগ্য হইলেও অর্থাৎ তাহার দর্শন পাওয়া অসম্ভব হইলেও একান্ত ভক্ত পার্থকে তাহা **দর্শয়ামাস**=দেখাইয়াছিলেন।২—৯॥

অনুবাদ—"অনেক" ইত্যাদি শ্লোকে ভগবানের সেইরূপেরই বিশেষ বর্ণনা করিতেছেন। তাহা **অনেকবক্ত্রনয়নম্**=যাহাতে অনেক বক্ত্র (মুখ) এবং নয়ন আছে—। তাহা **অনেকাদ্ভুতদর্শনম্**=যাহাতে অনেক অদ্‌ভুতের (বিস্ময়কর বিষয়ের) দর্শন আছে অর্থাৎ দেখিতে পাওয়া যায়—। তাহা **অনেকদিব্যাভরণং**=যাহাতে অনেক দিব্য আভরণ অর্থাৎ ভূষণ বিদ্যমান রহিয়াছে তাদৃশ—। এবং তাহা **দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্**=যাহাতে অনেক দিব্য আয়ুধ অর্থাৎ অস্ত্র উদ্যত রহিয়াছে অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রসমরস্থিত যে সমস্ত বীরগণ অনেক দিব্য অস্ত্র উদ্যত করিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন তাঁহাদের সকলকেই সেই ভাবে সেই ভগবদ্দেহে দেখা যাইতেছিল।১০॥

অনুবাদ—তাহা **দিব্যমাল্যাম্বরধরম্**=দিব্য পুষ্পময় এবং রত্নময় মাল্য সকল এবং দিব্য অম্বর (বস্ত্র) যাহাতে বিধৃত ছিল; এবং তাহা **দিব্যগন্ধানুলেপনম্**=দিব্য গন্ধ যাহার তাহা দিব্যগন্ধ; সেই দিব্যগন্ধবিশিষ্ট অনুলেপন (চন্দন অগুরু আদি গায়ে মাখিবার দ্রব্য) যাহাতে ছিল তাহা দিব্য-গন্ধানুলেপন; আর তাহা **সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ম্**=তাহাতে প্রচুর পরিমাণে অদ্ভুত বস্তু সকল ছিল, এবং তাহা **দেবং**=দ্যোতনাত্মক—প্রকাশময়, **অনন্তম্**=অপরিচ্ছিন্ন ও **বিশ্বতোমুখম্**=যাহার বিশ্বতঃ অর্থাৎ চারিদিকেই বহুমুখ ছিল; এতাদৃশ সেই যে রূপ তাহা ভগবান্ অর্জ্জুনকে দেখাইলেন—এইরূপে পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াপদের সহিত এই বাক্যের সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে; অথবা অর্জ্জুন তাহা দেখিলেন—এই অংশটীর অধ্যাহার করিতে হইবে।১১॥

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥ ১৩
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত॥ ১৪

তদা পাণ্ডবঃ তত্র দেবদেবস্য শরীরে অনেকধা প্রবিভক্তং কৃৎস্নং একস্থম্ অপশ্যৎ অর্থাৎ তখন অর্জ্জুন দেবদেব ভগবানের বিশ্বরূপ শরীরে নানা ভাগে বিশেষরূপে বিভক্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একত্র অবস্থিত দর্শন করিলেন॥ ১৩

ততঃ বিস্ময়াবিষ্টঃ হৃষ্টরোমা সঃ ধনঞ্জয়ঃ দেবং শিরসা প্রণম্য কৃতাঞ্জলিঃ অভাষত অর্থাৎ অনন্তর ধনঞ্জয় বিস্ময়াম্বিত এবং রোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া অবনতমস্তকে ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন॥ ১৪

দেবমিত্যুক্তম্ বিবৃণোতি—। দিবি অন্তরিক্ষে সূর্য্যাণাং সহস্রস্য অপরিমিত-সূর্য্যসমূহস্য যুগপদুদিতস্য যুগপদুত্থিতা ভাঃ প্রভা যদি ভবেৎ, তদা সা তস্য মহাত্মনো বিশ্বরূপস্য ভাসো দীপ্তেঃ সদৃশী তুল্যা যদি স্যাৎ যদি বা ন স্যাৎ ততোঽপি ন্যূনং বিশ্বরূপস্যৈব ভা অতিরিচ্যেতেত্যহং মন্যে, অন্যা তূপমা নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ।১ অত্রাবিদ্যমানাধ্যবসায়াত্তদভাবেনোপমাভাবপরাদদ্ভুতোপমারূপেয়মতিশয়োক্তিরুৎপ্রেক্ষাং ব্যঞ্জয়ন্তী সর্ব্বথা নিরুপমত্বমেব ব্যনক্তি "উভৌ যদি ব্যোম্নি পৃথক প্রবাহাবি" ত্যাদিবৎ॥২—১২॥

ইহৈকস্থং জগৎকৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরমিতি ভগবদাজ্ঞপ্তমপ্যনুভূতবানর্জ্জুন ইত্যাহ—।১ একস্থমেকত্র স্থিতং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা দেবপিতৃমনুষ্যাদি-

অনুবাদ—পূর্ব্ব শ্লোকে 'দেবম্' এই বিশেষণ দিয়া যাহা বলা হইয়াছে এক্ষণে "দিবি" ইত্যাদি শ্লোকে তাহারই বিবরণ দিতেছেন। **'দিবি'** ইহার অর্থ অন্তরীক্ষে। অন্তরীক্ষে সহস্র সূর্য্য—অসংখ্যের সূর্য্যসমূহ যদি যুগপৎ সমুদিত হয় তাহা হইলে তাহাদের যুগপৎ উত্থিত অর্থাৎ এককালীন প্রকাশিত যে প্রভাজাল তাহা সেই মহাত্মার বিশ্বরূপের দীপ্তির সমান হইলেও হয়ত হইতে পারে কিংবা তাহা তাহার সদৃশ নাও হইতে পারে অর্থাৎ তাহাও তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইবে, সেই বিশ্বরূপেরই প্রভা অধিক হইবে বলিয়া আমি মনে করি; আর অন্য কোন উপমা যে হইবে তাহা ত হইতেই পারে না।১ [মাঘ কাব্যের তৃতীয় সর্গে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলস্থিত হারলতার বর্ণন প্রসঙ্গে বর্ণিত) "যদি গগনে আকাশ গঙ্গার জলের দুইটা প্রবাহ পৃথক্‌ভাবে বহিতে থাকে" এই স্থলের ন্যায় এখানেও অবিদ্যমান বস্তুর অর্থাৎ আকাশে অসংখ্য সূর্য্যের যুগপৎ উদয়রূপে অবিদ্যমান বস্তুর অধ্যবসায় (নিশ্চয়) করায় এবং তাহার যদি অভাব হয় তাহা হইলে আর কাহারও সহিত উপমা হইতে পারেনা এইরূপ তাৎপর্য্য থাকায় এখানে অতিশয়োক্তি নামক অলঙ্কার হইয়াছে; কেহ কেহ এই অতিশয়োক্তিকে অদ্ভুতোপমানামেও অভিহিত করিয়া থাকেন; ঐ অতিশয়োক্তির দ্বারা যে উৎপ্রেক্ষা প্রকটিত হইতেছে তাহাতে ইহাই বুঝাইতেছে যে ভগবানের সেই রূপ সকল রকমেই নিরুপম, উপমা রহিত। ২—১২॥

নানাপ্রকারৈ রপশ্যদ্দেবদেবস্য ভগবতঃ তত্র বিশ্বরূপে শরীরে পাণ্ডবোঽর্জ্জুনস্তদা বিশ্বরূপাশ্চর্য্যদর্শনদশায়াম্ ॥২—১৩॥

এবমদ্ভুতদর্শনেঽপ্যর্জ্জুনো ন বিভয়াঞ্চকার, নাপি নেত্রে সঞ্চচার, নাপি সংভ্রমাৎ কর্ত্তব্যং বিসস্মার, নাপি তস্মাদ্দেশাদপসসার, কিন্তুতিধীরত্বাত্তৎকালোচিতমেব ব্যবজহার মহতি চিত্তক্ষোভেঽপীত্যাহ তত ইতি।১ ততস্তদ্দর্শনাদনন্তরং বিস্ময়েনাদ্ভুতদর্শনপ্রভবেনালৌকিকচিত্তচমৎকারবিশেষেণাবিষ্টো ব্যাপ্তঃ—।২ অতএব হৃষ্টরোমা পুলকিতঃ সন্ স প্রখ্যাতমহাদেবসংগ্রামাদিপ্রভাবঃ ধনঞ্জয়ঃ যুধিষ্ঠিররাজসূয়ে উত্তরগোগৃহে চ সর্ব্বান্ বীরান্ জিত্বা ধনমাহৃতবানিতি প্রথিতমহাপরাক্রমোঽতিধীরঃ সাক্ষাদগ্নিরিতি বা মহাতেজস্বিত্বাৎ—।৩ দেবং তমেব বিশ্বরূপধরং নারায়ণং শিরসা ভূমিলগ্নেন প্রণম্য প্রকর্ষেণ ভক্তিশ্রদ্ধাতিশয়েন নত্বা নমস্কৃত্য কৃতাঞ্জলিঃ সংপুটীকৃতহস্তযুগঃ সন্নভাষতোক্তবান্।৪ অত্র বিস্ময়াখ্যস্থায়িভাবস্যার্জ্জুনগতস্যালম্বনবিভাবেন ভগবতা বিশ্বরূপেণোদ্দীপনবিভাবেনাসকৃত্তদ্দর্শনেনানুভাবেন সাত্ত্বিকরোমহর্ষেণ নমস্কারেণাঞ্জলিকরণেন

অনুবাদ—"তুমি এক্ষণে সচরাচর কৃৎস্ন জগৎকে এই এক স্থানেই অবস্থিত দেখ" এইপ্রকারে ভগবান্ যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন অর্জ্জুন তাহাও অনুভব করিলেন; তাহাই "তত্র" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন।১ **একস্থম্**=এক স্থানে স্থিত, **কৃৎস্নম্**=সমগ্র জগৎ যাহা **অনেকধা**=দেবতা, পিতৃগণ এবং মনুষ্য আদি নানা প্রকারে প্রবিভক্ত ছিল তাহা অর্জ্জুন দেবদেব ভগবানের সেই বিশ্বরূপ শরীরে **তদা** তখন অর্থাৎ বিশ্বরূপ রূপ আশ্চর্য্য দর্শনকালে **অপশ্যৎ**=দেখিলেন। ২—১৩॥

অনুবাদ—এইপ্রকারে অদ্ভুত দর্শন করিয়াও অর্জ্জুন ভীত হইলেন না, তাঁহার নেত্রদ্বয় নিমীলিতও হইল না, সম্ভ্রমবশতঃ (ক্ষিপ্রতাহেতু) কর্ত্তব্যও বিস্মৃত হইলেন না, কিংবা সেই স্থান হইতে সরিয়াও গেলেন না, কিন্তু তিনি অতি ধীর বলিয়া চিত্তের মহা বিক্ষোভ (অদ্ভুতদর্শননিবন্ধন চাঞ্চল্য) হইলেও সেই সময়ের যাহা উপযুক্ত তাহা বলিতে লাগিলেন। তাহাই "তত্র" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন।১ **ততঃ**=তাহার পর অর্থাৎ তাহা দর্শন করিবার পর বিস্ময় বশতঃ অর্থাৎ অদ্ভুত বস্তু দর্শন করায় চিত্তের যে অলৌকিক চমৎকারিতা বিশেষ জন্মিয়াছিল তাহাতে তিনি আবিষ্ট (ব্যাপ্ত) হইয়া।২ আর এই কারণে **হৃষ্টরোমা**=পুলকিত হইয়া **সঃ**=মহাদেবাদির সহিত সংগ্রামাদি করায় যাঁহার প্রভাব প্রখ্যাত (প্রসিদ্ধ) রহিয়াছে তাদৃশ প্রসিদ্ধ সেই **ধনঞ্জয়ঃ**=যিনি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে এবং বিরাট রাজপুত্র উত্তরের গাভী উদ্ধার কালে বীরমণ্ডলীকে পরাজিত করিয়া ধন সংগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া যাঁহার মহান্ পরাক্রম প্রথিত রহিয়াছে সেই অতি বীর অর্জ্জুন—। অথবা ধনঞ্জয় শব্দটী অগ্নির পর্য্যায় (নাম); সুতরাং এখানে ধনঞ্জয় বলিতে যিনি সাক্ষাৎ অগ্নিস্বরূপ; যেহেতু তিনি অগ্নির ন্যায় অতিশয় তেজস্বী ছিলেন; সেই অর্জ্জুন।৩ **দেবম্**=বিশ্বরূপধারী সেই নারায়ণকে **শিরসা**=ভূমিসংলগ্ন মস্তকে **প্রণম্য**=প্রকৃষ্টতাসহকারে,—ভক্তি ও শ্রদ্ধার আতিশয্যসহকারে নমস্কার করিয়া **কৃতাঞ্জলিঃ**=হস্তদ্বয়ের সম্পুট (কোষবদ্ধ) করিয়া **অভাষত**=বলিতে লাগিলেন।৪

চাব্যভিচারিণা চানুভাবাক্ষিপ্তেন বা ধৃতিমতিহর্ষবিতর্কাদিনা পরিপোষাৎ সবাসনানাং শ্রোতৄনাং তাদৃশশ্চিত্তচমৎকারোঽপি তদ্ভেদানধ্যবসায়াৎ পরিপোষং গতঃ পরমানন্দাস্বাদরূপেণাদ্ভুতরসো ভবতীতি সূচিতম্ ॥৫—১৪ ॥

এস্থলে অর্জ্জুনগত যে বিস্ময়নামক স্থায়ী ভাব তাহা ভগবান্‌রূপ আলম্বন বিভাবের দ্বারা বিশ্বরূপ রূপ উদ্দীপন বিভাবের দ্বারা, অসকৃৎ (অনেকবার) সেই বিশ্বরূপ দর্শন, রোমহর্ষরূপ সাত্ত্বিক এবং নমস্কার ও অঞ্জলি করণরূপ অনুভাবের দ্বারা ও অনুভাবাক্ষিপ্ত (বিশ্বরূপ দর্শনরূপ অনুভাবের সহিত আগত) ধৃতি, মতি, হর্ষ ও বিতর্ক আদির দ্বারা অথবা ধৃতি, মতি আদি ব্যভিচারী ভাবের দ্বারা পরিপুষ্ট হওয়ায় তাহাতে সবাসন (সহৃদয় যাহারা তাহা অনুভব করিবার উপযুক্ত এবং তদিচ্ছাবান্ তাদৃশ) শ্রোতৃগণের যে ঐ প্রকার চিত্তচমৎকারিতা জন্মায় তাহাও ঐ সমস্ত নির্দ্দিষ্ট সূক্ষ্মভেদ সকলের পার্থক্য (পৃথক্ অনুভূতি) নিশ্চয় করিতে না পারায় অতিশয় পরিপুষ্ট হইয়া পরমানন্দের আস্বাদ স্বরূপে পরিণত হওয়ায় অদ্ভুত রসের সৃষ্টি হইয়াছে ইহাই সূচিত হইতেছে।৫ **তাৎপর্য্য**—এখানে টীকাকার আচার্য্য রসনিরূপণ প্রসঙ্গে যে সমস্ত কথা বলিলেন তাহাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে কিছু কিছু আভাস না দিলে বিষয়টী বুঝিতে কষ্টকর হইয়া পড়ে এই জন্য তাহা বলা যাইতেছে। রসের যাহা প্রধান করণ,যাহা অনুকূল বা প্রতিকূল ভাবসমাবেশে চাপা পড়িয়া যায়না কিন্তু সকল স্থলেই মাল্যানুগত সূত্রের ন্যায় অবলম্বনীয়রূপে অনুবৃত্ত থাকে তাহাকে **স্থায়ীভাব** বলা হয় ; ঐ স্থায়ী ভাবই সেই রসের উৎপত্তির মূল। সাহিত্যদর্পণকার উহার এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন যথা "অবিরুদ্ধা বিরুদ্ধা বা যং তিরোধাতুমক্ষমাঃ। আস্বাদাঙ্কুরকন্দোঽসৌ ভাবঃ স্থায়ীতি সম্মতঃ ॥ ঐ স্থায়ী ভাব নয় প্রকার—রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় ও শম। পরিণাম বিশেষ অনুসারে ঐ স্থায়ীভাবগুলিকেই ঐ সমস্ত নামে রস বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। রতি যেখানে স্থায়ীভাব তাহার পরিণাম বিশেষকে শৃঙ্গাররস বা আদিরস বলা হয় ; হাস্য যেখানে স্থায়ীভাব তাহার পরিণাম বিশেষ হাস্যরস এইরূপ শোক যেখানে স্থায়ীভাব সেখানে বীর রস, ভয় যেখানে স্থায়ীভাব সে স্থলে ভয়ানক রস ; জুগুপ্সা (ঘৃণা) যেখানে স্থায়ীভাব তথায় বীভৎসরস, বিস্ময় যেখানে স্থায়ীভাব সেখানে অদ্‌ভুত রস ; এবং শম যেখানে স্থায়ীভাব সে স্থলে শান্তরস হইয়া থাকে। দৃশ্যকাব্য দর্শনে কিংবা শ্রাব্যকাব্য শ্রবণে সহৃদয় সাগ্রহ দ্রষ্টৃ বা শ্রোতৃগণের চিত্তে রতি আদি স্থায়ীভাব সকলের যে অনুভূতি উৎপন্ন হইবে তাহার অবশ্য কোন কারণ থাকা চাই, যে কারণ বশতঃ সভ্যগণের চিত্তে সেই সেই স্থায়ী ভাবের প্রাদুর্ভাব হয়, রতি আদির উদ্‌বোধক সেই সেই বিষয়কে আলঙ্কারিকগণ **বিভাব** বলিয়া থাকেন। এই বিভাব দুইপ্রকার **আলম্বন বিভাব** ও **উদ্দীপন বিভাব**। যাহাকে আশ্রয় করিয়া রসোদ্‌গম হয় তাহাকে আলম্বন বিভাব বলে যেমন নায়ক আদি। রসের যাহা উদ্দীপক, রস যাহাতে উদ্দীপিত হয় তাহার নাম উদ্দীপন বিভাব ; আলম্বন বিভাবের ক্রিয়াকলাপ এবং দেশকাল আদি ও উদ্দীপন বিভাব হইয়া থাকে। স্থায়িভাবজন্য যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ দর্শনে অন্য ব্যক্তি বুঝিতে পারে যে ইহার মধ্যে রতি আদি কোন একটী স্থায়ীভাব জন্মিয়াছে, স্থায়িভাবের অনুমাপক সেই সমস্ত কার্য্য সকলকে **অনুভাব** বলিয়া অভিহিত করা হয়। স্থায়ীভাবের প্রভাবে বিশেষ বিশেষ রসে সভ্যগণের চিত্তের সাত্ত্বিক আদি পরিণাম বিশেষ উৎপন্ন হয় ; স্তম্ভ (নিশ্চেষ্টতা) স্বেদ (ঘর্ম্ম), রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ,

বেপথু (কম্প), বৈবর্ণ্য বা বিবর্ণতা, অশ্রু ও প্রলয় (দৈহিক ক্রিয়া এবং জ্ঞানের বিলোপ) এই অষ্টবিধ যে সাত্ত্বিকভাব হয় ইহারাও অনুভাবস্বরূপ। পূর্ব্বে যে রত্যাদির বলা হইয়াছে সেইগুলির একটী যখন স্থায়ীভাব হইয়া থাকে তখন মধ্যে মধ্যে অপর দুই একটী ভাবও তাহার মধ্যে কখন কখন অস্থায়িরূপে প্রকাশিত হয় আবার তিরোহিত হয়, পূর্ব্বোক্ত, বিভাব ও অনুভাব ছাড়া নির্বেদআদি অপরাপর কতকগুলি অবস্থা বিশেষও অস্থায়িরূপে প্রকাশ পায় আবার চাপা পড়িয়া যায়—ঐরূপে উহারা প্রধান রসের পরিপুষ্টি বিষয়ের অনুকুলতাই করিয়া থাকে—ঐ সমস্ত অস্থায়িভাবগুলিকে **ব্যাভিচারভাব** বা **সঞ্চারিভাব** বলা হয়। এস্থলে ইহা জ্ঞাতব্য যে বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারিভাব ইহারা নায়কাদিনিষ্ঠ হইলেও ঐগুলি যখন দৃশ্যকাব্য বা শ্রাব্য কাব্যরূপে সভ্যগণের দৃষ্টি বা শ্রুতির বিষয় হয় তখন সেই সভ্যগণের চিত্তে ঐ সমস্ত ভাবগুলি প্রতিফলিত হইয়া থাকে আর তাহাতে তাঁহারা আপনাদিগকে নায়কাদি হইতে অভিন্নরূপে অনুভব করিয়া থাকেন। এইজন্য দর্পণকার বলিয়াছেন— "ব্যাপারোঽস্তি বিভাবাদের্নাম্না সাধারণীকৃতিঃ"। ঐ স্থায়িভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারি ভাবগুলির প্রত্যেক পৃথক্ পৃথক্ অনুভূত হইলেও যখন উহারা সমবেতভাবে বিষয় ও জ্ঞানের অভিন্নাকারতারূপে সহৃদয়চিত্তে এক অলৌকিক অনুভূতি বিশেষের প্রকাশ করিয়া থাকে তখনই তাহাকে **রস** বলা হয়; ঐ যে রস উহা অনুভাব্য নহে কিন্তু অনুভূতিস্বরূপ, উহা অখণ্ড এবং আনন্দস্বরূপ; এই জন্যই আলঙ্কারিকগণ উহাকে **'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর'** বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই যে রস ইহা অভিনীয়মান কিংবা বর্ণ্যমান নায়কাদিনিষ্ঠ নহে অথবা ইহা অভিনেতা কিংবা পাঠকেরও বৃত্তিবিশেষ নহে কিন্তু ইহা সহৃদয় সভ্যগণেরই অলৌকিক অনুভূতি বিশেষ যাহা সবিকল্পকজ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় না, আবার নির্বিকল্পক জ্ঞানেরও গোচর নহে; ইহা পরোক্ষজ্ঞান এবং অপরোক্ষজ্ঞানও নহে, কিন্তু কেবলমাত্র অনুভূতিস্বরূপ স্বয়ম্প্রকাশ।

প্রকৃত স্থলে অর্জ্জুনের যে বিশ্বরূপ দর্শনবর্ণন তথায় অদ্ভুতরস রহিয়াছে; অদ্ভুত রসে বিস্ময় স্থায়ী ভাব; এখানেও বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জ্জুনের বিস্ময় হইয়াছে এবং ইহা শেষ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ভাবেই চলিতেছে। ভগবান্‌কে অবলম্বন করিয়া বিস্ময়ের উদ্ভব হওয়ায় শ্রীভগবান্ এখানে আলম্বন বিভাব। বিশ্বরূপ সেই বিস্ময়ের উদ্দীপক হওয়ায় তাহা এখানে উদ্দীপন বিভাব। এই বিস্ময়রূপ বিভাবের ফলে অর্জ্জুন পুনঃ পুনঃ সেই বিশ্বরূপ দর্শন করিতেছেন এবং তাহাতে স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, ইত্যাদি সাত্ত্বিক ভাব সকল উদিত হওয়ায় উহারা অর্জ্জুনের অন্তর্গত বিস্ময় বাহিরে প্রকাশ করিয়া দিতেছে বলিয়া উহারা এস্থলে অনুভাব। এই সমস্ত কারণে অর্জ্জুনের চিত্তে ধৃতি, মতি, হর্ষ, বিতর্ক প্রভৃতি ভাব সকল মাঝে মাঝে উৎপন্ন হইতেছে আবার নিবৃত্তও হইতেছে বলিয়া ঐগুলি ব্যভিচারিভাব বা সঞ্চারিভাব; —তত্ত্বজ্ঞানবশতঃ কিংবা অভীষ্টলাভাদিনিবন্ধন যে তৃপ্তি তাহাকে ধৃতি বলে; নীতিমার্গের অনুসরণ, কিংবা অনুমান আদির দ্বারা যে বস্তুস্বরূপ নির্ণয় করা তাহার নাম মতি; এই মতি হইতেই ধৃতি, সন্তোষ প্রভৃতি প্রকটিত হয়; অভিলষিত বস্তুর প্রাপ্তি আদি নিবন্ধন যে মনের প্রসন্নতা, আনন্দাশ্রু-পাত, ও গদ্‌গদভাব আদি তাহার নাম হর্ষ; বস্তুর স্বরূপ অবধারণ করিবার জন্য যে সন্দেহ বশতঃ ভ্রূ, মস্তক, অঙ্গুলি আদির পরিচালনা তাহার নাম তর্ক। এই সমস্ত ভাবের সমাবেশে যেমন ঐ অদ্‌ভুত রসটী সকল রকমে অতি পরিপুষ্টই হইয়াছে—সেইরূপ যে সমস্ত সহৃদয় আগ্রহান্বিত শ্রোতৃবর্গ

অর্জ্জুন উবাচ

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥ ১৫

অর্জ্জুন উবাচ—হে দেব! তব দেহে সর্ব্বান্ দেবান্ তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্, দিব্যান্ ঋষীন্, সর্ব্বান্ উরগাংশ্চ ঈশং কমলাসনস্থং ব্রহ্মাণঞ্চ পশ্যামি অর্থাৎ অর্জ্জুন কহিলেন,—হে দেব! তোমার দেহে দেবতাগণকে, ভূতগণকে, দিব্য ঋষিগণকে ও সর্পগণকে এবং সেই দেবাদিরও প্রভু কমলাসনস্থ ব্রহ্মাকে দেখিতেছি॥ ১৫

যদ্ভগবতা দর্শিতং বিশ্বরূপং তদ্ভগবদ্দত্তেন দিব্যেন চক্ষুষা সর্ব্বলোকাদৃশ্যমপি পশ্যাম্যহো মম ভাগ্যপ্রকর্ষ ইতি স্বানুভবমাবিষ্কুর্ব্বন্ অর্জ্জুন উবাচ পশ্যেতি।১ পশ্যামি চাক্ষুষজ্ঞানবিষয়ীকরোমি হে দেব! তব দেহে বিশ্বরূপে দেবান্ বস্বাদীন্ সর্ব্বান্, তথা ভূতবিশেষাণাং স্থাবরাণাং জঙ্গমানাং চ নানাসংস্থানানাং সংঘান্ সমূহান্—।২ তথা ব্রহ্মাণং চতুর্ম্মুখমীশমীশিতারং সর্ব্বেষাং কমলাসনস্থং পৃথিবীপদ্মমধ্যে মেরুকর্ণিকাসনস্থং ভগবন্নাভিকমলাসনস্থমিতি বা।৩ তথা—ঋষীংশ্চ সর্ব্বান্ বশিষ্ঠাদীন্ ব্রহ্মপুত্রান্ উরগাংশ্চ দিব্যান্ অপ্রাকৃতান্ বাসুকিপ্রভৃতীন্ পশ্যামীতি সর্ব্বত্রান্বয়ঃ॥ ১—১৫॥

ইহা শ্রবণ করেন তাহাতে তাঁহাদের চিত্তের চমৎকার অলৌকিক ভাবের উদয় হয়; তাঁহারা তাহাতে আবেশবশতঃ ঐ সমস্ত ভাবগুলির প্রত্যেকের স্বরূপ অনুধাবন করিতে অক্ষম হইয়া যুগপৎ সবগুলিকে সম্বলিতভাবে অনুভব করিতে থাকেন। ঐ প্রকারে শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তের চমৎকারভাব অতিশয় পরিপুষ্ট হইয়া পরমানন্দ আস্বাদরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহাই রসের স্বরূপ—ইহাই রসের চরম অভিব্যক্তি। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই আলঙ্কারিকগণ বলিয়া থাকেন—চতুর্বর্গ-ফলপ্রাপ্তিঃ সুখাদল্পধিয়ামপি। কাব্যাদেব"—কাব্য হইতেই সকলে—এমন কি অল্পপ্রজ্ঞ ব্যক্তিরাও সুখে চতুর্বর্গের ফললাভ করিতে সমর্থ হয় ৫—১৪।

অনুবাদ—ভগবান্ যে বিশ্বরূপ দেখাইলেন তাহা দেখা সকল লোকের পক্ষেই অসম্ভব হইলেও ভগবান্ যে দিব্য চক্ষু দিয়াছেন তাহার প্রভাবে আমি তাহা দেখিতে পাইতেছি—আমার কি সৌভাগ্য! এই প্রকারে অর্জ্জুনের যে নিজ অনুভব হইতেছিল তাহা প্রকাশ করিয়া অর্জ্জুন বলিলেন—।১ হে দেব! তোমার দেহে অর্থাৎ বিশ্বরূপে আমি বসু প্রভৃতি সমস্ত দেবগণকে দেখিতে পাইতেছি অর্থাৎ আমি তাঁহাদিগকে আমার চাক্ষুষ জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতেছি। আর নানা সংস্থান অর্থাৎ বিভিন্ন অবয়ব সম্পন্ন স্থাবর ও জঙ্গমরূপ ভূতবিশেষগণের যে সঙ্ঘ (সমূহ) তাহাদিগকেও আমি দেখিতেছি।২ আর ঈশ অর্থাৎ যিনি সকলের ঈশিতা (অধিপতি) সেই চতুর্মুখ ব্রহ্মাকে কমলাসনস্থ দেখিতেছি অর্থাৎ পৃথিবীরূপ পদ্মের মধ্যে মেরু পর্ব্বতরূপ যে কর্ণিকা আছে সেই কর্ণিকা-রূপ আসনে অবস্থিত দেখিতেছি; অথবা সেই ব্রহ্মাকে ভগবানের নাভিকমলরূপ আসনে অবস্থিত দেখিতেছি।৩ আর বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রহ্মার মানসপুত্র যে সমস্ত ঋষি আছেন তাঁহাদিগকে এবং দিব্য

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৭

হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বরূপ! অনেক-বাহূদরবক্ত্র-নেত্রম্ অনন্তরূপং ত্বাং সর্ব্বতঃ পশ্যামি; পুনঃ তব ন অন্তং ন মধ্যং ন আদিং পশ্যামি অর্থাৎ হে বিশ্বরূপ, হে বিশ্বেশ্বর! অসংখ্য বাহু, উদর, মুখ ও নেত্রবিশিষ্ট অনন্তরূপ তোমায় আমি সর্ব্বত্র দর্শন করিতেছি; কিন্তু তোমার অন্ত, মধ্য বা আদি দেখিতে পাইতেছি না ॥ ১৬

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ, সর্ব্বতঃ দীপ্তিমন্তং তেজোরাশিং দুর্নিরীক্ষ্যং দীপ্তানলার্কদ্যুতিম্ অপ্রমেয়ং ত্বাং সমন্তাৎ পশ্যামি অর্থাৎ কিরীটযুক্ত গদাবিশিষ্ট চক্রহস্ত তেজঃপুঞ্জ-দেহ দুর্নিরীক্ষ, প্রচণ্ড অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট এবং অপ্রমেয়-স্বরূপ তোমাকে আমি সর্ব্বত্র দর্শন করিতেছি ॥ ১৭

যত্র ভগবদ্দেহে সর্ব্বমিদং দৃষ্টবান্ তমেব বিশিনষ্টি। বাহব উদরাণি বক্ত্রাণি নেত্রাণি চানেকানি যস্য তমনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র অনন্তানি রূপাণি যস্যেতি তম্।১ তব তু পুনর্নান্তমবসানং ন মধ্যং নাপ্যাদিং পশ্যামি সর্ব্বগতত্বাৎ, হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বরূপ! সংবোধনদ্বয়মতি সংভ্রমাৎ ॥ ১৬ ॥

তমেব বিশ্বরূপং ভগবন্তং প্রকারান্তরেণ বিশিনষ্টি। কিরীটগদাচক্রধারিণম্ চ সর্ব্বতোদীপ্তিমন্তং তেজোরাশিঞ্চ। অতএব দুর্নিরীক্ষ্যম্ দিব্যেন চক্ষুষা বিনা নিরীক্ষিতুমশক্যং।১ সযকারপাঠে দুঃশব্দোঽপহ্নববচনঃ অনিরীক্ষ্যমিতি যাবৎ।২

অর্থাৎ অপ্রাকৃত (অসাধারণ) বাসুকি প্রভৃতি যে সমস্ত উরগ অর্থাৎ সর্প আছেন তাঁহাদেরও দেখিতেছি। এস্থলে 'পশ্যামি' এই পদটীর সর্ব্বত্র অন্বয় রহিয়াছে বুঝিতে হইবে।৪—১৫॥

অনুবাদ—যে ভগবৎ শরীরে অর্জ্জুন এই সমস্ত গুলি দেখিয়াছিলেন "অনেক" ইত্যাদি শ্লোকে তাহারই বিশেষত্ব নির্দ্দেশ করিতেছেন। যাহাতে বাহু, উদর, বক্ত্র ও নেত্র অনেক সংখ্যক রহিয়াছে তাহা অনেক বাহূদরবক্ত্রনেত্র; হে ভগবন্ তোমার দেহ আমি ঐরূপ দেখিতেছি। আর আমি তোমাকে সর্ব্বত্র অনন্তরূপ দেখিতেছি;—যাহার রূপ অনন্ত তাহা অনন্তরূপ।১ হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বরূপ! আমি তোমার কিন্তু অন্ত অর্থাৎ অবসান বা শেষ কিংবা মধ্য অথবা আদি দেখিতে পাইতেছি না যে হেতু তুমি সর্ব্বগত, সর্ব্বত্র অবস্থিত রহিয়াছ। অতিশয় সম্ভ্রম (ক্ষিপ্রতা) জ্ঞাপন করিবার জন্য এখানে বিশ্বেশ্বর ও বিশ্বরূপ এই দুইটী কথায় দুইবার সম্বোধন করা হইয়াছে।২—১৬॥

অনুবাদ—বিশ্বরূপধারী সেই ভগবান্‌কেই অন্য এক রকমে নির্দ্দেশ করিতেছেন "কিরীটিনম্" ইত্যাদি। আমি তোমাকে কিরীটী, গদী ও চক্রীরূপে অথবা কিরীটগদাচক্রধারিরূপে সর্ব্বতো দীপ্তিমান্ তেজোরাশি স্বরূপ দেখিতেছি। আর সেই কারণে তাহা **দুর্নিরীক্ষম্**—দিব্য চক্ষু বিনা যাহা দেখা অসম্ভব সেই ভাবে দেখিতেছি।১ এস্থলে 'দুর্নিরীক্ষ্যম্' এইরূপ যদি 'য'ফলাযুক্ত পাঠ ধরা হয় তাহা হইলে তখন 'দুর্' এই অব্যয়টী অপহ্নবার্থক অর্থাৎ নিষেধ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥ ১৮

ত্বম্ অক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বম্ অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং ত্বম্ অব্যয়ঃ শাশ্বত-ধর্ম্মগোপ্তা ত্বং সনাতনঃ পুরুষঃ মে মতঃ অর্থাৎ তুমি পরম অক্ষর ও তুমিই মুমুক্ষুগণের জ্ঞাতব্য, তুমি এই বিশ্বের পরম আশ্রয় ও তুমি অব্যয়, এবং সনাতন ধর্ম্মের পালক; তুমি সনাতন পুরুষ—ইহা আমি অবগত আছি॥ ১৮

দীপ্তয়োরনলার্কয়োর্দ্যুতিরিব দ্যুতির্যস্য তমপ্রমেয়মিত্থময়মিতি পরিচ্ছেত্তুমশক্যং ত্বাং সমন্তাৎ সর্ব্বতঃ পশ্যামি দিব্যেন চক্ষুষা।৩ অতোঽধিকারিভেদাদ্দুর্নিরীক্ষ্যং পশ্যামীতি ন বিরোধঃ॥ ৪—১৭॥

এবং তবাতর্ক্যনিরতিশয়ৈশ্বর্য্যদর্শনাদনুমিনোমি—। ত্বমেবাক্ষরং পরমং ব্রহ্ম বেদিতব্যং মুমুক্ষুভির্বেদান্তশ্রবণাদিনা।১ ত্বমেবাস্য বিশ্বস্য পরং প্রকৃষ্টং নিধীয়তেঽস্মিন্নিতি নিধানমাশ্রয়ঃ।২ অতএব ত্বমব্যয়ো নিত্যঃ শাশ্বতস্য নিত্যবেদপ্রতিপাদ্যতয়াঽস্য ধর্ম্মস্য গোপ্তা পালয়িতা।৩ শাশ্বতেতি সম্বোধনং বা। তস্মিন্ পক্ষেঽব্যয়োবিনাশরহিতঃ অতএব সনাতনশ্চিরন্তনঃ পুরুষো যঃ পরমাত্মা স এব ত্বং মে মতো বিদিতোঽসি॥৪—১৮॥

হইবে; তাহা হইলে 'দুর্নিরীক্ষ্য' ইহার অর্থ হইবে অনিরীক্ষ্য।২ এবং তাহা **দীপ্তানলার্ক দ্যুতি** =দীপ্ত অনল (অগ্নি) এবং অর্কের (সূর্য্যের) দ্যুতির ন্যায় যাহার দ্যুতি এবং যাহা **অপ্রমেয়ম্**= 'ইহা এইরূপ' এই প্রকারে যাহার পরিচ্ছেদ অর্থাৎ ঈদৃক্তা ও ইয়ত্তা নির্দ্দেশ করা যায় না;—আমি দিব্যচক্ষে তোমাকে এই রকম অবস্থায় **সর্ব্বতঃ**=সর্ব্বত্র অবলোকন করিতেছি। সুতরাং তুমি দুর্নিরীক্ষ্য হইলেও আমি যে তোমায় দেখিতেছি তাহা বিরুদ্ধ নহে—যেহেতু দেখা বা না দেখা অধিকারীর ভেদেই ব্যবস্থিত হয় অর্থাৎ অন্যে দেখিতে না পাইলেও তুমি যখন আমায় দেখিবার অধিকার দিয়াছ—আমায় দিব্য চক্ষু দিয়াছ তখন আমি যে দেখিতেছি তাহা বিচিত্র নহে।৪—১৭॥

অনুবাদ—যাহা তর্ক ও করা যায় না অর্থাৎ কল্পনাও করা যায় না তোমার সেই নিরতিশয় ঐশ্বর্য্য এইরূপ দর্শন করিয়া আমি অনুমান করিতেছি—**ত্বমক্ষরং**=তুমিই অক্ষর **পরমং**=পরম ব্রহ্ম হইতেছ; যাহা **বেদিতব্যম্**=বেদান্ত বাক্যশ্রবণাদির সাহায্যে মুমুক্ষুগণের বেদিতব্য (জ্ঞেয়) হইতেছ।১ তুমিই এই জগতের প্রকৃষ্ট **নিধানম্**=আশ্রয় হইতেছ;—যাহাতে নিহিত হয় তাহাই নিধান, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে নিধান অর্থ আশ্রয়।২ এই কারণে তুমি **অব্যয়ঃ**=নিত্য এবং **শাশ্বতধর্ম্মের**=অর্থাৎ নিত্য যে বেদ তাহার প্রতিপাদ্য হওয়ায় যাহা নিত্য, সেই সনাতন ধর্ম্মের, **গোপ্তা**=পালন কর্ত্তা হইতেছ।৩ 'শাশ্বত' ইহাকে সম্বোধন পদরূপেও গ্রহণ করা যায়; সে পক্ষে অর্থ হইবে হে শাশ্বত! **ত্বম্ অব্যয়ঃ**=তুমি বিনাশ রহিত; অতএব **ত্বং সনাতনঃ পুরুষঃ**= যিনি সনাতন অর্থাৎ চিরন্তন পুরুষ পরমাত্মা হইতেছেন তাহাও তুমিই ইহা আমার **মতঃ**=আমি এইরূপ বিদিত হইতেছি।৪—১৮॥

অনাদিমধ্যান্ত মনন্তবীর্য্য-মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্ ।
পশ্যামি ত্বা দীপ্তহুতাশবক্ত্রং, স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥ ১৯
দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি, ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ !
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং, লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥ ২০

হে অনাদি-মধ্যান্তম্ অনন্তবীর্য্যম্, অনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রং, তথা দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা ইদং বিশ্বং তপন্তং ত্বাং পশ্যামি অর্থাৎ উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশ-বিহীন, অনন্ত বীর্য্যশালী, অনন্তবাহুসমন্বিত, চন্দ্র-সূর্য্যরূপ নেত্রবিশিষ্ট, প্রদীপ্ত হুতাশনরূপ মুখবিশিষ্ট এবং স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে সমুদয় বিশ্ব সন্তাপক—ঈদৃশ তোমায় আমি অবলোকন করিতেছি ॥ ১৯

হে মহাত্মন্! দ্যাবাপৃথিব্যোঃ ইদম্ অন্তরম্ একেন ত্বয়া হি ব্যাপ্তম্ ; তথা সর্ব্বাঃ দিশশ্চ তব অদ্ভুতম্ ইদম্ উগ্রং রূপং দৃষ্ট্বা লোকত্রয়ং প্রব্যথিতম্ অর্থাৎ হে মহাত্মন্! একমাত্র তুমি স্বর্গ ও পৃথিবী এতদুভয়ের মধ্যভাগ এবং দশদিক্ ব্যাপিয়া অবস্থিত আছ। তোমার এই অদ্ভুত ও উগ্র রূপ দর্শন করিয়া লোকত্রয় ভীত হইতেছে ॥ ২০

কিঞ্চ আদিরুৎপত্তির্মধ্যম্ স্থিতিরন্তোবিনাশস্তদ্রহিতম্ অনাদিমধ্যান্তম্। অনন্তং বীর্য্যং প্রভাবো যস্য তম্। অনন্তা বাহবো যস্য তম্। উপলক্ষণমেতন্মুখাদীনামপি।১ শশিসূর্য্যৌ নেত্রে যস্য তম্। দীপ্তো হুতাশো বক্ত্রম্ যস্য বক্ত্রেষু যস্যেতি বা তম্।২ স্বতেজসা বিশ্বমিদম্ তপন্তম্ সন্তাপয়ন্তম্ ত্বা ত্বাং পশ্যামি ॥ ৩—১৯ ॥

প্রকৃতস্য ভগবদ্রূপস্য ব্যাপ্তিমাহ—। দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরিক্ষং হি এব ত্বয়ৈবৈকেন ব্যাপ্তং।১ দিশশ্চ সর্ব্বা ব্যাপ্তাঃ দৃষ্ট্বাদ্ভুতমত্যন্তবিস্ময়করমিদমুগ্রং দুরধিগমং মহাতেজস্বিত্বাত্তব রূপমুপলভ্য লোকত্রয়ং প্রব্যথিতম্ অত্যন্তভীতং জাতং হে মহাত্মন্! সাধুনামভয়দায়ক! ইতঃ পরমিদমুপসংহরেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২—২০ ॥

অনুবাদ—আরও, **অনাদিমধ্যান্তম্**=আদি বলিতে উৎপত্তি, মধ্য বলিতে স্থিতি এবং অন্ত বলিতে বিনাশ; যিনি এইগুলি রহিত তিনি অনাদিমধ্যান্ত। **অনন্তবীর্য্যম্**=যাঁহার বীর্য্য অর্থাৎ প্রভাব অনন্ত তিনি অনন্তবীর্য্য; **অনন্তবাহুম্**=যাঁহার বাহু অনন্ত তিনি অনন্তবাহু।২ অনন্ত-বাহু এই পদটী মুখাদিরও অনন্ততার উপলক্ষণ (জ্ঞাপক) ১ **শশিসূর্য্যনেত্রম্**=শশী (চন্দ্র) এবং সূর্য্য, যাঁহার দুইটী নেত্রস্বরূপ তিনি শশিসূর্য্যনেত্র। প্রদীপ্ত হুতাশনই যাঁহার বক্ত্র অর্থাৎ মুখ অথবা যাঁহার মুখসকলে দেদীপ্যমান হুতাশন রহিয়াছেন তিনি **দীপ্তহুতাশবক্ত্রম্**।২ তেজঃ প্রভাবে যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সন্তাপিত করিতেছেন; তোমায় আমি এইরূপ অবস্থাপন্ন দেখিতেছি।৩—১৯॥

অনুবাদ—প্রকৃত অর্থাৎ প্রতিপাদ্য ভগবৎ-রূপের ব্যাপ্তি ব্যাপকতা বর্ণন করিতেছেন **দ্যাবাপৃথিব্যোঃ** ইত্যাদি। দ্যুলোক ও ভূলোক ইহাদের এই যে অন্তর (মধ্যস্থল) অর্থাৎ এই যে অন্তরিক্ষ তাহা এবং **দিশশ্চ সর্ব্বাঃ**=সকল দিগ্‌ভাগ গুলিও **ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন**=একমাত্র তোমাকর্ত্তৃকই পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।১ **অদ্ভুতম্**=অত্যন্ত বিস্ময়কর তোমার এই **উগ্রম্**=মহাতেজঃ সম্পন্ন দুরধিগম (দুষ্প্রাপ) রূপ দেখিয়াই, উপলব্ধি করিয়াই হে **মহাত্মন্**=সাধুগণের

অমী হি ত্বা সুরসঙ্ঘা বিশন্তি, কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ, স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥ ২১

অমী সুরসঙ্ঘাঃ হি ত্বাং বিশন্তি কেচিৎ ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ঃ গৃণন্তি মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ "স্বস্তি" ইতি উক্ত্বা পুষ্কলাভিঃ স্তুতিভিঃ ত্বাং স্তুবন্তি অর্থাৎ এই দেবগণ তোমার শরণ লইতেছেন; কেহ কেহ ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছেন এবং মহর্ষিগণ ও সিদ্ধগণ "স্বস্তি" উচ্চারণ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট স্তব সমূহে তোমার স্তব করিতেছেন ॥ ২১

অধুনা ভূভারসংহারকারিত্বমাত্মনঃ প্রকটয়ন্তং ভগবন্তং পশ্যন্নাহ—। অমী হি সুরসংঘা বস্বাদিদেবগণা ভূভারাবতারার্থং মনুষ্যরূপেণাবতীর্ণাঃ যুধ্যমানাঃ সন্তস্ত্বাং বিশন্তি প্রবিশন্তো দৃশ্যন্তে।১ এবমসুরসঙ্ঘা ইতি পদচ্ছেদেন ভূভারভূতাঃ দুর্য্যোধনাদয়স্ত্বাং বিশন্তীত্যপি বক্তব্যম্।২ এবমুভয়োরপি সেনয়োঃ কেচিদ্ভীতাঃ পলায়নেঽপ্যশক্তাঃ সন্তঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি স্তুবন্তি ত্বাম্।৩ এবং প্রত্যুপস্থিতে যুদ্ধে উৎপাতাদিনিমিত্তান্যুপলক্ষ্য স্বস্ত্যস্তু সর্ব্বস্য জগত ইত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘা নারদ-প্রভৃতয়োযুদ্ধদর্শনার্থমাগতা বিশ্ববিনাশপরিহারায় স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভির্গুণোৎকর্ষপ্রতি-পাদিকাভির্ব্বাগ্‌ভিঃ পুষ্কলাভিঃ পরিপূর্ণার্থাভিঃ ॥ ৪—২১ ॥

অভয়দানকারক! এই **লোকত্রয়ম্**—ত্রিভুবন **প্রব্যথিতম্**—অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছে; কাজেই ইহার পর তুমি ইহা উপসংহার কর; এই রূপ সংবরণ কর, ইহাই অভিপ্রায়।২—২০॥

অনুবাদ—এক্ষণে ভগবানকে নিজের ভূভারসংহারকারিতা প্রকটিত করিতে দেখিয়া অর্থাৎ ভগবান্ যে পৃথিবীর ভার সংবরণ করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়া দুষ্টগণের বিনাশ সাধনপূর্ব্বক তাহা সম্পন্ন করিয়াছেন তাহাই নিজ শরীরে অর্জ্জুনকে দেখাইলেও তাহা দেখিয়া অর্জ্জুন বলিতেছেন "অমী" ইত্যাদি। ঐ যে সমস্ত **সুরসঙ্ঘাঃ**=বসু প্রভৃতি দেবগণ, যাঁহারা ভূভারহরণের নিমিত্ত ভূলোকে ভীষ্মাদি মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাঁহারা যুদ্ধ করিতে করিতে তোমার মধ্যে প্রবেশ করিতে-ছেন দেখা যাইতেছে।১ এস্থলে 'অমী হি ত্বাঽসুরসঙ্ঘা বিশন্তি' এইরূপ পাঠ ধরিয়া "ত্বা অসুর-সঙ্ঘা", এইরূপ পদচ্ছেদ করিয়া—পৃথিবীর ভারস্বরূপ দুর্য্যোধন আদি ঐ সমস্ত অসুরগণ তোমার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, এইপ্রকার অর্থও বক্তব্য ২ এইরূপে উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের মধ্যেই **কেচিৎ ভীতাঃ**=কেহ কেহ ভীত হইয়া পলায়ন করিতেও অসমর্থ হওয়ায় **প্রাঞ্জলয়ঃ**=অঞ্জলি করিয়া (করজোড় করিয়া) **গৃণন্তি**=তোমার স্তব করিতেছে।৩ এইরূপে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে পর নারদ আদি যে সমস্ত মহর্ষি ও সিদ্ধগণ যুদ্ধ দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা উৎপাত আদির বহু নিমিত্ত দেখিয়া বিশ্বের বিনাশ পরিহারের জন্য **স্বস্তি ইত্যুক্ত্বা**=সমস্ত জগতের স্বস্তি (মঙ্গল) হউক এই বলিয়া পুষ্কল অর্থাৎ পরিপূর্ণার্থক স্তুতির দ্বারা অর্থাৎ গুণোৎকর্ষ প্রতিপাদক বাক্যসকল উচ্চারণ করিয়া তোমার স্তব করিতেছেন।৪—২১॥

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা, বীক্ষন্তে ত্বা বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে॥ ২২
রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং, মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং, দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্॥ ২৩

রুদ্রাদিত্যা বসবঃ যে চ সাধ্যাঃ বিশ্বে, অশ্বিনৌ, মরুতশ্চ উষ্মপাশ্চ, গন্ধর্ব্বযক্ষাসুর-সিদ্ধসঙ্ঘাঃ, সর্ব্বে এব বিস্মিতাঃ ত্বাং বীক্ষন্তে অর্থাৎ রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্‌গণ, উষ্মপাগণ এবং গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধসমূহ সকলেই বিস্মিত হইয়া তোমাকে দর্শন করিতেছেন॥ ২

হে মহাবাহো! তে বহুবক্ত্রনেত্রং, বহুবাহূরুপাদং, বহূদরং, বহুদংষ্ট্রাকরালং মহৎ রূপং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাঃ তথা অহং অর্থাৎ হে মহাবাহো! তোমার অসংখ্য মুখ ও নেত্রবিশিষ্ট, বহু বাহু উরু ও পদবিশিষ্ট, বহুসংখ্যক দন্তে বিকট বিশাল আকার দর্শন করিয়া লোকসকল ভীত হইয়াছে এবং আমিও ভয় পাইয়াছি॥ ২৩

কিং চান্যৎ রুদ্রাশ্চাদিত্যাশ্চ বসবো যে চ সাধ্যা নাম দেবগণা বিশ্বে তুল্যবিভক্তিক-বিশ্বেদেবশব্দাভ্যামুচ্যমানা দেবগণাঃ অশ্বিনৌ নাসত্যদস্রৌ মরুত একোনপঞ্চাশদ্দেব-গণাঃ উষ্মপাশ্চ পিতরঃ গন্ধর্ব্বাণাং যক্ষাণামসুরাণাং সিদ্ধানাং চ জাতিভেদানাং সঙ্ঘাঃ সমূহা বীক্ষন্তে পশ্যন্তি ত্বা ত্বাং তাদৃশাদ্ভুতদর্শনাত্তে সর্ব্বএব বিস্মিতাশ্চ বিস্ময়মলৌকিক-চমৎকারবিশেষমাপদ্যন্তে চ॥ ২২॥

লোকত্রয়ং প্রব্যথিতমিত্যুক্তমুপসংহরতি। হে মহাবাহো! তে তব রূপং দৃষ্ট্বা লোকাঃ সর্ব্বেঽপি প্রাণিনঃ প্রব্যথিতাস্তথাহং প্রব্যথিতো ভয়েন।১ কীদৃশং তে রূপং মহৎ অতিপ্রমাণং, বহূনি বক্ত্রাণি নেত্রাণি চ যস্মিন্ তৎ, বহবো বাহব উরবঃ পাদাশ্চ

অনুবাদ—রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, যে সমস্ত সাধ্যনামক দেবগণ আছেন।—বিশ্বগণতুল্য-বিভক্তিক বিশ্ব ও দেব এই দুইটী শব্দের দ্বারা উচ্যমান অর্থাৎ বিশ্ব ও দেব এই দুইটী শব্দ সমান বিভক্তিতে প্রযুক্ত হইয়া সামানাধিকরণ্যে যে দেবগণ বিশেষকে বুঝাইয়া থাকে সেই বিশ্বগণ—। নাসত্য ও দস্র নামে প্রসিদ্ধ অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুৎগণ অর্থাৎ উনপঞ্চাশৎসংখ্যক দেবগণ বিশেষ, উষ্মপা পিতৃগণ (নিবেদিত অন্ন যতক্ষণ উষ্ণ থাকে এবং যতক্ষণ তাহা হইতে উষ্মা অর্থাৎ বাষ্প উদ্‌গত হয় ততক্ষণই পিতৃগণ তাহা ভোজন করেন, এইজন্য তাঁহাদের উষ্মপা বলা হয়), গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধনামক যে সমস্ত উপদেবতা জাতিবিশেষ আছেন তাহাদেরও সঙ্ঘ অর্থাৎ সমূহ,—এই সমস্ত জাতীয় ব্যক্তিরা তোমায় দেখিতেছেন এবং তাঁহারা তাদৃশ অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া সকলে বিস্মিত হইয়াও পড়িয়াছেন অর্থাৎ অলৌকিক চমৎকার বিশেষরূপ বিস্ময়প্রাপ্ত হইতেছেন।২২॥

অনুবাদ—লোকত্রয় প্রব্যথিত হইয়াছে, এইরূপে যাহা বলা হইয়াছে এক্ষণে "রূপম্" ইত্যাদি শ্লোকে তাহারই উপসংহার করিতেছেন। হে মহাবাহো! **লোকাঃ**=সমস্ত প্রাণিগণ তোমার রূপ দেখিয়া প্রব্যথিত হইয়াছে আর আমিও ভয়ে ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছি।১ সেইরূপটী কিরূপ? (উত্তর—) তাহা **মহৎ**=অতিপ্রমাণ অর্থাৎ পরিমাণকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে; এবং তাহা

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা, ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ॥২৪
দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি, দৃষ্টৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম, প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥২৫

হে বিষ্ণো নভঃস্পৃশং দীপ্তম্ অনেকবর্ণং, ব্যাত্তাননং, দীপ্তবিশালনেত্রং ত্বাং দৃষ্ট্বা প্রব্যথিতান্তরাত্মা অহং ধৃতিং শমং চ ন বিন্দামি অর্থাৎ হে বিষ্ণো! তোমার গগনস্পর্শী, প্রদীপ্ত, নানাবর্ণ, বিবৃতাস্য ও প্রদীপ্ত বিশালনেত্রবিশিষ্ট মূর্ত্তি দর্শনে আমি ধৈর্য্য ও শান্তি পাইতেছিনা ॥ ২৪

হে দেবেশ! দংষ্ট্রা-করালানি কালানলসন্নি-ভানি তে মুখানি দৃষ্ট্বা এব দিশঃ ন জানে, শর্ম্ম চ ন লভে। হে জগন্নিবাস প্রসীদ অর্থাৎ তোমার দংষ্ট্রাকরাল, প্রলয়াগ্নিসদৃশ মুখমণ্ডল দর্শনে দিশাহারা হইতেছি, মনে সুখও পাইতেছি না। হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ২৫

যস্মিন্ তৎ, বহূন্যুদরাণি যস্মিন্ তৎ, বহুভির্দ্দংষ্ট্রাভিঃ করালমতিভয়ানকং দৃষ্ট্বৈব মৎসহিতাঃ সর্ব্বে লোকা ভয়েন পীড়িতাইত্যর্থঃ ॥ ২—২৩ ॥

ভয়ানকত্বমেব প্রপঞ্চয়তি। ন কেবলং প্রব্যথিত এবাহং ত্বাং দৃষ্ট্বা, কিন্তু প্রব্যথিতোহন্তরাত্মা মনো যস্য সোঽহং ধৃতিং ধৈর্য্যং দেহেন্দ্রিয়াদিধারণসামর্থ্যং শমং চ মনঃপ্রসাদং ন বিন্দামি ন লভে হে বিষ্ণো!১ ত্বাং কীদৃশং নভঃস্পৃশমন্তরিক্ষব্যাপিনং দীপ্তং প্রজ্জ্বলিতং অনেকবর্ণং ভয়ঙ্করনানাসংস্থানযুক্তম্ ব্যাত্তাননং বিবৃতমুখং দীপ্ত-বিশালনেত্রং প্রজ্বলিতবিস্তীর্ণচক্ষুষং ত্বাং দৃষ্ট্বা হি এব প্রব্যথিতান্তরাত্মাহং ধৃতিং শমং চ ন বিন্দামীত্যন্বয়ঃ ॥ ২—২৪ ॥

বহুবক্ত্রনেত্রম্=যাহাতে বহু বক্ত্র এবং নেত্র আছে; তাহা **বহু-বাহূরুপাদম্**=যাহাতে বহুসংখ্যক বাহু, উরু এবং পাদ আছে; তাহা **বহূদরম্**=যাহাতে বহু উদর আছে। এবং তাহা **বহুদংষ্ট্রাকরালম্**=বহুসংখ্যক দংষ্ট্রার জন্য করাল অর্থাৎ অতিভয়ানক। ইহা দেখিয়াই আমি এবং অপরাপর সমস্ত লোক ভয়ে কাতর হইয়াছে, ইহাই ভাবার্থ। ২—২৩ ॥

অনুবাদ—উহা যে ভয়ানক তাহা "নভঃস্পৃশম্" ইত্যাদি শ্লোকে বিস্তৃত করিয়া বলিতেছেন তোমায় দেখিয়া আমি যে কেবল প্রব্যথিতই হইয়াছি তাহা নহে কিন্তু আমি **প্রব্যথিতান্তরাত্মা**=—যাহার অন্তরাত্মা প্রব্যথিত হইয়াছে সেইরূপ হইয়া হে বিষ্ণো। আমি **ধৃতিং** ধৈর্য্য—দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে ধরিয়া রাখিবার সামর্থ্য **শমম্** এবং মনের প্রসাদ বা প্রসন্নতারূপ শম ন **বিন্দামি**=লাভ করিতে পারিতেছিনা।১ কিরূপ তোমায় দেখিয়া? (উত্তর—) **নভঃস্পৃশম্**—অন্তরিক্ষব্যাপী এবং **দীপ্তম্**=প্রজ্বলিত, **অনেকবর্ণম্**=ভয়প্রদ নানা সংস্থান (অবয়ববিন্যাস) বিশিষ্ট, **ব্যাত্তানম্** অর্থাৎ বিবৃতবদন, এবং **দীপ্তবিশালনেত্রম্**—যাঁহার বিস্তীর্ণ চক্ষুগুলি যেন জলিতেছে—এইরকম তোমাকে দেখিয়াই আমি প্রব্যথিতান্তরাত্মা হইয়া ধৃতি ও শম লাভ করিতে পারিতেছিনা—এইরূপ অন্বয় বুঝিতে হইবে। ২—২৪ ॥

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ, সর্ব্বে সহৈব বনিপালসংঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ, সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥২৬
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি, দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥২৭

অবনিপালসঙ্ঘৈঃ সহ অমী চ ধৃতরাষ্ট্রস্য সর্ব্বে এব পুত্রাঃ, তথা ভীষ্মঃ, দ্রোণঃ, অসৌ সূতপুত্রঃ চ অস্মদীয়ৈঃ যোধমুখ্যৈঃ সহ ত্বরমাণাঃ—তে দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি বক্ত্রাণি বিশন্তি ;—কেচিৎ চূর্ণিতৈঃ উত্তমাঙ্গৈঃ দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে অর্থাৎ সমুদয় রাজগণ-সহ ঐ ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনাদি এবং ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ ইহারা সকলে অস্মৎপক্ষীয় যোদ্ধৃবর্গ সহ তোমার দংষ্ট্রাকরাল অনেক মুখমধ্যে মহাবেগে প্রবেশ করিতেছে। তন্মধ্যে কেহ কেহ বিচূর্ণমস্তক হইয়া তোমার বিশাল দন্তের সন্ধিস্থলে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে দেখিতেছি ॥ ২৬-২৭

দংষ্ট্রাভিঃ করালানি বিকৃতত্বেন ভয়ঙ্করাণি প্রলয়কালানলসদৃশানি চ তে মুখানি দৃষ্ট্বৈব ন তু তানি প্রাপ্য ভয়বশেন দিশঃ পূর্ব্বাপরাদিবিবেকেন ন জানে।১ অতো ন লভে চ শর্ম্ম সুখং ত্বদ্রূপদর্শনেঽপি।২ অতো হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! প্রসীদ প্রসন্নো ভব মাং প্রতি যথা ভয়াভাবেন ত্বদ্দর্শনজং সুখং প্রাপ্নুয়ামিতি শেষঃ ॥ ২—২৫ ॥

অস্মাকং জয়ং পরেষাম্ পরাজয়ঞ্চ সর্ব্বদা দ্রষ্টুমিষ্টং পশ্য মম দেহে গুড়াকেশ! যচ্চান্যদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসীতি ভগবদাদিষ্টমধুনা যৎ পশ্যামীত্যাহ পঞ্চভিঃ—।১ অমী চ ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রা দুর্য্যোধনপ্রভৃতয়ঃ শতং সোদরা যুযুৎসুং বিনা সর্ব্বে ত্বাং ত্বরমাণা বিশন্তীত্যগ্রতনেনান্বয়ঃ।২ অতিভয়সূচকত্বেন ক্রিয়াপদন্যূনত্বমত্র গুণ এব।৩ সহৈবাবনি-

অনুবাদ—দংষ্ট্রা সকল থাকায় যেগুলি করাল অর্থাৎ বিকৃতাকার হওয়ায় ভয়ঙ্কর হইয়াছে এবং যেগুলি কালানলসন্নিভ অর্থাৎ প্রলয়কালীন অগ্নির সমান এতাদৃশ তোমার ঐ মুখগুলি পাওয়া দূরে থাক অর্থাৎ উহাদের নিকটবর্ত্তী হওয়া দূরে থাক ঐগুলিকে দেখিয়াই আমি ভয়বশতঃ **দিশো ন জানে**=দিক্ অনুভব করিতে পারিতেছি না অর্থাৎ কোন্ দিক্ পূর্ব্ব কোন্ দিক্ পশ্চিম তাহা বিবেচনা করিতে পারিতেছিনা অর্থাৎ কোন্ দিক্ পূর্ব্ব কোন্ দিক্ পশ্চিম তাহা বিবেচনা করিতে পারিতেছিনা।১ আর এই কারণে **ন লভে চ শর্ম্ম**=তোমার দর্শনেও আমি সুখলাভ করিতে পারিতেছিনা।২ অতএব হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি আমার উপর প্রসন্ন হও, যাহাতে আমি আর ভয় না থাকায় তোমায় দর্শন করিয়া সুখলাভ করিতে পারি। ৩—২৫ ॥

অনুবাদ—'আমাদের জয় এবং বিপক্ষের পরাজয় যাহা সর্ব্বদা দেখিতে ইচ্ছা কর তাহা তুমি দেখ' এবং 'হে গুড়াকেশ তুমি আমার দেহে অন্য যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর তাহাও দেখ' এইরূপে ভগবান্ অর্জ্জুনকে যাহা আদেশ করিয়াছিলেন অর্থাৎ দেখিবার অনুমতি দিয়াছিলেন অর্জ্জুনও এক্ষণে, তাহা আমি দেখিতেছি এই বলিয়া পাঁচটী শ্লোকে সেই দৃষ্ট বিষয়েরই বর্ণনা করিতেছেন "অমী" ইত্যাদি।১ আর ঐ যে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ, যুযুৎসু ছাড়া দুর্য্যোধন আদি শত সহোদর তাহারা সকলে **ত্বরমাণাঃ** ত্বরা করিয়া তোমার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। এস্থলে অগ্রিম (পরবর্ত্তী) শ্লোকের 'ত্বাং

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ, সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতো জ্বলন্তি ॥২৮

যথা নদীনাং বহবঃ অম্বুবেগাঃ অভিমুখাঃ সমুদ্রমেব দ্রবন্তি, তথা অমী নরলোক-বীরাঃ অভিতঃ জ্বলন্তি তব বক্ত্রাণি বিশন্তি অর্থাৎ যেরূপ নানা মার্গে প্রবাহিত নদীসমূহের প্রবাহ সমুদ্রাভিমুখ হইয়া সমুদ্রেই প্রবেশ করে, সেইরূপ এই নরলোক-বীরগণ তোমার সর্ব্বতঃ জাজ্বল্যমান মুখসমূহে প্রবেশ করিতেছে ॥ ২৮

পালানাং শল্যাদীনাম্ রাজ্ঞাম্ সঙ্ঘৈস্ত্বাম্ বিশন্তি।৩ ন কেবলম্ দুর্য্যোধনাদয় এব বিশন্তি কিন্তু অজেয়ত্বেন সর্ব্বৈঃ সম্ভাবিতোঽপি ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রঃ কর্ণস্তথাসৌ সর্ব্বদা মম বিদ্বেষ্টা সহাস্মদীয়ৈরপি পরকীয়ৈরিব ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতিভির্যোধমুখ্যৈস্ত্বাং বিশন্তীতি সম্বন্ধঃ। ৫—২৬ ॥

অমী ধৃতরাষ্ট্রপুত্রপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্বেঽপি তে তব দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি বক্ত্রাণি ত্বরমাণা বিশন্তি তত্র চ কেচিচ্চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ শিরোভির্বিশিষ্টা দশনান্তরেষু বিলগ্নাঃ দৃশ্যন্তে ময়া সম্যগসন্দেহেন ॥ ২৭ ॥

রাজ্ঞাং ভগবন্মুখপ্রবেশনে নিদর্শনমাহ। যথা নদীনামনেকমার্গপ্রবৃত্তানাং বহবোঽম্বূনাং জলানাং বেগা বেগবন্তঃ প্রবাহাঃ সমুদ্রাভিমুখাঃ সন্তঃ সমুদ্রমেব

বিশন্তি' এই অংশের সহিত এই শ্লোকের অন্বয় করিতে হইবে।২ অত্যন্ত ভয় সূচনা করিতেছে বলিয়া এই শ্লোকে ক্রিয়াপদের ন্যূনতায় অর্থাৎ ক্রিয়াপদ না দেওয়ায় 'ন্যূনপদতা' এখানে দোষাবহ না হইয়া গুণেরই হইয়াছে। [অর্থাৎ বাক্যের আকাঙ্ক্ষিত কোন পদ যদি ন্যূন হয় বা উহ্য থাকে তাহা হইলে ন্যূনপদতা নামক দোষ হয়। কিন্তু বক্তা যদি ক্রোধ, বিস্ময়, ভয়াদি সংযুক্ত হয় তাহা হইলে তাহার কথিত বাক্যে ন্যূনপদতা দোষের না হইয়া গুণেরই হইয়া থাকে, ইহাই আলঙ্কারিকগণের অভিমত।]৩ শল্য প্রভৃতি অবনিপালগণের অর্থাৎ রাজন্যবর্গের সহিত সকলেই তোমার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।৪ দুর্য্যোধনাদিরাই যে কেবল ঐভাবে প্রবেশ করিতেছে তাহা নহে কিন্তু সকলে যাঁহাদের অজেয় বলিয়া ধারণা করে সেই ভীষ্ম দ্রোণ এবং যে সকল সময়ে আমার বিদ্বেষ করে সেই ঐ সূতপুত্র কর্ণও এবং পরকীয় অর্থাৎ শত্রুপক্ষীয়গণের ন্যায় অস্মদীয়—অস্মৎপক্ষীয় ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি যে সমস্ত মুখ্য যোদ্ধা আছে তাহাদেরও সহিত উহারা তোমার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।৫—২৬ ॥

অনুবাদ—ঐ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ এবং অপরাপর সকলেই **ত্বরমাণাঃ**=ত্বরা করিয়া **দংষ্ট্রাকরালানি**=দংষ্ট্রার জন্য যাহা করাল অর্থাৎ ভয়ানক তাদৃশ তোমার ঐ **বক্ত্রাণি**=মুখ সকলের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে ; আর তথায় কাহাকে কাহাকেও আমি **চূর্ণিতৈঃ উত্তমাঙ্গৈঃ**=চূর্ণীকৃতমস্তক-বিশিষ্ট এবং তোমার **দশনান্তরেষু**=দন্তাবকাশে (দাঁতের ফাঁকের মধ্যে) **বিলগ্নাঃ**=বিশেষরূপে সংলগ্ন হইতে দেখিতেছি, ইহাতে সন্দেহ নাই। ২৭ ॥

অনুবাদ—রাজগণ যে ভগবানের মুখে প্রবেশ করিতেছে "যথা" ইত্যাদি শ্লোকে তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন।১ যেমন অনেকপথবাহী নদীগণের বহু অম্বুবেগ সকল, জলবেগ সকল অর্থাৎ বেগবৎ

যথাপ্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯
লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥ ৩০

যথা সমৃদ্ধবেগাঃ পতঙ্গাঃ নাশায় প্রদীপ্তং জ্বলনং বিশন্তি, তথৈব সমৃদ্ধবেগাঃ লোকাঃ অপি নাশায় তব বক্ত্রাণি বিশন্তি অর্থাৎ যেরূপ পতঙ্গগণ নিজ মরণ-জন্যই প্রচণ্ড বেগে প্রজ্বলিত বহ্নিমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ এই লোক সকল মরিবার জন্যই মহাবেগে তোমার মুখসমূহে প্রবিষ্ট হইতেছে ॥ ২৯

জ্বলদ্ভিঃ বদনৈঃ লোকান্ গ্রসমানঃ সমন্তাৎ লেলিহ্যসে হে বিষ্ণো ! তব উগ্রাঃ ভাসঃ তেজোভিঃ সমগ্রং জগৎ আপূর্য্য প্রতপন্তি অর্থাৎ হে বিষ্ণো ! তুমি জ্বলন্ত মুখসমূহদ্বারা এই অশেষ লোক গ্রাস করিয়া বারংবার ভক্ষণ করিতেছ ; তোমার তীব্র প্রভাসমূহ স্বতেজে জগন্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া দগ্ধ করিতেছে ॥ ৩০

দ্রবন্তি, তথা তবামী নরলোকবীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতঃ সর্ব্বতো জ্বলন্তি। অভিবিজ্বলন্তীতি বা পাঠঃ ॥ ২৮ ॥

অবুদ্ধিপূর্ব্বকপ্রবেশে নদীবেগং দৃষ্টান্তমুক্ত্বা বুদ্ধিপূর্ব্বকপ্রবেশে দৃষ্টান্তমাহ।১ যথা পতঙ্গাঃ শলভাঃ সমৃদ্ধবেগাঃ সন্তো বুদ্ধিপূর্ব্বং প্রদীপ্তং জ্বলনং বিশন্তি নাশায় মরণায়ৈব, তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা এতে দুর্য্যোধনপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্বেঽপি তব বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ বুদ্ধিপূর্ব্বমনায়ত্যা ॥ ২—২৯ ॥

যোদ্ধুকামানাং রাজ্ঞাং ভগন্মুখপ্রবেশপ্রকারমুক্ত্বা তদা ভগবতস্তদ্ভাসাং চ প্রবৃত্তি-প্রকারমাহ—। এবং বেগেন প্রবিশতো লোকান্ দুর্য্যোধনাদীন্ সর্ব্বান্ গ্রসমানোঽন্তঃ-

প্রবাহ সকল সমুদ্রাভিমুখান হইয়া সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে সেইরূপ ঐ মনুষ্য লোকের মধ্যে বীরগণ, সর্ব্বতঃ জ্বলনশীল অর্থাৎ চারিদিকেই যাহা অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইতেছে তাদৃশ তোমার ঐ মুখ সকলের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। "অভিতো জ্বলন্তি" এস্থলে "অভিবিজ্বলন্তি" এরূপও পাঠ আছে। ২৮ ॥

অনুবাদ—অবুদ্ধিপূর্ব্বক যে প্রবেশ অর্থাৎ না জানিয়া শুনিয়া যে মৃত্যুকবলে প্রবেশ করা তাহারই দৃষ্টান্তরূপে নদীবেগের বিষয় পূর্ব্বশ্লোকে বলিয়া এক্ষণে বুদ্ধিপূর্ব্বক যে প্রবেশ অর্থাৎ জানিয়া শুনিয়া মৃত্যুকবলে যে প্রবেশ করা তাহার দৃষ্টান্ত দিবার জন্য বলিতেছেন "যথা প্রদীপ্তম্" ইত্যাদি ।১ পতঙ্গ অর্থাৎ শলভাদি ক্ষুদ্র জন্তু সকল যেমন "সমৃদ্ধবেগাঃ"=দ্রুতবেগ হইয়া নিজেদের মৃত্যুর জন্যই প্রদীপ্ত পাবকে বুদ্ধিপূর্ব্বক জ্ঞানতঃ প্রবেশ করে সেইরূপ দুর্য্যোধন প্রভৃতি এই লোকগণ সকলেই অনায়তি নিবন্ধন অর্থাৎ উত্তরকাল না থাকায় (মরণকাল সমুপস্থিত হওয়ায়) সমৃদ্ধবেগ হইয়া অর্থাৎ অতি ত্বরা করিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক (জানিয়া শুনিয়া) তোমার মুখ সকলের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। ২—২৯ ॥

অনুবাদ—যুদ্ধাভিলাষী রাজগণ যে এই প্রকারে ভগবানের মুখের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে তাহা বলিয়া ভগবান্ এবং ভগবানের প্রভাসকলের কিরূপ প্রবৃত্তি হইতেছিল তাহাই "লেলিহ্যসে" ইত্যাদি

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ !
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং নহি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ৩১

শ্রীভগবানুবাচ

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো, লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বা ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥ ৩২

উগ্ররূপঃ ভবান্ কঃ মে আখ্যাহি ; নমঃ অস্তু, হে দেববর ! প্রসীদ ; আদ্যং ভবন্তং বিজ্ঞাতুম্ ইচ্ছামি ; হি তব প্রবৃত্তিং ন প্রজানামি অর্থাৎ উগ্রমূর্ত্তি তুমি কে, আমাকে বল। হে দেববর ! আমি তোমাকে নমস্কার করি, তুমি প্রসন্ন হও। তুমি আদিপুরুষ ; তোমায় জানিতে ইচ্ছা করি ; কেননা তোমার কার্য্য আমি অবগত নহি ॥ ৩১

শ্রীভগবান্ উবাচ।—লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ কালঃ অস্মি, লোকান্ সমাহর্ত্তুম্ ইহ প্রবৃত্তঃ ত্বাম্ ঋতেঽপি প্রত্যনীকেষু যে যোধাঃ অবস্থিতাঃ সর্ব্বে ন ভবিষ্যন্তি অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কহিলেন, আমি লোকক্ষয়কারী ভীষণ কাল-পুরুষ। লোকসমূহ সংহার করিবার জন্য ইহলোকে ব্যাপৃত রহিয়াছি ; তুমি বধ না করিলেও, প্রতিপক্ষীয় যোদ্ধাদিগের যাহারা বর্ত্তমান আছে তাহাদের কেহই জীবিত থাকিবে না ॥ ৩২

প্রবেশয়ন্ সমন্তাৎ সর্ব্বতস্ত্বং লেলিহ্যসে আস্বাদয়সি তেজোভিরাপূর্য্য জগৎসমগ্রং যস্মাত্ত্বং তাভির্জগদাপূরয়সি তস্মাত্তবোগ্রাস্তীব্রা ভাসো দীপ্তয়ঃ প্রজ্বলতো জ্বলনস্যেব প্রতপন্তি সন্তাপং জনয়ন্তি হে বিষ্ণো ! ব্যাপনশীল ! ॥ ৩০ ॥

যস্মাদেবং তস্মাৎ এবমুগ্ররূপঃ ক্রূরাকারঃ কো ভবানিত্যাখ্যাহি কথয় মে মহ্য-মত্যন্তানুগ্রাহ্যায়। অতএব নমোঽস্তু তে তুভ্যং সর্ব্বগুরবে, হে দেববর ! প্রসীদ প্রসাদং ক্রৌর্য্যত্যাগং কুরু। বিজ্ঞাতুং বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং সর্ব্বকারণং, ন হি যস্মাত্তব সখাঽপি সন্ প্রজানামি তব প্রবৃত্তিং চেষ্টাং ॥ ৩১ ॥

শ্লোকে বলিতেছেন। দুর্য্যোধনাদি লোকসকল এইভাবে তোমার বদন মধ্যে বেগে প্রবেশ করিতে থাকিলে তাহাদিগকে গ্রাস করতঃ অর্থাৎ উদরমধ্যে প্রবেশ করাইয়া সর্ব্বগত তুমি নিজতেজো-রাশির দ্বারা সমগ্র জগৎকে আপূরিত করিয়া প্রজ্বলিত মুখগুলিতে তাহাদিগকে আস্বাদিত করিতেছ অর্থাৎ ভোজন করিতেছ। হে বিষ্ণো—বিশ্বব্যাপক ! যেহেতু তুমি স্বীয় প্রভাজালে সমগ্র জগৎকে পরিপূরিত করিয়া রহিয়াছ সেই কারণে প্রজ্বলিত জ্বলনের ন্যায় তোমার উগ্র অর্থাৎ ভয়ঙ্কর প্রভা সকল প্রতাপিত করিতেছে—জগতের সন্তাপ জন্মাইতেছে। ২—৩০ ॥

অনুবাদ—যেহেতু এ ঘটনা এইরূপ হইতেছে অতএব এই প্রকারের উগ্ররূপ (ক্রূরাকার,—কঠোর আকৃতি বিশিষ্ট) আপনি কে, তাহা আমায়—আপনার অত্যন্ত অনুগ্রহের পাত্র আমায় বলুন। আর এই কারণে হে দেববর—দেবেশ ! আপনি সকলের গুরু, আপনাকে আমি নমস্কার করিতেছি আপনি প্রসন্ন হউন,—ক্রূরতা (ভয়ঙ্করতা) পরিত্যাগ করুন। **আদ্যম্**=সর্ব্বকারণ আপনাকে আমি **বিজ্ঞাতুম্ ইচ্ছামি**=বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিতেছি, কারণ আমি সখা হইলেও আপনার প্রবৃত্তি অর্থাৎ চেষ্টা (ক্রিয়াকলাপ) জ্ঞাত নহি। ৩১ ॥

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্॥ ৩৩

তস্মাৎ ত্বং উত্তিষ্ঠ, যশো লভস্ব ; শত্রূন্ জিত্বা সমৃদ্ধং রাজ্যং ভুঙ্‌ক্ষ্ব ; ময়া এব এতে পূর্ব্বম্ এব নিহতাঃ ; নিমিত্তমাত্রং ভব অর্থাৎ অতএব, যুদ্ধার্থ উত্থিত হও, শত্রুবর্গকে পরাভূত করিয়া যশোলাভ কর এবং সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর। হে সব্যসাচিন্! আমি ইহাদিগকে পূর্ব্বেই বধ করিয়াছি ; তুমি এক্ষণে নিমিত্তমাত্র হও॥ ৩৩

এবমর্জ্জুনেন প্রার্থিতো যঃ স্বয়ং যদর্থা চ স্বপ্রবৃত্তিস্তৎসর্ব্বং ত্রিভিঃ শ্লোকৈঃ কথয়তি।১ কালঃ ক্রিয়াশক্ত্যুপহিতঃ সর্ব্বস্য সংহর্ত্তা পরমেশ্বরোঽস্মি ভবামীদানীং প্রবৃদ্ধো বৃদ্ধিং গতঃ।২ যদর্থং প্রবৃত্তস্তচ্ছৃণু লোকান্ দুর্য্যোধনাদীন্ সমাহর্ত্তুং ভক্ষয়িতুং প্রবৃত্তো ইহাস্মিন্ কালে।৩ মৎপ্রবৃত্তিং বিনা কথমেবং স্যাদিতি চেন্নেত্যাহ,—ঋতেঽপি ত্বা ত্বামর্জ্জুনং যোদ্ধারং বিনাঽপি ত্বদ্ব্যাপারং বিনাঽপি মদ্ব্যাপারেণৈব ন ভবিষ্যন্তি বিনঙ্‌ক্ষ্যন্তি সর্ব্বে ভীষ্মদ্রোণকর্ণপ্রভৃতয়ো যোদ্ধুমনর্হত্বেন সংভাবিতা অন্যেঽপি যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু প্রতিপক্ষসৈন্যেষু যোধা যোদ্ধারঃ সর্ব্বেঽপি ময়া হতত্বাদেব ন ভবিষ্যন্তি। তত্র তব ব্যাপারোঽকিঞ্চিৎকর ইত্যর্থঃ॥ ৪—৩২॥

যস্মাদেবং তস্মাত্ত্বদ্ব্যাপারমন্তরেণাপি যস্মাদেতে বিনঙ্‌ক্ষ্যন্ত্যেব, তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ উদ্যুক্তো ভব যুদ্ধায় দেবৈরপি দুর্জ্জয়া ভীষ্মদ্রোণাদয়োঽতিরথা ঝটিত্যর্জ্জুনেন নির্জ্জিতা-ইত্যেবম্ভূতং যশো লভস্ব মহদ্ভিঃ পুণ্যৈরেব হি যশো লভ্যতে।১ অযত্নতশ্চ জিত্বা শত্রূন্

অনুবাদ—অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এই প্রকারে প্রার্থিত হইলে পর তিনি স্বয়ং যাহা (যেরূপ) এবং যে কারণে তাঁহার প্রবৃত্তি (ক্রিয়াকলাপ) তৎসমুদয় "কালোঽস্মি" ইত্যাদি তিনটী শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন। ইদানীং আমি **প্রবৃদ্ধঃ**=বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া **কালঃ**=ক্রিয়াশক্তি-উপহিত অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি-অবচ্ছিন্ন—ক্রিয়াশক্তিপ্রধান সর্ব্বসংহারক পরমেশ্বর হইতেছি।২ আর যে কারণে আমি প্রবৃত্ত হইতেছি তাহাও তুমি শুন। আমি "ইহ" এই সময়ে দুর্য্যোধন প্রভৃতি লোকসকলকে **সমাহর্ত্তুম্**=সম্যক্‌রূপে আহার (ভক্ষণ) করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছি।৩ আমার যুদ্ধে প্রবৃত্তি ছাড়া তাহা কিরূপে হইতে পারে? ইহার উত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন **ঋতেঽপি ত্বা**;—তোমা বিনাই—যোদ্ধা অর্জ্জুন ছাড়াই অর্থাৎ ওহে অর্জ্জুন! তোমার যুদ্ধ ব্যাপার ব্যতীতই কেবল আমার ব্যাপারেই কেহই থাকিবে না—সকলেই মরিবে; ভীষ্ম, দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতি যাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করা তুমি অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করিয়াছ এবং **প্রত্যনীকেষু**=প্রতিপক্ষসৈন্যগণের মধ্যে অপরাপর **যে ঽবস্থিতাঃ**=যে সমস্ত যোদ্ধা অবস্থিত রহিয়াছে তাহারা কেহই বাঁচিবে না, যেহেতু সকলেই আমাকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। তাহাতে তোমার যুদ্ধ ব্যাপার অকিঞ্চিৎকর অর্থাৎ তুমি যুদ্ধ করিলেই যে মরিবে তাহা নহে, কেননা তাহার পূর্ব্বেই তাহারা মরিয়া রহিয়াছে। ৪—৩২॥

অনুবাদ—এইরূপে তোমার চেষ্টা বিনাই যখন ইহারা অবশ্যই বিনষ্ট হইবে (হইয়াছে), অতএব **ত্বম্ উত্তিষ্ঠ**=তুমি উঠ—যুদ্ধের জন্য উদ্যোগ কর—। **যশো লভস্ব**=ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি যে সমস্ত

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ, কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা, যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্॥ ৩৪

ময়া হতান্ দ্রোণং চ, জয়দ্রথং চ, কর্ণং চ, তথা অন্যান্ যোধবীরান্ অপি ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠাঃ রণে সপত্নান্ জেতাসি যুধ্যস্ব অর্থাৎ আমাকর্ত্তৃক পূর্ব্বেই নিহত দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অন্যান্য বীরগণকে এখন তুমি বধ কর; ভীত হইও না; যুদ্ধে শত্রুগণকে অবশ্যই পরভূত করিতে পারিবে, অতএব যুদ্ধ কর॥ ৩৪

দুর্য্যোধনাদীন্ ভুঙ্ক্ষ্ব স্বোপার্জ্জনত্বেন ভোগ্যতাং প্রাপয় সমৃদ্ধং রাজ্যমকণ্টকং।২ এতে চ তব শত্রবো ময়ৈব কালাত্মনা নিহতাঃ সংহৃতায়ুষঃ ত্বদীয়যুদ্ধাৎ পূর্ব্বমেব কেবলং তব যশোলাভায় রথান্ন পাতিতাঃ।৩ অতস্ত্বং নিমিত্তমাত্রং অর্জ্জুনেনৈতে নির্জ্জিতা ইতি সার্ব্বলৌকিকব্যপদেশাস্পদং ভব হে সব্যসাচিন্! সব্যেন বামেন হস্তেনাপি শরান্ সাচিতুং সংধাতুং শীলং যস্য তাদৃশস্য তব ভীষ্মদ্রোণাদিজয়ো নাসংভাবিত-স্তস্মাত্ত্বদ্ব্যাপারানন্তরং ময়া রথাৎ পাত্যমানেষ্বেতেষু তবৈব কর্ত্তৃত্বং লোকাঃ কল্পয়িষ্যন্তীত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৪—৩৩॥

নন্বু দ্রোণো ব্রাহ্মণোত্তমো ধনুর্ব্বেদাচার্য্যো মম গুরুর্ব্বিশেষেণ চ দিব্যাস্ত্রসম্পন্নস্তথা ভীষ্মঃ স্বচ্ছন্দমৃত্যুর্দ্দিব্যাস্ত্রসম্পন্নশ্চ পরশুরামেণ দ্বন্দ্বযুদ্ধমুপগম্যাপি ন পরাজিতস্তথা যস্য পিতা বৃদ্ধক্ষত্রস্তপশ্চরতি মম পুত্রস্য শিরো যো ভূমৌ পাতয়িষ্যতি তস্যাপি

অতিরথগণ দেবগণেরও অজেয় তাঁহারা ঝটিতি অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নির্জ্জিত হইলেন—এই প্রকারের যে যশ সেই যশ তুমি লাভ কর, কেননা মহৎ পুণ্যবশতঃই যশোলাভ ঘটে। আর বিনা যত্নেই দুর্য্যোধনাদি শত্রুগণকে জয় করিয়া তুমি সমৃদ্ধ রাজ্য অকণ্টকভাবে ভোগ কর অর্থাৎ নিজের উপসর্জ্জন (অধীন) করিয়া ভোগে লাগাও।২ কারণ এই যে তোমার শত্রুরা ইহারা সংহৃতায়ুঃ অর্থাৎ প্রাপ্তকাল হওয়ায় যুদ্ধ করিবার পূর্ব্বেই কালরূপী আমা কর্ত্তৃকই নিহত হইয়াছে, তোমার যশোলাভের জন্য কেবল আমি ইহাদিগকে রথ হইতে পাতিত করি নাই।৩ অতএব হে **সব্যসাচিন্**!—যিনি সব্য অর্থাৎ (বাম) হস্তেও শরসন্ধান করিতে নিপুণ,সেই তুমি এক্ষণে **নিমিত্তমাত্রং ভব**=কেবলমাত্র নিমিত্তস্বরূপ হও—অর্জ্জুন কর্ত্তৃক ইহাঁরা নির্জ্জিত হইয়াছেন এইপ্রকার যে সার্ব্বলৌকিক ব্যপদেশ (উক্তি) তুমি তাহার ভাজন হও। আর যেহেতু তুমি সব্যসাচী হইতেছ সেই কারণে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতিকে জয় করা তোমার পক্ষে কিছু অসম্ভব নহে; অতএব তোমার ব্যাপারের অর্থাৎ যুদ্ধচেষ্টার পর আমি ইহাদিগকে রথ হইতে পাতিত করিলে লোকে তোমারই কর্ত্তৃত্ব কল্পনা করিবে অর্থাৎ তোমা কর্ত্তৃকই এই অসাধ্য সাধন হইয়াছে জানিবে—ইহাই অভিপ্রায়। ৪—৩৩।

অনুবাদ—আচ্ছা, দ্রোণ হইতেছেন ব্রাহ্মণোত্তম; তিনি ধনুর্ব্বেদের আচার্য্য এবং আমার গুরু; বিশেষতঃ তিনি দিব্য অস্ত্রসম্পন্ন। তাহার পর ভীষ্ম হইতেছেন স্বেচ্ছামৃত্যু এবং দিব্য অস্ত্রসম্পন্ন; পরশুরামের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে যাইয়াও তিনি পরাজিত হন নাই। আর যাহার পিতা বৃদ্ধ ক্ষত্রিয় 'আমার পুত্রের মস্তক যে ভূমিতে ফেলিবে তাহারও মস্তক তৎক্ষণাৎ ভূমিতে লুটাইবে' এই

শিরস্তৎকালং ভূমৌ পতিষ্যতীতি স জয়দ্রথোঽপি জেতুমশক্যঃ স্বয়মপি মহাদেবারাধনপরো দিব্যাস্ত্রসম্পন্নশ্চ তথা কর্ণোঽপি স্বয়ং সূর্য্যসম স্তদারাধনেন দিব্যাস্ত্রসম্পন্নশ্চ বাসবদত্তয়া চৈকপুরুষঘাতিন্যামোঘীকর্ত্তুমশক্যয়া শক্ত্যা বিশিষ্টস্তথা কৃপাশ্বত্থামভূরিশ্রবঃপ্রভৃতয়ো মহানুভাবাঃ সর্ব্বথা দুর্জ্জয়া এবৈতেষু সৎসু কথং জিত্বা শত্রূন রাজ্যং ভোক্ষ্যে কথং বা যশো লপ্স্য ইত্যাশঙ্কামর্জ্জুনস্যাপনেতুমাহ তদাশঙ্কাবিষয়ান্নামভিঃ কথয়ন্—।১ দ্রোণাদীংস্ত্বদাশঙ্কাবিষয়ীভূতান্ সর্ব্বানেব যোধবীরান্ কালাত্মনা ময়া হতানেব ত্বং জহি। হতানাং হননে কো বা পরিশ্রমঃ।২ অতো মা ব্যথিষ্ঠাঃ কথমেবং শক্ষ্যামীতি ব্যথাং ভয়নিমিত্তাং পীড়াং মা গাঃ ভয়ং ত্যক্ত্বা যুধ্যস্ব, জেতাসি জেষ্যস্যচিরেণৈব রণে সংগ্রামে সপত্নান্ সর্ব্বানপি শত্রূন্।৩ অত্র দ্রোণং চ ভীষ্মং চ জয়দ্রথং চেতি চকারত্রয়েণ পূর্ব্বোক্তাজেয়ত্বশঙ্কানূদ্যতে। তথাশব্দেন কর্ণোঽপি অন্যানপি যোধবীরানিত্যত্রাপিশব্দেন।৪ তস্মাৎ কুতোঽপি স্বস্য পরাজয়ং বধনিমিত্তং পাপং চ মা শঙ্কিষ্ঠা ইত্যভিপ্রায়ঃ।৫ "কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণং চ মধুসূদন!

অভিপ্রায়ে তপস্যা করিতেছে সেই জয়দ্রথকে জয় করা ত অসম্ভব; তাহার উপর সে নিজেও মহাদেবের আরাধনায় নিযুক্ত থাকে বলিয়া দৈববলে বলীয়ান্ এবং বহু দিব্য অস্ত্রও তাহার অধিগত আছে। এইরূপ কর্ণও স্বয়ং সূর্য্যের সমান এবং সেই সূর্য্যের আরাধনায় লব্ধ তাহার নিকট অনেক দিব্য অস্ত্র রহিয়াছে; আর ইন্দ্রপ্রদত্ত একপুরুষঘাতিনী যে শক্তি যাহাকে বিফল করা অসম্ভব তাহাও তাহার কাছে আছে। এইরূপ কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা প্রভৃতি মহাপ্রভাব ব্যক্তিরাও সকল রকমেই দুর্জ্জয়। ইহারা বিদ্যমান থাকিতে আমি কিরূপে শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া রাজ্যভোগ করিতে পারিব? আর কিরূপেই বা যশোলাভ করিতে পারিব? অর্জ্জুনের এই প্রকার শঙ্কা দূর করিবার নিমিত্ত যাঁহারা সেই আশঙ্কার বিষয় অর্থাৎ যাঁহাদের জন্য সেই আশঙ্কা হইতেছে তাঁহাদের অবস্থা নামতঃ উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—।১ যাঁহারা তোমার আশঙ্কার বিষয়ীভূত—যাঁহাদের জন্য তুমি আশঙ্কা করিতেছ সেই সমস্ত যোধবীরগণই কালাত্মা আমাকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন তাঁহাদেরই তুমি জয় কর। হত ব্যক্তিগণকে মারিতে আর পরিশ্রম কি?২ অতএব তুমি **মা ব্যথিষ্ঠাঃ**=ব্যথিত হইও না,—কি প্রকারে আমি এরূপ করিতে পারিব এইপ্রকারের ব্যথা অর্থাৎ ভয়জনিত পীড়া প্রাপ্ত হইও না, কিন্তু ভয় পরিত্যাগ করিয়া **যুধ্যস্ব**=যুদ্ধ কর **রণে**=সংগ্রামে তুমি অচিরেই **সপত্নান্**=সকল শত্রুগণকেই **জেতাসি**=জয় করিবে।৩ এস্থলে "দ্রোণং চ ভীষ্মং চ জয়দ্রথং চ" এই অংশে যে তিনটী চকার ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে পূর্ব্ব কথিত অজেয়ত্ব আশঙ্কারই অনুবাদ (উল্লেখ বা পুনরুক্তি) করা হইল। আর 'তথা' এই শব্দটীতে কর্ণের অজেয়তা এবং 'অন্যানপি যোধবীরান্' এস্থলে 'অপি' শব্দটীতে অন্যান্য (কৃপ, অশ্বত্থামাদি) বীরগণের অজেয়ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে।৩ সুতরাং কাহারও নিকটে যে নিজের পরাজয় হইবে কিংবা গুরু প্রভৃতির বধের নিমিত্ত যে পাপ জন্মিবে এরূপ আশঙ্কা করিও না, ইহাই অভিপ্রায়।৪ দ্বিতীয় অধ্যায়ের "কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণং চ মধুসূদন। ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি" এই চতুর্থ

সঞ্জয় উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫

সঞ্জয়ঃ উবাচ—কেশবস্য এতৎ বচনং শ্রুত্বা বেপমানঃ কিরীটী কৃতাঞ্জলিঃ কৃষ্ণং নমস্কৃত্বা ভীতভীতঃ প্রণম্য ভূয়ঃ এব সগদ্গদম্ আহ অর্থাৎ সঞ্জয় কহিলেন, অর্জ্জুন ভগবানের এই কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে, কম্পিতকলেবরে, যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া প্রণাম-পূর্ব্বক গদগদবচনে কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৫

ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবি” ত্যত্রেবাত্রাপি সমুদায়াম্বয়ানন্তরং প্রত্যেকা ম্বয়োদ্রষ্টব্যঃ ॥ ৬—৩৪ ॥

দ্রোণভীষ্মজয়দ্রথকর্ণেষু জয়াশাবিষয়েষু হতেষু নিরাশ্রয়ো দুর্য্যোধনো হত এবেতানু-সন্ধায় জয়াশাং পরিত্যজ্য যদি ধৃতরাষ্ট্রঃ সন্ধিং কুর্য্যাত্তদা শান্তিরুভয়েষাং ভবেদিত্যভিপ্রায়বান্ ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং আহ—।১ এতৎ পূর্ব্বোক্তং কেশবস্য বচনং শ্রুত্বা কৃতাঞ্জলিঃ কিরীটী ইন্দ্রদত্তকিরীটঃ পরমবীরত্বেন প্রসিদ্ধঃ, বেপমানঃ পরমাশ্চর্য্যদর্শনজনিতেন সম্ভ্রমেণ কম্পমানোঽর্জ্জুনঃ কৃষ্ণং ভক্তাঘকর্ষণং ভগবন্তং নমস্কৃত্য ভূয়ঃ পুনরপ্যাহ উক্তবান্।২ সগদ্গদং ভয়েন হর্ষেণ চাশ্রুপূর্ণনেত্রত্বে সতি কফরুদ্ধকণ্ঠতয়া বাচো মন্দত্বসকম্পত্বাদির্বিকারঃ স গদ্গদ স্তদ্যুক্তং যথা স্যাৎ, ভীতভীতঃ অতিশয়েন ভীতঃ সন্ পূর্ব্বং নমস্কৃত্য পুনরপি প্রণম্যাত্যন্তনম্রো ভূত্বা ইতি সম্বন্ধঃ ॥ ৩—৩৫ ॥

শ্লোকটীতে যেমন ‘পূজার্হৌ’ এই পদটীর সমুদায়ের সহিত অন্বয়ের পর প্রত্যেকের সহিত পুনরায় অন্বয় হইয়াছে সেইরূপ এখানেও ‘হতান্’ এই পদটীরও সমুদয়ের সহিত অন্বয় হইয়া পুনরায় প্রত্যেকের সহিত অন্বয় হইবে। অভিপ্রায় এই যে ‘আমা কর্ত্তৃক যাহারা নিহত হইয়াছেন সেই নিহত দ্রোণ, নিহত ভীষ্ম, নিহত জয়দ্রথ, নিহত কর্ণ এবং নিহত অপরাপর যোধবীরগণকে তুমি জয় কর’ এই প্রকার অন্বয় এস্থলে হইবে বুঝিতে হইবে। ৫—৩৪ ॥

অনুবাদ—জয়ের যাঁহারা আশাস্থল সেই দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণ, জয়দ্রথ প্রভৃতি বীরগণ নিহত হইলে দুর্য্যোধনও ত নিরাশ্রয় হওয়ায় হতই হইয়াছে, এইরূপ অনুসন্ধান করিয়া (বুঝিয়া) জয়লাভের আশা পরিত্যাগ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র যদি সন্ধি করেন তাহা হইলে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল হয়, এইরূপ অভিপ্রায় লইয়া, তাহার পর কি ঘটিল এই প্রকার জিজ্ঞাসার উত্তরে সঞ্জয় বলিলেন “এতৎ” ইত্যাদি।১ এতৎ পূর্ব্বোক্ত **বচনং**=ভগবানের সেই বাক্য **শ্রুত্বা**=শ্রবণ করিয়া “কিরীটী”=ইন্দ্র যাঁহাকে কিরীট দিয়াছিলেন পরমবীর বলিয়া প্রসিদ্ধ সেই অর্জ্জুন কৃতাঞ্জলি পুটে বেপমান হইয়া অর্থাৎ পরমাশ্চর্য্য দর্শন করায় সম্ভ্রমে (ক্ষিপ্রতায়) কাঁপিতে কাঁপিতে **কৃষ্ণম্**=ভক্তের পাপদূরকারী ভগবান্‌কে **নমস্কৃত্য**=প্রণাম করিয়া গদ্‌গদভাবে পুনরায় এইরূপ বলিয়াছিলেন।২ ভয় ও হর্ষ বশতঃ নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইলে বাক্য উচ্চারণের যে মন্দতা অর্থাৎ ধীরতা বা বদ্ধতা এবং সকম্পতা প্রভৃতি বিকৃতি

অর্জ্জুন উবাচ

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ॥ ৩৬

অর্জ্জুনঃ উবাচঃ—হে হৃষীকেশ! তব প্রকীর্ত্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যতি অনুরজ্যতে চ, রক্ষাংসি ভীতানি দিশঃ দ্রবন্তি সর্ব্বে চ সিদ্ধসংঘাঃ নমস্যন্তি স্থানে অর্থাৎ অর্জ্জুন কহিলেন, হে হৃষীকেশ! তোমার মাহাত্ম্যকীর্ত্তনে সমস্ত জগৎ যে হর্ষ প্রাপ্ত হয় এবং তোমার প্রতি অনুরক্ত হয়, রাক্ষসেরা যে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করে, আর সিদ্ধগণ যে নমস্কার করেন, এ সমস্তই যুক্তিযুক্ত॥ ৩৬

অর্জ্জুন উবাচ একাদশভিঃ স্থানে ইতি। স্থানে ইত্যব্যয়ং যুক্তমিত্যর্থে। হে হৃষীকেশ! সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রবর্ত্তক! যতস্ত্বমেবমত্যন্তাদ্ভুতপ্রভাবো ভক্তবৎসলশ্চ ততস্তব প্রকীর্ত্ত্যা প্রকৃষ্টয়া কীর্ত্ত্যা নিরতিশয়প্রাশস্ত্যস্য কীর্ত্তনেন শ্রবণেন চ ন কেবলমহমেব প্রহৃষ্যামি কিন্তু সর্ব্বমেব জগচ্চেতনামাত্রং রক্ষোবিরোধি প্রহৃষ্যতি প্রকৃষ্টং হর্ষমাপ্নোতি ইতি যত্তৎ স্থানে যুক্তমেবেত্যর্থঃ।১ তথা সর্ব্বং জগদনুরজ্যতে চ তদ্বিষয়মনুরাগমুপৈতীতি চ যত্তদপি যুক্তমেব।২ তথা রক্ষাংসি ভীতানি সন্তি দিশো দ্রবন্তি সর্ব্বাসু দিক্ষু পলায়ন্ত ইতি যত্তদপি যুক্তমেব।৩ তথা সর্ব্বে সিদ্ধানাং কপিলাদীনাং সঙ্ঘা নমস্যন্তি চেতি যত্তদপি যুক্তমেব।৪ সর্ব্বত্র তব প্রকীর্ত্ত্যেত্যস্যান্বয়ঃ স্থানে ইত্যস্য চ।৫ অয়ং শ্লোকো রক্ষোঘ্নমন্ত্রত্বেন মন্ত্রশাস্ত্রে প্রসিদ্ধঃ॥ ৫—৩৬॥

তাহার নাম গদ্‌গদ; সেই গদ্‌গদভাবে বলিয়াছিলেন।৩ আরও তিনি **ভীতভীতঃ**=অত্যধিক ভীত হইয়া প্রথমতঃ নমস্কার করিলেও পুনর্ব্বার আবার প্রণাম করিয়া অতিশয় নম্র হইয়া বলিলেন।৩—৩৫॥

অনুবাদ—অতঃপর এগারটী শ্লোকে অর্জ্জুন এইরূপ বলিলেন—। **স্থানে**=এই শব্দটী অব্যয়:—ইহার অর্থ যুক্ত অর্থাৎ উচিত। হে **হৃষীকেশ**=সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রবর্ত্তক। যেহেতু তুমি এইরূপ অত্যন্ত অদ্‌ভুত প্রভাবশালী এবং ভক্তগণের উপর বৎসল হইতেছ সেই হেতু **তব প্রকীর্ত্ত্যা**=তোমার প্রকীর্ত্তনে—তোমার যে নিরতিশয় প্রশস্ততা আছে প্রকৃষ্টভাবে তাহার কীর্ত্তন করিলে এবং তাহা শ্রবণ করিলে আমিই যে কেবল প্রহৃষ্ট হই তাহা নহে কিন্তু সমস্ত জগৎই রক্ষোগণের (রাক্ষসগণের) বিরোধী সচেতন পদার্থ মাত্রেই যে **প্রহৃষ্যতি**=প্রকৃষ্টভাবে হর্ষপ্রাপ্ত হয় তাহা **স্থানে**=উপযুক্তই বটে।১ আর সমগ্র জগৎ যে **অনুরজ্যতে চ** তোমার উপরে অনুরাগ প্রাপ্ত হয় তাহাও উচিতই বটে।২ আর **রক্ষাংসি**=রাক্ষস গণও যে **ভীতানি** ভয়াবিষ্ট হইয়া **দিশো দ্রবন্তি** চতুর্দ্দিকে পলায়ন করে তাহাও সমীচীনই বটে।৩ **সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ**=সমস্ত সিদ্ধসঙ্ঘ—কপিলাদি সিদ্ধ পুরুষগণের সমবায় যে তোমাকে নমস্কার করে তাহাও উপযুক্তই বটে।৪ এস্থলে সকল বাক্যগুলিতেই 'তব প্রকীর্ত্ত্যা' ('তোমার প্রকীর্ত্তন করিয়া') এবং 'স্থানে' (উপযুক্ত) এই অংশ দুটীর অন্বয় (সম্বন্ধ) আছে বুঝিতে হইবে। মন্ত্রশাস্ত্রে এই শ্লোকটী রক্ষোঘ্ন মন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে অর্থাৎ ইহার প্রয়োগে রাক্ষসাদি দূরীভূত হয়। (আর তাহা নারায়ণাষ্টাক্ষরমন্ত্র এবং সুদর্শনাস্ত্র মন্ত্র এই মন্ত্রদ্বয়ে সম্পুটিত বুঝিতে হইবে, ইহা এস্থানে রহস্য অর্থাৎ গোপ্য তত্ত্ব)।৫—৩৬॥

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস, ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ ॥ ৩৭

হে মহাত্মন্! হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! ব্রহ্মণঃ অপি গরীয়সে আদিকর্ত্রে তে কস্মাৎ ন নমেরন্ সৎ অসৎপরং যৎ অক্ষরং তৎ ত্বম্ অর্থাৎ হে মহাত্মন্! হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি ব্রহ্মারও গুরু এবং তাহারও জনক; তোমাকে সকলে কেনই বা নমস্কার না করিবে? তুমি সৎ ও অসৎ এবং তদুভয়ের অতীত যে অক্ষর ব্রহ্ম, তাহাও তুমি ॥ ৩৭

ভগবতো হর্ষাদিবিষয়ত্বে হেতুমাহ—। কস্মাচ্চ হেতোস্তে তুভ্যং ন নমেরন্ন নমস্কুর্য্যুঃ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ সর্ব্বেঽপি হে মহাত্মন্! পরমোদারচিত্ত! হে অনন্ত! সর্ব্বপরিচ্ছেদশূন্য! হে দেবেশ! হিরণ্যগর্ভাদীনামপি দেবানাং নিয়ন্তঃ! হে জগন্নিবাস! সর্ব্বাশ্রয়! তুভ্যং কীদৃশায়?—ব্রহ্মণোঽপি গরীয়সে গুরুতরায়; আদিকর্ত্রে ব্রহ্মণোঽপি জনকায়।১ নিয়ন্তৃত্বমুপদেষ্টৃত্বং জনকত্বমিত্যাদিরেকৈকোঽপি হেতুর্নমস্কার্য্যত্বপ্রযোজকঃ কিং পুনর্ম্মহাত্মত্বানন্তত্বজগন্নিবাসত্বাদিনানাকল্যাণগুণসমুচ্চিত ইত্যনাশ্চর্য্যতাসূচনার্থং নমস্কারস্য। কস্মাচ্চেতি বাশব্দার্থশ্চকারঃ।২ কিঞ্চ—সৎ বিধিমুখেন প্রতীয়মানমস্তীতি, অসন্নিষেধমুখেন প্রতীয়মানং নাস্তীতি, অথবা সৎ ব্যক্তং অসৎ অব্যক্তং ত্বমেব।৩ তথা তৎপরং তাভ্যাং সদসদ্ভ্যাং পরং মূলকারণং যদক্ষরং ব্রহ্ম তদপি ত্বমেব ত্বদ্ভিন্নং কিমপি

অনুবাদ—ভগবান্ যে হর্ষাদির বিষয় অর্থাৎ তাঁহার নাম কীর্ত্তনে লোকে যে হৃষ্ট হয় তাহার হেতু কি তাহাই বলিতেছেন। হে **মহাত্মন্**=পরম উদারচিত্ত! হে **অনন্ত**=সকল প্রকার পরিচ্ছেদ-বিহীন! **হে দেবেশ**=হিরণ্যগর্ভ আদি দেবগণেরও নিয়ামক! হে **জগন্নিবাস**=সকলের আশ্রয়! মহর্ষি সিদ্ধ সঙ্ঘ প্রভৃতি সকলেই **কস্মাৎ চ তে ন নমেরন্**=কেনই বা তোমায় নমস্কার না করিবে? কীদৃশ তোমায়? (উত্তর) **গরীয়সে ব্রহ্মণঃ অপি**=যে তুমি ব্রহ্মা অপেক্ষাও গরীয়ান্—গুরুতর, **আদিকর্ত্রে**=এবং যে তুমি আদি কর্ত্তা অর্থাৎ ব্রহ্মারও জনক হইতেছ।১ নিয়ন্তৃত্ব, উপদেষ্টৃত্ব, জনকত্ব ইত্যাদি এক একটী কারণই নমস্কার্য্যতার প্রযোজক অর্থাৎ ঐ সকলের মধ্যে এক একটী যাঁহার মধ্যে আছে তিনিই নমস্কার্য্য (নমস্য বা নমস্কারের পাত্র) হন আর যাঁহার মধ্যে মহাত্মতা, অনন্ততা, জগন্নিবাসত্ব (জগদাশ্রয়ত্ব) প্রভৃতিগুলি অশেষবিধ কল্যাণগুণের সহিত সমুচ্চিতভাবে (মিলিত হইয়া) ঐ নিয়ন্তৃত্ব আদি বিষয়গুলি আছে তিনি যে জগতের নমস্য হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে—এই প্রকারে নমস্কারের অনাশ্চর্য্যতা সূচিত করিবার জন্য 'কস্মাচ্চ" এই পদ দুইটী প্রযুক্ত হইয়াছে; ফলিতার্থ এই যে তাঁহাকে নমস্কার করা বিচিত্র নহে। 'কস্মাৎচ' এই স্থলে 'চ' শব্দটী 'বা' শব্দের অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।২ অধিক কি **সৎ**='অস্তি' অর্থাৎ আছে এই প্রকার বিধিমুখে (অন্বয়মুখে) যাহা প্রতীত হয় কিংবা **অসৎ**='নাস্তি' অর্থাৎ 'নাই' এই প্রকার নিষেধ মুখে (ব্যতিরেকভাবে) যাহা প্রতীত হয় তাহাও তুমিই হইতেছ। অথবা সৎ অর্থ অব্যক্ত; তাহাও তুমিই।৩ আর যাহা **তৎপরং**=সেই সৎ ও অসৎ হইতেও শ্রেষ্ঠ সেই যে মূলকারণস্বরূপ **অক্ষরং**=ব্রহ্ম তাহাও তুমিই। তোমা ছাড়া আর কিছুই নাই ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।৪

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮

হে অনন্তরূপ! ত্বম্ আদিদেবঃ পুরাণঃ পুরুষঃ; অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং বেত্তা বেদ্যং পরঞ্চ ধাম ত্বয়া বিশ্বং ততম্ অর্থাৎ হে অনন্তরূপ! তুমি আদিদেব, কারণ তুমিই পুরাণপুরুষ; তুমিই বিশ্বের একমাত্র লয় স্থান; তুমি সর্ব্বজ্ঞ, তুমিই জ্ঞেয় বস্তু, তুমি পরম ধাম এবং তুমিই বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থিত আছ ॥ ৩৮

নাস্তীত্যর্থঃ।৪ তৎপরং যদিত্যত্র যচ্ছব্দাৎ প্রাক্ চকারমপি কেচিৎ পঠন্তি। এতৈর্হেতুভিস্ত্বাং সর্ব্বে নমস্যন্তীতি ন কিমপি চিত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৫—৩৭ ॥

ভক্ত্যুদ্রেকাৎ পুনরপি স্তৌতি ত্বমিতি। ত্বমাদিদেবো জগতঃ সর্গহেতুত্বাৎ, পুরুষঃ পূরয়িতা, পুরাণোঽনাদিঃ, ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং লয়স্থানত্বাৎ নিধীয়তে সর্ব্বমস্মিন্নিতি।১ এবং সৃষ্টিপ্রলয়স্থানত্বেনোপাদানত্বমুক্ত্বা সর্ব্বজ্ঞত্বেন প্রধানং ব্যাবর্ত্তয়-

এই শ্লোকের চতুর্থ চরণের 'তৎপরং যৎ' এই অংশে 'যৎ' এই শব্দটীর পূর্ব্বে কেহ কেহ একটী 'চ'কার দিয়া পাঠ করেন। শ্লোকটীর ফলিতার্থ এই যে, এই সমস্ত কারণে লোকে তোমায় যে নমস্কার করে তাহা বিচিত্র নহে।৫—৩৭॥

অনুবাদ—ভক্তির উদ্রেক হওয়ায় অর্জ্জুন পুনরায় ভগবানের স্তব করিতেছেন। **ত্বম্ আদিদেবঃ**= তুমিই আদিদেবতা—যেহেতু জগতের সৃষ্টির হেতু হইতেছ। তুমিই **পুরুষঃ**=পূরণকর্ত্তা এবং **পুরাণঃ**=অনাদি হইতেছ। "ত্বম্ অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং"=তুমিই এই বিশ্বের পরম নিধান (আধার), যেহেতু তুমিই জগতের লয়স্থান; 'যাহাতে সমস্ত নিহিত হয় তাহা নিধান' এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে নিধান অর্থ আধার।১ এইরূপে সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয়ের স্থান হওয়ায় তিনি যে জগতের উপাদান-কারণ তাহা বলা হইল। এইবারে সর্ব্বজ্ঞতাহেতু সাংখ্যসম্মত প্রধানের ব্যাবৃত্তি (নিষেধ) করিবার জন্য তাঁহার নিমিত্ত কারণতা প্রতিপাদন করিতেছেন **বেত্তাসি** ইত্যাদি। [**তাৎপর্য্য**—এই যে, যিনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু তিনি যে ঈশ্বরই হইবেন তাহা নাও হইতে পারে, কেন না যাহা হইতে জগতের উৎপত্তি, যাহাতে জগতের স্থিতি ও প্রলয় হয় তাহা যে জগতের উপাদান কারণ একথা ঠিক। কিন্তু ইহাতে ঈশ্বরই যে ঐ উপাদান কারণ হইবেন তাহা নির্ণীত হইতে পারে না, যেহেতু আরম্ভবাদী—অণুকারণতাবাদী বৈশেষিকগণ অচেতন পরমাণুকে এবং পরিণামবাদী—প্রধান-কারণতাবাদী সাংখ্যেরা প্রকৃতিকেই জগতের উপাদান কারণ বলিয়া থাকেন। এইরূপ শঙ্কার সমাধানের জন্য এমন একটী বিশেষণ আবশ্যক যেটী পরমাণুতে লাগে না অথবা প্রধানেও সম্ভবে না। সেই বিশেষণটী হইতেছে 'সর্ব্বজ্ঞতা'; যাঁহা হইতে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয় হয় তাঁহাকে যদি সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয় তাহা হইলে আর পরমাণু বা প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি সেই উপাদান কারণ হইতে পারে না, যেহেতু সর্ব্বজ্ঞতা চেতনেরই ধর্ম্ম, অচেতন অণুর বা প্রকৃতির সর্ব্বজ্ঞতা সম্ভব নহে। এইরূপে জগৎকারণের সর্ব্বজ্ঞতা নির্দ্দেশ করিয়া ইহাও দেখাইয়া দিতেছেন যে তিনি যে শুধু উপাদান কারণ তাহা নহে কিন্তু তিনি জগতের নিমিত্তকারণও বটে। সুতরাং এই সমস্ত হইতে ইহাই সিদ্ধ হয় যে ঈশ্বর জগতেব উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ।] তুমি **বেত্তাসি**=

বায়ুর্যমোঽগ্নির্ব্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯

ত্বং বায়ু, যমঃ, অগ্নিঃ, বরুণঃ, শশাঙ্কঃ প্রজাপতিঃ প্রপিতামহশ্চ তে সহস্রকৃত্ব নমঃ অস্তু ; পুনশ্চ ভূয়ঃ অপি তে নমঃ নমঃ অর্থাৎ তুমি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্রমা, প্রজাপতি ও প্রপিতামহ অর্থাৎ সকল দেবতাই তুমি ; তোমাকে সহস্র সহস্র নমস্কার ; পুনরায় সহস্র সহস্র নমস্কার ; আবারও সহস্র সহস্র নমস্কার ॥ ৩৯

ন্নিমিত্ততামাহ বেত্তা বেদিতা সর্ব্বস্যাসি।২ দ্বৈতাপত্তিং বারয়তি—যচ্চ বেদ্যং তদপি ত্বমেবাসি, বেদনরূপে বেদিতরি পরমার্থসম্বন্ধাভাবেন সর্ব্বস্য বেদ্যস্য কল্পিতত্বাৎ।৩ অতএব পরঞ্চ ধাম যৎ সচ্চিদানন্দঘনমবিদ্যাতৎকার্য্যনির্ম্মুক্তং বিষ্ণোঃ পরমং পদং তদপি ত্বমেবাসি।৪ ত্বয়া সদ্রূপেণ স্ফুরণরূপেণ চ কারণেন ততং ব্যাপ্তমিদং স্বতঃ সত্তাস্ফূর্ত্তিশূন্যং বিশ্বং কার্য্যং মায়িকসম্বন্ধেনৈব স্থিতিকালে হে অনন্তরূপ! অপরিচ্ছিন্নস্বরূপ! ॥ ৫—৩৮ ॥

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ সূর্য্যাদীনামপ্যুপলক্ষণমেতৎ। প্রজাপতির্ব্বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ, প্রপিতামহশ্চ পিতামহস্য হিরণ্যর্ভস্যাপি পিতা চ ত্বম্।১ যস্মাদেবং সর্ব্বদেবাত্মক-

সমস্তেরই বেদিতা অর্থাৎ বেদন কর্ত্তা বা জ্ঞাতা হইতেছ।২ ইহাতে দ্বৈতপ্রসঙ্গ হইতে পারে অর্থাৎ ঈশ্বর যখন বেদিতা এবং তদিতর সমস্তই যখন বেদ্য তখন আর অদ্বৈত কিরূপে হইবে? ইহাতে দ্বৈতই ত আসিয়া পড়ে। এই প্রকার শঙ্কার অপনোদন করিবার জন্য বলিতেছেন **বেদ্যঞ্চ**=যাহা বেদ্য (জ্ঞেয়) তাহাও তুমিই ; যেহেতু বেদনস্বরূপ (জ্ঞানস্বরূপে) যে বেদিতা তাহার সহিত বেদ্য পদার্থের পারমার্থিক সম্বন্ধ হইতে পারে না, কারণ সমস্ত বেদ্য পদার্থই কল্পিত।৩ [**তাৎপর্য্য** এই যে, কল্পিত ও অকল্পিতের যে সম্বন্ধও তাহাও কল্পিতই হইয়া থাকে, তাহা পারমার্থিক হইতে পারে না ; আর এই যে বেদ্য বিষয় পদার্থ ইহা স্বরূপতঃ সৎ নহে কিন্তু ইহা কল্পিত ; এই কারণে বেদ্য বলিয়া কোন পারমার্থিক পদার্থই নাই। আর পারমার্থিক বেদ্য পদার্থ না থাকায় বেদ্য ও বেদিতার পারমার্থিক সম্বন্ধও নাই ; কাজেই ইহাতে দ্বৈতপ্রসঙ্গ হইতে পারে না ; কেন না সমসত্তাক পদার্থান্তর না থাকাই অদ্বৈতত্ব ; আর ব্রহ্মের সত্তা পারমার্থিক, কিন্তু দৃশ্যের—জগতের সত্তা অপারমার্থিক। ব্রহ্মের সমসত্তাক কোন পদার্থের স্থিতি বা কল্পনা শাস্ত্র ও যুক্তির বিরুদ্ধ।]৩ এই কারণে **পরম্ চ ধাম**= অবিদ্যা এবং অবিদ্যার কার্য্যের সহিত সম্পর্কশূন্য সচ্চিদানন্দস্বরূপ বিষ্ণুর যে পরমপদ—বিষ্ণুর স্বরূপ-রূপ যে পরম পদ তাহাও তুমিই হইতেছ।৪ হে **অনন্তরূপ**=অপরিচ্ছিন্নস্বরূপ! **ইদং বিশ্বং**=স্বভাবতঃ সত্তাশূন্য এবং স্ফুরণ (প্রকাশ) বিরহিত এই বিশ্ব অর্থাৎ জগৎরূপ কার্য্য **ত্বয়া**= সৎস্বরূপ এবং স্ফুরণস্বরূপ (প্রকাশাত্মক) কারণভূত তোমাকর্ত্তৃকই **ততং**=পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।৫—৩৮॥

অনুবাদ—বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ এবং **শশাঙ্ক** ;—এইগুলি সূর্য্যাদিরও উপলক্ষণ (জ্ঞাপক)। প্রজাপতি বলিতে বিরাট্ পুরুষ এবং হিরণ্যগর্ভ ; আর **প্রপিতামহশ্চ**=পিতামহ যে হিরণ্যগর্ভ

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥ ৪০

হে সর্ব্ব, তে পুরস্তাৎ অথ পৃষ্ঠতঃ নমঃ, তে সর্ব্বতঃ এব নমঃ অস্তু ; হে অনন্তবীর্য্য অমিতবিক্রমঃ ত্বং সর্ব্বং সমাপ্নোষি, ততঃ সর্ব্বঃ অসি (ভবসি) অর্থাৎ হে সর্ব্বাত্মন্! আমি তোমার সম্মুখভাগে, পৃষ্ঠভাগে এবং তোমার চতুঃপার্শ্বেই নমস্কার করি ; হে অনন্তবীর্য্য! তুমি অমিত-বিক্রমশালী ; তুমি এই পরিদৃশ্যমান সমুদয় বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছ, এই জন্যই তুমি সর্ব্বস্বরূপ ॥ ৪০

ত্বাত্বমেব সর্ব্বৈর্নমস্কার্য্যোঽসি, তস্মান্মমাঽপি বরাকস্য নমো নমস্তে তুভ্যমস্তু সহস্রকৃত্বঃ, পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।২ ভক্তিশ্রদ্ধাতিশয়েন নমস্কারেষলংপ্রত্যয়াভাবোঽনয়া নমস্কারবৃত্ত্যা সূচ্যতে ॥ ৩—৩৯ ॥

তুভ্যং পুরস্তাৎ অগ্রভাগে নমোঽস্তু, পুরো নমঃ স্তাদিতি বা।১ অথশব্দঃ সমুচ্চয়ে। পৃষ্ঠতোঽপি তুভ্যং নমঃস্তাৎ। নমোঽস্তু তে তুভ্যং সর্ব্বতএব সর্ব্বাসু দিক্ষু স্থিতায় হে সর্ব্ব!২ বীর্য্যং শারীরবলং বিক্রমঃ শিক্ষা শস্ত্রপ্রয়োগকৌশলম্। "একং বীর্য্যাধিকং মন্য উতৈকং শিক্ষয়াধিক" মিত্যুক্তের্ভীমদুর্য্যোধনয়োরন্যেষু চ একৈকং ব্যবস্থিতং, ত্বং

(ব্রহ্মা) তাঁহারও পিতা ;—এই সমস্ত তুমিই হইতেছ।১ যেহেতু এই প্রকারে সর্ব্বদেবস্বরূপ হইয়া তুমি সকলেরই নমস্কার্য্য (নমস্য) হইতেছ সেই কারণে বরাক (হতভাগ্য) আমারও **নমো নমস্তেঽস্তু**=তোমায় পুনঃ পুনঃ নমস্কার ; **সহস্রকৃত্বঃ**=তোমায় সহস্রবার নমস্কার ; **পুনশ্চ ভূয়োঽপি**=এবং পুনরায় অধিকভাবে **নমোনমস্তে**=এবং তোমায় নমস্কার।২ এইরূপে নমস্কারের আবৃত্তি অর্থাৎ পৌনঃপুন্যে ইহাই সূচিত হইতেছে যে ভক্তি ও শ্রদ্ধার আতিশয্যে এই প্রকারে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিয়াও অর্জ্জুনের অলংবুদ্ধি হইতেছে না—অর্থাৎ 'যথেষ্ট হইয়াছে' এরূপ মনে হইতেছে না।৩—৩৯॥

অনুবাদ—তোমায় **পুরস্তাৎ**=অগ্রভাগে **নমঃ**=নমস্কার। "নমঃ পুরস্তাৎ" এইরূপ পাঠে 'পুরস্তাৎ তুভ্যং নমঃ' এইরূপ অন্বয় করিলে 'অস্তু' এই ক্রিয়াপদটীর অধ্যাহার করিতে হয়। অথবা "নমঃ পুরঃ স্তাৎ" এইরূপ পাঠ ধরিয়া 'তুভ্যং পুরঃ নমঃ স্তাৎ' এই প্রকার অন্বয়ও করা যায়। তাহা হইলে আর ক্রিয়াপদের অধ্যাহার করিতে হয় না, (কারণ 'অস্তু' এই পদের পরিবর্ত্তে 'তাতঙ্' আদেশ করিয়া 'স্তাৎ' এই পদটী নিষ্পন্ন হওয়ায় উহার অর্থ অস্তু)।১ **অথ পৃষ্ঠত স্তে** ;—'অথ' শব্দটী এখানে সমুচ্চয়ার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। পৃষ্ঠভাগেও তোমায় নমস্কার হউক। হে সর্ব্ব সর্ব্বাত্মন্! **সর্ব্বতঃ**=সকল দিকে অবস্থিত তোমায় নমস্কার।২ বীর্য্য অর্থ শরীরের বল ; বিক্রম অর্থ শিক্ষা অর্থাৎ শস্ত্রপ্রয়োগের কৌশল। "একজনকে বীর্য্যে অধিক এবং অন্য একজনকে শিক্ষায় অধিক বলিয়া মনে করি" এইরূপ উক্তি (প্রয়োগ) থাকায় ইহাই অবগত হওয়া যায় যে ভীম এবং দুর্য্যোধন ও অপরাপর ব্যক্তিগণের মধ্যে ইহাদের এক একটীই ব্যবস্থিত অর্থাৎ কাহারও মধ্যে বা বীর্য্য এবং কাহারও মধ্যে বা বিক্রম ব্যবস্থিত (বিশেষভাবে অবস্থিত) আছে। তুমি কিন্তু অনন্ত বীর্য্যও হইতেছ আবার

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১ ॥
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২ ॥

তব মহিমানম্, ইদং চ অজানতা ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন অপি বা "সখা" ইতি মত্বা। হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখা ইতি প্রসভং যৎ উক্তম্, হে অচ্যুত! বিহার-শয্যাসনভোজনেষু একঃ অথবা তৎসমক্ষং অপি অবহাসার্থং যৎ অসৎকৃতঃ অসি অহম্ অপ্রমেয়ং ত্বাং তৎ ক্ষাময়ে অর্থাৎ তোমার এই বিশ্বরূপ ও মহিমা না জানিয়া অজ্ঞতা বা প্রণয়বশতঃ "হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখে!" এইরূপ যাহা কিছু বলিয়াছি, হে অচ্যুত! তোমার প্রভাব চিন্তারও অতীত; আমি বিহার, শয়ন, উপবেশন ও ভোজনকালে একান্তে বা বন্ধুগণ সমক্ষে পরিহাসচ্ছলে তোমায় যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছি, তজ্জন্য তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৪১-৪২

তু অনন্তবীর্য্যশ্চামিতবিক্রমশ্চেতি সমস্তমেকং পদম্ অনন্তবীর্য্যেতি সম্বোধনং বা।৩ সর্ব্বং সমস্তং জগৎ সমাপ্নোষি সম্যগেকেন সদ্রূপেণাপ্নোষি সর্ব্বাত্মনা ব্যাপ্নোষি, ততস্তস্মাৎ সর্ব্বোঽসি ত্বদতিরিক্তং কিমপি নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪—৪০ ॥

যতোঽহং ত্বন্মাহাত্ম্যাপরিজ্ঞানাদপরাধানজস্রমকার্ষং ততঃ পরমকারুণিকং ত্বাং প্রণম্যাপরাধক্ষমাং কারয়ামীত্যাহ সখেতি দ্বাভ্যাং।১ ত্বং মম সখা সমানবয়া ইতি মত্বা প্রসভং স্বোৎকর্ষখ্যাপনরূপেণাভিভবেন যদুক্তং ময়া, তবেদং বিশ্বরূপং তথা মহিমানমৈশ্বর্য্যাতিশয়মজানতা—। পুংলিঙ্গপাঠে ইমং বিশ্বরূপাত্মকং মহিমানজানতা—। প্রমাদাচ্চিত্তবিক্ষেপাৎ প্রণয়েন স্নেহেন বাপি—।২ কিমুক্তমিত্যাহ হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখেতি ॥ ৩—৪১ ॥

অমিতবিক্রমও হইতেছ। "অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমঃ" ইহা সমস্ত (সমাসবদ্ধ) একটী পদ। অথবা ("অনন্তবীর্য্য" এবং "অমিতবিক্রমঃ" এই দুইটীকে দুইটী অসমস্ত, পৃথক্ পদ বলিয়াও গ্রহণ করা যায়। তাহা হইলে) 'অনন্তবীর্য্য' এইটী হয় সম্বোধন পদ।৩ তুমি সর্ব্ব = সমস্ত (সমগ্র) জগৎকে সম্যক্‌রূপে অর্থাৎ এক নিজ সৎ-রূপেই **"সমাপ্নোষি"**—সমগ্রভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ; আর **ততঃ** সেই কারণেই **"সর্ব্ব অসি"** = তুমি সর্ব্ব অর্থাৎ সর্ব্বস্বরূপ হইতেছ; অভিপ্রায় এই যে তোমা ছাড়া অতিরিক্ত আর কিছু নাই।৪—৪০॥

অনুবাদ—তোমার মাহাত্ম্য না জানায় আমি অজস্র অপরাধ করিয়াছি; এই কারণে পরম কারুণিক তোমায় প্রণাম করিয়া আমি আমার অপরাধ সকল ক্ষমা করিতে প্রার্থনা করিতেছি। তাহাই দুইটী শ্লোকে বলিতেছেন **সখেতি** ইত্যাদি।১ তুমি আমার সখা সমানবয়স্ক, এই মনে করিয়া "প্রসভং" = নিজের উৎকর্ষ খ্যাপনরূপ অভিভব বশতঃ (হঠকারিতায়) **যদুক্তং** = আমি যাহা বলিয়াছি **অজানতা মহিমানং তবেদং** = তোমার এই বিশ্বরূপ এবং মহিমা অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যের আতিশয্য না জানিয়াই যাহা বলিয়াছি—। তৃতীয় চরণের শেষে "তবেমং" এইরূপ পুংলিঙ্গ পাঠ থাকিলে তোমার এই বিশ্বরূপাত্মক মহিমা না জানিয়া এইরূপ অর্থ হইবে—। "প্রমাদাৎ"—চিত্তবিক্ষেপ-

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩

হে অপ্রতিমপ্রভাব! ত্বম্ অস্য চরাচরস্য লোকস্য পিতা অসি; পূজ্যশ্চ, গুরুশ্চ গরীয়াংশ্চ অসি; লোকত্রয়ে ত্বৎসমঃ ন অস্তি অন্যঃ অভ্যধিকঃ কুতঃ অর্থাৎ হে অপ্রতিম প্রভাব-শালিন্! তুমি এই চরাচর জগতের পিতা; সুতরাং তুমি পূজ্য; গুরু ও গুরু' হইতেও গুরুতর; ত্রিলোকে তোমার তুল্য কেহ নাই; তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কে থাকিতে পারে? ॥ ৪৩

যচ্চাবহাসার্থং বিহারশয্যাসনভোজনেষু বিহারঃ ক্রীড়া ব্যায়ামো বা, শয্যা তূলিকাদ্যাস্তরণবিশেষঃ, আসনং সিংহাসনাদি, ভোজনং বহূনাং পঙ্‌ক্ত্যাবশনং তেষু বিষয়ভূতেষু অসৎকৃতোঽসি, ময়া পরিভূতোঽসি একঃ সখীন্ বিহায় রহসি স্থিতো বা ত্বম্।১ অথবা তৎসমক্ষং তেষাং সখীনাং পরিহসতাং সমক্ষং বা, হে অচ্যুত! সর্ব্বদা নির্ব্বিকার! তৎসর্ব্বং বচনরূপমসৎকরণরূপং চাপরাধজাতং ক্ষাময়ে ক্ষাময়ামি ত্বামপ্রমেয়ম্।২ অচিন্ত্যপ্রভাবেন নির্ব্বিকারেণ চ পরমকারুণিকেন ভগবতা তন্মাহাত্ম্যানভিজ্ঞস্য মমাপরাধাঃ ক্ষন্তব্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৩—৪২ ॥

অচিন্ত্যপ্রভাবতামেব প্রপঞ্চয়তি। অস্য চরাচরস্য লোকস্য পিতা জনকস্ত্বমসি পূজ্যশ্চাসি সর্ব্বেশ্বরত্বাৎ গুরুশ্চাসি শাস্ত্রোপদেষ্টা অতঃ সর্ব্বৈঃ প্রকারৈর্গরীয়ান্

বশতঃ কিংবা "প্রণয়েন" স্নেহবশতঃ যাহা বলিয়াছি—।২ কি বলিয়াছি? (উত্তর—) তাহাই বলিতেছেন—হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখে ইত্যাদিরূপ; (যাহা বলিয়াছি)—।৩—৪১॥

অনুবাদ—যচ্চ অবহাসার্থম্=আর অবহাসের নিমিত্ত অর্থাৎ পরিহাসের জন্য **বিহার-শয্যাশনভোজনেষু**=বিহার অর্থ ক্রীড়া অথবা ব্যায়াম, শয্যা অর্থ তুলিকাদির আস্তরণ বিশেষ, আসন=সিংহাসনাদি, ভোজন অর্থ এক পংক্তিতে অনেকের যে অশন (ভক্ষণ)—। এই সমস্ত বিষয়ে তুমি যে আমাকর্ত্তৃক **অসৎকৃতোঽসি**=পরিভূত (অনাদৃত) হইয়াছ। **একঃ অথবা**=কিংবা বন্ধুগণকে ছাড়িয়া তুমি যখন একলা নির্জ্জনে থাকিতে সেই অবস্থায়।১ কিংবা **তৎসমক্ষং**=সেই পরিহাসকারী বন্ধুগণের সম্মুখেই তুমি যে আমাকর্ত্তৃক অসৎকৃত হইয়াছ—। হে **অচ্যুত**=সকল সময়েই বিকাররহিত মহাত্মন্! (কাজেই আমার সেই পরিহাসের জন্য তোমার অসন্তোষাদি বিকৃতি হইবে না—।) হে **অপ্রমেয়**=অচিন্ত্যপ্রভাব! তোমাকে সেই সমস্ত অবাচ্য কথন, অসৎকার প্রভৃতিরূপ অপরাধ সকল **তৎ ক্ষাময়ে ত্বাং**=আমি তোমার কাছে ক্ষমা করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছি।২ অভিপ্রায় এই যে—তুমি অচিন্ত্যপ্রভাব নির্ব্বিকার পরম করুণাময় ভগবান্ হইতেছ—; আমি তোমার মাহাত্ম্য বিষয়ে অনভিজ্ঞ; কাজেই আমার অপরাধসকল তোমার ক্ষমা করা উচিত।৩—৪২॥

অনুবাদ—"পিতাসি" ইত্যাদি শ্লোকে ভগবানের সেই অচিন্ত্যপ্রভাবতাই বিস্তারিত করিয়া বলিতেছেন। তুমি **অস্য লোকস্য**=এই লোকের অর্থাৎ চরাচরাত্মক জগতের **পিতাসি**=জনক

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্ ।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্ ॥ ৪৪ ॥

হে দেব ! তস্মাৎ অহং কায়ং প্রণিধায় প্রণম্য ঈড্যম্ ঈশং ত্বাং প্রসাদয়ে ; পুত্রস্য পিতা ইব, সখ্যুঃ সখা ইব, প্রিয়ায়াঃ প্রিয়ঃ ইব সোঢ়ুম্ অর্হসি অর্থাৎ হে দেব, এইজন্য আমি দণ্ডবৎ প্রণিপাতপূর্ব্বক জগতের আরাধ্য তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি। পিতা যেমন পুত্রের, মিত্র যেমন মিত্রের এবং পতি যেমন প্রিয়তমা পত্নীর অপরাধ ক্ষমা করেন, সেইরূপ তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ৪৪

গুরুতরোঽসি ।১ অতএব ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপি হে অমিতপ্রভাব ! যস্য সমোঽপি নাস্তি দ্বিতীয়স্য পরমেশ্বরস্যাভাবাৎ তস্যাধিকোঽন্যঃ কুতঃ স্যাৎ সর্ব্বথা ন সম্ভাব্যত এবেত্যর্থঃ ॥ ২—৪৩ ॥

যস্মাদেবং তস্মাৎ প্রণম্য নমস্কৃত্য ত্বাং প্রণিধায় প্রকর্ষেণ নীচৈর্ধৃত্বা কায়ং দণ্ডবদ্ভূমৌ পতিত্বেতি যাবৎ প্রসাদয়ে ত্বামীশমীড্যং সর্ব্বস্তুত্যমহমপরাধী ।১ অতো হে দেব ! পিতেব পুত্রস্যাপরাধং সখেব সখ্যুরপরাধং প্রিয়ঃ পতিরিব প্রিয়ায়াঃ পতিব্রতায়াঃ অপরাধং মমাপরাধং ত্বং সোঢ়ুং ক্ষন্তুমর্হসি অনন্যশরণত্বান্মম ।২ প্রিয়ায়ার্হসীত্যত্রেবশব্দলোপঃ সন্ধিশ্চ ছান্দসঃ ॥ ৩—৪৪ ॥

হইতেছ। তুমি **পূজ্যশ্চ**=পূজ্যও হইতেছ; কারণ তুমি সকলের ঈশ্বর এবং তুমি **গুরুঃ**=শাস্ত্রোপদেষ্টাও হইতেছ। এই হেতু তুমি সকল প্রকারেই **গরীয়ান্**—গুরুতর হইতেছ।১ এই কারণে হে **অমিতপ্রভাব**! এই ত্রিভুবনে **ন ত্বৎসমোঽস্তি**—তোমার সমানই যখন কেহ নাই তখন **অভ্যধিকঃ**=উৎকৃষ্ট **কুতোঽন্যঃ**=অন্য কেহ যে থাকিবে তাহা কিরূপে হইবে? অভিপ্রায় এই যে দ্বিতীয় পরমেশ্বর নাই। কাজেই যাঁহার সমানই কেহ নাই, অন্য কেহ যে তাঁহার অধিক অর্থাৎ উৎকৃষ্ট থাকিবে তাহা কিরূপে হয়?—কোন রকমেই তাহা সম্ভব নহে।২—৪৩॥

অনুবাদ—এইরূপই যখন তত্ত্ব সেই কারণে **কায়ম্**=দেহকে **প্রণিধায়**=প্রণিহিত করিয়া অর্থাৎ ভূমিতে দণ্ডবৎ পড়িয়া **প্রণম্য**=প্রণাম করতঃ অপরাধী আমি **ঈড্যম্**=সকলের স্তুত্য (স্তবার্হ) **ঈশং ত্বাম্**=পরমেশ্বর তোমায় **প্রসাদয়ে**=প্রসাদিত করিতেছি।১ অতএব হে দেব! "পিতেব পুত্রস্য"=পিতা যেমন পুত্রের অপরাধ ক্ষমা করেন, "সখেব সখ্যুঃ"=সখা যেমন সখার অপরাধ সহ্য করে, কিংবা **প্রিয়ঃ**=পতি যেমন **প্রিয়ায়াঃ**=পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রীর অপরাধ মার্জ্জনা করে সেইরূপ আমার এই অপরাধ "সোঢ়ুম্ অর্হসি"=তোমার সহ্য করা, ক্ষমা করা উচিত; কেন না আমি অনন্যশরণ হইয়াছি, অন্য কেহ আর আমার রক্ষাকর্ত্তা নাই।২ "প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি" এস্থলে ছন্দের অনুরোধে 'ইব' শব্দটী প্রয়োগ করা হয় নাই; এবং ঐ কারণেই (সন্ধি নিষিদ্ধ হইলেও) এখানে সন্ধি করা হইয়াছে।৩—৪৪॥

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫ ॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥ ৪৬ ॥

হে দেব! অদৃষ্টপূর্ব্বং দৃষ্ট্বা হৃষিতঃ অস্মি, ভয়েন চ মে মনঃ প্রব্যথিতং তৎ রূপম্ এব মে দর্শয়, হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! প্রসীদ অর্থাৎ হে দেব! তোমার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ দর্শনে আমি হর্ষে রোমাঞ্চিত হইতেছি বটে; কিন্তু ভয়ে আমার মন ব্যাকুল হইতেছে; অতএব হে জগন্নিবাস দেবেশ! প্রসন্ন হও; তোমার সেই পূর্ব্বের সৌম্য রূপ আমায় দেখাও ॥ ৪৫

অহং তথা এব ত্বাং কিরীটিনং, গদিনং চক্রহস্তং দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি। হে সহস্রবাহো; হে বিশ্বমূর্ত্তে! তেনৈব চতুর্ভুজেন রূপেণ ভব অর্থাৎ আমি তোমায় পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছি, সেইরূপ কিরীটযুক্ত গদাবিশিষ্ট ও চক্রহস্ত দেখিতে ইচ্ছা করি। হে সহস্রবাহো! হে বিশ্বমূর্ত্তে! এক্ষণে সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হও ॥ ৪৬

এবমপরাধক্ষমাং প্রার্থ্য পুনঃ প্রাগ্রূপদর্শনং বিশ্বরূপোপসংহারেণ প্রার্থয়তে দ্বাভ্যাং।১ কদাপ্যদৃষ্টপূর্ব্বং পূর্ব্বমদৃষ্টং বিশ্বরূপং দৃষ্ট্বা হৃষিতো হৃষ্টোঽস্মি।২ তদ্বিকৃতরূপ-দর্শনজেন ভয়েন চ প্রব্যথিতং ব্যাকুলীকৃতং মনো মে।৩ অতস্তদেব প্রাচীনমেব মম প্রাণাপেক্ষয়াঽপি প্রিয়ং রূপং মে দর্শয় হে জগন্নিবাস! প্রসীদ প্রাগ্রূপদর্শনরূপং প্রসাদং মে কুরু ॥ ৪—৪৫ ॥

তদেব রূপং বিবৃণোতি কিরীটবন্তং গদাবন্তং চক্রহস্তং চ ত্বা ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছাম্যহং তথৈব পূর্ব্ববদেব।১ অতস্তেনৈবরূপেণ চতুর্ভুজেন বসুদেবাত্মজত্বেন ভব হে ইদানীং সহস্রবাহো! হে বিশ্বমূর্ত্তে! উপসংহৃত্য বিশ্বরূপং পূর্ব্বরূপেণৈব প্রকটো ভবেত্যর্থঃ।২ এতেন সর্ব্বদা চতুর্ভুজাদিরূপমর্জ্জুনেন ভগবতো দৃশ্যত ইত্যুক্তম্ ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—এইরূপে অপরাধ ক্ষমা করিতে প্রার্থনা করিয়া বিশ্বরূপ সংবরণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার পূর্ব্বরূপ দেখাইবার জন্য অর্জ্জুন প্রার্থনা করিতেছেন। তাহাই দুইটী শ্লোকে বলিতেছেন—।১ **অদৃষ্টপূর্ব্বম্**=পূর্ব্বে কখনও যাহা দেখি নাই এতাদৃশ তোমার বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া আমি **হৃষিতঃ অস্মি**=হৃষ্ট হইতেছি।২ আর সেই বিকৃত রূপ দর্শন করায় যে ভয় জন্মিয়াছে সেই ভয়ে আমার মন **প্রব্যথিতং**=ব্যাকুল হইয়াছে।৩ এই কারণে যাহা আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় তোমার সেই প্রাচীন (পূর্ব্বকালীন) যে রূপ তাহাই আমায় দেখাও। হে দেব! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি প্রসন্ন হও অর্থাৎ পূর্ব্বকার সেই রূপ দেখাইয়া অনুগ্রহ কর।৪—৪৫॥

অনুবাদ—"কিরীটিনম্" ইত্যাদি শ্লোকে সেই পূর্ব্বরূপেরই বিবরণ দিতেছেন। আমি তোমাকে **কিরীটিনং**=কিরীটবান্, **গদিনং**=গদাবিশিষ্ট, এবং **চক্রহস্তং**=চক্রধারিরূপে **তথৈব**=সেই রূপই অর্থাৎ পূর্ব্বের ন্যায়ই **দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি**=দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি।১ অতএব হে **সহস্রবাহো**=এক্ষণে হস্তসহস্রবিশিষ্ট! হে **বিশ্বমূর্ত্তে! তেনৈব চতুর্ভুজেন রূপেণ**=সেই চতুর্ভুজ রূপেই বসুদেবপুত্ররূপে **ভব**=তুমি প্রকটিত হও। এই বিশ্বরূপ সংবরণ করিয়া তুমি তোমার সেই

শ্রীভগবানুবাচ

ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্‌ ॥ ৪৭ ॥
ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্নচ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—হে অর্জ্জুন! প্রসন্নেন ময়া আত্মযোগাৎ ইদং তেজোময়ং বিশ্বম্ অনন্তম্, আদ্যঞ্চ মে পরং রূপং তব দর্শিতম্; যৎ ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! আমি প্রসন্ন হইয়া যোগমায়া প্রভাবে এই তেজোময়, বিশ্বাত্মক, অনন্ত আদ্যরূপ তোমায় দেখাইলাম; আমার এই রূপ তুমি ভিন্ন আর কেহ এ পর্য্যন্ত দর্শন করে নাই ॥ ৪৭

হে কুরুপ্রবীর! ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ নচ দানৈঃ নচ ক্রিয়াভিঃ নচ উগ্রৈঃ তপোভিঃ এবং রূপঃ অহং ত্বদন্যেন নৃলোকে দ্রষ্টুং শক্যঃ অর্থাৎ হে কুরুপ্রবীর! মনুষ্যলোকে বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া কিংবা চান্দ্রায়ণাদি উৎকট তপস্যা করিয়াও তুমি ভিন্ন কেহই আমাকে এই রূপে দর্শন করিতে সমর্থ হয় নাই ॥ ৪৮

এবমর্জ্জুনেন প্রসাদিতো ভয়বাধিতমর্জ্জুনমুপলভ্যোপসংহৃত্য বিশ্বরূপমুচিতেন বচনেন তমাশ্বাসয়ন্ ত্রিভিঃ শ্রীভগবানুবাচ। হে অর্জ্জুন! মা ভৈষীঃ। যতো ময়া প্রসন্নেন ত্বদ্বিষয়কৃপাতিশয়বতা ইদং বিশ্বরূপাত্মকং পরং শ্রেষ্ঠং রূপং তব দর্শিতমাত্মযোগাৎ অসাধারণান্নিজসামর্থ্যাৎ।১ পরত্বং বিবৃণোতি,—তেজোময়ং তেজঃপ্রচুরং বিশ্বং সমস্তমনন্তমাদ্যঞ্চ যন্মম রূপম্ ত্বদন্যেন কেনাপি ন দৃষ্টপূর্ব্বং পূর্ব্বং ন দৃষ্টম্ ॥ ২—৪৭ ॥

পূর্ব্ব মূর্ত্তিতেই প্রকটিত হও, ইহাই অভিপ্রেত অর্থ।২ এইরূপে ইহাই বলা হইল যে অর্জ্জুন সর্ব্বদা ভগবানের চতুর্ভুজ আদি মূর্ত্তির সাক্ষাৎকার করিতেন, কারণ তাহা না হইলে 'তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন' এই অংশটীর উপপত্তি (সঙ্গতি) হয় না *।৩—৪৬॥

অনুবাদ—এইরূপে ভগবান্ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রসাদিত হইয়া তিনি অর্জ্জুনকে ভয়বাধিত (ভয়ে অভিভূত) বুঝিতে পারিয়া বিশ্বরূপ সংবরণ পূর্ব্বক তিনটী শ্লোকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন—ওহে অর্জ্জুন! তুমি ভয় পাইও না; যেহেতু আমি প্রসন্ন হইয়া তোমার প্রতি অতিশয় কৃপাপরবশ হইয়া "আত্মযোগাৎ" = নিজ অসাধারণ সামর্থ্য প্রভাবে তোমায় এই বিশ্বরূপাত্মক শ্রেষ্ঠ রূপ দেখাইয়াছি।১ সেই রূপের যে পরত্ব (শ্রেষ্ঠত্ব) তাহা কিরূপ তাহারই বিবরণ বলিতেছেন,—**তেজোময়ম্** = তেজঃ-প্রচুর, **বিশ্বম্** = সমস্ত; **অনন্তম্** = অসীম এবং **আদ্যম্** = সর্ব্বকারণস্বরূপ, সেই যে আমার রূপ **যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্** = তাহা তোমা ছাড়া অন্য কাহারও কর্ত্তৃক আর পূর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই।২—৪৭॥

* বস্তুতঃ মহাভারতের মহাপ্রাস্থানিক পর্ব্বে যদুবংশের নিধন এবং শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ দেখিয়া দ্বারকা হইতে প্রত্যাগত অর্জ্জুন যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে ইহা পরিস্ফুটই আছে যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট চতুর্ভুজরূপেই প্রকটিত থাকিতেন।

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্ মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য॥ ৪৯॥

ঈদৃক্ ঘোরং মম ইদং রূপং দৃষ্ট্বা তে ব্যথা মা বিমূঢ়ভাবশ্চ মা, ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাশ্চ ত্বং মে তদেব ইদং প্রপশ্য অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! তুমি আমার এ ঘোররূপ দর্শনে ভীত অথবা বিক্ষিপ্তচিত্ত হইও না। তুমি নির্ভীক ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া আমার এই সেই পূর্ব্ব-রূপ দর্শন কর॥ ৪৯

এতদ্রূপদর্শনাত্মকমতিদুর্লভং মৎপ্রসাদং লব্ধ্বা কৃতার্থ এবাসি ত্বমিত্যাহ। বেদানাং চতুর্ণামপি অধ্যয়নৈরক্ষরগ্রহণরূপৈঃ, তথা মীমাংসাকল্পসূত্রাদিদ্বারা যজ্ঞানাং বেদবোধিতকর্ম্মণামধ্যয়নৈরর্থবিচাররূপৈর্বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ, দানৈস্তুলাপুরুষাদিভিঃ ক্রিয়াভিরগ্নিহোত্রাদিশ্রৌতকর্ম্মভিঃ, তপোভিঃ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিভিরুগ্রৈঃ কায়েন্দ্রিয়শোষকত্বেন দুষ্করৈঃ এবংরূপোঽহং ন শক্যঃ নৃলোকে মনুষ্যলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন মদনুগ্রহহীনেন হে কুরুপ্রবীর।১ শক্যোঽহমিতি বক্তব্যে বিসর্গলোপশ্ছান্দসঃ।২ প্রত্যেকং নকারাভ্যাসো নিষেধদার্ঢ্যায়।৩ ন চ ক্রিয়াভিরিত্যত্র চকারাদনুক্তসাধনান্তরসমুচ্চয়ঃ॥ ৪—৪৮॥

এবং ত্বদনুগ্রহার্থমাবির্ভূতেন রূপেণানেন চেৎ তবোদ্বেগস্তর্হিইদং ঘোরম্ ঈদৃগনেকচবাহ্বাদিযুক্তত্বেন ভয়ঙ্করম্ মম রূপং দৃষ্ট্বা স্থিতস্য তে তব যা ব্যথা ভয়নিমিত্তা পীড়া

অনুবাদ—আমার এই মূর্ত্তিদর্শনরূপ অতি দুর্লভ প্রসাদলাভ করিয়া তুমি অবশ্যই কৃতার্থ হইয়াছ; তাহাই "ন বেদ" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন। হে কুরুপ্রবীর! মনুষ্যলোকে যে আমার অনুগ্রহবিহীন **ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ**=তোমা ছাড়া তাদৃশ কোন ব্যক্তি চারি বেদেরই অক্ষরগ্রহণ (গুরুর পাঠ করিবার কালে উচ্চারণের অনুরূপ যে উচ্চারণ) তাহার দ্বারা, এবং মীমাংসা ও কল্পসূত্রাদির সাহায্যে যজ্ঞ সকলের অর্থাৎ বেদবোধিত কর্ম্মকলাপের যে অধ্যয়ন অর্থাৎ বিচার তাহার দ্বারা, **ন দানৈঃ**=তুলাপুরুষদান আদি দানের দ্বারা, **ন চ ক্রিয়াভিঃ**=ক্রিয়াকলাপের দ্বারা অর্থাৎ অগ্নিহোত্র প্রভৃতি শ্রৌত (শ্রুতিবিহিত) কর্ম্মনিচয়ের দ্বারা, শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির শোষক হওয়ায় যাহা উগ্র অর্থাৎ শুষ্কতাসম্পাদক কৃচ্ছ্র এবং চান্দ্রায়ণ আদিস্বরূপ উগ্রতপস্যা দ্বারা—আমাকে দেখিতে পায় না।১ 'শক্যঃ অহম্' এই অংশটী সন্ধি করিলে 'শক্যোঽহম্' এইরূপ হয়; তাহা না বলিয়া 'শক্য অহম্' এই প্রকারে যে বিসর্গলোপ করা হইয়াছে তাহা ছন্দের অনুরোধে বুঝিতে হইবে।২ আর নিষেধের দৃঢ়তা বুঝাইবার জন্যই এখানে প্রত্যেক স্থলেই 'ন' এই পদটীর অভ্যাস (আবৃত্তি বা পুনঃ পুনঃ প্রযোগ) করা হইয়াছে।৩ "ন চ ক্রিয়াভিঃ" এ স্থলে 'চ'-কারটী অনুক্ত অন্যান্য সাধনের সমুচ্চয় করিবার নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ যে সমস্ত সাধনগুলি নামতঃ উল্লিখিত হইল ইহাদের প্রভাবে আমার এই স্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না এবং এতদতিরিক্ত অন্যান্য সে সমস্ত সাধন (উপায়) আছে তাহাদের দ্বারাও দেখা যায় না, এইরূপ অর্থ বিজ্ঞাপিত করিবার জন্য এস্থলে 'চ' শব্দটীর প্রয়োগ।৪—৪৮॥

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্ম্মহাত্মা॥ ৫০॥

অর্জ্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিঃ গতঃ॥ ৫১॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ—বাসুদেবঃ অর্জ্জুনম্ ইতি উক্ত্বা, ভূয়ঃ তথা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস; পুনঃ সৌম্যবপুঃ ভূত্বা মহাত্মা ভীতম্ এনম্ আশ্বাসয়ামাস চ অর্থাৎ সঞ্জয় কহিলেন, বাসুদেব অর্জ্জুনকে এইরূপ কহিয়া পুনরায় স্বীয় চতুর্ভুজ রূপ দেখাইলেন এবং সৌম্য শরীরধারী হইয়া মহাত্মা ভীতিবিহ্বল অর্জ্জুনকে আশ্বস্ত করিলেন॥ ৫০

অর্জ্জুনঃ উবাচ—হে জনার্দ্দন! তব ইদং সৌম্যং মানুষং রূপং দৃষ্ট্বা, ইদানীম্ অহং সচেতাঃ সংবৃত্তঃ অস্মি; প্রকৃতিং গতঃ অর্থাৎ অর্জ্জুন কহিলেন, হে জনার্দ্দন! তোমার এই সৌম্য মানুষ-রূপ দেখিয়া অধুনা আমি প্রসন্নচিত্ত ও প্রকৃতিস্থ হইলাম॥ ৫১

সা তথা মদ্রূপদর্শনেঽপি যো বিমূঢ়ভাবো ব্যাকুলচিত্তত্বমপরিতোষঃ, সোঽপি মাভূৎ।১ কিন্তু ব্যপেতভীরপগতভয়ঃ প্রীতমনাশ্চ সন্ পুনস্ত্বম্ তদেব চতুর্ভুজং বাসুদেবত্বাদিবিশিষ্টং ত্বয়া সদা পূর্ব্বদৃষ্টরূপমিদম্ বিশ্বরূপোপসংহারেণ প্রকটীক্রিয়মাণং প্রপশ্য প্রকর্ষেণ ভয়রাহিত্যেন সন্তোষেণ চ পশ্য॥ ২—৪৯॥

বাসুদেবোঽর্জ্জুনমিতি প্রাগুক্তমুক্ত্বা যথাপূর্ব্বমাসীত্তদা স্বকং রূপং কিরীটমকর-কুণ্ডলগদাচক্রাদিযুক্তং চতুর্ভুজং শ্রীবৎসকৌস্তুভবনমালপীতাম্বরাদিশোভিতং দর্শয়ামাস, ভূয়ঃ পুনঃ, আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনমর্জ্জুনং ভূত্বা পূর্ব্ববৎ সৌম্যবপুরনুগ্রশরীরঃ মহাত্মা পরমকারুণিকঃ সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞ ইত্যাদি কল্যাণগুণাকরঃ॥ ৫০॥

অনুবাদ—তোমার উপর অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার জন্য আমি এই যেরূপ প্রকটিত করিয়াছি ইহাতে যদি তোমার উদ্বেগ হয় তাহা হইলে তাহা আর না হউক। এইজন্য বলিতেছেন "মা তে" ইত্যাদি। এই ঘোর অর্থাৎ অনেকবাহুসংযুক্ত হওয়ায় ঈদৃশ ভয়ঙ্কর আমার এই রূপ দেখিতে থাকিয়া তোমার যে **ব্যথা**=ভয়জনিত পীড়া তাহা আর না হউক।১ আর আমার রূপ দর্শন করিয়াও তোমার যে **বিমূঢ়ভাবঃ**=ব্যাকুলচিত্ততা ও অপরিতোষ তাহাও না হউক। কিন্তু তুমি **ব্যপেতভীঃ**=অপগতভয় এবং প্রীতমনা হইয়া আমার সেই যে বাসুদেবত্বাদি বিশিষ্ট চতুর্ভুজ রূপ যাহা তুমি পূর্ব্বে সর্ব্বদা দেখিতে তাহা আমি বিশ্বরূপ সংবরণ করিয়া প্রকটিত করিতেছি তুমি **প্রপশ্য**=প্রকৃষ্টভাবে অর্থাৎ ভয়রহিত হইয়া এবং সন্তোষের সহিত দেখ।২—৪৯॥

অনুবাদ—বাসুদেব অর্জ্জুনকে পূর্ব্বোক্ত ঐ কথা বলিয়া তিনি পূর্ব্বে যেমন ছিলেন কিরীট, মকর, কুণ্ডল, গদা চক্রাদিযুক্ত চতুর্ভুজ শ্রীবৎস কৌস্তুভ, বনমালা, পীতাম্বর প্রভৃতির দ্বারা পরিশোভিত সেই **স্বকং রূপং**=নিজ রূপ অর্জ্জুনকে দেখাইলেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় সৌম্যবপুঃ অর্থাৎ অনুগ্রশরীর

শ্রীভগবানুবাচ

সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ৫২॥
নাহং বেদৈর্নতপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥ ৫৩॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—মম ইদং সুদুর্দ্দর্শং যৎ রূপং দৃষ্টবান্ অসি, দেবা অপি অস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কহিলেন, তুমি আমার যে রূপ দর্শন করিলে, ইহা নিতান্ত দুর্ল্লভদর্শন ; দেবগণও সদা এই রূপ দর্শনের অভিলাষী॥ ৫২

মাং যথা দৃষ্টবান্ অসি, ন বেদৈঃ, ন তপসা, ন দানেন, নচ ইজ্যয়া এবংবিধঃ অহং দ্রষ্টুং শক্যঃ অর্থাৎ তুমি আমার যেরূপ দেখিলে, উহা বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান অথবা যজ্ঞ দ্বারাও দেখিতে পাওয়া যায় না॥ ৫৩

ততোনির্ভয়ঃ সন্ অর্জ্জুন উবাচ—। ইদানীং সচেতাঃ ভয়কৃতব্যামোহাভাবেনা-ব্যাকুলচিত্তঃ সংবৃত্তোঽস্মি তথা প্রকৃতিং ভয়কৃতব্যথারাহিত্যেন স্বাস্থ্যং গতোঽস্মি। স্পষ্টমন্যৎ॥ ৫১॥

স্বকৃতস্যানুগ্রহস্যাতিদুর্ল্লভত্বং দর্শয়ন্ চতুর্ভিঃ শ্রীভগবানুবাচ। মম যদ্রূপমিদানীং ত্বং দৃষ্টবানসি ইদং বিশ্বরূপং সুদুর্দর্শং অত্যন্তং দ্রষ্টুমশক্যম্। যতো দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং সর্ব্বদা দর্শনকাঙ্ক্ষিণো ন তু ত্বমিব পূর্ব্বং দৃষ্টবন্তো ন বাঽগ্রে দ্রক্ষ্যন্তীত্যভিপ্রায়ঃ দর্শনাকাঙ্ক্ষায়া নিত্যত্বোক্তেঃ॥ ৫২॥

কস্মাদ্দেবা এতদ্রূপং ন বা দ্রক্ষ্যন্তি মদ্ভক্তিশূন্যত্বাদিত্যাহ।১ ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈ-রিত্যাদিনা গতার্থঃ শ্লোকঃ পরমদুর্ল্লভত্বখ্যাপনায় পুনরভ্যস্তঃ॥ ২—৫৩॥

হইয়া সেই **মহাত্মা**=পরমকারুণিক, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ ইত্যাদি কল্যাণগুণের আকর তিনি ভীত অর্জ্জুনকে সম্যক্রূপে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন।৫০॥

অনুবাদ—অনন্তর অর্জ্জুন নির্ভয় হইয়া বলিলেন (হে জনার্দ্দন! তোমার এই সৌম্য মানব দেহ দর্শন করিয়া) আমি এক্ষণে **সচেতাঃ**=ভয় এবং মোহ না থাকায় অব্যাকুলচিত্ত হইয়াছি এবং **প্রকৃতিং গতঃ**=ভয়জনিত ব্যথা রহিত হওয়ায় স্বস্থতা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই শ্লোকের অন্যান্য স্থলগুলির অর্থ স্পষ্ট।৫১॥

অনুবাদ—ভগবান্ যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা যে লোকের পক্ষে অতি দুর্লভ তাহা দেখাইবার জন্য "সুদুর্দ্দর্শম্" ইত্যাদি চারিটী শ্লোক বলিতেছেন। তুমি এক্ষণে আমার যে রূপ দেখিলে এই বিশ্বরূপ "সুদুর্দ্দর্শম্"=দেখা একেবারে অসম্ভব ; কারণ "দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শন-কাঙ্ক্ষিণঃ"=দেবগণও আমার এই রূপ দেখিবার জন্য সর্ব্বদা আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। তুমি যেমন ইহা দেখিলে দেবগণ কিন্তু পূর্ব্বে ইহা দেখিতে পান নাই কিংবা পরেও দেখিতে পাইবেন না, ইহাই অভিপ্রায়। তাঁহাদের যে দর্শনাকাঙ্ক্ষা তাহারই নিত্যতা বলা হইল অর্থাৎ তাঁহাদের দর্শনাকাঙ্ক্ষা নিত্য সর্ব্বদাই রহিয়াছে।৫২॥

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন ।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥ ৫৪ ॥

হে পরন্তপ অর্জ্জুন ! অনন্যয়া ভক্ত্যা তু এবংবিধঃ অহং তত্ত্বেন জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং প্রবেষ্টুং চ শক্যঃ অর্থাৎ হে পরন্তপ অর্জ্জুন ! অনন্যভক্তি দ্বারাই ঈদৃশরূপধারী স্বরূপতঃ জানিতে, পর্য্যবেক্ষণ করিতে এবং প্রবিষ্ট হইতে সমর্থ হয় ॥ ৫৪

যদি বেদতপোদানেজ্যাভির্দ্রষ্টুমশক্যস্ত্বং তর্হি কেনোপায়েন দ্রষ্টুং শক্যোঽসীত্যত আহ—। সাধনান্তরব্যাবৃত্ত্যর্থস্তুশব্দঃ। ভক্ত্যৈবানন্যয়া মদেকনিষ্ঠয়া নিরতিশয়প্রীত্যা এবংবিধো দিব্যরূপধরোঽহং জ্ঞাতুং শক্যঃ শাস্ত্রতো হে অর্জ্জুন! শক্যঃ অহমিতি ছান্দসোবিসর্গলোপঃ পূর্ব্ববৎ।১ ন কেবলং শাস্ত্রতো জ্ঞাতুং শক্যোঽনন্যয়া ভক্ত্যা কিন্তু তত্ত্বেন দ্রষ্টুং চ স্বরূপেণ সাক্ষাৎকর্ত্তুং চ শক্যো বেদান্তবাক্যশ্রবণমননিদিধ্যাসনপরিপাকেণ।২ ততশ্চ স্বরূপসাক্ষাৎকারাদবিদ্যাতৎকার্য্যনিবৃত্তৌ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ মদ্রূপতয়ৈবাপ্তুং চাহং শক্যো হে পরন্তপ! অজ্ঞানশত্রুদমনেতি প্রবেশযোগ্যতাং সূচয়তি ॥৩—৫৪॥

অনুবাদ—দেবগণ যে এই রূপ দেখিতে পান নাই কিংবা দেখিতে পাইবেন না ইহার হেতু কি? (উত্তর—) আমার উপর ভক্তিশূন্যতাই ইহার হেতু। তাহাই "নাহম্" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন।১ যদ্যপি এই শ্লোকটি "ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ" ইত্যাদি শ্লোকের সহিত গতার্থ, ইহার অর্থ উক্ত শ্লোকেই বর্ণিত হইয়াছে তথাপি এই বিশ্বরূপদর্শনের পরম দুর্লভতা খ্যাপন করিবার জন্যই পুনরায় ইহা পঠিত (উক্ত) হইল।২ (এবংবিধঃ অহং = এবম্প্রকার আকারে আমার, দ্রষ্টুং ন শক্যঃ = দেখিতে পাওয়া যায় না। ন বেদৈঃ = বেদাধ্যয়নের দ্বারাও নয়; ন তপসা = কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা দ্বারাও নয়; ন দানেন = তুলাপুরুষাদি দানের দ্বারাও নয়; ন চ ইজ্যয়া = এবং যাগযজ্ঞাদি দ্বারাও নয়।)২—৫৩॥

অনুবাদ—বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান এবং ইজ্যা অর্থাৎ যজ্ঞ প্রভৃতির বলেও তোমায় যদি দেখিতে পাওয়া না যায় তাহা হইলে কি উপায়ে তোমায় দেখিতে পারা যায়? ইহার উত্তরে অন্য সাধনের (উপায়ের) ব্যাবৃত্তি (নিষেধ) জানাইবার জন্য এখানে 'তু' এই শব্দটি প্রয়োগ করা হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, অনন্যা ভক্তিই একমাত্র ইহার (ভগবদ্দর্শনের) উপায়, ইহার আর অন্য কোন উপায় নাই। হে অর্জ্জুন! অনন্যা অর্থাৎ মদেকনিষ্ঠা—একমাত্র ঈশ্বরেই যাহা পর্য্যবসিত হইয়াছে তাদৃশী যে ভক্তি—নিরতিশয় প্রীতি কেবলমাত্র তাহারই দ্বারা এবংবিধ দিব্যরূপধারী আমাকে শাস্ত্রানুসারে জানিতে পারা যায়। "শক্য অহম্" এস্থলে পূর্ব্বের ন্যায় ছন্দের অনুরোধে বিসর্গলোপ হইয়াছে।১ শাস্ত্রবলে অনন্যা ভক্তির প্রভাবেই আমাকে কেবল জানিতেই পারেন তাহা নহে কিন্তু তিনি আমাকে **তত্ত্বতঃ দ্রষ্টুং চ** = তত্ত্বতঃ দর্শন করিতে অর্থাৎ বেদান্তবাক্যের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের পরিপক্কতাবশতঃ আমার সাক্ষাৎকারলাভ করিতেও পারেন।২ আর তাহাতে আত্ম-স্বরূপ সাক্ষাৎকার হওয়ায় অবিদ্যা এবং অবিদ্যার কার্য্যজাত নিবৃত্ত হইয়া যায় বলিয়া, হে পরন্তপ! তিনি তত্ত্বতঃ আমাতে "প্রবেষ্টুং চ" = প্রবেশ করিতে অর্থাৎ আমার স্বরূপতাও প্রাপ্ত হইতে পারেন। হে **পরন্তপ** = 'অজ্ঞানরূপ-শত্রু দমনকারিন্!'—এইপ্রকার অর্থ বুঝাইতেছে বলিয়া ইহার দ্বারা অর্জ্জুনের প্রবেশযোগ্যতা অর্থাৎ এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার সামর্থ্য যে আছে তাহা সূচিত হইতেছে।৩—৫৪॥

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫ ॥

হে পাণ্ডব! যঃ মৎকর্ম্মকৃৎ মৎপরমঃ মদ্ভক্তঃ, সঙ্গবর্জ্জিতঃ, সর্ব্বভূতেষু নির্ব্বৈরশ্চ সঃ মাম্ এতি অর্থাৎ হে পাণ্ডব! যিনি আমারই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, যিনি মৎপরায়ণ, মদ্ভক্ত, সর্ব্বসংসর্গবর্জ্জিত এবং সর্ব্বভূতে দ্বেষহীন, তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হন ॥ ৫৫

অধুনা সর্ব্বস্য গীতাশাস্ত্রস্য সারভূতোঽর্থো নিঃশ্রেয়সার্থিনামনুষ্ঠানায় পুঞ্জীকৃত্যোচ্যতে।১ মদর্থং কর্ম্ম বেদবিহিতং করোতীতি মৎকর্ম্মকৃৎ। স্বর্গাদিকামনায়াং সত্যাং কথমেবমিতি নেত্যাহ মৎপরমঃ, অহমেব পরমঃ প্রাপ্তব্যত্বেন নিশ্চিতো নতু স্বর্গাদির্যস্য সঃ।২ অতএব মৎপ্রাপ্ত্যাশয়া মদ্ভক্তঃ সর্ব্বৈঃ প্রকারৈর্ম্মম ভজনপরঃ। পুত্রাদিষু স্নেহে সতি কথমেবং স্যাদিতি নেত্যাহ সঙ্গবর্জিতঃ, বাহ্যবস্তুস্পৃহাশূন্যঃ।৩ শত্রুষু দ্বেষে সতি কথমেবং স্যাদিতি নেত্যাহ নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু অপকারিষ্বপি দ্বেষশূন্যো যঃ স মামেত্যভেদেন হে পাণ্ডব! অয়মর্থস্ত্বয়া জ্ঞাতুমিষ্টো ময়োপদিষ্টো নাতঃপরং কিঞ্চিৎ-কর্ত্তব্যমস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪—৫৫ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীবিশ্বেশ্বর সরস্বতীশ্রীপাদশিষ্য-
শ্রীমধুসূদন সরস্বতীবিরচিতায়াং শ্রীভগবদ্গীতাগূঢ়ার্থ
দীপিকায়াং বিশ্বরূপসন্দর্শনং নাম
একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অনুবাদ—এক্ষণে সমগ্র গীতাশাস্ত্রের সারস্বরূপ যে অর্থ, নিঃশ্রেয়সপ্রার্থী (মুক্তিকামী) ব্যক্তিগণ যাহাতে তাহা অনুষ্ঠান করিতে পারেন তজ্জন্য, তাহাই পুঞ্জীকৃত করিয়া বলিতেছেন "মৎকর্ম্মকৃৎ" ইত্যাদি।১ **মৎকর্ম্মকৃৎ**=আমারই জন্য অর্থাৎ ঈশ্বরার্পণমানসে কর্ত্তব্য এই বুদ্ধিতে বেদবিহিত কর্ম্ম যিনি করেন তিনি মৎকর্ম্মকৃৎ। স্বর্গাদি কামনা থাকিতে ইহা অর্থাৎ ঈশ্বরার্পণোদ্দেশে কর্ম্মানুষ্ঠান কিরূপে হইতে পারে? এরূপ সন্দেহ ঠিক নহে; এইজন্য বলিতেছেন "**মৎপরমঃ**";—আমিই (একমাত্র ঈশ্বরই) যাঁহার নিকটে পরম (প্রাপ্তব্য) বলিয়া নিশ্চিত, কিন্তু স্বর্গাদি বিষয় যাঁহার প্রাপ্তব্য বলিয়া নিশ্চিত নহে তিনি মৎপরম।২ এই হেতু আমাকে পাইবার আশায় যিনি **মদ্ভক্তঃ**=সকলপ্রকারেই ঈশ্বরভজনে তৎপর। ইহাতে শঙ্কা হইতে পারে যে পুত্রগণের উপর স্নেহ বর্ত্তমান থাকিতে ইহা অর্থাৎ সকল রকমে ঈশ্বরভজন কিরূপে হইতে পারে? এইজন্য বলিতেছেন, যিনি **সঙ্গবর্জ্জিতঃ**=পুত্রাদি বাহ্য বস্তুতে স্পৃহাশূন্য।৩ শত্রুগণের প্রতি বিদ্বেষ বর্ত্তমান থাকিতে ইহাই বা কিরূপে হইতে পারে অর্থাৎ নিঃসঙ্গ হওয়া যায় না ত? তাই বলিতেছেন যিনি **নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু**=সকল প্রাণীর উপর, এমন কি অপকারীর প্রতিও যিনি বিদ্বেষশূন্য, হে পাণ্ডব! তিনিই আমাকে স্বাভেদে অর্থাৎ নিজ আত্মা হইতে অব্যতিরিক্তভাবে **এতি**=লাভ করিয়া

থাকেন। এই বিষয়টিই তুমি জানিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে আর আমিও ইহার উপদেশ দিলাম। ইহার পর আর কিছু কর্ত্তব্য নাই।৪—৫॥

ভাবপ্রকাশ—দশম অধ্যায় পর্য্যন্ত অর্জ্জুন শ্রীভগবানের মুখে যে সমস্ত তত্ত্বকথা শ্রবণ করিয়াছেন, সেই সমস্ত এখন প্রত্যক্ষ করিবার অভিলাষ অর্জ্জুনের মনে উদয় হইল। অর্জ্জুনের এখন আর সংশয় নাই; শ্রীভগবান্ যাহা বলিয়াছেন তাহা সবই সত্য বলিয়া তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। তথাপি শ্রীভগবানের মধ্যে সমস্ত বিশ্ব কেমন করিয়া অবস্থিত আছে, তিনি কেমন করিয়া সর্ব্বভূতের আদি, মধ্য ও অন্ত, ইহা প্রত্যক্ষ করিবার ইচ্ছা তিনি ভগবান্‌কে জানাইলেন। পরম কারুণিক শ্রীভগবান্ ভক্তের বাসনা অপূর্ণ রাখেন নাই। যে রূপ দেবতারা দেখিবার জন্য লালায়িত, অন্য কোনও মনুষ্য যে রূপ পূর্ব্বে কখনও দেখিতে পারে নাই, অর্জ্জুনের প্রার্থনানুসারে সেই দেবদুর্লভ বিশ্বরূপ তিনি অর্জ্জুনকে দেখাইলেন। অর্জ্জুন নিজ শক্তিবলে এই রূপ দেখিতে সক্ষম হন নাই; শ্রীভগবান্ তাঁহাকে দিব্যচক্ষু দান করিয়াছিলেন; সেই দিব্যচক্ষুর সাহায্যে অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন। অর্জ্জুন পরম ভক্ত; ভক্তিবলে তিনি কৃপালাভ করিয়াছিলেন। যে রূপ তিনি দেখিয়াছিলেন, সেই রূপের দর্শন কেবল অনন্যা, অব্যভিচারিণী ভক্তির দ্বারাই লাভ করা যায়। ভক্তকে ভগবান্ বুদ্ধিযোগ দান করেন। এই দিব্যচক্ষুই ঐ দশম অধ্যায়ের "দদামি বুদ্ধিযোগং" ইত্যাদিতে উক্ত বুদ্ধিযোগ। অর্জ্জুন এখনও পরমজ্ঞানাধিকারী হন নাই, তাই "স্বচক্ষুষা" তিনি দেখিতে সমর্থ নহেন। ভগবান্ অনুকম্পাপূর্ব্বক ভক্তদিগকে বুদ্ধিযোগ দান করেন ও তাঁহাদের অজ্ঞানজ তমঃ নাশ করেন। এই দিব্যচক্ষুদানই ঐ অনুকম্পা। অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দেখিয়া কৃতার্থ হইলেন এবং প্রথমে বিস্ময়াবিষ্ট ও আনন্দাপ্লুত হইলেন। পরে শ্রীভগবানের লোকক্ষয়কারী কালরূপ দেখিয়া ভীত হইলেন এবং ঐরূপ সম্বরণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন।

এই বিশ্বরূপ দর্শন ভগবান্‌কে দৃশ্যরূপে, গ্রাহ্যরূপে দর্শন। ইহা আত্মাভিন্নরূপে ভগবানের দর্শন নহে। জ্ঞানাধিকারীর যে পরমতত্ত্বের অর্থাৎ আত্মাভিন্নরূপে পরমের দর্শন এই দর্শন সে ভূমির নহে। মনে হয় বিশ্বরূপ দর্শন প্রাণভূমির দর্শন। ইহা সত্ত্বভূমির দর্শন, "সর্ব্বভূতেষু একং অব্যয়ং" ভাবের দর্শন। প্রাণভূমিতে এই ব্যাপকতা, এই এক হইতে বিস্তার এবং ঐ বিস্তৃতির একে অন্তর্ধান লক্ষিত হয়। সমস্ত বস্তুর একে অবস্থান এবং একের মধ্যে তাহাদের প্রবেশ—ইহাই বিশ্বরূপ দর্শনের বর্ণনা। ইহা হইতে ইহা প্রাণভূমির দর্শন বলিয়া মনে হয়। পরমতত্ত্বকে উপনিষদ্ "অভয়" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি। যে "অভয়"কে দেখিলে সব ভয় চিরতরে বিদূরিত হইয়া যায়, অর্জ্জুন তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া ভীত হইবেন কেন? ইহা হইতেও মনে হয় অর্জ্জুন এখনও পরমজ্ঞানাধিকারী হইয়া পরমতত্ত্ব দর্শন করিতেছেন না। বিশ্বরূপ ভগবানের পরম প্রকাশ নহে। এই দর্শন গ্রাহ্যরূপে তাঁহার দর্শন; দ্রষ্টৃদৃশ্যভেদবিলুপ্ত যে পরম দর্শন ইহা সে দর্শন নহে।

অর্জ্জুন বলিতেছেন তাঁহার সন্দেহ নাই। তাঁহার অন্তর ভগবানের কথা মানিয়া লইয়াছে। কিন্তু যুক্তির দ্বারা তিনি এখনও ঐ ভগবদ্‌বাক্যসকল বুঝিতে পারিতেছেন না। তাই প্রত্যক্ষতঃ ভগবদুক্ত তত্ত্ব তাঁহার দর্শন করিবার এখনও প্রয়োজন আছে। সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ তাহা বুঝিতে পারিয়াই অর্জ্জুনের সংশয়ের বা অসম্ভাবনাবুদ্ধির ক্ষীণ রেখাটীকেও নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য তাঁহাকে

বিশ্বরূপ দেখাইলেন। কালরূপে তিনি সকলকেই ক্ষয় করিবেন, অর্জ্জুনের প্রতিপক্ষ যোদ্ধৃবৃন্দ সকলেই নিহত হইবেন ইহাও ভগবান্ দেখাইলেন। অর্জ্জুনের পরাজয়ের কোনও সম্ভাবনাই নাই ইহাও অর্জ্জুন নিজে প্রত্যক্ষ করিলেন। যুদ্ধে যাহাতে অর্জ্জুন কৃতনিশ্চয় হন, তাহাই ভগবানের উদ্দেশ্য।

এই অপরূপ বিশ্বরূপ দর্শন এক অপূর্ব্ব দর্শন। ইহা কোন্ তত্ত্ব এবং কোন্ ভূমির দর্শন ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা সম্ভব নহে। মহাযোগেশ্বর ভগবান্ তাঁহার ঐশ্বর যোগবলে এই রূপ তাঁহার ভক্তকে দেখাইয়াছিলেন। ইহা ভক্তির দ্বারা গ্রাহ্য ভগবান্ বলিয়াছেন; তাই ইহা ভক্তির ভূমির বা প্রাণভূমির দর্শন বলিয়া মনে হইয়াছে; ইহা দেখিয়া অর্জ্জুনের ভয় হইয়াছিল—তাই ইহা সেই পরম পদ যে অভয় তত্ত্ব তাহা নহে বলিয়াই মনে হইয়াছে। অধিকারী হইয়া অর্জ্জুন পরে যে তত্ত্ব দর্শন করিবেন, যোগবলে মহাযোগেশ্বর পূর্ব্বেই তাহা অর্জ্জুনকে দেখাইয়া দিলেন; এখনও অনধিকারী আছেন বলিয়াই বোধ হয় অর্জ্জুনের ভয় হইল। তত্ত্বের তারতম্যতা অপেক্ষা এইরূপ ব্যাখ্যাই সঙ্গত মনে হয়; তবে সেই যোগেশ্বরেরর যোগমায়ার কার্য্য আমরা কেমন করিয়া বুঝিব ?

ইতি শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীবিশ্বেশ্বর সরস্বতী পাদের শিষ্য মধুসূদন
সরস্বতী কর্ত্তৃক বিরচিত শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতার গূঢ়ার্থদীপিকা
নামক টীকায় **বিশ্বরূপদর্শন** নিরূপণ
নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ।

অর্জ্জুন উবাচ ।

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে ।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥১

অর্জ্জুনঃ উবাচ—এবং সততযুক্তাঃ যে ভক্তাঃ ত্বাং পর্য্যুপাসতে, যে চাপি অব্যক্তম্ অক্ষরং [পর্য্যুপাসতে] তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ অর্থাৎ অর্জ্জুন কহিলেন, এইরূপে সর্ব্বদা তোমাতে আসক্তচিত্ত যে সকল ভক্ত বিশ্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ তোমার উপাসনা করেন, আর যাঁহারা নিরাকার অক্ষর ব্রহ্মের আরাধনা করেন, এতদুভয়ের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ ? ।১

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে "মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ। নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব !" ইত্যুক্তং। তত্র মচ্ছব্দার্থে সন্দেহঃ কিং নিরাকারমেব সর্ব্বস্বরূপং বস্তু মচ্ছব্দেনোক্তং ভগবতা কিং বা সাকারমিতি উভয়ত্রাপি প্রয়োগ-দর্শনাৎ ।১ "বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ" ॥ ইত্যাদৌ নিরাকারং বস্তু ব্যপদিষ্টং। বিশ্বরূপদর্শনানন্তরঞ্চ "নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া। শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা" ॥ ইতি সাকারং বস্তু ।২ উভয়োশ্চ ভগবদুপদেশয়োরধিকারিভেদেনৈব ব্যবস্থয়া ভবিতব্যং,

অনুবাদ—পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ের শেষে বলা হইয়াছে "হে পাণ্ডুনন্দন ! যে ব্যক্তি মৎকর্ম্মকৃৎ মৎপরম মদ্ভক্ত সঙ্গবর্জ্জিত এবং সর্ব্বভূতে নির্ব্বৈর তিনি আমায় স্বাভেদে প্রাপ্ত হয়েন"। উক্তস্থানে "মৎকর্ম্মকৃৎ" ইত্যাদি অংশে যে 'মৎ' এই অস্মদ্ শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহাতে সংশয় হয় এই যে, এখানে 'মৎ'শব্দের দ্বারা ভগবান্ কি নিরাকার সর্ব্বস্বরূপ অর্থাৎ জগতের আদি কারণ নির্ব্বিশেষ বস্তুর কথা বলিলেন, না সাকার সগুণ স্বরূপের কথা বলিলেন ? কেননা উক্ত উভয় অর্থেতেই ভগবান্ 'মৎ'শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায় ।১ যেমন,—"বহুজন্মের পর, 'বাসুদেবই সর্ব্বস্বরূপ' এই প্রকার জ্ঞান বিশিষ্ট হইয়া জ্ঞানী ব্যক্তি আমায় প্রাপ্ত হয়েন ; তবে তাদৃশ মহাপুরুষ সুদুর্লভ"—ইত্যাদি স্থলে 'অস্মৎ' শব্দের দ্বারা নিরাকার বস্তুরই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আবার অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইবার পর "বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান এবং যজ্ঞ আদির দ্বারাও, আমাকে তুমি যেমন দেখিলে এরূপে দেখিতে পাওয়া যায় না"—এই স্থলে ভগবান্ সাকার বস্তুর বিষয়ই উল্লেখ করিয়াছেন ।২ ভগবান্ এই যে উভয় প্রকার উপদেশ দিয়াছেন অধিকারিভেদেই অবশ্য ইহার ব্যবস্থা হয় ; অর্থাৎ

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥২

শ্রীভগবান্ উবাচ—ময়ি মনঃ আবেশ্য নিত্যযুক্তাঃ পরয়া শ্রদ্ধয়া উপেতাঃ যে মাম্ উপাসতে, তে যুক্ততমাঃ মে মতাঃ অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কহিলেন, যাহারা আমাতে মন নিবেশিত করিয়া সর্ব্বদা মৎপরায়ণ হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমার সগুণ স্বরূপের আরাধনা করেন, তাঁহারাই আমার অভিমত এবং যুক্ততম ॥২

অন্যথা বিরোধাৎ।৩ তত্রৈবং সতি ময়া মুমুক্ষুণা কিং নিরাকারমেব বস্তু চিন্তনীয়ং কিংবা সাকারমিতি স্বাধিকারনিশ্চয়ায় সগুণনির্গুণবিদ্যয়োর্ব্বিশেষবুভুৎসয়া অর্জ্জুন উবাচ—।৪ এবং মৎকর্ম্মকৃদিত্যাদ্যনন্তরোক্তপ্রকারেণ সততযুক্তাঃ নৈরন্তর্য্যেণ ভগবৎকর্ম্মাদৌ সাবধানতয়া প্রবৃত্তা ভক্তাঃ সাকারবস্ত্বেকশরণাঃ সন্তস্ত্বামেবম্বিধং সাকারং যে পর্য্যুপাসতে সততং চিন্তয়ন্তি—।৫ যে চাপি সর্ব্বতো বিরক্তাস্ত্যক্তসর্ব্বকর্ম্মাণোঽক্ষরং ন ক্ষরত্যশ্নুতে বেত্যক্ষরং "এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি! ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমি"ত্যাদিশ্রুতিপ্রতিষিদ্ধসর্ব্বোপাধিরহিতং নির্গুণং ব্রহ্ম—।৬ অতএবাব্যক্তং সর্ব্বকরণাগোচরং নিরাকারং ত্বাং পর্য্যুপাসতে তেষামুভয়েষাং মধ্যে কে যোগবিত্তমাঃ অতিশয়েন যোগবিদঃ।৭ যোগং সমাধিং বিন্দন্তি বিদন্তীতি বা যোগবিদঃ উভয়েঽপি তেষাং মধ্যে কে শ্রেষ্ঠা যোগিনঃ, কেষাং জ্ঞানং ময়ানুসরণীয়মিত্যর্থঃ ॥ ৮—১ ॥

বিভিন্ন অধিকারীকে লক্ষ্য করিয়াই এই দুই প্রকার উক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে। কারণ তাহা না হইলে ইহাদের পরস্পরের সহিত বিরোধ রহিয়া যায়।৩ আর ইহাই যদি হয় তাহা হইলে, আমি মুমুক্ষু, আমি কি নিরাকার বস্তুই চিন্তা করিব, না সাকার উপাসনায়ই প্রবৃত্ত হইব' এই প্রকারে নিজ অধিকার নিরূপণ করিবার জন্য সগুণ ও নির্গুণ বিদ্যার বিশেষ বুভুৎসায় (বৈশিষ্ট্য বুঝিবার ইচ্ছায়) অর্জ্জুন প্রশ্ন করিলেন।—৪ যে সমস্ত ব্যক্তি **এবম্**=এই প্রকারে অর্থাৎ অব্যবহিত পূর্ব্বে "মৎকর্ম্মকৃৎ" ইত্যাদি সন্দর্ভে যেরূপ বলা হইল সেই প্রকারে **সততযুক্তাঃ**=নিরন্তরভাবে ভগবৎকর্ম্মাদিতে সাবধানে প্রবৃত্ত হইয়া "যে ভক্তাঃ"=যাহারা একমাত্র সাকারবস্তু অবলম্বন করিয়া "ত্বাং পর্য্যুপাসতে"=তোমাকে এইভাবে সাকাররূপে উপাসনা করে, সতত চিন্তা করে—।৫ এবং যে সমস্ত ব্যক্তি সকলবিষয়ে বিরক্ত (উদাসীন) হইয়া সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ—"গার্গি! ব্রাহ্মণগণ অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎগণ এই সেই অক্ষরকে অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ বলিয়া থাকেন" ইত্যাদি বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে যাঁহার সকলপ্রকার উপাধি প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে অর্থাৎ উক্ত শ্রুতি হইতে যে বস্তুকে সর্ব্বোপাধিরহিত বলিয়া জানা যায়; যাহা ক্ষরিত অর্থাৎ পরিণত (পরিণাম প্রাপ্ত) হয় না অথবা যাহা সর্ব্ববস্তুকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে তাহাই অক্ষর; সেই যে অক্ষর নির্গুণ ব্রহ্ম—।৬ আর উক্ত কারণেই যিনি অব্যক্ত (কোনও ইন্দ্রিয়ের গোচর নহেন) এতাদৃশ নিরাকার তোমাকে উপাসনা করেন, এই উভয় জাতীয় লোকগণের মধ্যে "কে যোগবিত্তমাঃ"=কাহারা অতিশয় যোগবিৎ।৭ যাঁহারা যোগ অর্থাৎ সমাধি (বিন্দন্তি) লাভ

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥৩
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥৪

সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ যে তু ইন্দ্রিয়গ্রামং সংনিয়ম্য অনির্দ্দেশ্যম্, অব্যক্তং, সর্ব্বত্রগম্ অচিন্ত্যং কূটস্থম্ অচলং ধ্রুবম্ অক্ষরং পর্য্যুপাসতে সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ তে মামেব প্রাপ্নুবন্তি অর্থাৎ সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি যে সকল ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গ্রাম নিরোধ করিয়া ইন্দ্রিয়াতীত অব্যক্ত, সর্ব্বব্যাপী, অচিন্ত্য, কূটস্থ অচল, নিত্য—এতাদৃশ পরব্রহ্মস্বরূপ আমার উপাসনা করেন, সর্ব্বভূতের হিতসাধক সেই সকল ব্যক্তি আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥৩-৪

তত্র সর্ব্বজ্ঞো ভগবানর্জ্জুনস্য সগুণবিদ্যায়ামেবাধিকারং পশ্যংস্তং প্রতি তাং বিধাস্যতি যথাধিকারং তারতম্যোপেতানি চ সাধনানি।১ অতঃ প্রথমং সাকারব্রহ্মবিদ্যাং প্ররোচয়িতুং স্তুবন্ প্রথমাঃ শ্রেষ্ঠা ইত্যুত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—।২ ময়ি ভগবতি বাসুদেবে পরমেশ্বরে সগুণে ব্রহ্মণি মন আবেশ্যানন্যশরণতয়া নিরতিশয়প্রিয়তয়া চ প্রবেশ্য হিঙ্গুলরঙ্গ ইব জতু তন্ময়ং কৃত্বা যে মাং সর্ব্বযোগেশ্বরাণামীশ্বরং সর্ব্বজ্ঞং সমস্তকল্যাণগুণনিলয়ং সাকারং নিত্যযুক্তাঃ সততোদ্যুক্তাঃ শ্রদ্ধয়া পরয়া প্রকৃষ্টয়া সাত্ত্বিক্যোপেতাঃ সন্ত উপাসতে সদা চিন্তয়ন্তি তে যুক্ততমাঃ মে মম মতা অভিপ্রেতাঃ

করেন অথবা (বিদান্ত) বিদিত আছেন তাহারা যোগবিৎ; সুতরাং সগুণোপাসক এবং নির্গুণোপাসক ইঁহারা দুই দলেই যোগবিৎ। তবে ইঁহাদের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ যোগী? কাহাদের জ্ঞান আমি অনুসরণ করিব? ইহাই জিজ্ঞাসার অভিপ্রায়।৮—১॥

অনুবাদ—তন্মধ্যে সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ অর্জ্জুনের সগুণ বিদ্যারই বিধান করিবেন (উপদেশ দিবেন), এবং সেই অধিকার অনুসারে তারতম্যযুক্ত সাধন সকলেরও বিধান করিবেন অর্থাৎ অধিকার ভিন্ন হইলে তাহার সাধন সকলের মধ্যেও অবশ্যই তারতম্য (ইতরবিশেষ) থাকিবে; সেই তারতম্য কি তাহা ভগবান্ নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন।১ এই কারণে প্রথমতঃ সাকার ব্রহ্মবিদ্যা বুঝাইবার জন্য তাহারই প্রশংসাবাদ করিয়া শ্রীভগবান্ "ময়ি" ইত্যাদি শ্লোকে ইহাই বলিতেছেন যে প্রথম জাতীয় ব্যক্তিরা অর্থাৎ যাঁহারা সাকারোপাসনা করেন তাঁহারই শ্রেষ্ঠ।২ **ময়ি**=আমার উপর অর্থাৎ পরমেশ্বর বাসুদেব-রূপ সগুণ ব্রহ্মের উপর "মনঃ আবেশ্য"=অনন্যশরণভাবে এবং নিরতিশয় প্রিয়তার সহিত তন্মধ্যে মনকে প্রবিষ্ট করাইয়া—হিঙ্গুলে জতুকে (গালাকে) প্রবেশ করাইলে তাহা যেমন সেই বর্ণ প্রাপ্ত হয় সেই-ভাবে মনকে তন্ময় করিয়া **যে**=সমস্ত ব্যক্তি **নিত্যযুক্তাঃ**=সতত উদ্যুক্ত হইয়া **পরয়া শ্রদ্ধয়া উপেতাঃ**=পরম শ্রদ্ধার সহিত অর্থাৎ উৎকৃষ্টা সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধার সহিত **মাম্**=সর্ব্বযোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ সমস্ত কল্যাণ গুণের আকর (আশ্রয়) আমার **উপাসতে**=উপাসনা করেন **তে**=সেই সমস্ত ব্যক্তিরাই যুক্ততম ইহা আমার সম্মত অর্থাৎ অভিপ্রেত—ইহাই আমার মত।৩ যে হেতু সেই সমস্ত ব্যক্তিরা সর্ব্বদা ঈশ্বরসক্তচিত্ত হওয়ায় তাঁহারা বিষয়ান্তরে পরাঙ্মুখ হইয়া কেবলমাত্র

।৩ তে হি সদা মদাসক্তচিত্ততয়া মামেব বিষয়ান্তরবিমুখাশ্চিন্তয়ন্তোঽহোরাত্রাণ্যতিবাহয়ন্তি। অতস্ত এব যুক্ততমা মতা অভিমতাঃ ॥ ৪—২ ॥

নির্গুণব্রহ্মবিদপেক্ষয়া সগুণব্রহ্মবিদাং কোঽতিশয়ো যেন ত এব যুক্ততমাস্তবাভিমতা ইত্যপেক্ষায়াং তমতশিয়ং বক্তুং তন্নিরূপকান্নির্গুণব্রহ্মবিদঃ প্রস্তৌতি দ্বাভ্যাং—।১ যেঽক্ষরং মামুপাসতে তেঽপি মামেব প্রাপ্নুবন্তীতি দ্বিতীয়গতেনান্বয়ঃ। পূর্ব্বেভ্যো বৈলক্ষণ্যদ্যোতনায় তুশব্দঃ।২ অক্ষরং নির্ব্বিশেষং ব্রহ্ম বাচক্নবীব্রাহ্মণে প্রসিদ্ধং তস্য সমর্পণায় সপ্ত বিশেষণানি।৩ অনির্দ্দেশ্যং শব্দেন ব্যপদেষ্টুমশক্যং যতোঽব্যক্তং শব্দপ্রবৃত্তিনিমিত্তৈঃ জাতিগুণক্রিয়াসম্বন্ধৈ রহিতম্। জাতিং গুণং ক্রিয়াং সম্বন্ধং বা দ্বারীকৃত্য শব্দপ্রবৃত্তের্নির্ব্বিশেষে প্রবৃত্ত্যযোগাৎ।৪ কুতো জাত্যাদিরাহিত্যমত আহ সর্ব্বত্রগং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বকারণম্। অতো জাত্যাদিশূন্যং, পরিচ্ছিন্নস্য কার্য্যস্যৈব

আমাকেই চিন্তা করিতে করিতে বহু দিবারাত্র কাটাইয়া দেন। এই কারণেই তাঁহারা যুক্ততম বলিয়া আমার অভিমত।—২॥

অনুবাদ—যাঁহারা নিগুণ ব্রহ্মবিৎ তাঁহাদের অপেক্ষা সগুণব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিগণের অতিশয় (উৎকর্ষ) কি যাহার জন্য তাঁহাদেরই যুক্ততম বলা হইতেছে—এইরূপ সংশয় হইলে তাহার উত্তরে তাঁহাদের সেই অতিশয় অর্থাৎ উৎকর্ষটী বলিবার জন্য তাহার নিরূপক যাহার দ্বারা তাহা নিরূপিত হয় সেই নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্‌গণের বিষয় দুইটী শ্লোকে বলিবার উপক্রম করিতেছেন।১ এস্থলে এই শ্লোকটীর যে "যে অক্ষরং মাম্ উপাসতে" এই অংশটী পরবর্ত্তী শ্লোকের "তে মামেব প্রাপ্নুবন্তি" এই অংশের সহিত অন্বিত হইবে। পূর্ব্বোক্ত সগুণ সাকার উপাসকগণের সহিত বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ পার্থক্য নির্দ্দেশ করিবার জন্য "তু" এই শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে।২ অক্ষর অর্থ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম; ইহা বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের বাচক্নবী গার্গী ও যাজ্ঞবাল্ক্যের কথোপকথনাত্মক যে অংশ আছে, যাহা 'বাচক্নবী ব্রাহ্মণ' নামে প্রসিদ্ধ, তথায় উক্ত হইয়াছে। সেই অক্ষর—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সমর্পণের নিমিত্ত অর্থাৎ তাহা বুঝাইবার জন্য এখানে সাতটী বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে।৩ সেইগুলি যথা;—তাহা **অনির্দ্দেশ্যম্**=যাহাকে শব্দের দ্বারা ব্যপদেশ করা যায় না অর্থাৎ যাহাকে শব্দ দিয়া 'ইদমীদৃক্' ভাবে ('ইহা এইরূপ'—এইপ্রকারে) নির্দ্দেশ করা যায় না; ইহার কারণ তিনি **অব্যক্তম্**=শব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্ত যে জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও সম্বন্ধ তিনি সেই সমস্ত বিরহিত। যে হেতু জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও সম্বন্ধ ইহাদের যে কোন একটীকে দ্বার করিয়া (অবলম্বন করিয়াই) শব্দের প্রবৃত্তি (অর্থবোধকতা) হইয়া থাকে সেই কারণে নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও সম্বন্ধ আদি বিরহিত যে বস্তু তাহাতে শব্দের প্রবৃত্তি (অভিধায়কত্ব) হইতে পারে না।৪ তাঁহার মধ্যে যে জাতি আদি নাই ইহার কারণ কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন "সর্ব্বত্রগম্"। সর্ব্বত্রগ বলিতে সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বকারণ; এই জন্যই তিনি জাত্যাদিশূন্য (অর্থাৎ যাহা সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বকারণ তাহা নির্ব্বিশেষ ছাড়া সবিশেষ হইতে পারে না; আর যাহা নির্ব্বিশেষ তাহার মধ্যে জাত্যাদি বিশেষণ থাকিতে পারে না।) যেহেতু পরিচ্ছিন্ন কার্য্য পদার্থেরই জাত্যাদি সম্বন্ধ

জাত্যাদিযোগদর্শনাৎ, আকাশাদীনামপি কার্য্যত্বাভ্যুপগমাচ্চ।৫ অতএবাচিন্ত্যং শব্দবৃত্তেরিব মনোবৃত্তেরপি ন বিষয়ঃ, তস্যা অপি পরিচ্ছিন্নবিষয়ত্বাৎ। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহে"তি শ্রুতেঃ।৬ তর্হি কথং "তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামী"তি, "দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যেতি" চ শ্রুতিঃ "শাস্ত্রযোনিত্বাদিতি" সূত্রং চ।৭ উচ্যতে, অবিদ্যাকল্পিতসম্বন্ধেন শব্দজন্যায়াং বুদ্ধিবৃত্তৌ চরমায়াং পরমানন্দবোধরূপে শুদ্ধে বস্তুনি

দেখিতে পাওয়া যায়; আর বেদান্তসিদ্ধান্তে আকাশাদিরও কার্য্যতা (উৎপত্তিবিনাশবত্ব) স্বীকার করা হয়।৫ [**তাৎপর্য্য**—এই যে, জগতের যাহা আদি কারণ তাহা সর্ব্বব্যাপী অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন; তাহার মধ্যে যদি জাত্যাদি কোন ধর্ম্ম স্বীকার করা হয় তাহা হইলে তাহা পরিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। আর যাহা পরিচ্ছিন্ন তাহা অনিত্য হয় বলিয়া তাহা আর জগতের কারণ হইতে পারে না। ইহাতে শঙ্কা হইতে পারে যে দিক্, কাল এবং আকাশও ত অপরিচ্ছিন্ন; তাহা হইলে সেগুলিও জগৎকারণ হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে নৈয়ায়িক আদি মতে আকাশ অপরিচ্ছিন্ন হইলেও বেদান্তিমতে আকাশ পরিচ্ছিন্ন; যেহেতু শ্রুতিতে আকাশেরও উৎপত্তি বর্ণিত রহিয়াছে। আর যাহার উৎপত্তি আছে তাহা অপরিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। আকাশ যে পরিচ্ছিন্ন ও অনিত্য তাহা যুক্তিবলেও প্রতিষ্ঠাপিত হয়; বিভক্তত্ব, অনিত্যগুণাশ্রয়ত্ব প্রভৃতি হেতুবলে আকাশের পরিচ্ছিন্নতা এবং অনিত্যতা প্রতিপাদিত হয়। দিক্ ও কাল নামে স্বতন্ত্র কোন পদার্থ বেদান্ত সিদ্ধান্তে স্বীকৃত হয় না। যদিই বা অভ্যুপগমবাদে স্বীকার করা হয় তাহা হইলেও আকাশের পরিচ্ছিন্নতার ন্যায় দিক্‌কালেরও পরিচ্ছিন্নত্ব একই যুক্তিতে প্রতিপাদিত হয়। বেদান্ত দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের প্রথম অধিকরণে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিচার আছে। বিশেষ বিবরণ তথায় দ্রষ্টব্য।]৫ এই কারণে তাহা **অচিন্ত্য**; তাহা যেমন শব্দবৃত্তির বিষয় হয় না সেইরূপ তাহা মনোবৃত্তিরও গোচর নহে, কারণ যাহা মনোবৃত্তির গোচর হয় তাহাও পরিচ্ছিন্নই হইয়া থাকে। এই জন্য শ্রুতি বলিতেছেন—"মনের সহিত বাক্য সকলও যাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে না পারিয়া নিবৃত্ত হইয়া থাকে। তিনি যদি মনের এবং বাক্যেরও অগোচর তাহা হইলে "সেই ঔপনিষদ (উপনিষৎপ্রতিপাদ্য) পুরুষের বিষয়ই আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি" এবং "অগ্র্য (সংস্কৃত) বুদ্ধি (অন্তঃকরণ বা মনের) দ্বারাই তিনি দৃষ্ট (সাক্ষাৎকৃত) হয়েন" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যের এবং "শাস্ত্রযোনিত্বহেতু অর্থাৎ শাস্ত্রই সেই জগৎকারণ ব্রহ্মের প্রতিপাদক বলিয়া তাঁহার জগৎকারণতা সিদ্ধ হয়"—বেদান্ত দর্শনের এই সূত্রটীরই বা কিরূপে উপপত্তি (সঙ্গতি) হয়। অর্থাৎ ঐ সূত্রটী হইতে জানা যায় যে শাস্ত্রই জগৎকারণ ব্রহ্মের প্রতিপাদক; সুতরাং তিনি বাক্যগম্য। আবার উক্ত শ্রুতিদ্বয় হইতেও জানা যায় যে তিনি বাক্যেরও গম্য, কেননা তাহা না হইলে তদ্বিষয়ে প্রশ্নই হইতে পারে না। আর তিনি ত মনেরও গোচর বটে, কারণ শ্রুতি বলিলেন 'অগ্র্য বুদ্ধিদ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়'; যদি মনের দ্বারাও সাক্ষাৎকার না হয় তাহা হইলে আর ত কোন করণ নাই যাহার সাহায্যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইতে পারে।৭ ইহার উত্তরে বক্তব্য;—অবিদ্যাকল্পিত সম্বন্ধ বশতঃ শব্দজন্য (বেদান্তবাক্যশ্রবণ হইতে সমুৎপন্ন) চরম বুদ্ধিতে পরমানন্দ ও বোধস্বরূপ শুদ্ধ চিৎবস্তু প্রতিবিম্বিত হইলে কল্পিত অবিদ্যা ও অবিদ্যার কার্য্যের নিবৃত্তি হওয়া যুক্তিসিদ্ধ হয়; কাজেই

প্রতিবিম্বিতেঽবিদ্যাতৎকার্য্যয়োঃ কল্পিতয়োর্নিবৃত্ত্যুপপত্তেরুপচারেণ বিষয়ত্বাভিধানাৎ ।৮

তদনুসারে শুদ্ধ চিৎবস্তুকে ঔপচারিকভাবে শব্দের এবং সংস্কৃত মনের বিষয় বলা হইয়া থাকে ।৮

তাৎপর্য্য—শ্রীভগবান্ মূলে বলিলেন যে অক্ষর অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ যে তুরীয় ব্রহ্ম তাহা অনির্দ্দেশ্য এবং অচিন্ত্য। তুরীয় ব্রহ্ম বলিতে যাঁহাতে প্রপঞ্চের উপশম হইয়া থাকে সেই যে শান্ত শিব অদ্বৈত নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব তাহাই বুঝিতে হইবে। তিনিই "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বেদান্ত মহাবাক্যের প্রতিপাদ্য। উঁহাকে তুরীয় বলিবার কারণ এই যে, শ্রুতি দেখাইতেছেন এই প্রপঞ্চ হইতেই নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে হইবে। এই প্রপঞ্চের তিনটী অবস্থা বিচারে পাওয়া যায়,—সেইগুলি হইতেছে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণাবস্থা। জগৎ বা এই প্রপঞ্চ জড়—ইহার স্বতন্ত্র সত্তাও নাই এবং স্ফুরণ বা প্রকাশও নাই। অথচ ইহা যেন সত্তাবৎ ও স্ফুরণবৎ বলিয়া প্রতীত হইতেছে। সুতরাং যাহার সত্তায় এবং স্ফুরণে ইহার সত্তা ও স্ফুরণ হইতেছে সেই পদার্থটীকে ইহার সকল অবস্থাতেই অনুগত রাখিতে হইবে, তাহা না হইলে এই জগতের সত্তার এবং স্ফুরণের উপপত্তি হয় না। আবার সৎ ও স্ফুরণরূপ যে পদার্থ তাহা এক অদ্বিতীয়। কিন্তু এই কল্পিত জগৎরূপ উপাধির ভেদে সেই সৎ পদার্থকেও কল্পিত ভেদযুক্ত বলিতে হইবে, কেন না তাহা না হইলে সত্তা ও স্ফুরণহীন জগতের প্রতীয়মানতাই অসম্ভব হইবে। এই জন্য শ্রুতি বলেন, এই স্থূল জগৎ যাঁহার সত্তায় ও স্ফুরণে সত্তাবৎ ও স্ফুরণবৎ—এই স্থূল ব্রহ্মাণ্ডটাই যাঁহার শরীর তিনি বিরাট্ পুরুষ বা বৈশ্বানর নামে জ্ঞেয় ও উপাস্য। এই স্থূল জগতের যে সূক্ষ্ম অবস্থা তাহা যাঁহার সত্তায় প্রতিষ্ঠিত, যিনি সেই সূক্ষ্ম জগতের অভিমানী তাঁহাকে হিরণ্যগর্ভ, সূত্রাত্মা, প্রাণ প্রভৃতি নামে জানিতে হইবে ও উপাসনা করিতে হইবে। আবার সেই সূক্ষ্মজগতেরও যে কারণাবস্থা—অব্যক্ত ত্রিগুণাত্মক মায়ারূপ যে কারণ তাহা যাঁহার শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত, যিনি তাহাকে অধীন করিয়া রাখিয়াছেন তিনি অন্তর্য্যামী, ঈশ্বর প্রভৃতি নামে জ্ঞেয় ও উপাস্য। ইনিই 'তৎ'পদের বাচ্য অর্থ। ইহাই জগতের চরম অবস্থা—ইহার পর আর জগতের সত্তা নাই ; ইহার পর যে সর্ব্বসাক্ষী প্রপঞ্চোপশম তত্ত্ব তাহাই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। জগতের সত্তা ও স্ফুরণের হেতুস্বরূপ সেই একই অকল্পিত চৈতন্য জগতের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণরূপ উপাধিত্রয়হেতু, বৈশ্বানর, হিরণ্যগর্ভ ও অন্তর্য্যামী বা ঈশ্বর এই ত্রিবিধ কল্পিত অবস্থায় ভাসমান। তিনি এই উপাধিত্রয়বিশিষ্ট চৈতন্যের পরে অর্থাৎ নিরুপাধিভাবে রহিয়াছেন বলিয়া শ্রুতি তাঁহাকে 'তুরীয়' এই নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক সমষ্টি জগতের যেমন তিনটী অবস্থা দেখা গেল আধ্যাত্মিক জগতের অর্থাৎ প্রতি জীবদেহরূপ এক একটী ব্যষ্টি জগতেরও ঐরূপ তিনটী বিভাগ আছে—সেইগুলিকে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই তিন অবস্থাতে একই চৈতন্য বর্ত্তমান থাকেন বটে তবে অবস্থাভেদে তাঁহার উপলব্ধির স্বরূপ ভিন্ন হয় বলিয়া শ্রুতিমধ্যে তাঁহাকেও তিন ভাগে বিভক্তরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে যিনি জাগ্রৎকালে এই স্থূল দেহরূপ অন্নময় কোষের অধিষ্ঠাতা হইয়া ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বিষয়োপলব্ধি করেন তাঁহাকে শ্রুতি'বিশ্ব' বলিয়াছেন। যিনি স্বপ্নকালে জাগ্রৎ বাসনাবাসিত মনোময়, প্রাণময় ও বিজ্ঞানময় কোশরূপ সূক্ষ্ম দেহের অধিষ্ঠাতা হইয়া স্বকল্পিত তৈজস বাসনাময় বিষয়ের উপলব্ধি করেন তিনি শ্রুতিতে 'তৈজস' এই নামে অভিহিত হইয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত জাগ্রৎকালীন বিশ্ব স্বপ্নাবস্থায় এই তৈজসেই লীন হইয়া

যান। আর যখন সমস্ত প্রকার বাসনাও লীন হইয়া যায়—যখন বিষয়োপলব্ধির আর কোনও উপায় থাকে না তখন সেই বাসনালয়ের আধার বা কারণস্বরূপ যে কারণদেহ তাহার মধ্যে থাকিয়া যিনি আনন্দময় কোষের অধিষ্ঠাতা হইয়া আনন্দ উপলব্ধি করিতে থাকেন—সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির ঐ আনন্দোপলব্ধিরই অস্পষ্ট স্মরণ হইয়া থাকে। ঐ আনন্দের যিনি উপলব্ধা তাঁহাকে শ্রুতি 'প্রাজ্ঞ' এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। পূর্ব্বকথিত তৈজস সুষুপ্তিকালে এই প্রাজ্ঞে লয় প্রাপ্ত হন। ইনিই অবিদ্যাবচ্ছিন্ন ব্যষ্টি-চৈতন্য, জীব; ইনিই 'ত্বং' পদের বাচ্য। তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে যখন ঐ অবিদ্যারূপ আবরণটী সরিয়া যায় তখন ঐ প্রাজ্ঞই নির্ব্বিশেষ চৈতন্যস্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া যান, তখনই তিনি তুরীয়স্বরূপ হইয়া থাকেন। এই তুরীয় তত্ত্ব শব্দের অনির্দ্দেশ্য এবং চিন্তার অতীত, ইহাই শ্রুতি স্মৃতির উপদেশ। ইনি যে শব্দের অনির্দ্দেশ্য এবং চিন্তার অতীত তাহার কারণ এইরূপ, —সমস্ত বস্তুই যে শব্দের দ্বারা অভিহিত হইতে পারে ইহা সর্ব্বস্বীকৃত। এই জন্যই মীমাংসকাচার্য্য কুমারিল ভট্টপাদ বলিয়াছেন "অত্যন্তাসত্যপি জ্ঞানমর্থে শব্দঃ করোতি হি"—'গগন কুসুমাদি অত্যন্ত অসৎ যে বস্তু তদ্বিষয়েও শাব্দজ্ঞান হইয়া থকে।' অধিক কি জ্ঞানমাত্রই শব্দানুভব বিজড়িত, যে বিষয়েই জ্ঞান হইবে তাহাতেই শব্দ অনুগত হইয়া ভাসমান থাকে। এই কারণেই বৈয়াকরণগণ বলিয়া থাকেন "ন সোঽস্তি প্রত্যয়ো লোকে যঃ শব্দানুগমাদৃতে। অনুবিদ্ধমিব জ্ঞানং সর্ব্বং শব্দেন ভাসতে"—"জগতে এমন কোন প্রত্যয় অর্থাৎ জ্ঞান নাই যাহাতে শব্দ অনুগত না আছে; সকল প্রকার জ্ঞানই শব্দানুবিদ্ধ হইয়া ভাসমান হইয়া থাকে।" এই প্রকারে শব্দের সর্ব্বব্যাপকতা সিদ্ধ হইলেও বস্তুর যাহা বৈশিষ্ট্য তাহা নির্দ্দেশ করিবার সামর্থ্য শব্দের নাই। 'ইহা এইরূপ' এই প্রকারে শৃঙ্গগ্রাহিতা সহকারে বস্তুর বৈশিষ্ট্যের পরিচায়কতা শব্দের শক্তি নহে। কিন্তু সামান্য অর্থাৎ সাধারণ ভাবেই শব্দের অভিধায়কত্ব হইয়া থাকে; সাধারণ ভাবেই শব্দ বস্তুর পরিচয় দিতে পারে। অলৌকিক বস্তুর বৈশিষ্ট্য নির্দ্দেশ করা ত দূরের কথা প্রতিনিয়ত অনুভূয়মান নিত্যব্যবহার্য্য বস্তুসকলেরও পরস্পর যে অত্যন্ত বৈলক্ষণ্য আছে তাহাও শব্দের অভিধেয়তার বহির্ভূত। ইক্ষু, ক্ষীর, গুড়াদির প্রত্যেকের মধ্যেই মাধুর্য্য আছে বটে, কিন্তু ঐ মধুরতাত্রয় কি এক অভিন্ন? কথনই নহে। উহাদের পরস্পর মাধুর্য্যের মধ্যে বড় অল্প পার্থক্য নাই! কিন্তু ইক্ষুর মধুরত্ব কিরূপ, দুগ্ধের মাধুর্য্য কীদৃশ, এবং ইক্ষুরসবিকার গুড়েরই মধুরতা কেমন তাহা কি স্বয়ং সরস্বতীও শব্দে প্রকাশ করিতে পারেন? এই জন্যই প্রাচীন আচার্য্য বলিয়া গিয়াছেন, "ইক্ষুক্ষীরগুড়াদীনাং মাধুর্য্যস্যান্তরং মহৎ। তথাপি ন তদাখ্যাতুং সরস্বত্যাপি শক্যতে॥" প্রতিনিয়ত অনুভূয়মান লৌকিক পদার্থের স্বাতন্ত্র্য নির্দ্দেশ করিতেই যখন শব্দের শক্তি কুণ্ঠিত হয় তখন অলৌকিক যে তত্ত্ব যাহা সামান্যস্বরূপও নহে এবং বিশেষস্বরূপও নহে, সেই নিঃসামান্যবিশেষ বস্তুকে শব্দ কিরূপে 'ঈদমীদৃক্' ভাবে নির্দ্দেশ করিবে? শব্দ তাহা করিতে পারে না। আরও শব্দের অভিধেয় পদার্থ সকল চারি ভাগে বিভক্ত। অর্থের সহিত শব্দের বাচ্যবাচকতা, প্রত্যায্যপ্রত্যায়কতা সম্বন্ধ আছে। অর্থ বাচ্য বা প্রত্যায্য আর শব্দ হইতেছে তাহার বাচক বা প্রত্যায়ক। শব্দ ও অর্থের এই যে বাচ্যবাচকতা সম্বন্ধ তাহা চারিটী সম্বন্ধকে লইয়াই প্রবৃত্ত হয়। অর্থগত চারিটী সম্বন্ধই শব্দের বাচকতার প্রতি নিমিত্ত বা হেতু। সেই চারিটী সম্বন্ধ হইতেছে, জাতি, সম্বন্ধ, গুণ ও ক্রিয়া। অর্থগত জাতি কোন বাচকতার কোন স্থলে শব্দের নিমিত্ত হইয়া থাকে। গো, ঘট ইত্যাদি স্থলে তত্তৎ অর্থের

জাতিকে আশ্রয় করিয়াই শব্দের প্রবৃত্তি, অর্থাৎ ঐ সমস্ত স্থলে গোত্বজাতি বা ঘটত্বজাতিই গো, ঘট ইত্যাদি শব্দের অভিধেয় হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে সম্বন্ধও শব্দের বাচকতা হেতু হয়। যেমন দণ্ডী, ধনী প্রভৃতি স্থলে দণ্ড সম্বন্ধ, এবং ধন সম্বন্ধই শব্দের বাচকতা নিমিত্ত অর্থাৎ উক্ত স্থলে দণ্ডসম্বন্ধ, ও ধন সম্বন্ধই দণ্ডী, ধনী ইত্যাদি শব্দের বাচ্য হইয়া থাকে। এইরূপ, শুক্ল কৃষ্ণ ইত্যাদি স্থলে গুণ এবং পাচক, যাজক ইত্যাদি স্থলে ক্রিয়াই শব্দের বাচকতার নিমিত্ত হইয়া থাকে। শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য অক্ষর তুরীয় ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ স্বরূপ; কাজেই তিনি জাতি, সম্বন্ধ, গুণ ও ক্রিয়ার অতীত। সুতরাং সেই ব্রহ্মরূপ অর্থের বাচকতার কোন নিমিত্ত না থাকায় শব্দ তাঁহার বাচক হইতে পারে না। অপিচ শব্দ ও অর্থের এই যে বাচ্যবাচকতা সম্বন্ধ ইহা অবিদ্যাকল্পিত। কারণ সমানজাতীয়ের সহিতই সমজাতীয়ের সম্বন্ধ হইয়া থাকে। শব্দ, অর্থ ইত্যাদিগুলি অবিদ্যারই বিজৃম্ভণ। যেহেতু আমরা দেখিতে পাই শ্রুতি বলিতেছেন "তন্নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত" অর্থাৎ "তিনি মায়াপ্রভাবে নাম ও রূপে ব্যাকৃত অভিব্যক্ত হইলেন।" অক্ষর নির্ব্বিশেষ তুরীয় ব্রহ্ম কিন্তু মায়ার অতীত, মায়াজন্য ব্যবহারশূন্য; এই কারণে সেই স্থলে অবিদ্যা কল্পিত শব্দের বাচকতা হইতে পারে না বলিয়া তিনি কোনও শব্দের বাচ্য নহেন। অধিক কি শব্দ যে কোন বস্তুর অর্থের বাচক হয় তাহা সেই অর্থের সহিত সেই শব্দের সঙ্কেত বা অনাদি সম্বন্ধ আছে বলিয়াই বাচক হইয়া থাকে। অর্থের সহিত শব্দের সেই যে সঙ্কেত তাহা প্রমাণান্তর সাহায্যেই গৃহীত হইয়া থাকে। তুরীয়ব্রহ্ম কিন্তু সকল প্রকার প্রমাণের অতীত; এই হেতু সঙ্কেতগ্রহ না থাকার জন্যও শব্দ ব্রহ্মের বাচক নহে। প্রমাণান্তরমূলক সেই সম্বন্ধ প্রভৃতি যে সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে বিষয়ীভূত করিবে তাহাত দূরের কথা সকল প্রমাণের, সকল জ্ঞানের নিয়ামক যে মন তাহাই তাঁহার সংবাদ রাখিবার অত্যন্ত অযোগ্য। কারণ মন হইতেছে পরাক্ পদার্থ; তাহা বাহ্য জড়বস্তুরূপ পরাক্‌ভূমিতেই নিয়ত ঘুরিতে থাকে; তাহা কি কখনও সেই পরাক্ পদার্থের অতীত প্রত্যক্ পদার্থকে স্বরূপতঃ গ্রহণ করিতে পারে? তাহা পারে না বলিয়াই তিনি অচিন্ত্য—চিন্তার, মনোব্যাপারের বহির্ভূত। আরও সেই প্রত্যক্ বস্তু যদি মনের চিন্তার বিষয়ীভুত হন তাহা হইলে তিনি কর্ম্মস্বরূপ হইবেন অর্থাৎ ক্রিয়াজন্য ফলের আশ্রয়স্বরূপ হইয়া পড়িবেন। ক্রিয়াজন্য ফল হইতেছে যাহা ছিল না তাহা হওয়া; তাদৃশ ফল যাহাতে হয় তাহাই কর্ম্ম। যেমন ঘটপটাদিবিষয়ক যে জ্ঞান তাহা ক্রিয়াজন্য আবরণভঙ্গ এবং প্রকাশোৎপত্তিরূপ যে ফল তাহার আশ্রয় হইয়া থাকে। অর্থাৎ—ঘটাদি বিষয়সকল অজ্ঞানবশতঃ চৈতন্যে কল্পিত। তাহাদের যে সৎ বলিয়া প্রতীতি হয় তাহা তাহাদের সত্তা নহে কিন্তু তদবচ্ছিন্ন অর্থাৎ তত্তৎ বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যেরই সত্তা। যে হেতু শ্রুতি বলিতেছেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"='এই সমস্তই ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মসত্তাতিরিক্ত সত্তা কাহারও নাই'। অথচ সর্ব্বত্র ব্রহ্মসত্তার উপলব্ধি না হইয়া বিষয় সত্তারই উপলব্ধি হয়। এই যে প্রত্যক্ষোপলব্ধি ইহা শ্রুতিবিরুদ্ধ এবং ভ্রান্ত। তবে যে ব্রহ্মসত্তার সর্ব্বত্র উপলব্ধি হয় না তাহার কারণ এই যে তত্তৎ বিষয়রূপ অজ্ঞানই সেই চৈতন্যকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। ঘটাদি কল্পিত বস্তু সকল অজ্ঞানের কার্য্য বলিয়া উহারাও অজ্ঞানস্বরূপ। আবার উহার জড় বলিয়া প্রকাশবিহীন। অন্তঃকরণ

পরিণামী। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সক্রিয় থাকিলে অন্তঃকরণ সেই ইন্দ্রিয়রূপ দ্বার দিয়া বহির্দ্দেশে—বিষয়দেশে উপস্থিত হয় এবং নদীর জল ক্ষেত্র মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তাহা যেমন সেখানকার আলিবদ্ধ, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ আদি ভূমিখণ্ডের আকার প্রাপ্ত হয় সেই অন্তঃকরণও সেইরূপ বিষয়দেশে যাইয়া বিষয়সরূপতাপ্রাপ্ত হয়। অন্তঃকরণের এই যে বিষয়সরূপতাপ্রাপ্তি ইহাকে বৃত্তি বলা হয়। এই বৃত্তি চিদাভাসযুক্ত (চৈতন্যপ্রতিবিম্বযুক্ত)। চিদাভাসযুক্ত ঐ বৃত্তি যখন বিষয়দেশে গিয়া বিষয়কে ব্যাপ্ত করে তখন অন্তঃকরণ বা বুদ্ধির ঐ বৃত্তির দ্বারা বিষয়গত অর্থাৎ বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যগত যে অজ্ঞান তাহা নষ্ট হইয়া যায়; আর ঐ চিদাভাস এবং বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য এক হইয়া গিয়া পূর্ব্বে ঘটে অপ্রকাশমান যে ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্য তাহার অভিব্যক্তি করে, অর্থাৎ জড় বা প্রকাশরহিত ঘটের মধ্যে প্রকাশ আধান করে। ইহার ফলে ঘটবিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ইহাই হইল ঘটের ক্রিয়া-জন্য ফলাশ্রয়ত্বরূপ কর্ম্মতা বা জ্ঞানবিষয়তা। ইহাকেই শাস্ত্রকারগণ 'ফলব্যাপ্যতা' নামেও অভিহিত করিয়াছেন। নির্ব্বিশেষ যে তুরীয়ব্রহ্ম তিনি ঐ প্রকারে অন্তঃকরণের বিষয়ীভূত হইয়া প্রকাশরূপ ফলের আধার হইতে পারেন না। কারণ তিনি স্বয়ংই হইতেছেন প্রকাশস্বরূপ, তিনি আবার কাহার প্রকাশে প্রকাশিত হইবেন। চন্দ্রের প্রকাশে যেমন কখনও সূর্য্যের প্রকাশ হয় না সেইরূপ বৃত্তি বলে তাহারও (ব্রহ্মেরও) প্রকাশ হয় না। এই কারণে তিনি মনের চিন্তারও বিষয় নহেন। অপিচ তিনিই হইতেছেন সকল জীবের মধ্যে প্রমাতা, জ্ঞাতা—অর্থাৎ সকল প্রকারের প্রমাণের, সমস্ত জ্ঞানের কর্ত্তা। তিনিই যদি জ্ঞানের কর্ম্ম হন তাহা হইলে সেই জ্ঞানের কর্ত্তা বা অনুভবিতা কে হইবে? আর এ কথাও বলা চলে না যে তিনি কর্ত্তাও বটে এবং কর্ম্মও বটে; কারণ এরূপ বলিলে কর্ম্মকর্তৃবিরোধরূপ দোষের প্রসক্তি হয়। যে হেতু কর্ম্ম হইতেছে ক্রিয়াজন্য-ফলাশ্রয়ত্ব; আর কর্তৃত্ব হইতেছে ক্রিয়াশ্রয়ত্ব—এই দুইটি বিভিন্ন বিষয় একই ব্যক্তিতে স্বীকার করা যায় না, যে হেতু ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ। সুতরাং ব্রহ্ম যে কর্ত্তাও হইবেন এবং কর্ম্মও হইবেন তাহা বলা চলে না। এই সমস্ত কারণে ব্রহ্ম মনেরও বিষয় নহেন। আর তিনি যখন মনেরও বিষয় নহেন তখন তাঁহার সহিত শব্দের সঙ্কেতগ্রহ সুদূরপরাহত বলিয়া সঙ্কেতাভাব প্রযুক্তও তিনি শব্দের অভিধেয় অর্থাৎ বাচ্য নহেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলে পর ইহার উপর প্রশ্ন উঠে এই যে, ব্রহ্ম যদি শব্দের অনির্দ্দেশ্য অপ্রমেয়ই হইলেন তাহা হইলে শ্রুতিমধ্যে যে উক্ত হইয়াছে—"তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি"—'উপনিষৎপ্রতিপাদ্য সেই পুরুষ অর্থাৎ ব্রহ্মের বিষয় আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, এবং ব্রহ্মসূত্রকারও যে বলিয়াছেন "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" অর্থাৎ শাস্ত্রই ব্রহ্মের যোনি বা প্রতিপাদক, আবার শ্রুতিমধ্যেও যে দেখা যায় "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্", "দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা"—মনের দ্বারাই তাঁহাকে দেখিতে অর্থাৎ সাক্ষাৎকার করিতে হইবে 'অগ্র্য অর্থাৎ সংস্কৃত বুদ্ধির দ্বারা তাঁহাকে দেখা যায়'—ইহাই বা কিরূপে সঙ্গত হয়? ইহার উত্তরে বৈদান্তিক আচার্য্যগণ যাহা বলেন তাহা এইরূপ,—সত্য বটে শব্দের দ্বারা বস্তুর বিশিষ্টতা 'ইদমীদৃক্'ভাবে নিরূপিত হয় না, কিন্তু তাই বলিয়া যে শব্দ তদ্বিষয়ে বোধ জন্মাইতে একেবারে অক্ষম তাহা নহে। গুড়ের মাধুর্য্য বলিলে ঐ শব্দটি এমন একস্থলে লইয়া যায় যথায় অন্য কোনও প্রকার মাধুর্য্যের বোধের সহিত উক্ত বোধের সাঙ্কর্য্য হয় না। উহা এমন একটি বোধ জন্মাইয়া দেয় যাহা বৈশিষ্ট্যাত্মক স্বরূপ বুঝাইতে

না পারিলেও অন্যের সহিত তাহাকে সঙ্কীর্ণ হইতে না দিয়া পৃথক্ করিয়া দেয়। সুতরাং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বস্তুর স্বরূপ বুঝাইতে না পারিলেও অদূরবিপ্রকর্ষে অর্থাৎ কিছু তফাতে থাকিয়া শব্দ তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। ঐ প্রকারে শব্দের যে বোধকতা তাহাকে লক্ষণা বলা হয়। সেইরূপ অভিধাশক্তিতে শব্দ ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইতে পারে না বটে কিন্তু লক্ষণা বলে তাহা তৎস্বরূপ অবগত করাইয়া দেয়। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম" এই শ্রুতি বাক্য এমন এক পদার্থের উপস্থিতি করায় যাহা ব্রহ্মের স্বরূপ না হইলেও ব্রহ্মেতর অন্যান্য সমস্ত পদার্থকে রহিত করিয়া মাত্র তাঁহাকেই অবশিষ্ট—পৃথক্ রাখিয়া দেয়। এই কারণে উক্ত শ্রুতি বাক্য ব্রহ্মের তটস্থলক্ষণ, বা উপলক্ষণ অর্থাৎ লক্ষণা বলে ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। আর ব্রহ্মসূত্রকার ব্রহ্মের লক্ষণপ্রতিপাদক "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই যে সূত্র করিয়াছেন তাহাও উক্ত শ্রুতিবাক্যমূলক; ঐ শ্রুতিবচনটীই তাহার বিষয়বাক্য। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই ব্রহ্মলক্ষণপর শ্রুতিও লক্ষণা সহকারেই তদর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। সেইরূপ "তত্ত্বমসি", "অহং ব্রহ্মাস্মি", "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদি মহাবাক্য সকলও লক্ষণা মূলেই ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং "তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" এই শ্রুতি বাক্যের এবং বেদান্তদর্শনের "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এই সূত্রের কোনও অসামঞ্জস্য নাই। এক্ষণে কথা হইতেছে এই যে ব্রহ্ম চিত্তবৃত্তির বিষয় না হইলে ব্রহ্মজ্ঞান কি প্রকারে সম্ভব হয় এবং উক্ত "দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা" ইত্যাদি শ্রুতিরই বা মর্য্যাদা কিরূপে রক্ষিত হয়? ইহার উত্তরে বৈদান্তিকগণ বলেন,—ঘটপটাদিবিষয়ক জ্ঞানে যেমন ফলব্যাপ্যতা আছে ব্রহ্মজ্ঞানে সেই প্রকার ফলব্যাপ্যতা নাই; কারণ ঘট, পটাদি দৃশ্য বস্তুনিচয় কল্পিত হওয়ায় জড়। উহাদের স্বপ্রকাশতা নাই, উহারা পরাধীনপ্রকাশ। এই কারণে যখন উহারা অন্তঃকরণ বৃত্তির গ্রাহ্য হয় তখন বৃত্তির দ্বারা তদ্গত অজ্ঞানের নাশ এবং বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের দ্বারা প্রকাশ আধান হইয়া থাকে বলিয়াই উহারা প্রকাশিত হয়, বৃত্তির দ্বারা কেবলমাত্র ঘটগত অর্থাৎ ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্যগত অজ্ঞানের নাশ হইলেই যে উহাদের প্রকাশ হইবে তাহা নহে, কেননা উহারা জড়, প্রকাশরহিত। বৃত্তিচৈতন্য উহাদের প্রকাশ আধান করে বলিয়াই উহারা প্রকাশিত হয়—জ্ঞানগোচর হয়। এই জন্যই আচার্য্যগণ বলিয়াছেন—"বুদ্ধিতৎস্থৌ চিদাভাসৌ দ্বাবপি ব্যাপ্নুতো ঘটম্। তত্রাজ্ঞানং ধিয়া নশ্যেদাভাসেন ঘটঃ স্ফুরেৎ" অর্থাৎ 'বুদ্ধি এবং বুদ্ধিস্থ চিদাভাস উভয়েই বৃত্তি সহকারে ঘটদেশে গিয়া ঘটকে ব্যাপিয়া ফেলে; তন্মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা ঘটগত অজ্ঞানের নাশ হয় আর চিদাভাসের দ্বারা ঘটের স্ফুরণ হইয়া থাকে।' পক্ষান্তরে ব্রহ্ম যে অন্তঃকরণবৃত্তির বিষয়ীভূত হন না তাহা নহে; তিনি অন্তঃকরণের বিষয়ীভূত হন; কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাতে প্রকাশরূপ ফলও যে আহিত হয় তাহা নহে, কারণ প্রদীপ কি আর সূর্য্যের মধ্যে প্রকাশ জন্মাইতে পারে? ব্রহ্ম হইতেছেন অপরাধীনপ্রকাশ—স্বয়ম্প্রকাশ—প্রকাশস্বরূপ। বৃত্তিদ্বারা তাঁহার মধ্যে আবার নূতন করিয়া কি প্রকাশ সম্পাদিত হইবে? ব্রহ্ম বুদ্ধিবৃত্তিপ্রতিবিম্বিত হইলেও বৃত্তি তন্মধ্যে কোনও প্রকাশ বা ফল আহিত করিতে পারে না বলিয়াই শ্রুতি বলিতেছেন—"যন্মনসা ন মনুতে", "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" ইত্যাদি। বৃত্তির দ্বারা ব্রহ্মে কোনরূপ প্রকাশ বা ফল আহিত নাই হউক জীবের যে ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান আছে তাহার ত নাশ আবশ্যক, কেননা তাহার নাশ না হইলে ভাণ্ডাদিপিহিত

জল যেমন ভাণ্ডরূপ আবরণের ভঙ্গ না হইলে সমুদ্রে লীন হইতে পারে না, তাহা মগ্ন হইলেও ভাণ্ডরূপ আবরণ বিদ্যমান থাকায় অমিশ্রিত স্বতন্ত্র দূষিতই থাকিয়া যায় সেইরূপ অবিদ্যারূপ আবরণ নষ্ট না হইলে জীবের ব্রহ্মরূপতারূপ মুক্তি হইতে পারে না। আর ব্রহ্ম যদি বৃত্তিগৃহীত না হন তাহা হইলে তদ্গত তদাশ্রিত তদ্বিষয়ক অজ্ঞানেরও নাশ হইতে পারে না, কারণ বেদান্তসিদ্ধান্তে শুদ্ধ চৈতন্য অজ্ঞানের বাধক নহে, কিন্তু বৃত্তিসমারূঢ় চৈতন্যই অজ্ঞানের বাধক ; সুতরাং অজ্ঞাননিবৃত্তির নিমিত্ত ব্রহ্মের বৃত্তিব্যাপ্যতা স্বীকার করিতে হয়। এই কারণেই আচার্য্যগণ বলিয়াছেন—"ফলব্যাপ্যত্বমেবাস্য শাস্ত্রকৃদ্ভি নির্জ্জুহুবে। ব্রহ্মণ্যজ্ঞাননাশায় বৃত্তিব্যাপ্তি রপেক্ষিতা"—'শাস্ত্রকারগণ ব্রহ্মের যে কর্ম্মতা নিষেধ করিয়াছেন তাহার দ্বারা বুঝা যায় যে তাঁহার ফলব্যাপ্যতাই নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্ম বিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তির জন্য ব্রহ্মের বৃত্তিব্যাপ্যতা অবশ্যই অপেক্ষিত হয়।' এই কারণেই তিনি বৃত্তিগৃহীত হইলেও বৃত্তিজন্য ফলাশ্রয়ত্ব না থাকায় তাঁহাকে আর জ্ঞানক্রিয়ার কর্ম্ম বলা হয় না ; কেন না পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ক্রিয়াজন্যফলাশ্রয়ত্বই কর্ম্মত্ব। আর এই প্রকার বৃত্তিব্যাপ্যতাকে লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্", "দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা" ইত্যাদি। ইহাতে হয়ত সন্দেহ হইতে পারে যে ব্রহ্ম যখন সর্ব্বত্রগ, বিশেষতঃ তিনি যখন জীবগনের হৃদয়ে 'গুহাশয়' 'গহ্বরেষ্ঠ' তখন অত্যন্ত সন্নিহিত হওয়ায় বুদ্ধি তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না কেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য পঙ্কলিপ্ত দর্পণ যেমন সবিতৃপ্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে পারে না, অভিমুখে ধৃত হইলেও এবং সৌরকরজাল সংশ্লিষ্ট হইলেও যেমন তাহাতে সূর্য্যের প্রতিফলন হয় না সেইরূপ অনাদিকাল হইতে যে অনন্ত বিষয়বাসনা-পঙ্ক জীবগণের হৃদয়মুকুরকে ঘন লিপ্ত করিয়া রাখিয়াছে তাহার অপনয়ন ব্যতীত কখনও চিত্ত তাঁহার প্রতিবিম্ব গ্রহণের উপযুক্ত হইতে পারে না। সংক্ষেপশারীরককার একটী শ্লোকে ইহা সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন, যথা—"বাক্যোত্থাপিতবুদ্ধিবৃত্তিরমলা যজ্ঞাদি-ভির্নিশ্চলা, বেদান্তশ্রবণাদিভিঃ স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ সতী তাবকম্। রূপং দর্পণবদ্ বিভর্ত্তি পরমং বিষ্ণোঃ পদং সন্নিধে, রেতস্মাদিহ কারণদগ্ধ ভবেৎ সংসারবীজক্ষয়ঃ॥"—সাঙ্গ বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক নিষিদ্ধ বর্জ্জন করতঃ নিষ্কামভাবে যজ্ঞাদি বিহিত কর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠান করিলে বুদ্ধি অমলা অর্থাৎ নিষ্কলুষা হইয়া থাকে, তদনন্তর বেদান্তবাক্যশ্রবণাদি হইতে তাহা স্ফটিকের মত অতিশয় স্বচ্ছ হইয়া যায়। তখন তাহা, দর্পণের ন্যায়, অতি সন্নিহিত গুহাশয় যে পরমবৈষ্ণবপদ তাহা ধারণ করিবার যোগ্য হয়, আর তাহা হইতেই সংসারবীজ যে অবিদ্যা তাহার ক্ষয় হইয়া থাকে। সুতরাং চিত্তশুদ্ধি হইলে বেদান্তবাক্য-শ্রবণাদি হইতে যে প্রমাত্মিকা (যথার্থজ্ঞানরূপা) চিত্তবৃত্তি উদিত হয় তাহাতেই সেই চিদ্বস্তু প্রতিফলিত হয় এবং তাহারই প্রভাবে সেই বুদ্ধিবৃত্তি অনাদি অজ্ঞানের বিনাশ সাধন করে। আর চিত্তবৃত্তিতে সেই চৈতন্যাত্মক ব্রহ্ম প্রতিফলিত হইলেও তাহা ফলব্যাপ্য হয় না বলিয়া কোনও ক্রিয়ার কর্ম্ম হয় না। ইহাও সংক্ষেপশারীরককার একটী শ্লোকে অতি সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। যথা—"নৈতদ্, বস্তুনি কল্পিতস্য জগতো বাক্যপ্রসূতপ্রমাবুদ্ধি র্মূলধগিষ্যতে তবনিজস্বাকারমাত্রগ্রহাৎ। কর্ম্মত্বং ন করোতি বাক্যজনিতা বুদ্ধিঃ স্বরূপে তব, স্বাকারগ্রহণেন কেবলমিয়ং সংসারমূলং দহেৎ॥"

ইহার অর্থ এইরূপ,—'নৈতৎ' অর্থাৎ ব্রহ্ম মেয় নহে অথচ তিনি বেদান্ত প্রতিপাদ্য, এরূপ উক্তি ব্যাহত—এই প্রকার শঙ্কা ঠিক নহে, যেহেতু বেদান্তবাক্য শ্রবণাদি হইতে যে বুদ্ধি অর্থাৎ স্বচ্ছা চিত্তবৃত্তি

অতস্তত্র কল্পিতমবিদ্যাসম্বন্ধং প্রতিপাদয়িতুমাহ কূটস্থং ; যন্মিথ্যাভূতং সত্যতয়া প্রতীয়তে তৎকূটমিতি লোকৈরুচ্যতে। যথা কূটকার্ষাপণঃ কূটসাক্ষিত্বমিত্যাদৌ।৯ অজ্ঞানমপি মায়াখ্যং সহ কার্য্যপ্রপঞ্চেন মিথ্যাভূতমপি লৌকিকৈঃ সত্যতয়া প্রতীয়মানং কূটং ; তস্মিন্নাধ্যাসিকেন সম্বন্ধেনাধিষ্ঠানতয়া তিষ্ঠতীতি কূটস্থমজ্ঞানতৎ-কার্য্যাধিষ্ঠানমিত্যর্থঃ।১০ এতেন সর্ব্বানুপপত্তিপরিহারঃ কৃতঃ।১১ অতএব সর্ব্ববিকারাণামবিদ্যাকল্পিতত্বাত্তদধিষ্ঠানং সাক্ষিচৈতন্যং নির্ব্বিকারমিত্যাহ অচলং ;—চলনং বিকারঃ।

উদিত হয় তাহা কেবলমাত্র চিদ্‌বস্তুর আকার গ্রহণ করিয়াই অর্থাৎ চিৎপ্রতিবিম্বযুক্ত হইয়াই চিদ্‌বস্তুতে কল্পিত এই যে জগৎ ইহার ‘মূলধক্’—মূলীভূত যে অজ্ঞান তাহার দাহকারী হইয়া থাকে। আর তাহা অর্থাৎ বাক্যজনিতা বুদ্ধিবৃত্তি সেই প্রতিবিম্বিত চিদ্‌বস্তুতে কোনওরূপ ফলাধান করিতে পারে না বলিয়া তাঁহার কর্ম্মতাও করিতে পারে না—অর্থাৎ শুদ্ধচিদ্‌বস্তু ক্রিয়াজন্যফলাশ্রয়রূপ কর্ম্ম কিংবা অন্য কোন কারকতা প্রাপ্ত হয় না ; সেই চিত্তবৃত্তি কেবলমাত্র শুদ্ধচিতের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়াই সংসারের মূলীভূত যে অবিদ্যা তাহার দাহ অর্থাৎ নাশ করিয়া থাকে।’ এতাদৃশ যে ব্রহ্মাকার চিত্তবৃত্তিবিশেষ ইহাই ‘ব্রহ্মজ্ঞান’।] ৮

অনুবাদ—এইরূপে সেই যে নির্ব্বিশেষ অক্ষর বস্তু তাঁহাতে কল্পিত অবিদ্যা সম্বন্ধ প্রতিপাদন করিবার জন্য বলিতেছেন **“কূটস্থম্”**। যাহা স্বরূপতঃ মিথ্যা হইলেও সত্যরূপে প্রতীত হইয়া থাকে তাহাকেই লোকে কূট বলিয়া থাকে ; এইরূপ অর্থেতেই ‘কূটকার্ষাপণ’, ‘কূটসাক্ষী’ ইত্যাদি শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।৯ মায়ানামে প্রসিদ্ধ অজ্ঞান স্বীয় কার্য্য যে প্রপঞ্চ তাহার সহিত স্বরূপতঃ মিথ্যা হইলেও অর্থাৎ অজ্ঞান এবং অজ্ঞানের কার্য্য স্বরূপতঃ মিথ্যা হইলেও লৌকিকগণের নিকট (সাধারণ ব্যক্তির নিকট) তাহা সত্য বলিয়া প্রতীত হয় এ জন্য তাহাও ‘কূট’ নামে অভিহিত হয়। সেই অজ্ঞানের উপরে যিনি আধ্যাসিক সম্বন্ধে (অবিদ্যাকল্পিত সম্বন্ধে) অধিষ্ঠানরূপে বর্ত্তমান থাকেন তিনি কূটস্থ। সুতরাং কূটস্থপদের অর্থ—অজ্ঞান এবং অজ্ঞানের কার্য্যের অধিষ্ঠান।১০ ইহার দ্বারা, অর্থাৎ অক্ষর বস্তুকে কূটস্থ বলায়, সকল অনুপপত্তির (অসামাঞ্জস্যের) পরিহার করা হইল।১১ (অভিপ্রায় এই যে মায়াকল্পিত সম্বন্ধ বশতঃই, চিৎপদার্থ নির্ব্বিশেষ হইলেও সবিশেষরূপে, অবাঙ্মনস-গোচর হইলেও শব্দবাচ্য ও মনোগ্রাহ্যরূপে, নির্গুণ হইলেও সক্রিয়রূপে এবং অদ্বৈত হইলেও সদ্বৈতরূপে প্রতীয়মান হয় এবং এই সমস্ত ভাবগুলি আপাততঃ বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইলেও ইহারা পরমার্থতঃ বিরুদ্ধ নহে।)।১১ এই কারণে, সমস্ত বিকারপদার্থই যখন অবিদ্যাকল্পিত তখন তাহার অধিষ্ঠানস্বরূপ যে সাক্ষিচৈতন্য তাহা নির্ব্বিকার ; এই জন্য বলিতেছেন **“অচলম্”**। চলন অর্থ বিকার অর্থাৎ অন্যথাভাব বা পরিণাম ; তাহা যাহার নাই তাহা অচল। আর এইরূপে অচল বলিয়াই তাহা ধ্রুব। সুতরাং অচল ও ধ্রুব অর্থ অপরিণামি-নিত্য। ২ [**তাৎপর্য্য** এই যে, সাংখ্য মতে দুই রকম নিত্যতা স্বীকৃত হয় পরিণামিনিত্যতা ও অপরিণামিনিত্যতা। যাহা পরিণামী হইয়াও নিত্য তাহা পরিণামি-নিত্য। সাংখ্যমতে প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি পরিণামী বটে, তথাপি তাহা নিত্য বলিয়া স্বীকৃত হয়, কেন না তাহা না হইলে অর্থাৎ প্রধানকে নিত্য না বলিলে জগতের সৃষ্টি হইতে পারে না। আবার তাহাকে পরিণামী না বলিলেও সৃষ্টি হওয়া সম্ভব না, কারণ আকস্মিকবাদ দার্শনিকগণ স্বীকার করেন না, আর

অচলত্বাদেব ধ্রুবং অপরিণামি নিত্যম্।১২ এতাদৃশঃ শুদ্ধং ব্রহ্ম মাং পর্য্যুপাসতে শ্রবণেন প্রমাণগতামসম্ভাবনামপোহ্য মননেন চ প্রমেয়গতামনন্তরং বিপরীতভাবনানিবৃত্তয়ে ধ্যায়ন্তি বিজাতীয়প্রত্যয়তিরস্কারেণ তৈলধারাবদবিচ্ছিন্নসমানপ্রত্যয়প্রবাহেণ নিদিধ্যাসনসংজ্ঞকেন ধ্যানেন বিষয়ীকুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ ১৩—৩॥

কথং পুনর্ব্বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগে সতি বিজাতীয়প্রত্যয়তিরস্কারঃ, অত আহ;— সন্নিয়ম্য স্ববিষয়েভ্য উপসংহৃত্যেন্দ্রিয়গ্রামং করণসমুদায়ম্ এতেন শমদমাদিসম্পত্তিরুক্তা। বিষয়ভোগবাসনায়াং সত্যাং কুত ইন্দ্রিয়াণাং ততো নিবৃত্তিস্তত্রাহ সর্ব্বত্র বিষয়ে সমা তুল্যা হর্ষবিষাদাভ্যাং রাগদ্বেষাভ্যাং চ রহিতা মতির্যেষাং সম্যগ্‌জ্ঞানেন তৎকারণস্যাজ্ঞানস্যাঽপনীতত্বাদ্বিষয়েষু দোষদর্শনাভ্যাসেন স্পৃহায়া নিরসনাচ্চ তে সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।

বৈশেষিকের আরম্ভবাদও অযৌক্তিক। কাজেই পরিণাম স্বীকার না করিলে কার্য্যকারণভাবের ব্যবস্থা হয় না। এই সমস্ত কারণে প্রকৃতিকে পরিণামিনিত্য বলা হয়। আর পুরুষ পরিণামী নহে— যেহেতু তাহা অসঙ্গ উদাসীন ও নিষ্ক্রিয় সাক্ষী চেতনস্বরূপ, অথচ নিত্য; এই হেতু পুরুষকে অপরিণামিনিত্য বলা হয়। বৈদান্তিকগণ বলেন পরিণামিনিত্যতা নিত্যতাই নহে; একমাত্র অপরিণামিনিত্যতাই যুক্তিসঙ্গত।] ১২ যাঁহারা এতাদৃশ শুদ্ধব্রহ্ম স্বরূপ আমার পর্য্যুপাসনা করেন অর্থাৎ বেদান্ত বাক্য শ্রবণের দ্বারা প্রমাণগত অসম্ভাবনা (অর্থাৎ তত্ত্বমস্যাদি শ্রুতি বাক্যসকল অদ্বৈতব্রহ্ম প্রতিপাদক নহে ইত্যাকার অসম্ভাবনা) দূর করেন; মননের দ্বারা প্রমেয়গত অসম্ভাবনা (অর্থাৎ অদ্বৈতব্রহ্ম অসম্ভব ইত্যাকার অসম্ভাবনা) অপনোদন করেন; তদনন্তর বিপরীতভাবনা নিবৃত্তির জন্য ধ্যান করিতে থাকিয়া অর্থাৎ বিজাতীয় প্রত্যয় প্রবাহ রহিত করিয়া নিদিধ্যাসন নামক তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন একজাতীয় জ্ঞানধারার সম্পাদন করিতে থাকিয়া আমাকে বিষয়ীভূত করেন। ১৩—৩॥

অনুবাদ—বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গ বর্ত্তমান থাকিতে বিজাতীয় প্রত্যয়প্রবাহকে কিরূপে রহিত করা যাইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন "সন্নিয়ম্য" ইত্যাদি। **ইন্দ্রিয়গ্রামম্**= করণ সমুদয়কে (ইন্দ্রিয়সকলকে) **সন্নিয়ম্য**=সম্যক্‌রূপে নিয়ত করিয়া অর্থাৎ স্ব স্ব বিষয় সকল হইতে উপসংহৃত করিয়া ঐ রূপে ধ্যান করিতে হয়। ইহার দ্বারা শমদমাদি সাধন সম্পত্তির কথা বলা হইল। অর্থাৎ যাঁহার শমদমাদি সাধনসম্পৎ আছে তিনিই ঐরূপে ইন্দ্রিয় গ্রামকে সম্যক্‌রূপে নিয়ত করিয়া বিজাতীয় প্রত্যয়প্রবাহ রোধ করিয়া ধ্যান করিতে পারেন।১ আচ্ছা, বিষয়ভোগবাসনা বর্ত্তমান থাকিতে ইন্দ্রিয়গণ কিরূপে বিষয়সকল হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিছেতেন **সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ**—। যাঁহাদের মতি সকল বিষয়েই সম—তুল্য অর্থাৎ হর্ষ বা বিষাদ, অনুরাগ বা বিরাগ এই সমস্ত বর্জ্জিত। সম্যক্ জ্ঞানের প্রভাবে বিষয়াসক্তির কারণ স্বরূপ যে অজ্ঞান তাহা দূর হওয়ায় এবং বিষয় সকলে দোষ দর্শন করিতে থাকায় স্পৃহা নিবৃত্ত হইয়াছে বলিয়া যাঁহারা সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি হইয়াছেন। ইহা দ্বারা বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্য উল্লিখিত হইল। অভিপ্রায় এই যে যিনি সুখ, দুঃখ, অনুরাগ বা বিরাগ ইত্যাদি কোন ভাবেই আকৃষ্ট হন না তাঁহার মধ্যে অবশ্যই দৃষ্ট ঐহিকসুখে এবং অদৃষ্ট আনুশ্রবিক স্বর্গাদি পারত্রিক সুখেও বৈরাগ্য জন্মিয়াছে। আর

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্‌।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥৫

তেষাম্‌ অব্যক্তাসক্তচেতসাম্‌ অধিকতরঃ ক্লেশঃ, হি অব্যক্তা গতিঃ দেহবদ্ভিঃ দুঃখং অবাপ্যতে অর্থাৎ নিগুর্ণ-ব্রহ্মে আসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের অধিকতর ক্লেশ হইয়া থাকে; যেহেতু দেহিগণ নিগুর্ণ ব্রহ্মবিষয়ক নিষ্ঠা নিরতিশয় ক্লেশে লাভ করিয়া থাকে ॥৫

এতেন বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যমুক্তম্‌।২ অতএব সর্ব্বত্রাত্মদৃষ্ট্যা হিংসাকারণদ্বেষরহিতত্বাৎ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ "অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো মত্তঃ স্বাহে"তি মন্ত্রেণ দত্তসর্ব্বভূতাভয়দক্ষিণাঃ কৃতসংন্যাসা ইতি যাবৎ। "অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দত্ত্বা সংন্যাসমাচরেদিতি" স্মৃতেঃ।৩ এবম্বিধাঃ সর্ব্বসাধনসম্পন্নাঃ সন্তঃ স্বয়ং ব্রহ্মভূতা নির্ব্বিচিকিৎসেন সাক্ষাৎকারেণ সর্ব্বসাধনফলভূতেন মামক্ষরং ব্রহ্মৈব তে প্রাপ্নুবন্তি পূর্ব্বমপি মদ্রূপা এব সন্তোঽবিদ্যা-নিবৃত্ত্যা মদ্রূপা এব তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ।৪ "ব্রহ্মৈব সন্‌ ব্রহ্মাপ্যেতি," "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতী"ত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ, ইহাপি চ "জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতমি" ত্যুক্তম্‌ ॥ ৫—৪ ॥

ইদানীমেতেভ্যঃ পূর্ব্বেষামতিশয়ং দর্শয়ন্নাহ। পূর্ব্বেষামপি বিষয়েভ্য আহৃত্য সগুণে ব্রহ্মণি মন আবেশ্য সততম্‌ তৎকর্ম্মপরায়ণত্বে চ পরমশ্রদ্ধোপেতত্বে চ ক্লেশোঽ

এই বৈরাগ্য জন্মিবার ইহাই কারণ যে তিনি ভোগ্য বিষয়সকলকে বিষসংপৃক্ত অন্নের ন্যায় মারাত্মক দোষসঙ্কুল বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন। ইহাই যোগশাস্ত্রে বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্য নামে পরিভাষিত হইয়াছে।২ আর এই কারণে সকল স্থলেই আত্মদৃষ্টি থাকায় হিংসার কারণীভূত যে বিদ্বেষ তাহা তাঁহাদের নাই; কাজেই তাঁহারা **সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ**=সকল জীবেরই হিতানুষ্ঠানে নিরত অর্থাৎ "আমার নিকট হইতে সকল প্রাণীর অভয় হউক"—এই মন্ত্র পূর্ব্বক যাঁহারা সকলভূতে অভয়দান করিয়াছেন। ফলিতার্থ এই যে যাঁহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ স্মৃতিমধ্যে উক্ত হইয়াছে "সর্ব্বভূতে অভয়দান করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে।"৩ তাঁহারা এই প্রকারে মোক্ষলাভের সকল প্রকার সাধনসম্পত্তিযুক্ত; সুতরাং তাঁহারা স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া গিয়া সকল প্রকার সাধনের চরম ফলস্বরূপ যে নির্ব্বিচিকিৎসিত (কোনও প্রকার সংশয়ের লেশও যাহাতে নাই তাদৃশ আত্মসাক্ষাৎকার প্রভাবে অক্ষর আমাকে (ব্রহ্মকেই) প্রাপ্ত হয়েন। পূর্ব্বেও তাঁহারা মৎস্বরূপ (ব্রহ্মস্বরূপ) থাকিলেও অধুনা অবিদ্যার নিবৃত্তি হওয়ায় এক্ষণেও মৎস্বরূপেই অবস্থান করেন ইহাই ভাবার্থ।৪ ইহা "মুক্ত ব্যক্তি ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়াই ব্রহ্মে লীন হন", "যিনি ব্রহ্ম জানেন তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে অবগত হওয়া যায়। আর এই গীতামধ্যেও কথিত হইয়াছে—"জ্ঞানী ব্যক্তি কিন্তু আমার আত্মস্বরূপ ছাড়া আর কিছু নহেন, ইহাই আমার অভিমত।৫—৪॥

অনুবাদ—এক্ষণে এই জাতীয় উপাসকগণ অপেক্ষা পূর্ব্বকথিত উপাসকগণের উৎকর্ষ দেখাইবার জন্য বলিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত পক্ষে সাকারোপাসকগণেরও মনকে বিষয়সকল হইতে সংযত করিয়া সগুণ

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥৬
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি নচিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥৭

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ অনন্যেন এব যোগেন মাং ধ্যায়ন্তঃ উপাসতে, হে পার্থ! অহং ময়ি আবেশিতচেতসাং তেষাং মৃত্যুসংসারসাগরাৎ নচিরাৎ সমুদ্ধর্ত্তা ভবামি অর্থাৎ যাঁহারা আমাতে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ পূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া একান্ত ভক্তিযোগ সহকারে আমার ধ্যান করিতে করিতে উপাসনা করেন, আমি মদর্পিতচিত্ত সেই সকল ব্যক্তিকে অচিরকাল মধ্যেই মৃত্যুযুক্ত সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার করি ॥৬-৭

ধিকো ভবত্যেব। কিন্তু অব্যক্তাসক্তচেতসাম্ নির্গুণব্রহ্মচিন্তনপরাণাম্ তেষাম্ পূর্ব্বোক্ত-সাধনবতাম্ ক্লেশ আয়াসোঽধিকতরঃ অতিশয়েনাধিকঃ।১ অত্র স্বয়মেব হেতুমাহ ভগবান্—অব্যক্তা হি গতিঃ; হি যস্মাদক্ষরাত্মকং গন্তব্যং ফলভূতং ব্রহ্ম দুঃখং যথা স্যাত্তথা কৃচ্ছ্রেণ দেহবদ্ভির্দ্দেহমানিভিরবাপ্যতে।২ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসং কৃত্বা গুরুমুপসৃত্য বেদান্তবাক্যানাং তেন তেন বিচারেণ তত্তদ্ভ্রমনিরাকরণে মহান্ প্রয়াসঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধস্ততঃ ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামিত্যুক্তম্।৩ যদ্যপ্যেকমেব ফলং তথাপি যে দুষ্করেণোপায়েন প্রাপ্নুবন্তি তদপেক্ষয়া সুকরেণোপায়েন প্রাপ্নুবন্তো ভবন্তি শ্রেষ্ঠা ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥১—৫ ॥

নন্বু ফলৈক্যে ক্লেশাল্পত্বাধিক্যাভ্যামুৎকর্ষনিকর্ষৌ স্যাতাং, তদেব তু নাস্তি। নির্গুণব্রহ্মবিদাম্ হি ফলমবিদ্যাতৎকার্য্যনিবৃত্ত্যা নির্ব্বিশেষপরমানন্দবোধব্রহ্মরূপতা,

ব্রহ্মেতে নিবিষ্ট করিয়া সতত তৎকর্ম্মপরায়ণ হইতে হইলে এবং পরমশ্রদ্ধালু হইতে গেলেও তাহাতে তাঁহাদের অধিক ক্লেশ অবশ্যই হইয়া থাকে; কিন্তু **অব্যক্তাসক্তচেতসাম্**—যাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্ম চিন্তায় তৎপর থাকেন পূর্ব্বকথিত সাধনসম্পন্ন সেই সমস্ত ব্যক্তির "ক্লেশঃ"—যে আয়াস হয় তাহা **অধিকতরঃ**=অতিশয় অধিক।১ ভগবান্ স্বয়ংই ইহার হেতু নির্দ্দেশ করিয়াদিতেছেন "অব্যক্তাঃ" ইত্যাদি। **হি**=যেহেতু **অব্যক্তা**—অব্যক্তরূপ যে **গতিঃ**=গন্তব্য (প্রাপ্তব্য) ফলস্বরূপ অক্ষরাত্মক যে ব্রহ্ম "দেহবদ্ভিঃ"—দেহাভিমানী ব্যক্তিগণ তাহা **দুঃখং**—অতি কষ্টেই **অবাপ্যতে**=প্রাপ্ত হইয়া থাকে।২ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস করিয়া গুরূপসদন পূর্ব্বক সেই সেই নির্দ্দিষ্ট নিয়মে বেদান্তবাক্য বিচার করতঃ সেই সেই ভ্রমসকল দূর করিতে যে বিপুল প্রয়াস হয় তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ; এই কারণেই বলা হইয়াছে যে তাঁহাদের ক্লেশ অধিকতর। যাঁহারা সগুণ সাকারের উপাসক এবং যাঁহারা নির্গুণ নিরাকারের উপাসক—ইহাদের উভয়েরই প্রাপ্যফল যদিও এক তথাপি যাঁহারা দুষ্কর উপায় অবলম্বন করিয়া তাহা প্রাপ্ত হন তাঁহাদের অপেক্ষা যাঁহারা সুকর সহজসাধ্য উপায়ে তাহা প্রাপ্ত হন তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্বই বলিতে হয়, ইহাই অভিপ্রায়।৪—৫॥

অনুবাদ—আচ্ছা, ফল যদি উভয়ের এক হয় তাহা হইলে ক্লেশের অল্পতা বা অধিক্য হেতু উৎকর্ষ বা অপকর্ষ হইতে পারে। তাহাও ত এখানে নাই; অর্থাৎ ফলের একরূপতাও উভয়ের নাই; কেন না

সগুণব্রহ্মবিদাং স্বাধিষ্ঠানপ্রমায়া অভাবেনাবিদ্যানিবৃত্ত্যভাবাদৈশ্বর্য্যবিশেষঃ কার্য্য-ব্রহ্মলোকগতানাম্ ফলম্।১ অতঃ ফলাধিক্যার্থমায়াসাধিক্যং ন ন্যূনতামাপাদয়তীতি চেৎ, ন, সগুণোপাসনয়া নিরস্তসর্ব্বপ্রতিবন্ধানাং বিনা গুরূপদেশম্ বিনা চ শ্রবণ-মননিদিধ্যাসনাদ্যাবৃত্তিক্লেশং স্বয়মাবির্ভূতেন বেদান্তবাক্যেনেশ্বরপ্রসাদসহকৃতেন তত্ত্ব-জ্ঞানোদয়াদবিদ্যাতৎকার্য্যনিবৃত্ত্যা ব্রহ্মলোক ঐশ্বর্য্যভোগান্তে নির্গুণবিদ্যাফলপরম-কৈবল্যোপপত্তেঃ "স এতস্মাৎ জীবঘনাৎ পরাৎ পরং পুরিশয়ম্ পুরুষমীক্ষত" (প্রঃ উঃ-৫।৫) ইতি শ্রুতেঃ।২ সম্প্রাপ্তহিরণ্যগর্ভৈশ্বর্য্যঃ ভোগান্তে এতস্মাজ্জীবঘনাৎ সমষ্টিরূপাৎ পরাচ্ছ্রেষ্ঠাৎ হিরণ্যগর্ভাৎ পরং বিলক্ষণং শ্রেষ্ঠঞ্চ পুরিশয়ং স্বহৃদয়গুহানিবিষ্টং পুরুষং পূর্ণং প্রত্যগভিন্নমদ্বিতীয়ং পরমাত্মানমীক্ষতে স্বয়মাবির্ভূতেন বেদান্তপ্রমাণেন সাক্ষাৎকরোতি

না যাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মবিৎ তাঁহাদের ফল হইতেছে অবিদ্যা এবং অবিদ্যার কার্য্যের নিবৃত্তি (বিনাশ) পূর্ব্বক নির্ব্বিশেষ পরমানন্দ ও বোধস্বরূপ যে ব্রহ্ম সেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি; আর যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মবিৎ তাঁহাদের—এই জগৎভ্রমের অধিষ্ঠানস্বরূপ যে নির্ব্বিশেষ পরমানন্দবোধস্বরূপ ব্রহ্ম তদ্‌বিষয়ক প্রমা (যথার্থ জ্ঞান) না থাকায় অবিদ্যারও নিবৃত্তি হয় নাই (কেন না অধিষ্ঠান বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান ব্যতীত ভ্রমের অত্যন্ত উচ্ছেদ হয় না); এই কারণে যাঁহারা কার্য্য ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন তাঁহাদের সগুণ ব্রহ্মোপসনার ফল হইতেছে ঐশ্বর্য্যবিশেষপ্রাপ্তি। অর্থাৎ যাঁহারা সগুণ সাকার ব্রহ্মের উপাসক তাঁহারা হিরণ্যগর্ভলোকে ঐশ্বর্য্য বিশেষ লাভ করিয়া থাকেন, ইহাই তাঁহাদের সগুণ সাকার উপাসনার ফল।১ সুতরাং নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকগণের আয়াসের (ক্লেশের) যে আধিক্য তাহা ফলের আধিক্যপ্রযুক্তই হইয়া থাকে বলিয়া তাহা তাঁহাদের ন্যূনতা (অপকর্ষ) সম্পাদন করিতে পারে না—। এইপ্রকার ।উক্তি ঠিক নহে। কারণ সগুণ ব্রহ্মের উপাসনায় যাঁহাদের সকলপ্রকার প্রতিবন্ধক দূরীভূত হইয়া গিয়াছে তাঁহাদের গুরূপদেশ বিনা এবং শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাদির আবৃত্তি (পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান) করার যে ক্লেশ তাহা ব্যতীতই ঈশ্বরের প্রসাদসহকারে (অনুগ্রহের ফলে) তাঁহাদের চিত্তে স্বতঃই যে বেদান্ত বাক্যের আবির্ভাব হয় তাহার ফলে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়; আর তাহা হইলে অবিদ্যা ও অবিদ্যার কার্য্যের নিবৃত্তি (নাশ) হইয়া থাকে; ব্রহ্মলোকে ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবার পর এই প্রকারে তাঁহাদেরও নির্গুণ বিদ্যার ফলস্বরূপ যে পরমকৈবল্য, বিদেহ কৈবল্য তাহা প্রাপ্ত হওয়া উপপন্ন (যুক্তিযুক্ত) হয়। শ্রুতিও তাহাই বলিতেছেন যথা—"সেই ব্যক্তি এই জীবঘন অর্থাৎ সমষ্টিজীবাত্মক পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পুরুষ অপেক্ষাও যিনি পরম শ্রেষ্ঠ এবং যিনি পুরিশয় অর্থাৎ দহরবাসী (হৃদয়কন্দরস্থিত) সেই পুরুষকে দর্শন করেন"।২ ইহার অর্থ এইরূপ—যিনি সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া হিরণ্যগর্ভের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনিই এখানে 'সঃ' এই পদের দ্বারা উল্লিখিত হইয়াছেন। তাদৃশ ব্যক্তির সেই ব্রহ্মলোকে ভোগ শেষ হইলে পর এই যে জীবঘন—সকল জীবের সমষ্টিস্বরূপ যে পর (শ্রেষ্ঠ) হিরণ্যগর্ভাভিধ পুরুষ তাঁহা অপেক্ষাও পর—বিলক্ষণ অর্থাৎ স্বতন্ত্রস্বরূপ শ্রেষ্ঠ এবং যিনি পুরিশয়—অর্থাৎ নিজ হৃদয়গুহায় নিবিষ্ট তাদৃশ যে পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণস্বরূপ প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন অদ্বিতীয় পরমাত্মা তাঁহাকে নিজ চিত্তে স্বয়ম্

তাবত্তা চ মুক্তো ভবতীতার্থঃ।৩ তথা চ বিনাপি প্রাগুক্তক্লেশেন সগুণব্রহ্মবিদামীশ্বর-প্রসাদেণ নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাফলপ্রাপ্তিরিতীমমর্থমাহ দ্বাভ্যাম্।৪ তুশব্দ উক্তাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থঃ। যে সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য সগুণে বাসুদেবে সমর্প্য, মৎপরাঃ—অহং ভগবান্ বাসুদেব এব পরঃ প্রকৃষ্টপ্রীতিবিষয়ো যেষাম্ তে তথা সন্তো, হনন্যেনৈব যোগেন—ন বিদ্যতে মাং ভগবন্তম্ মুক্ত্বাহন্যদালম্বনং যস্য তাদৃশেনৈব যোগেন সমাধিনা একান্ত-ভক্তিযোগাপরনাম্না মাং ভগবন্তম্ বাসুদেবং সকলসৌন্দর্য্যসারনিধানমানন্দঘনবিগ্রহং দ্বিভুজম্ চতুর্ভুজং বা সমস্তজনমনোমোহিনীং মুরলীমতিমনোহরৈঃ সপ্তভিঃ স্বরৈরাপূরয়ন্তং বা দরকমলকৌমোদকীরথাঙ্গসঙ্গিপাণিপল্লবং বা নরসিংহরাঘবাদিরূপং বা যথাদর্শিতবিশ্বরূপং ধ্যায়ন্তশ্চিন্তয়ন্ত উপাসতে সমানাকারমবিচ্ছিন্নং চিত্তবৃত্তিপ্রবাহং সংতন্বতে সমীপবর্ত্তিতয়া আসতে তিষ্ঠন্তি বা।৫—৬

তেষাং মব্যাবেশিতচেতসাং ময়ি যথোক্ত আবেশিতমেকাগ্রতয়া প্রবেশিতং চেতো যৈস্তেষামহং সততোপাসিতো ভগবান্ মৃত্যুসংসারসাগরাৎ মৃত্যুযুক্তো যঃ সংসারঃ

আবির্ভূত (স্বতঃস্ফুরিত) যে বেদান্ত প্রমাণ তাহার প্রভাবে সাক্ষাৎকার করেন, তাহাতেই তিনি মুক্ত হয়েন, ইহাই ফলিতার্থ।৩ সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ক্লেশ ব্যতীতই সগুণ ব্রহ্মবিদ্‌গণ ঈশ্বরের অনুগ্রহে নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যার ফললাভ করিয়া থাকেন। তাহাই দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন—।৪ পূর্ব্বোক্তপ্রকার শঙ্কা নিবারণ করিবার জন্য "তু" এই শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। **যে**=যে সমস্ত ব্যক্তি **সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি**=তাঁহাদের সমস্ত কর্ম্ম **ময়ি**=আমার উপর অর্থাৎ সগুণব্রহ্ম বাসুদেবের উপর **সন্ন্যস্য**=সমর্পণ করিয়া, **মৎপরাঃ**=মৎপর হইয়া—আমি অর্থাৎ ভগবান্ বাসুদেবই হইয়াছেন পর অর্থাৎ প্রকৃষ্টপ্রীতির বিষয় যাঁহাদের নিকট তাঁহারা মৎপর, সেইরূপ হইয়া। **অনন্যেনৈব যোগেন**=অনন্যযোগের বলেই—আমাকে অর্থাৎ ভগবান্ বাসুদেবকে ছাড়িয়া যাহার আর অন্য কোন অবলম্বন নাই তাহা অনন্য, তাদৃশ যোগের প্রভাবে অর্থাৎ যাহার অপর নাম একান্ত ভক্তিযোগ তাদৃশ সমাধির দ্বারা **মাং**—আমাকে অর্থাৎ যিনি সকল প্রকার সৌন্দর্য্যের সারাংশের আধার, যাঁহার বিগ্রহ (মূর্ত্তি) আনন্দঘন, যিনি দ্বিভুজ অথবা চতুর্ভুজ, যিনি অতিমনোহর নিষাদ, ঋষভাদি সপ্তস্বরযোগে সমস্তজনগণের হৃদয়হারিণী মুরলীকে আপূরিত থাকেন এবং যাঁহার পাণিপল্লব দর, কমল, কৌমোদকী, এবং রথাঙ্গ (চক্র) সঙ্গী (যুক্ত) তাদৃশ বিষ্ণুরূপ অথবা অন্য নরসিংহ আদি রূপ, কিংবা পরমকারুণিক সুরসুন্দর রঘুনন্দন মূর্ত্তি, বা বরাহ আদি অন্যান্য রূপ অথবা যে বিশ্বরূপ দেখান হইল সেই বিশ্বরূপ আদি রূপ **ধ্যায়ন্তঃ**=ধ্যান করিতে করিতে অর্থাৎ চিন্তা করিতে করিতে **উপাসতে**=উপাসনা করেন অর্থাৎ সমানাকার (একজাতীয়) অবিচ্ছিন্ন চিত্তবৃত্তির প্রবাহ বিস্তারিত করেন; অথবা "উপ" অর্থাৎ সমীপবর্ত্তিভাবে আসনা অর্থাৎ অবস্থিতি করেন—পরমেশ্বরের নিয়তধ্যানরূপ সামীপ্যে অবস্থান করে—।৫—৬॥

অনুবাদ—মদাসক্ত চিত্ত সেই সমস্ত ব্যক্তির—**তেষাং**=যথাবর্ণিত আমার (ঈশ্বরের) উপর যাহাদের চিত্ত আবেশিত অর্থাৎ একাগ্রভাবে প্রবেশিত হইয়াছে সেই সমস্ত ব্যক্তির

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥৮

ময়ি এব মনঃ আধৎস্ব, ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় অতঃ ঊর্দ্ধং ময়ি এব নিবসিষ্যসি, সংশয়ঃ ন অর্থাৎ আমাতেই মনকে স্থির কর, আমাতেই বুদ্ধি নিবেশ কর, তাহা হইলে দেহান্তে আমাতেই অবস্থান করিবে; ইহাতে সংশয় নাই ॥৮

মিথ্যাজ্ঞানতৎকার্য্যপ্রপঞ্চঃ স এব সাগর ইব দুরুত্তরস্তস্মাৎ সমুদ্ধর্ত্তা সম্যগনায়াসেন উদূর্দ্ধে সর্ব্ববাধাবধিভূতে শুদ্ধে ব্রহ্মণি ধর্ত্তা ধারয়িতা জ্ঞানাবষ্টম্ভদানেন ভবামি নচিরাৎ ক্ষিপ্রমেব তস্মিন্নেব জন্মনি, হে পার্থেতি সম্বোধনমাশ্বাসার্থম্ ॥ ৭ ॥

তদেবমিয়তা প্রবন্ধেন সগুণোপাসনাং স্তুত্বেদানীম্ (সাধনাতিরেকম্) বিধত্তে।—ময্যেব সগুণে ব্রহ্মণি মনঃ সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকমাধৎস্ব স্থাপয় সর্ব্বা মনোবৃত্তীর্মদ্বিষয়া এব কুরু।১ এবকারানুষঙ্গেন ময্যেব বুদ্ধিং মদ্ব্যবসায়লক্ষণাং নিবেশয়, সর্ব্বা বুদ্ধিবৃত্তীর্মদ্বিষয়া এব কুরু, বিষয়ান্তরপরিত্যাগেন সর্ব্বদা মাং চিন্তয়েত্যর্থঃ।২ ততঃ কিং স্যাদিত্যত আহ—নিবসিষ্যসি নিবৎস্যসি লব্ধজ্ঞানঃ সন্মদাত্মনা ময্যেব শুদ্ধে ব্রহ্মণ্যেব অত ঊর্দ্ধং

মৃত্যুসংসারসাগরাৎ=মৃত্যুযুক্ত যে সংসার অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান ও সেই মিথ্যাজ্ঞানের কার্য্যস্বরূপ প্রপঞ্চ, সেই সংসাররূপ যে সাগর তাহা হইতে—। ইহাকে সাগর বলা হইল, কারণ ইহা দুরুত্তর—অতি কষ্টে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। হে পার্থ! আমি—তাঁহাদিগকর্ত্তৃক নিয়ত আরাধিত ভগবান্ **নচিরাৎ**=অচিরেই অর্থাৎ শীঘ্রই—ইহজন্মেই **সমুদ্ধর্ত্তা**=সম্যক্‌রূপে অনায়াসে 'উৎ' ধর্ত্তা 'উৎ' অর্থাৎ ঊর্দ্ধ—অর্থাৎ সকলপ্রকার বাধের অবধিস্বরূপ (শেষসীমা স্বরূপ) যে শুদ্ধ ব্রহ্ম তাহাতে 'ধর্ত্তা' অর্থাৎ ধারয়িতা বা স্থাপন কর্ত্তা **ভবামি**=হই—জ্ঞানাবষ্টম্ভ দান করিয়া তাঁহাদিগকে কৈবল্য লাভের অধিকারী করিয়া দিই। অর্জ্জুনকে আশ্বাস দিবার জন্য এখানে 'হে পার্থ' এইরূপ সম্বোধন করিয়াছেন।৭॥

অনুবাদ—এইপ্রকারে এই পর্য্যন্ত প্রবন্ধে (সন্দর্ভে) সগুণ উপাসনার প্রশংসা করিয়া এক্ষণে "ময্যেব" ইত্যাদি শ্লোকে মোক্ষপ্রাপ্তির সাধনের অতিরেক (উৎকর্ষ) বিধান করিতেছেন (দেখাইতেছেন)। **ময়ি এব**=আমাতেই অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মেতেই **মনঃ**=সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মনকে **আধৎস্ব**=আহিত কর অর্থাৎ স্থাপিত কর অর্থাৎ তোমার সকল প্রকার মনোবৃত্তিকে ভগবদ্‌বিষয়া কর। এই বাক্যটী হইতে 'এব' শব্দটিকে পরবাক্যে অনুষঙ্গ করিয়া লইতে হইবে। তাহা হইলে এইরূপ অর্থ হইবে, **ময়ি**=আমাতেই **বুদ্ধিং**=অধ্যবসায়লক্ষণা অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা যে বুদ্ধি তাহা **নিবেশয়**=নিবেশিত কর অর্থাৎ তোমার সকলপ্রকার বুদ্ধিবৃত্তিকেই কেবলমাত্র ভগবদ্‌বিষয়া করিয়া তুল। ফলিতার্থ এই যে তুমি বিষয়ান্তর পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা কেবল আমায় (ঈশ্বরকে) চিন্তা কর।২ তাহাতে কি হইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন "নিবসিষ্যসি" ইত্যাদি। "নিবসিষ্যসি" এই পদটী (লৌকিক প্রয়োগে লৌকিক ব্যাকরণ অনুসারে) "নিবৎস্যসি" এইরূপ হইবে। তাহাতে তুমি লব্ধজ্ঞান হইয়া অর্থাৎ জ্ঞানলাভ করিয়া এই দেহের অবসানে

এতদ্দেহান্তে, ন সংশয়ঃ নাত্র প্রতিবন্ধশঙ্কা কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ।৩ এব অত উর্দ্ধমিত্যত্র সন্ধ্যভাবঃ শ্লোকপূরণার্থঃ ॥ ৪—৮ ॥

আমাতেই অর্থাৎ শুদ্ধ ব্রহ্মেতেই অবস্থিত হইবে; ইহাতে সংশয় নাই—ইহার উপর আর কোন প্রতিবন্ধের আশঙ্কা করা উচিত নহে।৩ যদিও এখানে 'এব' এবং 'অত উর্দ্ধং' ইহাদের মধ্যে সন্ধি হইতে পারিত তথাপি শ্লোকের অক্ষরসংখ্যাপূরণ করিবার জন্য এখানে সন্ধি করা হয় নাই।৪—৮॥

ভাবপ্রকাশ—প্রঃ—যে ভক্তগণ তোমার সগুণভাবের উপাসনা করেন এবং যে জ্ঞানিগণ অক্ষর কূটস্থ ব্রহ্মের উপাসনা করেন—এই উভয়ের মধ্যে কাহারা সর্ব্বোত্তমযোগে যুক্ত?

উঃ—যাঁহারা পরম শ্রদ্ধাসহকারে নিত্যযুক্ত হইয়া আমার উপাসনা করেন তাঁহারাই যুক্ততম।

প্রঃ—কূটস্থ অক্ষর ব্রহ্মের উপাসকদের গতি কিরূপ হয়?

উঃ—তাহাদের আবার গতি কি? তাঁহারা গতাগতি বিহীন পরম গতি যে আমি সেই আমাকেই সাক্ষাৎভাবে প্রাপ্ত হন। তোমাকে সপ্তম অধ্যায়ে (১৮ শ্লোকে) পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জ্ঞানী আমার আত্মস্বরূপ। জ্ঞানিগণ সর্ব্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টি করেন—তাই তাঁহারা সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি এবং সর্ব্বভূতহিতে রত। শ্রুতিও বলিয়াছেন "ব্রহ্মৈব ভবতি"—যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান, তিনি এই দেহে থাকিয়াই এই জীবনেই ব্রহ্মকে লাভ করেন—অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে। যাঁহারা সাক্ষাৎভাবে পরমতত্ত্ব যে আমি সেই আমাকেই প্রাপ্ত হন, যাঁহারা আমার স্বরূপই হইয়া যান, যাহারা আমার আত্মভূত, তাঁহাদের আবার যোগের তরতমতা কোথায়? যাঁহারা কিঞ্চিৎ ব্যবধানে অবস্থিত তাঁহাদের সম্বন্ধে যোগের তরতমতা বিষয়ে প্রশ্ন উঠিতে পারে। কিন্তু যাঁহারা সাক্ষাৎ অপরোক্ষভাবে আমার আত্মভূত, যাঁহারা কিঞ্চিৎ ব্যাবধানেও স্থিত নহেন তাঁহাদের সম্বন্ধে এই প্রশ্নই উঠে না, তাঁহারা **মাম্ এব** আমাকেই লাভ করেন।

প্রঃ—সগুণোপাসকদের তবে যুক্ততম বলা হইল কেন?

উঃ—ব্যাবধানে অবস্থিত যোগিদের মধ্যে ভক্ত যোগিগণই সর্ব্বোত্তম। আরও দেখ তাঁহারা আমাতে সকল কর্ম্ম অর্পণ করিয়া অনন্য যোগে আমার ধ্যানপরায়ণ হইয়া ভজনা করেন বলিয়া আমি অনুকম্পাবশতঃ তাঁহাদিগকে শীঘ্রই সংসার সাগর পার করাইয়া দিই। অক্ষর ব্রহ্মোপাসকদের বহু আয়াস দ্বারা পরমতত্ত্ব লাভ করিতে হয়, ভক্তযোগিদের অল্পায়াসেই সংসারতরণ হয়। যাহারা দেহাভিমান ত্যাগ করিতে পারে নাই, তাহাদের পক্ষে অক্ষরোপাসনা অতীব দুরূহ। তাহাদের পক্ষে সগুণোপাসনাই সুকর।

প্রঃ—যাহা অল্পায়াসে লাভ করা যায় তাহার মূল্য অল্প, যাহা বহু আয়াসে লাভ করিতে হয় তাহার মূল্য অধিক, এই প্রকার সাধারণতঃ দেখা যায়; এস্থলেও সেইরূপ নাকি?

উঃ—না; উভয়:উপায়েই সংসারতরণরূপ মুখ্য ফল লাভ হয়; তবে নির্গুণোপাসনাতে সদ্যোমুক্তি অর্থাৎ এইখানে জীবিত থাকিয়াই মুক্তিলাভ হয়। আর সগুণোপাসনাতে "অতঃ উর্দ্ধং" অর্থাৎ শরীরপাতের পরে ক্রমমুক্তি হয়; ইহাই তারতম্য। ১—৮

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥৯

হে ধনঞ্জয়! অথ ময়ি চিত্তং স্থিরং সমাধাতুং ন শক্নোষি, ততঃ অভ্যাসযোগেন মাম্ আপ্তুম্ ইচ্ছ অর্থাৎ হে ধনঞ্জয়! যদি আমাতে চিত্ত সমাহিত করিতে না পার, তবে অভ্যাসযোগ দ্বারা আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর।৯

ইদানীং সগুণব্রহ্মধ্যানাশক্তানামশক্তিতারতম্যেন প্রথমং প্রতিমাদৌ বাহ্যে ভগবদ্ধ্যানাভ্যাসস্তদশক্তৌ ভাগবতধর্ম্মানুষ্ঠানং তদশক্তৌ সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগ ইতি ত্রীণি সাধনানি ত্রিভিঃ শ্লোকৈর্ব্বিধত্তে।১ অথ পক্ষান্তরে স্থিরং যথাস্যাত্তথা চিত্তং সমাধাতুং স্থাপয়িতুং ময়ি ন শক্নোষি চেত্তত একস্মিন্ প্রতিমাদাবালম্বনে সর্ব্বতঃ সমাহৃত্য চেতসঃ পুনঃ পুনঃ স্থাপনমভ্যাসস্তৎপূর্ব্বকো যোগঃ সমাধিস্তেনাভ্যাসযোগেন মামাপ্তুমিচ্ছ যতস্ব হে ধনঞ্জয়! বহূন্ শত্রূন্ জিত্বা ধনমাহৃতবানসি রাজসূয়াদ্যর্থমেকং মনঃ শত্রুং জিত্বা তত্ত্বজ্ঞানধনমাহরিষ্যসীতি ন তবাশ্চর্য্যমিতি সম্বোধনার্থঃ ॥ ২—৯ ॥

অনুবাদ—এক্ষণে, যাহারা সগুণ ব্রহ্মেরও ধ্যানে অসমর্থ তাহাদের মধ্যেও আবার যে স্ব স্ব অসামর্থ্যের তারতম্য আছে তদনুসারে তাহাদের প্রথমতঃ প্রতিমাদি বহির্বস্তুতে ধ্যান অভ্যাস করিতে হয়, তাহাতে অসমর্থ হইলে ভগবানের উদ্দেশে ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়; আর তাহাতেও অশক্ত হইলে সকল কর্ম্মের ফলত্যাগ করিতে হয়। "অথ" ইত্যাদি সন্দর্ভে আরম্ভ করিয়া তিনটী শ্লোকে উক্ত তিনটী সাধনেরই উপদেশ দিতেছেন—। 'অথ' শব্দের অর্থ এখানে পক্ষান্তরে। **স্থিরং**=যাহাতে স্থির হয় সেইভাবে **চিত্তং**=চিত্তকে **সমাধাতুং**=সমাহিত করিতে অর্থাৎ আমার উপর—ঈশ্বরের উপর স্থাপন করিতে **ন শক্নোষি**=যদি সমর্থ না হও **ততঃ**= তাহা হইলে হে ধনঞ্জয়! **অভ্যাসযোগেন**=চিত্তকে অন্যান্য সকল বিষয় হইতে ফিরাইয়া প্রতিমাদি কোন একটী অবলম্বন বস্তুতে পুনঃ পুনঃ স্থাপনরূপ যে অভ্যাস সেই অভ্যাসপূর্ব্বক যে যোগ অর্থাৎ সমাধি সেই অভ্যাসযোগসহকারে **মাম্ আপ্তুম্**=আমায় পাইতে **ইচ্ছ**=যত্ন কর।১ 'হে ধনঞ্জয়' এইপ্রকার সম্বোধন করিবার অভিপ্রায় এই যে, রাজসূয়যজ্ঞের জন্য যখন তুমি বহু শত্রু জয় করিয়া ধন সংগ্রহ করিয়াছ তখন এই মনোরূপ একটী শত্রুকে জয় করিয়া তুমি যে তত্ত্বজ্ঞানরূপধন আহরণ করিবে, তাহা তোমার পক্ষে আশ্চর্য্য নহে।২—৯॥

ভাবপ্রকাশ—যাঁহারা ধ্যান করতে অসমর্থ অর্থাৎ তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্নপ্রবাহে ভগবানে একাগ্রচিত্ত না হইতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে অভ্যাসযোগই পরম সাধন। চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে পুনঃ পুনঃ একাগ্র করিবার প্রয়াসই হইতেছে অভ্যাস। যে ভূমি আয়ত্তের মধ্যে থাকে তাহারই পুনঃ পুনঃ অনুশীলন দ্বারা তদপেক্ষা উচ্চতর ভূমিতে আরোহণের চেষ্টার নাম অভ্যাস। যাহা আয়ত্তে থাকে না তাহার অভ্যাস হইতে পারে না। যিনি ধ্যানে একেবারেই অসমর্থ তাহার ধ্যানাভ্যাস হইতে পারে না—তদপেক্ষা নিম্নভূমির অর্থাৎ প্রত্যাহার এবং ধারণার অভ্যাস তাঁহার হইতে পারে।—৯

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥১০
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥১১

অভ্যাসেঽপি অসমর্থঃ অসি (চেৎ তদা) মৎকর্ম্ম-পরমঃ ভব, মদর্থং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ অপি সিদ্ধিম্ অবাপ্স্যসি অর্থাৎ যদি অভ্যাসযোগেও অসমর্থ হও, তবে মৎপ্রীতিসাধনার্থ কর্ম্মপরায়ণ হও। আমার প্রীতিসাধনার্থ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও তুমি সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে ॥১০

অথ এতৎ অপি কর্ত্তুম্ অশক্তঃ অসি, ততঃ মদ্‌যোগম্ আশ্রিতঃ যতাত্মবান্ সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং কুরু অর্থাৎ যদি ইহাতেও অসমর্থ হও, তবে আমার শরণাপন্ন ও সংযতাত্মা হইয়া সর্ব্বকর্ম্মের ফলত্যাগ কর ॥১১

মৎপ্রীণনার্থং কর্ম্ম মৎকর্ম্ম শ্রবণকীর্ত্তনাদিভাগবতধর্ম্মস্তৎপরমস্তদেকনিষ্ঠো ভব। অভ্যাসাসামর্থ্যে মদর্থং ভাগবতধর্ম্মসংজ্ঞকানি কর্ম্মাণ্যপি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিং ব্রহ্মভাবলক্ষণাং সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানোৎপত্তিদ্বারেণাবাপ্স্যসি ॥২—১০ ॥

অথ বহির্ব্বিষয়াকৃষ্টচেতস্ত্বাদেতন্মৎকর্ম্মপরত্বমপি কর্ত্তুং ন শক্নোষি ততো মদ্যোগং মদেকশরণত্বমাশ্রিতঃ ময়ি সর্ব্বকর্ম্মসমর্পণং মদ্যোগস্তং বাশ্রিতঃ সন্ যতাত্মবান্ যতঃ সংযতঃ সংযতসর্ব্বেন্দ্রিয়ঃ আত্মবান্ বিবেকী চ সন্ সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং কুরু ফলাভিসন্ধিং ত্যজ ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—আর যদি উক্তরূপ অভ্যাসেও অসমর্থ হও তাহা হইলে **মৎকর্ম্মপরমঃ ভব**= আমাকে প্রীত করিবার জন্য যে কর্ম্ম তাহা "মৎকর্ম্ম"; সুতরাং মৎকর্ম্ম অর্থ শ্রবণ, কীর্ত্তন আদি ভাগবত (ভগবদ্‌বিষয়ক) ধর্ম্ম; সেইরূপ যে মৎকর্ম্ম তৎপর হও অর্থাৎ তদেকনিষ্ঠ হও—একমাত্র তাহাতে নিষ্ঠাবান্ হও। যদি প্রতিমায় আলম্বনে চিত্তকে পুনঃ পুনঃ স্থাপিত করারূপ অভ্যাসের সামর্থ্য তোমার না থাকে তাহা হইলে **মদর্থং** আমার জন্য অর্থাৎ ঈশ্বরার্পণ মানসে **কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ অপি**—ভাগবত ধর্ম্মনামে প্রসিদ্ধ যে সমস্ত কর্ম্ম আছে সেই সকলের অনুষ্ঠান কর; তাহা করিতে করিতেও তুমি **সিদ্ধিম্**—সত্ত্বশুদ্ধি ও জ্ঞানোৎপত্তিকে দ্বার করিয়া ব্রহ্মভাবরূপ সিদ্ধি **অবাপ্স্যসি**=লাভ করিবে অর্থাৎ তাহাতে তোমার চিত্তশুদ্ধি জন্মিবে এবং তদনন্তর তত্ত্বজ্ঞানোদয় হইলে ব্রহ্মভাব (ব্রহ্মত্ব) রূপ চরিতার্থত্ব লাভ করিবে।২—১০॥

ভাবপ্রকাশ—যাহারা মনকে কখনও একাগ্র করতে পারে না—তাহাদের আরও স্থূল সাধনের প্রয়োজন। শ্রবণ, কীর্ত্তন, ব্রত, উপবাস প্রভৃতি শ্রীভগবানের আরাধনারূপ বাহ্যানুষ্ঠান এই ভূমিতে ফলপ্রদ। ১০

অনুবাদ—আর চিত্ত বহির্বিষয়ে আকৃষ্ট হয় বলিয়া ইহা করিতেও যদি অসমর্থ হও অর্থাৎ যদি মৎকর্ম্মপরতাও অবলম্বন করিতে না পার তাহা হইলে "মদ্‌যোগ মাশ্রিতঃ"=মদেকশরণত্ব, একমাত্র ঈশ্বরই আমার অবলম্বন এইরূপ ভাব আশ্রয় করিয়া—অথবা আমাতে অর্থাৎ পরমেশ্বরে সকল কর্ম্মের

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥১২

অভ্যাসাৎ জ্ঞানং শ্রেয়ঃ হি, জ্ঞানাৎ ধ্যানং বিশিষ্যতে ; ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগঃ, ত্যাগাৎ অনন্তরং শান্তিঃ অর্থাৎ অভ্যাসযোগ অপেক্ষা জ্ঞান নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ ও ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ , এই কর্ম্মফল ত্যাগের পর শান্তিলাভ হইয়া থাকে ॥১২

ইদানীমত্রৈব সাধনবিধানপর্য্যবসানাদিমং সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং স্তৌতি—। শ্রেয়ঃ প্রশস্যতরং হি এব জ্ঞানং শব্দযুক্তিভ্যামাত্মনিশ্চয়ঃ অভ্যাসাৎ জ্ঞানার্থশ্রবণাভ্যাসাৎ।১ জ্ঞানাচ্ছ্রবণমননপরিনিষ্পন্নাদপি ধ্যানং নিদিধ্যাসনসংজ্ঞং বিশিষ্যতে অতিশয়িতং ভবতি সাক্ষাৎকারাব্যবহিতহেতুত্বাৎ।২ তদেবং সর্ব্বসাধনশ্রেষ্ঠং ধ্যানং, ততোঽপ্যতিশয়িতত্বেনাজ্ঞকৃতঃ কর্ম্মফলত্যাগঃ স্তূয়তে ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগো বিশিষ্যত ইত্যনুষজ্যতে।৩ ত্যাগাৎ নিয়তচিত্তেন পুংসা কৃতাৎ সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগাৎ শান্তিরুপশমঃ সহেতুকস্য সংসারস্যানন্তরং অব্যবধানেন, নতু কালান্তরমপেক্ষতে।৪ অত্র "যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥" (বৃহদাঃ উ ৪।৪।৬) ইত্যাদি

যে সমর্পণ তাহাই মদ্‌যোগ, সেই মদ্‌যোগ অবলম্বন করিয়া **যত** হইয়া অর্থাৎ সংযতসর্ব্বেন্দ্রিয় হইয়া এবং **আত্মবান্** অর্থাৎ বিবেকী হইয়া সর্ব্বকর্ম্মের ফলত্যাগ কর অর্থাৎ ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ কর।১১॥

অনুবাদ—এইখানেই অর্থাৎ এই সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগেই যখন সাধনবিধানের পর্য্যবসান হইল অর্থাৎ ইহাতেও অসামর্থ্য ঘটিলে, তাহার জন্য, ইহা অপেক্ষা যখন আর কোন অনুকল্পই নাই সেইজন্য এক্ষণে এই সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগেরই প্রশংসা করিতেছেন—। **জ্ঞান** অর্থ শব্দ (বেদান্তবাক্য) এবং যুক্তি ইহাদের দ্বারা আত্মনিশ্চয় ; ঐ জ্ঞান অভ্যাস হইতে অর্থাৎ জ্ঞানের জন্য বেদান্তবাক্য শ্রবণ করিবার যে অভ্যাস তাহা হইতে শ্রেয়ঃ অর্থাৎ অধিক প্রশস্ত।১ জ্ঞান শ্রবণ ও মনন হইতে পরিনিষ্পন্ন (উদ্ভূত) হইলেও ঐ জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান অর্থাৎ যাহার নাম নিদিধ্যাসন তাহা "বিশিষ্যতে"= অতিশয়িত (অধিক বা উৎকৃষ্ট) হইয়া থাকে, কেন না ইহাই আত্মসাক্ষাৎকারের অব্যবহিত হেতু।২ এইরূপে দেখান হইল যে, ধ্যানই সকল প্রকার সাধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অজ্ঞ ব্যক্তিগণ যদি কর্ম্মফল ত্যাগ করে তাহা হইলে তাহা ঐ ধ্যান অপেক্ষাও প্রশস্ত হইয়া থাকে, এইরূপে অজ্ঞকৃত কর্ম্মফলত্যাগের প্রশংসার জন্য বলিতেছেন। ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফল ত্যাগ উৎকৃষ্ট হয়। "ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগঃ=এখানে "বিশিষ্যতে" এই ক্রিয়া অংশটীকে পূর্ব্ববাক্য হইতে অনুষঙ্গ করিতে হইবে।৩ আর ত্যাগের পর—নিয়তচিত্ত পুরুষ যে সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগ করেন সেই ত্যাগের পর "অনন্তরম্"=অব্যবহিত ভাবে, ব্যবধানান্তর বিনা "শান্তিঃ"=সহেতুক সংসারের—সংসার এবং তাহার হেতু যে অবিদ্যা তাহার শান্তি অর্থাৎ উপশম (নিবৃত্তি) হইয়া থাকে, তাহা কিন্তু আর সময়ান্তরের অপেক্ষা রাখেনা অর্থাৎ সময়ান্তরে যে শান্তি হইবে তাহা নহে কিন্তু সদ্য সদ্যই সহেতুক সংসারের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।৪ "এই ব্যক্তির হৃদয়ে যে সমস্ত কামনা আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে সেইগুলি যখন প্রমুক্ত হয়

শ্রুতিষু "প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বানি" ত্যাদি স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণেষু চ সর্ব্বকামত্যাগস্যামৃতত্বসাধনত্বমবগতং, কর্ম্মফলানি চ কামাস্তত্ত্যাগোঽপি কামত্যাগত্বসামান্যাৎ সর্ব্বকামত্যাগফলেন স্তূয়তে, যথাগস্ত্যেন ব্রাহ্মণেন সমুদ্রঃ পীত ইতি, যথা বা জামদগ্ন্যেন ব্রাহ্মণেন নিঃক্ষত্রা পৃথিবী কৃতেতি ব্রাহ্মণত্বসামান্যাদিদানীন্তনা অপি ব্রাহ্মণা অপরিমেয়পরাক্রমত্বেন স্তূয়ন্তে তদ্বৎ ॥৫—১২॥

তখনই সেই ব্যক্তি অমৃত হইয়া যায় এবং এইখানেই ব্রহ্মভাবে পরিণত হইয়া যায় অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য সকলে, এবং এই গীতা মধ্যেই দ্বিতীয় অধ্যায়ে "প্রজহাতি যদা কামান্"="কামনা সকলকে যখন ইনি পরিত্যাগ করেন" ইত্যাদি শ্লোকে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ নির্দ্দেশকালে দেখা গিয়াছে যে সকল প্রকার কামনা পরিত্যাগ করা অমৃতত্ব সাধনের অন্তর্গত অর্থাৎ মুক্তিলাভের যত কিছু সাধন বা উপায় আছে, সকল প্রকার কামনা পরিত্যাগ সেগুলির মধ্যে একটী। আর কর্ম্মফলসকলও কাম অর্থাৎ কামনার অন্তর্গত; কাজেই সেই কর্ম্মফলত্যাগ করাও কামনাত্যাগের সদৃশ বলিয়া অভিহিত হয়, কেন না সেখানেও কামত্যাগরূপ সামান্য অর্থাৎ সমানতা বা সাদৃশ্য রহিয়াছে। এই প্রকার সাদৃশ্য আছে বলিয়া সেই অনুসারেই সর্ব্বকাম ত্যাগ করার যে ফল সেই ফলের উল্লেখ করিয়া কর্ম্মফলত্যাগরূপ কামত্যাগেরও প্রশংসা করা হইতেছে। ইহার দৃষ্টান্ত যেমন অগস্ত্য ব্রাহ্মণ, তিনি সমুদ্র পান করিয়াছিলেন; এবং জামদগ্ন্য পরশুরাম ব্রাহ্মণ, তিনি পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন; ইদানীন্তন (বর্ত্তমানকালীন) ব্রাহ্মণগণের ঐরূপ কোন ক্ষমতা না থাকিলেও ঐ ব্রাহ্মণত্বরূপ সাদৃশ্য থাকায় যেমন লোকে অগস্ত্য ও পরশুরামের উল্লেখ করিয়া 'ইঁহাদের পরাক্রম অপরিমেয়', এই বলিয়া প্রশংসা করে এস্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে।৫—১২॥

ভাবপ্রকাশ—যাহারা ভগবদ্‌কর্ম্মও করিতে পারে না অর্থাৎ এই সব ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেও যাহারা সমর্থ নহে তাহাদের উচিত সর্ব্ববিধ কর্ম্মের মধ্যে অর্থাৎ সকল রকম কাজ করিতে করিতে ভগবানের উদ্দেশ্যে ঐ সব কর্ম্মের ফলত্যাগ করা। অন্য কর্ম্ম ত্যাগ করিতে না পারিলেও, অর্থাৎ ভগবদারাধনা ভিন্ন জাগতিক কর্ম্ম করিতে থাকিলেও, ঐ সব কর্ম্মের ফল ভগবানে অর্পণ করিতে হইবে। ফলত্যাগ এক হিসাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। বাসনাত্যাগ ও আসক্তিত্যাগ হইলেই মোক্ষরূপ যে পরাশান্তি তাহা লাভ হয়। এখানে সর্ব্বনিম্ন ভূমিতে অবশ্য সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন যে আসক্তিত্যাগ তাহা ভগবান্ বলিতেছেন না। এখানে মাত্র ভগবান্ যে সর্ব্বকর্ম্মের ফলদাতা, তাঁহার উদ্দেশ্যেই যে সকল কর্ম্ম, এই লক্ষ্য স্থির করিয়া কর্ম্ম করিয়া যাওয়া প্রয়োজন। যে অবস্থায় কর্ম্মফল আপনি ত্যাগ হইয়া যায়—সে অবস্থা অনেক উচ্চে,—তাহা ধ্যানেরও উপরে অবস্থিত। ধ্যানের পরিপাকফলেই ঐ পরবৈরাগ্যরূপ যে ফলবিতৃষ্ণা তাহা দেখা দেয়। অবিবেককৃত অভ্যাস অপেক্ষা যে জ্ঞানযুক্ত অভ্যাস শ্রেষ্ঠ, যে পরোক্ষজ্ঞান অপেক্ষা অপরোক্ষানুভূতিপ্রাপক ধ্যান শ্রেষ্ঠ, সে ধ্যান অপেক্ষাও অপরোক্ষানুভূতির অব্যবহিত পরবৈরাগ্য শ্রেষ্ঠ সেই ফলত্যাগরূপ পরবৈরাগ্যের অতি ক্ষীণতম আভাস এই কর্ম্মফলত্যাগের অভ্যাসে আছে বলিয়াই ইহাই নিম্নতম অর্থাৎ প্রাথমিক সাধন। ১১-১২

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥১৩
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৪

সর্ব্বভূতানাম্ অদ্বেষ্টাঃ মৈত্রঃ করুণঃ এব চ, নির্ম্মমঃ নিরহঙ্কারঃ, সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী, সততং সন্তুষ্টঃ যোগী, যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ, ময়ি অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ যঃ মদ্ভক্তঃ, সঃ মে প্রিয়ঃ অর্থাৎ সর্ব্বভূতে যথাক্রমে যাঁহার অদ্বেষদৃষ্টি, মৈত্রীভাব ও করুণা আছে এবং যিনি মমত্বহীন ও নিরহঙ্কার, অন্যের সুখ-দুঃখে যিনি তুল্যসুখী বা তুল্যদুঃখী ; যিনি ক্ষমাশীল, সদা সন্তুষ্ট, সমাহিতচিত্ত, সংযতাত্মা, দৃঢ়নিশ্চয় এবং আমাতে মনোবুদ্ধি অর্পণকারী—ঈদৃশ ভক্ত আমার প্রিয় ॥১৩-১৪

তদেবং মন্দমধিকারিণং প্রত্যতিদুষ্করত্বেনাক্ষরোপোসননিন্দয়া সুকরং সগুণোপাসনং বিধায়াশক্তিতারতম্যানুবাদেনান্যান্যপি সাধনানি বিদধৌ ভগবান্ বাসুদেবঃ, কথং নু নাম সর্ব্বপ্রতিবন্ধরহিতঃ সন্নুত্তমাধিকারিতয়া ফলভূতায়ামক্ষরবিদ্যায়ামবতরেদিত্যভিপ্রায়েণ সাধনবিধানস্য ফলার্থত্বাৎ।১ তদুক্তং,—"নির্ব্বিশেষং পরং ব্রহ্ম সাক্ষাৎকর্ত্তুমনীশ্বরাঃ। যে মন্দাস্তেঽনুকম্প্যন্তে সবিশেষনিরূপণৈঃ॥ বশীকৃতে মনস্যেষাং সগুণব্রহ্মশীলনাৎ। তদেবাবির্ভবেৎ সাক্ষাদপেতোপাধিকল্পনম্॥" ইতি।২ ভগবতা পতঞ্জলিনা চোক্তং ;—"সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানা"দিতি, "ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চে"তি চ। তত ইতীশ্বরপ্রণিধানাদিত্যর্থঃ।৩ তদেবমক্ষরোপাসননিন্দা সগুণোপাসনস্তুতয়ে ন তু হেয়তয়া, উদিতহোমবিধাবনুদিতহোমনিন্দাবৎ।

অনুবাদ—এই প্রকারে 'ভগবান্ বাসুদেব' অক্ষরোপাসনা মন্দাধিকারী ব্যক্তির পক্ষে অতি দুষ্কর বলিয়া তাহার নিন্দা করিয়া সুকর (সহজসাধ্য) যে সগুণ উপাসনা, তাহার জন্য তাহারই বিধান করিলেন এবং তাহাদেরও অশক্তির তারতম্য অনুসারে অন্যান্য সাধন সকলেরও বিধান করিলেন। কি প্রকারে ঐ মন্দাধিকারী ব্যক্তি সকলপ্রকার প্রতিবন্ধকবিহীন হইয়া উত্তমাধিকারিতা লাভ করতঃ এই সগুণ উপাসনারই ফলস্বরূপ যে অক্ষর বিদ্যা অর্থাৎ নির্গুণোপাসনা তাহাতে অবতীর্ণ হইতে পারিবে অর্থাৎ তাহার অধিকারী হইবে, এই অভিপ্রায়েই পূর্ব্বোক্ত ঐ সকল সাধনের বিধান করা হইয়াছে সুতরাং ইহাতে ঐগুলিরও ফলার্থত্ব অর্থাৎ সফলতা সিদ্ধ হইল।১ এইজন্য এইরূপ কথিতও আছে যথা,—"যে সমস্ত মন্দ (মন্দাধিকারী) ব্যক্তিরা নির্ব্বিশেষ পরম ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিবার অনধিকারী, সবিশেষ সগুণ ব্রহ্মোপাসনা নিরূপণ করিয়া তাহাদের উপর অনুকম্পা করা হইতেছে। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনায় ইঁহাদের চিত্ত বশীকৃত হইলে সকল প্রকার উপাধিকল্পনা বিনির্ম্মুক্ত সেই যে নির্ব্বিশেষ পরম ব্রহ্ম তাহা তাঁহাদের চিত্তে আবির্ভূত হয়।"২ ভগবান্ পতঞ্জলিও এইরূপ বলিয়াছেন, যথা—"ঈশ্বরপ্রণিধান হইতে সমাধিসিদ্ধি হয়" ; "তাহা হইতে প্রত্যক্ চৈতন্যের অধিগম (প্রাপ্তি বা আবির্ভাব) এবং সকল প্রকার অন্তরায়ের (প্রতিবন্ধকের) অভাব হইয়া থাকে।" 'তাহা হইতে' ইহার অর্থ সেই ঈশ্বর প্রণিধান হইতে।৩ অতএব এই প্রকারে যে

"ন হি নিন্দা নিন্দ্যং নিন্দিতুং প্রবর্ত্ততেঽপি তু বিধেয়ং স্তোতু" মিতি ন্যায়াৎ।৪ তস্মাদক্ষরোপাসকা এব পরমার্থতো যোগবিত্তমাঃ "প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ। উদারাঃ সর্ব্বএবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মত" মিত্যাদিনা পুনঃ পুনঃ প্রশস্ততমতয়োক্তাস্তেষামেব জ্ঞানং ধর্ম্মজাতং চানুসরণীয়মধিকারমাসাদ্য ত্বয়েত্যর্জ্জুনং বুবোধয়িষুঃ পরমহিতৈষী ভগবানভেদদর্শিনঃ কৃতকৃত্যানক্ষরোপাসকান্ প্রস্তৌতি

অক্ষরোপাসনার নিন্দা করা হইল তাহার উদ্দেশ্য সগুণ উপাসনার স্তুতি (প্রশংসা) করা, কিন্তু তাই বলিয়া যে নির্গুণ উপাসনা হেয় অর্থাৎ পরিত্যাজ্য বা নিকৃষ্ট ইহা প্রতিপাদন করা ইহার উদ্দেশ্য নহে; "নিন্দ্য বা নিন্দিত বস্তুর নিন্দা করিবার জন্য নিন্দার প্রবর্ত্তন করা হয় না কিন্তু নিন্দিতেতর যে বিধেয় তাহার স্তুতির জন্যই নিন্দিতের নিন্দার অবতারণা" এই নিয়ম অনুসারে ইহা সিদ্ধ হয়। ইহার উদাহরণ যেমন উদিত হোমের যে বিধি আছে তথায় অনুদিত হোমের নিন্দা করা হইয়াছে।৪ [**তাৎপর্য্য** এই যে, বেদের অগ্নিহোত্র প্রকরণে শাখাভেদে "উদিতে জুহোতি" এবং "অনুদিতে জুহোতি" এইরূপ দুইটী বিধি দেখিতে পাওয়া যায়—ইহা দ্বারা কোন শাখায় সূর্য্যোদয়ের পরে অগ্নিহোত্রের বিধান করা হইয়াছে, আবার কোন শাখায় অনুদিত হোম অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অগ্নিহোত্রের বিধান আছে। যে শাখায় উদিত হোমের বিধান আছে তথায় 'প্রাতঃ প্রাতরনৃতং তে বদন্তি পুরোদয়াজ্জুহ্বতি যে অগ্নিহোত্রম্"—"যাহারা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অগ্নিহোত্র হোম করে তাহারা প্রতিদিন প্রাতঃকালে মিথ্যা বলে অর্থাৎ তাহাদের সেই অনুদিত হোম মিথ্যাভাষণসদৃশ"—এইরূপে অনুদিত হোমের নিন্দাবচন দেখিতে পাওয়া যায়। আবার যে শাখায় অনুদিত হোম বিধি আছে তথায় "তদ্ যথা অতিথয়ে প্রক্রতায়" ইত্যাদি বাক্যে উদিত হোমের নিন্দা আছে। ইহাতে হয় দুইটী বিধিকেই নিন্দা বলিয়া অপ্রমাণ করিয়া পরিত্যাগ করিতে হয়, না হয় ইহাদের উভয়েরই রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়; ইহাদের একটীকে মাত্র রক্ষা করা যায় না—কারণ তাহা হইলে একতরের অপ্রামাণ্যে অন্যতরেরও অপ্রামাণ্যাপাত অবশ্যম্ভাবী। অথচ ইহা বেদবিধি; কাজেই ইহাকে অপ্রমাণ বলা যায় না। ইহার সমাধানকল্পে শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিদ্গণ বলেন এই যে, শাস্ত্রমধ্যে বিধির সহিত যেস্থলে অন্যের নিন্দা শ্রুত হয় সেস্থলে নিন্দিত বিষয়ের নিন্দা প্রকাশ করায় তাহার তাৎপর্য্য নহে; কিন্তু বিধেয় বিষয়ের প্রশংসা জ্ঞাপন করাই তাহার উদ্দেশ্য। ইহারই জন্য মীমাংসা-ভাষ্যকার শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিৎ পূজ্যপাদ শবরস্বামীর বচন উদ্ধার করিয়া টীকাকার আচার্য্য বলিলেন "ন হি নিন্দা নিন্দ্যং নিন্দিতুং প্রবর্ত্ততে" ইত্যাদি। বেদের মধ্যে বহু স্থলেই, এক জায়গায় যাহা বিহিত হইয়াছে স্থলান্তরে তাহার এই প্রকার নিন্দারূপ যে অর্থবাদ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সমাধান এই একই নিয়মে বুঝিতে হইবে। পুরাণাদিমধ্যেও একস্থলে উপদিষ্ট বিষয়ের যে স্থলান্তরে নিন্দা দেখা যায় তাহারও সমাধান এইরূপ। আরও অপরাপর নিয়মে কি ভাবে শাস্ত্রের বিরোধ পরিহার করা হয় তাহা পূর্ব্বমীমাংসা এবং উত্তরমীমাংসার ভাষ্যাদি হইতে জ্ঞাতব্য। এস্থলেও যে অক্ষর উপাসনার নিন্দা করা হইল তাহাতে যেন কাহারও এমন ধারণা না জন্মায় যে অক্ষরোপাসনা নিন্দিত। কিন্তু মন্দাধিকারী ব্যক্তিগণকে সগুণোপাসনায় প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্তই

সপ্তভিঃ—।৫ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মত্বেন পশ্যন্নাত্মনো দুঃখহেতাবপি প্রতিকূলবুদ্ধ্যভাবান্ন দ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং কিন্তু মৈত্রঃ মৈত্রী স্নিগ্ধতা তদ্বান্।৬ যতঃ করুণঃ করুণা দুঃখিতেষু দয়া তদ্বান্ সর্ব্বভূতাভয়দাতা পরমহংসপরিব্রাজক ইত্যর্থঃ।৭ নির্ম্মমঃ দেহেঽপি মমেতি প্রত্যয়রহিতঃ, নিরহঙ্কারঃ বৃত্তস্বাধ্যায়াদিকৃতাহঙ্কারান্নিষ্ক্রান্তঃ। দ্বেষরাগয়োর-প্রবর্ত্তকত্বেন সমে দুঃখসুখে যস্য সঃ। অতএব ক্ষমী আক্রোশনতাড়নাদিনাঽপি ন বিক্রিয়ামাপদ্যতে।৮—১৩॥

তস্যৈব বিশেষণান্তরাণি, সততং শরীরস্থিতিকারণস্য লাভেঽলাভে চ সন্তুষ্টঃ উৎপন্নালং-প্রত্যয়ঃ। তথা গুণবল্লাভে বিপর্য্যয়ে চ। সততমিতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে।১ যোগী সমাহিত-

নির্গুনোপাসনার নিন্দা করা হইয়াছে। কেননা তাহা না করিলে যে সমস্ত ব্যক্তিরা মন্দ অর্থাৎ নির্গুণোপাসনার অনধিকারী তাহারা অসমর্থ হইয়াও নির্গুণ উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলে নির্গুণ উপাসনা ত করিতে পারিবেই না, অধিকন্তু ঐ মার্গের নানারূপ উচ্ছৃঙ্খলতার দৃষ্টান্ত হইবে। এই কারণে নির্গুণ উপাসনার নিন্দা করিয়া সগুণ সাকার উপাসনার উৎকর্ষ দেখাইয়া তাহাদের মার্গের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।] ৪ অতএব যাঁহারা অক্ষরোপাসক তাঁহারাই পরমার্থতঃ যোগবিত্তম। আর "আমি জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট অত্যন্ত প্রিয় এবং জ্ঞানী ব্যক্তিও আমার বড় প্রিয়", এবং "ইহারা সকলেই উদার বটে তবে জ্ঞানী ব্যক্তি কিন্তু আত্মভূত ইহা আমার অভিমত" ইত্যাদি সন্দর্ভে ভগবান্ ঐ অক্ষরোপাসকগণকেই প্রশস্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং অর্জ্জুন! তোমার উচিত যে অধিকার লাভ করিয়া অর্থাৎ উপযুক্ত হইয়া সেই অক্ষরোপাসকগণেরই জ্ঞান ও ধর্ম্মসকলের অনুসরণ করা। পরম হিতৈষী ভগবান্ এই প্রকারে অর্জ্জুনকে বুঝাইতে ইচ্ছা করিয়া "অদ্বেষ্টা" ইত্যাদি সাতটী শ্লোকে অভেদদর্শী কৃতকৃত্য অক্ষরোপাসকগণের বিষয় বলিবার উপক্রম করিতেছেন—।৫ সমস্ত জীবগণকে আত্মবৎ দেখিতে থাকেন বলিয়া তাহাদের নিকট হইতে যে দুঃখ জন্মে সেই দুঃখ জন্মিবার হেতু বিদ্যমান থাকিলেও তাহাতে তাঁহার প্রতিকূলবুদ্ধি হয় না; এই জন্য তিনি কোনও প্রাণীরই বিদ্বেষ্টা হন না, কিন্তু তিনি মৈত্রই হইয়া থাকেন। মৈত্রী বলিতে স্নিগ্ধতা, সেই স্নিগ্ধতাবিশিষ্ট হইয়া থাকেন।৬ এরূপ হইবার কারণ এই যে তিনি **করুণঃ**—। করুণ অর্থ দুঃখিতগণের উপর দয়া করা; সেই করুণা যাঁহার আছে তিনি করুণ, সুতরাং করুণ সকল জীবের অভয় দাতা অর্থাৎ তিনি পরমহংস-পরিব্রাজক।৭ আর তিনি **নির্ম্মমঃ**=নিজদেহেও 'ইহা আমার' এইপ্রকার জ্ঞানবিহীন এবং তিনি **নিরহঙ্কারঃ**=বৃত্ত (সৎ-চারিত্র্য) এবং স্বাধ্যায় (বেদজ্ঞান) আদি সত্ত্বেও অহঙ্কার রহিত। এবং বিদ্বেষ বা রাগ (আসক্তি) তাঁহার প্রবর্ত্তক না হওয়ায় অর্থাৎ বিদ্বেষ বা অনুরাগবশে তিনি কোন কিছুতে প্রবৃত্ত হন না বলিয়া তিনি **সমদুঃখসুখঃ**=তাঁহার নিকট দুঃখ ও সুখ সমানাকার, একরূপ; আর এই কারণেই তিনি **ক্ষমী**=আক্রোশন বা তাড়না প্রভৃতিতে ও বিকৃতি প্রাপ্ত হননা অর্থাৎ তিনি অবিক্ষুব্ধই থাকেন। ৮—১৩॥

অনুবাদ—তাঁহারই অপর কতকগুলি বিশেষণ (গুণ) নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন—। তিনি **সততং সন্তুষ্টঃ**=শরীরের স্থিতির (জীবনধারণের) কারণীভূত ভক্ষ্যাদি লাভই হউক আর অলাভই

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥১৫

যস্মাৎ লোকঃ ন উদ্বিজতে, যশ্চ লোকাৎ ন উদ্বিজতে, হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈঃ মুক্তঃ সঃ মে প্রিয়ঃ অর্থাৎ যাহা হইতে লোকে ভয়ে ক্ষুব্ধ হয় না ও যিনি অন্য হইতে সংক্ষোভ প্রাপ্ত হন না, যিনি হর্ষ অর্থাৎ স্বীয় ইষ্টলাভে উৎসাহ, অমর্ষ অর্থাৎ অন্যের লাভে অসহিষ্ণু এবং ভয় ও উদ্বেগজন্য চিত্তক্ষোভ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাদৃশ ব্যক্তি আমার প্রিয় ॥১৫

চিত্তঃ। যতাত্মা সংযতশরীরেন্দ্রিয়াদিসঙ্ঘাতঃ। দৃঢ়ঃ কুতার্কিকৈরভিভবিতুমশক্যতয়া স্থিরো নিশ্চয়োঽহমস্ম্যকর্ত্রভোক্তৃসচ্চিদানন্দাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মেত্যধ্যবসায়ো যস্য স দৃঢ়নিশ্চয়ঃ স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ।২ ময়ি ভগবতি বাসুদেবে শুদ্ধে ব্রহ্মণি অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ সমর্পিতান্তঃকরণঃ ঈদৃশো যো মদ্ভক্তঃ শুদ্ধাক্ষরব্রহ্মবিৎ স মে প্রিয়ঃ মদাত্মত্বাৎ ॥৩—১৪॥

পুনস্তস্যৈব বিশেষণানি।—যস্মাৎ সর্ব্বভূতাভয়দায়িনঃ সংন্যাসিনো হেতোর্নোদ্বিজতে ন সংতপ্যতে লোকো য কশ্চিদপি জনঃ। তথা লোকান্নিরপরাধোদ্বেজনৈকব্রতাৎ খলজনান্নোদ্বিজতে চ যঃ, অদ্বৈতদর্শিত্বাৎ পরমকারুণিকত্বেন ক্ষমাশীলত্বাচ্চ।১ কিঞ্চ হর্ষঃ স্বস্য প্রিয়লাভে রোমাঞ্চাশ্রুপাতাদিহেতুরানন্দাভিব্যঞ্জকশ্চিত্তবৃত্তিবিশেষঃ, অমর্ষঃ পরোৎ-

হউক সকল অবস্থাতেই তাঁহার সন্তোষ অর্থাৎ অলংপ্রত্যয়—যথেষ্ট হইয়াছে ইত্যাকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এইরূপ গুণবল্লাভ হউক অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বস্তুর প্রাপ্তিই হউক কিংবা তাহার বিপর্য্যয়ই হউক অর্থাৎ নিকৃষ্ট বস্তুলাভই হউক—তিনি উভয়ত্রই সতত সন্তুষ্ট। এখানে সততং এই পদটী সকল স্থলেই অন্বিত।১ আর তিনি **যোগী**=অর্থাৎ সমাহিত চিত্ত, **যতাত্মা**=অর্থাৎ তাঁহার শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির সঙ্ঘাত সংযত এবং তিনি **দৃঢ়নিশ্চয়ঃ**=দৃঢ় অর্থাৎ কুতার্কিকগণ পরাভূত করিতে পারেনা বলিয়া স্থির হইয়াছে নিশ্চয় অর্থাৎ 'আমি অকর্ত্তা, অভোক্তা সচ্চিদানন্দ অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ হইতেছি' ইত্যাকার অধ্যবসায় যাঁহার তিনি দৃঢ় নিশ্চয়। সুতরাং দৃঢ়নিশ্চয় অর্থে স্থিতপ্রজ্ঞ।২ আর **ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ**=ভগবান্ বাসুদেবরূপ শুদ্ধ ব্রহ্মে যিনি মন ও বুদ্ধিরূপ অন্তঃকরণ সমর্পিত করিয়াছেন। এতাদৃশ যে ব্যক্তি যিনি আমার পরম ভক্ত অর্থাৎ বিশুদ্ধ অক্ষর ব্রহ্মবিৎ তিনিই আমার প্রিয়,—কারণ তিনি মৎস্বরূপ।৩—১৪॥

অনুবাদ—"যস্মাৎ" ইত্যাদি শ্লোকে পুনরায় সেই অক্ষরোপাসকেরই আরও কতকগুলি বিশেষণ (গুণ) নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। **যস্মাৎ**=সর্ব্বভূতের অভয়দাতা সন্ন্যাসী ভয়ের হেতু হন না বলিয়া যে কোনও লোক যাঁহার নিকট হইতে **ন উদ্বিজতে** উদ্বিগ্ন হয়না অর্থাৎ সন্তাপ অনুভব করেনা। এবং **লোকাৎ**=যে লোক নিরপরাধ ব্যক্তিরও উদ্বেগ উৎপাদন করাকে নিজের একমাত্র ব্রত করিয়া তুলিয়াছে তাদৃশ খল লোকের নিকট হইতেও **নোদ্বিজতে যঃ**=যিনি উদ্বিগ্ন হননা,—কারণ তিনি **অদ্বৈতদর্শী** এবং পরম কারুণিক ও ক্ষমাশীল।১ আর তিনি **হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈঃ মুক্তঃ**= **হর্ষ বলিতে** নিজের প্রিয় (অভীষ্ট) বিষয় লাভ করিলে যে রোমাঞ্চ অশ্রুপাত আদি হয় তাহার হেতুভূত **আনন্দাভিব্যঞ্জক** যে চিত্তবৃত্তিবিশেষ তাহাই বুঝায়। পরের উৎকর্ষ (উন্নতি) সহিতে না পারা রূপ

অনপেক্ষঃ শুচির্দ্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৬

অনপেক্ষঃ শুচিঃ দক্ষঃ উদাসীনঃ গতব্যথঃ সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যঃ মদ্ভক্ত এব মে প্রিয়ঃ অর্থাৎ যিনি নিরপেক্ষ শুচি, দক্ষ, উদাসীন ব্যথা-বর্জ্জিত ও সর্ব্ববিধ উদ্যম পরিত্যাগী, এতাদৃশ ভক্ত আমার প্রি ॥১৬

কর্ষাসহনরূপশ্চিত্তবৃত্তিবিশেষঃ, ভয়ং ব্যাঘ্রাদিদর্শনাধীনশ্চিত্তবৃত্তিবিশেষস্ত্রাসঃ, উদ্বেগঃ একাকী কথং বিজনে সর্ব্বপরিগ্রহশূন্যো জীবিষ্যামীত্যেবংবিধো ব্যাকুলতারূপশ্চিত্তবৃত্তিবিশেষস্তৈর্হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ অদ্বৈতদর্শিতয়া তদযোগ্যত্বেন তৈরেব স্বয়ং পরিত্যক্তো ন তু তেষাং ত্যাগায় স্বয়ং ব্যাপৃত ইতি যাবৎ।২—তেন মদ্ভক্ত ইত্যনুকৃষ্যতে। ঈদৃশো মদ্ভক্তো যঃ স মে প্রিয় ইতি পূর্ব্ববৎ ॥৩—১৫ ॥

কিঞ্চ,—নিরপেক্ষঃ সর্ব্বেষু ভোগোপকরণেষু যদৃচ্ছোপনীতেষ্বপি নিস্পৃহঃ।১ শুচির্ব্বাহ্যাভ্যন্তরশৌচসম্পন্নঃ।২ দক্ষঃ উপস্থিতেষু জ্ঞাতব্যেষু চ সদ্য এব জ্ঞাতুং কর্ত্তুং চ সমর্থঃ।৩ উদাসীনঃ ন কস্যচিন্মিত্রাদেঃ পক্ষং ভজতে যঃ।৪ গতব্যথঃ পরৈস্তাড্যমানস্যাপি গতা নোৎপন্না ব্যথা পীড়া যস্য সঃ।৫ উৎপন্নায়ামপি ব্যথায়ামপকর্ত্তৃষ্বনপকর্ত্তৃত্বং ক্ষমিত্বং ব্যথাকারণেষু সংস্বপ্যনুৎপন্নব্যথত্বম্ গতব্যথত্বমিতি ভেদঃ।৬ ঐহিকামুষ্মিকফলানি

যে চিত্তবৃত্তিবিশেষ তাহার নাম অমর্ষ; ব্যাঘ্রাদি দর্শন জন্য যে ত্রাসরূপ চিত্তবৃত্তিবিশেষ তাহাই ভয়। 'নির্জ্জন স্থানে সকল প্রকার পরিগ্রহ বিহীন হইয়া একাকী কিরূপে থাকিব'—এই প্রকারের ব্যাকুলতারূপ যে চিত্তবৃত্তিবিশেষ তাহাকে উদ্বেগ বলা হয়। যিনি হর্ষ, অমর্ষ, ভয় এবং উদ্বেগ এই সমস্ত ভাবের দ্বারা বিমুক্ত অর্থাৎ যিনি অদ্বৈতদর্শী হওয়ায় ঐ সমস্ত ভাবের অযোগ্য বলিয়া ঐ ভাবগুলি আপনা-আপনিই যাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, কিন্তু তিনি যে সেইগুলিকে পরিত্যাগ করিবার জন্য স্বয়ং ব্যাপৃত হন তাহা নহে।২ এই কারণে পূর্ব্বশ্লোক হইতে মদ্ভক্ত এই অংশটীর অনুকর্ষ করিতে হইবে। এবম্প্রকার যে মদ্ভক্ত—আমার অর্থাৎ ঈশ্বরের ভক্ত অর্থাৎ ব্রহ্মভূত ব্যক্তি তিনিই আমার প্রিয়। ৩—১৫ ॥

অনুবাদ—অধিক কি যিনি **অনপেক্ষঃ**=ভোগের উপকরণীভূত সকল প্রকার বস্তুতেই—এমন কি যদৃচ্ছাসম্প্রাপ্ত অর্থাৎ স্বত আগত বস্তু সকলেও নিস্পৃহ।১ যিনি **শুচিঃ**=বহিঃশৌচ ও আন্তর উভয় প্রকার শৌচসম্পন্ন।২ যিনি **দক্ষঃ**=জ্ঞাতব্য ও কর্ত্তব্য বিষয় সকল উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা জানিতে ও বুঝিতে সমর্থ।৩ যিনি **উদাসীনঃ**=বন্ধু প্রভৃতি কাহারও পক্ষ অবলম্বন করেন না। যিনি **গতব্যথঃ**=অন্যে তাড়না করিতে থাকিলেও যাঁহার ব্যথা অর্থাৎ পীড়া গতা হইয়াছে অর্থাৎ উৎপন্ন হয় নাই তিনি গতব্যথ।৫ ব্যথা উৎপন্ন হইলেও যে অনপকারিতা—ব্যথাদায়কের অপকার না করা তাহাকে ক্ষমিত্ব বলা হয়, আর ব্যথার কারণ সকল বিদ্যমান থাকিলেও যে ব্যথা উৎপন্ন না হওয়া তাহাই গতব্যথত্ব—ইহাই হইল ইহাদের (ক্ষমিত্ব ও গতব্যথত্বের) মধ্যে প্রভেদ।৬ ঐহিকফলক (ইহলোকে যাহার ফলভোগ হয় তাদৃশ) এবং যাহার ফল পারত্রিক বা পারলৌকিক তাদৃশ সকল

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৭

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥১৮

তুল্য নিন্দাস্তুতির্ম্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥১৯

যঃ ন হৃষ্যতি, ন দ্বেষ্টি ; ন শোচতি ; ন কাঙ্ক্ষতি, শুভাশুভপরিত্যাগী যঃ ভক্তিমান, স মে প্রিয়ঃ অর্থাৎ যিনি প্রিয়বস্তু লাভে হৃষ্ট হন না, অপ্রিয় বস্তুতেও বিদ্বেষ করেন না, যিনি ইষ্টনাশে শোক করেন না, অপ্রাপ্ত বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং পুণ্য ও পাপ ত্যাগ করিয়াছেন, এতাদৃশ ভক্তিমান্ পুরুষ আমার প্রিয় ॥১৭

শত্রৌ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ সমঃ, শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু, সমঃ, সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ, তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ, মৌনী, যেন কেনচিৎ সন্তুষ্টঃ, অনিকেতঃ স্থিরমতিঃ ভক্তিমান্ নরঃ মে প্রিয় অর্থাৎ যাঁহারা শত্রু ও মিত্রে তুল্যদৃষ্টি, মান ও অপমানে সমবুদ্ধি, শীত উষ্ণ ও সুখদুঃখে তুল্যবোধ এবং যিনি আসক্তিহীন, এবং নিন্দা ও স্তুতি যাঁহার সমান, যিনি মৌনী, যৎকিঞ্চিৎলাভেই সন্তুষ্ট, নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান যাঁহার নাই, এবং স্থিরমতি, ও বুদ্ধিমান্—এমন নর [illegible] আমার প্রিয় [illegible]

সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সর্ব্বারম্ভাস্তান্ পরিত্যক্তুং শীলম্ যস্য স সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী সন্ন্যাসী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥৭ - ১৬।

কিঞ্চ,—সমদুঃখসুখ ইত্যেতদ্বিবৃণোতি। যো ন হৃষ্যতি ইষ্টপ্রাপ্তৌ, ন দ্বেষ্টি অনিষ্টপ্রাপ্তৌ, ন শোচতি প্রাপ্তেষ্টবিয়োগে, ন কাঙ্ক্ষতি অপ্রাপ্তেষ্টসংযোগে।১—সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগীত্যেতদ্বিবৃণোতি—শুভাশুভে সুখদুঃখসাধনে কর্ম্মণী পরিত্যক্তুং শীলমস্যেতি শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ।২—১৭॥

কিংচ,—পূর্ব্বৈস্ত্রিভিঃ প্রাপঞ্চিতং। সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ চেতনাচেতনসর্ব্ববিষয়শোভনাধ্যাস-রহিতঃ সর্ব্বথা হর্ষবিষাদশূন্য ইত্যর্থঃ। স্পষ্টমন্যৎ।—১৮॥

প্রকার কর্ম্ম হইতেছে সর্ব্বারম্ভ ; সেই সমস্তগুলি পরিত্যাগ করা যাহার শীল (স্বভাব) তিনি সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী ; সুতরাং সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী ব্যক্তি সন্ন্যাসী। এতাদৃশ যে মদ্ভক্ত তিনিই আমার প্রিয়। ৭—১৬॥

অনুবাদ—আরও, পূর্ব্বে ত্রয়োদশ শ্লোকে যে 'সমদুঃখসুখ' বলা হইয়াছে এক্ষণে তাহাই বিস্তৃত করিয়া বলিতেছেন—। অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তিতে যিনি হৃষ্ট হন না, অনীপ্সিত বিষয়ের অধিগমে যিনি বিদ্বেষ করেন না এবং প্রাপ্ত ইষ্টবস্তুর বিয়োগ হইলেও যিনি শোক করেন না ও ইষ্টবস্তুর সংযোগ অপ্রাপ্ত হইলেও যিনি তাহা পাইতে ইচ্ছা করেন না—। (এই পর্য্যন্ত অংশে 'সমদুঃখসুখ' ইহার বিবরণ বলা হইল)।১ এক্ষণে সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী' ইহার বিবরণ বলিতেছেন। শুভ ও অশুভ বলিতে সুখের সাধনস্বরূপ দুই জাতীয় কর্ম্ম বুঝায়। তাহা পরিত্যাগ করা যাঁহার স্বভাব তিনি শুভাশুভ পরিত্যাগী। এতাদৃশ যে ভক্তিমান্ ব্যক্তি তিনি আমার প্রিয় হইতেছেন। ২—১৭॥

কিংচ,—নিন্দা দোষকথনং, স্তুতির্গুণকথনং তে দুঃখসুখাজনকতয়া তুল্যে যস্য স তথা।১ মৌনী সংযতবাক্।২ নন্থ শরীরযাত্রানির্ব্বাহায় বাগ্ব্যাপারোঽপেক্ষিত এব, নেত্যাহ—সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ। স্বপ্রযত্নমন্তরেণৈব বলবৎপ্রারব্ধকর্ম্মোপনীতেন শরীরস্থিতিহেতুমাত্রেণাশনাদিনা সন্তুষ্টঃ নিবৃত্তস্পৃহঃ।৩ কিংচ, অনিকেতো নিয়তনিবাসরহিতঃ। স্থিরা পরমার্থবস্তুবিষয়া মতির্যস্য সঃ স্থিরমতিঃ। ঈদৃশো যো ভক্তিমান্ স মে প্রিয়ো নরঃ।৪ অত্র পুনঃ পুনর্ভক্তেরুপাদানং ভক্তিরেবাপবর্গস্য পুষ্কলং কারণমিতি দ্রঢ়য়িতুম্ ॥৫—১৯॥

অনুবাদ—এই শ্লোকটী পূর্ব্বোক্ত বিষয়টীরই প্রপঞ্চ অর্থাৎ বিবরণ। **সঙ্গবিবর্জ্জিত** ইহার অর্থ যিনি চেতন ও অচেতন সকল বিষয়েই শোভনাধ্যাসবিহীন অর্থাৎ সকল রকমেই হর্ষ বিষাদ বিরহিত। শ্লোকটীর অন্যান্য স্থল স্পষ্টার্থক। [শত্রৌ চ মিত্রে চ=শত্রু এবং মিত্রে, সমঃ=তুল্য ভাবাপন্ন। তথা মানাপমানয়োঃ=সেইরূপ মান এবং অপমানেও যিনি তুল্য ভাবাপন্ন। শীতোষ্ণ-দুঃখেষু সমঃ=যিনি শীত উষ্ণ, সুখ এবং দুঃখেও সম। সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ=এবং যিনি সঙ্গবিবর্জ্জিত।]—১৮॥

অনুবাদ—আরও,—নিন্দা অর্থ দোষ উল্লেখ করা এবং স্তুতি অর্থ গুণ নির্দ্দেশ করা; সেই নিন্দা ও স্তুতি যাঁহার নিকটে সুখদুঃখাজনকরূপে তুল্য অর্থাৎ নিন্দাতেও তাঁহার দুঃখ হয় না আর স্তুতিতেও তাঁহার সুখ হয় না।১ আর, তিনি মৌনী অর্থাৎ সংযতবাক্।২ আচ্ছা, শরীর যাত্রা নির্ব্বাহের জন্যও ত ব্যাগ্‌ব্যাপারের অবশ্যই অপেক্ষা আছে অর্থাৎ ব্যাগ্‌ব্যাপার বিনা—কথা না কহিলে, কিরূপে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে? যদি কথা কহেন তাহা হইলে ত আর মৌনী হইতে পারেন না? (উত্তর—) না—তাহা নহে; কারণ তিনি **সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ**=যাহা তাহাতেই সন্তুষ্ট,—নিজ প্রযত্ন বিনাই প্রবল প্রারব্ধ কর্ম্মের প্রভাবে যাহা উপনীত হয় অর্থাৎ আসিয়া জুটে কেবল মাত্র শরীর ধারণের পক্ষে উপযুক্ত তাবন্মাত্র অশনাদিতেই তিনি সন্তুষ্ট অর্থাৎ নিবৃত্তস্পৃহ—তাহাতেই তাঁহার স্পৃহা নিবৃত্ত হইয়া যায়।৩ আরও, তিনি **অনিকেতঃ**=নিয়ত নিবাস রহিত—তাঁহার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই এবং তিনি **স্থিরমতিঃ**=যাঁহার মতি স্থিরা অর্থাৎ পরমার্থবিষয়া তিনি স্থিরমতি। এতাদৃশ যে ভক্তিমান্ ব্যক্তি তিনি আমার প্রিয় হইতেছেন।৪ একমাত্র ভক্তিই যে অপবর্গের (মোক্ষের) পুষ্কল (পর্য্যাপ্ত) কারণ তাহা দৃঢ় করিবার জন্যই এখানে 'ভক্তি' এই শব্দটীর বারবার উল্লেখ করিয়াছেন। অভিপ্রায় এই যে পুষ্কলা ভক্তি হইতেই তত্ত্ব জ্ঞানের উদয় হয় এবং তাহাতে অবিদ্যার নাশ হয়।৫—১৯॥

ভাবপ্রকাশ—এই আটটী শ্লোকে ভগবান্ ভক্তের লক্ষণ বলিয়াছেন। অদ্বেষ্টৃত্বাদি গুণগুলি ভক্তের স্বাভাবিক। স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণে দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে সব কথা বলিয়াছেন এখানেও উহার অনেক কথাই আছে। তবে মনে হয় স্থিতপ্রজ্ঞ ভূমিতে সংযমের প্রাধান্য—সত্ত্বের প্রাথমিক স্থিতিতে যে প্রসাদ লাভ হয়, প্রসন্নচিত্ত হইলে বুদ্ধির যে স্থৈর্য্য দেখা দেয়, স্থিতপ্রজ্ঞ ভূমিতে সেই সব লক্ষণের উপরেই যেন জোর দেওয়া হইয়াছে; "যস্য ইন্দ্রিয়ানি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ নিগৃহীতানি", "জাগর্ত্তি সংযমী",

যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥২০

যে তু যথোক্তম্ ইদং ধর্ম্মামৃতং পর্য্যুপাসতে শ্রদ্দধানাঃ মৎপরমাঃ তে ভক্তাঃ মে অতীব প্রিয়াঃ অর্থাৎ যাঁহারা শ্রদ্ধাসমন্বিত ও মৎপরায়ণ হইয়া মৎকথিত অমৃতত্বসাধক এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, সেই ভক্তগণ আমার অতীব প্রিয় ॥২০

অদ্বেষ্টেত্যাদিনাঽক্ষরোপাসকাদীনাং সন্ন্যাসিনাং লক্ষণভূতং স্বভাবসিদ্ধং ধর্ম্মজাতমুক্তং। যথোক্তম্ বার্ত্তিকে, "উৎপন্নাত্মাববোধস্য হ্যদ্বেষ্টৃত্বাদয়ো গুণাঃ। অযত্নতো ভবন্ত্যেব ন তু সাধনরূপিণঃ"। ইতি।২ এতদেব চ পুরা স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণরূপেণাভিহিতম্। তদিদং ধর্ম্মজাতং প্রযত্নেন সম্পাদ্যমানং মুমুক্ষোর্ম্মোক্ষসাধনং ভবতীতি প্রতিপাদয়ন্নুপসংহরতি।৩—যে তু সংন্যাসিনো মুমুক্ষবঃ ধর্ম্মামৃতং ধর্ম্মরূপমমৃতং অমৃতসাধনত্বাৎ অমৃতবদাস্বাদ্যত্বাদ্বা ইদং যথোক্তং অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানামিত্যাদিনা

"ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ ইন্দ্রিয়াণি সংহরতে", "তানি সর্ব্বাণি সংযম্য" "বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা" এই সব স্থানগুলিতে ইন্দ্রিয়সংযমের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, ভক্তের ভূমিতে মনে হয় যেন সত্ত্ববিবৃদ্ধির ফলে ব্যাপকতা বাড়িয়া চলিয়াছে—আত্মপরভেদ যেন চলিয়া গিয়াছে। যোগের ভূমিতে "শুদ্ধ সত্ত্ব" এর সহিত পরিচয় হয়—এখানে সংযমের ফলে শুদ্ধিলাভই প্রধান। ভক্তি ও জ্ঞানভূমিতে যেন শুদ্ধির ফলে ব্যাপকতা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলে। ভক্তির ভূমিতে ক্রমশঃ বিবর্দ্ধমান ব্যাপকতা, জ্ঞানে ইহার পরিসমাপ্তি, তাই এখানে মৈত্রঃ, সর্ব্বভূতানাং অদ্বেষ্টা, সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ—এই নিরন্তর্য্যের ফলে যেন সমতার উপলব্ধি হইতেছে। জ্ঞানভূমিতে গুণাতীত লক্ষণে আমরা দেখিব যে এই সমতার উপলব্ধির সেখানে অবসান। স্থিতপ্রজ্ঞ ভূমিতে সংযম ফলে শুদ্ধি, ভক্ত ভূমিতে প্রেমলাভে ব্যাপকতা, এবং গুণাতীত ভূমিতে জ্ঞানফল সমতা। ইহাই যেন ঐ তিনটী ভূমির প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে হয়। ১৩-১৯

অনুবাদ—"অদ্বেষ্টা" ইত্যাদি সন্দর্ভে অক্ষরোপাসকপ্রভৃতি জীবন্মুক্ত সন্ন্যাসিগণের লক্ষণস্বরূপ তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মজাত (গুণ সকল) বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ যে বস্তুর যাহা স্বভাবসিদ্ধ অসাধারণ ধর্ম্ম তাহা নির্দ্দেশ করিয়াই সেই বস্তুর পরিচয় দেওয়া হয়; এই জন্য স্বভাবসিদ্ধ অসাধারণ ধর্ম্মই বস্তুর লক্ষণ হইয়া থাকে। এস্থলেও অদ্বেষ্টৃত্ব আদি উক্ত ধর্ম্ম নিচয় অক্ষরোপাসক প্রভৃতি জীবন্মুক্ত পুরুষগণের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম হওয়ায় ঐগুলির উল্লেখ করাতেই তাঁহার লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইল।১ বার্ত্তিক গ্রন্থে (বৃহদারণ্যকবার্ত্তিক নামক গ্রন্থে) এইরূপ কথিত আছে, যথা—"যাঁহার আত্মবোধ (আত্মজ্ঞান) উৎপন্ন হইয়াছে তাঁহার পক্ষে অদ্বেষ্টৃত্ব আদি গুণনিচয় অযত্নতঃই (বিনা যত্নেই) সিদ্ধ হইয়া থাকে, সেইগুলি আর তাঁহার (আত্ম জ্ঞানের) সাধনস্বরূপ হয় না; কারণ তৎপূর্ব্বেই তাঁহার আত্মজ্ঞান উদিত হইয়াছে।২ ইহাই পূর্ব্বে (দ্বিতীয় অধ্যায়ে) স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই ধর্ম্ম সমুদায় যদি প্রযত্ন সহকারে সম্পাদিত হইতে থাকে তাহা হইলে সেইগুলি মুমুক্ষু ব্যক্তির মোক্ষের সাধন (উপায় স্বরূপ) হইয়া থাকে—ইহা প্রতিপাদন করতঃ "যে তু" ইত্যাদি শ্লোকে বক্তব্য বিষয়ের উপসংহার করিতেছেন।৩ **যে তু**=যে সমস্ত মুমুক্ষু

প্রতিপাদিতং পর্য্যুপাসতেঽনুতিষ্ঠন্তি প্রযত্নেন, শ্রদ্দধানাঃ সন্তো মৎপরমাঃ অহং ভগবানক্ষরাত্মা বাসুদেব এব পরমঃ প্রাপ্তব্যো নিরতিশয়া গতির্যেষাং তে মৎপরমাঃ ভক্তাঃ মাং নিরুপাধিকং ব্রহ্ম ভজমানাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ।৪ প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয় ইতি পূর্ব্বসূচিতস্যায়মুপসংহারঃ।৫ যস্মাদ্ধর্ম্মামৃতমিদং শ্রদ্ধয়ানুতিষ্ঠন্ ভগবতো বিষ্ণোঃ পরমেশ্বরস্যাতীব প্রিয়ো ভবতি তস্মাদিদং জ্ঞানবতঃ স্বভাবসিদ্ধতয়া লক্ষণমপি মুমুক্ষুণাত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মজ্ঞানোপায়ত্বেন যত্নাদনুষ্ঠেয়ং বিষ্ণোঃ পরমং পদং জিগমিষুণেতি বাক্যার্থঃ।৬ তদেবং সোপাধিব্রহ্মাভিধ্যানপরিপাকান্নিরুপাধিকং ব্রহ্মানুসংদধানস্যাদ্বেষ্টৃত্বাদিধর্ম্মবিশিষ্টস্য মুখ্যস্যাধিকারিণং শ্রবণমননিদিধ্যাসনান্যাবর্ত্তয়তো বেদান্তবাক্যার্থতত্ত্বসাক্ষাৎকারসংভবাত্ততো মুক্ত্যপপত্তের্মুক্তিহেতুবেদান্তমহাবাক্যার্থান্বয়-যোগ্যস্তৎপদার্থোঽনুসন্ধেয় ইতি মধ্যমেন ষট্কেন সিদ্ধম্॥৭—২০॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীবিশ্বেশ্বরসরস্বতী-শ্রীপাদশিষ্য-
শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীবিরচিতায়াং শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাগূঢ়ার্থ
দীপিকায়াং ভক্তিযোগ নামকঃ
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

সন্ন্যাসিগণ কিন্তু **ইদম্**=এই "অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাম্" ইত্যাদি সন্দর্ভে বর্ণিত **ধর্ম্মামৃতম্**=ধর্ম্মরূপ অমৃত,—ইহা অমৃত কেন না ইহা অমৃতত্বের সাধন হইতেছে, অথবা ইহা অমৃতের মত আস্বাদ্য বলিয়া অমৃত নামে অভিহিত হইয়াছে। **শ্রদ্দধানাঃ**=শ্রদ্ধাবিত্ত হইয়া এবং **মৎপরমাঃ**=আমি অর্থাৎ অক্ষরস্বরূপ ভগবান বাসুদেবই যাঁহাদের পরম প্রাপ্তব্য—নিরতিশয়া গতি হইতেছি, তাঁহারা মৎপরম, সেইরূপ ভক্ত হইয়া প্রযত্ন সহকারে ঐ সমস্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন সেই সমস্ত ভক্ত ব্যক্তিরা অর্থাৎ নিরুপাধিক ব্রহ্মের উপাসনাকারীরা আমার অত্যন্ত প্রিয় হইতেছেন।৪ পূর্ব্বে সপ্তম অধ্যায়ে "প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ" ইত্যাদি সন্দর্ভে যাহা সূচিত হইয়াছিল তাহারই এখানে উপসংহার করা হইল।৫ যেহেতু শ্রদ্ধা সহকারে এই ধর্ম্মামৃতের অনুষ্ঠান করিলে পরমেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয় হওয়া যায় সেই হেতু এই ধর্ম্ম নিচয় জ্ঞানী ব্যক্তির স্বভাবসিদ্ধ হইয়া যায় বলিয়া এইগুলি তাঁহার লক্ষণ স্বরূপ হইলেও যিনি বিষ্ণুর পরম পদ পাইতে ইচ্ছুক আত্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু তাদৃশ মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে ইহা অবশ্যই অনুষ্ঠেয় অর্থাৎ যিনি বিষ্ণুর পরমপদ পাইতে ইচ্ছুক —সেই মুক্তিকামী আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি যদি এই সমস্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তবেই তাঁহার মুক্তি হইবে, নচেৎ নহে।৬ অতএব এই প্রকারে, সোপাধিক, সগুণ ব্রহ্মের অভিধ্যানের (সম্যক্ উপাসনার) পরিপক্কতা হইলে যিনি নিরুপাধিক ব্রহ্মের অনুসন্ধান করিতে থাকেন অদ্বেষ্টৃত্ব আদি ধর্ম্ম বিশিষ্ট তাদৃশ মুখ্য অধিকারী শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের আবৃত্তি (পুনঃ পুনঃ অভ্যাস) করিতে থাকিলে তাহা হইতে তাঁহার চিত্তে বেদান্তবাক্যের অর্থ (প্রতিপাদ্য যে তত্ত্ব সেই তত্ত্বের)

সাক্ষাৎকার হওয়া যখন সম্ভব এবং তাহা হইতেই যখন মুক্তির উপপত্তি হয় অর্থাৎ মুক্তিলাভ করা যুক্তি সঙ্গত হয় তখন মুক্তির হেতুস্বরূপ যে বেদান্তের মহাবাক্য অর্থাৎ "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য তাহার অন্বয়ের যোগ্য যে 'তৎ'পদার্থ তাহার অন্বেষণ করা উচিত, ইহাই মধ্যবর্ত্তী ছয়টী অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইল।৭—২০॥

ভাবপ্রকাশ—এই গুণগুলি যাঁহাদের মধ্যে আছে তাঁহারা ভগবানের প্রিয় ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছেন। এখন বলিতেছেন শুধু এই নৈতিক গুণগুলি (moral qualities) থাকিলেই হয় না। "মৎপরমাঃ" ভগবান্‌কে পরমতত্ত্ব বলিয়া **শ্রীভগবানের আশ্রয় লইয়া** যাঁহারা এই গুণগুলির, এই ধর্ম্মজাতের সম্যক্ উপাসনা করেন, তাঁহারাই শ্রীভগবানের পরম ভক্ত, তাঁহারাই তাঁহার অতীব প্রিয়।' এই শ্লোকের "মৎপরমাঃ" পদটীই ইহার বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপন করেতেছে।২০

ইতি শ্রীমৎ পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীবিশ্বেশ্বর সরস্বতী পাদের শিষ্য
শ্রীমধুসূদন সরস্বতী বিরচিত গীতা গূঢ়ার্থ দীপিকায়
ভক্তিযোগ নামক দ্বাদশ অধ্যায়।